তাঁহারা যদি পুনঃ দৈবশক্তিতে পুনঃসঞ্জীবিত হন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা এক্ষণকার ভারতবর্ষকে তখনকার ভারতবর্ষ বলিয়া চিনিতে পারেন না।

১। রাজস্ব—দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অর্থের অসঙ্গতি দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলাম। ছয় কোটি টাকা কিরূপে পরিপূর্ণ হইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা ভার হইয়াছিল। উইলসন সাহেব আয়ব্যয়ের সমতা বিধান করিতে আসিয়া ইনকম টাক্স প্রচলিত ও লাইসেন্স টাক্স ও নোট প্রচলনের প্রস্তাব করিয়া যান। তিনি ব্যয় সংক্ষেপার্থ যে সমস্ত উপায় অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, অকালে মৃত্যু হওয়াতে সে মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। তাঁহার মৃত্যুর পর লেঙ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া ব্যয় সংক্ষেপরূপ গুরুভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন নূতনবিধ কর দ্বারা অসঙ্গতি দূর করা অসাধ্য। যত দিন অপরিমিত সৈন্য, ও নানাপ্রকার অনাবশ্যক ব্যয় থাকিবে, ততদিন কোন ক্রমেই অর্থের অসঙ্গতি দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি তন্নিমিত্ত সৈন্য ও রাজ্য সংক্রান্ত ব্যয়ের সংক্ষেপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা পূর্ব্বতন প্রথার অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা ব্যয় সংক্ষেপের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু লার্ড কানিঙ ও সর বার্টল ফ্রিয়ার কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া লেঙ সাহেবের সহায়তা করিতে লাগিলেন। অতঃ পর মিলেটারি ও সিবিল ফিনান্স কমিসন নিযুক্ত হইলেন। কর্ণেল বালফোর সৈন্য সংক্রান্ত ও টেম্পল সাহেব রাজ্য সংক্রান্ত অন্য ব্যয় সংক্ষেপে প্রবৃত্ত হই[লেন]। আফিসের অনাবশ্যক কর্ম্মচারিদিগকে ছাড়ান হইল। কয়েটি জেলা অন্য জেলার বিভাগমাত্র করা হই[ল]; এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেন্ট যে বিষয়ে যে ব্যয় করিতেন, তন্ন তন্ন করিয়া তাহা বিবেচনা করিয়া ব্যয় সংক্ষেপের প্রয়াস করা হইল। বজেট প্রণালীর সৃষ্টি হইল। ব্যয় সংক্ষেপের এমনি আগ্রহ হইল, উঠিল যে ফিনান্স কমিসন কয়েকটি কালেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। এদিগে কর্ণেল বালফোর বহুসংখ্য সিপাহী ও পুলিষ সৈন্য ছাড়াইয়া দিবার এবং এক লক্ষ দশহাজার সৈন্য রাখিবার অনুরোধ করিলেন। ইউরোপীয় সেনার সংখ্যা কমাইয়া দিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, লেঙ সাহেব ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টও ষ্টেটসেক্রেটারিকে এবিষয়ের জন্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইল না। যাহা হউক, সৈন্য সংক্রান্ত অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করা হয়। লেঙ সাহেব এপ্রেল মাসে আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় বলিলেন আর নূতনবিধ করের প্রয়োজন নাই, —আয়ব্যয়ের সমতাবিধান হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সকলে স্থির করিলেন লাইসেন্স টাক্স প্রবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু লেঙ সাহেব পীড়াবশতঃ ইংলণ্ডে যাওয়াতে এবং চীন দেশে অভিকেনের মূল্য হ্রাস হওয়াতে লা আগষ্ট সর বার্টল ফ্রিয়ার লাইসেন্স টাক্স প্রচলিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ ধ্বনি উত্থিত হইল। আসেসরেরাও আইনের অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেন না। এই করসংগ্রহ স্থগিত রহিল। পরিশেষে লার্ড কানিঙ স্বদেশ যাত্রাকালে এই ঘৃণিত আইন উঠাইয়া দিলেন। যাঁহাদিগের নিকট হইতে লাইসেন্স টাক্স লওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

এক্ষণে ভারতবর্ষের অর্থের অসঙ্গতি দূর হইয়াছে। যদি ইউরোপীয় সেনা কমাইয়া ৫০,০০০ করা হয় এবং ইংলণ্ডীয় ... স্থান করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের আয় ব্যয়ে বিলক্ষণ উদ্বৃত্ত হইতে পারে। এখনও রেইলওয়ের সুদ বাদ দিলে প্রায় দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। বাণিজ্যের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইনকম টাক্স উঠিয়া যাইবে, সকলে এই প্রকার সম্ভাবনা করিতেছেন। এদিকে মাঞ্চেষ্টরের অধিবাসীরা বস্ত্রের আমদানী কর উঠাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট, সাধারণ লোকে এবং ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের এই প্রার্থনা অন্যায় বলিয়া তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

২। ব্যবস্থাপক সভা—লার্ড ডালহৌসি ১৮৫৩ অব্দে ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি করিয়া যান। যাবতীয় প্রেসিডেন্সির এক এক জন বেতনভোগী প্রতিনিধি, গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের মেম্বরেরা ও সুপ্রিম কোর্টের জজেরা উহার সভাপদে মনোনীত হন। যখন সর চার্লস উড মহীসুরের রাজবংশীয়দিগকে অর্দ্ধকোটি টাকা দেওয়াতে সকলে অতিশয় বিরক্ত হন, তৎকালে সর বার্ণেস পিকক ব্যবস্থাপক সভায় আসীন হইয়া সবিশেষ সাহস সহকারে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গবর্ণমেন্ট লাইসেন্স বিলের বিষয় বিবেচনা করিতে বলিলে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন, প্রচলিত করের ব্যয়ের হিসাব না পাইলে সভা নূতনবিধ কর স্থাপনের সহায়তা করিবেন না। তাঁহার এই স্থির প্রতিজ্ঞা ও সাহসিকতা দর্শন করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ভীত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারিকে পত্র লিখিলেন। সর চার্লস উড ইংলণ্ডীয় মহাসভার অনুমতি লইয়া পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপক সভা উঠাইয়া দিলেন তৎপরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র, বঙ্গদেশ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সভা সংস্থাপন করিবার আজ্ঞা করিলেন। এই

য়া গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিতেছেন। তন্নিবন্ধন কাগজের বাজার অতিশয় গরম হইয়াছে। কিন্তু রাজস্ব বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদিগের অনেকে বলিতেছেন, শেষে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে।

৭। নীল—নীলঘটিত গোলযোগও গত বৎসরের ঘটনা মধ্যে সামান্য বলিয়া পরিগণিত নহে। গত দুই বৎসর কাল নীলঘটিত গোলযোগ হইতেছে। নীলকরেরা সর্ব্বতোভাবে প্রজার নিকটে পরাজিত হইয়া শেষে তাহাদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত করবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং প্রজারাও তদ্দানে অসম্মত হন। তাহাতে নীলকরেরা এই কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন যে প্রজাগণ ইউরোপীয়দিগকে এতদ্দেশ হইতে দূর করিবার চেষ্টায় আছেন। গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগের মায়ায় ভুলিয়া গিয়া বিশেষ কমিসনর নিয়োগের অনুমতি করিলেন। তদনুসারে মণ্টেসর ও মরিস সাহেব নদীয়া, যশোহর ও পাবনায় গমন করিলেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন প্রজাদিগের নীলবপন না করাই নীলপ্রধান প্রদেশের নীলঘটিত গোলযোগের কারণ। যেস্থলে নিয়মিত কর লওয়া হইতেছে, সেখানে প্রজারা কোন গোলযোগ করিতেছে না। এই প্রকার গোলযোগ হইতেছে ইতিমধ্যে নীলদর্পণ না[illegible]হির হইল। লঙ সাহেব অনুবাদ করিয়া এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি সিটনকার সাহেবের দ্বারা তাহার কএক খণ্ড দিলেন। কার সাহেব হাঃ সর চারলস উড, লার্ড সাফ্টসবরি প্রভৃতি ইংলণ্ডের কএক জন প্রধান লোকের নিকটে ও এতদ্দেশীয়-কয়েকজন সম্পাদকের নিকটে প্রেরণ করিলেন। দোষের মধ্যে এই, পুস্তক গবর্ণমেণ্টের নামে প্রেরণ করা হয়। নীলকরেরা এই সুত্র পাইয়া বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে পুস্তক প্রেরণ কর্ত্তার নাম ও পুস্তক প্রেরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এই উত্তর দিলেন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে পুস্তক প্রেরিত হয় নাই, এবং পুস্তকের মধ্যে কাহার গ্লানি সূচক কোন কথাও নাই। কিন্তু নীলকরেরা এই উত্তর পাইয়া তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা রাগান্ধ হইয়া পুস্তক মুদ্রণ কর্ত্তা মানুয়েলের নামে নালীশ করিলেন। অতঃপর লঙ সাহেব নিজের নাম ব্যক্ত করিলেন। নীলকরদিগের দায়ে তাঁহার নামে মোকদ্দমা হইতে লাগিল। সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্স বিচারাসনের অনুচিত পক্ষপাত, রূঢ়তা, উদ্ধতা, ও অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া লঙ সাহেবের এক মাস কারাবাস ও ১০০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিলেন। নীলকর ও কয়েকজন বণিক ব্যতিরেকে সকল লোকেই লঙ সাহেবের দুঃখে দুঃখিত হইলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁহার উকীলের দ্বারা ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিলেন। অনেকে ইহা অপেক্ষা দশ গুণ টাকা দিতেও সম্মত ছিলেন। লঙ সাহেব এক মাস পরে কারাগার হইতে বাহির হইলেন। চারি দিক হইতে তাঁহার নিকটে সাদরসূচক পত্র আসিতে লাগিল। ইংলণ্ডীয় লোকেরাও তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। লঙ সাহেবের বিচার কালে সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্স যাবতীয় বাঙ্গালিদে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় সমুদায় প্রধান লোক একত্র হইয়া সভা বাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এক সভা করিয়া সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্সের দুঃস্বভাবের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় এক মাস চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়, ইংলিসম্যান ও হরকরা সম্পাদক একখণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ [illegible] হইয়াছিল যে তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। সর চারলস উড আবেদনের উত্তর দান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্স্কে সাবধান করিয়া দিলেন। সেই অবধি ঐ বিচার কর্ত্তার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। গত ফৌজদারি সেসিয়নে তিনি ইউরোপীয়দিগের পাপক্রিয়ার বৃদ্ধি দেখিয়া প্রকাশ্যরূপে কোপ প্রকাশ করিয়াছেন।

ওদিকে মণ্টেসর ও মরিস সাহেবের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু গত অক্টোবর মাসে [illegible] সভা আপনাদিগের দোষ গোপন করিয়া পুনরায় নীলঘটিত গোলযোগের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। লর্ড কানিঙ্ সর বার্টল ফ্রিয়ারের পরামর্শ ক্রমে গ্রাণ্ট সাহেবকে এক কর্কশ পত্র লিখিয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন যে তিনি নীল কমিসনরদিগের বিশেষরূপে সহায়তা করেন নাই এবং কমিসনরেরা কেবল বিবাদের কারণ অন্বেষণ করিয়া কাল হরণ করিয়াছেন। অতএব পুনর্ব্বার নূতন কমিসনর নিযুক্ত করিয়া নীলকর ও প্রজাদিগের পরস্পর সদ্ভাবে সম্বন্ধ করিয়া দিবার আজ্ঞা হইল। গ্রাণ্ট সাহেব এই অন্যায় পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, তিনি ও কমিসনরেরা গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারেই কার্য্য করিয়াছেন। ফলতঃ গবর্ণর জেনরলের তাদৃশ পত্র লিখিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অবমাননা করা অনুচিত হইয়াছে। এ কার্য্য তাঁহার বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় নাই। যাহা হউক, কর আমাদের জন্য পুনর্ব্বার দুই জন কমিসনর জজ কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাই

শ্বাধীন প্রধান প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

৮। তুলা—আমেরিকায় গৃহবিচ্ছেদ হওয়াতে ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়বর্গের সেখান হইতে তুলা আনয়ন দুর্ঘট হইল। অমনি ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পতিত হইল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তদর্থ নানা দিকে কমিসনর প্রেরণ করিলেন। ভূমি সকল নিষ্কর বিক্রয় করিবার আদেশ হইল। চতুর্দ্দিকে রাজপথাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল।

৯। রেলওয়ে—ভারতবর্ষের রেইলওয়ে ক্রতগতি প্রস্তুত হইতেছে। এদিকে কলিকাতা হইতে মুঙ্গের, আলাহাবাদ হইতে আগরা, লাহোর হইতে অমৃতসর, করাচি হইতে বরদা, এবং মান্দ্রাজ হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত এক্ষণে শকট চলিতেছে। (সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় সহস্রক্রোশ রেইলওয়ে খুলিয়াছে) ওদিকে মাতলার রেইলওয়ে কতদূর খুলিয়াছে। জুনমাসের মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় রেলওয়ে গাড়ি চলিবার সম্ভাবনা আছে। এই দুইটী রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইলে বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

১০। পবলিক ওয়ার্ক—গবর্ণমেণ্ট রাজপথাদির বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ইনকমটাক্স হইতে ৩২ লক্ষ ও সাধারণ রাজস্ব হইতে প্রায় দুই কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। বাণিজ্যের ও তুলা রপ্তানী করিবার সুবিধা করাই এই ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

১১। বিদ্যাশিক্ষা—গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকার্য্যে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়াছেন। এ বিষয়ে আর দশলক্ষ টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় রাজস্ব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীর জন্য দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র একটী জাতিসাধারণ শিক্ষাপ্রণালী স্থাপিত হইবে, ইংলণ্ড হইতে এবিষয়ে আজ্ঞা আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই বিদ্যাবিষয়িণী উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী স্থাপিত হইলে সত্বর তাহার আলোক আরও বিস্তৃত হইবে সন্দেহ নাই।

১২। দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়—গত বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ হইয়া বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ করে। ভারতবর্ষীয়সভা আপনাদিগের স্বাভাবিক দেশহৈতৈষিতা গুণ প্রভাবে বণিক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া এক চাঁদা করিলেন। এ দেশের সকল স্থান হইতে টাকা আসিতে লাগিল। ইংলণ্ডীয় লোকেরা নৈসর্গিক বদান্যতা হেতু প্রায় দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। প্রায় ছয়মাস কাল দুর্ভিক্ষ ছিল। বণিক সম্প্রদায়ের সেক্রেটারি উড সাহেব ও কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ এ বিষয়ে যথোচিত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। মিসনরিরা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থলেই দরিদ্রের সহায়তা করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের ক্লার্ক নামে একজন পাদ্রি যারপর নাই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর, বাঙ্গলা দেশে বারাসত, ত্রিবেণী, কালিসন্দ, প্রভৃতি স্থানে মারীভয় উপস্থিত হয়। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ দয়াবশম্বদ হইয়া এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য দান করেন।

১৩। এতদ্দেশীয় রাজগণের সম্মাননা—গত বৎসর এতদ্দেশীয় রাজগণের সম্মাননার্থ এক প্রকার নূতন সম্মানচিহ্ন প্রবর্তিত হইয়াছে। মহারাজ সিন্ধিয়া, হোলকার, পাতিয়ালার রাজা প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান রাজা এই চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। লর্ড ডেলহাউসি এ দেশীয় রাজগণকে উপেক্ষা ও অনাদর করিয়া যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যান, লর্ড কানিঙ এ দেশীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্মাননা প্রথা দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করেন। ফলতঃ তিনি এই উপায় দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

১৪। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট—ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটী পদ প্রদত্ত হয়। পঞ্জাবে ও অযোধ্যায় ইহার উৎকৃষ্ট ফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাব ও অযোধ্যার ন্যায় এখানে ফল দর্শন হইতেছে না।

১৫। ভারতবর্ষীয় সভা—আমাদিগের দেশের যে দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বিদ্যাশিক্ষা ইহার প্রধানতম কারণ। কিন্তু রাজনীতিঘটিত যে উন্নতি লাভ হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষীয় সভা। এই সভাকে এতদর্থ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এই সভা প্রথমে জমীদারদিগের সভা বলিয়া পরিগণিত হইয়া ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষীয়ের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এক্ষণে দেশের সমুদায় লোকই প্রায় তাঁহাদিগের মতে চলিতেছেন। শিবপুর, বারাসত, ও লক্ষ্ণৌ নগরে শাখা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। সম্প্রতিকার তমাকের উপরে টাক্স পরিত্যাগ ইহার একটী প্রধান প্রমাণ। মফস্বলের স্থানে স্থানে যদি শাখা ভারতবর্ষীয়সভা স্থাপিত হয় এবং সেই সেই সভা যদি এ দেশীয়দিগের শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, স্বল্পকাল মধ্যেই এ দেশের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে।

পৃথিবীর অন্য অন্য অংশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে আমেরিকার গৃহযুদ্ধই প্রধান। যেরূপ সম্বাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এ যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে এরূপ বোধ হইতেছে। ইটালিতে স্বাধীনতা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। রোম ও বিনিস ভিন্ন আর সকল স্থানের লোকেই রাজা বিক্টর ইমানিউএলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। রুশীয়

সম্রাট কৃষকদিগকে জমীদারদিগের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তথায় স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপন করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান ঘটনার মধ্যে রাজকুমার আলবার্টের মৃত্যু। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবধি অধ্যবসায়সহকারে শাসনকার্য্যে যথোচিত সহায়তা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।

আদালতের সকল মকদ্দমায়
সদ্বিচার হয় না কেন?

এই প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। অনেকে অনেক প্রকারে ইহার মীমাংসা চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি ইহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয় নাই। কেহ অর্থি প্রত্যর্থির, কেহ আইনের, কেহ বা আমলার কেহ বা বিচারপতির প্রতি দোষারোপ করেন। অর্থি প্রত্যর্থি দোষবাদীরা বলেন, এদেশের লোকেরা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও জালকারী (সবিশেষ না জানিয়া সাধারণ্যে এইরূপ দোষারোপ করা হইয়া থাকে) যাহারা মকদ্দমা করিতে যায়, তাহারা আদালতে প্রায় সত্য কথা কয় না। সমুদায় বিষয়ই মিথ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মকদ্দমা কারীদিগের এই প্রকার সংস্কার আছে, মিথ্যা না কহিলে মকদ্দমায় জয় হয় না। অতএব যে স্থলে সকলই মিথ্যা, সেখানে বিচারপতি কি করিতে পারেন? সদ্বিচারের পথ না পাইলে তিনি কিরূপে সদ্বিচার করিবেন?

যাঁহারা আইনের দোষ দেন, তাঁহারা বলেন, আইন অনুসারে বিচার করিতে গেলে বিচারকর্ত্তাকে বাহুল্যরূপে সাক্ষির উপরেই নির্ভর করিতে হয়।

এখন প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত ধার্ম্মিক সাক্ষি মিলা ভার। যে ব্যক্তি সাক্ষ্যদান [illegible] আদালতে অর্থি কহিতে ও বিচারকর্ত্তাকে অধিক প্রবঞ্চনা করিতে পারে, সেই প্রশংসিত হয়। যে ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মকদ্দমায় জয় পরাজয়ের অনুমতি দিতে হইবে, সেই যদি এইরূপ মিথ্যার আকর হইল, তাহা হইলে যথার্থ সদ্বিচার দর্শন প্রত্যাশা কোথায়?

আমলাদোষকীর্ত্তনকারিরা কহিয়া থাকেন, আদালতের আমলারাই সদ্বিচার লাভের প্রধান অন্তরায়। সদাশয়, সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা প্রায় আমলারূপে আদালতে প্রবেশ করেন না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারাই আদালত পরিপূর্ণ। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের কিছুই অসাধ্য নাই। উৎকোচ পাইলে ন্যায়কে অন্যায় বলিয়া এবং অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া বিচারকর্ত্তার মতিভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া তাহাদিগের বড় দুরূহ হয় না।

যাঁহারা বিচারকর্ত্তাকে দূষিত করেন, তাঁহারা বলেন. বিচারপতিদিগের প্রায় সকলেরই এক একটী দোষ আছে। কতক গুলি অতিশয় উদ্ধতস্বভাব। তাঁহারা ঔদ্ধত্য বশতঃ বিচারক্রিয়ার জটিল পথে প্রবেশ করিতে পারেন না। সুতরাং বাদি প্রতিবাদির ন্যায়ান্যায় নিরূপণ তাঁহাদিগের পক্ষে সহজ হয় না। কোন কোন বিচারকর্ত্তার পক্ষপাত দোষ আছে। তন্নিবন্ধন তাঁহারা বিচারকালে অন্ধ হইয়া যান, ন্যায়ান্যায় বুঝিতে পারেন না। কেহ কেহ অত্যন্ত মন্দমেধ. তাঁহারা জটিল মকদ্দমার অন্তঃপ্রবেশে কোনক্রমেই সমর্থ নহেন। কোন কোন বিচারকর্ত্তার বিলক্ষণ বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি আছে, সদ্বিচারের প্রধান প্রতিবন্ধক পক্ষপাতাদি দোষও নাই, কেবল এক আলস্য দোষের দাস হইয়া তাঁহারা মকদ্দমার সূক্ষ্ম ও যথার্থ বিচারে শক্ত হন না।

যে সকল ব্যক্তি বিচারকর্ত্তার দোষকেই সদ্বিচার প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমরা তাঁহাদিগের বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। বিচারকর্ত্তা যদি ক্রোধ লোভাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষতা সহকারে কার্য্য করেন, অর্থি প্রত্যর্থির প্রবঞ্চনাই বল, সাক্ষিগণের অনৃতবাদিতাই বল, আর আমলাগণের উৎকোচ গ্রাহিতাই বল, কিছুতে কিছু করিতে পারে না। নির্ব্বোধ, অলস, ও পক্ষপাতাদি দূষিত বিচারকর্ত্তার নিকটেই আমলার প্রভুত্ব ও অর্থি প্রত্যর্থির প্রবঞ্চনা খাটে। আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দর্শন করিয়াছি। যে বিচারাসনে বসিয়া একজন বিচারকর্ত্তা যে আমলা, যে আইন ও যে অর্থি প্রত্যর্থি লইয়া অযথাযথ বিচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিচারাসনে আসীন হইয়া সেই আইন সেই আমলা ও সেই অর্থি প্রত্যর্থি লইয়া অপর ব্যক্তি সূক্ষ্ম ও সদ্বিচার করিতেছেন। আমরা যে বিষয় প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমরা নিজেই তাহার সাক্ষিস্থলে দণ্ডায়মান আছি। আমাদিগের এক পাপাত্মা প্রতিবেশী আমাদিগের পৈতৃক বিষয়ের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথম আদালতের বিচারকর্ত্তা প্রতিপক্ষকেই সেই বিষয়ের ডিক্রি দেন। শেষে আপীল করিয়া আমাদিগেরই বিষয় আমাদিগের হইয়াছে। যদি আপীল আদালত না থাকিত, আমরা ন্যায্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। বিচারকর্ত্তাদিগের দোষে সদ্বিচার ব্যাঘাত জন্মে বলিয়াই আপীল আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিচারপতিদিগের দোষ আছে বলিয়াই আমরা মকদ্দমা বিশেষে আপীল রহিত করিবার প্রস্তাবে অনুমোদন করি না। *

অদ্য যদর্থে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছে, সে এই—ঢাকার জজের বিচারকার্য্যে অপটুতা নিবন্ধন যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিতে

গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জনের শিরশ্ছেদন করিয়া [illegible] পাঠাইয়া দেন। উক্তি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি প্রজাদিগকে দুই ভাগ করিয়া আর এক ভাগ অন্য দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সকল প্রজা অন্যদিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিতি করিতে ছিল, পরে দৈবগত্যাই হউক আর জ্ঞাত থাকিয়াই হউক হিলি সাহেব স্বয়ং আনীত প্রজাগণকেও সেই দ্বীপে ছাড়িয়া দিলেন। তখন দুই দল একত্র হইল। এক্ষণে বাকরগঞ্জের কয়েকজন বরকন্দাজ অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই হতভাগ্য লোকদিগকে বাহির করিয়াছে। হিলি সাহেব পলায়ন করিয়াছেন। পুলিনীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মোকদ্দমা আছে। গবর্ণমেণ্টে এই বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক রিপোর্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হিলি সাহেব প্রভৃতি তিনজন প্রধান অত্যাচারীকে ধরিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরাতে দুই হাজার টাকার হিসাবে ৬,০০০ ছয় সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। যৎকালে গবর্ণমেণ্টের এই অনুমতি প্রকাশ হয় তৎকালে হিলি সাহেব চি[illegible]পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি নাম ভাঁড়াইয়া আমেরিক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক আমেরিকায় পলায়ন করিয়াছেন।

এদিকে মরে সাহেব দেখেন যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, প্রায় সকল কর্ম্মই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন কি করেন, কি রূপে মুক্ত হইবা বসেন এই রূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে জাল করিয়া হিলি সাহেবের নামে ৫০,০০০ টাকা তহবীল তছরূপাতের নালিস করিলেন। হিলি সাহেব সবের পঞ্চাশ হাজার টাকা তহবীল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে, শুনিলেই গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিবেন যে ইনি পরম ধার্ম্মিক, এসকল অত্যাচারের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। যাহা হউক এই মোকদ্দমায় যে রূপ দণ্ডবিধান হয় পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা বিবেচনা করি, সাহেব হইলে কি হয়, এই গুরুতর মোকদ্দমায় কেহ অমনি নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না, যেরূপ দুএকটী দেখিয়াছি তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেক ইংরাজের দশ টাকা, বড় বেশী হয় পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা হইবেক। এত গুরুদণ্ডে কি নীলকর সাহেবেরা শাসিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। [illegible]। এখনই এতব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? [illegible] পরিচীয়তে ",

এই প্রস্তাব লেখা সমাপ্ত হইলে [illegible] অবগত হইলাম যশোহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব মরে সাহেবের নিকট উক্ত সমস্ত অত্যাচারের বিষয় কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। মরে সাহেব তখন তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি নিতান্ত চাপাচাপী ও গোলযোগ দেখিয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গোপনীয় পত্র লিখিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। ইহার মধ্যে তুমি আমার অঞ্চলে আসিও না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়াতে আমরা তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এরূপ উপরোধ অনুরোধের বশবর্ত্তী ও স্বজাতি পক্ষপাতী না হওয়াতে তিনি অবশ্যই যশোভাজন হইবেন।

পরিশেষে ইংলিসম্যান সম্পাদককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিই। তিনি প্রায় সমুদায় সংবাদই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করেন। কি স্বদেশে কি বিদেশে, কি লোকালয়ে কি অরণ্যে কি জলে কি স্থলে সর্ব্বত্রই তাঁহার সংবাদ দাতা আছেন। আমরা যে দিন মনে করি যে অদ্য এই বিশেষ সংবাদটী আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিলাম, সেই দিন প্রায় সেই সংবাদটী ইংলিসম্যান পত্রেও দেখিতে পাই। কলিকাতার মধ্যে অগ্রে সম্বাদ সংগ্রহ বিষয়ে কেহই ইংলিসম্যানকে পরাজয় করিতে পারেন না, পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি এই সকল সংবাদ শুনিতে পান না। ইহার কারণ কি? তাঁহার সংবাদ দাতারা কি এই সকল অত্যাচার বিষয়ক সংবাদ লিখিতে জানেন না? অথবা তাঁহার কি এক চক্ষু অন্ধ, তিনি কি সকল দিক সমান দেখিতে পান না? কোন বাঙ্গালি যদ্যপি কোন ইংরাজের প্রতি ইহার শতাংশের এক অংশও অত্যাচার করিত তাহা হইলে যে তিনি "মিউটিনি মিউটিনি" করিয়া পাগল হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার ছটায় সমদেশীয় লোক বিমোহিত হইত, তাহা হইলে যে তাঁহার ৫। ৭ দিনের কাগজে বাঙ্গালিদিগের উপর গালি বৃষ্টি করিয়া বড় বড় এডিটোরিয়ল প্রকাশ হইতে থাকিত। এসময় লেখনীর প্রতিভা ও সংবাদ দাতৃগণের সংবাদ সংগ্রহ নিপুণতা নাই কেন? কোন কবি বলিয়াছেন যে "সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্নয়ে পরদোষেক্ষণ দিব্য চক্ষুষঃ স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরবর্ণগ্রহণেষ্বসাধবঃ।" যাঁহারা অসাধু তাঁহারা আপনাদের দুর্নীতি দর্শন করিবার সময় অন্ধ ও পরদোষ দর্শনের সময় দিব্যচক্ষু হন এবং আপনাদের গুণ বর্ণনার সময় তাঁহাদের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রকাশ হইতে থাকে। যখন তাঁহাদের পরের প্রশংসা করিবার সময় উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ইংলিসম্যান পত্র [illegible] পাঠকগণ [illegible] দুর্নীতি [illegible] সম্পাদক [illegible] রাজদ্রোহী [illegible] সর্ব্বত্র [illegible] নিতান্ত আবশ্যক।

বিবিধ সম্বাদ।

২৯ এ চৈত্র সোমবার।

এরূপ জনশ্রুতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] দিগকে ছাড়াইয়া [illegible] অন্য কোন ব্যক্তি নিযুক্ত করিবেন [illegible] ছিল যখন জুরিরা বিচারের প্রথা হইল তখন [illegible] জীর প্রয়োজন কি?

এক খানি ইংরাজী [illegible] লঙ সাহেব বিষয়ে [illegible] সম্পাদকের [illegible] সুখে ইংলণ্ডে যাত্রা পরমেশ্বর করুন [illegible] বঙ্গদেশে আসিতে না হয় [illegible] লঙ সাহেব [illegible] আগুন জ্বালিয়া [illegible] কোটি [illegible] জলে তাহা নির্ব্বাণ হইবে না।

এক রাত্রি উচ্চাধিকারী [illegible] কাশুর গমন করাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিতি নৈহাটি থানার [illegible] দারোগা তাহার [illegible] দি আত্মসাৎ করে, তাহাতে তাহার এক বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। এতদ্বারাও পুলিসের [illegible] চৈতন্য হইল না।

কুচবেহারের রাজা গবর্ণমেণ্টের নিকটে দুই শত সিপাহী চাহিয়াছেন, ভোটদিগকে দমন করা তাহার অভিপ্রেত, তিনি সিপাহীদিগের বেতন দিবেন। শেষে এই হইল।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সম্বাদ পাইয়াছেন তত্রত্য বণিকেরা মাঞ্চেষ্টরী কাপড়ের শুল্ক কমাইবার প্রতিকূলে আবেদন করিয়াছেন। আমাদের বণিকেরা এদেশের অমঙ্গল চাহেন!

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক শুনিয়াছেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তমাকের কর লইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিয়া কাজ করিলে অনেক চেষ্টাই পরিত্যাগ করিতে হয়।

উক্ত সম্পাদক বলেন বগুড়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ উঠিয়া গিয়াছে। একজন অচিহ্নিত ডেপুটি কালেক্টর তত্রত্য শান্তি রক্ষার ভার পাইয়াছেন। কনষ্টাবুলরি পুলিস না হইতে হইতে কর্ত্তৃপক্ষ এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?

ঢাকাপ্রকাশের কুমিল্লার সংবাদ দাতা বলেন, তত্রত্য রেভিনিউর ওবরসিয়র একজন মুনসিকে এক ইট মারাতে ওবরসিয়র সাহেবের নামে নালীশ হয়। তত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রে

সোমপ্রকাশ

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

ভাগ। • সংখ্যা। ২৩শ } সন ১২৬৯। ৯ বৈশাখ। ইং ১৮৬২ ২১ এপ্রেল { মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৯ ই বৈশাখ।

১৮৬২ ৬৩ অব্দের আয় ব্যয়।

লেঙ সাহেব গত বুধবার ১৮৬২।৬৩ অব্দের আয় ব্যয় প্রসঙ্গ করিয়া দুই ঘণ্টার অধিক কাল এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। উইলসন সাহেব নূতনবিধ কর স্থাপন ও তৎপ্রস্তাব করিয়া যেমন সকলের বিরক্ত ও অযশোভাজন হইয়া যান, লেঙ সাহেব তেমনি খ্যাতিলাভ করিলেন। অল্প দিন হইল, পাঠকগণ শ্রবণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স কর উঠাইয়া দিয়াছেন, এবারে আর একটি আনন্দকর সমাচার শ্রবণ করুন। যাহাদিগের পাঁচ শত টাকার ন্যূন আয়, তাঁহাদিগকে কর দিতে হইবে না; পাঁচশত টাকার ঊর্দ্ধ আয়বান ব্যক্তিদিগকে শতকরা চারি টাকা কর দিতে হইবে।

শ্রেণির লোকেরা যে এই উৎপাত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। এই ঘৃণিত কর এক কালে কবে উঠিয়া যাইবে, আমরা এক্ষণে এই প্রতীক্ষা করিতেছি। লাইসেন্স টাক্স রহিত করা বল, আর ইনকম টাক্স ন্যূন করা বল, উভয়ই লেঙ সাহেবের যত্নে হইয়াছে। লেঙ সাহেব মাঞ্চেষ্টরের কাপড়ের শুল্ক কমাইয়া পাঁচ, ও সূতার শুল্ক ৩।০ টাকা করিয়াছেন। আমদানী তমাক, সরাপ ও কাগজের মাশুলও কমান হইয়াছে। যাহার যে প্রার্থনা ছিল, লেঙ সাহেব আংশিক তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, কাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। ইহা লেঙ সাহেবের লোক বশতা ও বিনয়গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

লাইসেন্স টাক্স উঠিয়া গেল, ইনকম টাক্স ও বস্ত্র প্রভৃতির শুল্ক কমিয়া গেল, তথাপি ব্যয় অপেক্ষা প্রায় দেড়কোটি টাকা আয় অধিক হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে সমুদায় ভারতবর্ষে ৪২, ৯১, ৭০, ৯১১ টাকা আয় হইয়াছে। আগামি বর্ষে ৪৩, ৭৬, ৬২০০০, টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। অনেক বাদ সাদ দিয়া এই হিসাব ধরা হইয়াছে। অহিফেনের বাক্স এক্ষণে গড়ে ১৫০০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু লেঙ সাহেব ১২০০ টাকা বাক্স গণনা করিয়া হিসাব করিয়াছেন। লবণে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কম আয় হইতেছে, তথাপি এরূপ সম্ভাবনা আছে, অধিক না হউক, পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আয় হইবে। ফলতঃ মোটে ৪৪ কোটি টাকা আয় নিঃসন্দেহ স্থির করা যাইতে পারে। আমাদিগের অধিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, ভূমিতে ৬০ লক্ষ, ষ্টাম্পে ৩০ লক্ষ ও পবলিক ওয়ার্কে ২০ লক্ষ অধিক আয় হইয়াছে। [illegible] দুর্ভিক্ষ না হইলে কেবল এক ভূমিতে অধিকতর আয় হইত সন্দেহ নাই।

১৮৬২। ৬৩ অব্দে ভারতবর্ষে ৩৫,৯০ ৫৫২১০ টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে [১৮৬১।৬২ অব্দে] ৩৬,৪৬,৬৩,০৯০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ হিসাবে ৫৫.৭৭.৮৮০ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইতেছে। কিন্তু যথার্থ ব্যয় অর্থাৎ সুদ, রেলওয়ের জামীনের টাকা বাদে গণনা করিলে ২৫ কোটি ব্যয় হইয়াছে। সেনা দলের ব্যয় সংক্ষেপই ইহার প্রধান কারণ। ব্যয়ের মধ্যে সেনার ব্যয়ই প্রধান। অন্য অন্য বর্ষের সহিত এতৎসংক্রান্ত ব্যয়ের তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, এ বিষয়ের কিরূপ ব্যয় কমিয়াছে যথাঃ

অব্দ	টাকা ব্যয়
১৮[illegible]৬০	২০৯০৯৭০৭০
১৮[illegible]৬১	১৫৮৩৮৯৮০০
১৮[illegible]৬২	১২৮০০০০০০
১৮৬২।৬৩	১২২০০০০০০

ভারতবর্ষবাসিদিগকে ইংলণ্ডস্থ অকর্ম্মণ্য সেনা দলের যে ব্যয় দিতে হইতেছে, লেঙ সাহেব এক প্রকার তাহার প্রতিবাদ করিয়া যে কথা বলেন সে এই—

"ভারতবর্ষের নামে ইংলণ্ডে যে সেনা আছে, তাহাদিগের জন্য আমাদিগকে বৃথা ব্যয় করিতে হইতেছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এ দেশে যত ইউরোপীয় সৈন্য আছে, তদ্রূপ কার। বশতঃ তাহাদিগের সংখ্যা কমিয়া গেলে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে আর নূতন সেনা প্রেরিত হইবে না। ফলতঃ এরূপ বোধ হইতেছে যে অল্প কাল মধ্যে এমন বন্দোবস্ত হইবে আমাদিগের প্রয়োজন মত ইউরোপীয় সেনা থাকিবে। যদি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এই রূপ অবধারণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ঘোরতর বিপদের সময়ে এক গুরুভার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু শেষ সুখ পরম সুখ; আমরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আর অগণিত ইউরোপীয় সৈন্য নাই; অনাবশ্যক সৈন্য দলের পদ শূন্য হইলে তাহা আর পরিপূরিত হইবে না। আমার এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে যদি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার আপনাদিগের সুবিধা হেতু ১৪০০০ অথবা ১৫০০০ সৈন্য ইংলণ্ডে রাখিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগের বেতন লন, ষ্টেট সেক্রেটারি ইহার নিবারণ করিবেন।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, লেঙ সাহেবের অর্থতঃ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে এই কথা বলা হইয়াছে, আমরা এত দিন তোমাদিগের সুবিধার জন্য প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকা অপব্যয় করিলাম, কিন্তু আমরা আর তাহা করিব না। যাহা হউক দেখা যাইবে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন কি না।

দেশের আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধা হেতু রাস্তা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এ বৎসর আর এক কোটি টাকা দেওয়া হইবে, ইনকম টাক্স হইতে ৩৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষা ও রাস্তাদির জন্য প্রতি প্রেসিডেন্সিতে নূতন কর স্থাপন করা হইবে। তমাকের কর হ্রাস গেল, তবে বঙ্গদেশে নূতনবিধ কর আদায়ের উপায় কি? পান ও তমাক উভয়ই সমান। তমাকের কর যে যুক্তিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, পানের করও সেই যুক্তিতে পরিত্যাগ করা উচিত। অপর, বিদ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত কর কোন ক্রমেই আমাদিগের অনুমোদিত নহে। বিদ্যা যে এমত প্রার্থনীয় পদার্থ, করদূষিত হইলে ইহাও সকলের নিতান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিবে।

একটি বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্ব শুদ্ধ ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে সমুদায় ভারতবর্ষের শিক্ষার জন্য ১১ লক্ষ মাত্র ব্যয় দেওয়া হয়। বিদ্যাই দেশের সৌ

ভাগ্য লাভের মূল। গবর্ণমেন্ট সেই বিদ্যা বিষয়ে যে পরিমাণে দান করিবেন, সেই পরিমাণে প্রজাগণ সৌভাগ্যশালী হইবে। প্রজার সৌভাগ্য হইলেই রাজার সৌভাগ্য।

পরিশেষে আমাদিগের মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। ভারতবর্ষ যেন বরাবর লেঙ সাহেবের ন্যায় সদয় ও স্থির চিত্ত রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারক প্রাপ্ত হন। ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা রাজ্যের আয় ব্যয় সমতা বিধান সম্ভাবনা থাকিলেও যাঁহারা প্রজাগণকে অকারণ করপীড়া দেন, তাঁহারা যেন রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারক হইয়া ভারতবর্ষে না আইসেন। তাদৃশ দুরাকাঙ্ক্ষা পরবশ ব্যক্তি বর্গ ভারতবর্ষের যত কষ্টের কারণ।

জুতা খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন।

লার্ড ডেলহৌসি অনেক বিষয়েই আমাদিগের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কি দেশ রাজ্য, কি জাতি বৈর, কি এদেশীয়দিগের অবমাননা, অনুধাবন করিয়া দেখিলে উক্ত লার্ডই সমুদায়েরই মূল। ইঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এতদ্দেশীয়দিগকে অপমান করা ইউরোপীয়দিগের একটি প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। এক ব্যক্তি জাল করিয়া ধৃত হইল, অমনি তাঁহাদের লোকেরা তারস্বরে এ দেশের যাবতীয় লোককে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক সহস্র হতভাগ্য নির্ব্বোধ সিপাহী বিদ্রোহী হইল এবং অমনি যাবতীয় ভারতবর্ষীয়কে নৃশংস ও কৃতঘ্ন বলিয়া সমুদায় দেশ উৎসন্ন দিবার প্রস্তাব হইল। কয়েক জন ছাত্র প্রশ্নের কাগজ চুরি করিল, অমনি সমুদায় বাঙ্গালিকে চোর বলা হইল। আমরা কথঞ্চিৎ এ সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতে পারি কিন্তু লার্ড ডেলহৌসি জুতা খুলিয়া ইউরোপীয়দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে নিয়ম করিয়া যান, তাহা কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের বেশ বিন্যাস, অবিবেকির শাসনক্ষেত্রে গ্রহণ, অনভিজ্ঞের পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দান এবং জুতা খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন এ গুলি নিতান্ত অসহ্য।

লার্ড ডেলহৌসি এই নিয়ম করিয়া যান যে এতদ্দেশীয়েরা যখন গবর্ণর জেনেরলের দরবারে ও প্রধান আদালতে যাইবেন তখন তাঁহাদিগকে জুতা খুলিয়া যাইতে হইবে। ইউরোপীয়েরা টুপি খুলিয়া প্রধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন; এ দেশীয়দিগকে জুতা খুলিয়া সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। এই ঘৃণিত আইন প্রচলিত হওয়া অবধি আমাদিগের দেশের তেজস্বী ভদ্র লোকেরা কোন দরবারে বা সাধারণ স্থলে যাইতে চাহেন না। অল্প দিন হইল, সুরত নগরের জজ এক জন পারসীকে জুতা খুলিয়া এজলাসে আসিতে বলেন, পারসী তাহাতে অসম্মত হন; পরে বিচারপতির সহিত তাঁহার অনেক তর্ক বিতর্ক হয় শেষে সাহেব তাঁহাকে জুতা লইয়া আসিতে দিলেন। এই বিষয় লইয়া বোম্বাই নগরে আন্দোলন হইতেছে। তত্রত্য সটর্ডে রিবিউ পারসীকে গালি দিবার জন্য শ্রীবৃদ্ধিকারী অভিধানের যত মন্দ কথা আনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু শেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাঁহারা বিলাতি জুতা ও মোজা পরিবেন তাঁহাদিগকে এই নিয়ম হইতে স্বাধীন করা উচিত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনেক কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, লাহোরের সর্ব্বপ্রধান পত্রিকা টাইমস অব ইণ্ডিয়া নিজ অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়া এই ঘৃণিত আইনকে একেবারে উঠাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

যখন আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ জয় করিয়া তত্রত্য বস্ত্র পরিধান করেন, তখন তাঁহার সেনাপতিগণ অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সেনাপতিরা যদি এই সময়ে উপস্থিত হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতম জাতির উল্লিখিত সম্মান পাইবার আশা দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কি ভাব জন্মিত? ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়েরা ভাবেন, ইউরোপীয় মাত্রেই এ দেশীয়দিগের আরাধ্য। ভগবান্‌চন্দ্র বরাহ অবতার হইয়াছিলেন বলিয়া কি সকল শূকরেরই চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণিপাত করিতে হইবে? অনেক ইউরোপীয়েরা এমনি অভিমানী হইয়া উঠিয়াছেন, অন্যের অল্পমাত্র ত্রুটি দেখিলেই একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন এবং সামান্য সম্মান লাভ হইলেই তাহাদিগের সন্তোষের পরিসীমা থাকে না। সমাজ চিরকাল একবিধ অবস্থায় থাকিবার নহে। বিদ্যা, সভ্যতা ও বাহ্যবস্তু প্রভাবে ক্রমশঃ রীতি নীতি সকল পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে রাজা ও নবাবদিগের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হইত, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি অসভ্য ব্যবহার বলিয়া তাদৃশ প্রণামে ঘৃণা প্রদর্শন না করেন? কম্মানের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে মুরাকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কুকিরা রাজার গাত্রে নিজ চরণ স্পর্শ করাইয়া সম্মান প্রদর্শন করে। পূর্ব্বতন ইউরোপীয় রাজারা পোপের পদ চুম্বন করিতেন। এক্ষণে কোন্ রাজা তাদৃশ কার্য্যে সম্মত হইবেন?

গ্রাণ্ট সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ সভা।

গত বুধবার ভারতবর্ষীয় সভা গৃহে গ্রাণ্ট সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ একটি সভা হইয়াছিল। সকলে স্থির করিয়াছেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে এক এড্রেস দিয়া তাঁহার এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি লইবেন. কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। যে বাক্তি

কৃষকদিগকে নীলকরের অত্যাচার ও দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন ; যিনি চতুর্দ্দিকে দুরপনার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও স্বসঙ্কল্পিত বিষয় পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি বারম্বার তর্জ্জিত ভর্ৎসিত ও ধিক্কৃত হইয়াও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হয়েন নাই ; যিনি প্রবল শত্রুগণকে তুচ্ছ ও প্রধানের সহিত বিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার কি এই পুরস্কার ? লার্ড কানিঙ বরাবর উচ্চ শ্রেণির সম্মান ও নীলকরদিগের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি পাইলেন, কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেবের এক চিত্রপট মাত্র করা হইল ? শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু লাল বিহারী দে এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সভ্যেরা তাঁহাকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত এই কথা বলেন, অধিক চাঁদা আদায় হইলে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় সভা যা করেন করুন, কৃষকেরা আজিও মৌনী হইয়া রহিয়াছেন কেন ? তাঁহারা যদি তাহাদিগের উদ্ধার কর্ত্তার স্মরণার্থ চাঁদা না করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে। আমরা তাঁহাদিগকে অধিক দিতে বলিতেছি না। প্রত্যেক ব্যক্তি দুই আনা করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। কোন্ প্রজা তাহাতে অসম্মত হইবেন ? আমরা ঢাকা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ময়মনসিংহ পাবনা বরিশাল রাজসাহী মুরসিদাবাদ নদীয়া যশোহর প্রভৃতি স্থানের লোকদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অবিলম্বে এক সভা করিয়া চাঁদা করুন। মধ্যম শ্রেণিস্থ লোকদিগের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া অতিশয় আবশ্যক। তাঁহারা কি এ অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ নহেন ? তবে তাঁহাদিগের কিসের শ্রীবৃদ্ধি ও কিসের গৌরব ? কোথায় বা তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ ?

নীলকরদিগের কর সংগ্রহ প্রসঙ্গ লইয়া বাদানুবাদ।

সামান্যতঃ বাদি প্রতিবাদির ও দলাদলিপ্রিয় ব্যক্তিদিগের যেরূপ পরস্পর জিগীষা দেখিতে পাওয়া যায় আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ রাজপুরুষদিগেরও সেইরূপ জিগীষা বৃত্তি বলবতী দৃষ্ট হইতেছে। এতন্মূলক কেবল যে প্রকৃত বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দুরূহ হইয়াছে এরূপ নহে, দুরাচারেরাও প্রশ্রয় পাইতেছে। বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই, পূর্ব্বে সর বার্টল ফ্রিয়ার গবর্ণর জেনেরলের মান্ত্ররূপ কঞ্চুক দ্বারা আবৃত হইয়া নীলকরদিগের কর সংগ্রহ প্রসঙ্গ লইয়া অযথারূপে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবকে অনুচিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও তিরস্কার করেন। গ্রাণ্ট সাহেবও তাহার সমুচিত উত্তর দানে বিমুখ হন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জিগীষা পরবশ হইয়া পুনরায় গ্রাণ্ট সাহেবের প্রদত্ত উত্তরের প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এখনও পর্য্যন্ত এরূপ সংস্কার আছে যে তাঁহারা মধ্যস্থ প্রেরণ দ্বারা নীলকর ও প্রজাগণের পরস্পর বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, খাজনা লইয়া নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের যে বিরোধ হইতেছে, নীলই তাহার আদি কারণ। ইহা স্বীকার করিয়া পরেই তিনি কহিতেছেন, পূর্ব্বের ন্যায় নীল বপন না হওয়াতে নীলকরেরা অগত্যা বাকি খাজনা আদায় করিবার, খাজনা বৃদ্ধি করিবার এবং কোন এড়াইতে(?) না পারে এই অভিপ্রায়ে ভূমির পরিমাণ করিবার নিমিত্তে অধিকতর যত্নবান হইতেছেন।

পূর্ব্বমত নীল হইতেছে না বলিয়া যে সকল ব্যক্তি খাজনা বাড়াইতেছে, আর পাছে নীলকরের সম্পর্কে গেলে নীল বপন করিতে হয়, এই ভয়ে যাহারা নীলকর সম্পর্কে যাইতে চাহিতেছে না, মধ্যস্থ দ্বারা সে উভয়ের বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে। বিবাদ কারণের উন্মূলন না করিয়া বিরোধ মীমাংসা চেষ্টা বিড়ম্বনা। সেই কারণসত্ত্বে যদি কথঞ্চিৎ মীমাংসা করিয়া দেওয়া সম্ভাবিত হয় সচরাচর প্রবলে ও দুর্ব্বলে যেরূপ বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। দরিদ্র কৃষকদিগকে অগত্যা নিঃসংশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। পশ্চাৎ ঐ মীমাংসাই কালান্তরে বহু অনর্থের মূল হইয়া উঠিবে। ফলতঃ গবর্ণর জেনেরল মধ্যস্থ প্রেরণ করিয়া মীমাংসা চেষ্টা না করিয়া যদি নীল প্রধান প্রদেশের ভূমির নিরিখ করিয়া খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিতেন।

মেডিকেল কালেজের বাঙ্গাল ডিপার্টমেণ্ট

যে সমস্ত ব্যক্তি কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের পুস্তকের অসদ্ভাব ও শিক্ষার অপেক্ষা প্রভৃতি কএকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা পূর্ব্বে [illegible] এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে এক খানি প্রেরিত পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ এই স্থলে গ্রহণ করিলাম।

"মেডিকেল কালেজের বাঙ্গাল ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রদিগের দুঃখের কথা কি লিখিব। [illegible] বিষয়ই লিখিতে হয় [illegible] প্রধান [illegible] মাত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।"

প্রথম পুস্তকের অভাব, দ্বিতীয়, সময়ের অল্পতা, তৃতীয় শিক্ষকদিগের অনাস্থা, চতুর্থ, গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা। প্রথম, অস্থি ও মাংসপেশী [illegible] উত্তম [illegible]

হয় নাই। পূর্ব্বকার সংস্কৃত ব্যবসায়ী টোলের ছাত্রদিগের ন্যায় বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রদিগকে অধিকাংশ পুস্তকই স্বহস্তে লিখিয়া লইতে হয়। ইহাতে ছাত্রদিগের যে কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারেন। কেবল এই কষ্ট ভোগমাত্র অপকার নয়, প্রকৃতরূপ শিক্ষারও অনেক ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। মহাশয়! এ দেশীয় যে সকল ব্যক্তি মেডিকেল কালেজে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে অনায়াসে পুস্তকের অসদ্ভাব দূর করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি।

দ্বিতীয়, সময়ের অল্পতা। তিন বৎসর কাল মাত্র এই বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রদিগের শিক্ষার কাল। তন্মধ্যে প্রিন্সিপল এই নিয়ম করিয়াছেন যে, ঐ তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর কালেজের শিক্ষা শেষ করিয়া অবশিষ্ট এক বৎসর কাল কেবল হসপিটালে অন্ত[illegible] চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়! দুই বৎসর কালের মধ্যে শারীর বিদ্যা সুন্দররূপে শিক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভাবিত, সুন্দররূপে শিক্ষা করা দূরে থাকুক, অতি আবশ্যক বিষয় গুলিও ভালরূপে শিক্ষা হয় না। তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে যদি চারি অথবা পাঁচ বৎসর নিয়ম করা হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে।

তৃতীয়, শিক্ষকদিগের অনাস্থা। শিক্ষক মহাশয়েরা আপন আপন অধ্যাপনীয় বিষয় গুলি যথা কথঞ্চিৎ উপদেশ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে পারিলেই আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে দুরূহ বিষয় গুলি শিক্ষা করা ছাত্রদিগের সাধ্যায়ত্ত কি না, তাঁহারা সে বিবেচনা করেন না।

চতুর্থ, গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা। গবর্ণমেণ্ট যদি মনোযোগ করেন, নিঃসন্দেহ উপরি উক্ত বিষয় গুলির দোষ সংশোধন করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট কি জন্য যে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন না বলিতে পারি না।

৩রা বৈশাখ } 　　কস্যচিৎ জনস্য
১২৬৯ }

পত্র প্রেরক মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের বিষয়ে যে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহার একটিও অযথার্থ নহে। ঐ ডিপার্টমেণ্টের কথা স্মরণ হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে এই উদয় হইতে থাকে, গবর্ণমেণ্ট কেবল প্রজাগণকে স্তোক দিবার নিমিত্তই ঐ ডিপার্টমেণ্টটীর সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা প্রকৃতরূপ শিক্ষার স্থান করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে উহা কেবল শিক্ষার অনুকরণ স্থান করা হইয়াছে। না আছে শিক্ষার সদুপায়, না আছে শিক্ষার্থিদিগের যথোচিত উৎসাহ লাভ। একে আমরা যমসহোদর দেশীয় বৈদ্যদিগের জ্বালায় জ্বলিতেছি, গবর্ণমেণ্ট আবার কতকগুলি যমের দ্বিতীয় সহোদর প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণ! আমাদিগের এই লেখাতে রুষ্ট হইও না। আমরা স্বরূপ কথা কহিতেছি। তোমাদিগের যখন সুশিক্ষা হইতেছে না, তখন তোমাদিগের হইতে অনেক অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে। অনেক কাজ কম মত জানিলেও কথঞ্চিৎ চলে বটে কিন্তু এ কাজটা [illegible] কাট কম মত জানিলে চলে না। সে দোষের নহে। ও দোষ তোমাদিগের নহে, গবর্ণমেণ্টই তোমাদিগকে এই বিড়ম্বনায় ফেলিয়াছেন। ইহা কি তোমাদিগের লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইবার বিষয় কি?

গবর্ণমেণ্ট যদি মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের সংস্কার ক্রিয়ায় যত্নবান হন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন কি না এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়াই বা সেই সংস্কার করিতে হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে। আপাততঃ তিন বৎসর কাল বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণের শিক্ষার সময় নিরূপিত হইয়াছে এবং ঐ সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মার্থী হইলে উহাদিগকে অতি যৎসামান্য বেতনে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ের ও বেতনের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কিছু বড় কঠিন কর্ম্ম নয়। বাঙ্গালা ভাষায় ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়নই অতিশয় দুরূহ হইতেছে। যাঁহারা মেডিকেল কালেজে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত সমস্ত, তাঁহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবশ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এ অসদ্ভাব দূর করিয়া দিবেন সে প্রত্যাশা অল্প। গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী ও কিঞ্চিৎ অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। তাঁহারা প্রথমে কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া কিছু অধিক ব্যয়ে ভালরূপে চিকিৎসা শাস্ত্রে সুশিক্ষা প্রদান করুন, পশ্চাৎ ঐ সকল ব্যক্তিকে গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদিগের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে, এরূপ করিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইবেন, অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যত দিন লোকে স্বয়ং উৎসাহী হইয়া এবম্বিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তত দিন রাজসাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রাচীন কালের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ রাজদত্ত সাহায্য বলেই হইয়াছে।

—•—

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি বহরমপুর দাতব্য সমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক (১২৬৭ সালের) আয় ব্যয় স্থিতির বিবরণ পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই আয় ব্যয় স্থিতির বিবরণ এই —

আয়	ব্যয়	স্থিতি
৩৩৮৫৶৫	১২৮২৸৶১৫	২১০১৶১০

আয়ের বিবরণ।

মাসিক দাতব্য	১২১৮৷৶০
বার্ষিক দাতব্য প্রাপ্তি	৬৫
এককালীন দাতব্য প্রাপ্তি	৫৪৷৶০
হাওলাতি টাকার সুদ	২৩ ৷৷৴১০

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু সিবিল ফিনান্স কমিসনের সময়ে সবিশেষ সাহায্য করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন মহারাজ সিন্ধিয়া বোম্বাই নগরে যাইতেছেন। এরূপ জনশ্রুতি রাজা ইংলণ্ডে যাইবেন। কুসংস্কার নিগড় ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে।

মান্দ্রাজে এতদ্দেশীয়দিগের যে সভা আছে, ঐ সভা সর উইলিয়ম ডেনিসনের নিকটে মিড়াসি অধিকারের প্রার্থী হইয়া এক আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন। মিড়াসি শব্দের অর্থ এই, পল্লীগ্রামে যে সকল ভূমি পতিত আছে, জমীদারেরা তাহা আপনাদিগের জমীদারির অন্তর্গত করিয়া লয়েন। তাঁহারা চিরকাল এই স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সর উইলিয়ম ডেনিসন তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলিলেন " আমার এ বিষয় বিবেচনা করিবার সময় নাই " হাঁ বড় গ্রীষ্ম!

বিরেট বিভাগের জেলের অধ্যক্ষ ডাক্তর করবিন কলিকাতায় আসিবার সময়ে বর্দ্ধমানে শুনিলেন, লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ডেনিস নামক এক জন আফিসর ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য করবিনকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু বাষ্পীয় শকট ছাড়িয়া যাইবার বলিয়া তিনি তাহা করেন নাই, এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন

এক্ষণে পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানদিগকে লইয়া সংবাদ পত্রে মহা আন্দোলন হইতেছে। এই যুবকদিগের দুঃস্বভাব ক্রমশঃ প্রকাশ হইতেছে। " কম্পিটিসন ওয়ালারা " শেষে উপনিবেশের গবর্ণরের ন্যায় হইয়া উঠেন দেখিতে পাই।

দুই জন ইউরোপীয় নাবিক এক বাক্স চুরট চুরি করাতে তাহাদিগের এক মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আর এক জন ইউরোপীয় চুরি করাতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। ক্রমে নরক গুলজার হইতেছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন লুধিয়ানার কমিসনর তত্রত্য নূরল বিক্রম নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদককে তাড়াইয়া দিয়াছেন। কমিসনরের অনভিমত কোন বিষয় লেখা ইহার কারণ। পঞ্জাবে স্বাধীনতার আধিপত্য রহিত করাতে সর জন লরেন্স ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার দলের লোকের এক প্রিয় পাত্র।

হিংস নামক এক জন ইউরোপীয় এক শত টাকার ব্যাঙ্ক নোট চুরি করাতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে: ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও ইংলিসম্যান প্রভৃতি এখনও কি ইউরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র ও এদেশীয়দিগের স্বতন্ত্র আদালত রাখিবার চেষ্টা করিবেন?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক জন ইউরোপীয় দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। তথায় ক্রমশঃ দুশ্চরিত্র ইউরোপীয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারাই কি উপনিবেশকারীদিগের আদর্শ?

গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ কর্ত্তব্য অবধারণের উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে এক সভা হইয়াছে।

গত সপ্তাহে প্রায় দশ লক্ষ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রয় হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক এদেশীয়দিগের সুরাপানে অধিকতর প্রবৃত্তি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন! ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে এ দেশীয়দিগের এই বিদ্যারই বিলক্ষণ শিক্ষা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন, সর চার্লস উড আজ্ঞা দিয়াছেন প্রধানতম বিচারালয় হইতে ইংলণ্ডীয় প্রিবিকৌন্সিলে যে সমস্ত মোকদ্দমার আপীল হইবে লিগাল রিমেম্ব্রান্সারকে তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিয়া দিতে হইবে।

আসাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য গোলযোগের কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাজা দিনকর রাও পীড়িত হইয়াছেন।

চীনদেশ হইতে মেইলযোগে নিম্নলিখিত সমাচার আসিয়াছে। বিদ্রোহীরা অদ্যাপিও হীনবল হয় নাই। সাংহের ৯০ ক্রোশ পথের মধ্যে যত বিদ্রোহী আছে ইংরাজ ও ফরাসী রণতরির অধ্যক্ষেরা তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেছেন। সাংহেতে প্রায় ৮০০০০ পলায়িত ব্যক্তি আসিয়াছে তাহাদিগের সকলকে আহার দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পিকিন ও জাপান হইতে কোন বিশেষ সংবাদ আইসে নাই। নানকিনে নদীর অপর পারে সম্রাটের সেনারা যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া সুসজ্জিত হইয়াছে।

নিঙপো হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীদিগের এক দল জাহাজ চুসান অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

অদ্য টৌনহালে সভ্যলোকের সমাগম হইবে, তথায় অনেক পুষ্প ফল ও উৎকৃষ্ট শস্যাদি প্রদর্শিত হইবে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের জেলের প্রস্তুত করা দ্রব্য সকল প্রদর্শিত হয়, অনেকে তাহা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আলিপুরের জেলের দ্রব্যাদি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা না হয় কেন?

এ, এ, রবর্টস সাহেব পঞ্জাবের রাজস্ব বিষয়ের কমিসনর হইয়াছেন। রবর্টস সাহেব ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন।

লাহোর ক্রণিকেল সম্পাদক বলেন কর্ত্তারপুরে যে আফিসরেরা নর্ত্তকীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া ধৃত হন লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর তাহাদিগের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন।

একজন ফিরিঙ্গি কয়েকটী ছুরি ও কম্পাস চুরি করাতে তাহার দুই সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

হরকরা সম্পাদক বলেন লরিমার নামক সেক্রেটারি আফিসের একজন কেরাণী ২০০ টাকা বেতনে নূতন কনষ্টাবুলরি পুলিসের একজন সহকারী হইয়াছেন। রাজ্যের জগাচুটে এই বেলা ভাঙ্গিয়া যাইবে!

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন কিসার নামক একজন সিবিলিয়ান ত্রিবাঙ্কুরের রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। মিলেটারিরা প্রায় রেসিডেণ্ট হইয়া থাকেন।

পরিমিটের দ্রব্যাদি অতিশয় বিশৃঙ্খলায় রাখা হয় উক্ত সম্পাদক তাহার প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কর্ম্মচারিদিগের দোষে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

রাজপুর হাটে ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ইংলিসম্যানে লিখিত হইয়াছে, রাজা প্র-

প্রতাপচন্দ্র সিংহ কয়েক দিবস পূর্ব্বে যখন বর্দ্ধমানে যান, তৎকালে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এ সংবাদটী যদি সত্য হয় অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সংবাদ মিথ্যা আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। বোধ করি রাজাও ইহা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন।

বোম্বাই গেজেট সম্পাদক বলেন, দার্জিলিঙ্গের কয়েকটি তুলার আবাদ হইবে ইউরোপীয় কৃষকেরা কার্য্য করিবে। কৃষিকর্ম্মের উন্নতি যত হয় ততই ভাল কিন্তু ইউরোপীয়েরা কৃষি কার্য্য করিবে, এইটী শুনিয়াই শঙ্কা জন্মিতেছে।

কিছু দিন হইল এক জন ইউরোপীয় শ্রীরামপুরে রেইলওয়ে হইতে নামিবার সময়ে আপনার থলে ভুলিয়া যান। পুলিশের দুই জন লোক তাহা লইয়া যায়। তাহারা তন্মধ্যস্থিত ২৬০০ টাকার নোট চুরি করিয়া ৯০০টি ভগলির ষ্টেসন মাষ্টরকে দেয়। ইতি মধ্যে টেলিগ্রাফে সংবাদ আসাতে তাহারা ধৃত হইয়াছে

মুরসিদাবাদের নবাব গ্রান্ট সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্নের জন্য ২০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিজন ছাত্র বি, এ, উপাধি পাইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ। ১৮৫৯ অব্দ অবধি ১০৯ জন মাত্র তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে।

সুরাত নগরে আজিও লোটিঠার প্রকোপ কমে নাই।

হারিংটন সাহেব কিয়দ্দিবসের জন্য গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন।

এবার চীন দেশ হইতে ১০০ বস্তা তুলা লিবরপুলে রপ্তানী হইয়াছে।

সর উইলিয়ম ডেনিসন বিদ্যাশিক্ষা ও প্রবন্ধ রচনার আবশ্যকতা বিষয়ে দুই প্রস্তাব লিখিয়াছেন। এসে লেখা গবর্ণরদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে!

লার্ড কানিঙ আগ্রাটি দর্শন করিয়া গমন করিয়াছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে পারসীক সেনারা করা ন মক একটি নগর অধিকার করিয়াছে। হিরাটের নবাব তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন। ইনকম টাক্স কমাইবার চেষ্টা হইতেছে, এ সময়ে আবার পারস্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

লেপ্টেনন্ট কর্ণেল ক্রস ভারতবর্ষের পুলিষইনস্পেক্টর জেনরল হইয়াছেন। ক্রস সাহেব লার্ড এলগিনের কুটম্ব।

নিম্ন লিখিত গবর্ণমেণ্ট নোট সকল তিন ভিন্ন রাজধানীতে প্রচলিত হইয়াছে।

কলিকাতা	২,৩০,০০,০০০
বোম্বাই	১১৪,০০,০০০
মান্দ্রাজ	২১ ০০০
মোট	৩,৬৯,০০,০০০

শীঘ্র চারি কোটি হইবে। এই সকল নোটের প্রতিভূস্বরূপ টাকা রহিয়াছে।

উক্ত সম্পাদক বলেন আগরায় শস্যাদি সস্তা হইয়াছে। ছোলা প্রতি টাকায় ।।৬ করিয়া বিক্রয় হইয়াছে। এবৎসর উত্তম ফসল জন্মিয়াছে।

পেণ্ডুলমের দ্বারা পাখা টানিবার যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহার আবিষ্ক্রিয়াকারী গ্রান্ট সাহেবের প্রতি আলাহাবাদে গমন করিবার আদেশ হইয়াছে।

অযোধ্যাগেজেট সম্পাদক বলেন কাশীর দস্যুদলপ্রধান শম্ভু সিংহ হত হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন, লক্ষ্ণৌ নগরস্থ ইউরোপীয় সেনাদলের এক জন সৈনিক পুরুষ কোন সামান্য অপরাধে কারারুদ্ধ হও য়াতে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সৈনিকপুরুষেরা হয় ত গুরুতর অপরাধ করিয়া মৃত হয়, নতুবা সামান্য অপরাধ করিয়া কঠিন দণ্ড পায়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলেন বোম্বাইয়ের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। তাঁহাদিগের ৬০০, ৪৮০, ৩৮০, করিয়া বেতন হইবে।

লাহোর ক্রনিকেলে লিখিত হইয়াছে এক ব্যক্তি এক জন ইউরোপীয়কে বধ করিয়াছে সন্দেহ করিয়া তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ বিনা বিচারে তাহাকে দশ বার বৎসর কারারুদ্ধ করিয়াছেন। পঞ্জাবের বুঝি এই সুবিচার! অথবা পঞ্জাবেরই বা দোষ কি, আমাদিগের ঠকি জেলে অনেকে তিন চারিবৎসর হাজতে থাকে।

হুগলীতে সম্প্রতি রতি ও কামদেবের পূজা হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পাটা ও মদের শ্রাদ্ধ হইয়াছে। শুনা যাইতেছে এক জন পোদ্দারের উদ্যোগে এই ঘৃণিত পূজা হয়। এই সকল দর্শন করিয়া আমাদিগের এক এক বার ইচ্ছা হয় যে গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বল পূর্ব্বক কুৎসিত উৎসব সকল উঠাইয়া দেন।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সেসিয়ন ভঙ্গ হইয়াছে। ইহার পর জমিদারের বিল বিবেচনা করিতে হইবে, এই বেলা আমাদিগের ব্যবস্থাপকেরাও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া স্নিগ্ধ হউন।

দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের মৃত্যু হইয়াছে। শিক্ষা দান বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

গত শুক্রবার নিম্ন লিখিত মূল্যে আফিমেন বিক্রয় হইয়াছে।

	সিন্দুক	টাকা
বেহারের	১৩০৫	১২[illegible],৭৭৫
কাশীর	১৩০০	১৬৯৮,

গড়ে প্রতি সিন্দুক ১৫০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

টর্কীর সম্রাটের নাম ক্রিমিয় কোর্ট হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। লার্ড ক্লারেণ্ডন সংসদে ইহার প্রতিবাদ করেন না কেন?

—০—

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১২ ই এপ্রেল শনিবার।

মৌলবী আবদুল লতিফ টিকা গাড়ির ভাড়া স্থির করিবার বিল অর্পণ করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন।

মেটকাফ সাহেব ঐ বিলের সপক্ষতা করিয়া কয়েকটি অন্য সংশোধন করিলেন এবং কহিলেন পাল্কি প্রভৃতির ভাড়া নির্ণয় করা কর্ত্তব্য কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাহা স্থির করিবার ভার না দিয়া ব্যবস্থাপক সভার হস্তে এ ভার দেওয়া উচিত। এই বিল সিলেক্ট কমিটির হস্তে সমর্পিত হইল।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল অর্পণ করিলেন। এই বিল বিধিবদ্ধ হইল

হবহৌস সাহেবের প্রস্তাবক্রমে বাণিজ্য জা হাজ সকল মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিবার বিলের রিপোর্ট পঠিত হইল। কাউই সাহেব কয়েকটি সংশোধন করিলেন।

হারিংটন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই বিলের প্রতি আপত্তি করিয়া আগামি সভা পর্য্যন্ত তাহা স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করিলেন। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাঁহার পোষকতা করিলেন, কিন্তু অনেক সভ্য একমত হওয়াতে এই বিল বিধিবদ্ধ হইল।

হবহৌস সাহেব জমীদারি ডাকের বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহা অনেক বিতর্কের পর স্থগিত রহিল।

—•—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১৬ ই এপ্রেল বুধবার।

হারিংটন সাহেবের প্রস্তাব ক্রমে ইষ্টাম্প আইন সংশোধন বিষয়ক বিল বিধিবদ্ধ হইল।

সীটন সাহেব ১৮৩৫ অব্দের ২ আইন পরিবর্ত্ত বিষয়ক বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিলেন। হারিংটন সাহেব নিম্ন লিখিত বিলের রিপোর্ট প্রদান করিলেন

ন্যূতন টাকা ও পয়সা করিবার বিল। ফৌজদারি আইন সংশোধন বিষয়ক বিল।

লেঙ সাহেব ১৮৩৯ অব্দের ১৫ আইন (বাকী টাকার নালিসের আইন) সংশোধন বিষয়ক বিল অর্পণ করিয়া তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

লেঙ সাহেব ১৮৬০ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক বিল অর্পণ করিয়া তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে প্রদান করিলেন। এই বিল অর্পণ করিবার সময়ে তিনি ১৮৬০ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। প্রায় দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করা হয়

কাউই ও ফিটজ উইলিয়ম সাহেব রপ্তানীর মাশুল ও ইনকম টাক্স ন্যূন করাতে সাধ্যের আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে এই ঘৃণিত কর উঠিয়া যাইবে।

লেঙ সাহেব ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন (ইনকম টাক্স সংশোধন বিষয়ক বিল) অর্পণ করিয়া তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে দিলেন

হারিংটন সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশের লবণের করের বিল সভায় অর্পণ করিলেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের

আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৯এ মার্চ।

এফ. বি. সিম্সন সাহেব ময়মনসিংহে প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যতদিন অন্য হুকুম না হয় পূর্ণিয়ার জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এইচ এটচ. রবিন্সন সাহেব মেদিনীপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

আর. বি. করবেল সাহেব একণে অনুমতি লইয়া অনুপস্থিত আছেন উনি ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ. এম, হেলিডে সাহেব রাজসাহির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যতদিন অন্য হুকুম না হয় চম্পারণে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

এইচ. ব্যাংকি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

৪ ঠা আপ্রেল।

শ্রীহট্টের ল. আফিসর মৌলবি দেলাওয়ার আলি ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২৫ ধারা অনুসারে ঐ প্রদেশে প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৭ই আপ্রেল।

মানভূমের অন্তঃপাতি রঘুনাথ পুরের মুনসেফ মৌলবি বরকত আলি ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ সালের ২৫ আইন) ২ ধারা মতে এবং ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারা মতে ঐ প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবি আবদুল লতিফ পরীক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

৮ই আপ্রেল।

সংখ্যক পঞ্জাব পদাতিক সৈন্য দলের অধ্যক্ষ কর্ণেল এইচ, এফ, ডেভেরোর্ক্স সি, বি, ১৮৫০ সালের ১১ আইন মতে ঐ আইন সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার জন্য আসিয়া প্রদেশের কমিসনর হইবেন।

ত্রিহুত ও সারণের আফিসিয়াল জজের প্রতিনিধি ডবলিউ এইচ, বক্‌ট সাহেব ঐ সকল প্রদেশের আফিসিয়াল জজ হইবেন

এফ, এম, ক্রোফ্ট সাহেব সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন

জে. এস, আরমষ্ট্রং সাহেব ত্রিপুরার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, ডি, ফিল্ড সাহেব পূর্ণিয়ার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

৯ই আপ্রেল।

ডবলিউ জি, ইয়ং সাহেব বীরভূমে প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১০ই এপ্রেল

কাপ্তেন, ডবলিউ, টি কেপার বঙ্গদেশীয় ৩ গণিত পুলিস সেনাদলের অধ্যক্ষ হইবেন।

লেপ্টেনেন্ট সি, কি সেকার, বি. সি. যিনি একণে বিদায় লইয়া আছেন প্রথম গণিত পুলিস সেনাদলের অধ্যক্ষ হইবেন।

সি, জি, বুকসাহেব প্রতিনিধি দ্বিতীয় মাষ্টর আটেণ্ডান্ট হইবেন।

জি, প, স্মিথ সাহেব সাঁওতাল পরগনার সরকারি কমিসনর হইবেন।

১১ ই এপ্রেল।

ঢাকার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ এফ, এ, ডালরিম্পল, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব কিছু দিনের জন্য উক্ত জেলায় প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজের কর্ম্ম করিবেন।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদকেষু।

কুমারখালির অসম্ভব দাহ।

যথোচিত সম্মানপুরঃসরং নিবেদনমেতৎ।

উঃ কি পরিতাপ! গত কল্য কিরূপে রজনী প্রভাত হইয়াছিল, একে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ, তাহাতে বাটিকাসদৃশ বায়ুর বিষম বেগ, বোধ হইতে লাগিল যেন বসুমতী প্রলয়ের হস্তে পতিত হইয়া বাহগ্রস্ত শশধরের ন্যায় কম্পিত হইতেছেন। তখন যাহার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করা যায়, দেখা যায় তাহারই চিত্ত বিকৃত, কেহই স্বস্থচিত্ত নহেন. বিশেষতঃ সেই সময় মনুষ্য মাত্রেরই আহারের সময় উপস্থিত, কাহারো পাকার্থ প্রস্তুত; কাহারো প্রস্তুত হইতেছে, কেহ আহার করিয়াছে, কেহ আহারে বসিয়াছে, এমন সময়ে এই কুমার খালির পশ্চিম দিকে অগ্নি লাগিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ দিগের প্রায় ৩, ৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া যত বসতী বাটী ও গোলা বাটী ছিল, সমুদায় দগ্ধ হইয়া স্থানেং ভস্মরাশি পুঞ্জীকৃত

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

২য় ভাগ সংখ্যা ২৫

সন ১২৬৯ । ১৬ বৈশাখ । ইং ১৮৬২।২৮ এপ্রেল

মাসিক মূল্য ১ টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই বৈশাখ।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

মাগুরার পত্র অতি অসারের মত লিখিত হইয়াছে এই হেতু উপেক্ষিত হইল। কান্দীর পত্র প্রেরক মুরসিদাবাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ডেপুটি ইনস্পেকটরের অসঙ্গত নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পত্র আদৃত ও প্রকটিত হইল না।

— • —

লার্ড এলগিন্ ও লাণ্ড হোলডার্স সভা।

কেহ বলেন লার্ড এলগিন গোঁয়ার ও একগুঁয়ে; কেহ বলেন, তিনি অতিশয় ধূর্ত্ত, ডেলহৌসির দলের ন্যায় তাঁহার বিলক্ষণ চতুরতা আইসে; কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য তাঁহার চরিত্রের একরূপ পরিচয় দেয় না। বাক্য ও কার্য্য দ্বারাই লোকের স্বভাব ও চরিত্রের পরিচয় হইয়া থাকে। তিনি দুই বার সর্ব্বস্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া চীনদেশের যুদ্ধে গমন করেন, দুই বারই তিনি স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিয়া সন্ধি করিয়া আইসেন। তিনি যদি লার্ড ডেলহাউসির দলের লোক হইতেন, আমরা এত দিন চীনদিগকে স্বাধীন দেখিতে পাইতাম না। তিনি যে স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত দোষে অন্ধ নহেন, লাণ্ড হোলডার্স সভার প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর দানই তাহা কহিয়া দিতেছে। তিনি প্রত্যুত্তর দান কালে এই কথা বলেন।

" আমি ভিন্ন ভিন্ন জাতি পূর্ণদেশে অবস্থিতি করিতেছি, আপনারা মনে করিতেছেন, ভারতবর্ষে যে নানা জাতি আছেন আমি তাঁহাদিগের পরস্পরের সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে সমর্থ হইব, কিন্তু এ স্থলে আমার বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অল্পই করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে যথার্থ রূপে কার্য্য করিয়া জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম ভেদ না করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর সমুদায় শ্রেণির প্রজার তুল্যরূপে সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন; এবং যে স্থলে পরস্পরের স্বত্ব ও অধিকার লইয়া বিবাদ হয়, বিনা পক্ষপাতে তাহার মীমাংসা করেন। অপর, ইংরাজেরা এদেশে যে সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাহা এতদ্দেশীয়েরা মঙ্গলের বিষয় জ্ঞান করিবেন কি না, ইংরাজেরা এদেশীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বিষয়ে যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা এ দেশের লোকেরা উপকারের হেতু বলিয়া বিবেচনা করিবেন কি না এবং এদেশীয়দিগের ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিবে কি না, এই বিষয় গুলি ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজ

দিগের কার্য্যের উপরে প্রধানরূপে নির্ভর করিতেছে

লার্ড কানিঙ চলিয়া গেলেন, লার্ড এলগিন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গবর্ণর পরিবর্ত্ত সহকারে পূর্ব্ব গবর্ণরের অবলম্বিত রাজনীতিও পরিবর্ত্তিত হইবে, অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু লার্ড এলগিনের উপরি লিখিত বাক্য দ্বারা সে আশঙ্কা এক প্রকার দূরীভূত হইতেছে, কার্য্যে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে এরূপও বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, শ্রীবৃদ্ধি কারিদিগকে এ অধিকারকালটীও কিঞ্চিৎ অসুখে ক্ষেপণ করিতে হইবে অসুখের কারণ এই, কার্য্যকালে জাতি ও বর্ণভেদ থাকিবে না, একথা শুনিলেই তাহাদিগের চিত্ত বিরস হয়। অথবা কেবল এই অধিকার বলিয়া কেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সভ্যতার যে উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাহা হইতে যদি ভ্রষ্ট না হন, শ্রীবৃদ্ধিকারীরা জাতি ও বর্ণভেদ ঘটিত পক্ষপাত বার্ত্তা বড় শুনিতে পাইবেন না

বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ দায়িনী সভার আবশ্যকতা।

এই ভারতবর্ষে যৎকালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল, তৎকালে দর্শন বিজ্ঞানাদি বাবতীয় বিষয়েরই অনুশীলন হইয়াছিল। কি চিকিৎসা শাস্ত্র, কি গণিত শাস্ত্র, কি খগোল, কি ভূগোল সকল শাস্ত্রেরই অনুশীলন-সম্বাদ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, বহু বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়াও হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর অন্যোন্যাবস্থান নিরূপণ করেন এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করিবার নিমিত্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এরূপও অনেক বিষয় আছে যে ইউরোপীয়েরা সেই সেই বিষয় ভারতবর্ষ হইতে ঋণ করিয়া আবিষ্ক্রিয়া ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের পরাধীনতা প্রভৃতি কয়েকটা দোষ নিবন্ধন সকল বিষয় সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষের পরমা সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, আমাদিগের ক্ষোভের বিষয় এই, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সকল বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের দ্বারা তাহার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ তাহার বিলোপ হইতেছে। অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই, ইউরোপীয়েরা যে আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তদ্দ্বারাও আমরা সেই ন্যূনতা পূরণ করিতে পারিলাম না।

এ স্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমাদিগের দর্শন বিজ্ঞানাদি সংক্রান্ত শ্রীবৃদ্ধি লাভের কি কোন উপায় নাই উত্তর—উপায় আছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি ছিল না। দ্বিতীয় চারল্‌সের সময়ে রয়াল সোসাইটি সভা সংস্থাপিত হয়, তদবধি বিজ্ঞান শাস্ত্র বিদ্যুৎবেগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। রয়াল সোসাইটির যত্নে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টচর দেশ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; অভূতপূর্ব্ব বস্তু সকলের আবিষ্ক্রিয়া ও সৃষ্টি হইয়াছে; এবং অসাধারণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে স্বদেশের সম্যক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ডাক্তর লার্ড নার, কাপ্তেন কেটর, সর জোসেফ ব্যাঙ্কস, সর জন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির নিকটে ভূগোল ও বিজ্ঞান কি পর্য্যন্ত না ঋণগ্রস্ত আছেন? আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি যদি রয়াল সোসাইটির সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবী উল্লিখিত পণ্ডিতগণকে প্রসব করিয়া কৃতার্থ হইতেন ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সন্তানগণ দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তৎকালীন রাজগণের উৎসাহ দান কি তাহার কারণ নহে? রয়াল সোসাইটির ন্যায় ভারতবর্ষে কি একটি সভা করিবার কাল উপস্থিত হয় নাই? কি সেনা দল, কি রেলওয়ে কি চিকিৎসা ডিপার্টমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্রই উপযুক্ত লোক মিলিতে পারে। তাহাদিগকে যদি যথোচিত উৎসাহ দেওয়া হয়, এদেশে বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা অনুশীলনের স্থান ভারতবর্ষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হয় না। হিমালয়, বিন্ধ্যাগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতে যে কত অদ্ভুত পদার্থ আছে তাহার নির্ণয় নাই। আমাদিগের দেশের লোকেরা যদি উৎসাহ পান, ঐ সকল স্থানে কায়মনোবাক্যে আবিষ্ক্রিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীর রামজী রঘুনাথ কাল কুলসের যে নূতন প্রণালী বাহির করিয়াছেন, ডি মরগান প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহার ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই সকল কারণে অনুরোধ করিতেছি ইংলণ্ডীয় রয়াল সোসাইটীর ন্যায় এখানে একটি সভা সংস্থাপন করুন। সভা আপাততঃ টিত্রশ লিৎ, অথবা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে অধিবেশন করিবেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুত হইলে তথায় যাইবেন। এতৎ সংক্রান্ত মূলধন করিয়া তাহা হইতে যদি উৎসাহ দান করা হয়, আমরা শীঘ্র বিজ্ঞানের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিব সন্দেহ নাই।

১৮৬৩ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গলা পুস্তক।

একের রাজত্ব গিয়া অপরের রাজত্ব হইলে কিয়ৎকাল প্রায় সমুদায় বিষয়েই বিশৃঙ্খলা ঘটে। এরূপ হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। যিনি বহু দিনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাজ্যের অবস্থা বাহুল্যরূপে অবগত হন, তিনি চলিয়া যান, আর রাজ্যের অবস্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি, আগমন করেন। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। বহু কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্

ত ভাষা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, বাঙ্গলা ভাষা ক্রমশঃ তাহার অধিকার হরণ করিতেছে। এবম্বিধ সময়ে বিশৃঙ্খলা ঘটা অসম্ভাবিত নহে। এখন যে ব্যক্তি যা মনে করিতেছেন, তাহাই বাঙ্গলাতে লিখিতেছেন। এক্ষণে বাঙ্গলার যেরূপ অবস্থা, সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে এ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন দূরে থাকুক, ইহাতে সম্যক্‌রূপে ব্যুৎপত্তি লাভেরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, যাহারা কখন সংস্কৃত স্পর্শ করে নাই তাহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। না আছে তাহাদিগের রচনা লালিত্য, না আছে ভাষা তাহাদিগের বশে, না আছে ভাব বিশুদ্ধি, তাদৃশ ব্যক্তির গ্রন্থকর্তৃত্বযশোলাভ বাসনা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে যেরূপ যথেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হইতেছে, উৎসাহদাতারাও তেমনি উৎসাহ দান বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিতেছেন। অনেকে বাঙ্গলার রসজ্ঞ নহেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে অযোগ্য পাত্রের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগ্য পাত্রেরা তাঁহাদিগের অনাদরকৃত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইতেছেন। অযোগ্যের উৎসাহ ও যোগ্যের অনুৎসাহ উভয়ই অনিষ্টের হেতু। অন্যের কথা ত অনেক দূরে আছে; রাজপুরুষেরাও উল্লিখিত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ: সুতরাং তাঁহাদিগের তাদৃশ ঘটনা বিস্ময়াবহ নহে। উল্লিখিত যথেচ্ছাচারী গ্রন্থপ্রণয়নকারিদিগের দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ করিতে পারেন এরূপ গুণদোষজ্ঞ ব্যক্তিও বিরল। ১৮৬ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গলাপুস্তকই অদ্য আমাদিগের এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছে। আমরা ঐ গ্রন্থের দুটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠকগণ দেখুন কেমন সুন্দর গ্রন্থ খানি মনোনীত করা হইয়াছে।

আমোদ প্রমোদ যাহাদের এই ধারা।
অভাবেতে অবশ্য উভয় কষ্ট তারা॥
যাহারা নাহিক ধারে সভ্যতার ধার।
পিতাপুত্রে দুইজনে সমান গোঁয়ার॥
কাহারে বক্তৃতা বলে কাহারে প্রণয়।
কঠিন হৃদয় লোকে অবগত নয়॥
সভ্য লোক যারা তারা কোমল প্রকৃতি।
জাঙ্গলিক যারা তাহাদের অন্য রীতি॥
অনুর্ব্বরা হয় যদি আপনার দেশ।
তবু কৃষকের তায় আনন্দ বিশেষ॥
ভোগবিলাসের বাঞ্ছা মনে বড় নাই।
তাহাতেই তুষ্ট যাহা ঘরে বসে পাই॥
ইন্দ্রিয়জনিত সুখ কভু নাহি জানে।
অজ্ঞানে যা পায় কিছু সুখি তাহে মনে॥

ধরাতলে তুরস্ক এবং পারস্য দেশীয় প্রধান লোকেরা সর্ব্ব জাতির অপেক্ষা সুপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তদ্ধেতু এই যে তদ্দেশীয় উচ্চ পদবীর জনগণ জর্জিয়া এবং সর্কেশীয়া দেশজাত সুপ্রসিদ্ধ রূপসীদিগকে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে, কিন্তু যদ্যপি ইউরোপ খণ্ডের প্রথানুসারে ঐ ললনাগণের স্বাধীনতা সুখ থাকিত, তবে উক্ত দেশীয় প্রধান বংশীয়েরা যেরূপ রূপবান বলিয়া বিখ্যাত, সেইরূপ বলবান ও বুদ্ধিমান রূপে অগ্রগণ্য হইত সন্দেহ নাই। অতএব এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে বাঙ্গালা দেশে সুশ্রীশালিনী কামিনীমাত্র পরিগ্রহ করিলেই যে কোন ব্যক্তির সুসন্তান লাভ হইবেক এমত প্রত্যাশা করা উচিত নহে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কারাবরোধ বিমোচন না হইলে এবং তাহারা সীতা, সাবিত্রী, রুক্মিণী এবং দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় সমাদৃত ও সুশিক্ষিত না হইলে তাহাদিগের গর্ভে সাহসসম্পন্ন বলবান সন্তানগণের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব।

গ্রন্থকারেরা কথা লিখিতে জানেন না, কেবল এই মাত্র অপকার নয়, মূল সারেও ভ্রম জন্মিয়াছে। স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত না হইলে যদি সাহসবান সন্তান না জন্মিত, তাহা হইলে প্রাচীন কালের স্পার্টা নগরের রমণীগণ বীরপ্রসূ হইতেন না। অপর কৃষকেরা কি ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ভোগ করে না? এখানে ইন্দ্রিয়জনিত সুখ শব্দের অর্থ কি? ফলতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, গবর্ণমেন্টের ব্যয় করাইবেন; কিন্তু প্রজার কিছু হইতে দিবেন না। গ্রন্থের বিষয়েই কেবল তাঁহাদিগের এই রীতি লক্ষিত হয় না; স্থানে স্থানে শিক্ষকের ও অধ্যক্ষের বিষয়েও এই রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

—o—

প্রাপ্ত।

নূতন কাব্য।

পারস্য দেশীয় মহাকবি হাফেজ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজা, আমীর, মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার লেখনীকে অতিশয় ভয় করিতেন। এই সময়ে সিরাজের নিকটবর্ত্তি কোন স্থানে কয়েকজন যুবক বণিক খেজুর খাইয়া তাহার আঁটী এক জন উষ্ট্র চালকের গাত্রে নিক্ষেপ করাতে সে বলিল "তোমরা আমাকে অপমান করিলে, অতএব আমি নাটী যাইয়াই তোমাদিগের নামে কবিতা লিখিব।" সহিস হইয়া কাব্য লিখিতে সাহস! শূকরের হস্তিরূপ ধারণ করিবার ইচ্ছা! অনল্প ধৃষ্টতার কথা সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া হাফেজ হইতে চাহিয়াছিল, তন্নিমিত্ত তাহার সেই বাক্য দোষের না হইয়া গুণেরই হইয়াছে. কিন্তু হরকালী মজুমদার কি দুঃখে অনঙ্গ বিলাস লিখিয়া ভারতচন্দ্র হইতে চাহিয়াছেন? উষ্ট্র চালকের ন্যায় তাঁহাকে কোন অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। তবে কি তিনি নিজে কোন বিদ্যার সুন্দর হইবার আশয়ে এ কার্য্য করিয়াছেন? তিনি যে জীবিকার জন্য এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে না. লেখনীকে উপজীবিকা করিয়া চলেন এরূপ লোক ভারতবর্ষে বিরল। বিশেষতঃ আজিও কামদলের সমাজের তাদৃশ অবস্থা হয় নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র জঘন্য পুস্তক খানি মুদ্রিত করিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এবম্বিধ জঘন্য পুস্তক প্রচার বন্ধ হয়, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

[illegible]

প্রায় নয়নগোচর হয় না। ভারতচন্দ্র বঙ্গদেশের প্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কবিত্ব অংশে তাঁহার যে প্রাধান্য আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎপ্রণীত কাব্য আদিরস দূষিত বলিয়া ইদানীন্তন কালে সম্যক্ ফলোপধায়ী হইতেছে না। তাঁহা হইতে এদেশের একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াই যে সে মূর্খ কথঞ্চিৎ চৌদ্দটী অক্ষর একত্র করিয়া কাব্য লিখিতে সাহসী হইয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অনিষ্টকারিতার বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। সামান্য বিষয়ক পদ্য রচনাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল। কিন্তু যথার্থ বিষয়ে তাঁহার কবিত্ব শক্তি দুর্বলপক্ষ চটক পক্ষির ন্যায় দূর গমনে নিতান্ত অসমর্থ ছিল। আদিরসঘটিত বর্ণনা বিষয়ে ভারতচন্দ্রের ন্যায় তিনিও অসামান্য কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি একণে শৃঙ্গার রস পূর্ণ কাব্যে অনুমোদন করিবেন? সামান্য শারীরিক লাবণ্য বর্ণন করিয়া মহামনা কোন্ ব্যক্তি মোহিত হইয়া থাকেন? সুন্দর পুরুষ নয়নগোচর হইলেই স্ত্রীলোক মাত্রের চিত্ত বিকার জন্মে, যে কবি এরূপ বর্ণনা করেন, তিনি মনুষ্য প্রকৃতির ও ধর্ম্ম নীতির মর্ম্মজ্ঞ নহেন। বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্গত পতিনিন্দা প্রকরণটী পাঠ করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনে কবির প্রতি ঘৃণা না জন্মে? ফলতঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার লেখা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় তিনি এই ধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করিতেন না।

একণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। অনঙ্গ বিলাস বিদ্যাসুন্দরের ছাঁচে। কাব্যের নায়িকা কখন কলঙ্কিত হন না। এই সংস্কার থাকাতে হরকালী বাবু সেকালের পুরাতন ছাতাধরা বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার

"কুরঙ্গ নিন্দিত আঁখি, গঞ্জিত খঞ্জন পাখি
তুল্য নাহি হয় ইন্দীবরে॥
নাসা জিনি তিল ফুল, গৃধ্র জিনি কর্ণ মূল,
রক্তাধার বিম্ব ওষ্ঠাধর।
মুক্তা হেরি বুঝি দন্ত, অন্তরে না হয় শান্ত
লাজে রহে জলধি ভিতর॥
মৃণাল জিনিয়া ভুজ" ইত্যাদি রূপে

কাব্যের নায়িকা অনঙ্গমোহিনীর রূপের কথা লিখিয়াছেন।

বিজয়রূপ রাজকুমার মৃগয়া করিতে আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে এক সরোবরতীরে নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর অনঙ্গ মোহিনী শিব পূজা (সন্ধ্যার সময়ে শিবপূজা!) করিতে আসিয়া তাঁহার রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া হার ও অঙ্গুরীয় পরিবর্ত্ত করিয়া গৃহে গমন করিলেন। রাজকুমারের অঙ্গুরীয়া উঠিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বারূঢ় হইয়া অশ্বারোহণে এক দূরান্তিক নগরে গমন করিয়া এক সরোবরতীরে মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহার বাটীতে গমন করিয়া কালীর বরে, মালিনীর যত্নে উভয়ের মিলন হইল। তৎপরে আমাদিগের উনবিংশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র বাসরের সর্ব্ব বর্ণনা করিলেন!!! পরে এক দৈত্য নায়িকাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, শেষে বহু কষ্টে উভয়ের মিলন হইল, কাব্যেরও শেষ হইল। আমরা বর্ণনার কথা বলিতেছি না, তাহা যত জঘন্য হইতে পারে হইয়াছে। গল্পটিও নূতন নহে। সেই বিদ্যাবতী রাজকুমারী, সেই মালিনী সেই কালীর স্তব সেই দৈবশক্তি ও সেই মিলন! মজুমদার কি মনে করেন, সর্ব্ব সাধারণে এই জঘন্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমোদিত হইবেন? সকল গ্রন্থের কি হীরক। কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার বর্ণনায় আনন্দ সুখ অনুভব করিবেন? .

নায়েতে বিজয়রূপ রাজার নন্দন
রূপে গুণে সুবিখ্যাত নীতিজ্ঞ সুজন।
নীলোৎপল সুলজ্জিত হেরিয়া নয়ন।
সর্ব্বাঙ্গ গঠিল বিধি কিবা সুলক্ষণ॥
দৈবযোগে ...বাসে ছিল রাজপুত্র বাসা।
... দ্রব্য প্রস্তুত করিল খাসা খাসা॥

বিবিধ সংবাদ।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ঐ নগর হইতে করাচি পর্য্যন্ত ডাকের টেণ্ডার দিবার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ডাক কলিকাতার ডাক অপেক্ষাও জঘন্য, ইহারা দিলে সেই বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি হইবে।

ক্যাপ্টেন বাগানে পুনর্ব্বার আতোষ বাজী হইবে। এবার টিকিট অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব ধৃত হইয়াছেন। ঐ ব্যক্তি পঞ্জাবের অন্তঃপাতি সোনাই পরগণায় লুক্কায়িত ছিলেন। তত্রত্য ডেপুটি কমিসনর মাকনার সাহেব তাহার জায়গীর দারের সাহায্যে লইয়া এক পালকিতে স্ত্রীলোকের বেশ পরিয়া রাও সাহেবকে ধৃত করিয়াছেন। রাও সাহেব বলিয়াছেন, তিনি কাপুরুষের ন্যায় কখন স্ত্রীলোক ও বালকদিগের শোণিতে হস্ত লিপ্ত করেন নাই তিনি যথার্থ যুদ্ধধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছেন। ঐ নরাধম নানা সাহেবের সঙ্গে থাকায় পাপ আছে, তাহার ক্ষমা নাই।

কেল্লার ... গলিত উত্তীর্ণ সেনাদলের মধ্যে ওলাউঠা প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের যে সকল ব্যক্তি সুন্দর বন হইয়া আসিয়াছে তাহারাই এই রোগাক্রান্ত হইতেছে। সুন্দর বনই ওলাউঠার আকর।

বোম্বাই নগরে মালবদেশীয় অহিফেনের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। গত সপ্তাহে প্রতিবাক্স ১... টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

গত আসিয়াটিক সোসাইটি সভার অধিবেশন দিবসে হিমালয় পর্ব্বতের ভুটান বাসির স্বহস্ত লিখিত কয়েক খানি পত্র পঠিত হয়।

হিন্দু ... সম্পাদক বাজীর আলোর বিষয়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে রাত্রিতে আলো মলিন হইয়া যায়। তিনি ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানিকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। শেষ রাত্রিতে সকল আলোই মলিন হয়। গ্যাস কোম্পানির দোষ কি?

মালটা দ্বীপে এক জন সম্ভ্রান্ত দৈনিক পুরুষ শাল, বাসন প্রভৃতি চুরি করিয়া ধৃত হইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত লোকের এমন ক্ষুদ্র বুদ্ধি।

মফস্বলাইট সম্পাদক বলেন মিরেটে ভয়ানক জ্বর হইতেছে। দুর্ভিক্ষের পর অবধি জ্বর প্লীহা ও বাতের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সহস্র বার বলিলেও গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের

চারী বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন, ছুটির নিয়মিত সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত, যিনি না হইতেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইত। কিন্তু অনেকেই বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে বিদায় লইতেন। তন্নিবন্ধন উল্লিখিত নিয়ম বিফল হইত। এই হেতু অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিলে এরূপ স্থলে তাঁহারা পুনর্ব্বার নিজ নিজ কর্ম্ম পাইবেন না।

গত কল্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রাণ্ট সাহেবকে এক এড্রেস দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার উইলসন সাহেব রেলওয়ের সুবিধার জন্য মুরসিদাবাদ হইতে নলহাটি পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন ফিরোজ সাহ একণে এক দল মাড়োয়ারি দস্যুর অধিনায়ক হইয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে সম্পাদক ফিরোজ সাহকে মক্কার তৎপরে পারস্য দেশে দর্শন করেন। একণে আবার এক কালে ভারতবর্ষের মধ্যে আসিয়াছেন। ওয়ালটরবেটের কোন দৈব শক্তি আছে সন্দেহ নাই।

রেঙ্গুণে এক জন চীনে বিস্তর বারুদ ও বন্দুক লুকাইয়া বিক্রয় করিত। সে সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে। এস্থলে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা বিক্রম করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি ভয়ানক ঝড় [illegible] গিয়াছে। এ বৎসর অনেক স্থান হইতে [illegible] জল কষ্টের সম্বাদ আসিতেছে।

অদ্য গ্রাণ্ট সাহেব ইংলণ্ডে গমন করিলেন। বীডন সাহেব লেপ্টেনেণ্ট গ[illegible] হইলেন। গ্রেসাহেব বীডন সাহেবের কা[illegible] এবং ই, সি, বেলি সাহেব হোম সেক্রেটারির কা[illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। বীডন সাহেব "[illegible] রাখেন কি, কুল রাখেন" দেখিবার নিমিত্ত আমরা উর্দ্ধমুখ হইয়া রহিলাম।

কাবুল হইতে নিশ্চিত সংবাদ আসিয়াছে ফরানগর পারস্যসেনাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমীর দোস্ত মহম্মদ নিজ সেনা সমভিব্যাহারে কান্দাহারে গিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া অর্থ ও [illegible] শিক্ষিত সেনাপতি দ্বারা আমীরের সহায়তা করিবেন।

সম্প্রতি একজন পদচ্যুত গাড়োয়ান পূর্ব্ব প্রভুর আস্তাবলে সুরাপান করিয়া গোলযোগ ও নূতন গাড়োয়ানের সহিত দাঙ্গা করিয়া হত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত [illegible] জুরি বসিয়াছে।

ফিনিক্সের একজন পত্র প্রেরক টাঁকশালের অধ্যক্ষগণের প্রতিকূলে সর্ব্বসাধারণের নিকটে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা না মানিয়া বাজারী ও সাধারণ ব্যক্তি সকলকেই [illegible] গোল আনা পয়সা দিতেছেন। পয়সা আনিবার সময় এমত গোলযোগ হয় যে কাহার সাধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করে। পত্র প্রেরক বলেন তিনি ৯০০ টাকার মধ্যে দুই টাকার পয়সা কম পাইয়াছেন। টাকশালের অধ্যক্ষের নিকটে কৈফিয়ত চাওয়া কর্ত্তব্য।

মারগারেট কারনডেজ নামে একটি স্ত্রী লোক তাহার পুত্রের নামে এই বলিয়া পুলিসে নালীশ করে যে তাহার পুত্র তাহার বিস্তর অলঙ্কার অপহরণ করিয়া ভুইজন বারাজন, ও এক পরিচিত ফিরিঙ্গির নিকটে তাহা রাখিয়াছে। পুলিস কর্ম্মচারিরা অনেক [illegible] বাহির করিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় নাই। ফিরিঙ্গি ও ইউরোপীয় চোরের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে।

চীনদেশ হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, সম্রাটের সেনারা সম্প্রতি বিদ্রোহিদিগকে পরাজিত করিয়াছে। উভয় দলেই অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে। সম্রাটের সেনাপতিরা [illegible] প্রায় দুই সহস্র নিরস্ত্র বিদ্রোহিকে [illegible]

[illegible] সংশোধন [illegible] নিরূপিত হইয়াছে। এবার নিয়ম হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইতে [illegible] পাইয়া রসিদ দিতে হইলেই ষ্ট্যাম্প লাগিবে। এতদিন কেবল [illegible] হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় বন্দরের [illegible] জাহাজের সংস্কার প্রভৃতি করিবার জন্য বোম্বাই ও সিঙ্গাপুরে দুটি ডক করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোম্বায়ের ডক অতি উত্তম অবস্থায় আছে। সিঙ্গাপুরে নূতন ডক করিতে হইবে। সিঙ্গাপুর এই বেলা ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হউক না কেন? অথবা তত্রত্য দুর্গ, ডক প্রভৃতি আমাদিগের টাকায় প্রস্তুত করিয়া শেষে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ করা হইবে।

লার্ড এলগিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানের [illegible] [illegible] দিগের সংখ্যা ও উৎসাহের বিষয়ে রিপোর্ট চাহিয়াছেন। এদিকে বোম্বায়ের [illegible] [illegible]রেরা যাঁহারা পারসীদিগকে আপনাদিগের দলে লইতে চাহেন না [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাধারণ ব্যয়ে অস্ত্র লইয়া শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া কঠিন নয় [illegible] ধরাই কঠিন।

বোম্বাই গার্ডিয়ান পত্রে লিখিত হইয়াছে, তথায় ৮৫০০ টাকায় সরাপের কাণ্ট্রাক্ট ছিল, পুনশ্চ একজন [illegible] ১১,৮০০ টাকা দিয়া কাণ্ট্রাক্ট লইয়াছে। অধিক সংখ্যা মাতাল না হইলে কত শতকরা ৩০ টাকার অধিক মাসুল [illegible]তে কখন স্বীকার করে। যে গবর্ণমেণ্টের অধিকারে অধিক মাতাল তাহাকেই কি বলে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট?

[illegible] আজ্ঞা করিয়াছেন যে ব্যক্তি [illegible] ব্যবহার ও অপরিমিত পান দোষবশতঃ আপিসের কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইবেন তাঁহাকে পেনসন দেওয়া হইবে না। [illegible] আজ্ঞা হইয়াছে সন্দেহ নাই। [illegible] আজ্ঞা অনুবর্ত্তী হইবেন [illegible] এই আজ্ঞাটী প্রতিপালন করিতে [illegible]।

লাহোর অবধি অমৃতসর পর্য্যন্ত [illegible] রেইলওয়ে খুলিয়াছে, তাহার তৃতীয় শ্রেণীতে চারি আনা ভাড়া নিরূপিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত এক্ষণে গমন [illegible] [illegible] অত লোক আইসেন যে [illegible] স্থান হয় না। এই দৃষ্টান্ত [illegible] ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে [illegible] অধিক লাভ হয় না?

যে উপায়ে উত্তম [illegible]

যোগান হয় তজ্জন্য এক কমিশন নিয়োজিত হইয়াছেন। আফগানের বিদায় এই প্রধান সেনাপতি এত দিনেরপর কমিসরিএটের চোর দিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আফিসরেরা বিশেষ সতর্ক না হইলে কমিসন কিছুই করিতে পারিবেন না। পবলিক ওয়ার্কের রাক্ষস দিগের কি কিছুই হইবেনা?

প্রধান সেনাপতি আজ্ঞা করিয়াছেন যে স্থানে ওলাউঠা হইবে সেস্থান হইতে সৈন্য দিগকে অন্য স্থানে তাম্বুর ভিতর রাখিতে হইবে। সেখানেও ওলাউঠা গমন করিলে আরও দূরে ও প্রত্যেক বায়ুর বিপরীত দিকে যাইতে হইবে। ওলাউঠার নিবারণ হইলে বারিক বিশেষ রূপে পরিষ্কৃত না করিলে সেনাদিগকে পুনর্ব্বার তথায় প্রেরণ করা হইবে না। সর্জ্জন ও অপরাপর আফিসরদিগকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। প্রজার ওলাউঠার সময়ে কি উপায় করিতে হইবে সে কথাটি নাই।

আমরা শুনিলাম শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেব বঙ্গদেশীয় সেক্রেটারি হইবেন। দেখিতে সাহেবের প্রিয় পাত্রেরা ক্রমেই দেখা দিতেছেন।

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক উক্ত নগরস্থ পুরাতন মোগল বংশীয়দিগের অট্টালিকা, মঠ, প্রভৃতি অক্ষুন্ন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ এক লক্ষ টাকা ব্যয় না করিলে যমুনা মসিদ এতদিন কোথায় থাকিত, তাহাও সর হিউরোজ ভাঙ্গিয়া সেনাগণের শিবিরস্থাপন করিতে বলিয়াছেন। ভাণ্ডালেরা রোম নগরীর অট্টালিকা ভগ্ন করিয়াছিল বলিয়া চিরকাল নিন্দনীয় হইয়াছে, ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজেরা কি সে ভয় তুচ্ছ করেন?

সম্প্রতি বেথুন সোসাইটিতে মানমার্ডি সাহেব বাষ্পীয় যন্ত্রের বিষয়ে এক উত্তম প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন। ডাক্তর ডফ রাজা দেবনারায়ণ সিংহের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে এই কথা বলেন এই সভায় এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক ব্যক্তি উপদেশ দান দ্বারা পরস্পরের সৌহৃদ্য বর্দ্ধন করিতেছেন। উভয় জাতির সদ্ভাব হইবেনা বলিয়া যে কুসংস্কার আছে তাহা এতদ্দ্বারা অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অদ্য ভারতবর্ষের এক জন সর্ব্বপ্রধান কুলীন ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাজা দেবনারায়ণ সিংহ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এক প্রাচীন মহাসম্ভ্রান্ত বংশের প্রতিনিধি, যে বংশ এদেশের ইতিহাসের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। যে সভা মানবজাতির সপ্তাংশ ১৮ কোটি মনুষ্যের জন্য ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সভায় এক জন এতদ্দেশীয় আমীর প্রবেশ করাতে প্রকাশ পাইতেছে গবর্ণমেণ্ট এক নীতি অবলম্বন করিয়া উভয় জাতির পরস্পর বৈর শান্তি করিয়া সদ্ভাব করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সকলের মুখে এ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

করাচিতে যিনি নানা সাহেব বলিয়া ধৃত হন, তাঁহাকে অদ্যাপিও মুক্ত করা হয় নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কানপুর পাঠাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এ ব্যক্তির অতি দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে নানা সাহেব এত নির্ব্বোধ নহেন যে পারস্য দেশ থাকিতে করাচি হইয়া মক্কায় যাইবেন।

সিমলের এক জন পত্র প্রেরক প্রস্তাব করিয়াছেন নাগাদিগকে আক্রমণ না করিয়া তাহাদিগকে তাহাদিগের দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে যে চা করদিগের দুর্দ্দশা হয় না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক সর্ব্ব প্রেসিডেন্সির আয় অনুসারে বিদ্যা বিষয়ে ৫০ লক্ষ টাকা দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। যে টাকা দেওয়া হইবে তাহার তৃতীয়াংশ [illegible] এবং আর একাংশ কেবল বঙ্গ বিদ্যালয়ে ব্যয় করিতে হইবে। যে স্থলে কোন ব্যক্তি ৫০০০ টাকার অধিক দান করিবেন সে স্থলে গবর্ণমেণ্টের সেই পরিমাণ টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক শীল, মল্লিক প্রভৃতিকে এ বিষয়ে দান করিতে বলিয়াছেন। তবে বাগানে নাচে কে টাকা ব্যয় করিবে।

লক্ষ্ণৌ নগরে একটি বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহার উদ্যোগী। ভারতবর্ষের বিদ্যা ও রাজ্য সংক্রান্ত শ্রীবৃদ্ধি বাঙ্গালী দিগের দ্বারাই হইবে।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক লিখিয়াছেন লক্ষ্ণৌনগরে একটি দীর্ঘাকৃতির লোক আসিয়াছে। সে সাড়েপাঁচহাত লম্বা, মস্তকের বেড় প্রায় পাঁচহাত, হস্ত পদাদি সেই পরিমাণে। কিন্তু সে অতিশয় দুর্ব্বলতাহেতু তারে এক গরুর গাড়িতে লইয়া যাইতে হয়। সে প্রত্যহ প্রায় ১০০ টাকা দান পাইতেছে।

রংপুর দিক প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

দিন দিন যত লোকের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে, ছল প্রতারণা প্রবঞ্চনাও তত বাড়িতেছে, বিশেষ বঙ্গ দেশেই তাহার প্রাচুর্য্য অধিক দেখা যাইতেছে, আবার কৃষি অপেক্ষা ভাগ্যধরেরা সে অংশে আরো পটু, গত ৩ বর্ষের মধ্যে কলিকাতার নিকট বাসি অনেক ভদ্রজ গণ্য মান্য ধনি মহোদয় দারুণ ধনাশার বশ হইয়া অন্যায় পথে পদার্পণ করায় গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত প্রভৃতি ২। ৩ জন অতি প্রধান লোক কারাবাস ক্লেশেই পরিত্রাণ পাইলেন, অপর কয়েক জন এখনও দণ্ড ভোগ করিতেছেন, উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বীপান্তর হওন সময়ে ২৪ পরগনার প্রচণ্ড সেসন জজ মেং লাটুর সাহেবের চক্রে পড়িয়া কারাবদ্ধ হওনের পরিবর্ত্তে ভাগ্যে ভাগ্যে পুণ্যবলে ৩। ৪ মাস হাজতে থাকিয়া আপীল আদালতের হুকুমে মুক্তি পান গাত্রের সে পঙ্ক দূর না হইতেই পুনরায় দ্বিতীয় এক মোকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া সুখ্যাতির পরিপাক করাইলেন।

আমরা সংবাদ দাতার পত্র প্রমাণে গত সংখ্যক পত্রে তাঁহার বিষয়ের সূচক বিবরণ মাত্র প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্র পাঠ আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, বাবু তাঁহার উপযুক্ত ভৃত্য শ্রীযুত পীতাম্বর বসু দ্বারা এক পাট্টা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বিচারে তাহার কৃত্রিমত্ব প্রকাশ হইবায় সদর নিজামত আদালতের বিচারে ৫ বর্ষের জন্য কারাবদ্ধ হইয়াছেন, খাটনির বিনিময়ে দশ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবেক। শুনাযাইতেছে, কলিকাতা বাসিবাবুরা তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা লঘু হওন প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন, এবং কোন্নগর নিবাসী [illegible] সাহেব বন্ধুর পুত্রকে লইয়া, প্রায় কে

দিগকে এক মহাযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে। উভয় দলের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। সেনাপতি মাকিলন কেয়ারফাকস কোর্ট হাউসে প্রধান শিবির স্থাপিত করিয়াছেন। পটমাক নদী তীরস্থ পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে।

ইটালির নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায় যেরূপে রাজকার্য্য করিবেন, সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন;— রোমনগর রাজধানী ও বিনিস স্বাধীন হইবে। দক্ষিণ ইটালির সেনারা রাজকীয় সেনাদলভুক্ত হইবে কথা হইতেছে। রোম নগরস্থিত ফরাসী দূত পোপের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া হঠাৎ পারিস যাত্রা করিয়াছেন।

প্রুসিয়ার মন্ত্রিবর্গের অনেকে পদত্যাগ করিয়াছেন। জাতি সাধারণ সভার প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

ফরাসী মহাসভায় যে সমস্ত প্রতিনিধি বিদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যের উপরে অধিক শুল্ক লইয়া স্বদেশীয় বণিকদিগের সুবিধা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন ইংলণ্ডের সহিত সম্প্রতি বাণিজ্য বিষয়ে যে নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে ফ্রান্সকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

হাউস অব কমন্সে এই বলিয়া তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে যে উপনিবেশাদিতে যে সমস্ত দুর্গ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায় গবর্ণমেণ্টকে তদর্থ বৃথা ব্যয় করিতে হয়।

পোপ পুনর্ব্বার অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

লম্বার্ডির লোকেরা পরম সমাদরে গারিবল্ডিকে প্রত্যুদগমন করিয়াছেন।

ইটালির সর্ব্ব স্থানেই জাতীয় রাইফল সভা সংস্থাপিত হইতেছে।

একণে জনওকৃতি পাবিবলডির বাটীর সহিত সন্ধান হইয়াছে।

বাহিরে দেখিতে গ্রীসের বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছে বটে কিন্তু বাস্তবিক হয় নাই।

কেনিংষ্টনের কাষ্ঠেল হাউস নামক বাটী পুড়িয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়া রবারের কারখানাও নষ্ট হইয়াছে।

কতকগুলি প্রধান ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে ইউনাইটেড ষ্টেটস পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ করিবার উদ্দেশে লার্ড পামরষ্টনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় সেনা দলের অনেক আফিসর উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

—•—

নিয়মাবলী।

বিজ্ঞাপন

১৬ই এপ্রেল।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে যে যে নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল।

১ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নিম্ন লিখিত শপথ করিবেন;—

"আমি,-অমুক,-অমুক জেলার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শপথ করিতেছি, যে আমি এই জেলার মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে শান্তি রক্ষার্থ যথাসাধ্য মাজিষ্ট্রেটের সহায়তা করিব; আমি অপক্ষপাতিতা ও ভদ্রতা সহকারে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরোক্ষে টাকা, অথবা পুরস্কারাদি গ্রহণ করিব না, এবং আমি প্রচলিত আইনের অনুসারী হইয়া যেমন জ্ঞান ও বিবেচনা তদনুসারে কার্য্য করিব"।

২ য়। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা যে ক্ষমতা পাইবেন, তদনুসারে বিচার করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তাহারা পুলিসের উপরে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিবার জন্য পুলিসের উপর পরয়ানা দিতে পারিবেন।

৩য়। যদি বিচারের সময়ে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট কোন পুলিস কর্ম্মচারির কার্য্যের দোষ দর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয় নিকটবর্ত্তি পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারির গোচর করিবেন।

৪র্থ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা নিজ নিজ জেলার পুলিস কর্ম্মচারি কি অন্য ব্যক্তির বিজ্ঞাপন ও প্রার্থনা মতে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে সে ফৌজদারি মোকদ্দমার অনুসন্ধান, প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তির ভার দিতে পারিবেন। তাঁহারা সেসিয়ানে ও সুপ্রিমকোর্টে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমাও প্রথম বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে দেখিতে হইবে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না।

৫ম। জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা কমিসনরের অনুমতি অনুসারে কোন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের এলাকার সীমা বদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন; অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট তাহার বাহিরে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

৬ষ্ঠ। যদি কোন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দেখে যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাতে তাহার নিজের স্বার্থ আছে, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৭ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় অথবা প্রথম শ্রেণির সহকারি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইতে পারিবেন; এবং তদনুসারে ফৌজদারি বিচার শাস্ত হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।

৮ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা প্রধানতর কর্ম্মচারিকে কোন পত্রাদি লিখিতে চাহিলে তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা প্রেরণ করিবেন।

৯ম। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা এই বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবেন যেন অর্থি প্রত্যর্থিদিগকে বৃথা বিলম্ব করিয়া কষ্ট পাইতে না হয়।

১০ম। প্রধানতর কর্ম্মচারির আজ্ঞা অনুসারে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে স্বস্ব কার্য্যালয়ে নিম্ন লিখিত হিসাবগুলি রাখিতে হইবে; মাজিষ্ট্রেটেরা যে সে সময়ে সেইগুলি যেন সম্পূর্ণ দেখিতে পান;—

গুরুতর দোষের	হিসাব।
অন্য অন্য সামান্য দোষের	ঐ।
জরিমানার	ঐ।
আদেশের	ঐ।
প্রত্যেক জমা ও খরচের	ঐ।
সেসিয়নে সমর্পণ করিবার	ঐ।
অর্থি প্রত্যর্থি দিগের প্রাত্যহিক	
হাজিরের	ঐ
সমনের	ঐ
গ্রেপ্তারি পরয়ানার	ঐ
ক্রকারির নকলের	ঐ

১১ শ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা ঐ সকল বিষয়ের ফরম মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পাইবেন।

১২শ। যেখানে সর্ব্ব সাধারণে অবাধে যাইতে পারেন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা এরূপ স্থলে বিচার করিবেন।

১৩শ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা ব্যবহারের জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে একং টি মোহর পাইবেন।

১৪শ। যে সকল মাজিষ্ট্রেট যথা নিয়মে প্রত্যহ মোকদ্দমা করিবেন তাঁহারা আবশ্যক বেতন ও কাগজ কলমের ব্যয় পাইবেন।

১৫শ। জেলার মধ্যস্থিত কোন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট যখন কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিবেন অথবা সেশিয়নে, কিম্বা সুপ্রিমকোর্টে সমর্পণ করিবেন, তখন পরওয়ানা ও তৎ সংক্রান্ত অন্য অন্য কাগজের সহিত অবিলম্বে তাহা নিকটবর্ত্তি পুলিসকর্ম্মচারির নিকট সমর্পণ করিবেন।

১৬শ। জরিমানা প্রভৃতিতে যে সকল টাকা জমা হইবে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা প্রতিমাসে সে সমুদায় এবং মাজিষ্ট্রেট প্রদর্শিত নিয়মানুসারে টাকার এক হিসাব মাজিষ্ট্রেট অথবা তৎ স্থানের কোন কর্ম্মচারির নিকটে প্রেরণ করিবেন।

১৭শ। কোন জরিমানা, বা জমীনের জমা প্রভৃতির টাকা ফিরাইতে হইলে তাহ মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে হইবে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা কাহাকে কোন টাকা দিতে পারিবেন না।

১৮শ। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা প্রতি মাসে কত মোকদ্দমা করিলেন তাহার এক হিসাব পরমাসের ১লা দিবসে পুলিশের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৯শ। মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব পর মাসের ৩ দিনের মধ্যেই প্রেরণ করিতে হইবে। বাৎসরিক হিসাব জানুআরি মাসের ১০ইয়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

—০—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়! গত ১০ই জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান্ রিফারমার ও ১লা ফেব্রুয়ারির সংবাদ প্রভাকরে দৃষ্ট হইল যে হুগলির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া চুচুড়া ডিস্পেন্সারির অধ্যক্ষ গণের নামে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট মিথ্যা একটা অভিযোগ করিয়া জন সমাজে বিলক্ষণ নিন্দনীয় হইয়াছেন। কিন্তু কি চমৎকার, আমি এবম্প্রকার নানাবিধ দোষাকর কর্ম্ম করিয়া ও এপর্যান্ত যে কাহার লক্ষ হইনাই, বা আমার নাম সংবাদ পত্রে প্রকাশ হয়নাই ইহার কারণ আমার সৌভাগ্য স্বীকার করিতে হইবেক। দোষ স্বীকার অথবা দোষের জন্য অনুতাপ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, এজন্য স্বীয় দোষাবলি পশ্চাৎ লিখিতেছি, এবং আপনার নিকট আমার এই নিবেদন যে যাহাতে আমার অচিরাৎ সুমতি জন্মে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন?

প্রথমতঃ আমার জন্মস্থান ও বাসস্থান এবং বংশের পরিচয় দিতেছি। আমার জন্মস্থান ও বাসস্থান মহা নগর কলিকাতা, জাতিতে শূদ্র, তন্মধ্যে অতি নীচ কিন্তু জাতীয় ব্যবসায় দুই পুরুষাবধি রহিত হইয়াছে, পিতা ও পিতৃব্য মহাশয়েরা সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, আমি যোগেযাগে কিঞ্চিৎ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থান্বেষণ জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম খোট্টা দিগের সহবাসে থাকিয়া, খোট্টা স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া খোট্টা দিগের ন্যায় তথায় নানা হিংসা ও দৌরাত্ম্য করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম একণে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হুগলি জিলার অধীনে কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু খোট্টা স্বভাব ত্যাগ করিতে পারি নাই, তাহার প্রমাণ এই যে উড়ে ও দুলে বান বেহারা আমাকে বহন করে না, সুতরাং এক পালকী গাড়ি দ্বারা গমনা গমন করি, যানারোহণ পূর্ব্বক যখন গমন করি তখন মনের অহঙ্কারে কাহার সহিত কথা কহি না, নানা প্রকার বিচিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করি কিন্তু অবয়বের গুণে পরিচ্ছদের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক, বর্ণ কৃষ্ণ, দেহ খর্ব্বাকৃতি মস্তক কেশ শূন্য দুই একটী দন্ত হীন, চক্ষু ক্ষুদ্র, উদর স্থূল ইত্যাদি এইত রূপ, আবার গুণ কেমন, অধীনস্থ লোক দিগকে তুচ্ছ সম্ভাষণ করিয়া থাকি, সাধারণের উপকার জনক ঔষধ আত্মসাৎ করি, উপায় বিহীন রোগিগণ চিকিৎসার জন্য আসিলে দূর করিয়া দিবার সাধ্যমত চেষ্টা পাই, অনিবার্য্য হইলে আপন নির্দ্দিষ্ট স্থল ঔষধ ক্রয় করিতে অনুরোধ করি এবং একটাকা মূল্যের দ্রব্যে তিন টাকা লই, একদা একজন মুসলমান ঔষধ পাইবার নিমিত্ত আসিবায় তাহার শ্মশ্রু ধারণ করিয়া অপমান করি, নিশান্ত হোজখানার গণিকালয়ে রজনী যোগে ধূম ও মদ্যপান করিয়া কালহরণ করি, কোন সময়ে মদমত্ত হইয়া যষ্টিদ্বারা স্বর্ণ বণিকের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলাম পরে ঐ অপমানিত মুসলমান ও আহত বণিক রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে সন্ধি করি, আমার নিকটে যে ঔষধ ক্রয় না করে তাহার চিকিৎসা করি না, যদি আমার অমতে অন্য দোকানে ঔষধ ক্রয় করে তবে তাহার ও দোকান দারের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করি, অন্যের শ্রীবর্দ্ধনে বিলক্ষণ কাতর হই, আমার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, সম্পাদক মহাশয়, আমার গুণাবলির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন এক্ষণে মনে আশঙ্কা হইতেছে যে চরমে আমার দশা কি হইবে!

কস্যচিৎ অনুতাপিত জনস্য।

-০-

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এই গ্রামের এক জন স্বর্ণবণিকের পত্নী মৃতবৎসা দোষগ্রস্ত হইয়াছে। গত বুধবারে এক ব্যক্তি ব্রহ্মবেশী ভণ্ড উক্ত স্বর্ণ বণিকের বাটীতে আগমন করিয়া, আপনাকে মহাজ্ঞানী অসাধ্যসাধক ও নানাবিধ চিকিৎসাতে নিপুণ বলিয়া পরিচয় দিয়া কহিল যে আমি তোমার বনিতার মৃতবৎসাদোষ নিবারণ মন্ত্র দ্বারা অচিরে দূর করিতে পারি। এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বর্ণবণিক ও তাহার স্ত্রী ঐ প্রবঞ্চকের নিকট একবারে যেন বিনা মূল্যে বিক্রীত হইল এবং সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক আহত দোষ দূর করিবার অনুরোধ করিল। পর দিবস অপরাহ্নে বেলা ৫ ৬ ঘটিকার সময়ে সেই ভণ্ড ঐ বণিকের আবাসে আসিয়া তাহাকে একটি মৃণ্ময় কলস বারি পূর্ণ করিয়া তাহাতে বিন্দুত্রয় তৈল প্রদান করিয়া রাখিতে এবং আতপতণ্ডুল ও মিষ্টান্নাদি নৈবেদ্যের আয়োজন করিতে কহিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। বণিক তদ্রূপ করিল। পরে ঐ ভণ্ড সায়ংকালে একটা মৃত পক্ষির ছিন্ন মস্তক হস্তে করিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর একটি কাষ্ঠাসনে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া তদুপরি উক্ত পক্ষ মস্তক স্থাপন করিয়া পূজা করিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধূর্ত্ত স্বর্ণ বণিকজায়াকে কহিল "তুমি সমুদয় অলঙ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া যে যে অলঙ্কার যুগ্ম আছে অর্থাৎ যে অলঙ্কার দক্ষিণাঙ্গে একটি ও বামাঙ্গে একটি পরিধান করিতে হয়, তাহার এক এক পাটি আমার নিকট ও এক এক পাটি করিয়া আপনার নিকট রাখ এবং যে অলঙ্কার অযুগ্ম আছে তা-

হাও আমার নিকট রাখ নচেৎ তোমার অলঙ্কারে কুঠারার্পণ করিবেক।" অবলা ঐ শঠের আদেশানুসারে সমুদয় অলঙ্কার বাক্স হইতে খুলিয়া, এক পাটি বাঁক মল, এক ছড়, পুঁইছা এবং এক ছড়া তাবিজ (এই গহনাগুলি রূপার) ও একটি সোনার কেশর ও একটি স্বর্ণ নথ এবং একটি পিত্তলের হার এককুমে ৬ দফা অলঙ্কার ধূর্ত্তকে দিয়া অবশিষ্ট আপনার নিকট রাখিল। অনন্তর প্রতারক ধ্যান সমাপনান্তে ঐ স্বর্ণ বণিককে শীঘ্র স্নান করিয়া আসিতে অনুমতি করিল, বণিক গমন করিলে, ধূর্ত্ত তদীয় ভার্য্যাকে এক নিশ্বাসে রাস্তা হইতে মুষ্টিত্রয় বালুকা আনয়ন করিতে আদেশ করিল। এইরূপে যখন তাহারা উভয়ে বহির্গত হইল তখন ধূর্ত্ত স্বীয় ইষ্ট সাধনের সময় পাইয়া অলঙ্কারাদি হস্তগত করিয়া খিড়কির দ্বারের দিকে পলায়ন করিল। অনন্তর বণিকপত্নী বালুকানয়ন করিয়া জন শূন্য গৃহদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পূর্ব্বোক্ত বারিপূরিত ঘটে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া তদভ্যন্তরে যখন স্বীয় অলঙ্কার দেখিতে পাইল না, তখন একেবারে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তৎপরে স্বর্ণবণিক প্রত্যাগমন করিয়া তদবস্থা দর্শন করিয়া দস্যুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল, তখন সে বাটীর সীমা পার হইয়াছে আর তাকে পায় কে? অবশেষে প্রবঞ্চকের অনুসন্ধান না পাইয়া হতাশ হইয়া পুলিষে খবর দিল। দেখা যাউক পুলীসের বাবাজীরা কি করেন? যাহা হউক, মহাশয়! বেটা হারের বিষয়টিতে ফাঁকিতে পড়িয়াছে অর্থাৎ স্বর্ণ বলী মনে করিয়া পিত্তলের হার গাছাটা লইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত পুলীষে এবিষয়ের কিছু অনুসন্ধান হয় নাই, পরে যেরূপ হয় প্রকাশ করিব নিবেদন।

মানভূম পুরুলিয়া

সন১২৬৯ ৬ বৈশাখ

কস্যচিৎ পাঠকস্য

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয়েষু।

বহরমপুর নিবাসী ব্যক্তিদিগকে এক্ষণে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ব্রতী দেখা যাইতেছে। কিয় দিবস হইল তাহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভীষণ দুর্ভিক্ষের এবং মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চাঁদার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন আবার ৭ই বৈশাখ বেলা ৫ ঘটিকার সময় ভাগীরথী তীরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী সেনের সুরম্য বৈঠক খানায় শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড ক্যানিং এবং আমাদিগের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর মহানুভব গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ এক সভা আহ্বান করেন, ইহা দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই সভায় বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, বাবু পুলিন বিহারী সেন বাবু রাধিকাচরণ সেন বাবু রামদাস সেন বাবু প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু অম্বিকাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাবু দীনবন্ধু সান্যাল বাবু বৈকুণ্ঠনাথ নাগ বাবু রামলাল চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয় গণ উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্যারম্ভ হইলে মহানুভব গ্রাণ্টসাহেবকে প্রদান করিবার জন্য যে অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল বাবু গৌরদাস বসাক তাহা পাঠ করিলেন। তাহার পর বাবু পুলিন বিহারী সেন কহিলেন "গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের দেশের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত, এজন্য আমাদিগের সকলের সাধ্যমত কিঞ্চিৎ২ প্রদান করিয়া ভারতবর্ষীয় সভায় পাঠান আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি তাব ৫ বর্ষীয় সভা হইতে প্রেরিত গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিবার আবশ্যকতা বিষয়িনী বিজ্ঞাপনী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠার্থ প্রদান করিলেন। তিনি তাহা পাঠ করিয়া কহিলেন "আমরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া না পাঠাইয়া যদি এখানে একটি " গ্রাণ্ট হাল " নামক গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে ইহাতে দুটী উত্তম ফল হইবে। এক গ্রাণ্ট সাহেবের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; দ্বিতীয় এদেশে সাধারণ হিতার্থ নানা সৎকার্য্যের আলোচনার জন্য সাধারণ সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা। অতএব আমাদের এইরূপ করাই কর্ত্তব্য। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রস্তাবে বাবু দীনবন্ধু সান্যাল ও বাবু অম্বিকাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় পোষকতা করিলে পর সকল সভ্যই তাঁহার এই প্রস্তাবে ধন্য বাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। পুনরায় বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন আমাদের এই বিষয়ের চাঁদার জন্য আশু একটা সভা করা আবশ্যক। তাহাতে বাবু পুলিনবিহারী সেন কহিলেন "লার্ড কেনীং বাহাদুরও আমাদের দেশের বহুতর উপকার সাধন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্যও আমাদের চাঁদা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবে বাবু পঞ্চাননবন্দ্যোপাধ্যায় বাবু গৌরদাস বসাক এবং বাবু রামলাল চৌধুরি প্রভৃতি সভ্যগণ পোষকতা করিলে, পর সভাপতি মহাশয়কে যথাবিধি প্রণাম করিয়া সভাভঙ্গ হইল। ইহার পর দ্বিতীয় সভায় যাহা ২ হয় তাহা সোম প্রকাশে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না নিবেদন ইতি।

১২৬৯ সাল তাং ৯ বৈশাখ বহরমপুর।

কস্যচিৎ দর্শকস্য।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আমি কয়েক দিন শারীরিক পীড়িত থাকায় "ইহার শেষ বৃত্তান্ত পরে নিবেদিব" এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি নাই। জেলের মোকদ্দমার যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে কোনক্রমেই আমার সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ১৭ই মার্চ সোমপ্রকাশে মেদিনীপুরস্থ ৪৫ নং ইতি স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রেরিত সম্বাদে জেলের মকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ে কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রেমচাঁদের ৬ মাস দুই শত, এবং জমাদারের তিনমাস একশত টাকা কয়েদ ও জরিমানার আদেশ হইয়াছে। এতে তাদের কষ্ট কি? ঘরের ছেলে ঘরে এল। জেলে পূর্ব্বে যেমন আধিপত্য এখনও সেইরূপ। কিন্তু হতভাগ্য অভয়চরণ বসুর কপালে এই পুরস্কার লাভ হইল যে ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে কেবল পাটি কাটুনীয়ার সর্দারি করিতে হইত, এখন মার্কস ও প্রেমচাঁদের নামে নালিশ করাতে অর্থাৎ যথার্থ কথার উল্লেখে মাটি কাটিবার হুকুম হইয়াছে। মহাশয়! তাহা বর্ণন করিতে গেলে বালকের অথবা অজ্ঞানাবস্থ পাষাণহৃদয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। মার্কস সাহেবের কুটীর সম্মুখে তাঁহার নিজের একটী পুষ্কর কাটান হইতেছে। অভয়বসুকে ঐ কাজে দেওয়া হইয়াছে। ঐ পুকুরের মৃত্তিকা কঙ্কর ময়। (এখানে প্রস্তরময় প্রযুক্ত কূপ কি পুষ্করিণ্যাদি খনন করিতে হইলে অধিকাংশ প্রস্তর মিশ্রিত মৃত্তিকা কাটিতে হয়) অভয় বসু বালককাল হইতে পরিশ্রমশীল নহেন, সুতরাং কান্নাকাটি তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাতে আবার কঙ্কর খনন করিতে হইল, অন্যান্য কয়েদী ৩।৪ সের ওজনের গাঁতি (লৌহ নির্ম্মিত কঙ্কর খননের একপ্রকার অস্ত্র বিশেষ) লয়, এবং অভয়চরণ বসুকে ৮।৯ সের ওজনের গাঁতিতে মৃত্তিকা খনন করিতে হইতেছে। আর মৃত্তিকা বহন করিতে হইলে অন্য জনে এক এক বারে এক এক ঝোড়া বহন করে, অভয়চরণকে এক এক বারে দুইঝোড়া [illegible] বহন করিতে হয়। মহাশয়! একে প্রচণ্ড [illegible] তাপ, তাতে আবার অন্যাপেক্ষা ২।৩ গুণ অধিক পরিশ্রম; ইহা [illegible] লোকে কখন

হুরে পাকুর, ... ভ্রমণীল ব্যক্তিও কথন করিতে সমর্থ হয়। ... অঙ্কুরের দুঃখ দেখিলে কেবল দুত্যুই যে, ...র পরম বন্ধু এটী বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এই ঘটনা দেখিবার জন্য কোন এক শনিবারের হাপ-স্কুলের পর পরদুঃখকাতর অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকটী শিক্ষক ও প্রায় দুইশত ছাত্র উক্তস্থানে আসিয়া অন্ধুরদের তাদৃশ অবস্থাবিলোকনে প্রায় ...ই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহা-[illegible] হার প্রতি বিচারকর্ত্তাদের এইরূপ নিগ্রহ [illegible] আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে না [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটকে ও মহাত্মা ভবনদকে ধন্য [illegible] প্রদান করিতে২ চলিয়া গেলেন। হায় রে [illegible]! তোর কি এতই মহিমা যে, একেবারে [illegible] অপলব্ধ করিয়া আপনক্ষমতা প্রকাশ [illegible] তোকেও ধিক্ তোর ভক্তকেও ধিক্!

মহাশয়, এত এক বিচার গেল, অন্য বিচা-[illegible] বিষয় নিবেদিতেছি এখন জেলের নিয়ম [illegible] আটা আটি। একটী কথাও কেহ কাহার [illegible] বলিতে পারিবে না। কয়েক দিন হইল [illegible] জন একজন বরকন্দাজ ।০ চারি আনার [illegible] গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ৬ই মার্চ্চ [illegible] শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সূক্ষ্ম বিচারে তাহার প্রতি ৬ছয়মাস কারাবাসের [illegible] হইয়াছে। যদি এইটী যথার্থ বিচার [illegible] এসেষ্টাণ্টের ও জমাদারের ১৪ বৎসরেও [illegible] না, নির্ব্বাসনেও কিছু হয় না, এবং সর্ব্ব সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টসাৎ করিলেও কিছু হয় না। অনন্তকাল নরকভোগই তাহাদের দোষানুরূপ শাস্তি। যদি প্রবর্ত্তাদ প্রভৃতির বিচারের জন্য জুরি আবশ্যক হইত, তবে এতন্নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সরলান্তঃকরণে বলিত যে, দণ্ড দোষী দিগকে অগ্রেই নির্ব্বাসন করা উচিত। আমরা তখনই জানি সে সাদাগায়ে কালি মাখা দেওয়া কমলাকদের কাজ নহে। আবার সার্জ্জনরূপ পিতা যাহাদের সহায়, তাহাদিগকেও দোষানুরূপ দণ্ড দেওয়া সহজ নহে! এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সার্জ্জনাদির নামে যে, অভিযোগ উপস্থিত হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই তাহার প্রধানোদ্যোগী। তিনি সাহস না দিলে অজয়বস্থ সার্জ্জন পাইয়াও কখন এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। [illegible] যে কোন গোলযোগ হউক না কেন, সার্জ্জনদের একবার সাহেবদের ঘরে [illegible] আগুন জ্বালিয়া দিলেই [illegible]। যাহা হউক অভিযোগে আর বৃথা আড়ম্বর অরণ্যে রোদন মাত্র। তবে আপনি যেমন পূর্ব্বে পত্রখানি প্রকাশ করিয়া যার পর নাই উপকার করিয়াছেন, সেইরূপ যদি এখনও আপনি পরোপকারিতাগুণের বশবর্ত্তী হইয়া এই বিষয়ের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া পক্ষপাত শূন্য কোন ইংরাজী সম্বাদপত্রে প্রচার জন্য প্রেরণ করেন, [illegible] হইলে সাতিশয় বাধিত ও উপকৃত হইব। কেন না আমি ত একে ইংরাজী জানি নাই, যদি ও এখানকার অনেকে ইংরাজী জানেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাদৃশ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার যাঁহারা বিশিষ্টরূপ জানেন, তন্ন তাঁহারা আলস্যে অথবা ভয়াদি প্রযুক্ত এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

২। প্রায় ৯।১০ মাস হইল এতন্নগরে "বিবিধবিষয়বিধায়িনী" নাম্নী একটী সভা অত্রত্য কয়েকটী কৃতবিদ্যের প্রযত্নে স্থাপিতা হইয়াছে। তাহা সাপ্তাহিক ও মাসিকনিয়মে নির্ব্বাহিত হয়। সাপ্তাহিক কার্য্য প্রতি রবিবারে ২।৪ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৬ঘটিকায় শেষ হয়। মাসিক কার্য্য রবিবার রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকাপর্য্যন্ত চলিয়া স্থগিত হয়। ইহার অবস্থা এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি ইহাতে বোধ করি অচিরেই ইহার উন্নতি হইবে। ৪ঠা চৈত্র রবিবারে ইহার নবম মাসিক কার্য্য হইয়া গিয়াছে। সে দিবস দোলযাত্রা ছিল। যে সময়ে নাগরিক অধিকাংশ লোকে দোলোন্মত্ত হইয়া নৃত্য গীত ও বৃথামোদে রত ছিলেন; যে সময়ে সকল গৃহই প্রায় আবির কুঙ্কুমে পরিপূর্ণ ছিল; যে সময়ে সকলেরই অঙ্গবস্ত্র জবাকুসুম সদৃশ হইয়াছিল; সকলেরই মুখমণ্ডল বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছিল; যে সময়ে অর্থব্যয়ে অনেকেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন সেই সময়ে বিবিধবিষয়বিধায়িনীর অন্যূন ৪০ জন সভ্য সমবেত হইয়া "অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণের দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে কি না?" এই বিষয়ের আলোচনা করেন। রীতিমত দুইটী বক্তৃতা পঠিত হইলে একটী যুবক গাত্রোত্থান করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত এই বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার সেই বক্তৃতার মধ্যে এইটী বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল যে 'অদ্য দোলযাত্রা' ইহা প্রথমতঃ যে উদ্দেশে হউক না কেন, সম্প্রতি ইহা যে কিরূপ ঘৃণাকর ও অনিষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিবেচক মাত্রেই অনুভব করিবেন। এই ঘৃণিত ব্যাপারে আমাদের সংলিপ্ত হওয়া কদাচ উচিত নহে। এইরূপে সকলে সকলেই দোলযাত্রার দোষোল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। দোলযাত্রার সংস্রব ত্যাগ করিলাম এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যুবকমণ্ডলী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সুখ অনুভব করিলেন। এইরূপ আন্দোলনের পর প্রায় ১১ টা রাত্রিতে সভাকার্য্য স্থগিত হয়। সভ্যদলের এইরূপ চরিত্র ও উৎসাহ দেখিয়া বক্তা শ্রোতারাও অনেক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক অনেক অনুসন্ধান করিয়া [illegible] গিয়াছে যে, সে দিবস বিবিধবিষয় [illegible] সভ্যরা দোলযাত্রার কোন সংস্রবে [illegible]। আমরা আশা করি সভ্য [illegible] এবং বিষয়ে এইরূপ অগ্রসর হইলে [illegible] ফল লাভ হইবে

[illegible] কশ্যচিৎ

আপনার পূর্ব্ব পত্র প্রেরক

১৮ ১৪ই এপ্রেল। মেদিনীপুর

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন লাল রায় চক্রদিঘী
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১০ টাকা
" ভগবতীচরণ দেব রঙ্গপুর
১২৬৮ চৈত্র হইতে ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" গুরুচরণ বসু বহরমপুর
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" রাজা সত্যশরণ ঘোষাল কলিকাতা
১২৬৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ১০ ঐ
" বৈকুণ্ঠ নাথ রায় মানভূম
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" রাধিকাপ্রসাদ দেব মৌলিক নওয়াখালি
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" পরানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৫ ঐ
রাজা প্রাণকালী রায় বহরমপুর
১২৬৮ চৈত্র অবধি ৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" শ্যামাচরণ শ্রীমানি কলিকাতা
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

গ্রহণ না করেন। যাহা [illegible] এক্ষণে যে সাহায্য দান প্রথা [illegible] দোষশূন্য নহে। ইহার দোষ [illegible] শোধন অতিশয় আবশ্যক। যেখানে বিদ্যালয় হইবে, তত্রত্য লোকেরা ছাত্রদের বেতন বাদে যত টাকা দিবেন, গবর্ণমেন্টও সেই পরিমাণে সাহায্য [illegible] করিবেন এই নিয়মটি শুভাবহ নহে। [illegible] অনেক স্থলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্যের মহান অন্তরায় [illegible]য়াছে। যাহাদিগের আপনি আপন [illegible] বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আন্তরিক [illegible] আছে, তাহাদিগের অনেককে এই [illegible] দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইতে দেখা [illegible] গবর্ণমেন্ট আশু এ নিয়ম রহিত [illegible] আমরা পূর্ব্বেও একবার কহিয়াছি [illegible] কহিতেছি, যেখানে গবর্ণমে[illegible] লাভ হইয়া থাকে, তা[illegible] শত করা হিসাবে তত্রত্য বিদ্যালয়ে [illegible] দান করুন। এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। গবর্ণমেন্ট এক্ষণে তত্ত্বাবধান কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার সংক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরের সংখ্যা কম করিলে বিদ্যার অণুমাত্র হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

কাছাড়ের চা-করগণ ও ঢাকা-
প্রকাশের সম্বাদদাতা।

যিনি কাছাড়ে থাকিয়া এতদিন তত্রত্য চা-করদিগের ব্যবহার বৃত্তান্ত ঢাকাপ্রকাশে লিখিতেছিলেন, তিনি সম্প্রতি আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পাঠকগণ পত্রখানি যথা স্থানে দর্শন করিবেন। পত্র পাঠ করিলে কোন রূপেই [illegible] বোধ হয় না যে এদেশে স্বতন্ত্র গবর্ণমেন্ট, স্বতন্ত্র রাজশাসন অথবা স্বতন্ত্র রাজা আছেন। অত্রত্য ইউরোপীয়দিগকেই গবর্ণমেন্ট, রাজশাসন ও রাজা বলিয়া বোধ হয়। ঢাকাপ্রকাশের উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, চা-করেরা তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছিল, তাঁহাকে অগত্যা কাছাড় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষ স্বেচ্ছা[illegible]রে ব্যক্তিবিশেষের প্রাণগ্রহণে সাহসী হইতে পারেন, স্বতন্ত্র গবর্ণমেন্ট থাকিলে কি কখন এরূপ সম্ভাবিত হয়? উক্ত সম্বাদদাতা যদি অপরাধী হইয়া থাকেন, আদালত আছে, সেই স্থানে তাঁহার বিচার হইবে এবং আইন আছে, তদনুসারে তাঁহার দণ্ড হইবে; স্বহস্তে রাজবিধি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়া কাহারও দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই। ইউরোপীয়দিগের এবম্বিধ গর্ব্ব ও এবম্বিধ স্বেচ্ছাচারিতাই তাহাদিগের প্রতি এদেশের লোকের বিদ্বেষের কারণ হইয়াছে। যেখানে এরূপ ব্যবহার, সেখানে দুর্ব্বলের ধন প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা কি? ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া বাস করেন তাহা এদেশের লোকের যে অভিপ্রেত নহে, তাহারও কারণ এই। অধিকসংখ্য ইউরোপীয় বাস করিলেই এদেশে অরাজক কাণ্ড হইবে, এই এদেশের লোকের শঙ্কা। এই শঙ্কা অমূলকও নহে। এদেশে এক্ষণে যে সমস্ত ইউরোপীয় বাস করিতেছেন, তাহার অধিকাংশেরই দুর্ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।

উক্ত সম্বাদদাতা ঢাকাপ্রকাশসম্পাদকের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ১২ই বৈশাখের ঢাকাপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, তৎসম্পাদক সম্পাদকীয় বাক্য স্থলে সম্বাদদাতার পত্রখানির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার আর ক্ষোভ কি? তবে তিনি কাছাড়ে অবস্থিতির বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যস্ত হইলে তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্বাদদাতা কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন। প্রজাগণের প্রতি সমপক্ষপাতে সবিচার বিতরণ বিষয়ে অত্রত্য গবর্ণমেন্টের যে সাতুকর চেষ্টা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অত্যাচার কর্ত্তা যিনি হউন না কেন, অত্যাচার আর অধিক দিন প্রভুত্ব করিতে পারে না। জাতি ও বর্ণ [illegible] বিচার ভেদের কালও ক্রমশঃ [illegible] হইতেছে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে [illegible] করিতে পারি, যত দিন সবিচার সর্ব্ব[illegible]ব্যাপক হইবে, ততদিন গবর্ণমেন্ট নিশ্চি[illegible] হইতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্ক ও জন
ডিকিন্সন সাহেব।

ইণ্ডিয়া রিফর্ম্মর সোসাইটি সভার সভাপতি জন ডিকিন্সন সাহেব ভারতবর্ষের পবলিক ওয়ার্ক প্রসঙ্গ করিয়া সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থলে রেলওয়ে হইতেছে। কিন্তু নদীগর্ভ খনন করিয়া প্রশস্ত করিলে এবং নূতনবিধ খাতাদি খনন করিলে যে লাভ সম্ভাবনা আছে, রেলওয়েতে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ হাউস অব কমন্সের অধিকাংশ সভ্য ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট সেই রেলওয়েরই অনুমোদন করিতেছেন; ইহার প্রতিবাদ করা উক্ত গ্রন্থ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। কমন্স হাউসের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। রেলওয়ের অপেক্ষা খাতাদি দ্বারা এ দেশের যে অধিকতর উপকার লাভ হইতে পারে, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতেও তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। নদী নদ ও খাতাদি দ্বারা কেবল যে দ্রব্যাদির আনয়ন ও প্রেরণাদির সুবিধা হয় এরূপ নহে, তদ্দ্বারা দেশের উর্ব্বরতাগুণের বৃদ্ধি হইয়া দুর্ভিক্ষাদি দোষ প্রশমনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ব্যয় গণনা করিলেও উভয়ের বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। এক ক্রোশ পথ খাত খনন করিতে যে ব্যয় হয়, রেলওয়ের সেই এক ক্রোশে তাহার [illegible] অধিক ব্যয় হইয়া

থাকে; কেহ বলিয়া না দিলেও ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইতে পারে।

ফলতঃ যাহাতে লাভ ও উপকার অধিক এবং ব্যয় অল্প, তাহা কাহার অধিকতর প্রার্থনীয় না হইবে? ডিকিন্সন সাহেব এক স্থানে লিখিয়াছেন "গোদাবরী মুখে রাস্তা ও খাল প্রভৃতির সুবিধা হওয়াতে অদ্ভুত উপকার দর্শিয়াছে; পূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে ৫। ৬ লক্ষ টাকার দ্রব্যের রপ্তানি হইত, পশ্চাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে; তদনুসারে প্রজাগণেরও ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে, একপে রাজস্ব শতকরা ৪০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে নেবিগেসন কোম্পানির শতকরা ৫৫ টাকা লাভ হইবে, সমুদায়ে যে ব্যয় হইয়াছে, ২৫ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় লাগে, তত্তও নহে।"

আমরা ডিকিন্সনের গ্রন্থ হইতে আর একটি বিষয় জানিতে পারিতেছি। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের প্রতিভূ হইয়াছেন, ইহা ন্যায় সিদ্ধ হয় নাই। রেলওয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে গবর্ণমেণ্টকে সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা কাহার টাকা লইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিবেন, তাঁহাদিগের টাকা কোথায়, প্রজার টাকাই তাঁহাদিগের টাকা। অতএব একের টাকা লইয়া অপরকে দেওয়া কি বিধেয় হয়? রেলওয়ে কোম্পানির স্বাধীন হইয়া কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। ডিকিন্সন লিখিয়াছেন "রেলওয়ে কোম্পানি বিনা খাজনায় কেবল যে ৯৯ বৎসরের পাট্টা পাইয়াছেন একপ নহে; গবর্ণমেণ্ট কেবল যে তাহাদিগকে ভূমি (কেবল এক বোম্বাই দ্বীপে চারি মাইলে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় লাগিয়াছে) দিয়াছেন একপ নহে; এবং গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৫ টাকা সুদ (একপ স্থলে অন্য অন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা দিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা চতুর্থাংশ অধিক দেওয়া হইয়াছে) দিতে স্বীকার করিয়াছেন একপ নহে; ঐ পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলেই রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে, কিন্তু উক্ত কোম্পানি যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।" এইরূপ লিখিয়া তিনি পরিশেষে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, রেলওয়ে ঘটিত যে প্রবঞ্চনা হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদি কারণ নহেন, তাহার আদিকারণ কমন্স হাউস। যাহা হউক, পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই; ডিকিন্সনের প্রস্তাবিত গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশিত দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তিনি খাতাদি খননের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার একটীও অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে খাতাদি হইলে ইহার যে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

জয়ন্তিয়ার বিদ্রোহ।

খসিয়া ও জয়ন্তিয়ার পর্ব্বতে যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। গত ১৪ই এপ্রেল গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা প্রচার করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিনা শোণিতপাতে অচির কালমধ্যে তন্নির্ব্বাণে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। ব্রিগেডিয়ার জেনরল সাউয়ার্সকে কমিসনরের পদে নিয়োজিত করিয়া খসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে প্রেরণকরা হইয়াছে। তিনি তত্রত্য লোকদিগকে এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের একপ ইচ্ছা নয় যে প্রজাগণকে কষ্ট দেন, রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রব না থাকে, এবং প্রজাগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকে, ইহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত; অতএব যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা যদি শরণার্থী হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

বিদ্রোহীদিগকে অভয়দানের তুল্য বিদ্রোহ নিবারণের অপর উৎকৃষ্ট উপায় আছে। বিশেষতঃ বলা হইয়াছে, বিদ্রোহিদিগের যে মনোবেদনা ও ক্ষোভ আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলে গবর্ণমেণ্ট শ্রবণ করিবেন। এক, ক্ষমা; দ্বিতীয়, দুঃখ প্রতীকার। এ দুটীই বিদ্রোহিদিগের পক্ষে অনুকূল। দুঃখপ্রতীকার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ রূপে মনোযোগ করা অতিশয় আবশ্যক। বিনা কারণে লোকে কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্রোহে অনুরক্ত হয় না। তবে নির্ব্বোধ লোকেরা ভিন্নপ্রমাণ লোকে ভালপ্রমাণ জ্ঞান করিতে পারে। যাহা হউক, বিদ্রোহের কারণ অন্বেষণ করিয়া তাহার উন্মূলনকরা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। যে কারণে বিদ্রোহ ঘটনা হউক, যে গবর্ণমেণ্টের অধিকারমধ্যে বিদ্রোহ ঘটে তাঁহারা কলঙ্কভাজন হন সন্দেহনাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ ঘটিতেছে। যে গৃহের কর্ত্তা নিজপরিবারস্থ যাবতীয় ব্যক্তির মনের ভাব অবগত হইয়া সমঞ্জস রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সে গৃহে কি বিবাদদ্রোহ প্রবাহিত দৃষ্ট হয়?

গবর্ণমেণ্ট ঘোষণার তাৎপর্য্য উপরে উল্লিখিত হইল; কিন্তু ইংলিসম্যান সম্পাদক শুনিয়াছেন জেনেরল সাউয়ার্স এই কথা প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে ব্যক্তি বিদ্রোহির অধিনায়কদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত অন্য যে সকল লোকে শরণাগত হবে তাহাদিগকে নিঃসংশয় ক্ষমা করা হবে, তিনি তদ্বিষয়ে প্রতিভূ হইবেন। এ বাদ যদি সত্য হয়; জেনেরল সাউয়ার্স গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা বাক্য বিকল করা হইয়াছে। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা অভয়দান না পাইলে কি বিনা শোণিতপাতে ত্বরায় বিদ্রোহ শান্তি সম্ভাবনা আছে? গ্রামের

দাতা লিখিয়াছেন সম্প্রতি ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রে মুরসিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে যে সকল প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহা ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট কর্ণেল মেকিঞ্জির লিখিত। আমরা এত দিনের পর গুপ্ত কথা জানিতে পারিলাম।

স্কুলবুক সোসাইটি ও অনুবাদক সমাজ একত্রিত হইয়াছেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন বাবু হীরালাল শীল মুরসিদাবাদের নবাবের গোমস্তা ও মুন্সী আমীর আলী গবর্ণর জেনরলের দরবারের উকীল হইয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক যথার্থ রূপে হরকরা পত্রকে পাগল হরকরা বলিয়াছেন; এক্ষণকার হরকরার লেখা দর্শন করিলে এই কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

[illegible] সাহেবের স্মরণার্থ ভারতবর্ষীয় সভা [illegible] সভা হয়, তৎপ্রসঙ্গ করিয়া কেহ কেহ [illegible] বলেন তথায় কানিঙ সভার ন্যায় [illegible] ও 'বিশৃঙ্খল' ঘটিয়াছিল। পেট্রিয়ট সম্পাদক তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব [illegible] নিদ্রাকুলে মগ্ন হইতেছেন।

[illegible] সম্প্রতি বিস্তর ব্যয় করিয়া [illegible] সমারোহে এক বারইয়ারি পূজা হইয়াছে, [illegible] আনন্দলালাই উহার উ[illegible] [illegible] বিষয়এই অনেকে [illegible] সমস্ত অর্থীন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে [illegible] বলা কর্ত্তব্য তত্রত্য কৃতবিদ্য দলের কেহ এ বারইয়ারির সহায়তা করেন নাই। আমরা [illegible] অপব্যয় দূর হইতে দেখিব।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ট্রেজুরির খাতাঞ্চিকে [illegible] যে [illegible] পুরস্কারের স্বরূপ [illegible] টাকা দিয়াছেন। হারবি সাহেব [illegible] [illegible] কর্ম্মচারিদিগকে [illegible] দিবার যে অনুরোধ করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে ২৪ পরগণার জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। হুগলিতে তাঁহার অনেক প্রজা রহিয়াছে অতএব তন্মধ্যে অবস্থিতি করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হওয়াতে এই প্রার্থনা করা হয়।

কর্জ্জ পিবডি নামক লণ্ডনস্থিত একজন আমেরিকার বণিক তত্রত্য দরিদ্র ব্যক্তিদিগের উপকারার্থ পনর লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। পিবডি এতদ্ভিন্ন নিজ জন্মস্থান বালটিমোরে বিদ্যালয় পুস্তকালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ অনেক অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে অনেকে মৃত্যুকালে সৎকার্য্যের জন্য অনেক অর্থ দান করিয়াছেন, কিন্তু জীবিতকালে এক পয়সাও দেন নাই।

কয়েক জন পারসীর প্রার্থনানুসারে সরকার [illegible] পারসিবন্দীদিগকে কারাগারে জুতা পায় ও টুপি মাথায় দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন।

১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষের পোষ্ট মাষ্টর জেনরল ডাক্তর পাটনের পেন্সন লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু তিনি নিয়মানুসারে ৩০০০ টাকা জরিমানা দিয়া নিজ কর্ম্মে থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ জরিমানা দিয়াও থাকিতে পারিলে মহালাভ জ্ঞান করেন, আবার কাহাকে খোসামোদ করিলেও থাকেন না।

মাদ্রাজের মিউনিসিপাল কমিসনরেরা তত্রত্য রাস্তা সকলে জলসেচন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে কয়েক খানি জলের গাড়ি লইয়া গিয়াছেন। এখানকার কমিসনরেরা [illegible] জলের গাড়ি না করেন কেন?

সম্প্রতি সামরিক বিচারালয়ে বহু সংখ্যা ব্যক্তির গুরুতর দণ্ডবিধান হইয়াছে নিম্ন লিখিত সৈনিক পুরুষেরা দণ্ড পাইয়াছে।

গাষ্ক নামক এক জন সামান্য সৈন্য প্রহরির কার্য্য করিতে করিতে পলায়ন ও তাহার প্রধানতর অফিসরকে প্রহার করাতে তাহার চারি বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

৬৮ গণিত কটরোপীয়দলের এক ব্যক্তি এক স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার সাত বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

১১ [illegible] দলের একেনহেড তাহার সেনাপতিকে গালি দেওয়াতে তাহার ৫০ বেত ও দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

৭৫ গণিত দলের হুইলটার সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সেনাদিগকে গালি দেওয়াতে তাহাকে দুই বৎসর কারাগারে থাকিতে হইবে।

১৯ গণিত দলের সিলভর্ষ্টি সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সেনাপতিকে গালি দেওয়াতে ও তাঁহাকে ঘোড়া হইতে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে তাহার ১১ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

এনসাইন হিল সেনাদলের সামান্য সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সুরাপান ও নানা প্রকার কুব্যবহার করাতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। সর হিউ রোজ যে প্রকার আরম্ভ করিয়াছেন আর কিছুকাল ঐরূপ করিলে সেনাদল শাসিত হইবে সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজে বাইকাউণ্ট করাসীনামক এক জন ফরাসী জাল করিয়া ধৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তি আপনাকে এক জন প্রধান বংশীয় ফরাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া ম[illegible] সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করে। কিয়দ্দিবস হইল সে অপরিমিত ব্যয় ও মহা ধুম ধাম করে, পরে এক বিল জাল করিয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি অদ্যাপিও কোন দণ্ডের আজ্ঞা হয় নাই।

মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার অবৈতনিক সভ্যগণ মান্যবর (অনরেবল) এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফিনিক্স সম্পাদক বলেন সভা স্থলেই তাঁহারা ঐ উপাধি দ্বারা আহূত হইবেন, কিন্তু সভার বাহিরে তাঁহাদিগকে ঐ উপাধি দ্বারা সম্ভাষণা করা উক্ত সম্পাদকের অভিমত নহে। ইংলণ্ডীয় মহাসভার সভ্যেরা সভার বাহিরেও এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্রের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা ইংলণ্ডেশ্বরীর দয়ালুতা ও ধর্ম্মিষ্ঠতার এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বাসস্থান অসবরণের নিকটবর্ত্তি এক দরিদ্র স্ত্রীলোক পীড়ার্ত্ত মৃতবৎ হওয়াতে এক জন পুরোহিতকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠান হয়। একটী স্ত্রীলোক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ও নানাপ্রকার সন্তোষকর বাক্য দ্বারা মুমূর্ষু ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। পুরোহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অমনি থামিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি বলিলেন মহাশয় আসিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন। পুরোহিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, যিনি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দরিদ্র মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, তিনি মহাবল পরাক্রান্ত ই

চ ন দেশ হইতে সম্বাদ আসিয়াছে এক্ষ ণে বিদ্রোহীদিগের সহিত ইংরাজ ও করাশী সেনাদিগের সর্ব্বদা যুদ্ধ হইতেছে। সম্প্রতি বিংহং নামক নগরের নিকটে ৭৮৮০ বিদ্রোহীকে আক্রমণ করিয়া ৭০০ ব্যক্তিকে বধ ও ৩০১ কে বন্দীভূত করা হইয়াছে। বিদ্রোহীরা অনেক অত্যাচার করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনেকে তাহাদিগকে "খৃষ্টীয়ান ও ধার্ম্মিক বলিয়া ছিলেন।

সিন্দিয়ান পত্রে লিখিত হইয়াছে করাচিতে যে ব্যক্তিকে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত করা হয় তাহাকে বোম্বাইতে প্রেরণ করা হইয়াছে। একপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে তথায় তাহাকে মুক্ত করা হইবে। তাহার কষ্টের ক্ষতি পূরণ কে করিবে?

তুতিকরিণে এবার ৮৮,০০০ টাকার মাত্র মুক্তা উত্তোলন করা হইয়াছে। ইজারদারকে এবার ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে।

লাহোর ক্রনিকেল পত্রে দৃষ্ট হইল সম্প্রতি পেশোয়ারে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে।

২৭এ এপ্রেল রামপুর বোয়ালিয়ার লোকেরা এক সভা করিয়া গ্রাণ্ট সাহেবকে এক এড্রেস দিয়াছেন।

আমেরিকার এক ব্যক্তি রসায়ন বিদ্যা দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গ মেগাজিন প্রভৃতি বায়ুতে উড়াইয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন "এতদ্দেশীয় ব্যবস্থাপক দিগের প্রতি বিদ্রূপ করা একণে প্রথা হইয়াছে: কিন্তু বিবেচক দর্শক মাত্রেই ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার রাজা দিনকর রাও ও দেবনারায়ণ সিংহের ব্যবস্থাপন কার্য্য দর্শন করিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন আসিয়ার অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" ফ্রেণ্ডের মুখে একথা আরও ভাল লাগে।

উক্ত সম্পাদক লিখিয়াছেন পূর্ব্ব বাঙ্গালা দেশ এক জন [illegible] অধীনে রাখিবার প্রস্তাব [illegible] তাহা না করিয়া বরং প্রেসিডেন্সি [illegible] বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

২০এ বৈশাখ শুক্রবার।

একপ জনশ্রুতি লেঙ্‌ সাহেব শীঘ্র ইংলণ্ডে গমন করিবেন। তিনি পুনর্ব্বার নবেম্বর মাসে আগমন করিবেন। এদিকে ৩০এ এপ্রেল বুধবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সেশিয়ন বন্ধ হইয়াছে। রাজা দিনকর রাও, দেবনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা করিয়াছেন ৩১এ জুলাই অবধি টেলিগ্রাফে গালি ও বোম্বাই হইতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ইউরোপীয় সমাচার আসিবে না। সংবাদপত্রসম্পাদকেরা নিজ নিজ ব্যয়ে তাহা করিবেন। লার্ড এলগিন কি ইংলিসম্যানের গালির টেলিগ্রাফে বিরক্ত হইয়াছেন?

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল উপাধি ধারী ছাত্রেরা কি নিমিত্ত সুপ্রিম উচ্চতর বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন না? যদি ব্যবস্থাজ্ঞতা লইয়া কথা হয়, আমরা বিলক্ষণরূপে বলিতে পারি, সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিষ্টরেরা প্রেসিডেন্সি কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের অপেক্ষা প্রধান হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে সহজে উচ্চতম বিচারালয়ে যাইতে দিলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বলিয়া প্রভেদ থাকে কই?

চীন দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীরা সাঙে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করাতে করাশী ও ইংরাজ সেনারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দূরীভূত করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বেণ্টিক নামক জাহাজের সংস্কার করিবার জন্য ২৪,৯৭০/১০ টাকা দিয়াছেন, ইহার মধ্যে ২১,৬৩৮/১০ নগদ ও ৩,৩৩২ টাকার দ্রব্য দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি হাবড়ার রেইলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় ১২০০ মজুরে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিব (গাড়ি) ডিপার্টমেণ্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক [illegible]

পূর্ব্ব বাঙ্গলায় রেলওয়ে [illegible] আর বড় বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ের ষ্টেসন দর্শন করিলে [illegible] কুটীর মাত্র বোধ হয়। [illegible] প্রায় ৪০০ হস্ত হইবে। [illegible] দিগে আরোহীরা [illegible] দিবেন, আর গাড়ি [illegible] দুটী পৃথক গৃহ হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণির গাড়ি গাড়ির ন্যায়। শেষোক্ত রেইলওয়ের তৃতীয় শ্রেণির শকটে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয়, ও বসিবার কষ্ট, কিন্তু ইহাতে সে সকল কষ্ট নাই, ইহার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় বিভক্ত, প্রত্যেক কামরায় দুই খানি বেঞ্চ আছে। আর [illegible] জানালা ও খড়খড়ি আছে। যদি পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে কোম্পানি তাহার [illegible] করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের গাড়িতে আরোহীর সংখ্যা থাকিবে না।

রুরী গেজেট সম্পাদক বলেন মহারাজ সিন্দিয়া ও রাজা দিনকর রাও [illegible] করিয়াছেন।

২১এ বৈশাখ শনিবার।

পূর্ণিয়া হইতে একজন [illegible] লিখিয়াছেন তথায় সম্প্রতি ভয়ানক কড় হইয়া গিয়াছে। এখন [illegible] বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কলিকাতায় এ মত কড় হইতেছে যে পুলিস কর্ম্মচারীরা গঙ্গার পানসীতে আরোহী উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার এক মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। বর্জিনিয়া প্রভৃতি [illegible] সকল তাঁহাদিগের অধীনই [illegible] বার বোধ হয় ক্রীত দাসবিক্রয় [illegible] হইল।

আমরা সমাচার পাইতেছি [illegible] প্রদেশের প্রজাদিগের [illegible] করা হইতেছে এবং [illegible] ভূমি হইতে বহিষ্কৃত [illegible] রেরা অন্যায় কর বৃদ্ধি করিতেছেন [illegible] কালেক্টরেরাও একপ্রকার তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পরিবর্ত্ত হইয়াছে বলিয়া কি নিলকরেরা উৎসাহ পাইয়াছেন?

গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের বিদ্যাশিক্ষা জন্য এবার ১৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেক শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করা হইতেছে। শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করা আবশ্যক, কিন্তু সমুদায় টাকা যেন ইহাতেই পর্য্যবসিত না হয়।

ইংলণ্ডে একটী স্ত্রীলোক এক কালে তিনটী পুত্র প্রসব করিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী উক্ত স্ত্রীলোককে ৩০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

গত কল্য সুপ্রিম কোর্টে সর চার্লস জাকসনের সম্মুখে জন [illegible] নামক ইউরোপীয় হত্যাকারীর বিচার হয়। তাহার সাক্ষিগণ উপস্থিত না থাকাতে আগামি সেশিয়নপর্য্যন্ত তাহা স্থগিত রহিল। ১লা জুন দ্বিতীয় সেশিয়ন আরম্ভ হইবে।

সোমপ্রকাশ

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতীন হীয়তাং।

৪ ভাগ। ২৬ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ৩০ বৈশাখ। ইং ১৮৬২। ১২ মে | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের প্রতি বক্তব্য।

সমাচারপত্রসম্পাদকদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, তাঁহারা সোমপ্রকাশের বিনিময়ে আমাদিগকে যে সকল সংবাদ পত্র প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা সংস্কৃত কালেজের দ্বারপালের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। সমাচার পত্র ভিন্ন অন্য কোন পত্র লিখিবার যদি প্রয়োজন হয়, সে সকল পত্র সংস্কৃত যন্ত্রে প্রেরণ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারতীয় উদযোগপর্ব্ব প্রস্তুত হইয়া বিতরিত হইতেছে, গ্রাহকগণ আসিয়া গ্রহণ করুন।

পুরাণসংগ্রহযন্ত্র — শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন

কলিকাতা যোড়াসাঁকো। — প্রধান বিতরয়িতা।

শকাব্দা ১৭৮৩। ২৫ বৈশাখ

সোমপ্রকাশ।

৩০এ বৈশাখ সোমবার।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

গত সপ্তাহে অনূ্যন ২০ খান প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি দীর্ঘতর, কতকগুলি অসার ও কতকগুলি তাদৃশ প্রয়োজনোপযোগী নয় বলিয়া সকল গুলি প্রকটিত হইল না।

নীল প্রধান প্রদেশ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম গেল না।

এক জন নদীয়া হইতে ৩০এ এপ্রেলের ইণ্ডিয়ান মিররে লিখিয়াছেন "কেবল একটি কুঠির প্রায় হাজার প্রজা ডেপুটি কালেক্টরের নিকটে আবেদন করিয়া জানাইয়াছে যে তাহারা দুই দিনের মধ্যে তাহাদিগের জমা ত্যাগ করিবে।" নীলকরেরা যে অত্যাচার করিতেছে, ইহাতেও কি আর তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে? লোকে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের লোকে অল্প দুঃখে কি পৈতৃক বাস স্থান ও জমা ত্যাগ করিতে চায়? নীলকরদিগের ইচ্ছাই যদি বলবতী হইল, গবর্ণমেণ্টে প্রয়োজন কি? গবর্ণমেণ্ট কি এরূপ বিশ্বাস করিতেছেন যে এই সকল প্রজা কুলোকের কুপরামর্শে নীলকরদিগের ভয় প্রদর্শনার্থ এইরূপ আবেদন করিয়াছে। তাহারা যখন বাস্তবিক জমা ত্যাগ করিবে তখনই গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইবে। নীলকরেরা অবলীলাক্রমে অসঙ্গত রূপে করবৃদ্ধি করিতেছেন; যে স্থলে একগুণ কর ছিল, সে স্থলে চারি পাঁচ গুণ কর ধার্য্য করা হইয়াছে। কর বৃদ্ধি করিবার প্রায় ৮০,০০০ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। ডেপুটি কালেক্টরেরা গবর্ণমেণ্টের নূতন নীল প্রেমে বিমোহিত হইয়া [illegible], নীলকরেরা যে কর বৃদ্ধি করিতেছেন তাহা অন্যায় নহে। প্রজারা যে আপত্তি করিতেছে, [illegible] না। তাহাদিগের গো, মহিষ, গৃহাদি বিক্রীত করিয়া অন্যায় কর আদায় করা হইতেছে। নীল প্রধান প্রদেশের সর্ব্ব স্থলেই হাহাকার রব উঠিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর কাল ক্রমাগত মোকদ্দমা করিয়া করিয়া কৃষকেরা অবসন্ন ও নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুবিচার হইলে বরং তাহাদিগের ক্ষোভ কিঞ্চিৎ দূর হইত; কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্যে সেটি ঘটিল না। তাহাদিগের দুই কূলই গেল। [illegible] কমিসনর [illegible] সাহেব কর সংখ্যা মোকদ্দমার [illegible] দিয়াছেন; কিন্তু অনুধাবন করিয়া [illegible] নিঃসংশয় প্রতীয়মান হইবে, [illegible] ঐ আজ্ঞা বিফল মাত্র হইবে, [illegible] দের ভাগ্যে সুবিধা হওয়া দুর্ঘট। যাহার মফস্বলস্থ সিবিলিয়ান ও আচিহ্নিত ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতিকে জানেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন উক্ত [illegible] দিগের আজ্ঞা অমোঘ; তাঁহারা একবার যে আজ্ঞা দেন, তাহার আর পরিবর্ত্ত [illegible] রেন না। ফলতঃ [illegible] সাহেবের [illegible] জ্ঞায় প্রজাদিগের আর কিছু [illegible] হইবে এই মাত্র।

অথবা আমরা গবর্ণমেণ্টকে বৃথা [illegible] বলিতেছিই বা কেন? নীলকরেরা [illegible] র্থের জন্য না পারেন এমন কর্ম নাই। গবর্ণমেণ্টের এতি বুঝা দূরে থাকুক, [illegible] আবার নীলকরদিগের সহায়তার জন্য এক জনের অপরাধে পল্লীগ্রামস্থ [illegible]

বঙ্গীয় লোকের দণ্ড বিধানের বিল বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়েই অদ্ভুত। [illegible]র কয়েকটি যুদ্ধ প্রিয় সভা ভাঙ্গিয়া [illegible] হইলে ব্যারন রিকেসলি ত[illegible]তায় বলেন, সকল সভা [illegible] নিতান্ত অনুচিত; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইবার ভয় করেন; কিন্তু সেই শান্তি রক্ষা করা কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে? তাঁহারা সতর্ক হইবেন যেন কেহ অন্যায়াচরণ করিতে না পারেন। এদেশের কর্তৃপক্ষ এই নীতিটি বিস্মৃত হইয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের অথবা সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট সাধন উদ্দেশ করিয়া কোন বিধি বিধান অতিশয় গর্হিত। একের অপরাধে অন্যের দণ্ড বিধান কি শান্তি রক্ষার সদুপায়? এতদ্ভিন্ন কি শান্তি রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় নাই? নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণ হইলে কি সহজে শান্তি রক্ষা হয় না? আমাদিগের রাজপুরুষেরা কি নীলকরদিগের ন্যায় মনে করেন প্রজারা চিরকাল তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা ও "শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের" অত্যাচার সহ্য করিবে? যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বলেন গবর্ণমেণ্ট মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি করাতে চা করদিগের কষ্ট হইতেছে,* সে সম্প্রদায় এ দেশের কেমন হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াও বুঝিবেন না।

অধিক কথা কি, আমাদিগের রাজপুরুষেরা নীলকরদিগের মায়াজালে বদ্ধ হইয়া [illegible] নিরমাদির বৈফল্য সম্পাদনে [illegible] হইয়াছেন। তাঁহারা ১৮৫৯ অব্দের [illegible] স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন

---

* [illegible] সম্পাদক গত বুধবারের প-[illegible] করিয়াছেন আসামের মজুরদিগের [illegible] বৃদ্ধি হওয়াতে আসামের চা-করেরা [illegible] পাইতেছেন না। এই সকল লোক আপনাদিগকে সভ্য ও ভারতবর্ষের যথার্থ বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হন না। [illegible]

কেক পরগণার হারের অতিরিক্ত কর লইতে পারিবেন না এবং যে স্থলে কৃষকদিগের যত্নে ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হইবে তথায় কর বৃদ্ধি করা হইবে না। এই আইনে কি জলাঞ্জলি দেওয়া হইবে? নীলকরেরা নীলবপন করাইবার উদ্দেশে অসঙ্গত করধার্য্য করিতেছেন, ইহা কি এখনও জানিতে বাকী আছে? আর বাবের ত কথাই নাই। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার নিবারণ করিবেন না। গত শতাব্দীতে তাতারেরা রুশিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া চীন দেশে গমন করে; তন্নিবন্ধন আস্ত্রাকাণের শাসনকর্ত্তা যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ ও চিরকালের জন্য ঘৃণাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় প্রজারা কি তাতারদিগের অবলম্বিত উপায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় নাই? এক্ষণে তাহারা নীলকরদিগের জমীদারি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীদোষে যদি তাহারা সেখানেও তিষ্ঠিয়া থাকিতে না পারে, শেষে কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার পরিত্যাগে উন্মুখ হইবে না? গবর্ণমেণ্ট কি শেষে এইটী দেখিতে চান

"আমরা বারম্বার কহিতেছি গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের অসঙ্গত কর গ্রহণ প্রয়াস রহিত করুন এবং প্রত্যেকের ভূমির সীমা বদ্ধ করিয়া যথার্থ করধার্য্য করুন। বিশেষ কমিসনরেরা প্রত্যেক পল্লীগ্রামে গিয়া ভূমি জরিপ করিয়া কর নির্দ্ধারিত করিয়া আসুন। কর লইবার জন্য বৎসরের কয়েক দিন স্থির করা হউক। নীলকরেরা কর না লইলে নিকটবর্ত্তি কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরের নিকটে তাহারা টাকা জমা করিয়া দিবে। এবং আর বাব প্রভৃতি এককালে নিঃশেষ করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন না করিলে কিছুতেই নীলকর ও প্রজাদিগের পরস্পরের বিরোধ শান্তি হইবে না। যাঁহারা অদ্যাপিও ভাবেন, পুনর্ব্বার নীল জন্মিবে তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন বঙ্গদেশে নীলের শেষ হইয়াছে। নীলকরেরা যদি ন্যায্য কর লইয়া সন্তুষ্ট না হন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখুন কিছু দিন পরে তাঁহাদিগকে আপন আপন জমীদারী পতিতভূমিময় দেখিতে হইবে।

কাবুলের যুদ্ধ

আমরা পূর্ব্বে পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছি, পারসীকসেনারা আমীর দোস্ত মহম্মদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা কোরাসান হইতে করা পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় আমীরের পুত্র মহম্মদ আফজুল [illegible]কে পরাজয় করে। পরে তাহারা করা নগর অধিকার করিয়াছে। আমীর তখন জেলেলাবাদে ছিলেন। তিনি তৎকালে কয়েক জন অস্থিরমতি অবাধ্য সরদার ও জায়গীরদারের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করিবার কার্য্য লইয়া ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন। ঐ অশুভ সম্বাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি উক্ত সরদারদিগের অনেকের জায়গীর প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এদিকে হিরাটের রাজা সুলতান জান পারসীক সেনাদিগের সহায়তা করিতেছেন, তাহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। দোস্ত মহম্মদের কয়েক জন সরদারও বিপক্ষ পক্ষে পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাহার সমুদায় সেনাপতিও তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত নহেন। উক্ত আমীর হিরাটের রাজার উপরে অধিকতর ক্রোধান্ধ হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন "পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে হিরাট ভূমিসাৎ করিব।" তিনি ইহা অপেক্ষাও মহামহা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন সত্য; তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, রণপাণ্ডিত্য ও সমর চাতুর্য্যের বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না। কিন্তু তিনি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া

হেন। তাঁহার বীরবর পুত্র আফজল খাঁ (যাঁহাকে আফগানেরা স্নেহ ও অনুরাগবশতঃ 'বোব্বা আকবর' বলিত) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পারসীক সেনারাও যুদ্ধ বিষয়ে অনুৎপন্ন নহে, অতএব দোস্ত মহম্মদ শীঘ্র যে তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া উঠিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে কি করিবেন? এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক হইতেছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই এই সংস্কার আছে, ভারতবর্ষের প্রতি রুশিয় সম্রাটের বিলক্ষণ সতৃষ্ণ দৃষ্টি আছে। তিনি সুযোগ পাইলে কোন ক্রমেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। পারস্যাধিপতি উক্ত সম্রাটের অনুগত; তাঁহার সহায়তায় সম্রাটের ভারতবর্ষে আগমন অসম্ভাবিত নহে। ভারতবর্ষে আসিতে হইলে হিরাট হইয়া আসিতে হইবে। এই নিমিত্ত ইহা ভারতবর্ষের 'দ্বার' বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই লার্ড আকলাণ্ড ১৮৩৯ অব্দে আফগানস্থানে সেনা প্রেরণ করিয়া ৩০,০০০ সৈন্য ও ইংরাজ জাতির গৌরব বিনাশ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্তও আমাদিগকে এই অবিমৃষ্যকারিতাবিজৃম্ভিত যুদ্ধের ১৭ কোটি টাকা ঋণের সুদ বহন করিতে হইতেছে। ১৮৫৬ অব্দে যখন পারস্য সেনারা হিরাট অধিকার করে, সর জেমস্ আউট্রাম পারস্য দেশ আক্রমণ করিতে যান। হিরাট পারস্যরাজ্যের হস্তগত না হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই ঐকান্তিক চেষ্টা। তাঁহারা দোস্ত মহম্মদ খাঁকে ভারতবর্ষের কবচ স্বরূপ জ্ঞান করেন। এ সময়ে কি তাঁহারা ঐ বৃদ্ধ আমীরকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

রুশিয়সম্রাটের ভারতবর্ষে লালসা আছে এ কথা অযথার্থ নহে, কিন্তু এক্ষণে রুশিয়ায় যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত এবং নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সম্রাট যে এমন সময়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কোন রূপেই এরূপ বোধ হইতেছে না। আর যদিও তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাও পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। চারি লক্ষ রুশির সৈন্য সমভিব্যাহারে না লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ সুসাধ্য নয়। না দীরসাহ প্রভৃতি সহজে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কাল অতীত হইয়াছে। রুশিয় সম্রাট যদিও দুরাশাগ্রস্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে নীল ও ইনকম টাক্স ঘটিত যে কিছু গোলযোগ থাকুক না কেন, এদেশীয়েরা ফরাশি অথবা রুশিয়দিগের অধীনতা স্বীকারে উন্মুখ নহেন। যদি সুখ ও স্বাধীনতা আমাদিগের অদৃষ্টে থাকে, ইংলণ্ডের অনুগ্রহেই হইবে। যখন দেশের লোক সেনাগণ ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই বিরূপ, তখন রুশিয়দিগের এদেশে আসিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কি? দোস্ত মহম্মদ পুরাতন বন্ধু, তাঁহাকে সাহায্য দান করা উচিত বটে, কিন্তু যেন আমাদিগকে পুনর্ব্বার ১৭ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে না হয়। আমরা প্রধান পুরুষদিগের অবিমৃষ্যকারিতাদোষে পুনরায় যেন বিপদাপন্ন না হই। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট পারস্যাধিপতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, ইহা কোন ক্রমেই আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। সম্প্রতি ভারতবর্ষ ভয়ঙ্কর অর্থ কৃচ্ছ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও সম্পূর্ণরূপে ইনকমটাক্স রূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই; এ সময়ে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে কাবা আসিয়ায় সৈন্য প্রেরণে উৎসাহিত করিবেন, তিনি ভারতবর্ষের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন সন্দেহ নাই।

উৎসব ও উৎসবপ্রিয় ব্যক্তিগণ।

"এক্ষণে আর আমোদ নাই, সে কাল গিয়াছে," বৃদ্ধদলের অনেকে এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কালক্রমে আমাদিগের সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহা অন্যদেশে দৃষ্ট হয় না। অন্য অন্য দেশে নবাতন্ত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ভাল বাসেন, বৃদ্ধেরা এ সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদেশে বৃদ্ধেরাই যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতিতে আসর এবং কৃতবিদ্য যুবকেরা তাহাতে বিরক্ত হইয়া পুস্তক পাঠ, সভায় তর্ক বিতর্ক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠে সমধিক অনুরক্ত দৃষ্ট হন। যুবকেরা উল্লিখিত যাত্রাদির আমোদে রত হওয়া লঘুচেতার কর্ম বিবেচনা করেন।

যাঁহারা উল্লিখিত আমোদের বিরোধী বোধ হয়, তাঁহারা এই কথা কহিবেন আজি কালি চাঁদা, সভা, রাজনীতি সম্বন্ধ তর্ক বিতর্ক ও দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা কাল উপস্থিত, এ সময়ে কি কোন প্রকার আমোদ করা উচিত? আমাদিগের মাতৃভূমির কি এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে আমরা স্বদেশের হিতসাধন পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজ সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। উল্লিখিত জঘন্য আমোদ প্রমোদে আমোদিত হইব? পক্ষান্তরে উৎসবপ্রিয় ব্যক্তি বলিতে পারেন "আমরা যদি বারইয়ারি পূজা করি, বাই নাচ দেখি, অথবা যাত্রা শুনি, তাহা হইলে নব্য সম্প্রদায়ের সভ্যদকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; স্নান যাত্রায় গেলে নিন্দা হয়, গ্রাণ্ট সাহেবের সর চিহ্ন না দিয়া যাত্রায় প্যালা দিলে অপব্যয় হয়। তবে কি আমরা কেবল পেচকের ন্যায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিব? পাপ। আমরা ইহার অন্যতর কোন বাক্যে অনুমোদন করিতেছি না। আমোদ নিতান্ত আবশ্যক, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। আমাদিগের শরীর যেরূপ নিদ্রার পর নূতন বল প্রাপ্ত হয় আমোদের পরও তেমনি আমাদিগের

মন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়। কোন ব্যক্তি সমস্ত দিন কেরাণী গিরি, শিক্ষকতা, কিম্বা ওকালতী করিতে সমর্থ হন। কিন্তু সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় প্রীতিকর হয় না। বৃদ্ধেরা যে যাত্রা পাঁচালী প্রভৃতিতে আনন্দ সুখ অনুভব করেন, নব্য সম্প্রদায়ের তাহা ভাল লাগে না কেন, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে যে যে বিষয়ে হিন্দু জাতির শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছিল, এই জাতির রাজত্ব ও স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদায় বিষয়েরই প্রায় শ্রীভ্রংশ হইয়া যায়। অভিনয়াদি বিষয়ে হিন্দু জাতি যে উৎকর্ষ লাভ করেন, ক্রমে তাহার বহু বিপর্য্যাস হয়, তদ্বিষয়িণী রুচিও ক্রমশঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। আমরা এক্ষণে যে যাত্রাদি দর্শন করি, তাহা সেই রুচি বিপর্য্যাসদোষের ফল। এখন সে রঙ্গভূমি নাই, এখন সে অনুরূপ ভূমিকা, বিশুদ্ধ নাট্যোক্তি ও বিশুদ্ধ সংগীতাদির রীতিও নাই। এখন সমুদায়ই বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আলঙ্কারিকেরা অশ্লীলতাদোষকে নাটকের একটী প্রধান দোষ বলিয়া গণনা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ দোষটী এক্ষণকার যাত্রাদির একটী প্রধান গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। মধ্যে যে কতগুলি লোক হইয়া গিয়াছে এবং এখনও আমরা যাহাদিগকে বৃদ্ধ এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাদিগের অধিকাংশ লোক ঐ সকল অশ্লীল যাত্রাদির একান্ত ভক্ত। ঐ মহাপুরুষেরা কেবল যে আমাদিগের দেশের নাটক নাটিকা প্রভৃতির অভিনয়াদিকে হীন দশা পাওয়াইয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহারদিগের হইতে আমাদিগের দেশ নানা প্রকারে দুর্দ্দশা ও দুর্নাম গ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের যেরূপ গুণ, তাহাতে এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তাঁহারা না জানেন সংস্কৃত, না জানেন বাঙ্গলা, না জানেন ইংরাজী। যাঁহাদিগের এমন গুণ, তাঁহাদিগের অসাধ্য কি আছে? লার্ড মেকলি এদেশের যাবতীয় লোককে যে প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দিয়াছেন এবং সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস যে আজি ও গালি দিতেছেন, সে কেবল ঐ মহাপ্রভুদিগের গুণে। চুলকাটা গোঁপছাটা আমলা দলই উঁহাদিগের প্রধান। পক্ষান্তরে, নব্য সম্প্রদায়ের নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া রুচিপরিবর্ত্ত হইয়াছে, সুতরাং চলিত সদোষ যাত্রাদিতে তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মে না। এক একটী করিয়া ধরিয়া দেখ, উহাতে প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই।

প্রথম, ওস্তাদিকবিতা। সখীসম্বাদ, বিরহ প্রভৃতি কতকগুলি গান অপ্রশংসনীয় নয়, কিন্তু বাদ্যের ও স্বরের যেরূপ মিষ্টতা, তাহাতে ঐ কবিতা যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই আহ্লাদের বিষয়। ঢুলে ও কাওরা বাদ্যকর, গায়কেরাও প্রায় জাতিতে ঐরূপ দোহারদিগের দুঃশ্রব চীৎকারধ্বনি ও খেউড়েতে ঐ কবিতার উৎকর্ষের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছে। দ্বিতীয়, যাত্রা। ইহা বরং কতক ভাল। কিন্তু ইহা প্রাচীন কালের অভিনয়ের বিকৃত আদর্শ। অভিনেয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রূপ, বেশ, বাক্য ও ব্যবহারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করা হয় না। শ্মশ্রুলব্যক্তিও কখন যশোদা সাজে, গৌরবর্ণ বালকও কখন কৃষ্ণ হয়, এবং কাফ্রি সদৃশ শ্যামবর্ণ বালক ও রাধার রূপ ধারণ করে। পরিচ্ছদের বিষয়েও এইরূপ। যাত্রায় ঢাকাই শাড়ি পরা যশোদাও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। শোক, ক্রোধ, সন্তোষ প্রকাশ করিবার সময়ে কখন কি প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে হয়, তাহা যাত্রার নট নটী প্রভৃতি কেহই জানে না। ব্যবহারের বিষয়েও নিতান্ত অনভিজ্ঞ। প্রায় ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতেছে এমত সময়ে কয়েক জন ইংরাজের বেশধারী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঁচালী, হাপ আকড়াই প্রভৃতির ত কথাই নাই। ইহার নিকটে ওস্তাদি ও যাত্রা সহস্র গুণে প্রশংসনীয়। অধিক কথা কি, মদ, গুলি, ও গাঁজায় পরিপক্ব না হইলে পাঁচালী ও হাপ আকড়াই দলে প্রবেশাধিকার হয় না। যত দিন আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সংগীত বিদ্যা না শিখিবেন, তত দিন বাই ও খেমটার প্রাদুর্ভাব দূর হইবে না। সামান্য বারাঙ্গনা লইয়া আমোদ করা কি সভ্যতার বিপরীত কার্য্য নহে?

যাত্রা, পাঁচালী, বাই ও খেমটা প্রভৃতি একে একে সকলই খণ্ডিত হইল, তবে কি আমাদিগের দেশের লোকেরা এককালে আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত থাকিবেন? ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমাদিগের পূর্ব্বতন অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হউক। রত্নাবলী, শকুন্তলা প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম এই সভ্য আমোদ ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আর উহার প্রসঙ্গ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় তাঁহাদিগের এ বিষয়ে চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। স্বভাবের অনুকরণ দর্শন ব্যতিরেকে কৃতবিদ্যব্যক্তিদিগের নয়ন ও মনের প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

নূতন গ্রন্থ।

সম্প্রতি দুইখানি নূতন গ্রন্থ আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে। সীতাহরণ ও প্রকৃতিপ্রেম। ঢাকা বাঙ্গালবাজার ব্রাহ্ম স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মোহনচাঁদ বসাক সীতাহরণ প্রচার করিয়া ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার মূল্য আট আনা। প্রকৃতিপ্রেম কলিকাতা

হিন্দু বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় প্রণীত। এ গ্রন্থখানি পদ্যময়। ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে। আমাদিগের এক মিত্র এই গ্রন্থের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইস্থানে গৃহীত হইল।

সংপ্রতি শ্রীদ্বারকানাথ রায় প্রকৃতিপ্রেম নামক এক খানি নূতন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। রায় মহাশয় অতি সুকবি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাসরসামৃতে তিনি নিজ কবিত্ব শক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন গ্রন্থেও তাঁহার ঐ শক্তির সমধিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা দিন দিন বহুবিধ নূতন গ্রন্থ দেখিয়া থাকি, কিন্তু তৎসমুদায় অনুবাদ মাত্র। প্রকৃতিপ্রেম অনুবাদ নহে এই কাব্য খানি কেবল রচনাতেই নূতন এমত নহে, ইহা যে শৃঙ্খলাতে প্রণীত হইয়াছে তাহাও নূতন। অ.পাততঃ শব্দ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির অনুশীলন প্রাদুর্ভাবে, সভ্যতার সমাগমে ও ভিন্নজাতীয় লোকের সহিত সহবাসে অস্মদ্দেশীয়দিগের ভাব, মতি, ও রুচির বহু বিপর্য্যয় হইয়াছে, সুতরাং প্রাচীন প্রণালীর রচনাদি পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তি জন্মে না, কিন্তু প্রকৃতি-প্রেমের রচনাব নব্য পাঠক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার বিশিষ্ট উপযোগিতা আছে। রায় মহাশয় এই কাব্য খানি কোন প্রিয়তম ছাত্রের কবিতায় প্রীতি ও উৎসাহবারি সেচন করিবার জন্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই হেতু তিনি অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া প্রসঙ্গসঙ্গতি ক্রমে মধ্যে মধ্যে কাব্য রচনার অনেক বিধি ও ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপাঠে কেবল তাঁহার ছাত্রেরই উপকার হইবে এমত নহে অস্মদ্দেশীয় কবি ও গ্রন্থকারদিগের বিপুল উপকারের সম্ভাবনা। অপর, দেশীয় ভাষাশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন এবং ঐকমত্য অবলম্বন ও সভ্যতার সম্বর্দ্ধন বিষয়ে তিনি যে যে কথা লিখিয়াছেন সে সমুদায় গুলিই যুক্তিসিদ্ধ ফলতঃ এই কাব্য খানির মধ্যে একটীও অসার ও অযৌক্তিক কথা নাই। ইহার নগর ও বনশোভা উষা ও [illegible] বর্ণন প্রভৃতি অতি মনোহর ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পদবিন্যাস এমত সরল ও সুমধুর পড়িলে বোধ হয় যেন অবলীলাক্রমে লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে আর শব্দ সকল রচয়িতার এমনি বশে আছে যে কুত্রাপি ইতর ও অনাভিধানিক শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, এবং শ্রুতিকটু ও অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষও কোন স্থানে লক্ষিত হইতেছে না। আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচনা করিলে কাব্য অতি নীরস হয় বলিয়া প্রকৃতিপ্রেম নানা ছন্দে রচিত হইয়াছে। নানাবিধ ছন্দ থাকাতে ইহার আরো অধিক মিষ্টতা হইয়াছে এই গ্রন্থে বাঙ্গালা, ব্রজবোলী ও সংস্কৃত ভাষায়ী নানাপ্রকার ছন্দ আছে। প্রকৃতিপ্রেমের ২ পৃষ্ঠায় তোটক ছন্দে নারদ ঋষির যে সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহা অতি মনোহর। সর্ব্বাপেক্ষা চতুর্থ সর্গের শেষে ১০৮ পৃষ্ঠায় ব্রজভাষার সঙ্গীতছন্দানুযায়ী কয়েক পংক্তি অতিশয় শ্রুতিসুখাবহ হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল, পাঠ করিলেই পাঠকগণ রায় মহাশয়ের রচনাশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

রজনী অবসান রে।
পিককুল প্রভাতমঙ্গল করে গান রে॥
তায় প্রাচী দিগীশ্বরী, বুঝি নিদ্রা ভঙ্গ করি,
প্রাণপতি ভাস্করেরে করেন আহ্বান রে।
তাহে রক্তমণি জ্বলে, সকলে বালার্ক বলে,
কার সাধ্য তার তাব করিতে সন্ধান রে॥
বন্ধু হেরি মহোৎপল, ভাবে তনু চল চল,
মনসুখে নীরে ভাসে সহাস্য বয়ান রে।
মধুকর মধুব্রতী, গুন গুন্ রব করি,
বুঝি কালগুণ গেয়ে করে মধু পান রে॥
নানা পক্ষী নানা স্বরে, কিবা কলধ্বনি করে,
বুঝি তারা প্রকৃতির করিছে ব্যাখ্যান রে।
গন্ধে-মন্দ গন্ধবহ, দ্বারে দ্বারে অহরহ,
প্রভাতের সমাচার করে বুঝি দান রে॥
নব দূর্ব্বাদলোপরি, নীহার কি শোভা মরি,
যেন নীল সাটীশিরে হেমের নিধান রে।
বুঝি বা প্রকৃতি সতী, ভাবে ভোর হয়ে অতি,
প্রেম অশ্রুপাত করে হয় অনুমান রে॥
ভাবুক গায়কে রাগে অপূর্ব্ব রাগিণী রাগে,
হরিগুণ গায় কিবা তুলিয়ে সুতান রে।
বাজে কি শ্যামের বাঁশী, কিবা একি সুধারাশি,
কিবা পিক কাকলী বা হয় ভেদজ্ঞান রে॥
গোপাল গোধন লয়ে, আকর্ষণ মগন হয়ে,
মুরলী বাজায়ে করে গোষ্ঠেরে প্রয়াণ রে।
এ ভাব দেখিলে পরে, মনে পড়ে নটবরে,
মনে পড়ে গোষ্ঠলীলা হরে মনঃপ্রাণ রে॥
মত্ত চোর নিশাচর, হেরি প্রভাকরকর,
সচকিত হয়ে সবে করিছে প্রস্থান রে।
মহাপাপী মৃত্যুকালে, যেমন দেখিয়ে কালে,
ভয়ে থরথর করি হয় কম্পমান রে॥
জীবের চঞ্চল চিত, থাকে স্থির প্রফুল্লিত,
করে জীব নানা মত কর্ম্মের বিধান রে।
বুঝি এই কালে মন, অমূল্য যৌবন ধন,
পাইয়ে হয় বা নানা গুণের নিধান রে॥

আমাদিগের মিত্রের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বন্ধু যে কথা বলেন, তাহা বড় অযথার্থ নহে, আজিও যদি আমরা কবিত্বশক্তি প্রকাশে কৃষ্ণলীলা বর্ণন ব্যতিরিক্ত বিষয়ান্তর না পাই, তাহা হইলে আমাদিগের কি উদ্ভাবনী শক্তি ও নূতন রচনার ক্ষমতা হইল? কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে গেলে অধিকাংশ স্থলে ভাবেরও নূতনত্ব থাকা ভার।

লণ্ডন ১৫ই মার্চ্চ ১৮৭২।

প্রিয় সম্পাদক! আপনার পাঠকেরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, তাড়িতবার্ত্তাবহের দ্বারা ভারতবর্ষীয় সংবাদ ১৫ মিনিটের মধ্যে বোম্বাই হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। অল্পকালের মধ্যে আপনারা স্বদেশে বসিয়া একদিনের পর্য্যুষিত বিলাতীয় সমাচার শ্রবণ করিবেন।

সমাচারপত্রে দাম্পত্য-বিয়োগ সংক্রান্ত নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টীয় শকের ১১ই জানুয়ারি এখানে দাম্পত্য-বিয়োগ বিচারালয় স্থাপিত হয়। তদবধি উক্ত বিচারালয়ে ১৮৭১ শকের ৩০এ জুলাই পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮১ খানি আবেদন পত্র অর্পিত হয়। ১৮২৩ অবধি ১৮৭১ পর্য্যন্ত স্বামীর স্ত্রীকে ও স্ত্রীর স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাস করিবার অভিপ্রায়ে ২৪৮ খণ্ড আবেদন পত্র প্রাচীন ও নবীন বিচারালয়ে সমর্পিত হয়; তন্মধ্যে ব্যভিচার জন্য :০৫, নিষ্ঠুরতা জন্য ১২৫, পতি-

ত্যাগ করিয়া পলায়ন নিযুক্ত হয়। নবীন বিচারালয়ে ১১ই জানুয়ারি অবধি ৩০এ জুলাই পর্য্যন্ত ৪১৬টি বিষয়ে দাম্পত্যবিয়োগ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ২৯টি মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে, এবং ৩১৫টি বিষয়ে আসামী উত্তর দেয় নাই। ১৮৬১ শকের ৩০এ জুলাই দাম্পত্যবিয়োগের নিমিত্ত ৭৪খান আবেদন পত্র বিচারালয়ে সমর্পিত হয়।

২০এ মার্চ।

অদ্যকার ষ্টাণ্ডার্ড পত্রে ‘ভারতবর্ষ বিষয়ে সাবধান’ এই নামে একপ্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয়েরা রাজপুরুষদের প্রতি অসন্তুষ্ট, ইহা প্রতিপাদন করা উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয় সাধারণ অসন্তোষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথা নূতন নূতন টাক্স, লবণ এ তামাকের উপর শুল্ক; আর একটী নূতন ব্যবস্থা, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি রাজস্ব সংগ্রহের পৈতৃক অধিকার হইতে পরিচ্যুত হইয়াছেন; পল্লী গ্রামের বহুকাল ক্রমাগত নিয়মাদির প্রতি হস্তার্পণ; গ্রামের মণ্ডল দিগকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা, প্রজাদের ধর্ম্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাচরণ; এবং শস্যাদির দুর্মূল্যতা। লেখক সর্ব্বশেষে এই অভিপ্রায় [illegible]শ করিয়াছেন যে রাজপুরুষেরা নানা [illegible]নব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া যেন [illegible]আর ভারতরাজ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া [illegible] তুলেন

[illegible] আপনার পাঠকদের মধ্যে অনেকে উই[illegible] হৌইটের নাম শুনিয়া থাকিবেন, কেহ কেহ, বোধ করি তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর আ[illegible]দরণীয় পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছেন। উইলিয়ম হৌইট চল্লিশবর্ষ যাবৎ গ্রন্থ কর্ত্তৃত্ব সব [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি ন্যায্য অথবা অন্যায্য রূপে হউক, মুদ্রাকরদের সহিত বিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপ বিবাদের নিমিত্ত তিনি বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছেন। সংপ্রতি ঐ প্রকার এক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছেন। তিনি হাল ও বর্ট্‌লি নামক মুদ্রাকর দিগকে চারিবর্ষের নিমিত্ত এক পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিক্রয় করেন মুদ্রাকরেরা ঐ চারিবর্ষের মধ্যে এত পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন যে চারিবর্ষ অতীত হইয়াছে তথাপি সমুদায় নিঃশেষিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা অদ্যাপি ঐ পুস্তক বিক্রয় করিতেছেন। হৌইট বিচারালয়ে অভিযোগ করিলে এই সিদ্ধান্ত হইল যে ঐ চারিবর্ষের মধ্যে যতখণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বিধিবোধিত, অতএব নিয়মিত সময় অতীত হইলেও সেই পুস্তক সকল ন্যায্যরূপে বিক্রীত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণে অবিচারে দোষার্পণ করিতেছেন।

সম্রাট্ নপোলেঅন্ জুলিয়স্ কেশরীর ইতিহাস’ নামক এক পুস্তক ত্বরায় প্রচারিত করিবেন; মকার্ নামক কবি সম্রাটের আদেশে ঐ পুস্তক হইতে এক নাটক প্রস্তুত করিতেছেন। ইংরেজেরা বিদ্রূপ করিবার এক ছল পাইয়াছেন।

ফরাশীশ দেশীয় রাজকুমারসম্বন্ধে শ্রুত হইল যে গত ১৬ই মার্চে তিনি সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বড মানুষের সন্তানেরা নানা বিষয়ে প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন কেহই দরিদ্রের অনুসন্ধান করেন না। কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে শুনিতে পাওয়া যায় যে ক্ষুদ্র নপোলেঅন অসাধারণ বুদ্ধিমান্, তিনি সপ্তমবর্ষে কেবল প্রবেশ করিয়াছেন, অথচ চারিটি পৃথক্ ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন, মল্লবিদ্যায় বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন। তিনি উত্তম অশ্বারূঢ়, সদাপ্রফুল্লচিত্ত, এবং সাধারণের অনুরাগভাজন। বলিতে কি, পূর্ব্বদেশীয় যে সকল রাজপুত্রের বিষয়ে গল্প শুনা যায়, ফরাশী রাজকুমার বস্তুতঃ তদনুরূপ।

আমেরিকার ওহিও প্রদেশে মিকাজা ফিলিপ্‌স্ নামক এক ‘নিগ্রো’ (অর্থাৎ আফ্রিকার কৃষ্ণপুরুষ) ১২৫ বৎসর বয়সে সংপ্রতি প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সংপ্রতি পারিনগরের বৃক্ষসকল মুকুলিত হইয়াছে; যে কেহ পারির অলৌকিক চমৎকারিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে তথাকার বৃক্ষসকল মুকুলিত ও সুবাসিত হইলে তথায় গন্ধর্ব্বলোক তুল্য কেমন সুখের অনুভব হয়।

অস্‌ট্রিয়ার সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ জোসেফ হঙ্গেরির প্রধানদিগকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রীশের উপপ্লব স্থগিত হইবার উপক্রম হইতেছে, মহারাজ ওথো এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন; এবং বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়াছেন।

অবগতি হইল যে এক ফরাশীশ আমেরিকার চিলীপ্রদেশে বাস করিয়া তথাকার লোকের এমত প্রিয় হন যে তাহারা তাঁহাকে রাজত্ব প্রদান করে; সংপ্রতি তিনি প্রতিবেশী জাতিদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বন্দী হইয়াছেন।

পার্লিমেণ্ট সমাজ মন্দীভাবে চলিতেছে। গত ১৭ই মার্চ বৈকালে হৌস্ অফ লর্ডে উপস্থিত ছিলাম, লর্ড নর্ম্মান্‌বি ইটালি সম্বন্ধে একঘণ্টারও অধিক কাল এক বক্তৃতা করেন; তৎকালে অন্যান্য সভ্যের কথা দূরে থাকুক, ‘গদি’ স্থিত স্বয়ং লর্ড চান্‌সেলরও বিলক্ষণ অনামনস্ক হইয়া ছিলেন, কেবল লর্ড রসেল্ বিরুদ্ধ বক্তৃতা করিতে হইবে বলিয়া অবধান করিয়াছিলেন। মাদৃশ ব্যক্তিদের ইহা বিস্ময়কর বোধ হয় যে যে ইংরেজেরা সামান্যগৃহের মধ্য পাঁচজন একত্রে বসিয়া একজনকে অন্যমনস্ক দেখিলে দুঃশীল বলিয়া থাকেন, তাঁহারা মহাসভায় অনবধানতাকে দূষণীয় জ্ঞান করেন না।

‘একজিবিশনের’ অট্টালিকা সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; উহা ‘ক্রষ্টাল পালেসের’ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হইয়াছে, অট্টালিকার ইষ্টকময় ভিত্তি দেখিলে প্রকাণ্ড ভাণ্ডাগারের ন্যায় বোধ হয়, একজন ফরাশীশের লিখিত এই বিষয়ের এক কৌতুক জনক পত্র টাইম্‌স পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার তিক্ততা ও কৌতুকাবহতা রক্ষা করা ভার।

২১এ মার্চ।

মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার চরিত্র বিষয়ে বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা শ্রুত হইল। অল্প দিন পূর্ব্বে ওয়াইট্ দ্বীপস্থ অস্‌বর্ণ নামক রাজনিকেতনের পুরোহিত প্রয়োজনবশতঃ রাজবাটীর নিকটস্থিত এক প্রাচীন ও দরিদ্র ব্য-

স্থির হয়ে গমন করেন। তিনি আর উহা উঁচু করিয়া দেখিলেন এক এক শোকাকুল পরিচিত স্ত্রী বৃদ্ধের শয্যাসন্নিধানে বসিয়া বাইবেলের সান্ত্বনাজনক বাক্য সকল পাঠ করিতেছেন। সুতরাং তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। উক্ত স্ত্রী ইহা দেখিয়া বলিলেন মহাশয়! গমন করিবেন না। এ অবস্থায় বৃদ্ধের পক্ষে ভবাদৃশ ব্যক্তির উপদেশ সাতিশয় উপকারজনক। এই বলিয়া রমণী প্রস্থান করিলেন। অবশেষে জানা হইল যে মহারাজ্ঞী স্বয়ং নির্ধন রোগগ্রস্ত বৃদ্ধকে ধর্মোপদেশ শুনাইতেছিলেন।

আমেরিকার রাজসভাপতি লিঙ্কন্ এরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন যে যুদ্ধে বিস্তর অর্থব্যয় হইতেছে। ঐ অর্থ সংযোগ করিয়া দিতে পারিলে ক্রীতদাসদিগের মুক্তি লাভ হইতে পারে। বোধ হয় অনেকে ইহাতে সম্মত হইতে পারে। এরূপ হইলে যুদ্ধেরও শেষ হইবে এবং দাসদেরও মুক্তিলাভরূপ মহৎকার্য্য সিদ্ধ হইবে। ইংলণ্ডের নৈসর্গিক অবস্থার মর্ম্ম বুঝা ভার। এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে ছিলাম যে শীতপ্রস্থান করিয়াছে, অদ্যপ্রাতে উঠিয়া দেখি যে মেদিনী শ্বেত তুষার বস্ত্রে আবৃতা হইয়াছে। এখানে কখন গ্রীষ্ম, কখন্ শীত, এবং কখন্ বর্ষা তাহার স্থিরতা নাই।

ছুইশতের অধিক কুলি অল্পকাল পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে জামাইকা দ্বীপে প্রেরিত হয়, তাহারা উদ্দিষ্টস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকার দক্ষিণপক্ষীয়েরা পাছে শত্রু হস্তে পড়ে এইভয়ে স্বদেশে যত তুলা ও তামাক সঞ্চিত আছে, সমুদায় দগ্ধ করিবার পরামর্শ করিতেছে।

২৩এ মার্চ।

গত শনিবারের স্পেক্টেটর পত্রে ভারতবর্ষীয় উপযুক্ত লোকদিগকে সম্মান জনক পদ প্রদান বিষয়ে এক সুচারু ও অপক্ষপাতদূষিত প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া সাতিশয় তুষ্ট হইলাম। লেখক অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে ইংরেজ নির্ব্বিশেষে শাসন করা রাজপুরুষদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়দিগের পরস্পর সম্বন্ধ ক্রমশঃ নিকটতর হইতেছে। ইহা পরম প্রার্থনীয় যে ভারতবর্ষীয়েরা কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া ইংলণ্ডে সর্ব্বদা গমনাগমন করেন তাহা হইলে আমাদের দেশের উন্নতির পথ অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে। আমি অনতি বিলম্বে লণ্ডনে স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের মুখাবলোকন করিবার প্রত্যাশা করিতেছি।

২৪এ মার্চ।

ভারতবর্ষে নানা স্থানে অনতিদীর্ঘ লৌহ বর্ত্ম নির্ম্মাণার্থ এক কম্পানি স্থাপিত হইবে। নাপালস্ প্রদেশে প্রাচীন 'গোঁড়া' খৃষ্টানদের সহিত নবীন সম্প্রদায়ের এক বিবাদ হইয়াছে। অনেকের অভিপ্রায় এই যে পৃথিবীতে ধর্ম্ম (যথা খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ইত্যাদি) আছে বলিয়া মনুষ্য কুল রক্ষা পাইতেছে, কিন্তু অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক কেবল উক্ত রূপ ধর্ম্মের নিমিত্ত।

২৫এ মার্চ।

আমেরিকার 'ফেডেরলেরা' ক্রমিক জয়লাভ করিতেছে।

লণ্ডনস্থ আমেরিকাদেশীয় জর্জ পিবডি লণ্ডনের দরিদ্রদের উপকারার্থ পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

লণ্ডনে এক সভাস্থাপনার্থ পুরুষোত্তম মুডলিয়রের মুদ্রিত প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে যদি কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তি প্রেরিত হন তবেই তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

লণ্ডন ২৬এ মার্চ ১৮৬২।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ।

১৩এ বৈশাখ সোমবার।

চীন দেশে একণে ১৩১২ টাকায় মালবদেশীয় অহিফেনের বাক্স বিক্রীত হইতেছে। কিয়দ্দিবস তথায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্পমূল্যে অহিফেন বিক্রীত হয়।

আগামি সোমবার লেড সাহেব ভারতবর্ষীয় ইনষ্টিটিউট সভায় ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও তাঁহাদিগের ভাষার বিষয়ে এক প্রস্তাব পাঠ করিবেন।

বণিক সম্প্রদায়ের অনুরোধ অনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন, তুলা ও রেশমের কাপড় উভয়েরই এক প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিবেন।

ফিনিক্স সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের আবেদনের কি হইল?" ষ্টেট সেক্রেটারির বাক্সে কাগজের মুড়িতে আছে।

উক্ত সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন ইংলণ্ড হইতে সুশিক্ষিত মুহুরি আনিয়া আকাউণ্টাণ্ট আফিসে নিযুক্ত করা হইবে। এদেশে কি বিলাতী কল চলে না?

ভাগলপুরের কর্ম্মে বাকতোলাহুত সাহেব এক জন ইউরোপীয় তুলা ও পাট পরিষ্কার করিবার এক নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক পাটেণ্ট (কেবল তিনিই এই যন্ত্র বিক্রয় করিবেন তাহার অনুমতি পত্র) লইয়াছেন।

৩০এ এপ্রেল অবধি সম্বলপুর জেলা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে গবর্ণমেণ্টের হস্তে গিয়াছে। ইহা মধ্যভারতবর্ষের কমিসনরের অধীনস্থ হইবে।

দিল্লী গেজেট সম্পাদক আক্ষেপ করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি আলাহাবাদ হইতে আগরায় রাত্রিযোগে বাষ্পীয় শকট প্রেরণ করেন না, তাহাতে ইউরোপীয়দিগের অসুবিধা হয়। সম্পাদক ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, কোম্পানি এতদ্দেশীয় আরোহীদিগের নিকটেই প্রায় সমুদায় লাভ হয় বলিয়া ইউরোপীয়দিগের জন্য কিছুই করিতে চাহেন না। কোম্পানি শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের জন্য ক্ষতি সহ্য করেন না এ বড় অন্যায়!!!

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন তত্রত্য অবৈতনিক ব্যবস্থাপকদিগকে পাথেয় প্রভৃতির জন্য ২০০০ টাকা প্রতি সেসিয়নে দেওয়া হইবে। সাবায়ুরের নবাব সম্প্রতি ২৮০০ টাকা পাইয়াছেন। তবে বেতনের ব্যবস্থা করা হউক না কেন?

করাচির এক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়া

…ছে, রুশীয়দিগের সহায়তায় পারস্য সেনারা হেরাট অধিকার করিয়া কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছে। এখন রুশীয়দিগের সকলই প্রবল।

কর্ণেল ক্রম কর্ণেল আলকোরের পরিবর্ত্তে বিশ্রান্তিবিভাগডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

ঢাকানিউস সম্পাদক বলেন সুবারখানির হত্যাকারী হিলিকে সম্প্রতি ঢাকায় দেখা গিয়াছিল এবং বোধ হয় সে ঢাকার নিকটবর্ত্তি কোন পল্লীগ্রামে আছে। সে যে ধরা পড়ে না সে কেবল পুলিসকর্ম্মচারিদিগের গুণ।

রুশীয়ার সুবিখ্যাত মন্ত্রি কাউন্ট নেসেল রোডের ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। নেসেল রোড এক জন প্রধান সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। নেপোলিয়নের বিপত্তির পর বিয়ানানগরে যে সভা হয়, তিনি তাহার মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন।

গবর্ণমেন্ট জয়ন্তিয়ার খসিয়াদিগের নিকটে ইনকমটাক্স লইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ দিকে চা-করেরা ও তাহাদিগকে বিনা বেতনে খাটাইবার চেষ্টায় আছেন। ও দিকে গবর্ণমেন্ট ইনকমটাক্স লইতে চলিলেন, সোনায় সোহাগা হইল।

রঙ্গপুরে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশসম্পাদক বলেন চট্টগ্রামে একটি শাখা ভারতবর্ষীয়সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। সম্পাদক ঢাকার লোকদিগকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঢাকা কৃষ্ণনগর ও যশোহরে এপ্রকার সভা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন তত্রত্য কোন বিচারপতি বিচারাসনে বসিয়া স্বচ্ছন্দে সকলকে গালি দেন, মধ্যে মধ্যে ঘুসিও আছে। এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য এক সভা করিলে কি ভাল হয় না?

২৪এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

সর জর্জ্জ ক্লার্ক বোম্বাই নগর ত্যাগ করিয়াছেন। তত্রত্য সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক এই আক্ষেপ করিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি গমন সময়ে স্বাজাতিগের নিকটে এতটুকু প্রাপ্ত হন নাই। সর জর্জ্জ ক্লার্ক দুইবার বোম্বাইবাসিদিগের অপমান করেন। একদা তিনি একসভার দর বার করেন, যখন তাঁহারা জুতো লইয়া ঘরে প্রবেশ করাতে শাসনকর্ত্তা আসন হইতে গাত্রোত্থান অথবা টুপি খোলা ইহার কিছুই করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয়েরা গবর্ণমেন্টবাটীর প্রকাশ্য নৃত্য গীতের সময়ে আহুত হইতেন। সর জর্জ্জ ক্লার্ক তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই গুলিই রাগের কারণ বোধ হয়।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য ফ্রিয়ার সাহেব (সর বার্টল ফ্রিয়ারের ভ্রাতা) একদিবস শকটে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন এমত সময়ে শকটারোহী সর্ জেমসেট জি জিজিভাইয়ের ভ্রাতা দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট দিয়া গমন করেন, ব্যবস্থাপক সাহেব রাগান্বিতভাবে তাঁহাকে থামিতে বলিলেন। উক্ত পারসি ঘোড়া থামাইলেন। তাহার পর উভয়ে বাগ্বিতণ্ডা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পারসী উক্ত সাহেবকে এক চাবুক মারিলেন (বোধ হয় সাহেব কটু বলিয়া থাকিবেন)। তন্নিমিত্ত ফ্রিয়ার সাহেব পুলিসে নালীশ করেন, কিন্তু শেষে উভয়ে রফা করিয়াছেন। "কেঁচো খুড়িতে খুড়িতে সাপ বাহির হয়।"

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে দোস্ত মহম্মদ খাঁ ১৭ই এপ্রেল কান্দাহার যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত বিস্তর সেনা গিয়াছে, কাবুলে একটি জনরব উঠিয়াছে এই সুযোগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ঐ দেশ অধিকার করিবেন। এই জনরবটি আমাদিগের গবর্ণমেন্টের সৌজন্যের পরিচায়ক বটে।

পঞ্জাবের লেপ্টনন্ট গবর্ণর আজ্ঞা করিয়াছেন ঐ প্রদেশের যে সকল দরিদ্র কৃষককে দুর্ভিক্ষের পর গো মহিষ ও শস্যাদিবীজ ক্রয় করিতে টাকা দেওয়া হয়, তাহারা দুই বৎসরের পর চারি কিস্তিতে টাকা দিবে। তহসিলদারেরা এইসকল টাকা আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট স্পষ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন কৃষকদিগের যেন কোন কষ্ট না হয়। গবর্ণমেন্টের এ দয়া নীলকরদিগের এইপ্রকার দয়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।

হরকরা সম্পাদক সিঙ্গাপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সম্প্রতি চীনদেশীয় বিদ্রোহীদিগের সহিত ইংরাজ ও ফরাসী সেনাদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অনেক ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং রণতরির [illegible] বার গুরুতর রূপে আহত হইয়াছেন। [illegible] ফরাসী সেনা হং কং হইতে উত্তর [illegible] করিয়াছে। তত্রত্য শিশু সম্রাট [illegible] দিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] অবধি বিদেশীয়েরা প্রবেশিকাপত্র [illegible] পিকিন দর্শন করিতে পারিবেন।

জাবা দ্বীপের নিকটে বোম্বেটিয়া [illegible] সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন মান্দ্রাজের প্রতিনিধি ফর্ব্বস সাহেব ৮ই মে ইংলণ্ড গমন করেন। তিনি এক কালে পদত্যাগ করিয়াছেন। পুরাতন লোকের সকলেই গমন করিলেন।

ইংলিসমান সম্পাদক কাছাড় হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি একদল খাসিয়া ছমংচু নামক এক খানি গ্রাম দগ্ধ করিয়াছে। জয়ন্তিয়ার কমিসনর প্রধান ও অপ্রধান সাধারণের ক্ষমা করিবার ঘোষণা করিয়া না দিলে শীঘ্র উপদ্রব শান্তির সম্ভাবনা নাই।

উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সম্প্রতি কএকজন নাগা দুইজন সিপাহীকে আহত ও এক ব্যক্তিকে হত করিয়া পলায়ন করে। পরে পরস্পর বিবাদ করাতে তাহাদিগের এক ব্যক্তি গোয়েন্দা হইয়া অপর কএক জনকে ধরাইয়া দিয়াছে।

উক্ত পত্রের পারিসস্থ সংবাদ দাতা বলেন ইংলণ্ডীয় ও ফরাসী গবর্ণমেন্ট চীনদেশীয় সম্রাটের সহায়তা করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিদ্রোহীরা একণে যে অত্যাচার করিতেছে তাহাতে ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত গবর্ণমেন্টেরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক মিরেটের জেল দারোগা ভরেট সাহেবের মৃত্যুর বিষয় লিখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন প্রধানকরণাভিষিক্ত লোকেরা বিদ্রোহকালে সামান্য সাহস

প্রদর্শন করিয়া সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু ডরেট অনেক সুকর্মকার্য্যে সাহস প্রকাশ করিয়াও দরিদ্রাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির এইত দোষ, তাহাদিগের মুখে গিয়া শুন স্বাধীনতা স্বাধীনতা এ গুণের পুরস্কার গুণের পুরস্কার এই শব্দ, কিন্তু ধন, সহায় ও প্রধানবংশ এই ত্রিবিধ সুবিধা না থাকিলে সংস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও কেহ উচ্চ পদ লাভ করিতে পারে না।

উক্ত পত্রের লাহোর স্থিত সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য আবকারী সেরেস্তাদার বলেন বিদ্রোহকালে যখন রাও সাহেব বিঠুরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন তখন তাঁহার আজ্ঞানুসারে বএক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রাণবধ করা হয়। দোষীর দণ্ডের বিষয়ে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই কিন্তু যেন [illegible] অন্যের বিচারপতিদিগের ন্যায় যে সে লোকের সাক্ষ্য প্রাণিহত্যা না করা হয়।

২৫ এ বৈশাখ বুধবার।

মান্দ্রাজের অলঙ্কারী হাইকোর্ট কার্য্যীদ একবৎসর নিয়ান হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে তিনি বুদ্ধিমান লোক হইয়া কিরূপে ঐ জঘন্য কার্য্য করিলেন। প্রধান বিচারপতি কারসীর যে বুদ্ধি দেখিয়াছেন, সে দুর্ব্বুদ্ধি।

হিন্দুর একজন পত্রপ্রেরক হুগলির চৌকিদারিটাক্স ও তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট পামর সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতার বিষয় লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন তত্রত্য শাখা ভারতবর্ষীয়সভা পামর সাহেবের অন্যায় ব্যবহারের বিষয় প্রধানতম কর্তৃপক্ষ গোচর করিবেন। এদিকে পামর সাহেব প্রথমশ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন

বণিক সম্প্রদায় আপনাদিগের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কিটিজ উইলিয়ম সাহেব সভাপতির পদ ত্যাগ করাতে বুলেন সাহেব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমাদের বিষয় এই বণিক সম্প্রদায় রিপোর্ট মধ্যে নীলের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই।

উত্তর সাগরে আবিষ্ক্রিয়াকারী সর জন ফ্রাঙ্কলিনের স্ত্রী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। সর জন ফ্রাঙ্কলিন উত্তর সাগরে প্রাণ ত্যাগ করেন কিন্তু কোথায় তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা স্থির না হওয়াতে [illegible] নিজ ব্যয়ে অনেক লোককে তাঁহার অন্বেষণার্থ প্রেরণ করেন। উক্ত গুণবতী রমণী একণে ইংরাজদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ দর্শন করিতেছেন। পতিপরায়ণা রমণী সুমণ্ডলের অলঙ্কার স্বরূপ।

ইংলিসম্যান সম্পাদক জলপিগুড়ি হইতে সংবাদ পাইয়াছেন কুচবেহারের রাজাকে যে দুইশত সেনা দিবার কথা হয় তাহাদিগকে অদ্যাপিও প্রেরণ করা হয় নাই বোধ হয় হইবেও না।

উক্ত সম্পাদক বলেন সানিয়ালের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিয়ম বিরুদ্ধ বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াতে ও উপঢৌকনাদি গ্রহণ করাতে তাঁহার বিচার হইবে। পাটনার কমিসনর ও জজ এবং সাহাবাদের কালেক্টর তাঁহার বিচার করিবেন। সিবিলিয়ানে সিবিলিয়ানের বিচার করিবেন। কারেন না একজন স্বদেশ « পরীক্ষোত্তীর্ণ » সিবিলিয়ান?

সিটেন কার, গুই জাকসন, (নদীয়ার জজ) ও কেম্প সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ের সিবিলিয়ান বিচারপতি হইবেন, এবং বাবু রমাপ্রসাদ রায় এতদ্দেশীয় বিচার পতি হইতেছেন।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন খারওয়ার হইতে যে ধাতুমিশ্রিত মৃত্তিকা প্রেরণ করা হয় ডাক্তর হেনস তাহা হইতে স্বর্ণ বাহির করিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক « ভারতবর্ষের বিপদ » এই শিরোনামের একপ্রস্তাবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে পুনর্ব্বার পারস্যদেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সাটর্ডে রিবিউর যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাহাকে বোম্বাইয়ের ইংলিসম্যান বলিলে বলা যায়। গবর্ণমেন্ট যেন ঐ প্রকার লোকের কথায় ভারতবর্ষকে পুনর্ব্বার ঋণগ্রস্ত না করেন

বোম্বাই নগরে মেজর কর্টিসের এক জন পারসীর সহিত জুতা খুলিবার বিষয় লইয়া যে বিবাদ হয়, তদবধি উক্ত মেজর পারসীর নামে পুলিসে নালিশ করেন। কিন্তু তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় সভ্য সম্প্রদায় পারসীদিগের দৃষ্টান্তগামী হউন।

ঢাকা নিউস সম্পাদক জ্ঞাত করিয়াছেন গবর্ণমেন্ট দেওয়ানী বিচারালয়ের আমীন দিগের কি বৃদ্ধি করিয়াছেন। লোকে এরূপ ভাবিবেন না যে আমীনেরা এই বর্দ্ধিত টাকা পাইবেন, তাঁহাদিগের নির্দ্ধারিত বেতন হ্রাস হইয়াছে। ঐ কি গবর্ণমেন্টের কোষভুক্ত হইবে।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন ঢাকায় যাঁহারা নূতন জুরি হইয়াছেন তন্মধ্যে অনেকে নাম স্বাক্ষরও করিতে পারেন না। এবং ডোম ও চণ্ডালও তন্মধ্যে আছে, সুতরাং ভদ্রলোকেরা জুরি হইতে ইচ্ছুক নহেন। জাতির জন্য আইসে যায় না, মূর্খ লোকে কিপ্রকারে জুরি হইবে?

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা সম্পাদক লিখিয়া জানিয়াছেন লার্ড এলগিন মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। লার্ড ডাল হাউসি রাজা ও নবাবদিগের অবমাননা করিয়া ভারতবর্ষে অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছেন কিন্তু কর্ণেল মেকিন্সির দলের লোক তাহা বুঝেন না।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে তথায় প্রতিবৎসর অনেক বাটীতে « কাম দেবের পূজা হইয়া থাকে » অসভ্য লোকেরা দুটি বাঁশ পুতিয়া তাহার উপরে হিন্দোলকা, কাটা প্রভৃতি রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হইয়া নৃত্য ও নানা প্রকার অশ্লীল ব্যবহার করে। আমরা সকলে একত্র হইলে কি এই সকল জঘন্য প্রথা নিবারণ করিতে পারি না?

আমরা বঙ্গোদয় নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইবে। একণে তাহা যে প্রকারে লিখিত হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ইহা হইতে দেশের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে।

প্রভাকরের কাশীর সংবাদ দাতা বর্ণেন তত্রত্য লোকেরা গবর্ণমেন্টের নূতন নোট লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন, ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রায় ১০০০ যুবা আফিসর অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে বহু কোন সেনাদলে নিযুক্ত করা অথবা তাঁহাদিগের অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবার বয়স যাইবার পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। আবশ্যক কি তাহাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি নূতন পদের সৃষ্টি হয় এই।

গবর্ণমেন্ট মজুরদিগকে যে অধিক বেতন দেন উক্ত সম্পাদক তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন তাঁহাদিগের দোষেই চা-কর দিগকে ১০ টাকা করিয়া প্রত্যেক মজুরকে বেতন দিতে হইতেছে। গবর্ণমেন্টের বড় অন্যায় "জীবধি কারীরা" যাহাতে এক টাকা ব্যয়ে দশ টাকার দ্রব্য লইতে পারেন গবর্ণমেন্টের সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। লাণ্ড হোলডার্স সভা আবেদন করিবার ত ভাল কারণ পাইয়াছেন তবে চুপ করিয়া কেন?

২৬এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

বাবু চন্দ্রকুমার দে এম ডি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এদেশী বাদিগকে প্রথম, এই উপাধি প্রদান করিলেন।

এক্ষণে গবর্ণমেন্টের ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রায় পাঁচ কোটি টাকার নোট চলিতেছে। বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের ৬৯,২৮,৮৯৪ বোম্বাইয়ের ২৫,৭৮,৬৮১ ও মান্দ্রাজের ব্যাঙ্কের ৩,৩৬,৭০০ টাকার নোট বাহিরে আছে।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি এক হিসাব প্রকাশ হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে ভারতবর্ষে সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮,৫৯,০৮,৭৭৭ লোকের বাস আছে, ইহার মধ্যে ১৩৫৫৫২,৯১১ লোক ইংলণ্ডেশ্বরীর ও ৫,০৪,৫৫,৩১ এতদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রজা। সর্ব্ব শুদ্ধ ১১ ৫৯৫ টি বিদ্যালয় আছে। ইহাতে ১ ৯৬,৭৪২ জন ছাত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করে। বিদ্যার জন্য মোটে ২৪,৩১ ৭২০ টাকা ব্যয় হয়। এই হিসাবে সম্পূর্ণ রূপ আস্থা করা যায় না।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক বলেন বাঙ্গালোরের ডাকঘরের এক জন কেরাণী পত্র হইতে নোট প্রভৃতি লইয়া পত্র গুলি এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিত। সে এই প্রকারে প্রায় ৫০০ টাকা অপহরণ করিয়াছে। তজ্জন্য পোষ্ট আফিসইনস্পেক্টর তাঁহাকে যুক্ত করিয়াছেন। ডাক ঘরের কর্তৃপক্ষ কি কোন কালে চোরের উৎপাত শান্তি করিতে পারিবেন না?

আগামি বর্ষে সেনাদলের যে ব্যয় হইবে, সর্জেন বাণকোর কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে ১২,২২,০০, ০০০ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। এই হিসাবে সর্ব্ব শুদ্ধ ৭৪,০০,০০০ টাকা বাঁচিবে।

সম্প্রতি ইংরাজসেনারা সাজের নিকটে চীনবিদ্রোহী দিগের কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহীরা শাসিত না হইলে তথায় বাণিজ্য চলা ভার।

সিন্ধুদেশীয় বিখ্যাত সেনাপতি জি, প্রাণ্ড জেকব পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ঐ সেনাপতি সিন্ধুদেশের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তিনি জেকবাবাদ নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ নগর তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের ১২ গণিত এতদ্দেশীয় সেনাদলের লেপটনান্ট কর্ণেল টেম্পলের স্ত্রী জে, এম, লেগু, নামক এক জন চিকিৎসকের সহিত ব্যভিচারদোষদূষিত হওয়াতে কর্ণেল তাহাকে ত্যাগ করিবার আবেদন করিয়াছেন।

মহীসুরের রাজা ইংলণ্ডেশ্বরীকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গরু উপহার দেওয়াতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

বীডন সাহেব ১লা মে অবধি আলিপুরের বেলবিডিয়ার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি নিয়ম করিয়াছেন প্রতি বৃহস্পতিবার ভোজনের সময় দর্শকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই সুযোগে অনেকের আহার ঔষধ দুই হইবে। কেনিঙে সাহেবেরও বৃহস্পতিবার নিয়ম ছিল।

ব্যবস্থাপকসভায় ফর্ব্বস সাহেবের পদে কাহাকে নিযুক্ত করা হইবে না।

কলিকাতার যাবতীয় আফিস একটী বাটীর মধ্যে করিবার কল্পনা হইয়াছে। ঐ বাটীর একটী চিত্র করিবার জন্য গবর্ণর জেনরল এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের পবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি এই কমিসনের সভাপতি।

কোচিনের রাজা তামাকের [illegible] উঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি একটী [illegible] যে একটি আলোক দিবার বাটী নির্ম্মাণ করিবেন। অন্য অন্য স্থানে উৎকৃষ্ট নি[illegible] হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের ব্যবস্থাপকেরা [illegible]কের কর ও পল্লীগ্রাম উৎসন্ন দিবার [illegible] করিতেছেন।

ইংলিসমান সম্পাদক অবগত হইয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন সেনাপতি সা-উয়ার্সের ঘোষণাপত্রানুসারে একজন সরদার আত্ম সমর্পণ ও আর কয়েক জন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সময়ে সেনাপতিরা ক্ষমা শব্দের অর্থটী যেন বিস্মৃত না হন।

কলিকাতার আসেসর ওগলটন সাহেবকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পদচ্যুত করা হইয়াছে। কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার কর্ম্ম করিবেন। ওগলটনের বেতন বৃদ্ধির সুপারিস করা হইয়াছিল না।

গত কল্য এক্সচেঞ্জবাটীতে নিম্ন লিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:--

	সিন্দুক	টাকা
বেহারের	১৩০৫	১৯৬৮,৫০০
কাশীর	১৩০৫	১৬,৬৫,৯৫০

বেহারের অহিফেন প্রতিবাক্স গড়ে ১৫০৮ ।০/১৫ কাশীর ১৪৬৭ ৫১৫ বিক্রীত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে তত্রত্য এক জন পাদরির বাটীতে চোর আসাতে তিনি তাঁহার দাসীকে একটি আলো আনিতে বলেন। দাসীর আসিতে বিলম্ব হওয়াতে পাদরি তাহাকে এক লগুড় ঘাত করাতে তাহার মস্তক হইতে রক্ত পতিত হয়। সে পাদরীর নামে নালীশ করে। কিন্তু পুলিসের মাজিষ্ট্রেট তাহার আবেদন অগ্রাহ্য (ডিস মিস) করিয়াছেন। এই প্রকার বিচার দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি না বলিবেন এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের পক্ষে স্বতন্ত্র আইন আছে?

আমরা শুনিতে পাইতেছি, মরিসসের কুলিদিগের মধ্যে "হঠাৎমৃত্যু" প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের ইউরোপীয় প্রধানেরা তাহাদিগকে ভয়ানক প্রহার করে। তন্নিবন্ধন ক-

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । "

৪ ভাগ ।
২৭ সংখ্যা ।

সন ১২৬৯ । ৭ জ্যৈষ্ঠ । ইং ১৮৬২ । ১৯ মে

মাসিক মূল্য ১ টাকা ।
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

বিজ্ঞাপন ।

গ্রাহকগণের প্রতি ।

বৈশাখমাস অতীত হওয়াতে অনেকের প্রদত্ত সোমপ্রকাশের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাহাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক জানান যাইতেছে যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরায় আগামি বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া দেন । আপাতত সংস্কৃত যন্ত্রেই মূল্য পাঠাইবেন ।

—•*•—

সোমপ্রকাশ ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ।

পত্রপ্রেরকের প্রতি ।

বীরভূমের অন্তঃপাতী কীর্ণহার গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সরকারের যত্নে বালকদিগের পাঠার্থ একটী এবং বালিকাদিগের শিক্ষার্থ একটী এই দুটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত যে পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা প্রকটিত হইল না ।

লক্ষ্মীপাশা নিবাসী বিপিনবিহারী সরকারের লিখিত নড়াইলের কালীয়া গ্রামের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ বৃত্তান্ত পাঠকগণের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না বলিয়া প্রকটিত হইল না ।

ময়মনসিংহের দুই খানি এবং ফরিদপুরের এক খানি পত্র নিতান্ত অসার বলিয়া উপেক্ষিত হইল ।

হুগলির অন্তঃপাতি বালি গ্রামের মদনমহোৎসবসংক্রান্ত পত্রে অনেক দিনের সম্বাদ লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল না ।

লেণ্ড সাহেবের প্রস্তাব পাঠ ।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহক অনরেবল লেণ্ড সাহেব গত ১২ই মে সোমবার সন্ধ্যার পর ডেলহাউসি ইনষ্টিটিউট সভায় এক প্রস্তাব পাঠ করেন । গবর্ণর জেনেরল লার্ড এলগিন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । প্রস্তাবটি বহু বিস্তৃত হইয়াছে । উহা অতিশীঘ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে । লেণ্ড সাহেব প্রস্তাব মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটি মূল কথার উল্লেখ করিয়াছেন । প্রথম, ভাষার সৃষ্টি । দ্বিতীয়, মানবজাতির দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি সহকারে ঐ ভাষার বহুবিধ পরিবর্ত্ত । তৃতীয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যাকরণাদি গত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির এক মূল হইতে উৎপত্তি নির্ণয় । চতুর্থ, আর্য্য বংশের ভিন্ন ভিন্ন দেশ গমন ও তথায় বসতি । পঞ্চম, হিন্দু ও ইংরাজদিগের ঐ বংশ হইতে জন্ম ।

লেণ্ড সাহেব শেষোক্ত বিষয়টি লইয়া অধিকক্ষণ বক্তৃতা করেন । হিন্দু ও ইংরাজেরা এক বীজপুরুষ হইতে উৎপন্ন, ইহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন ; অতএব ইহাদিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া সৌহার্দ্দ সম্পন্ন হওয়া উচিত, এতৎ প্রতিপাদনই লেণ্ড সাহেবের প্রস্তাব পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

আজি কালি এই একটি ধরণ দেখা যাইতেছে, যাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা আপনাদিগের উদার ভাবের পরিচয় দিয়া প্রশংসা লইতে অভিলাষী হন, তাঁহারাও উল্লিখিত প্রকার বক্তৃতা করেন, আর যাঁহারা সর্ব্বাশয় লোক, হিন্দু ও ইংরাজদিগের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি দর্শন করিয়া বাস্তবিক অসুখিত হইতেছেন, তাঁহারাও পরস্পরের প্রণয় সর্ব্বদন আশয়ে উল্লিখিত বক্তৃতা করিয়া থাকেন । লেণ্ড সাহেব প্রধান রাজপুরুষ, অতএব হিন্দু ও ইংরাজেরা পরস্পর সুহৃদ্ভাবাপন্ন হন, তাঁহার যে এরূপ ইচ্ছা হইবে একথা বলা বাহুল্য । উভয় জাতির সৌহৃদ্য বন্ধন ভিন্ন ব্রিটিস আধিপত্য এদেশে বদ্ধমূল হয়, সম্ভাবিত নহে, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই । ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগের উদ্বেগ না জন্মাইয়া রাজত্ব করেন এইটিই তাঁহার ইচ্ছা, সম্প্রতিকার ইনকম টাক্স প্রভৃতি রহিত করিবার চেষ্টা দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, উভয় জাতির সৌহৃদ্য পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া পক্ষপাত প্রভৃতি যেগুলি প্রতিবন্ধকাচরণ করিতেছে, তদুন্মূলন বিষয়ে কাহারও বিশেষ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে না । সেই প্রতিবন্ধক গুলি দূরীভূত না হইলে উভয় জাতির অকৃত্রিম প্রণয় হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে । যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই পক্ষপাত লক্ষিত হয় । এক জন ইংরাজ ও এক জন বাঙ্গালি উভ

...ক কর্ম্মার্থী ... প্রধা... কি ...
বের নিকটে যা... ...
অপেক্ষ. হীনগুণ..., তথাপি প্রধান
রূপ বাঙ্গালিকে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজ
ক কর্ম দিবেন। এবম্বিধ পক্ষপাত দর্শন
করিয়া বাঙ্গালির মন কি কখন ইংরাজের
প্রতি সৌহৃদ্য সম্পন্ন হইতে পারে? এক
জন বাঙ্গালি যে বেতনে যে কর্ম্ম করিতে
... তাহাতে এক জন ইংরাজ আ
... তাহার দ্বিগুণ বেতন
... ? ইহা দেখিয়া কি বাঙ্গা
লির মন প্রীতিপ্রসন্ন থাকিতে পারে?
বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজদিগের ব্যয় অ
ধিক, এ যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, পদস্থ
বাঙ্গালিদিগকে যে কুপোষ্য পোষণ করি
তে হয়, তাহাতে যে ব্যয় হয়, তাহা অনেক
পদস্থ ইংরাজের ব্যয়ের অপেক্ষা অধিক.
বিশেষতঃ এক্ষণকার পদস্থ বাঙ্গালিদিগের
ব্যয় কোন ক্রমেই ন্যূন নহে।

এস্থলে কেবল এক চাকরীই পক্ষপা
তের উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল?
এইরূপ অনেক বিষয়ে আছে। এদে
শীয়েরা এই সকল দেখিয়া ক্রমশঃ বীত
রাগ হইতেছেন। ইহাঁরা এত দিন এ সক
ল বিষয় তত অনুভব করিতেন না। যদ্দা
রা সেই অনুভবশালিতা জন্মে, এখন দিন
দিন সেই কারণ উপস্থিত হইতেছে। পক্ষ
পাত দর্শন করিয়া লোকের মনে যে বৈ
ষম্য হয়, ইহা অনৈসর্গিক নহে। বাইব
লোক্ত কথা পুরুষ কেইন এবলকে প্রাণে
সংহার করে কেন? বাইবল মতে ঈশ্বর
প্রতি যে পক্ষপাত করেন, কেই
... অসাধুতারূপ তাহার একটি কারণ
... হিন্দুদিগের সহিত ইংরাজ
... যে ইতর বিশেষ করা হয় আমরা
... কোন কারণ দেখিতেছি না।
... বিষয়ে ইদানীন্তন বাঙ্গালিদিগের
...ই সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়া থাকে। তবে
... বিষয়ে ইহাদিগের হীনতাই

... করিবার কারণ?
... কথার স্মরণ হইল. ইং
...দিগের অধিক বল থাকাতে অনেকে
...ৎ এদেশীয়দিগকে অপমান করেন
তাহাও এদেশীয়দিগের বিষম বিরাগের
কারণ হইয়াছে। অনেককে আমরা ঐ
আক্ষেপ করিতে শুনিতে পাই। ফলতঃ
উল্লিখিত পক্ষপাত নিবন্ধন যে সমস্ত অ
বৈধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, যত দিন
তাহা পরিত্যক্ত না হইবে, তত দিন অস্ম
ত্‌ গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বৃতি লাভের সম্ভাবনা
নাই।

বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান।

গবর্ণমেণ্টকৃত সাহায্যদানপ্রণালী গত যে
দোষ আছে, আমরা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া
তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সদোষ
প্রণালী বাঙ্গলা শিক্ষার গত প্রতিবন্ধকতা
চরণ করিতেছে, ইংরাজীর তত নহে।
দুটী কারণে লোকের ইংরাজীশিক্ষায় অ
ধিকতর যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। এক,
ইহা রাজভাষা। যাবতীয় রাজকার্য্য ইহাতে
নির্ব্বাহ হইতেছে. ইহা জানিলে অর্থোপা
র্জ্জনের পথ সুগম হয়। দ্বিতীয়, এতাবতা
বাঙ্গলাভাষা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট হ
ইয়াছে। যাঁহারা কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনের
জন্য সন্তানকে শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত
করেন, তাঁহারাও ইংরাজীর প্রতি পক্ষ
পাতী হইয়াছেন। ইহাতে অনেক উৎকৃষ্ট
গ্রন্থ আছে। তদধ্যয়ন জ্ঞানদ্বার সহজে
উদ্ঘাটন করিয়া দেয়।

বাঙ্গালা ভাষায় ঐ উভয় গুণেরই স
দ্ভাব নাই। প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষা ইংরাজীর
ন্যায় অর্থকরী নহে। ইহার দশাও অদ্যা
পি উৎকৃষ্ট হয় নাই। এ ভাষায় উৎকৃষ্ট
গ্রন্থদর্শন দুর্লভ। ঐ দুটী গুণ নাই বলি
য়া কি এ ভাষা উপেক্ষিত হইবে? উপেক্ষার
কথা দূরে থাকুক, যাহাতে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন
উন্নতিলাভ হয়, সেচেষ্টা করা সর্ব্বতোভা

বে বিধেয়। বাঙ্গালা দেশের উন্নতি ইহার
উন্নতিমুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। ইহা
র উন্নতি ...কে বাঙ্গালা... উন্ন
তিলাভপ্রত্যাশা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

যখন এদেশীয়দিগের স্বেচ্ছানুসারে বাঙ্গ
লা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে বিশেষরূপে নি
বিষ্টমনা হইবার দুটী মহান্‌ অন্তরায় দৃষ্ট হই
তেছে, অথচ ইহার উপেক্ষা কোন ক্রমেই
যুক্তিসহ হইতেছে না, তখন গবর্ণমেণ্টের এ
বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করা অবশ্য
কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আমরা আর কা
হাকে কহিব প্রজাগণ যাবৎ স্বহিত বুঝিতে
না পারে, তাবৎ পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে
সেই হিতসাধন ভার লইতে হয়। অসতঃ
রাজগণের মধ্যে এ দেশের গবর্ণমেণ্ট নি
র্ব্বোধ ও অবিবেক নহেন। প্রজার হিতসা
ধন যদি গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, প্র
জার স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের তুল্য
হিতকর কার্য্য অল্প আছে।

বাঙ্গলাভাষায় উন্নতি লাভ গবর্ণমেণ্ট
সাহায্য দানের উপর নিতান্ত নির্ভর করি
তেছে, ইহা যখন স্থির হইল, তখন সাহা
য্যদানবিষয়ে ইংরাজীর সহিত ইহার
কিছু বিশেষ করা অত্যন্ত আবশ্যক। আ
মাদিগের অভিপ্রেত সে বিশেষ এই, গব
র্ণমেণ্ট যাবৎ বর্ত্তমান সাহায্য দান প্রণালী
পরিবর্ত্তিত না করেন, তাবৎ বাঙ্গলা বিষয়ে
এই নিয়ম করুন, যে যে স্থানে বঙ্গবিদ্যা
লয় হইবে, তত্রত্য লোকেরা ছাত্রদের বে
তন সমেত যত টাকার সংযোগ করিয়া দি
বেন, গবর্ণমেণ্ট তত টাকার সাহায্য প্রদান
করিবেন। এ নিয়ম হইলেও অনেক স্থলে
বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অ
ধিক সংখ্যা বঙ্গ বিদ্যালয় হইলে বঙ্গভাষায়
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের যে অসদ্ভাব আছে, তাহাও
ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে। উৎসাহলাভ ও
প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কোন বিষয়েরই
অসঙ্গতি থাকে না। পরিশেষে এই প্রশ্ন উ
ত্থিত হইতেছে, আমরা যে প্রস্তাব করি

তেছি, গবর্ণমেণ্ট কি আপন ইচ্ছায় তদনুরূপ কার্য্য করিবেন? কখনই না। বাঙ্গালা শিক্ষার আবশ্যকতা আমাদিগের দেশের যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা উল্লিখিত প্রার্থনা করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আবেদন করুন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের আগ্রহ বুঝিলে এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ করিবেন সন্দেহ নাই। আজি কালি সবিশেষ আন্দোলন ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

কি সুন্দর বিচার।

অজ্ঞ মাজিষ্ট্রেট ও উৎকোচগ্রাহী দারোগারাই সব মজাইলেন। ব্যবস্থাপক সভা এত যে আইন করিতেছেন, প্রধান পুরুষেরা সর্ব্বত্র সমদর্শিরূপে সৎ ও ন্যায় বিচার প্রবর্ত্তিত করিবার এত যে চেষ্টা করিতেছেন, ঐ মহাপুরুষদিগের হইতে সমুদায় বৃথা হইতেছে। বোধ হয়, রঘু ডাকাইতের নাম আমাদিগের পাঠকগণের কাহারও অবিদিত নাই, সে নিজ বাস স্থানের নিকটবর্ত্তি গ্রামস্থ লোকদিগের নিকটে বার্ষিক করিয়া রাখিয়াছিল। যাহারা সেই বার্ষিক দিত, তাহারা অব্যাহতি পাইত। সে দস্যু বৃত্তি করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আনিত না, অন্যথা হইলেই অন্যথা হইত। সে যখন ঐ বার্ষিক আদায় করিতে যাইত, গৃহস্থেরা কোন রূপে তাহাকে কিছু কিছু লবণ ভক্ষণ করাইতেন। ইহার তাৎপর্য্য এই রঘু নিমক হারাম হইয়া তথায় ডাকাইতি করিতে না পারে। রঘুও যাহার একবার লবণ খাইত, তাহার গৃহে দস্যু বৃত্তি করিত না। কিন্তু আমাদিগের দারোগা বাবুদিগকে কিছুতেই পারিবার যো নাই, লবণ খাওয়াও আর স্তবই কর, তাঁহারা সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়েন না।

সম্প্রতি অন্যতর দারোগা সাহেবের [illegible]তা নিবন্ধন একটি বিষম ঘটনা হইয়াছে। [illegible]রঞ্জন পত্রিকায় পূর্ণিয়ার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কথায় তীর্থ ভ্রমণকারী কয়েক জন রামাৎ বৈষ্ণব গমন করিয়াছিল। সকলেই জানেন রামাতেরা নিতান্ত নিঃস্ব নহে। তাহাদিগের সঙ্গে একটী হস্তী ও কয়েকটি অশ্ব ছিল। তথাকার দারোগা তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া গ্রেপ্তার করেন (বোধ হয় তাহারা দারোগা সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নাই) এবং তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগের ছয় মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এই সম্বাদ যদি সত্য হয়, ভয়ঙ্কর অরাজক কাণ্ড সন্দেহ নাই। অধিক সংখ্য মাজিষ্ট্রেট ও দারোগাকে আমাদিগের যেরূপ জানা আছে, তাহাতে এ সম্বাদ বড় অবিশ্বাস হইতেছে না। আমাদিগের প্রতিবেশী এক গ্রামের এক গৃহস্থের গৃহে একদা ডাকাইতি হয়। দারোগা আপনার চালাকী দেখাইবার নিমিত্ত কতকগুলি ঘাসুড়িয়াকে ডাকাইত বলিয়া গ্রেপ্তার করেন। মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা তুরস্ক দেশীয় কাজীদিগের অপেক্ষা অলস ও রুশীয় বিচারপতিদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী। লোককে কারারুদ্ধ করিবার তাহাদিগের যে ক্ষুধা আছে দণ্ডবিধানের আইন তাহা তৃপ্ত করিবার বিলক্ষণ উপায় হইয়াছে। আমরা বিলক্ষণ জানি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কখনই এরূপ অভিপ্রেত নহে যে বিনা প্রমাণে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হয়, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটেরা কি জন্য ইহার বিপরীত কার্য্য করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অবিলম্বে পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। যদি কেবল সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া রামাৎদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই দণ্ডে মুক্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের বেতন হইতে তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্মের আসন্নকাল।

যে কোন ধর্ম্ম হউক, তদুপাসকগণের ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধনই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু উপাসকগণের স্বার্থপরতা ও মূর্খতা নিবন্ধন বহু স্থলে সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়াছে। এক ব্রহ্মের উপাসনা হিন্দুদিগের আদি ধর্ম্ম; উপাসকদিগের দোষে উহা ক্রমে এমনি বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে যে এখন অনেকে সভ্য সমাজে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। উপাসকদিগের ক্রূরতা ও নৃশংসতা দ্বারা মুসলমানধর্ম্ম নিতান্ত দূষিত হইয়াছে। রোমান কাথলিকেরা খৃষ্ট ধর্ম্মকে কি শোচনীয় অবস্থা না পাওয়াইয়াছে! সম্প্রতি চীন দেশে যাহারা রাজবিপক্ষ হইয়া মহান্ উপদ্রব উপস্থিত করিয়াছে, তাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেয়, ইংরাজেরা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রথমে তাহাদিগের জয়পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া এখন আবার তাঁহারাই বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। ফলতঃ উপাসকদিগের স্বার্থপরতা ও মূর্খতা ধর্ম্মের অধিকতর অনিষ্ট করিয়াছে। আমরা যদর্থ অদ্য এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বোম্বাইনগরে সত্যপ্রকাশ নামে একখানি সম্বাদপত্র আছে, তৎসম্পাদক কর্ষণ দাস মুলজী তত্রত্য অন্যতর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের দোষের কথা লিখিয়া [illegible] অক্টোবর তারিখে [illegible] প্রকাশ করেন। প্রধান পুরোহিত যদুনাথ জী ব্রজরত্ন জী আপনাকে কৃষ্ণাবতার বলিয়া পরিচয় দেন এবং [illegible]

ব মা ধর্মোপাসকদিগের স্ত্রী কন্যাদি ল ইয়া [illegible] করিয়া থাকেন। সত্যপ্রকাশে [illegible] পুরোহিতের (ইহাকে মহারাজ বলে) এইসকল দুর্ব্যবহারের কথা লিখিত হওয়াতে মহারাজ তত্রত্য সুপ্রিমকোর্টে নালীশ করেন। সম্প্রতি তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। মহারাজের ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে আর তাঁহাকে মোকদ্দমার [illegible] দিতে হইবে।

ধর্ম পুরোহিত উপাসকদিগের স্ত্রী কন্যাদি লইয়া ব্যবহার করিবেন, ইহা কোন্ ধর্ম শাস্ত্রে আছে? এত দিন অজ্ঞানান্ধকার সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, দুশ্চরিত্রেরা ধর্মনাম কঞ্চুক দ্বারা আবৃত হইয়া যাহা মনে করিয়াছে, তাহাই হইয়াছে। প্রতিবাদ করিবার লোক ছিল না। এখন সে কাল অতীত হইয়াছে। সাহস পুরঃসর ঐ সকল দুষ্প্রবৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিতে পারে এখন এরূপ অনেক লোক হইয়াছে। ঐ সকল বিষয় যত প্রকাশিত হইবে, ততই লোকের হিন্দু ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবে।

বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি উক্ত মোকদ্দমায় আজ্ঞা দিবার সময়ে এই কথা বলেন, "যে বিষয় নীতি বিরুদ্ধ তাহা কখন ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না। যে সকল প্রথার সমাজের মূল পর্যন্ত নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, প্রকাশ্যরূপে তাহার প্রতিবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক।" যদি আমরা অনুধাবন করি, দেখিব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, প্রধান বিচারপতি প্রকারান্তরে ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রচলিত কুসংস্কার পরিত্যাগে যত্নশীল হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের এ অংশে উক্ত মহারাজের ন্যায় ধার্মিক নাই এমন নয়। ভৈরবী চক্র কি? এই চক্রের তান্ত্রিকদিগের সুরা পান ও বারাঙ্গনা সেবন কি অনুমত নয়? [illegible] জনশ্রুতি কোন কোন ভদ্রবংশীয় স্ত্রী লোকও চক্রেশ্বরের আলয়ে দেহ সমর্পণ করেন। নেড়ানেড়ী, কর্ত্তাভজা আউলে প্রভৃতি এ সমুদায় দলে কি কুক্রিয়ার স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হয় না? সত্যপ্রকাশ সম্পাদক এবং [illegible] সম্পাদকদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। যখন ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য হইয়াছে, তখন শ্রেণি বিশেষ অথবা ব্যক্তি বিশেষের মনোরঞ্জন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অপক্ষপাতচিত্তে যাবতীয় দোষের উদ্ঘাটন করা বিধেয়। যে দেশে বিশুদ্ধ ধর্ম ও বিশুদ্ধ প্রথা প্রাদুর্ভূত না হয়, তাহার যথার্থ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

—•••—

লণ্ডন ৬ই এপ্রেল ১৮৬২।

প্রতিযোগিতায় প্রকাশ্যরূপে পরীক্ষা দিয়া সকলে রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইবেন এতৎ বিষয়ক প্রস্তাব ১লা এপ্রেল কোমন্স হাউস সমাজে বিচারিত হয়। হেনেসি সাহেব সমাজে এই প্রস্তাব করেন যে সিবিল সর্বিস সংক্রান্ত যাবতীয় পদ কেবল পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্পিত হয়। যদিও এই প্রস্তাব বিচারার্থ অগ্রাহ্য হইল তথাপি উক্ত বিচার দ্বারা প্রকাশ্য পরীক্ষা বিষয়ে কোন কোন কমন্সবাসীর সভ্যের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়াছে। হেনেসি সাহেব কহিলেন যে পূর্বাপেক্ষা একাল অনেক পদ কেবল অনুগ্রহ বা আত্মীয়তানিবন্ধন প্রদত্ত হইতেছে অতএব উচিত [illegible] কেবল পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। [illegible] সাহেব এই প্রস্তাবের পোষকতায় কহিলেন যে ভারতবর্ষের সিবিলসর্বিস বিষয়ে প্রকাশ্য পরীক্ষার যে আধুনিক রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা ফল [illegible] হয় নাই। পুস্তক কীট নীচকুলজাত ব্যক্তিদিগকে ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা, সিবিল সর্বিসকে নীচকরা মাত্র। তথাপি তিনি চিকিৎসীয় কর্ম সম্বন্ধে হেনেসি সাহেবের পোষকতা করিলেন। [illegible] সাহেব বলিলেন যে পরীক্ষার রীত্যনুসারে কার্য্যার্থীরা অতি [illegible] হন তাঁহারা সাহিত্য ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু রাজকার্য্যে পারদর্শিতা প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব প্রকাশ্য পরীক্ষার রীতি যাবতীয় ডিপার্টমেণ্টে প্রচলিত করা অনিষ্টজনক হইবে। [illegible] সাহেব এই অভিপ্রায়ের পোষকতায় কহিলেন যে পরীক্ষাকালে কার্য্যার্থিদিগের প্রতি যে সকল প্রশ্ন প্রদত্ত হয়, তাহা অতি অযুক্ত। তিনি শব্দশাস্ত্র সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে সভার অন্যান্য সভ্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং [illegible] সাহেব উহার উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন না, ক্ষুদ্র বালকাবধি হইতে উদৃশ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। তদনন্তর লর্ড ষ্টানলি কহিলেন যে প্রকাশ্য পরীক্ষার প্রতি একটিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। প্রথমত কথিত হইয়াছে যে এই রীতানুসারে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক শক্তির পরীক্ষা হয়, কিন্তু ধর্ম প্রবৃত্তি ও শারীরিক গুণের অনুসন্ধান করা হয় না। ইহার উত্তর এই যে কার্য্যার্থিরা শারীরিক স্বাস্থ্য চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। চরিত্র বিষয়ে বক্তব্য এই যে কেবল অভিজ্ঞানপত্র তত আদরণীয় পদার্থ নহে। সকলেই জানে যে অনায়াসে অভিজ্ঞান পত্র লাভ করা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিসের পুরারীতিতে যেরূপে চরিত্রের পরীক্ষা হইত, এক্ষণে সেই রূপেই হইতেছে। বিশেষতঃ যখন একব্যক্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়, তখন সে আপনার সমধিক পরিশ্রমের পরিচয় দিয়া থাকে। একটি প্রধান আপত্তি এই যে প্রাচীন সিবিলদের সন্তানেরা রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে প্রাচীন সেনানীরা যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু কিজন্য তাঁহাদের সন্তানেরা অন্যান্য ব্যক্তির অপেক্ষা সমধিক অনুগ্রহ লাভ করিবে, তাহার কারণ অনুভূত হয় না। প্রশ্নের বিষয়ে কথয়িতব্য এই যে একরূপ প্রশ্ন কিছু সর্বদা প্রদত্ত হয় না। কেবল উপহাস করিবার নিমিত্ত দুই একটি প্রশ্ন নির্বাচিত করা অতি অন্যায়। এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া হেনেসি সাহেবের প্রস্তাব গ্রাহ্য করা উচিত বোধ হইতেছে। তদনন্তর সর [illegible], সদরল্যাণ্ড পাকিংটন্ প্রভৃতি সভ্যেরা বক্-

তা করিলেন। কিন্তু পরিণামে প্রত্যাবর্ত্তী হওয়াই হইল। ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতের অদ্যাপি তিরোভাব হয় নাই।

গ্লাডস্টোন্ সাহেব ব্রিটন্ রাজ্যের আগামী বর্ষের আয় ব্যয়ের এস্টিমেট্ অর্পণ করিয়াছেন। ব্যয় ৭০,০৪০,০০০ পৌণ্ড, আয়, ৯০০০ পৌণ্ড।

নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ এখানে মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত

রোমক পত্তনে এমত জনরব উঠিয়াছে যে পোপ বেগম সমরুকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদের ন্যায় (বৈষ্ণবেরা প্রকাশ্যরূপ রোমান্ কাথলিক মাত্র) রোমান কাথলিক খৃষ্টানেরা মৃত ব্যক্তি বিশেষকে সমধিক ধর্ম্মপরায়ণ বিবেচনা করিয়া গোস্বামী অথবা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে। বেগম সমরু সেই রূপ এক দেবী হইবেন। বেগমের চরিত্র আপনার পাঠকদের মধ্যে অনেকে অবগত থাকতে পারেন। তাঁহার উপপতি দাসীর সহিত হাস্য পরিহাস করিয়াছিল বলিয়া বেগম ঐ দাসীকে এক কাষ্ঠাসনের নিম্নে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন। অদ্য করিয়া বেগম দুইজন উপপতির মনোরঞ্জন করিতেন। পরে বৃদ্ধাবস্থায় তপস্বিনী হয়েন। মনে মনে তাঁহার ঈশ্বরে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, অথচ তাঁহার হস্তে শালগ্রামাদির অবমাননা হইত না। তথাপি, ইটালি প্রদেশে তাঁহার বিস্তর ধন নিহিত হইবাতে বোধ হয় রোমান কাথলিক দেবীরূপে ভবিষ্যৎ কালে বিখ্যাত হইবেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে তপস্বী হওয়া দুষ্কর নহে। একব্যক্তি আজীবন কুপথাবলম্বী থাকিয়া মৃত্যুকালে যদি বলেন আমি প্রভু খ্রিষ্টে বিশ্বাস রাখিয়া মরিতেছি তবে সে দেবতা মেষদিগের সহিত মিশ্রিত হইবে। আমাদের স্বদেশীয় ধর্ম্ম যে ইহার কত অনুরূপ, তাহা আপনার পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

সংপ্রতি একজন সমাচারপত্র সম্পাদক ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পুরুষ ছাত্রেরা যেরূপ কলেজে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, স্ত্রীছাত্রদিগকে সেই উপাধির দিবার নিমিত্ত চেষ্টা হইতেছে।

ইংরাজদের একটি বিশেষ রীতি এই যে উক্ত জাতির ব্যক্তিরা অধমাবস্থ দিগকে উন্নতাবস্থ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন।

একজিবিশন কার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তৎকালে লণ্ডন হইতে দূরে থাকিবেন। ইহা নিশ্চিত বলিয়া শ্রুত হইল যে সম্রাট নপোলেয়ন্ ইংলণ্ডে আগমন করিবেন।

ফরাশীশ দেশীয় বিখ্যাত কবি ও লেখক লামার্টিন্ আমাদের দেশীয় অনেকের আয় ব্যয় সন করিয়াছেন। কবিদের সাধারণ ভাগ্যানুসারে তিনি এক্ষণে দৈন্য দশায় পড়িয়াছেন। এক ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ হইয়া ব্যবস্থাপক সমাজে তাঁহাকে বৃত্তি দিবার নিমিত্ত আবেদন পত্র প্রদান করেন। কিন্তু লামার্টিন ইহা শ্রবণ মাত্র ব্যবস্থাপক সমাজের এক সভ্যকে পত্র লিখিলেন যে ঐ আবেদন পত্র যেন অগ্রাহ্য হয়। কারণ, তিনি বলেন ফরাশীশ লোকেরা যে রূপ রাজশাসন প্রণালী অবলম্বন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি রাজশাসন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে সম্রাটের রাজকোষ হইতে বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। এ ব্যবহার লামার্টিনের উপযুক্ত বটে। আপনার পাঠকদের মধ্যে অনেকে জানেন যে উক্ত কবি সাধারণতন্ত্র পক্ষ লোক।

৯ই এপ্রেল।

মান্চেষ্টরের তুলার ব্যবসায়ীরা পার্লিমেণ্টে অর্পণ করিবার নিমিত্ত এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সূত্রের উপর শতকরা পাঁচ টাকা ও বস্ত্রের উপর শতকরা দশ টাকা যে শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি অন্যায়। তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ী দিগকে কেবল উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ধনীদিগের রাস্তাবন্দী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত, যেহেতু বস্ত্র ব্যবসায়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ অনধিকারচর্চ্চা বিশেষ। আবেদন কারীদের প্রার্থনা এই যে এদেশের ব্যবসায় তাঁদের প্রতি এক চোটা করিবা না দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতিতা করিতেছেন।

১০ই এপ্রেল।

আপান দেশীয় রাজদূতেরা ফরাশীশ দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্যকার তাঁর পত্রে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা মার্সেল্স্, ও লিঅঁ নগরস্থ সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার কৌতুহলের সহিত অবলোকন করিয়াছেন। কোন কোন ফরাশীশ সম্পাদক মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন যে লিঅঁ নগরে উঁহারা বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিতে ভীরুতা প্রকাশ করেন। কিন্তু লেখকদের স্মরণ করা উচিত ছিল যে মিসর দেশে লৌহ বর্ত্ম ও বাষ্পীয় শকট বর্ত্তমান আছে, এবং রাজদূতেরা তথা হইতে আগমন করিয়াছেন। ব্রাইটন্ নগরে অতিরে যে কলাশিল্পিদের রিবিউ প্রদর্শিত হইবে লার্ড ক্লাইড্ অধ্যক্ষতা করিবেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ডাক্তর কার্পেণ্টর সাহেব ইতিহাস তত্ত্ব বিষয়ে এক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা হইতেছে, এবং অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইবে।

মৃত অল্বর্ট বাহাদুরের কীর্ত্তিচিহ্ন স্থাপনার্থ উপযুক্ত টাকা সংগ্রহ হয় নাই, অতএব সাধারণ্যে ভিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রুত হইল যে এক ব্যক্তি ম্যাবিরের বেশে গারিবাল্ডির সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অনুসন্ধান করাতে তাহার নিকট বারুদ ও গুলিপূর্ণ এক পিস্তল দৃষ্ট হইল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে 'রাহাজানি' বিষয়ে বঙ্গদেশের যে রূপ অবস্থা ছিল, এক্ষণে ইটালির কোন কোন অংশের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে।

আর্টেল্ ও গ্রীড্ সাহেব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টর রূপে মনোনীত হইয়াছেন। উক্ত কোম্পানি অদ্যাপি প্রাণ ত্যাগ করেন নাই।

সিন্ধু-রেল-ওয়ে কম্পানি প্রত্যেক অংশ ২০ পৌণ্ড হিসাবে ১২৫০০০ অংশ দ্বারা ৫০০,০০০ পৌণ্ড মূলধন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা [illegible] হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইবে।

আমেরিকা হইতে কোন গুরুতর সংবাদ

করে, প্রতিবাদী গোপনে তাহার এক নৌকা বিক্রয় করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বিষয়ের প্রশ্ন করিলেই সে বলিল, আমি কি জন্য নালীশ করিয়াছি বলিতে পারি না। এইরূপ আরো সে অনেক মিথ্যা কহিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট তাহার দুই শত টাকার জামীন লইয়া মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়াছেন। দেখা যাউক মাজিষ্ট্রেট এথ্যাবাদিতার কি দণ্ড করেন?

৩১এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন, সব আসিষ্টান্ট সরজন ডাক্তার এ, সমমন নিজ পদ ত্যাগ করিয়া এম, ডি, উপাধির জন্য ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতে যান। তিনি ঐ উপাধি পাইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম দিয়াছেন। সব আসিষ্টান্ট সরজনেরা পদত্যাগ করিলেও যদি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম দিবার নিয়ম বদ্ধ হয়, উত্তম চিকিৎসক লাভ দুর্ঘট হয় না।

এক ব্যক্তি ৩৮ গণিত এতদ্দেশীয় সেনাদলের সুবেদার মেজরের প্রাণবধ করিয়াছে। ঐ সেনা দল রাত্রিকালে যাইতে ছিল সুবেদার অশ্বারোহণে তাহাদিগের পশ্চাতে ছিলেন, এমত সময়ে এক বন্দুকের শব্দ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ হত হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। এক জন নায়ককে সকলে হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কারণ সে ব্যক্তি পলায়িত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সুবেদারের পাশ্ববর্ত্তি সেনারা সকলেই বলিতেছে তাহারা হত্যাকারীকে দর্শন করে নাই। সুবেদার বিদ্রোহ কালে গবর্ণমেন্টের সবিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে বধ করাতে অনেকে বলিতেছেন ৩৮ গণিত সেনাদলকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত। ঐ সকল কে এমত পরামর্শ শুনিলেই ব্যাকুল।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন উপনিবেশে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল মজুর স্থির করা হয়, তাহাদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না, তাহাতে অনেকে জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বেই কুলির আড্ডায় প্রাণত্যাগ করে। অনেক সময়ে এরূপও ঘটনা হইয়াছে, পিতা মাতার মৃত্যু হওয়াতে উপায় হীন শিশুদিগকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। সর চারলস উড ভারিনিত্ত স্পষ্টাক্ষরে এই আদেশ করিয়াছেন যে মজুরদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোযোগ দেওয়া হয়। যাহারা প্রাণত্যাগ করিবে উপনিবেশের প্রতিনিধি তাহাদিগের সন্তানগণকে স্বয় গৃহে পুনঃ প্রেরণ করিবেন, অথবা তাহাদিগের যথোচিত ভরণপোষণ করিবেন। গ্রান্টসাহেব মজুরদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিবেন প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা কার্য্যবশতঃ করিতে পারেন নাই। বীডন সাহেব এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

সংবাদ আসিয়াছে গ্রীস দেশের বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছে। রাজকীয় সেনারা বিদ্রোহিদিগের প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক গ্রীসের যাবতীয় লোক রাজা ওথোর প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। প্রজা রঞ্জন করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করা অনেক রাজারই ঘটে না।

ইংলণ্ডে একটা প্রথা হইয়াছে স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহার্থী হইলে বর ও কন্যার নিমিত্ত সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন করিয়া দেয়। তাহাতে আপন আপন বয়স, রূপ, সম্পত্তি প্রভৃতির বিষয় লেখা হয়। সম্প্রতি এক কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তি একদা এই ভাবে এক বিজ্ঞাপন করিয়া দেয় তাহার বয়স অল্প ও বাৎসরিক ৩০০০ টাকা আয় আছে। সে যদি একটি ভাল স্ত্রী পায় বিবাহ করে। এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক স্ত্রী লোক তাহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইল যে সে বিবাহ করিবে না স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার বিবাহ করিবার মানস হইয়াছে। উভয়ে এই রূপ দুই চারি পত্র লেখা লিখি হইলে পর স্ত্রী লোকটী একখানি গ্রামের নাম নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়া পাঠাইল যদি তিনি সেই স্থানে যান ঐ স্ত্রী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পত্র মধ্যে লেখা ছিল, তিনি যখন তাঁহার প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, তখন যেন ছদ্মবেশে যান। নায়ক এই পত্র পাইয়া মহাহৃষ্টচিত্তে রেইলওয়ের শকটে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। কতক দূর যাইতে না যাইতে কয়েক জন ভীমমূর্ত্তি পুলিষ প্রহরী আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। এক দিনের পর প্রকাশ পাইল যে স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপ করিবার জন্য তাহাকে দস্যু বলিয়া পুলিষে সংবাদ দেয়। পাঠকগণ। এটী যথার্থ কৌতুকাবহ ঘটনা কি না?

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক অনুমান করেন, আফগানিস্থানের কয়েক জন দলপতি সরদারের চক্রান্তে তথায় যুদ্ধ ঘটিয়াছে। পারস্যাধিপতির আজ্ঞানুসারে পারস্য সেনাগণ তথায় প্রেরিত হয় নাই, হিরাটের রাজা সুলতান জান পারস্য দেশে সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে রাজকীয় সেনা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক গবর্ণমেন্ট যেন ভাল রূপে অনুসন্ধান না করিয়া যুদ্ধে ব্যস্ত না হন।

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

নেটলাণ্ড সাহেব বণিক সম্প্রদায়ের সহকারী সভাপতি হইয়াছেন। ওয়াল্টন কোট বাকী থাকেন কেন?

পাঠকগণ শুনিয়াছেন বিলাতী শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে সম্প্রতি কতিপয় জন বণিক ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি আমদানি করেন। কষ্টম হাউসের কালেক্টর শুল্ক গ্রহণ করেন, তাঁহারা বোর্ডে আবেদন করাতে তাঁহারা আজ্ঞা করিয়াছেন মুদ্রিত কাগজ ভিন্ন আর সমুদায় কাগজে শুল্ক লওয়া হইবে। ইহার অর্থ কি?

গত বর্ষে বঙ্গদেশে পবলিক ওয়ার্ক হেতু নিম্ন লিখিত টাকা ব্যয় হইয়াছে:—

নূতন কার্য্যে ১৭,৮৫,০৫৯
সংস্কার কার্য্যে ১২,৯৫,৮৩৮
বেতন ইত্যাদি ১০,৯৯,৬৯০

মোট টাকা ৪১,৮০,৫৯;

পবলিক ওয়ার্কের অফিসরদিগের উপর অন্বেষণ করিলে ইহার তিন অংশ বাহির হইতে পারে।

ফরাসীরা আসিয়া খণ্ডে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন চেষ্টায় আছে। কোচিন চীন তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছে। চীন দেশে তাহারা ক্রমে স্থিরপদ হইয়া উঠিতেছে।

আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহারা সবিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া পুন র্বার আপনাদিগের শিবির অধিকার করিয়াছে। নিংপোর নিকটে বিদ্রোহি সেনা আছে কিন্তু তত্রত্য বিদেশীয় বণিক দিগের উপরে কোন উপদ্রব হইতেছে না।

পাঠক গণ শুনিয়াছিলেন, নীলকর মাক অর্থর নম জন পিটর গ্রাণ্টসাহেবের নামে অভিযোগ করেন। গত কল্য সেই মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে উপস্থিত হইয়াছিল। সিটনকার, লসিংটন সাহেব প্রভৃতির জবানবন্দি হইয়াছে। এডবোকেট জেনেরল এই বলিয়া গ্রাণ্টসাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ মাক অর্থরের সংক্রান্ত পত্র প্রকাশ করা হয়। সর বার্ণেস পিকক কোন আজ্ঞা দেন নাই। অপর দিন হইলে আর অপর একটি মোকদ্দমার কথা ছিল [illegible] এতদ্দেশীয় কেহ সেরূপ [illegible] তাঁহাকে অলকারী বলিয়া কারারুদ্ধ করা হইত।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ইংলিসম্যান সম্পাদক [illegible] গবর্ণমেণ্ট অরস্ত্রিয়াবাসিদিগের নিকট হইতে ইনকম টাক্স গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আসাম টি কম্পানির দুইজন ডিরেক্টরের নামে নিম্নলিখিত অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদিগের নাম মাস্ক্ ও কার্টার। ইঁহারা কোম্পানির চারবীজ আপনাদিগের ভূমিতে বপন ও কোম্পানির নানা প্রকার দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়াছেন ও ইঁহাদিগের মজুর আপনাদিগের ভূমি কর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, কার্টার সাহেব অকস্মাৎ কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ জানেন কি মাস্ক সাহেব লণ্ড ডালহৌসি সভার সভ্য [illegible]

ফিনিক্স সম্পাদক পবলিক ওয়ার্কের কর্ত্তৃত্ব প্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে [illegible] এক চোরের প্রাপ্য দণ্ড [illegible] হইবে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

[illegible] গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে সর [illegible] আজ্ঞা দিয়াছেন এক খানি বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই হইতে পারস্য অখাতে মস্কাট, বন্দর, ও বুসাহার হইয়া বসেরা পর্য্যন্ত যাইবে। প্রতিবার ১৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এই প্রকার বৎসরে ৮ বার যাইবে। ইহাদ্বারা বাণিজ্য বিষয়ে উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

মান্দ্রাজ টাইম্স সম্পাদক বলেন মহীসূরের রাজার সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইয়াছে। রাজার সন্তানাদি কিছুই নাই, সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কি হইবে? কেন তিনি জীবিত থাকাতে যাহা হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আছেন।

ফিনিক্সের লণ্ডন স্থিত সংবাদ দাতা বলেন উত্তর সমুদ্রে সুবিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া কারী সর জেম্স রসের মৃত্যু হইয়াছে।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন ইংলণ্ডেশ্বরী শরৎকালে জর্ম্মেণিতে গমন করিবেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন রাও সাহেবকে পঞ্জাব হইতে কাণপুরে বিচারার্থে প্রেরণ করা হইবে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম দুটী যুবা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের মানসে কালনা হইতে পাদরি লালবিহারি দের নিকট আসিয়াছেন। একজন বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি ইঁদেশ থানার দারোগার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম শ্রীরামশঙ্কর ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রীরাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ইনি কালনার গোস্বামিবাটীর দৌহিত্র সন্তান।

মঙ্গলোদয় নামে একখানি নূতন বাঙ্গলা সমাচার পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে। ইহা কলিকাতা মুজাপুর লেন ১০১ নং গৃহে সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহা আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সজ্জন রঞ্জন পত্রের এক জন পত্র প্রেরক কহেন যে ইনকমটাক্স কারণে তিনি যে আয় লিখিয়া দিয়াছিলেন আসেসর তাহা বৃদ্ধি করিয়া [illegible] টাকা টাক্স আদায় করিবার জন্য সরকার পাঠান। তিনি সে সময়ে গৃহে ছিলেন না অবশেষে জামিন ও চোল খরচ সমেত ১৭৷৵ টাকা দিতে হইয়াছে। ইনকমটাক্স ঘটিত এ অত্যাচার সামান্য।

ভাস্কর সম্পাদক বলেন নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের অদ্যাপিও যে বিবাদ রহিয়াছে তাহার কারণ এই প্রজারা অর্থে ও সামর্থ্যে নীলকরদের তুল্য নহে এবং বিচার পতিরা প্রায় নীলকরদিগের আপনার লোক, কোন অভিযোগ হইলে তাঁহাদের পক্ষেই বিচার হইয়া থাকে। এ ত পুরাতন কথা।

পরিদর্শক সম্পাদক শুনিয়াছেন এক কুলীন ব্রাহ্মণের সপ্তম বর্ষ বয়স্ক এক পুত্রের অতি সমারোহ পূর্ব্বক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সময়ে দুগ্ধ পোষ্য বালক রোদন করিতে লাগিল, পরে এক সরকার এক বেত্র হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলে বালক ভয়ে নিস্তব্ধ হইল। এই অবসরে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বাসর ঘরে বর মা, মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কৌলীন্য! তোকে ধন্যবাদ।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন যে কলিকাতায় এক মহাঝড় হইবে ও তাহা ৩ দিন অবস্থিতি করিবে বলিয়া যে জনরব হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন হইল না। বোধ হয় ঝড় পথ ভুলিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিয়া থাকিবে।

অনরেবল ইডন সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন যে আগামি বৎসর যত অহিফেন হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা হইবে না। ঝড়ের জন্য অতিশয় ব্যাঘাত হইয়াছে। কেবল বেহার হইতে ২০,৩৯৮ সিন্দুক এবং বেনারস হইতে ১৩,৮৭৫ সিন্দুক পাওয়া যাইবে।

নীলকর মেক অর্থর বঙ্গদেশীয় ভূতপূর্ব্ব লেফটেনেণ্টগবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের নামে সুপ্রিম কোর্টে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রাণ্ট সাহেবের এক টাকা জরিমানা হইয়াছে, এবং গ্রাণ্ট সাহেবকে মকদ্দমার ব্যয় দিতে হইবে। গ্রাণ্ট সাহেব জব্দ হইয়াছেন, আর নীলের ভাবনা নাই।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার	সিক্কা	কাগজ	৮৯। ৮৯।০
৪ ,,	কোম্পানির	ঐ	৯২॥ । ৭০
৫ ,,	ঐ	ঐ	১০৪। ১০৪।০
৫॥ ,	ঐ	ঐ	১১০। ১১০।০

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

৪ ভাগ। ২৮ সংখ্যা। } সন ১২৬৯ । ১৪ জ্যৈষ্ঠ । ইং ১৮৬২ । ২৬ মে { মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৪ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

ময়মনসিংহের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণ দের পুত্রের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের রীত্যনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত যে একটি বক্তৃতা আমাদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া প্রকটিত হইল না।

উচিত বক্তার পত্রও দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল না।

হিতার্থির পত্রে বড় হিত কথা দেখা গেল না।

নীলকুঠিত অত্যাচার।

আমাদিগের সত্রসমাদৃত মেদিনীপুরের পত্রপ্রেরক নিম্ন লিখিত পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয়েষু!

[illegible] জ্যৈষ্ঠ মাসের তাঁহা আমাদের ...

কিছু দিন হইল মেদিনীপুরস্থ কোন পত্রপ্রেরক আপনার সোমপ্রকাশে অত্রত্য জমীদার নজিরালি খাঁর নীলঘটিত অত্যাচার বিষয়ক ক্রমে ক্রমে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পত্রে এইভাব প্রকাশিত হইয়াছিল যে এক্ষণে আর তত অত্যাচার হইতেছে না। বাস্তবিক আপনার পত্রপ্রেরকের বাক্য বড় মিথ্যা নহে। আমরা এপর্য্যন্ত রামনগর, জাগুল, মনিরগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের প্রজাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবে বাস করিতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আর তাহাদের সেরূপ অবস্থা নাই। তাহাদের বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে পোক্তা নীলবীজ ছড়াইবার উত্তম সুযোগ হইয়াছে। এ সময় নীল বুনানি না হইলে বিশেষ স্বার্থহানি হয় দেখিয়া নজিরালি খাঁর কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের অন্ন পরিগ্রহার জন্য ব্যগ্র সমস্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। তাঁহারা এখণে আঁট ঘাট বান্ধিয়া প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছেন তাহা শ্রবণ বা দর্শন করিলে পাষাণ শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। তারিখ ৪।৫ দিন ঐ কর্ম্মচারীরা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রায় ১ খান লাঙ্গল এবং কতক লাঠিয়াল পদাতী সঙ্গে করিয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রথমদিন তাঁহারা ডনানন্দ স্থানে যাইয়া প্রজাদের সমুদায় ভূমিতে লাঙ্গল দিতে ও নীলবীজ ছড়াইতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ অনুষ্ঠিত হইল। প্রজারা ইতিপূর্ব্বে যে সকল ভূমিতে অন্যান্য শস্য রোপণ করিয়াছিল

হইল। যে সকল প্রজা সাহস মাত্র সহায় করিয়া আপন আপন ভূমি রক্ষা করিতে আসিয়াছিল তাহারা বিলক্ষণ শাস্তি পাইল। অনেকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। " হা! কিন্তু ? আমি একটু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নীল কর্ম্মচারীরা এইরূপ অত্যাচার করিবে পূর্ব্বেই প্রজারা তাহা জানিতে পারিয়াছিল এবং অত্রত্য জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াছিল যে আমাদের নীলচাষ করিতে কোন ক্রমে ইচ্ছা নাই। কিন্তু শুনিতেছি নজিরালি খাঁর নীলকর্ম্মচারীরা জোর করিয়া আমাদের ভূমিতে নীল বুনানি করিবেক এবং তদুপলক্ষে দাঙ্গা হইবারও সম্ভাবনা আছে। অতএব যাহাতে আমাদের ভূমিতে নীল বুনিতে না পারে ও দাঙ্গা না হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। সুবুদ্ধি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে এইরূপ হুকুম দিলেন যে আমি নীলের কিছুই করিতে পারি না, কাহাকে নীল বুনিতে বলিতেও পারি না এবং কাহাকে নিবারণ করিতেও পারি না। তবে দাঙ্গা নিবারণ জন্য পুলিসের লোক পাঠাইয়া দিতেছি। তিনি বিবাদস্থলে উপস্থিত থাকিয়া দাঙ্গা নিবারণ করিবার জন্য দারোগাকে পরওয়ানা দিলেন। দারোগা স্বয়ং তথায় যাইলেন না। অবশ্য রহিলেন)। নায়েব দারোগাকে (পোলাকে) পাঠাইয়া দিলেন নীল প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ ও আক্ষেপ দেখিয়া অন্তঃকরণে একটু দয়ার সঞ্চার হয় বর্ত্তমান পুলিসকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। নায়েব দারোগা দেখিয়া দাঙ্গার জন্য যাহার যাহা কারতে ...

হইতে লাগিল তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছে কাকুড় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যখন লাঙ্গল লইয়া গেল, প্রজারা অশ্রুমুখে আপন আপন ক্ষেত্রের উপর শয়ন করিয়া পড়িল, অমনি নায়েব দারোগা আপন অনুচর দ্বারা তাহাদিগকে তফাত করিয়া দিতে লাগিলেন। [illegible] মধ্যে নায়েব দারোগা প্রজাদিগের বিরুদ্ধে দুই একটি মিথ্যা রিপোর্ট করিতে লাগিলেন। ফলতঃ পুলিশ মোক্তায়েন থাকাতে প্রজাদিগের অধিকতর সর্ব্বনাশ ও নজিরালির পৌষমাস হইয়া উঠিল। নীল কর্ম্মচারীরা পর দিন উক্ত প্রকারে লাঙ্গলে যাইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন। এই রূপে এক এক দিন এক এক গ্রামে যাইয়া দ[illegible] পাড়াইয়া আসিতেছেন। ধামাধরা নায়েব দারোগা সর্ব্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। নীল বাহাদুরেরা যে কত দিনের পর কত গ্রাম ছারখার করিয়া ক্ষান্ত হইবেন তাহা এখন বলিতে পারি না।

কি চমৎকার ব্যাপার! বিচার স্থানের দুই তিন ক্রোশের মধ্যেই একজন সামান্য জমীদারের লোকে অকুতোভয়ে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেছে! আমি তাহাদের সাহসকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। অত্রত্য বিচারপতিরা ও আমার অল্প সাধুবাদের আস্পদ নহেন। দুই তিন ক্রোশের ভিতরে যে সকল ভয়ানক কাণ্ড ঘটিতেছে তাঁহারা তাহার নিবারণ করিতে ও যাথার্থ্য অবগত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। আর কিরূপেই বা হইবেন? [illegible] প্রায় এক জন নায়েব দারোগার নিকট হইতে শান্তিরক্ষা ও যথার্থ সম্বাদ প্রাপ্তির [illegible] আশা করা যাইতে পারে না। এমন স্থলে [illegible] শক্তি ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রেরণ করা [illegible] উচিত ছিল। এখন অনেক সময় [illegible] পার হইয়া তাঁহার [illegible] আমরা [illegible] হার অপেক্ষায় রহিলাম।

পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম দিয়াছেন তাহা কেমন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? তিনি কি বুঝিতে বলিলেন আমি নীলের বিষয়ে কিছুই বলিতে পারি না। অত্যাচার নিবারণ করা, কি রাজকর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? [illegible] এই প্রজা-দিগের সর্ব্বস্ব [illegible] একজন অপরের ভূমিতে জোর করিয়া [illegible] রোপণ করে তাহা কি অত্যাচার নহে? [illegible] পূর্ব্বক প্রজাদের অমতে কেহ নীল বুনিতে [illegible] নায়েব দারোগাকে এরূপ পরওয়ানা দেওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে এক্ষণে নীল ওয়ালা যেরূপ অত্যাচার করিতেছে সেরূপ করিবার বড় পথ পাইত না অথবা সকলই করিতে সক্ষম হইত, ঐ নায়েব দারোগার উপরেই ঐ কার্য্যের ভার পড়িত।

মেদিনীপুর ১৩ই মে।

আজি কালি কেমন হইয়াছে, "অত্যাচার অত্যাচার" এই শব্দ অবিরত শ্রুতিগোচর হইতেছে। যেখানে এক পক্ষে শ্রম ও অপর পক্ষে মূলধন বিনিযোগ সম্বন্ধ, সেই খানেই অত্যাচার। নীলকরেরাত অত্যাচারকারী বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। চা করেরাও নীলকর দিগের অত্যাচারকারিতাজনিত কীর্ত্তির অংশগ্রাহী হইয়াছেন। হরকরার নিজ পত্রপ্রেরক বেহারের অহিফেনকৃষিব্যাপৃত ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃত অত্যাচার বৃত্তান্ত লইয়া তুমুলকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন; আমাদিগের নূতন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর [illegible] সাহেব উহার অনুসন্ধান ও নিবারণ চেষ্টাদ্বারা নূতন লব্ধ নিজ পদের গৌরব বর্দ্ধনে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদিগের পত্র প্রেরকেরাও নিশ্চিন্ত নহেন। কোন স্থানে কে কি অত্যাচার করিতেছে, সত্বর তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিয়া দিতেছেন।

এক্ষণে এইপ্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে এখন রাজপুরুষদিগকে অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে অধিক যত্নশীল দেখা যাইতেছে, কোথায় উহার নিবারণ হইবে, তাহা না হইয়া দিন দিন উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল! ইহার কারণ কি? এখনকার লোক কি অত্যাচারকারী হইয়াছে? অথবা, আমাদিগের [illegible] অধিক [illegible] হইতেছে, তাহাদিগের অনুভবশালিতা শক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে? পূর্ব্বে অত্যাচারকারী ছিল না, এখনকার লোকেরাই অত্যাচারকারী হইয়াছে, এ অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য। কালভেদে অনুভবশালিতার তারতম্য হইয়াছে, এ কথাও শ্রোতব্য নহে। তবে যে এখন অন্যকৃত অত্যাচার বার্ত্তা অহরহঃ আমাদিগের শ্রুতি মূলের উদ্বেগ জন্মাইতেছে, তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ উপস্থিত লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে দুর্ব্বলেরা মনে করিত প্রবলদিগের অত্যাচার সহ্য করিবার নিমিত্তই তাহাদিগের জন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং তাহারা পূর্ব্বে অত্যাচারকে অত্যাচার বলিয়া জ্ঞান করিত না, যাহারা মনের তাহা বুঝিতে পারিত, তাহারাও ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিত না। এখন আর অত্যাচার সহনশীল ব্যক্তিদিগের সে অবস্থা নাই। এখন অত্যাচারকে অত্যাচার বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং সেই অত্যাচার বার্ত্তা প্রচার করিয়া দিবারও আর তাদৃশ বাধা নাই। তন্নিবন্ধনই "অত্যাচার অত্যাচার" এই শব্দ অজস্র আমাদিগের শ্রুতি মূলে প্রবিষ্ট হইতেছে।

যদ্রূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোন রূপে এরূপ বোধ হইতেছে না যে অত্যাচারস্রোত শীঘ্র রুদ্ধ হইবে। যাবৎ সেই অত্যাচার সম্যক রূপে নিবারিত না হইতেছে, তাবৎ দুর্ব্বলদিগের জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন নিষ্ফল হইতেছে সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলদিগের এই অবস্থা দর্শন করিয়া বাইবলবর্ণিত আদমের অবস্থা আমাদিগের স্মৃতিপথে অধিরূঢ় হইতেছে। বাইবেলে বলে, ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করিয়া ইডেন নামক উদ্যানে রাখিয়া দিলেন এবং ঐ উদ্যান মধ্যস্থিত জ্ঞান অমৃত স্বরূপ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নি-

...ছিল। ... তাঁহার মা ...ের অথবা ... কোন প্রজার প্রতি ... হইলে সেই প্রজাকে ... অভিপ্রায়ে বাকী খাজানার ছল করিয়া মিথ্যা পঞ্চম ও স... গ্রস্ত করিয়া তাহাকে এককালে উৎসন্ন করিতেন। তদ্ভিন্ন প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া চুণের গুদামে রুদ্ধকরা এবং লৌহকীলাবৃত উপানৎ প্রহারাদিও অসচরাচর ছিল না। ১০ আইন হইয়া অবধি তাঁহাদিগের হস্ত রুদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে সকল প্রজা দুষ্টতা করিয়া কর না দেয়, তাহাদিগেরও শাসনের সদুপায় হইয়াছে। বাকী খাজনার যথারীতি নালিশ হইলে এবং যথাবিধি প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইলে দুষ্টের আর অব্যাহতি পাইবার যো থাকে না।

মার্শমন, করিসাহেব প্রভৃতি উল্লিখিত আইনস্থিতির মূলকারণ। বহুকালাবধি তাঁহারা বহুতরপ্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহার সংগ্রহার্থ অনেক অনুসন্ধানকষ্ট ও অনেক পরিশ্রম হইয়াছিল, তাহাতেই ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু নীল ও জমীদারদিগের দুশ্চেষ্টা ইহাকে পুনরায় মলিন করিয়া তুলিতেছে। প্রজাদিগের বহুকালের আশালব্ধ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। জমীদারেরাও অত্যাচার করিবার পুনরায় পথ পাইতেছেন।

সংশোধিত আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, জমীদারেরা কর না লইলে প্রজারা কালেক্টরিতে কর জমা করিয়া দিবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর না দিলে প্রজাদিগের শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে অর্থ দণ্ড হইবে। জমীদারেরা যদি প্রজাদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে কর না লন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে এবং তদ্বিষয়ে দোষ লক্ষিত হইতেছে না। বর্ত্তমান ইহা প্রশংসনীয় হইয়াছে। আমরা বহুদিন অবধি এবম্বিধ ...ের ভূয়োভূয় অনুরোধ করিয়া আ...ছি। কিন্তু দুটি নিয়ম অত্যন্ত অনি...রিয়া উত্থাপন ...তেছে। ..., জমীদারেরা করগ্রহণ না করিলে প্রজাদিগকে যদি কালেক্টরিতে কর দাখিল করিতে হয় তাহাদিগকে ইষ্টাম্পে আবেদন করিতে হইবে, জমীদারেরা সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন না। দ্বিতীয়, জমীদারেরা আপন ইচ্ছায় নিজ নিজ ভূমি জরিপ করিতে পারিবেন। প্রজারা জরিপের সময়ে উপস্থিত থাকে ভাল, নচেৎ তাহাদিগের অনুপস্থিতিকালে জরিপ হইয়া তদনুসারে কর ধার্য্য হইবে। এই নিয়মটী বহুবিধ অনর্থের প্রসূতি হইবে সন্দেহ নাই। জমীদারদিগের ইচ্ছাই বলবতী হইবে। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে কর ধার্য্য হইবে, প্রজারা প্রতিবাদ করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। প্রজারা যদি জরিপের সময়ে উপস্থিত না হয়, তথাপি জরিপ হইবে এ নিয়ম করিতে হইতেছে কেন? প্রজাদিগের দুষ্টতাই তাহাদিগের অনুপস্থিতির কারণ এইটী না বুঝিয়া সেকন্দরীগঞ্জ, শ্যামচাঁদ ও লৌহকীলাবৃত উপানৎ এই গুলিকেই কারণ বলিয়া গণনা করিলে ব্যবস্থাপকদিগের বহুদর্শিতা প্রদর্শিত হইত সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাপক সভা আগামি সেসিয়নে এই অনিষ্টকর ধারাটির পরিবর্ত্ত করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে। অনিষ্ট ঘটিলে তন্নিবারণ চেষ্টা অপেক্ষা যাহাতে তাহা ঘটিতে না পারে সেই চেষ্টাকরা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

এস্থলে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য আছে। নীলকরেরা এবং তাঁহাদিগের পক্ষ সম্পাদকেরা চেষ্টা পাইয়াছিলেন ... না দিলে প্রজাদিগের জমা বাজেয়াপ্ত হইবে; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন ...নির্দ্দিষ্ট ক্রমে টাকা লওয়া হইবে। প্রজারা যদি কিস্তি কিস্তিতে না দেয় এবং তাহাদিগের অন্য অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত না হয়, সে যে জমা বিক্রীত হইবে ...। এদেশে এইরূপ কতক গুলি লোক ...সিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের ... লোপ করিয়া তাহাদিগকে চিরদিন দাস জীবী করিবার চেষ্টায় আছেন। ব্যবস্থাপক সভা যে তাহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহাদিগের গৌরবের বিষয় নয়, ভারতবর্ষের ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। অধিক কি যে দিন প্রজারা ভূমির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া দৈনিক শ্রমজীবী হইবে, সেই দিনই নিশ্চয় জানিবে ভারতসূর্য্যের শেষ হইল।

জমীদারেরা যদি দুষ্টতা করিয়া কর গ্রহণ না করেন, প্রজারা কর কালেক্টরিতে জমা করিয়া দিবে। এই নিয়মটী দ্বারা বিশিষ্ট উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে। যদি কালেক্টর ও ডেপুটিকালেক্টরেরা অকপট চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, এবং নীলকরেরা অসঙ্গত কর লইবার আশা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে নীল সংক্রান্ত বিবাদের শেষ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া উঠিল, ভারতবর্ষীয় সভা ১০ আইন সংশোধনের যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদুল্লেখ অদ্য দুর্ঘট হইল বোধ হয় পাঠকগণ আগামি বারে দেখিতে পাইবেন।

বঙ্গীয় বিষাণ মন্ত্রাবলী।

আমরা এই নামের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি: ইহা আমাদিগের হৃদয়ে অকুতুল্য কৌতুক জন্মাইয়া দিতেছে ইহাতে সাপের ভূতের ও ডাইনের মন্ত্র প্রভৃতি অনেক গুলি মন্ত্র আছে। এগুলির যেমন ছন্দ, তেমনি রচনা, তেমনি ভাব ও তেমনি ... যোজ ...

নাই। ঐ গুলি অযত্নপূর্ব্বক পতিত হইলে মৌনমুখ ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ কি ... ভেদ করিয়া যেত বিলাপ বিকিরণ করে। ... এই মন্ত্র গুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নাম নাই, কি উদ্দেশে ইহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশিত হয় নাই। এই মন্ত্র গুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, ইহার উদ্ধার করিলে জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইবে, এ বিবেচনা করিয়া প্রচারয়িতা যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি মুদ্রিত করিয়াছেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। যাহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আজিও এরূপ নির্ব্বোধ আছেন, আমাদিগের এমন বিশ্বাস নাই। এদেশীয়েরা আজিও উল্লিখিত নির্ব্বুদ্ধিকৃত মন্ত্রে শ্রদ্ধা করেন, এই বলিয়া উপহাস করা অথবা ইহাঁদিগের এই নির্ব্বুদ্ধিতা দর্শন করিয়া ক্ষোভ করা, প্রচারয়িতার উদ্দেশ্য হইতে পারে। যে উদ্দেশ্য হউক, উল্লিখিত মন্ত্রে বিশ্বাস থাকাতে এদেশীয়দিগের বহুগুণ অনিষ্ট ঘটিতেছে। উল্লিখিত মন্ত্রে বিশ্বাস থাকাতে এদেশীয়দিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতাবর্জ্জিত হইয়া হীন দশা প্রাপ্ত হইতেছে এই মাত্র অপকার নয় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ দুশ্চিকিৎস্য রোগ-গ্রস্ত হইলে উল্লিখিত মন্ত্র প্রতারকেরা রোগীকে ভূতাবিষ্ট অথবা ডাইনদষ্ট বিবেচনা করিয়া ঔষধাদি সেবন প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোজা ডাকাইয়া ঝাড়াইতে আরম্ভ করেন। রোগী অচিরকালমধ্যে কেবল রোগের নয় যমদূত রোজারও হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে। এত শীঘ্র মুক্তিলাভ করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। এক, রোগের চিকিৎসা হইল না। দ্বিতীয়, ক্রমাগত রোজাদিগের নিদারুণ আঘাত।

বিদেশীয় পাঠকগণ ভ্রান্ত মনে করিবেন, এদেশের কি সুবুদ্ধি, কি নির্ব্বুদ্ধি, কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলে উল্লিখিত মন্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহা নহে। সুশিক্ষিতদিগের কথাই ত নাই, বুদ্ধিমান্ লোকেরাও ঐ সকল মন্ত্রে প্রত্যয় করেন না। কিন্তু কি সুশিক্ষিত, কি বুদ্ধিমান প্রায় কেহই সম্পূর্ণ রূপে পীড়া কালে স্বগৃহে উক্ত মন্ত্র প্রবেশ নিষেধ করিতে পারেন না। অজ্ঞ ও নির্ব্বোধদিগেরই উল্লিখিত মন্ত্রে দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে। সুশিক্ষিতদিগের গৃহেও সেই নির্ব্বোধ ও মূর্খ লোকের অপ্রতুল নাই। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে প্রায় মূর্খ, তদ্ভিন্ন ভদ্র গৃহে অনেক অশিক্ষিত পুরুষও আছে।

আমরা যে সকল মন্ত্রের প্রসঙ্গ করিয়া অদ্য লেখনী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে। ভূতের ও ডাইনের মন্ত্রের বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। ভূত ও ডাইন বলিয়া বাস্তবিক পদার্থ আছে, এ কথা প্রামাণিক লোকে স্বীকার করেন না। উহা ঐতিহ্য মাত্র। দেশ যতদিন অজ্ঞ থাকে, তত দিনই ঐ সকল কল্পিত পদার্থ বাস্তবিক আছে বলিয়া লোকের সংস্কার থাকে। সেক্সপিয়রের সময়ে ইংলণ্ডে ঐ সংস্কারের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। উপহাস করিবার উদ্দেশেই তিনি নিজ গ্রন্থে তাহার বহুল প্রসঙ্গ করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ রূপে উহার তিরোভাব হইয়াছে। বাইবলে যে ভূতের কথা আছে, বাইবল ব্যাখ্যাকর্ত্তারা তাহারও অন্য অর্থ করেন। মূল যখন অসত্য হইল, তখন ভূত ও ডাইনের আবেশমন্ত্রের সত্য হইবার সম্ভাবনা কি?

এক্ষণে সর্পমন্ত্রের সত্যাসত্যতার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করিতে গেলে মন্ত্র কখন সত্য হইতে পারে না। স্বভাবতঃ আমাদিগের পীড়া প্রভৃতি যে সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে, তৎপ্রতিকারের ঔষধাদি রূপ নৈসর্গিক উপায় সৃষ্ট হইয়াছে। মন্ত্র ঈশ্বর সৃষ্ট নয়, মনুষ্য সৃষ্ট, অতএব ইহা কোন ক্রমেই নৈসর্গিক উপায় বলিয়া অবলম্বিত হইতে পারে না। অপর, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যে সমস্ত মন্ত্রকে অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সর্পাদি মন্ত্র তন্মধ্যে নিবিষ্ট নহে। ইহা বেদোক্ত নয়। বিশেষতঃ অশুচি জাতির মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যে যে জাতি অস্পৃশ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সেই চাণ্ডালাদি অশুচি জাতিই সর্পাদিমন্ত্রপ্রয়োক্তা।

অজ্ঞ লোকদিগের প্রবোধার্থই আমাদিগকে এত কহিতে হইল, সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই সামান্য বিষয় লইয়া অধিকতর আড়ম্বর দেখিয়া বিরক্ত হইবেন সন্দেহ নাই, আর বাড়া বাড়িতে প্রয়োজন নাই। আমরা গুটি দুই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখুন, যদর্থে এই মন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার তৎপ্রতীকারে সামর্থ্য আছে কি না?

আত্মসার।

অর্থাৎ আপনাকে ঝাড়ন।

টাঁ। টাঁ। টাঁ। টিপ্‌টিপি, কা। পুল নি হাপাট কঁ ইঁ কঁ, চাহিত বিষ নাই, নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞায় নাই। সাতবার এই মন্ত্র বলিতে হয়।

বিষঝাড়ের মন্ত্র।

রোজা এইমন্ত্র ৭ বার পাঠ করিয়া ফুৎকার করিয়া থাকে।

মা পুছলি সকল চলি কাজন বিষ তোমার কি, আই বিষ কাল কালাসে বিষ মাসকাশ করি চলি পাইসে করি নিকিলিয়া করে, কাল কুটিল, সাপের বিষ চতুর্দ্দিগ মুখ চাঁদ সর্পাকুল, সেই থানে সংবলি, হর, চৌষট্টি সাপের বিষ তোমার দিগে মুখ মে।

হিন্দি ভাষায় ঝাড়ন।

এই মন্ত্র ১৭ বার বলিলে বিষ ক্ষয় হয়।

মোহন নচরী শোকুনতি, বাজ্জানি সাপ

টম গুণ্‌তি অঠলা পালট কোড়া নাম বিষ, তেহজাতি কোন কোন বিষ অকতুল, চিতাতেই মারা পড়ে, ঈজল উড়েতি তি যোড়াচিতি সং থারিণি সোমাচিতি, কালচিতি কুথরিতি, কম ল কোন কোন সাপ থাইলে বিষ চুযোষে যোপাব আড়ম, উক্ত বিষ যাক পিয়া, মার বিষ মা ব চোষে ঠিক বিষ তোর্থ র দিংশ মুখে থা মুখে ক আছু।—

এই প্রস্তাব লিখন সাঙ্গ হইলে পর এদেশে ডাইন প্রভৃতি আছে বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, হাতে হাতেই আমরা তাহার এক উদাহরণ পাইলাম। ডাইন বলিয়া রূপীনামে একটি স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ করা হইয়াছে। সদর রিপোর্ট দ্বারা জানা গেল, রূপীর প্রতিবেশী এক ব্যক্তির পীড়া হইলে কোন রূপে তাহার পীড়া শান্তি না হওয়াতে সকলে কহিল রূপী ডাইন তাহাকে খাইয়াছে, তন্নিমিত্তই তাহার পীড়া ভাল হইতেছে না। ঐ কথা শুনিয়া তাহার দেবর তাহাকে এমনি নিদারুণ প্রহার করে যে সে তাহাতেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

লেপ্‌টেনন্ট গবর্ণর গ্রান্ট সাহেব ও নীলকর মাক অথর।

লক্ষ্মীপাড়া নীলকুঠীর সহকারী কার্য্যসম্পাদক জন মাক অর্থর সাহেব অথবা নীলকর সভা গত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর জনপিটর গ্রাণ্ট সাহেবের নামে সুপ্রিম কোর্টে যে অভিযোগ করেন, তাহাতে প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পিকক সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের এক টাকা দণ্ড করিয়াছেন। গত বারে এ সমাচার পাঠকগণের গোচর করা হইয়াছে।

সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস সাহেব লঙ সাহেবের মকদ্দমায় যে দণ্ডাজ্ঞা দেন, তাহা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় আঘাত করে, এবারে সর বার্ণেস পিককের আজ্ঞা রাজকর্ম্মচারিদিগের স্বাধীনবাদিতার ব্যাঘাত করিয়াছে। পাঠকগণ অগ্রে অভিযোগপত্রটী শ্রবণ করুন। উল্লিখিত কুঠীর অধীন প্রজাদিগের সহিত একদা কুঠীর কর্ম্মচারিদিগের বিবাদ হয়। প্রজাগণের সহিত বিরোধকালে কুঠীর কর্ম্মচারীরা যত ন্যায়ানুগত ও বৈধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অবিদিত নাই। বিবাদের পর নদীয়ার কমিসনর লসিঙটন সাহেব এই রিপোর্ট করেন, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে উপস্থিত বিবাদে কুঠির সহকারী কর্ম্মচারী মাক অর্থর সাহেবের সহকারিতা আছে। পশ্চাৎ ঐ মকদ্দমা সদর আদালতে যায়। অত্যাচার কারী বলিয়া যে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, সদরের জজেরা সাক্ষিবাক্যে অনৈক্য দর্শন করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। গ্রাণ্ট সাহেবের অপরাধ এই, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের যে সকল কাগজ পত্র একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, লসিঙটন সাহেবের উল্লিখিত রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর পুস্তক মুদ্রণ কালে তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার পতি যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, তাহাও পাঠকগণের অগোচর রাখা বিধেয় হইতেছে না। তাঁহার অভিপ্রেত যুক্তি এই, রাজকর্ম্ম চারিদিগের আপনং এলাকার মধ্যে যে সকল ঘটনা হয়, তাহা উপরি পদস্থ ব্যক্তিদিগের গোচর করিবার বিষয়ে তাঁহাদিগের অধিকার আছে। কিন্তু যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা হয়, রাজ কর্ম্মচারিদিগের বিজ্ঞাপিত তেমন বিষয় প্রকাশ করা বিধেয় নহে। তাদৃশ বিষয় হাউস অব কমন্সের আজ্ঞানুসারে প্রকাশিত হইলেও প্রচারকারিকে দণ্ডনীয় হইতে হবে। উপস্থিত বিষয়ে মাক অর্থরের নিন্দা সূচক বাক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সদরের জজদিগের মতে তাহা সপ্রমাণ হয় নাই।

গ্রাণ্ট সাহেবের নামে অভিযোগ আর উপস্থিত অভিযোগ একটীই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের জজেরা ইহা গ্রাহ্য করিয়া কেবল আপনাদিগের চিত্ত দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছেন এরূপ নহে সুপ্রীম কোর্টের বিচার যে সময়ে সময়ে বিড়ম্বনা মাত্র হয়, তাহারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যদি যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা করা যায় যে ব্যক্তি বাস্তবিক নির্দ্দোষ, যদি কেহ বিদ্বেষ বশতঃ তাহার অনিষ্ট করিবার উদ্দেশে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে, অপবাদকারী দণ্ডনীয় হয় সন্দেহ নাই। আর যাহার বাস্তবিক দোষ আছে, যদি কেহ তাহার অপবাদ করে, তাহার দোষ প্রমাণ হউক না হউক অপবাদকারী দণ্ডনীয় হইতে পারে না। কিন্তু আইনে ইহার বিপরীত বলে, বাস্তবিক দোষীর অপবাদকারীও দোষ প্রমাণ করিয়া দিতে না পারিলে দণ্ডনীয় হন। অন্যে অকারণ লোকের অপবাদ দেয় বলিয়াই এই আইন দোষ জন্মিয়াছে। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে ঠিক এইরূপ হয় না। তাঁহারা দোষী ব্যক্তির দোষের প্রমাণগত বৈকল্য দর্শন করিলেও মকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক যাবতীয় বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মে, তাঁহারা তাহা প্রচার করিতে পারেন। তাঁহাদিগের এ অধিকার না থাকিলে আপীল বিধি বিফল হইয়া যায়। জজেরা আপীলের মকদ্দমায় যদি নিম্ন পদস্থ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সংস্কারের কথা প্রচার করেন, তাঁহারা কি দণ্ডনীয় হইবেন? উপস্থিত স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অন্যের সংস্কার বিষয়ই প্রচার করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ আইনে দোষ হইলেও যখন বিচারপতি বুঝিতে পারেন অপবাদকারীর অভিসন্ধি দুষ্ট নয়, তখন দণ্ড করা কি ন্যায়ানুগত কর্ম্ম? সর্ব্বত্র আইনের অক্ষরার্থের অনুসরণ করা সুবুদ্ধি বিচারকর্ত্তার কর্ত্তব্য নহে। সমুদায় দোষীর দোষ কি সপ্রমাণ হয়? বাস্তবিক মাক অর্থর উল্লিখিত দোষে লিপ্ত

ছিলেন, প্রবল লোক [illegible] আবার দোষ সপ্রমাণ হইল না, [illegible] অবস্থা বিত রহে। অপর, লাক গবর্ণর স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, উল্লিখিত অপবাদ নিবন্ধন তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, তবে দণ্ড কেন? অনিষ্টকারিতা বিবেচনা করিয়াই দণ্ড বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যদি বাস্তবিক অপরাধী হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি মকদ্দমার লঘুভার ন্যায় দিবার অনুজ্ঞা হইল না কেন?

শুভকরী পত্রিকা।

এই নূতন পত্রিকার একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পাঠ করিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলাম। বালিগ্রামের কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ইহার প্রণয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা মাসে মাসে একবার করিয়া বাহির হইবে। ইহাতে যে কয়েকটি বিষয় যে রীতিতে লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্টবোধ হইতেছে, কয়েকজন ভাল লোক এতৎসম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা যদি প্রথাদর না হন, এই পত্রিকার নাম অব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই। ইহার স্থায়িতা বিষয়ে আমাদিগের অল্পমাত্রও সংশয় জন্মিতেছে না। মাসিক চারি আনা মাত্র মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। স্বল্পকাল মধ্যে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইলে কোন্ ব্যক্তি গ্রহণ করিতে অভিলাষী না হইবেন? আমরা এই পত্রিকা হইতে একটি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ ইহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝিতে পারিবেন।

বানরের অনুচিকীর্ষা।

স্পেন দেশস্থ কোন সামান্য ব্যক্তি নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেখিল যে কিছুতেই উত্তম রূপে জীবিকানির্বাহ হয় না। অবশেষে মুসলমানদের দেশে গিয়া টুপি বিক্রয় করিবে এই স্থির করিল। অনন্তর তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল তাহা টুপি ক্রয়ে নিঃশেষিত মুসলমানেরা পাগড়ির মধ্যে যেরূপ লাল টুপি পরিয়া থাকে সেইরূপ কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া আফ্রিকা দেশে প্রস্থান করিল।

একদা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া একাকী ঐ বিদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইয়া উঠিল। মধ্যাহ্নকালে আফ্রিকা দেশে প্রচণ্ড রৌদ্র হইয়া থাকে। পথিক আতপে তাপিত হইয়া বিশ্রামার্থ একটী বৃক্ষছায়ায় শয়ন করিল এবং শয়ন করিবার পূর্ব্বে একটী টুপি বাহির করিয়া মস্তকে দিল। বেলা অপরাহ্ণ হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখে যে বৃক্ষের সমুদায় শাখায় অসংখ্য শাখামৃগ লোহিত বর্ণ টুপি পরিধান করিয়া স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছে।

বানরেরা পথিককে টুপি মাথায় দিতে দেখিয়াছিল এবং সে নিদ্রিত হইবামাত্র তাহার টুপিগুলি বহিষ্কৃত করিয়া সকলেই এক একটী মাথায় দিয়াছিল। সুবোধিত পথিক তদ্দর্শনে শোকে অধীর হইয়া শিরে করাঘাত করত হাহাকার করিতে লাগিল এবং বিরক্ত হইয়া মস্তকের টুপিটী ভূতলে নিক্ষেপ করিল. কি আহ্লাদ! পথিককে টুপি ফেলিতে দেখিয়া বানরেরাও তৎক্ষণাৎ সকলে স্ব স্ব মস্তকের টুপি ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তখন পথিক যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া টুপিগুলি সংগ্রহ করিয়া লইল।

কোন কোন দেশে নিম্ন লিখিত উপায়ে বানর ধরিয়া থাকে। তত্রত্য লোকে একটী পাত্রে জল রাখিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করে, পরে সেই পাত্রে তরল আঠা পূর্ণ করিয়া কিছু দূরে চলিয়া যায়। বানরেরা তদ্দর্শনে আপনারাও মুখ প্রক্ষালন করিতে আইসে এবং যেমন ঐ আঠাদ্বারা মুখ ধৌত করে, অমনি তাহাদের পক্ষ্ম সকল জুড়িয়া যায়, সুতরাং অন্ধবৎ হইয়া তাহারা আর পলাইতে পারে না। তখন সহজেই তাহারা ধৃত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার বানরদের মধ্যে একবার বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে কোন ডাক্তার তন্নিবারণার্থ এই উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি দুই তিনটী বানরের হস্তপদ [illegible] বৃদ্ধ বানরের সাক্ষাতে উহাদের গোমসূর্য্যাধান করিয়া দিলেন। তিনি যাহা করিলেন বানরটী তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিল। তৎপরে ডাক্তার মহাশয় একটি ছোট বানর, কিছু বীজ, ও এক খানি ছুরিকা তথায় রাখিয়া গেলেন। যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহাই ঘটিল। ডাক্তার মহাশয় অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন যে ঐ বৃদ্ধ বানর সেই বানরশাবকের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া গোমসূর্য্যাধান করিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বানরেও ঐ চিকিৎসা শিখিল এবং সকলেই গোমসূর্য্যাহিত হওয়াতে দুরন্ত বসন্ত রোগ শীঘ্র নিবারিত হইল।

একজন কোন দেশে কতকগুলি নৌকার অধ্যক্ষ হইয়া একটি দ্বীপে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে দন্ত ধাবন করিতেন। কিছুদিন পরে দেখিলেন একটি বানর তাঁহার মত দন্তধাবন করিতেছে, আর কিছুকাল গত হইলে দেখিলেন যে শত২ বানর নদীর তটে এক একটি উদ্ভিজ্জ শাখা হস্তে করিয়া রীতিমত দন্ত ধাবন

বিবিধ সংবাদ।

৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আউড গেজেট সম্পাদক কহেন তথায় এক বাটীতে দুই লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং হীরক পাওয়া গিয়াছে। ঐ বাটীটি বেগমের, অধিকাংশ অলঙ্কারে তাঁহার নাম খোদা আছে।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন গ্রাণ্ট সাহেবের মোকদ্দমা বিষয়ে গত শনিবার যে লেখা হয়, তাহাতে ভ্রম হইয়াছিল, খরচা ও এক টাকা দিতে হইবে না, কেবল ক্ষতি পূরণ জন্য ১টাকা মাত্র দিবেন। ফিনিক্সের ভ্রান্তি বশতঃ সোমপ্রকাশেও ভ্রম হইয়াছিল।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি মুসলমানেরা বীডন সাহেবকে এক এড্রেস দিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাহার উত্তর দান কালে কহিয়াছেন যে এতদ্দেশের বালকদের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ রূপে মনোযোগী হইবেন.

[illegible]

অন্য সকলের বত্নবান হওয়া উচিত। সকলে আগে মুসলমানদিগকে আলবোলা ছাড়াইবার চেষ্টা করুন, পশ্চাৎ লেখা পড়া শিখাইবেন।

দিল্লী গেজেট সম্পাদক বলেন ঝিলমে ই যে অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক শুনিয়াছেন, কানিং ফণ্ডে ৪৩১০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

শুনা গেল শোণ নদের সেতু নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে।

অন্যতর ইউরোপীয় সমাচার পত্রে দৃষ্ট হইল পূর্ণফিল্‌ড নামে এক স্থানের এক কারখানায় একটি চোং ফাটিয়া প্রায় ২৩জন লোক মারা গিয়াছে।

বীরভূমের অন্তঃপাতী কুণ্ডলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তথায় এক জন ভদ্র সন্তান ৩০ টাকা পণ লইয়া পাঁচ মাসের একটী কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। কন্যা ক্রয় বিক্রয় প্রথা ও বাল্য বিবাহ উভয়ই ...স, তখন এরূপ ঘটনা বিস্ময়

৮ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

আলেক জণ্ডার মোক্তার নামে এক ব্যক্তি ফিনিক্স পত্রে লিখিয়াছেন যে তিনি পূর্ব্বে সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ছিলেন কিন্তু উপাধি লাভের নিমিত্ত বিলাতে পরীক্ষা দিতে গমন করেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই কর্ম্ম আবার দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক সমাচার পাইয়াছেন যে লার্ড কানিং আলেক জণ্ড্রিয়া হইতে ২৪এ এপ্রেল মারসেলিজ নগরে যাত্রা করিয়াছেন। এই স্থানে আউটরাম সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ হইতে বেপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ফিলিপ রজার নামে এক জন আফিসর ভূমিকার গুলির দ্বারা মানুষ মরে কি না এই ... মির খাঁ নামে এক ভৃত্যের গাত্রে লেপ দিয়া গুলি করেন। প্রথম গুলিতে কিছু হয় নাই কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐ রূপ গুলি করাতে তাহার পায়ে অতিশয় আঘাত লাগে। গুলিক্ষেপ কর্ত্তার অপরাধের বিচার হইয়া ৩ মাসের কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু বিচার পতিরা প্রধান সেনাপতি ক্ষমা করেন এই অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেনাপতি ক্ষমা না করিয়া কহিয়াছেন যথোচিত দণ্ড হয় নাই। পরীক্ষার জন্য এ তাদৃশ গর্হিত কর্ম্ম করা অতিশয় অনুচিত হইয়াছে। গুলি পায়ে না লাগিয়া চক্ষে কিম্বা বুকে লাগিলে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা ছিল। আফিসরদিগের অনেকেই প্রায় ঐ রূপ হত-বুদ্ধি হন।

৯ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

হরকরা সম্পাদক ম্যাকে সাহেবের নামে অপবাদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া ম্যাকে সাহেব তাঁহাকে উকীল দ্বারা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যদি তিনি নিজ অপবাদ ক্ষালন না করেন, তাঁহার নামে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ হইবে। এই বারে হরকরার সাহসিকতা ও সত্য সম্বাদ সংগ্রহ করিবার পরিচয় হইবে।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত অচিহ্নিত কর্ম্মচারিরা এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন যে তাঁহাদিগের ১০০ টাকার অধিক বেতন নাই, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের তুল্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তবে ইউরোপীয়দিগের অধিক এবং তাঁহাদিগের কম কেন? গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও কেন এই সঙ্গে যোগ দিন না।

বোম্বাই নগরে সর বার্টল ফ্রিয়র নিয়ম করিয়াছেন, যাঁহাদের পায়ে যোজা আছে তাঁহারা চর্ম্ম পাদুকা লইয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীতে আসিতে পারিবেন, কিন্তু যাঁহারা যোজা ব্যবহার না করেন, তাঁহাদিগকে জুতা খুলিয়া আসিতে হইবে। এ কথা বড় মন্দ হয় নাই। মন এক বারে পরিষ্কার হয় না।

স্যাটরডে রিভিউ সম্পাদক কহেন, পারস্য হইতে নিশ্চিত সমাচার পাওয়া গিয়াছে। আফজল খাঁ নামে হিরাটে একজন রাজা আছেন। তিনি সমুদায় আফগান স্থান জয় করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ মৃত প্রায় হইয়াছেন শুনিয়া ঐ ব্যক্তি আপন সৈন্য লইয়া ফরানগর অধিকার করিয়াছেন। তিনি পারস্য রাজ্য হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক কহেন নেপাল দরবার হইতে গবর্ণর জেনারল সাহেবকে এই পত্র লেখা হইয়াছিল যে এক জন গুরখা নেপাল হইতে পলায়ন করিয়া ব্রিটিসরাজ্যে আসিয়াছে অতএব তাহাকে ধৃত করিয়া প্রেরণ করা হয়। কমিসনর সাহেব কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাহাকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ... প্রতি অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ ক...

৭৪ সংখ্যা হাইলা... ...লের অনেকে এদেশে বিদ্রোহ কালে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ কটকে এক কীর্ত্তি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে।

কর্ণ এগজামিনর সম্পাদক কহেন, ...লাতে মিস র‍্যাটক্লিফ নামে একটি স্ত্রীলোক রাত্রিতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন এমত সময় মসারিতে অগ্নি লাগিয়া সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী ছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের সম্বাদ।

হরকরার লণ্ডনের সংবাদদাতা কহেন, নীলদর্পণ পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে কি লংসাহেবকে জেলে যাইতে হইবে?

হরকরা সম্পাদক কহেন ইংলণ্ডেশ্বরী নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এ বৎসর তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে সমারোহ না হয়। উচিত আজ্ঞা হইয়াছে।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

ফিনিক্স সম্পাদক শুনিয়াছেন, লেং সাহেব পীড়ার জন্য ছয় মাসের বিদায় পাইয়াছেন। তবে তাঁহার বিলাত যাইবার আর বিলম্ব নাই।

উক্ত সম্পাদক বলেন লেং সাহেব প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কর্ম্মচারী সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। এটী যদি সত্য হয়, তাঁহার এখানে লোক প্রস্তুত করিবার চেষ্টার সহিত এ ব্যবহারের বিরোধ হইতেছে।

লাহোর, লুধিয়ানা বেরিলি ও আলাহা...

বাতে অতিশয় বড় হইয়া অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়াছে।

দিল্লীগেজেটের লাহোরের সংবাদদাতা কহেন রাও সাহেবকে কাণপুরে প্রেরণ করা হইতেছে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক কহেন ২৫ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের অনেকে ওলাউঠায় প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। এবার অনেক স্থানে বড় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব বার্ত্তা শুনা যাইতেছে। এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট কহিল ঢাকার অন্তঃপাতি মাণিকগঞ্জে অতিশয় ওলাউঠা হইয়াছে।

যত দিন বুকনর সাহেব আরোগ্য লাভ না করেন তত দিন মেকফরসন সাহেব কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম জজের কর্ম্ম করিবেন।

সিটনকার সাহেব নিজামতে অতিরিক্ত জজ হইয়াছেন। নীলকরেরা যে চুপ করিয়া আছেন?

একজন গাড়োয়ান দুটী কস্তাক ঘোটক শকটে যোজিত করিয়া চালাইতেছিল, পুলিসে তাহার ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে। পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা ভাল কর্ম্ম করিতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক কহেন বরিশালে ২০০০ লোক ওলাউঠায় মারা পড়িয়াছে। এখানকার লোক সংখ্যা বিবেচনা করিলে সে স্থানে লোক নাই বলিলে হয়।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন বিজয় পুরের রাজা এক পথ নির্ম্মাণ জন্য ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। এই ত দান।

উক্ত সম্পাদক শুনিয়াছেন লার্ড কানিং গমন কালে যে জাহাজে যান, তাহা পথে ভগ্ন হইয়াছে অন্য এক জাহাজ দ্বারা গমন করিতে হইয়াছে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

সমর সেল সাহেব মৃত রিচি সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত মেলযোগে সমাচার আসিয়াছে যে নূতন প্রধানতম আদালত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর বার্ণেস পিকক সাহেব নিয়ম প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক কহেন জয়পুরে ভয়ানক ঝড় হইয়াছে। অট্টালিকা সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এত বড় ও এত শিল পড়িয়াছে যে তেমন কেহ কখন দেখেন নাই ও শুনেন নাই।

ডাক্তর মেকফারসন সাহেব কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ২০ বৎসরের হিসাব লিখিত হইয়াছে। তিনি কহেন প্রতিবৎসর হিন্দু ও মুসলমান গড়ে ১৭০০০ মরে। ওলাউঠা দ্বারা অধিক সংখ্যা লোকের মৃত্যু হয়। এদেশীয়ের অপেক্ষা ইউরোপীয় কম মরে। বৎসরের মধ্যে আপ্রেল মার্চ ডিসেম্বর ও নবেম্বরেই অধিক পীড়া হয়, জুলাই ও জুনই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল যায়। ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রেল ও মে মাসে ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। দুঃসম চাউল ব্যবহারই এই পীড়াবৃদ্ধির কারণ হিন্দু ও মুসলমান যে অধিক মরে সহরের মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত তাহার এক কারণ।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন কলিকাতার নিকটবর্ত্তি ২৪ পরগণার এলাকার মধ্যে পূর্ব্বে মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দোকান করিতে হইলে লাইসেন্স লইলেই হইত কিন্তু এক্ষণে কলিকাতার অধীন হওয়াতে কমিসনরের মত ব্যতিরেকে বিক্রয়ের যো নাই। মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের যত প্রতিবন্ধক হয় ততই ভাল।

ফিনিক্সের ফয়জাবাদের সংবাদদাতা কহেন যে তথায় এক দল দস্যু গবর্ণমেণ্টের ডাক লুট করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ধরা পড়িয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অডিট ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষের লৌহ সিন্ধুক হইতে গত শনিবার ২১ টাকা চুরি যায়। সাহেব বাঙ্গালি কেরাণিদিগকে সন্দেহ করিয়া সকলের ডেক্স খুলিয়া সার্জ্জন দ্বারা অন্বেষণ করেন কিন্তু টাকা প্রাপ্ত হন নাই। কেরাণিরা একবাক্য হইয়া আফিস হইতে চলিয়া আসেন। সোমবার আফিসের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন কিন্তু কেহই ভিতরে যান নাই। সাহেব বিনতি পূর্ব্বক কহিলেন যে তোমাদিগকে অপমান করিবার জন্য এতাদৃশ কর্ম্ম করা হয় নাই। কেবল তোমাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য অন্বেষণ করা হইয়াছে। সাহেবের বুঝাইয়া দিবার কি দরকার? ইংরাজ কেরাণিদের ডেক্স অন্বেষণ করা হইল না কেন?

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক কহেন, বোম্বাইবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। ৪টী বালক বি, এ, এবং ৪ টি এল, এম উপাধি পাইয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়র সভাস্থলে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন তিনি এ দেশীয় বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সবিশেষ প্রশংসা করিয়া এই আক্ষেপ করিয়াছেন যে এদেশীয়েরা কেবল স্মরণ বিষয়ে অত্যন্ত বিশেষ করিয়া থাকেন। আর ইহারা কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ নহেন। বোধ হয় অনেক দিন অবধি বিদেশীয় রাজার অধীনে থাকিয়া মনের উৎসাহ গিয়াছে। তথাপি ত অনেকের এই ইচ্ছা যে ইহারা দাসের মত থাকেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ক্ষীরপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ কুটিপোতা নিবাসী একজন পয়সা ব্যবসায়ী বণিক, গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি অনুমান ৮ দণ্ডের সময় এক মোট পয়সা লইয়া মিত্রের গড় হইতে বাটী যাইতেছিল, জয়নগরের সদর রাস্তাতে বাজারে ঘোষদিগের গদার পূর্ব্ব পার্শ্বে কৃষ্ণমোহন মিত্রের রথের নিকটে হঠাৎ একজন দস্যু আসিয়া ঐ বণিকের মাথায় এক লাঠির আঘাত করে। সে দিন মিত্রের গড়ের হাটবার, রাস্তায় দুই একজন হেটো লোক চলিতেছিল, এবং তাহার নিকটেও লোক
সন্তি আছে, বণিক চীৎকার করা
পলায়ন করিল এবং দুই এ
আসিয়া পড়িল, শুনা গেল পয়সার ৭
যা যাইতে পারে নাই। জয়নগর গ্রামে
কগুলি ভদ্র লোকের সন্তান নেসাখোর হইয়াছে। বোধ হয় তাহাদের মধ্যেই কোন মহাপাত্রের এই কর্ম্ম। এদেশে কখন দস্যু ভয় ছিল না, উক্ত ভয়ের এই নূতন অবতার। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, [illegible] থানা হইতে ঐ স্থান আট রসির অধিক দূর নহে। তথায় চীৎকার করিলে সহজেই থানা হইতে অনায়াসে শুনা যায়, তাহাতে আবার রাত্রিকালের শব্দ, তথাপি থানার কর্ম্মচারীরা যে ঐ বণিকের চীৎকার ধ্বনি শু

// সোমপ্রকাশ //

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"

৫ ভাগ। ২৯ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ২১ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৬২। ২ জুন { মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

অন্যায়নিবারণী সভার আবশ্যকতা।

মুসলমানদিগের অধিকারের কথা থাকুক, ইংরাজদিগেরই প্রাথমিক অধিকার কালে শুনিয়াছি ডাকাইতেরা প্রকাশ্যরূপে পত্র লিখিয়া ডাকাইতি করিতে যাইত; দুর্দ্দান্ত ধনবান অথবা জমীদারেরা প্রকাশ্য রাজপথ হইতে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে স্বগৃহে ধরিয়া লইয়া যাইত; চোরের উপদ্রবে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখ অনুভব করা ভার ছিল; প্রবলের আস্ফালনজন দুর্ব্বলের সর্ব্বত্র প্রাণনাশের না হউক প্রাণনাশ সদৃশ যন্ত্রণা ভোগের হেতু হইত। এখন সর্ব্বপ্রদেশে (নীল প্রধান-প্রদেশে ইহার অনেক উপদ্রব আজিও জাগরূক আছে) না হউক, অনেকস্থলে উল্লিখিত দৌরাত্ম্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। শাসন প্রণালীর দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি নয়নগোচর হইতেছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের সম্যক অত্যাচার নিবারণের আজিও বহুবিলম্ব আছে। এক্ষণে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে অত্যাচার করিলে তদ্বিষয় সহজে রাজগোচর ও সপ্রমাণ হইয়া গুরুদণ্ড হইবার সম্ভাবনা আছে, দুষ্টেরা তাদৃশ অত্যাচার প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। দুর্ব্বলের পক্ষে আদালতে যে অত্যাচার প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন, এক্ষণে তাদৃশ অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হইতেছে। আদালত হইতে সে সকলের প্রতীকার সহজ নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

বোধ কর প্রবল ও দুর্ব্বল উভয়ের ভূমি পার্শ্ব সংলগ্ন। প্রবল সীমা অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বলের পাঁচ হাত ভূমি হরণ করিল। যেরূপ আদালতের গতি, পাঁচহাত ভূমির উদ্ধার অন্ততঃ ৫০ টাকার ন্যূন সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা আদালতে মকদ্দমা করিয়াছেন, তাঁহারা কখন ৫ হাত ভূমির জন্য ৫০ টাকা ব্যয়ের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন না। আমরা একরূপ একটী সীমাতিক্রমের মকদ্দমার বৃত্তান্ত জানি। এককাঠা ভূমি লইয়া সেই বিবাদ হয়। তাহাতে ১২৫ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। কোন্ বিষয়ে কি ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সমুদায় ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে প্রক্রিয়াতে মকদ্দমাটি হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন আমরা যে ব্যয়ের কথা কহিতেছি, তাহা হইতে পারে কি না?

প্রথম আবেদন ও উকীলের ব্যয়। এক কাঠা ভূমির মকদ্দমায় আইনে যে উকীলের ব্যয় নিরূপিত আছে, তাহা অতি যৎসামান্য। তাহাতে উকীলেরা মকদ্দমা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না, সুতরাং অধিক দিতে হইল। তাহার পর পদাতিকের মিয়াদ দিয়া নালীশ হইয়াছে, প্রতিবাদিকে জানাইতে হইল। প্রতিবাদী তাহার কোন উত্তর দিল না, পুনরায় সমন জারী করিতে হইল। সুতরাং পুনরায় পদাতিকের মিয়াদ দিতে হইল। তাহার পর সাক্ষী। এদেশের সাক্ষীর এমনি দুর্দ্দশা যে যাঁহারা

গ্রহণ না করেন তাদৃশ ভদ্রলোকেরা সাক্ষ্যদানে একান্ত পরাঙ্মুখ; তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণান্তেও আদালতে যাইতে চাহেন না। অগত্যা সাক্ষী লইয়া যাইতে হইল। অতএব সাক্ষিদিগের এই রীতি, তাহারা ভদ্য

বলুক, অথবা মিথ্যা বলুক, টাকা না পাইলে আদালতে পদার্পণ করে না। টাকা পাইলেই যে তাহাদিগের মন প্রসন্ন হইল, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। শ্বশুরকুলের সন্তান জামাতা হইলে তত আদর করিতে হয় না, এত আদর করিয়া ঐ সকল সাক্ষীকে গাড়িতে (জন্মের মধ্যে তাহাদিগের এই যা গাড়ি চড়া হয়) লইয়া যাইতে হয় এবং রাজভোগে আহার করাইতে হয়। সাক্ষী লইয়া যাইবার দিন আপনার প্রিয়তমার অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া অলঙ্কার বন্ধক দিতে হউক অথবা বসতিবাটী বিক্রয় করিতে হউক, বাদী অথবা প্রতিবাদী কিছুতেই কাতর নহেন (হা বিধাতঃ লোকের যে অসাধুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এই বিড়ম্বনা হইতেছে, তাহা কবে অন্তর্হিত হইবে) এইরূপে সাক্ষিগণকে আদালতে লইয়া গিয়া সাক্ষির জবানবন্দী করান হইল। এসময়ে আমলাদিগের কিছু প্রাপ্য আছে। তাঁহারা ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রতি সাক্ষিতে একটাকা অথবা আটআনা লইয়া থাকেন (যাঁহারা কিঞ্চিৎ অধিক দেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সাক্ষ্য অনুকূল হয়) তাহা দিতে হইল।

উভয় পক্ষের এইরূপে সাক্ষ্য দেওয়া হইলে বিচারকর্ত্তা সন্দিহান হইয়া মফস্বলে আমীন পাঠাইয়া দিলেন। আমীন বড় উদর বৃহৎ, যাঁহার ন্যায্যপক্ষ তিনি তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, সুতরাং আমীন বিপরীত রোয়দাদ দিলেন। প্রস্তাবিত মকদ্দমায় কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষী ছিলেন। আবার ১৯ আইন জারী করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া হইল। তাহাতেও অল্প ব্যয় হইল না। কিছুতেই বিচারকর্ত্তার সংশয়চ্ছেদ না হওয়াতে তিনি স্বয়ং মফস্বলে গেলেন। তাঁহার বাহনেরাও (আমলারা) তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। আমলারা কখন বিনা লাভে একপদ গমন করেন না। তাহাতেও কিছু গেল। শেষে সুবুদ্ধি বিচারপতি অর্থিকে হারাইয়া দিলেন। আপীল হইল, তাহাও বিনা অর্থব্যয় সম্পন্ন হইল না। এখন পাঠকগণ কি বিবেচনা করিতেছেন, এককাঠা ভূমির উদ্ধারার্থ ১২৫ টাকা ব্যয়, অসম্ভাবিত দরিদ্রব্যক্তি এ টাকা কোথায় পায়।

পল্লীগ্রামে এক কাঠা জমির মূল্য অদ্যাপিও চারি পাঁচ টাকার বড় অধিক হয় না। এই পাঁচটাকার উদ্ধারার্থ ১২৫টাকা ব্যয় করিতে সকলের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? মকদ্দমা করা কেবল অর্থব্যয় হইলেও হয় না, লোকবল চাই। যাহার লোকবল নাই, অন্যে বিষয় কাড়িয়া লইতেছে দেখিয়াও তাহাকে অগত্যা মনোদুঃখ মনে লীন করিতে হয়।

আমরা দিগ্দর্শনার্থ একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, মফস্বলে দিনং এইরূপ সহস্রং অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহার নিবারণের উপায় কি? আদালতের দোষ সংশোধিত হইলে আমলারাই তন্নিবারণে প্রস্তুত হইবেন, এ আশা সুদূর পরাহত। গ্রামের ভদ্র ও বার্দ্ধিষ্ণু লোকদিগেরই এতন্নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। স্থানেং অন্যায় নিবারণী সভাস্থাপন তন্নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়।

কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে এই সভাস্থাপনে কৃতোদ্যোগ হইতে হইবে। যে সে ব্যক্তিকে সভ্য করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদিগের ধর্ম্মভয় আছে, যাঁহারা অন্যের হিত সাধনকে প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন এবং অর্থে অথবা চাটুবচনে যাঁহাদিগের চিত্তকে বিচলিত করিতে না পারে, তাঁহারাই এই সভার সভ্যপদ লাভের যোগ্য পাত্র। এই সভাকে যে রীতিতে যে যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহারও উল্লেখ করা যাইতেছে। এই সভা ধর্ম্ম অথবা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, অন্যং প্রকার অন্যায়নিবারণের চেষ্টা করিবেন। কেহ কাহার প্রতি যদি অন্যায়াচরণ করেন, কোনরূপে তাহা সভার গোচর হইলে সভা প্রথমে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন। অন্যায় দস্তুর অত্যাচারী সভার হৃদয়ঙ্গম হইলে সভা অগ্রে অন্যায়কারিকে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার অনুরোধ করিবেন। তিনি যদি অনুরোধ রক্ষা করেন, উত্তম, অন্যথা সভা অন্যায়সহিষ্ণুর প্রতিনিধি হইয়া ঐ বিষয়টী নিকটস্থ বিচারপতির গোচর করিবেন, বিচারকর্ত্তা কেবল সভার বাক্যের উপরে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে না চাহেন অনুসন্ধান করিয়া ন্যায়ান্যায় নির্ণয় করিবেন।

এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে, বিচারকর্ত্তারা সভার কথা শুনিয়া কার্য্য করিবেন কেন? অর্থি প্রত্যর্থির আবেদনাদি শ্রবণ করিয়া কার্য্য করিবারই নিয়ম ও রীতি আছে। ইহার উত্তর এই, যদি প্রস্তাবিত সভা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকলে যত্নবান হন, সভার কথা শুনিয়া কার্য্য করিবার আইন হওয়াও তখন দুষ্কর হইবে না। অন্যায় নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। সেই অন্যায় নিবারণ যখন সভার উদ্দেশ্য হইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন না করিবেন কেন? এস্থলে বিশেষ করিয়া আমাদিগের একটা বক্তব্য এই, অন্যায় নিবারণার্থই সভার সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সভা যেন এক পক্ষে পক্ষপাতিনী হইয়া স্বয়ং অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। সভা ন্যায়োপেত কার্য্য করিলে গবর্ণমেণ্ট হৃষ্ট চিত্তে অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র সভা হইলে গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় ও পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হইবে। এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু অর্থের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই

অর্থ চাঁদা দ্বারা গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

কেহ২ মনে করিতে পারেন, আমরা ভারতবর্ষীয় সভার শাখা অথবা প্রাচীন পঞ্চায়েত স্থাপন প্রসঙ্গ করিতেছি। ভারতবর্ষীয় সভা ও পঞ্চায়েতের ব্যাপক বিষয়, কিন্তু ইহার বিষয় ব্যাপ্য। ভারতবর্ষীয় সভা গবর্ণমেণ্ট কৃত আইনাদির দোষ সংশোধনেই সমধিক যত্নবতী, এ সভার সে উদ্দেশ্য নহে, এ সভা প্রজাগণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অত্যাচার নিবারণেরই চেষ্টা করিবেন। পঞ্চায়েত ধর্ম্মাদি যাবতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, ইহার সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ উদ্দেশ্য নহে।

আমেরিকার সংবাদ।

হরকরা সম্পাদক ২৬এ এপ্রেল পর্য্যন্তের যে আমেরিকার সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া দিতেছেন, আমেরিকার দক্ষিণাংশের সহিত উত্তরাংশের যে বিবাদ হইতেছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় রাজ্য তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, সহজে যদি মীমাংসা না হয়, ঐ উভয় গবর্ণমেণ্ট বল প্রকাশেও পরাঙ্মুখ হইবেন না।

টেলিগ্রাফ যোগে যে সমস্ত সমাচার আইসে, কর্ম্মচারিদিগের দোষে বহু সময়ে তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটে। উল্লিখিত বিষয়ে যদি সেইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, কথা নাই, যদি তাহা না হইয়া সমাচারটি সত্য হয়, আমাদিগের অন্তঃকরণ বিস্ময় দ্বারা একান্ত অভিভূত হইতেছে। ভয় প্রদর্শন দ্বারা হউক, আর মৈত্রী দ্বারা হউক, আমেরিকার বিবাদ শান্তি হইলে জগতের বহুতর ইষ্ট লাভ হয় সন্দেহ নাই। এই ফলটি বিবেচনা করিলে উক্ত উভয় গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত কার্য্যে অনুমোদন করিতে কোন ক্রমেই আমাদিগের অনিচ্ছা জন্মে না, কিন্তু আমাদিগের বিস্ময়ের কারণ এই, তাঁহারা কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া এবম্বিধ কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছেন? আমেরিকা স্বাধীন রাজ্য, তাহার উপরে ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সের প্রভুত্ব নাই। কিন্তু ঐ উভয় রাজ্য প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উত্তর আমেরিকার লোকেরা ভীত হইয়া যদি যুদ্ধপ্রয়াস পরিত্যাগ করেন, সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিলে উত্তরাংশের লোকদিগের অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার সমধিক সম্ভাবনাও আছে। একে উক্ত উভয় গবর্ণমেণ্ট প্রবল, শত্রুতা জন্মিলে প্রবলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাংশের গবর্ণমেণ্টের অর্থের সচ্ছল নাই।

কিন্তু উত্তরাংশের লোকদিগের যদি অপমান জ্ঞান প্রবল হইয়া উঠে, এ সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেই বিষম অনর্থ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দক্ষিণাংশের আনুকূল্য করা হইতেছে। কিন্তু সেই সাহায্য দান বিধিবোধিত হইতেছে না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে দক্ষিণাংশের লোকেরা এক প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবকারী। দক্ষিণ ও উত্তর উভয় প্রদেশের লোক এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকাতেই আমেরিকার যত গৌরব। এক্ষণে দক্ষিণাংশ স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করাতে সেই গৌরব হানি হইতেছে। ইংলণ্ড যে আমেরিকার নিকট পরাভূত হয় উভয় অংশের ঐক্য বন্ধন অবস্থানে কি তাহার কারণ নয়? ফলতঃ দক্ষিণাংশের লোকেরা স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করাতে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট ঘটিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি নিজ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টকারী, তাহাদিগের সহায়তা করা কি কখন বৈধ হয়? ইংলণ্ড ও ফ্রান্স [illegible]য় রাজ্য আমেরিকার বিবাদে হস্তক্ষেপ করাতে আমাদিগের আর একটি অনিষ্টের আশঙ্কা হইতেছে। উত্তরাংশের লোকদিগের দাস ব্যবসায়ের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে। অতএব উত্তরাংশের [illegible] ঐ ব্যবসায় বিলুপ্ত হইবে, [illegible] কতর সন্দেহ করিতেছে না। [illegible]ণাংশ যদি স্বাধীনতা লাভ [illegible]স ব্যবসায় বিলোপের বহু [illegible] সন্দেহ নাই।

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন প্রস্তাব।

উপরি উক্ত আইনসংক্রান্ত ভারতবর্ষীয়সভার আবেদন প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের গতবারের প্রতিজ্ঞাত বিষয়। ঐ আইন সংশোধিত হইয়া যে আইন প্রস্তাবিত হয়, তাহার ২। ৩ ধারায় লিখিত হইয়াছে, অর্থী অথবা প্রত্যর্থীর প্রতি যে দণ্ডদান অথবা মকদ্দমার ব্যয় দিবার অনুমতি হইবে, তাহা সুদ সমেত দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ প্রতিবাদ ন্যায়ানুগত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অপর, সংশোধিত আইনের দ্বিতীয় ধারায় এই প্রস্তাব হয়, যদি কোন প্রজা খাজনা না দেয়, নালীশ হইলে তাহাকে আপনার দেয় খাজনা ও দণ্ড উভয় দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয়সভা এতৎ পরিবর্ত্ত প্রসঙ্গ করিয়া এই প্রস্তাব করেন, প্রজাকে সময় দিবার নিমিত্ত কিস্তি ক্রমে খাজনা দিবার নিয়ম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে প্রজা তিন কিস্তি আপনার দেয় খাজনা না দিবে, শেষ ডিক্রির ১৫ দিনের পর তাহার জমা বাজেয়াপ্ত হইবে। এ প্রস্তাবটী সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। প্রজাগণকে পৈতৃক জমা হইতে বহিষ্কৃত করা কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে। কা

[illegible], ন্যায্য খাজনা দিতে অস এখন এমন প্রজা অতিবিরল। তাহা [illegible]র জমা বাজেআপ্ত হইবার অণুমাত্র ভাবনা নাই। এদেশীয় প্রজারা নিজ গৃহ [illegible]র্গের ন্যায় আপন আপন জ [illegible]ধিকতর স্নেহ করে। ভূমি [illegible]ার ভয় না থাকিলে তাহারা [illegible]হার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থা [illegible]রো সেটী বুঝিতে পারেন না। [illegible] হইয়া উত্তম শস্যাদি জন্মি [illegible] সচ্ছল হয়। প্রজার সকল [illegible]দারদিগের স্বচ্ছন্দ, তাহাও [illegible]দারদিগের অনেকে বুঝিয়া উঠিতে [illegible] না। তবে যাহারা চুক্তি জমা বাজে আপ্ত করিবার নিয়ম করিয়া তাহাদিগকে [illegible] করিবার চেষ্টা না পাইয়া যদি দণ্ডের নিয়ম করা হয়, তাহা হইলে কি অভীষ্ট [illegible] সম্ভাবনা নাই? কেবল এক দণ্ডের [illegible] তস্করাদির নিবারণ হইয়াছে, আর যাহারা চুক্তি করিয়া খাজনা না দেয়, দণ্ড দ্বারা তাহাদিগের কি শাসন হও [illegible] সম্ভাবিত নয়?

সংশোধিত আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার যে দুটী প্রধান আপত্তি, তদ্বিষয় উল্লিখিত হইল। তদ্ভিন্ন সভা অসংশোধি[illegible] আইনের যে যে অংশের সংশোধন [illegible] করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হই[illegible]ছে। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ৩।৪। [illegible] ও ৬ ধারার তাৎপর্য্য এই, যে প্রজা [illegible] দীর্ঘকাল (৪ ধারায় ২০ বৎসরের এবং ৬ ধারার ১২ বৎসরের কথা আছে) [illegible] ভূমি একবিধ খাজনা দিয়া ভোগ করি[illegible]য়া আসিয়াছে, জমীদার তাহাকে তাহার [illegible] হইতে বঞ্চিত করিতে অথবা তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এধারা গুলি দশশালার বন্দোবস্তের প্রতিজ্ঞা বি[illegible]দ্ধ বলিয়া ভারতবর্ষীয় সভা ইহার পরি[illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এতৎ পরি[illegible] [illegible] অনুমোদিত নহে। যে [illegible] ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত একবিধহারে খাজনা দিয়া আইসে, তাঁহার তাদৃশ হারে খাজনা দিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সেই কারণ জানা অথবা প্রমাণ হইল না বলিয়া তাহার ভোগ ব্যতিক্রম হওয়া কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত হইতেছে না। এস্থলে জমিদারদিগের ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত হওয়াতে তাঁহারা যেমন লাভবান্ হইয়াছেন এবং বঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি প্রজাদিগের সহিত যদি তাঁহাদিগের চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত হয়, কেবল প্রজার নয় তাঁহাদি[illegible]রও স্বচ্ছন্দ লাভ হইবে এবং বাঙ্গলা দেশেরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

১৬ ও ১৭ ধারার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহাতে কিছু বিশেষ নূতন কথা নাই। ৩।৪।৫ ও ৬ ধারাতে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যে যুক্তিতে সেই সেই আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে ১৬ ও ১৭ ধারাও সেই যুক্তিতে খণ্ডনীয় হইতেছে। দশশালার বন্দোবস্তের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গই সেই যুক্তি। অদ্য প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে অন্য ২ আপত্তির বিষয় উল্লিখিত হইল না।

[illegible]গানের যুদ্ধ

উপস্থিত আফগানের যুদ্ধ কণিভাষিত [illegible] কল্কিকাল ন্যায় নিত্য[illegible] হইয়াছে। প্রথমে আমরা শুনিলাম, পারসীকেরা আফগান স্থানের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দোস্ত মহম্মদ সমর সজ্জা করিতেছেন, ইংরাজেরা সৈন্য প্রেরণ দ্বারা দোস্তের সাহায্য করিবেন কি না, এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে শুনা যাইতেছে পারসীকদিগের সংগ্রা[illegible] [illegible] বার্ত্তা অলীক। হিরাটের সুলতান জানের সহিত দোস্ত মহম্মদের বিবা[illegible] [illegible] সুলতান জান বিপক্ষকে ভয় সঞ্চিত করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশে পারসীকদিগের সমর সম্বন্ধ প্রচার করিয়া দেন। দোস্ত মহম্মদও স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে ঐ অলীক সম্বাদে বাতাস দেন, তাঁহার বাতাস দিবার কারণ এই, তিনি ঐ উপায়ে যদি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পান, [illegible] অনায়াস লভ্য হইবে। কিন্তু ছল অবলম্বন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মধ্যে আবার শুনা গেল, সুলতান জানের সহিত দোস্ত মহম্মদের সন্ধি হইয়াছে কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে, তাহাও অলীক। ঐরূপ কথা উঠিবার একটী কারণ আছে। সুলতান জান দোস্ত মহম্মদের জামাতা। অতএব শীঘ্র সন্ধি হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, এক্ষণে শুনা যাইতেছে দোস্ত মহম্মদ সসৈন্য অগ্রসর হইতেছেন। ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদের সাহায্য করিলেন কি না এখনও স্থির হয় নাই।

নীলপ্রধান প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত।

[illegible] সম্পাদক মহাশয়। নীলকুঠিয়াল সাহেবেরা কর বৃদ্ধির নালিশকেই প্রজাদিগকে [illegible] করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়াছেন। [illegible] ডেপুটী কালেক্টরেরা অনেকে তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। এই জিলার ভূতপূর্ব্ব জজ মুইস্ ও হার্চ জ্যাকসন্ সাহেব [illegible] সাহেবদিগের দুরভিলাষ পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন। এক্ষণে লেফ্টেনেন্ট [illegible] সাহেব নীলকর্ম্ম ও প্রজাদিগের কর সংক্রান্ত বিবাদ ঘটিত মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি জন্য কমিসনর নিযুক্ত হইয়া এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। শুনিলাম এদিকে কুঠিয়াল সাহেবেরা প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে মুইস জ্যাকসন্ অবিচার করাতে আমরা গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া আমারদিগের মনোমত বিচারক লইয়া আসিয়াছি। প্রজারা প্রথমে সে কথায় বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু যে সকল প্রজার ভূমি দখল করিবার স্বত্ব নাই তাহাদিগের প্রতি কুঠিয়াল সাহেব ইচ্ছানুসারে যে নিরি[illegible]

যে দাবী করিয়াছিলেন, [illegible] সাহেব সেই মিরিখ বজায় করিয়া ডিক্রী দিতেছেন। যে সকল প্রজার ভূমি দখল করিবার স্বত্ব আছে, তাহাদিগের [illegible] দ্বিগুণ ডিক্রী করিতেছেন। এই সবিচার দর্শন করিয়া কুটিয়াল সাহেবদিগের প্রচারিত ঐ কথাতে প্রজাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু যিনি যাহাই করুন না কেন, প্রজারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহারা প্রাণান্তেও নীলবপন করিবে না। কমিসনর সাহেবের এই বিচার দর্শন করিয়া প্রজারা অনেকেই জমাজমি ইস্তফা দিয়াছে এবং বহুতর প্রজা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। এই বিচারপতি আর কিছু কাল এইরূপ বিচার করিলেই আমি বোধ করি ভবিষ্যতে কুটিয়াল সাহেবদিগের তাহাদের সমুদায় প্রজা জমাজমি ইস্তফা করিবেক।

প্রজারা কোন ক্রমেই নীলবপন করিতে সম্মত না হওয়াতে কুটিয়াল সাহেবেরা মফস্বলের মহাজনদিগকে নিষেধ করিয়া দেন যে তাহারা প্রজাগণকে ধান্যাদি কর্জ্জ না দেন এবং ভিন্নাধিকারনিবাসী প্রজাদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মফস্বলবাসী ক্ষুদ্র২ তালুকদারদিগকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য না করাতে ঐ সকল মহাজন ও তালুকদারদিগের প্রতি কুটিয়াল সাহেবেরা জাতমন্যু হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! রাম রাবণের যুদ্ধকালে ইন্দ্র রামের নিমিত্ত রথ প্রেরণ করাতে রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রকেই বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

এক্ষণে একটী অদ্ভুত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লিখিতেছি। কুমারীগাছি গ্রামবাসী তালুকদার এবং মহাজন রামকুমার মজুমদারের সহিত নিশ্চিন্তপুরের কুঠীর জেমস্ হিল সাহেবের উক্ত কারণে শত্রুতা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে মজুমদারের সহিত সাহেবের প্রণয় ও আত্মীয়তা ছিল এবং মধ্যে২ মজুমদারের নিকট টাকাও কর্জ্জ লইতেন। ঐ সময়ে সাহেবের কুঠীর জমাদার তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে চাকরী দিবার নিমিত্ত মজুমদারের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মজুমদার তদনুসারে তাহাকে আপন বাটীতে এক বরকন্দাজী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মজুমদারের জ্যেষ্ঠপুত্র যদুবাবু ঐ বরকন্দাজের নিকট কয়েকটী টাকা রাখিয়াছিলেন। কয়েকদিবস পরে সেই টাকা চাহিলে বরকন্দাজ কহে যে আমি তাহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এই অন্যায় কথা শুনিয়া যদুবাবু তর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন যে শীঘ্র টাকা না দিলে ফৌজদারীতে নালিশ করিয়া তোমাকে কএদ করাইব। বরকন্দাজ ৩ দিবসের মধ্যে টাকা আনিয়া দিব বলিয়া তাহার খুড়া উক্ত জমাদারের নিকট চলিয়া যায়। এক্ষণে হিল সাহেব এই সোপান পাইয়া ঐ বরকন্দাজকে গোপন করিয়া তাহার খুড়া উক্ত জমাদারের দ্বারা চুয়াডাঙ্গার জাইণ্ট মেজেষ্টরের নিকট এই বলিয়া নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন যে জমাদারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। তাহাতে তাহার মনিব মজুমদার মহাশয়দিগের প্রতি সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে। এই সূত্রে জাইণ্ট মেজেষ্টরের আদেশ ক্রমে প্রধান পুলিস আমলারা মজুমদারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া খানাতলাসি ও গ্রামস্থ লোকদ্বারা সুরতহাল করেন, তাহাতে প্রমাণ হয় যে সে ব্যক্তি খুন হয় নাই। টাকা আনিবার নিমিত্ত তাহার খুড়ার নিকট হিল সাহেবের কুঠীতে গিয়াছে। আমি শুনিলাম হিল সাহেব যখন দেখিলেন তাঁহার এই কল্পনা নিষ্ফল হইবার উপক্রম করিয়াছে তখন তিনি কৌশলে জাইণ্ট মেজেষ্টর সাহেবকে জানাইলেন যে মজুমদারের পুত্রবধূর সহিত ঐ বরকন্দাজের প্রসক্তি ছিল সেই কারণে মজুমদারের পুত্রেরা তাহাকে খুন করিয়াছে। সুতরাং জাইণ্ট মেজেষ্টর সাহেবের সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তিনি আর কোন অনুসন্ধান না করিয়া স্বয়ং মজুমদারের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রথমে ঘর দ্বার অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে মজুমদারের বাটীর স্থানে২ খনন করাও হইয়াছে। ঐ গ্রামে অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে। জাইণ্ট মেজেষ্টর বহুতর ভদ্রলোকের জোবানবন্দী লইয়াছেন, তাহাতে উত্তম রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে বরকন্দাজ টাকা আনিতে যাই বলিয়া হিল সাহেবের কুঠীতে চলিয়া গিয়াছে। ইহাতেও জাইণ্ট মেজেষ্টর ক্ষান্ত না হইয়া মজুমদারের দুই পুত্র ও বাটীর দাস দাসী প্রভৃতিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হাজতে রাখিয়া কষ্ট দিতেছেন। রাষ্ট্র হইয়াছে যে জাইণ্ট মেজেষ্টর মজুমদারের পুত্রবধূদিগকে তলব করিয়া কাছারিতে হাজির করিয়া জোবানবন্দী লইবেন। সম্পাদক মহাশয়! যদি আপনি একবার মফস্বলে আসিয়া এই বিচারপতি মহাশয়দিগের আচার ব্যবহার দর্শন করেন কিছুই বিচিত্র বোধ করিবেন না। যাহা হউক আমি এক্ষণে দেখিতেছি যে ঐ ব্রাহ্মণ মর্য্যাদার প্রজার সহায়তা করিয়া ও হিল সাহেবের অবাধ্য হইয়া এককালে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইলেন। আবার জাইণ্ট মেজেষ্টর সাহেব যদি তাঁহার পুত্রবধূদিগকে তলব করেন তবে দেশাচারের দোষে তাঁহাকে সমাজচ্যুত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবেক। আমি আরো আপনাকে জানাইতেছি যে মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার পুত্রেরা অতি সুশীল ও শিষ্ট।

পরিশেষে হিন্দু পেট্রিয়ট্ ও ইণ্ডিয়ান ফীলড্ এবং ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকটে আমার প্রার্থনা এই যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই পত্রের সার মর্ম্ম ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া আপন আপন পত্রিকাতে প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাদিগের নিকট পরমোপকৃত হইব। নিবেদন

১২৬৯। ১০ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রাপ্ত।

মহাশয়!

প্রচলিত প্রথা, ব্যবহার অথবা সংস্কারের বিরোধী হইয়া কোন কথা বলিতে গেলে অগ্রেই মূর্খ দুঃসাহস, নির্লজ্জ প্রভৃতি উপাধি লইতে প্রস্তুত হইতে হয়। যিনি কোন বিনয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, তাঁহারই এই ভাগ্য হইয়াছে গালিলিও, লুথর নক্স, রামমোহন রায় প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ও আমার অবলম্বন। ১৬ বৈশাখের [illegible] শে আমি [illegible] কালী মজুমদার প্রভৃতি [illegible] ভদ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যের বিষয়ে [illegible]

অভিপ্রায় ব্যক্ত করি, তাহাতে প্রভাকরের এক জন পত্রপ্রেরক আমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া আমাকে " প্রবোধ প্রভাকর " " হিত প্রভাকর " " প্রভাকরের পুরাতন ফাইল " পাঠ করিতে কহিয়াছেন। তর্ক বিনা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়না, অতএব আমার প্রস্তাব যে সর্ব্বসাধারণের এক ব্যক্তিরও নিকটে খণ্ডনীয় বোধ হইয়াছে ইহা আমার আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে।

পত্রপ্রেরক প্রথমতঃ লিখিয়াছেন আমি ঈশ্বর বাবুর লিখিত উৎকৃষ্ট কবিতাদি পাঠ করি নাই। " ঈশ্বর গুপ্তের বিরচিত কবিতার ছন্দ, মূল, তাৎপর্য্য, উপদেশ, ও স্বভাবের স্বরূপ বর্ণন যে প্রকার সুললিত অথচ সরল ভাবে প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার কবিত্ব শক্তি কল্পনারূপ রথে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধগমনে যে প্রকার সমর্থ হইয়াছে, তিনি কবিতা কুসুমে যে প্রকার নব সৌন্দর্য্য ও প্রেমবাৎসল্য প্রভৃতি রসের তার উপযোগী অতি উপাদেয় নব নব ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের লিখিত বিদ্যাসুন্দরে সেই রূপ পরম রমণীয় রস বর্ণিত হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সমুদায় রচিতা আমি পাঠ করিনাই সত্য, কিন্তু যে হিত প্রভাকর ও প্রবোধ প্রভাকর আমাদিগের পত্র প্রেরকের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং যাহা এদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন " তাহা আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তক দুই খানিতে ঈশ্বর গুপ্তের উদ্ভাবনী শক্তির কিছু মাত্র পরিচয় পাও[য়া] যাইতেছে না [illegible] ভিন্ন অন্যের ভাব চুরি করিয়া কুৎসিত [illegible] বাঙ্গালা করিয়াছেন এই মাত্র। সত্য কথা বলিতে [illegible] ঐ পুস্তক দুই খানি মুদ্রিত না করাই ভাল ছিল। পত্র প্রেরক ঈশ্বর গুপ্তের ভাব রস স্বভাব বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠকগণ দেখুন তাঁর লিখিত কয়েক পঙক্তিতে কত ভাব রস স্বভাব বর্ণনা ,, আছে ঃ-

" গোপীগঞ্জে বাস করে, গোপীনাথ নাম ধরে
গণ্ডগবা গোপ এক জন
কারো সহ নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি জানে ভাল মন্দ
সদানন্দ পূর্ণ তার মন।।
ব্যভিচারিণী দারা তার, [illegible] কালি সমাচার,
ঢেঁরে ঢোরে শোনে দ্বারে দ্বারে।
চোখে নাহি দৃষ্ট হয়, শুনরে শুনরে স্বয়,
হাতে নোতে ধরিতে না পারে।। "

পরে কবি বর্ণনা করিয়াছেন গোপ কুটম্বের বাটী যাইবার ছল করিয়া আপনার খাটের নীচে লুকাইত থাকে (দরিদ্র গোপের খাট !!!) রাত্রি যোগে তাহার স্ত্রী উপপতি সহ শয়ন করে, সে তাহা প্রত্যক্ষ করে, তথাপি উক্ত স্ত্রীলোক হঠাৎ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাল্পনিক প্রশংসা করাতে গোপ তাহাতে ভুলিয়া গিয়া তাহাকে সতী স্থির করিল। ইহাতে যেমন স্বভাব বর্ণনা তেমনি জ্ঞান ও তেমনি উপদেশ। যে ব্যক্তি " গণ্ডগবা " হইল তাহার কিরূপে দুর্ম্মতি সম্ভাবিত হয় ? পর্দ্ধ ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে উপপতি সহ দর্শন করিয়া সেই অসতীর বাক্যে বিমোহিত হওয়াই বা কিরূপে সঙ্গত হয় ?

*

সুন্দ উপসুন্দ।

সুন্দ উপসুন্দের প্রতি।

আর কেন মত্ত হোলে রূপবতী হেরে।
মর মর তত্ত্ব [illegible] গা [illegible] তুই কেরে।।
সমরেতে এখনিই যাবি দেখে দেখে।
দেখ দেখ দেখ তোদে একে বারে সেবে।।
মরণ নিকট তোর রহিয়াছে বেরে।
পড়িবি কালের হাতে পালাতে না পেরে।।
পায়ে ধোরে এই নারী আমারেই ফেরে।
বিষয় বিভব যত দুই গিয়ে সেরে।।
ফের যদি কথা কোস আঁখি ঠেরে ঠেরে।
পাঠাইব যমালয় এক চড় মেরে।।
কোন মুখে তুলাধার নিতে চাস এরে।
মর মর [illegible] ভাগা [illegible] তুই কেরে।।

উপসুন্দ। সুন্দবেতে মুখ দেখ কালামুখো কালা
বড় [illegible] কেন দিচ্ছে জ্বালা পালা।।
[illegible] নারী কণ্ঠ মালা।
তুই [illegible] এড়ো মোর জ্বালা।।
[illegible] পালা পালা।
[illegible] চিনে কপি ফ্যালা ফ্যালা।
তুই নিবি প্রিয়তমা, এরূপসী বালী।।
সেভবে কেমনে নিবি আর দেখি শালা।

সুন্দ উপসুন্দের যুদ্ধ ও গৃহ বিচ্ছেদ বৃত্তান্ত বীররস প্রধান কাব্যেরই বর্ণনীয়। বীররসে কি ঈদৃশ ভাষা ও ভাব ভাল লাগে ? যাহারা এরূপ জয় করিয়া ছিল, তাহারা কখন এত মূর্খ হইতে পারে না যে ভ্রাতাকে " শালা " বলে (১) কোন ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের ভাবসৌষ্ঠব ও অর্থের ঔদার্য্যবোধ ছিল, পত্র প্রেরক যে " নব নব রসের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের জানিতে বাকী রহিল

মহার্থ বিষয়ের বর্ণনা বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব শক্তি অপ্রতিহত ছিল না। উপহাস রসিকতা ও আদিরসপ্রসঙ্গে তাঁহার সবিশেষ ক্ষমতা ছিল। [illegible] সাহেবের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া তিনি যে প্রকার রচনা করিয়াছিলেন, আমি অন্যত্রাপি তাদৃশ রচনা দর্শন করিনাই। কেবল উপহাস রসিকতা প্রদর্শন করিতে পারিলেই কিছু কেহ মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। যাহার বর্ণনা পাঠে অন্তঃকরণের নানা প্রকার ভাব উচ্ছলিত ও [illegible] উদ্দীপ্ত হয়, তিনিই মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হন। কবি যে স্থলে শোক বর্ণনা করিয়াছেন [illegible] পাঠকের অন্তঃকরণ শোকভার ও [illegible] অশ্রু জলে পূর্ণ হইবে [illegible] যুদ্ধের সময়ে চিত্ত উৎসাহে পরিপূরিত হইবে, স্বদেশের গৌরব ও দুর্গতি সম্বাদ শুনিয়া মন আহ্লাদিত ও দুঃখিত হইবে। [illegible] যে কবি পাঠকের মনকে আলেকজাণ্ডার [illegible] স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে পারেন, তিনি যথার্থ কবি [illegible] শোক মাহাত্ম্য উদ্দীপন হয় ঈশ্বর গুপ্ত এমত কি লিখিয়াছেন ? প্রায় ২৫বৎসর

●

(১) বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির চরিত্র [illegible] গিয়াছেন তাঁহারা শক্রর প্রতি " তুই " [illegible] প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহারা [illegible] মহৎ শত্রুকেও সম্মানে সম্বোধন করিয়াছেন। দুর্য্যোধন যুদ্ধ কালেও অর্জুনকে [illegible] সম্বোধন করিয়াছেন।

কাল ব্যাপিয়া তিনি যাহা প্রস্তুত লেখনী চালাইয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রণীত কোন্ কাব্যখানি লোকের মন যথার্থ রূপে আকর্ষণ করিয়াছে? ফরাসী বিদ্রোহ কালে "মার্সেলিস্, হিম" নামক গীতের ন্যায় তিনি কি কোন কাব্য রচনা করিয়াছেন? পত্র প্রেরক বলেন তিনি নীলের বিষয়ে গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, যদি তিনি যথার্থ কবি হইবেন, তাহা হইলে সেই গীতে কৃষকেরা নিঃসন্দেহ উৎসাহিত হইত। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে তাঁহার গীত কৃষকদিগের শত ভাগের ৯৯ ভাগ শুনে নাই।

পত্র প্রেরক ঈশ্বর গুপ্তের মহার্থবিবর্ণী রচনার ভূরিতর প্রশংসা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমার পুনরায় বক্তব্য এই, হয় তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, নতুবা তিনি সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ চেষ্টায় আছেন যে ব্যক্তি তত্ত্বোধিনীর মধ্যবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহার কি "হেন থ! তুমি ঈশ্বর গুপ্ত আমিও ঈশ্বর গুপ্ত" প্রভৃতি প্রলাপ সূচক কাব্য পাঠ করিয়া বিরক্তি জন্মে নাই

বিবিধ সংবাদ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ফিনিক্স সম্পাদক শুনিয়াছেন কর্ণেল ক্রস সাহেব রাজকার্য্য বিশেষের উপলক্ষে পারস্য দেশে গমন জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক কহেন সম্বলপুরে রাস্তা নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইবে। কটকের সর্ব্বস্থানে উত্তম পথ নাই বলিয়া বড় কষ্ট হইয়া থাকে, সে কষ্ট এইবার দূর হইবে। এইরূপ অন্য অন্য স্থানেরও কষ্ট দূর করিলে ভাল হয় না?

গোয়ালিয়ারের মহারাজ আগরায় গমন করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক সেইস্থানের লোকদিগকে এক ভোজ দিয়াছেন। তত্রত্য কোন বিদ্যালয়ে ঐ টাকা দিলে অধিক উপকার দর্শিত।

আলাহাবাদে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী হইবে বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা ক্রমে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

ইণ্ডিয়ানফিল্ড সম্পাদক কহেন সর মর্ডাঐ ক্লারেন্স সাহেব পীড়িত হইয়া মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া আসুন। বাঙ্গালিদিগকে গালি দিবার লোক কই?

আলাহাবাদগেজেট সম্পাদক কহেন, গত সপ্তাহে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে গঙ্গা ও যমুনার জল দুইহাত বৃদ্ধি হইয়াছিল।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন আলাহাবাদে একজন বণিক ধনাঢ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া ৭০০০০ টাকা ঋণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। নগরে মধ্যে মধ্যে এইরূপ অনেক ধনী দেখা দিয়া থাকে, তথাপি লোকের চৈতন্য হয় না।

আউড গেজেট সম্পাদক কহেন তথায় সোমবার রজনীযোগে অগ্নি লাগিয়া গোমতী নদীতীরের সমস্ত খড়ুয়া ঘর ভস্মাবশেষ হইয়াছে।

উক্ত পত্রের আলমোড়ার সংবাদদাতা কহেন তথায় প্রত্যহ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে শস্যের ক্ষতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোনস্থানে হেউচেউ কোনস্থানে কিছুই নাই।

উক্ত সম্পাদক বলেন সীতাপুরে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাদৃশ ব্যাপার কেহ কখন দেখেন নাই, প্রায় ৩ কিম্বা ৪ সের ওজনে শিল পড়িয়াছে এবং তদ্দ্বারা বহু সংখ্য জীবহত্যা হইয়াছে। এতবড় শিল ডাক্তর বুইষ্ট সাহেব কহিয়াছিলেন মান্দ্রাজে একবার বৃষ্টির সময় পতিয়াছিল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার

বারাসত এত দিন এক ক্ষুদ্র জেলা ছিল। সেখানে এক মাজিষ্ট্রেট ও ১ জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট থাকিতেন, তদ্ভিন্ন দুলোকের কাছারি আছে এবং বন্দীগণের থাকিবার এক জেলখানা আছে। এক্ষণে সে সকল গিয়া সামান্য এক বিভাগ হইল। একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মাত্র থাকিবেন। বাবু অভয়চরণ মল্লিক সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। বারাসতের, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের অধীনে থাকা এই প্রথম হইল।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন এক জন সম্পাদক লিখিয়াছেন, বিদ্যা শিক্ষা নিমিত্ত এদেশে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে সাহায্য দান ও দেশীয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া যদি পুস্তকালয় ও ইন্স্পেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে উত্তম হয়।

বক যদি পরিহাস না করিয়া বাস্তবিক বলিতেন, যদি সকল বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া শিক্ষকের কিছু বৃত্তির নিয়ম করিয়া দিলেও ভাল হয়।

উক্ত সম্পাদক কহেন সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে এগজিবিসন (মেলা) হইয়া গিয়াছে তাহাতে কেবল সুইডনের ও প্রুসিয়ার রাজ পুত্রেরা আসিয়াছিলেন, অন্য রাজ পুত্রেরা আইসেন নাই। বিশেষতঃ ফরাসির সম্রাটের আসিবার কথা অবধারণ ছিল, তিনিও আইসেন নাই। ফিনিক্স সম্পাদক অনুমান করেন, রোমে যে ফরাসি সৈন্য আছে তাহাদিগকে উঠিয়া আনা হয় নাই, এই কার্য্যটী ফরাসি সম্রাট লুই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে, লার্ড পামরষ্টন এইরূপ বক্তৃতা করাতেই ফরাসি সম্রাট বিরক্ত হইয়া আইসেন নাই।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন লেং সাহেবের সহিত সর্ চারলস উডের সদ্ভাব নাই। লেং সাহেব বক্তৃতাকালে কহিয়াছিলেন এ দেশ হইতে ইংলণ্ডস্থ সৈন্যের যে ব্যয় দেওয়া যাইতেছে, তাহা অন্যায়। ষ্টেট সেক্রেটারির এই কথা মনোমত হয় নাই। বোধ হয় লেং সাহেবকে এখানে পুনরায় আসিতে দিবেন না। যদি সত্য হয় এ অংশে লেং সাহেবের দোষ নাই, ষ্টেট সেক্রেটারিরই অন্যায়।

ইংলিসম্যান সম্পাদক কহেন শিবরাজ দোবে নামে এক ব্যক্তি কোচবেহারের রাজার নিকট গিয়া মানা সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দেয়। রাজা তাহাকে ধৃত করিয়া ব্রিটিস কর্ম্মচারির হস্তে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার করে নাই, সে কহে যে রাজা রোষ পরবশ হইয়া এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছেন। কর্ম্মচারিরা তাহাকে পুনরায় রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তবে কি রাজা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসালাভের জন্য এইরূপ করিয়াছেন?

দিল্লীগেজেট সম্পাদক কহেন জোয়ানপুরে সমসেরসিং নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ কাল অবধি এক অরণ্যে বাস করে, তাহার অধীনে অনেক লোক আছে বলিয়া তাহাকে

ধৃত করিতে পারে নাই। সম্প্রতি কাপ্তেন [illegible] ১৫ জন পুলিষ সৈন্য লইয়া ধৃত করিতে গিয়া ভয়ানক আঘাত পাইয়াছেন। তাহার জীবন সংশয়। দুঃসাহস সকল সময়ে ফলোপধায়ক হয় না।

১৬ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

ফিনিক্স সম্পাদক কহেন রসরাজ সম্পাদক আপন পত্রে এক ব্যক্তির নিন্দা লিখিয়াছিলেন বলিয়া নূতন ফৌজদারি আইন মতে ধৃত হইয়া জেলে অবস্থিতি করিতেছেন, আগামি সেসনে তাঁহার বিচার হইবে। সম্পাদককে আমরা পূর্ব্বেই সাবধান করিয়াছিলাম, তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন জেনজিবারে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি দাসব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছেন বলিয়া আরবেরা তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সুলতানকে কহিয়া পাঠাইয়াছেন যদি কোন অত্যাচার হয়, তাঁহাকে অবিলম্বে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুলতান! মনুষ্য ব্যবসায় করিয়া লাভ করিবার কাল আর নাই।

ফিনিক্সের অম্বালার সংবাদদাতা কহেন তথায় ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সম্প্রতি একটী ঝড় হইয়া গিয়াছে। ২ ছটাক ওজনে শিল এত পড়িয়াছিল যে ভূমি দেখা যায় নাই।

উক্ত সম্পাদক শুনিয়াছেন অম্বালায় অগ্নি লাগিয়া ৫০টী বাটী ভস্মসাৎ হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক আরো বলেন এক ব্যক্তি এক জনের মস্তক ছেদন করিয়া কালীদেবীকে অর্পণ করিয়াছিল, সে ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালি জুরিরা তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দিয়াছেন, একি সম্ভব?

ডেকান হেরাল্ড সম্পাদক কহেন, চিৎপুর নামে এক গ্রামে অগ্নি লাগিয়া ৭০০ বাটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম সম্পাদক কহেন মহীশূরের রাজার অতিশয় পীড়া হইয়াছে, তাঁহার পুত্র নাই, যদি উত্তরাধিকারি নিযুক্ত না করেন, তাঁহার রাজ্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে পতিত হইবে। সে সিদ্ধান্ত স্থির আছে।

বোম্বাই সাটর্ডে রিবিউ সম্পাদক বলেন এদেশের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া আপন আপন চেষ্টায় অর্থ উপার্জ্জন করুন। বাণিজ্য ও অন্যান্য অনেক উপায় আছে। সৎপরামর্শ সন্দেহ নাই।

হরকরা সম্পাদক অবগত হইয়াছেন জুন মাসের শেষে রেইলওয়ে আলিগড় পর্য্যন্ত চলিবে এবং ডিসেম্বরে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবে।

বাঙ্গালি পত্র সম্পাদক কহেন বাবু রমাপ্রসাদ রায় উচ্চতর আদালতের এক জন জজ হইবেন এবং বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন।

হরকরা সম্পাদক বলেন সাণ্ডিমান সাহেব মাসিক ৪০০০ টাকা বেতনে অডিটর জেনরেলের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালি পত্র সম্পাদক শুনিয়াছেন সদরের জজেরা মুন্সেফদের বেতন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন; অতি উচিত কর্ম্ম হইয়াছে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের অতিশয় শক্ত পীড়া হইয়াছে। অদ্যাপি সুস্থ হইতে পারেন নাই।

অল্পদিন হইল কুটীগোদানিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের অষ্টাদশবর্ষদেশীয় একটী পুত্র সূর্য্যপুরের পূর্ব্ব নবগ্রামে বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিল। ঐ বালক সন্তরণ জানিত না, স্নান করিতে গিয়া পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যান সম্পাদক শুনিয়াছেন, বারাকপুরের সেনা দলের প্রতি সসজ্জ থাকিবার আজ্ঞা হইয়াছে। আফগানের যুদ্ধে যাইবার জন্য ত [illegible]?

দিল্লী গেজেট সম্পাদক কহেন আমাদের সম্পূর্ণ শঙ্কা আবশ্যক বিশ্বাস করিয়া এ দেশীয়দিগের হস্তে ধনাগার ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রাখা উচিত নহে, ১৮৫৭-৫৮ অব্দের কথা এখন কেহ বিস্মৃত হয় নাই, অস্ত্র না লইয়া একাকী গমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং দেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল মহাপুরুষেরাই বিদ্রোহ ঘটাইবার কারণ।

আউত গেজেট সম্পাদক কহেন তথায় ১৪ দিনের মধ্যে ১৪টী ব্যাঘ্র মারা হইয়াছে।

ঢাকা নিউসের এক জন পত্র প্রেরক কহেন, তথায় এক জন আসেসর এই বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন অল্প সময় বলিয়া এইমাত্র টাকা আদায় হইল নচেৎ অধিক হইত আসেসরদিগের আইনে বিলক্ষণ অধিকার আছে।

বাঙ্গালি সম্পাদক কহেন বিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে তত্তই মনুষ্য হত্যার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। কেহবা বন্দুকের গুলি অধিক দূর যাইবার উপায় করিতেছেন, কেহ কামান দ্বারা বহু সংখ্য লোক মারিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বারুদ দ্বারা এককালে সমস্ত সেনা দল ধ্বংস করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, যে উপায়ে হউক, জীব নাশ হইলেই হইল, অর্থ ধ্বংস হইলে পুনরায় পাওয়া যায় কিন্তু মনুষ্যের জীবন সেরূপ নহে। উক্ত শোণিত অবস্থায় প্রাণিবধ সভ্যতার বিরুদ্ধ নহে।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক করাচির এক পত্রে দর্শন করিয়াছেন যে এক জন সিপাহি আপন সহধর্ম্মিণী ও ঐ স্ত্রীর সহোদরাকে হত্যা করিয়াছে। তাহাকে ধৃত করা হইয়াছিল, কিন্তু তরবারি দ্বারা সে আপন জীবন শেষ করিয়া দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে।

সমাচার পত্রে ছোট আদালতের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লিখিত হয় বলিয়া অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। স্ত্রী লোকের নামের মোকদ্দমা বৃত্তান্ত লিখিত হইলে তাহাদিগকে অধীনে রাখা ভার হইবে। উচিৎ ফিনিক্স সম্পাদক আপন রিপোর্টারকে উক্ত আদালতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। বালকেরা কুকর্ম্ম করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে যেমন চক্ষু মুদিত করিয়া থাকে, এ উপায়টি সেরূপ হইল।

হরকরা সম্পাদক বলেন, সর সর্টাউ এবং অগস সাহেব গত ১৩ই মে মান্দ্রাজ হইতে পালিতে যাত্রা করিয়াছেন। কেবল এ দেশের পাক বলিয়া নয়, এ দেশের জল বায়ুও তাঁহার সহ্য হইল না।

ইংলিসম্যান সম্পাদক সিরিয়া হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি এক দল আরবের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, দলে অধিক লোক ছিল না। আরবেরা তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিবার উপক্রম করিলে এক ব্যক্তি কহিল ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদের সমভিব্যাহারে আছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আরবেরা পলায়ন করিল।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অদ্য মাতলা রেলওয়ের পিয়ালির পুল দেখিতে গিয়াছেন। আরো অনেক ভদ্র লোক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীরামপুরে একটি মনুষ্য হত্যা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি সরকার কর্ম্ম করিত, প্রত্যহ টাকা লইয়া যাইত, কিন্তু হত্যার দিন তাহার নিকটে টাকা ছিল না। দুরাত্মারা টাকা আছে মনে করিয়াই তাহাকে বধ করিয়াছে। এখন যেরূপ পুলিস আছে, কেহ কাহাকে হত্যা করিবে মনে করিলে হত্যাকালে তাহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই।

১৯এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

হরকরা সম্পাদক ২৬এ এপ্রেল পর্য্যন্তের নিম্ন লিখিত আমেরিকার সম্বাদ পাইয়াছেন। পিটসবর্গে একটী যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। ফরাশি দেশীয় যে কার্য্যকার কচিরমণ্ডে গমন করিয়াছেন তাঁহার রাজকীয় ব্যাপার ঘটিত কোন উদ্দেশ্য আছে, তদ্বিষয়ে নানা জন নানা প্রকার অনুমান করিতেছেন। সেনাপতি বরগার্ডের জাল চিঠি ধরা পড়িয়াছে। মান্তেইনের প্রদত্ত আয় ব্যয় হিসাব (বজেট) পার্লিমেণ্ট সভায় অনুমোদিত হইয়াছে। ৯ই মের পারিসের সম্বাদ এই, আমেরিকায় যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় রাজ্য বল পূর্ব্বক তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং দক্ষিণাংশের স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহাতে সকলে প্রত্যয় করিতেছে। লার্ড পামরষ্টন পার্লিমেণ্ট সভায় ঐ প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

চীনদেশ হইতে সমাচার আসিয়াছে, ইংরাজ ও ফরাশি সেনারা সম্রাটের সেনার সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে একটী নগর ও ১৬০০০০ ডলর মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী হস্তগত করিয়াছেন।

৩রা মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

১লা মে ইংলণ্ডে এগজিবিসন (মেলা) আরম্ভ হইয়াছে।

সুইডনের ও রুসিয়ার রাজারা অরং আসিয়া সাহায্য করিতেছেন, প্রায় ৩৫০০০ লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেনাপতি মেক্লিলেব সেনারা ইয়র্ক সহরের নিকটে আছে।

গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ জাহাজ ইয়র্ক সহরে অনেক তোপ করিয়াছিল, কিন্তু কোন অপকার করিতে পারে নাই।

পলাস্কিদুর্গ গবর্ণমেণ্টসেনাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

পশ্চিম খণ্ডে সেনাপতি বরগার্ড এখন পর্য্যন্তকরিস্থ অধিকার করিয়া আছেন।

গবর্ণমেণ্টসেনারা নিউ অর লিন্স আক্রমণকারিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

ফরাসিদের ওয়াসিংটনের দূত বিশেষ কার্য্যানুরোধে রিচমণ্ডে গমন করিয়াছেন।

সভাপতি লিঙ্কলন কলম্বিয়ার দাসদিগকে মুক্ত করিবার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সেনাপতি গয়ওন রোম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ফরাসি দেশে প্রত্যাগমন করিবেন স্থির হইয়াছে

বিক্টর ইমানুএলকে অতি সমারোহে নেপলসে আহ্বান করা হইয়াছে।

লার্ড কানিং, ডিউক অব সমরসেট, আরল রসেল, লার্ড সাফ্টসবরি ও লার্ড কিটিঞ্জ উইলিয়মকে গারটার সম্মান প্রদত্ত হইবে।

লার্ড ক্যানিং ১৩ই এপ্রেল ডোভারে উপস্থিত হইয়াছেন। জাপানের দূতেরা ৩০এ এপ্রেল ডোভারে আসিয়াছেন এবং এখানে উপস্থিত ছিলেন, আরল রসেলের ... সাক্ষাৎ হইয়াছে।

লাঙ্কাসায়ারের দুঃখিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য চাঁদা হইতেছে। বেঙ্গল ... রের ২ সংখ্যা ইউরোপীয় সৈন্যান্তর্গত ... কেপ্তন এডওয়ার্ড প্যাকর সাহেবেরা বিক্টোরিয়া ক্রস পাইবেন।

যে কারণে ইউরোপীয় ও এদেশীয় সেনা একত্র করা হইয়াছে, সর চারলস উড সেই কারণ কমন্স হাউসের গোচর করিয়াছেন।

রুসিয়ার গবর্ণমেণ্ট নূতন ঋণ গ্রহণের যে চেষ্টা করেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছে।

মেক্সিকো গবর্ণমেণ্ট ফরাসিদিগের উপরে আবার অত্যাচার করিয়াছেন, তজ্জন্য ফ্রেঞ্চ হইতে মেক্সিকোতে সৈন্য ও যুদ্ধোপযোগি সামগ্রী প্রেরিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৯এ মে—বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ১৮৬০ সালের ৩২ আইন অনুসারে কিছুকালের জন্য পাবনা ও ময়মনসিংহে আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সন্দীপের মুনসেফ বাবু মহেশচন্দ্র রায় মর্ত্তবাখালিতে দ্বিতীয়শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২১এ মে—নবদ্বীপের আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে পঞ্চম শ্রেণিস্থ ছিলেন, চতুর্থ শ্রেণিস্থ হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

পূর্ণিয়ার বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিরপুরেরবাবু দীনবন্ধু মৌলিক।

রঙ্গপুরে জে, টেলর সাহেব।

২১এ—মে লেপ্টনেণ্ট, আর, সিমসি সাহেব ছোট নাগপুরে সহকারী কমিসনর হইবেন।

২২এ—মে নেটিব ডাক্তর সেখ মনু কোটচাঁদপুরের দাতব্য ঔষধালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

২৭এ—মে কটকের প্রতিনিধি সিবিল ও

[illegible] সাঁকো আছে এবং সংপ্রতি একটী পুষ্করিণী [illegible] হইতেছে, তাহাতে ৬।৭ শত টাকা ব্যয় [illegible] গ্রামের নিকট বর্ত্তী হইয়া রেলওয়ের [illegible] ঘাট উৎকৃষ্ট এবং প্রতি বৎসর নিয়মিত [illegible] সংস্কার করা হইয়া থাকে। বাবুদিগের [illegible] সম্মুখে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় আছে [illegible] তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাঁহারা ৬০ টাকা [illegible] দান করিয়া থাকেন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ পরিমাণে সাহায্য পাওয়া যায়, অন্যান্য [illegible] দিগের ন্যায় যজ্ঞেশ্বর বাবু শুদ্ধ অর্থ আড়ম্বর করত ক্ষান্ত না থাকিয়া স্বয়ং [illegible] দিয়া বালকদিগের ধর্ম্ম উপদেশ [illegible] থাকেন, শুনিতে পাই তাহাতে স্কুলের [illegible] বাবু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, অব[illegible] হইতে পারেন, বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম উপদেশ [illegible] ডেপুটী বাবু দিগের মধ্যে কখনই এমন [illegible] যায় যে কেহ উপারলাভ করিয়া থাকেন, কে[illegible] বিদ্যাসাগর প্রচলিত বিধবাবিবাহের প্রতি [illegible] থাকাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বি[illegible] অথবা আদর্শ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার [illegible] পান। যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিদ্যালয়ের একটী [illegible] পণ্ডিত ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐকান্তিক ভক্তি থা[illegible] উপবীত ফেলিয়া দিয়াছেন। তাহাতে গ্রামস্থ প্রায় তাবৎ ব্রাহ্মণে তাঁহাকে একঘরিয়া করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু উক্ত বাবু সকলকে একত্রিত করিয়া কহিলেন, আপনারা পণ্ডিত মহাশয়কে একঘরে করাতে আমাদিগকেও একঘরে করা হইতেছে সুতরাং তাহা হইতে তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। মহাশয় কলাদের [illegible] শক্তি কলায় পাইলে কাহারও [illegible] বিচার থাকে না। যজ্ঞেশ্বর বাবুর যত্নে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ৩০ টী ভদ্রলোকের কন্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং উক্ত বাবু স্বয়ং তাহাদিগের শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিধবাবিবাহে তাঁহার বিশেষ [illegible] দৃষ্ট হইল এবং গ্রামে কেহ শীঘ্র বিধবা [illegible] করেন এমত একান্ত ইচ্ছা। ব্রাহ্মধর্ম্ম [illegible] সংপ্রদোনাস্তি প্রভা, যে হেতু তিনি [illegible] কাহাকে পৌত্তলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেন নাই। গ্রামে একটী ডাক্তর ও চি[illegible] প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় আ[illegible] বিষয় কর্ম্ম তিনি সমুদয় নিজে দেখিয়া থাকেন এবং অতিশয় মিতব্যয়ী। তাহাদিগের [illegible] অতিশয় সদ্ভাব এবং গ্রামের সকলেই [illegible] গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের [illegible] ধনাঢ্য লোকেরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর ন্যায় দেশহিতৈষী হইলে অচিরাৎ এই হতভাগ্য দেশের দুরবস্থা দূরীকৃত হইতে পারে।

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

মহাশয়! আমরা ঈশ্বরের নিকটে অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে সোমপ্রকাশ দীর্ঘজীবী হউক। সোমপ্রকাশের কৃপায় আমরা অনেক ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যে ডেপুটী বাবুর কথা লিখিয়াছিলাম, তিনি কখানি সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া একবারে চমকিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে প্রতিদিন দশটার সময় আসিয়া চারিটা পর্য্যন্ত কাছারি করিতেছেন, আর সাক্ষি কেবল আসিবা মাত্র জাবিবা হইতেছে, স্বয়ং ক্রটি ক্রয়ের দোষ স্বীকার করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! ডেপুটী বাবু এইরূপে ক্রম করিয়া অনেক গরু জীর্ণ করিয়াছেন, আহা! উঠটী কোন রূপেই জীর্ণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক যে ব্যক্তি এক মাস পূর্ব্বে ডেপুটী বাবুর কার্য্য দেখিয়া বিদেশে গিয়াছে, পরে যদি স্বদেশে আসিয়া ডেপুটী বাবুর এক্ষণকার কার্য্য দেখে তাহা হইলে ইহাকে চিনিতে পারিবে না। বোধ করিবে যেন সে ডেপুটী বাবুই নয়, আর এক ব্যক্তি আসিয়াছে। যাহা হউক আমরা কমিসন সাহেবের বিচার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে এবার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অপরাধ মার্জ্জনা করা গেল, তিনি যেন ভবিষ্যতে সাবধান হন। এই একবার বলিয়া নয়, যে ব্যক্তি হাকিম হইয়া পুনঃ পুনঃ আইন নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, যদি আইন ভালরূপে না জানেন, তিনি হাকিমি করিতে আসিয়াছেন কেন? বিশেষতঃ দণ্ড বিধির আইনে এইরূপ কার্য্য করিলে গুরুতর দণ্ড হইবার বিধান আছে। আমরা অবিকল ঐ আইনটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১৬৯ ধারা। রাজকীয় কার্য্যকারক যে কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক হওয়াতে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় করিতে কিম্বা তন্নিমিত্তে নীলামে ডাকিতে আইন মতে নিষিদ্ধ হয়, সে যদি আপনার কি অন্যের নামে কিম্বা অন্যেরদের সহযোগে কি অংশ করিয়া সেইরূপ সম্পত্তি ক্রয় করে কি তাহার নিমিত্তে নীলামে ডাকে, তবে সে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। সেই সম্পত্তি যদি ক্রয় করিয়া থাকে তবে ঐ সম্পত্তি দণ্ড হইবেক ইতি।

কোন্নী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সোমপ্রকাশ পত্রিকাখানি আমাদের বড়ই প্রকার সামগ্রী, সুতরাং তদগর্ভে অস্মদ্দেশীয় লোকের এবং ভিন্ন দেশস্থ যাঁহারা এদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অবিবেচনার কার্য্য প্রণালী সকল প্রকটিত হইলে কালে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু শোধিত হইবে ভরসা করিয়া নিম্নস্থ কএকটি বিষয়ের সারমাত্র গ্রহণ করিয়া আপনার কাছে পাঠাইতেছি, সোমপ্রকাশে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

অতি অল্প দিবস অতীত হইল আমাদের এই পাবনার অধীনস্থ দুইজন ভূম্যধিকারির পরস্পর জলকর লইয়া আপত্তি উপস্থিত হয়। ঐ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পধন অথচ ন্যায্য পক্ষাশ্রয়ী ব্যক্তি আপনার হ[illegible] বায় ভাবিয়া মফস্বল তদারকের জন্য আমিনের প্রার্থনা করেন, তাঁহার সেই প্রার্থনানুসারে উপরিস্থ বিচারকেরা বিবেচনা করিয়া (পূর্ব্বে যাহাকে অমুৎকোচগ্রাহী বলিয়া জানিতেন এমন একজন) বেতনভুক মফরি আমিনকে মফস্বলে পাঠাইয়া দেন। তিনি আসিবামাত্রই ধনরূপ ভূত তাঁহার পিছনে লাগে, পরিশেষে তিনি প্রতিবাদির পক্ষে জয় পতাকা উড়াইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। এখন দুর্ব্বলপক্ষের ভাগ্যে যে কি ঘটে, তাহা বলিতে পারি না।

কিছু দিন হইল কোন এক ফৌজদারি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁতিবন্দ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়, এই পাবনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছারিতে উপস্থিত হইলে তিনি বিনাপরাধে চৌধুরী মহাশয়কে গালি দেন। সম্পাদক মহাশয়! দাম বড় ধন, তাহার কিছুকাল পরেই চৌধুরী মহাশয় তদ্বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া সদরে জানাইলে, এখানকার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তাহার [illegible] অনুসন্ধান জানিবার আদেশ হইয়াছে। শুনিলাম বোয়ালিয়ার কমিসনর সাহেব না কি তদন্ত করিয়া ঐ বিষয়ের ন্যায্য বিচার করিবেন। কাজে যেমন দেখি তাহা আপনাকে জানাইতে

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

৪ ভাগ। ৩০ সংখ্যা। } সন ১২৬৯ । ২৮ জ্যৈষ্ঠ । ইং ১৮৬২ । ৯ জুন { বার্ষিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আসামের চা করগণ ও মেজর হপকিন্সন।

অত্যাচারকারিদিগের পক্ষে কি অল্প কালই পড়িয়াছে. তাহাদিগের অত্যাচারকারিতা ও স্বার্থপরতা আর গোপন রহিতেছে না। নীলকর ও চা-করেরা আপনাদিগকে এ দেশের " শ্রীবৃদ্ধিকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ' আমরা বন পরিপূর্ণ ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া তন্মধ্যে নীল, চা, প্রভৃতি বপন করিতেছি, আমাদিগের চেষ্টায় অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, এবং আমরা যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছি, তাহাতে শুল্ক স্বরূপ সরকারের অনেক টাকা লাভ হইতেছে। " কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কৃষক ও শ্রমজীবি ব্যক্তিদিগের অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ দেখিতেছি না। শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহাদিগকে চিরকাল কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তাহাদিগের যে কেবল স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে এরূপ নহে, তাহারা শরীর সমর্পণ করিয়াও উদর পূরণপর্য্যাপ্ত অর্থ লাভে সমর্থ হইতেছে না। নীলপ্রধান প্রদেশের প্রজাগণের দুর্দ্দশার বিষয় এখন আর অপ্রমাণ নাই। চা-প্রধান প্রদেশেও ইহা ক্রমশঃ সপ্রমাণ হইতেছে।

আসামের চা-করেরা পূর্ব্বে প্রত্যেক মজুরকে প্রতি মাসে ২।।০ টাকা করিয়া বেতন দিতেন; ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪।।০ হয়। এক্ষণে পরিশ্রমের যে প্রকার মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে ৪।।০ টাকা মাসিক বেতন অধিক নয়। এ বেতনে এখন মজুর পাওয়া যায় না। অল্প দিন হইল, আসামের অন্তর্গত দেবরূপের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র প্রত্যেক মজুরকে প্রত্যহ চারি আনা করিয়া মজুরী দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং তত্রত্য চা-করেরা আর অল্প ব্যয়ে মজুর পাইতেছেন না, তাহাতে তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিসনর মেজর বিবারের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করেন যে একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের প্রতি এই আদেশ দেওয়া হয় যে চা-করেরা মজুরদিগকে যে হিসাবে বেতন দিয়া থাকেন, তিনিও সেই হিসাবে বেতন দেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, এই মেজর বিবার চা-করদিগের অনুরোধে পড়িয়া একবার এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন, আসামের লোকেরা মজুরী করে না, চা-করেরা মজুর পাইতেছেন না, অতএব আসামের লোকের প্রতি অধিক কর স্থাপনের অনুমতি হইলে তাহাদিগকে অগত্যা মজুরী করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

মেজর বিবার চা-করদিগের অনুরোধে এবার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, মজুরদিগের বেতন না কমাইলে ' সভ্যতার পথ প্রদর্শকদিগকে (চা-করদিগকে!!) কুঠি বন্ধ করিতে হয়। " আসামের কমিসনর মেজর হপকিন্সন এই পত্র পাইয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে মেজর বিবারের কথা অগ্রাহ্য করিবার অনুরোধ করেন। কমিসনর স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন আসামের চা করেরা মাসে মজুরদিগকে

১০টাকা বেতন দিলেও তাহাদিগের [illegible] হয় না। তিনি বলেন "আমাদের লোকেরা স্বভাবতঃ শ্রম করিতে অনিচ্ছু, [illegible] জুরী করাকে [illegible] জ্ঞান করে। অল্প [illegible] দিয়া [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] ইং [illegible] [illegible] প্রভ [illegible] আট [illegible] হেন, চা-কর [illegible] গের আনীত বিদেশী মজুরদিগের প্রতি [illegible] অর্পণ করিতেছেন না। মেজর [illegible] করিয়াছেন তিনবৎসরের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ২৪ লক্ষ টাকার চা জন্মিবে, তদ্ভিন্ন বীজের মূল্য স্বতন্ত্র আছে। যদি ৪০০০ লোক কর্ম করে, তাহা হইলে প্রত্যেক মজুর ৬০০ টাকার চা উৎপাদন করিবে। অনায়াসে শতকরা ২০ টাকা ব্যয়করা যায়; এবং মজুরেরাও মাসে ১০ টাকা করিয়া পাইতে পারে।" স্বচ্ছন্দে যদি ১০ টাকা দেওয়া যায়, তবে শ্রীবৃদ্ধিকারীরা মজুরদিগের প্রতিব্যক্তিকে প্রতিদিন চারি আনা করিয়া দিতে কাতর কেন?

মেজর হপকিন্সন আপনার প্রশংসনীয় পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন "চা-করেরা বলেন, তাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। শ্রীবৃদ্ধি কাহাকে বলে? বনপরিপূর্ণ ভূমি পরিষ্কৃত করিলেই কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইল? যদি দেশের লোকের অর্থ বৃদ্ধি না হয়, তাহাহইলে ভূমিপতিত থাকাই শ্রেয়ঃ— বার্ত্তা শাস্ত্র ইহাকে সৌভাগ্য বলেন না।" মেজরের এই কয়েকটী বাক্য স্বর্ণময় অক্ষরপঙ্ক্তি দ্বারা লিখিবার যোগ্য। এতদ্দারা কি স্পষ্ট করে এই কথা কহা হইতেছে না যে দেশের শ্রীবৃদ্ধিকারিতারূপ কঞ্চুক দ্বারা আবৃত হইয়া তাঁহারা কেবল আপনাদিগের অর্থ বৃদ্ধি করিতেছেন এইমাত্র। যাহারা অধিক বেতন পাইবার যোগ্য, তাহাদিগকে অল্প বেতন দিয়া বলপূর্ব্বক খাটাইয়া লওয়া কি অত্যাচার নহে? ঢাকা প্রকাশের কাহাকে [illegible] এক [illegible] চা-করদিগের অত্যাচারের বিষয় যে লিখিয়া আসিতে [illegible] তাহা কি মিথ্যা? যে সকল সম্পাদক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহসী [illegible] ক্ষেত্রের চা কোম্পানির [illegible] মাকে ও কার্টর সাহেবের চরিত্রের বিষয় যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহা যদি সত্য হয় তাদৃশ লোকের অধীনে মজুরের প্রতি অত্যাচার হওয়া কি অসম্ভাবিত? যাহা হউক, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব এই বিষয়ের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, চা কর দিগের মজুর সকলকে লোভ প্রদর্শন করিয়া ছাড়াইয়া লওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু চা-করদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা মজুরদিগকে যথোচিত বেতন দেন।

আমরা বরাবর যে কথা কহিয়া আসিতেছি, গবর্ণমেণ্টও সেই কথা বলিলেন; মজুরদিগকে পর্য্যাপ্ত বেতন দান মূলধনের অধিকারী ও শ্রমজীবি উভয়েরই উপকারক। আডাম স্মিথ কহিয়াছেন, মূলধন সঞ্চিত রাখিয়া যথোচিত ব্যয় করাতে তাহার হানি হয় না। পরিশ্রমের মূল্য যথোচিত রূপে না দিলেই শেষে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। নীলকরেরা ঠেকিয়া এই নিয়মের তাৎপর্য্য স্বীকার করিয়াছেন। নীলকরদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া চা-করদিগের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে রেইলওয়ে প্রভৃতিতে মজুরেরা অনায়াসে প্রত্যহ চারি অথবা ছয় আনা উপার্জ্জন করিতেছে। এখন এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে অল্প বেতনে অধিক শ্রম করিয়া চা ক্ষেত্রে প্রকার রূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিবে? নীলপ্রধান প্রদেশের কৃষক দিগের সহিত চা ক্ষেত্রের মজুরদিগের বহু প্রভেদ আছে। নীল প্রদেশের প্রজারা নীলকরদিগের অনা ভূমির [illegible] অধিককাল অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। চা ক্ষেত্রের মজুরদিগের অত্যাচার [illegible] করিবার সে কারণ নাই [illegible] (দুঃখের বিষয় এই [illegible] হপকিন্সন এই আইন বিধিবদ্ধ করা [illegible] বলেন) হইলেও চা-করদিগের অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। মজুরেরা কণ্ট্রাক্ট লইয়া কখনই অত্যাচার সহ্য করিবে না।

আমরা চা-কর দিগকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন কখন নীলকরদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করেন। লাণ্ড হোলডার্স সভা তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ পথে আনিয়া দল বল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন। চা-করেরা যেন সাবধান হন, তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস না করেন। তাঁহারা যদি আর কিছু কাল নীলকরগণের ন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে।

-০-

অত্রত্য কতিপয় ইংরাজ সম্পাদকের অদূরদর্শিতা।

কাজকর্ম্ম না থাকিলে মানুষের মন পরানিষ্টচিন্তায় ও কুকর্ম্মে ধাবমান হয়, এই যে একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে, ইহা অযথার্থ নহে। সাধুগণ ইহার লক্ষ্য স্থল না হউন, কিন্তু ইহার যাথার্থ্য বহুধা পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রতিপোষক আর একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে। সেটী এই "বসে বসে করি কি, খুড়ার" নামে পেয়দা দি।" কর্ম্ম না থাকিলে পিতৃব্যের অনিষ্টচিন্তাও গর্হিত বলিয়া বোধ হয় না। অত্রত্য কতিপয় ইংরাজ সমাচারপত্র সম্পাদকের এই গতি দেখা যাইতেছে। যখন তাঁহাদিগের লিখিবার কোন বিষয় না থাকে, সেই সময়েই তাঁহারা এদেশীয় দিগের অনিষ্টচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। আজি কি

না। অমুক সম্পাদক বলিলেন, এদেশীয়েরা অতিশয় অকর্ম্মণ্য ও অলস, ইহাদিগকে কোন গুরুতর রাজকর্ম্ম দেওয়া উচিত নয়। অমুক কহিলেন, এদেশের লোক অত্যন্ত প্রতারক, ইহাদিগের হস্তে বিশ্বাসযোগ্য কাজ দেওয়া বিধেয় হয় না। আর এক জন আর এক দিক হইতে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এদেশীয়দিগকে অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে দিলে নিঃসংশয় বিদ্রোহ ঘটিবে। অন্য সম্পাদক মনে করিলেন, সকল সম্পাদকই আপন আপন সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, আমার মৌনী থাকা উচিত হইতেছে না। এই ভাবিয়া তিনিও এই বলিয়া আপনার বুদ্ধি ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন যে এদেশের লোককে অধিক লেখাপড়া শিখান উচিত নয়, তাহা হইলে পরিণামে ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। আর এক জন বা এই বলিয়া আপনার বাহাদুরী প্রকাশ করিলেন, ইংরাজ জাতি এদেশের বিজেতা, এদেশীয়েরা বিজিত; অতএব উভয় জাতির সম্বন্ধে একবিধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া বিজিতের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।

এবম্বিধ অসারত্ব দূষিত বচনোপন্যাস ইংরাজ সম্পাদকদিগের অদূরদর্শিতার ফল সন্দেহ নাই। তাঁহারা মনে করেন, গবর্ণমেণ্টের বড় হিত করিতেছেন। কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে তাঁহাদিগের তুল্য অহিতকারী আর নাই। প্রজার অনুরাগ ও বিরাগের উপরে রাজশ্রীর স্থায়িতা ও অস্থায়িতা নির্ভর করিতেছে। উক্ত সম্পাদকেরা যে পরামর্শ দিতেছেন, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি তদনুসরণ করেন, গবর্ণমেণ্টের প্রজার অনুরাগ ভাজন হইবার কি সম্ভাবনা আছে? পরামর্শের অনুসরণ দূরে থাকুক, সম্পাদকেরা যে উক্তপ্রকার বাক্য ব্যয় করিতেছেন, তাহাতেও ইংরাজ জাতির উপরে এদেশীয়দিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মিতেছে। যে জাতি প্রজার বিদ্বেষভাজন হয়, তাহার রাজশ্রী কখন স্থায়িনী হয় না। সম্পাদকগণ! তোমরা কি প্রজার অনুরাগ লাভ চেষ্টাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেছ? অস্ত্রবল দ্বারা ভারতবর্ষকে চির কাল স্ববশে রাখিবে, তোমরা কি এই মনোরথ করিতেছ? এ তোমাদিগের দুর্মনোরথ সন্দেহ নাই। ইতিহাস ইহার বিপরীত কথা কহিতেছে। কোন রাজা কখন এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্যপদ দীর্ঘকাল স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হন নাই।

আমরা তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা স্থির চিত্তে একটী বিষয়ের বিবেচনা কর। তোমরা যে ভারতবর্ষকে বশে রাখিবার উদ্দেশে এত স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তা প্রকাশ করিতেছ, সে ভারতবর্ষ কোন্ জাতির পৈতৃক বাসভূমি? সেই জাতি যদি তোমাদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে লইয়া স্বয়ং পালন করিতে পারে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তোমাদিগের অপেক্ষা সেই জাতির ইহাতে সমধিক স্বত্ব আছে। তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত রাখিয়া এদেশীয় সমাচার পত্রের কার্য্য দর্শনার্থ লোক নিয়োগ প্রস্তাব লইয়া মত্ত হইয়াছ, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখ তোমাদিগেরই কার্য্য দর্শনার্থ অগ্রে লোক নিয়োগ আবশ্যক। তোমরা যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, কিন্তু এদেশীয় সম্পাদকদিগের বচনাবলী বিদ্রোহোদ্দীপনী নহে। এদেশীয় সম্বাদ পত্রে এদেশীয়দিগের যে যে অভিপ্রায় প্রকটিত হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি সেই গুলি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, বিদ্রোহ সম্ভাবনা থাকে না। একজনের বাক্য বিদ্রোহের উদ্দীপন করিতেছে, আর এক জনের বাক্য তাহা নির্ব্বাণ করিতেছে, এ উভয়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত হিতকারী কে?

জমীদারদিগের সুশিক্ষা বিরহেই এদেশের সম্যক উন্নতি হইতেছে না।

এখন উন্নতির কাল। সমুদায় দেশের সমুদায় বিষয়ই প্রায় এখন উন্নতির দিকে ধাবমান হইয়াছে। আমাদিগের দেশও এ নিয়মবহির্ভূত নহে। কিন্তু এদেশের যেরূপ উন্নতি হওয়া উচিত, সেরূপ হইতেছে না। অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা এ দেশের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আমাদিগের বাস। এ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আমাদিগের যে যে অংশে অনুন্নতি আছে, তাহা দূরীভূত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হয়। চিরন্তন কুসংস্কার প্রভৃতি উন্নতির যে সমস্ত দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক আছে, তাহা অপসারিত করিবার নিমিত্ত বাহুল্য রূপে বিদ্যার আলোক বিস্তার করিবার যথোচিত চেষ্টা হইতেছে। তথাপি আমরা বাঞ্ছিতফলে বঞ্চিত হইতেছি, তাহার কারণ কি?

এই কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে অনেকবিধ কারণের নির্দ্দেশ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের মতে জমীদারদিগের সুশিক্ষা বিরহই প্রকৃত কারণ। এদেশের লোকেরা প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির নিতান্ত অনুরক্ত; ঐ সকলের সদোষতা নিবন্ধন ইহাঁরা যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন, তথাপি উহার দোষকে দোষজ্ঞান করেন না, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু জমীদারেরা যদি সুশিক্ষিত হইতেন এতদিন ঐ সকল বিষয়ের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্ত্ত হইয়া দেশের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই। এদেশে জমীদারদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে; সমুদায় লোকেই তাঁহাদিগের বাধ্য; যাঁহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকেও জমীদারের নিকটে গরুড়াকৃতি হইয়া থাকিতে হয়, জমীদারদিগের বাক্য

লঙ্ঘন করা আত্যন্তিক সাহসের কর্ম। ফলতঃ তাঁহারা যদি কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তে কৃত সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়বান হন, তাঁহাদিগের চেষ্টা কখন বিফল হয় না। আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদির কখন কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই এরূপ নহে। পূর্ব্বে সমুদ্র গমনাদির প্রতিষেধ ছিল না, প্রবলব্যক্তিরা ঐকবাক্য হইয়া তাঁহার নিষেধ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে আচার ব্যবহার ছিল, এখন তাহার বহু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ ও ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ উভয়কে একত্র করিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে উভয়কে এক বর্ণ বলিয়া কোন ক্রমেই চিনা যাইত না। তখনকার ব্রাহ্মণেরা দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু নখাদি ধারণ করিতেন, এখনকার ব্রাহ্মণেরা লুঞ্চিতকেশ ও ওষ্ঠের উপরি ভাগে শ্মশ্রুধারী দৃষ্ট হন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা সায়ং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই ত্রিকালে ত্রিসন্ধ্যা, নিত্য হোম ও দেবারাধনা করিতেন, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের হোমাদি বিষয়ে জলাঞ্জলি দান ও রাজারাধনা সার হইয়াছে। শূদ্রেরাই তদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের শুশ্রূষা করিতেন, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা শূদ্রশুশ্রূষু হইয়াছেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা বিনা বেদাধ্যয়ন জলগ্রহণ করিতেন না, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের অনেকে বেদ কয়টী তাহাও অবগত নহেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে সত্য * শৌচ, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, ইদানীন্তন ব্রাহ্মণদিগের অনেকে ঐ সকলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের দুর্নামের হেতুভূত হইয়াছেন। এইরূপ অন্য অন্য বর্ণেরও আচার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

যখন আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহারাদি অপরিবর্ত্তনীয় হইতেছে না, এবং প্রবল ব্যক্তিরা চেষ্টা পাইলে তৎ পরিবর্ত্ত হয় সপ্রমাণ হইতেছে, তখন এ দেশের জমীদারেরা মনে করিলে অনায়াসে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে এবং বাল্য ও বহু বিবাহ প্রভৃতি উঠাইয়া দিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের এক এক ব্যক্তির যে ক্ষমতা আছে, সহস্রাধিক মধ্যবিধ ব্যক্তির সে ক্ষমতা নাই। তবে যে তাঁহারা পরিবর্ত্ত চেষ্টা করিতেছেন না, তাঁহাদিগের সুশিক্ষা বিরহই তাহার কারণ। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে এবং বাল্য ও বহু বিবাহ প্রচলিত থাকাতে দেশের যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা যদি তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত, তাঁহারা কি ইহার উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন? সুশিক্ষা নাই বলিয়া তাঁহাদিগের ঐ দোষগুলি হৃদয়ঙ্গম ও তৎসংশোধন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। যে বিষয় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, সুশিক্ষা কি তৎ সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইতে দেয়? আত্যন্তিক ক্ষতি হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা থাকিলে তথাপি এক দিন কথা থাকে। জমীদারদিগের সে শঙ্কা নাই। কোন জমীদার যদি আপন গৃহে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করেন, তাঁহাকে জাত্যন্তর করি[illegible] কি কেহ সাহসী হয়? তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্যকে অনায়াসে জাত্যন্তর করিতে পারেন, অন্যের এমন কি সাহস আছে যে তাঁহাদিগকে জাত্যন্তর করিবার কথাও একবার মনে করিতে পারেন। আমাদিগের ক্ষোভের বিষয় এই, বিধবা বিবাহাদি প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিধবা বিবাহকারীকে অজ্ঞানের ও অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিবার যথোচিত চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েক সহস্র প্রধান লোকের শিক্ষাদান অথবা সাধারণের শিক্ষাদান এই উভয়বিধ শিক্ষাদান প্রণালীর কোন্‌টী যুক্তি অনুসারে অবলম্বন করা বিধেয়, তৎ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতেছে। লার্ড ক্যানিঙ্‌ বাহাদুর উপরি শ্রেণীস্থ কয়েক সহস্রের শিক্ষাদান প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। রাজমহলে যে দিন রেলওয়ে গাড়ি খোলা হয়, সে দিন তিনি বক্তৃতা কালে স্পষ্টাক্ষরে ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; লার্ড অকলণ্ডেরও ঐরূপ মত ছিল। ঐ মতটী উৎকৃষ্ট যুক্তির অনুসারী সন্দেহ নাই। অল্পসংখ্য লোককে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে বহুসংখ্য উপকার লাভ হয় সন্দেহ কি? আমরাও উপরে সেই সেই উপকার লাভ গণনা করিলাম। জমীদার প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগের অর্থবল ও লোকবল আছে তাহার সহিত সুশিক্ষার যোগ হইলে যে মহাফল লাভ হইবে তদ্বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলা সহজ ও সাধ্যায়ত্ত কি না, তদ্বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

জমীদার প্রভৃতির সন্তানগণের সুশিক্ষা হইবার অনেক গুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথম, জ্ঞানোপার্জ্জনই যে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, আজিও আমাদিগের দেশের অনেকের সে সংস্কার হয় নাই। জমীদারেরা সেই দলের প্রধান। জমীদারী হিসাব রাখিবার উপযোগি লেখা পড়া শিক্ষাকেই তাঁহারা পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করেন। দ্বিতীয়, জমীদারের সন্তানেরা অতিশয় অলসস্বভাব। আদর পাইয়া তাহাদিগের এমনি কদভ্যাস হইয়া উঠে যে উত্তরোত্তর তাঁহাদিগের শরীর অপটু হইয়া পড়ে, অণুমাত্র ক্লেশসহিষ্ণুত শক্তি থাকে না, চিত্ত চিন্তাশক্তি বিরহিত

* ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং। মনুঃ

অদ্রোহ, ক্ষমা, চিত্তের বিকার না হওয়া, অন্যায় করিয়া পরধন গ্রহণ না করা, মৃজ্জলদ্বারা দেহ শুদ্ধি, বিষয় হইতে চক্ষুরাদির বারণ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য ও ক্রোধের অনুদয়।

হয়। যেসকল ব্যক্তির উদৃশ অবস্থা, তাঁহাদিগের কি সুশিক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে? বিনা শ্রম ও বিনা চিন্তায় দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তৃতীয়, জমীদার সন্তানেরা অল্পেই ভোগপরায়ণ ও বিলাসী হইয়া উঠে। বিলাসপরতা বিদ্যাশিক্ষার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। চতুর্থ, অসৎ সংসর্গ। এদেশে বাল্য ও বহুবিবাহাদি প্রচলিত থাকাতে জমীদারদিগের অল্প বয়সে বিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তান জন্মে। একে অপক্ব বীজে জন্ম, তাহার পরও নিয়মের অতিক্রম, সুতরাং অল্প বয়সেই শরীরের বল বীর্য্য ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব জমীদার দলে অকাল মৃত্যু দর্শন অসচরাচর নহে। এই সকল কারণে অধিকাংশ জমীদার সন্তান অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়। উপযুক্ত অভিভাবক না থাকাতে অসচ্চরিত্র ও চাটুকার দিগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্নিবার হইয়া উঠে। অসৎ সংসর্গ হইলে কুপথে মতি হওয়া অনৈসর্গিক নহে। এই কারণে অধিকাংশ জমীদার সন্তানকে ব্যসনাসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যসনাসক্তি বিদ্যাশিক্ষার একটী মহান অন্তরায়।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইলে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যাঁহারা মনে করেন, জমীদারদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারাই অল্পায়াসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, তাঁহাদিগের সে দুরাশামাত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হইতেই কার্য্য আরব্ধ করিতে হইবে। এই দুই শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে জমীদারেরা যদি লজ্জায় পড়িয়া আপনাদিগের সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করেন, এই এক সম্ভাবনা আছে।

আসাম চা কোম্পানির মাকে ও কার্টর সাহেব।

উক্ত কোম্পানির অনাতন অধ্যক্ষ মাকে ও কার্টার সাহেব "ঐ কোম্পানির টাকা ও চার বীজ লইয়া আপন২ কার্য্য সাধন করিয়াছেন" বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা ক্রমে২ সত্য হইয়া উঠিতেছে। ঐ দুই ব্যক্তির কার্য্যের অনুসন্ধানার্থ যে কমিটি নিয়োজিত হয়, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা এখানে প্রকাশ করেন নাই। ঐ কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ অধ্যক্ষসভার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পরম্পরা শুনিলাম, ঐ দুই ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। কমিটির কার্য্যদ্বারাও এক প্রকার সন্দেহ নিরাস হইতেছে। মাকে ও কার্টার যদি দোষী না হইবেন, কমিটি তাঁহাদিগের বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলেন না কেন? ঐ মাকে সাহেব লাণ্ড হোলডর্স সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার যত্নেই ঐ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে তাঁহার সভাপতিত্ব পদ পরিত্যাগ হইল কেন সিংভূমে যে তাম্রখনি আছে, তাহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ এক কোম্পানি হয়। ঐ মাকে সাহেবের তথায় প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ঐ কোম্পানি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাও মাকে সাহেবের কার্য্য দক্ষতা ও চরিত্রের বিষয়ে সংশয় জন্মাইয়া দিতেছে।

যাহা হউক মাকেসাহেবের [illegible] দুষ্ক ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করা অতি শয় আবশ্যক হইতেছে। আসাম চা কোম্পানি ঘটিত মাকে সাহেবের অপবাদের বিষয় হরকরা পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। মাকে সাহেব ঐ টীকে মিথ্যাপবাদ বলিয়া হরকরা সম্পাদকের নামে ৩০০০০ টাকার ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করিয়া সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিয়াছেন। যত দিন মাকে সাহেবের চরিত্র সংশয়স্পদ রহিয়াছে, তত দিন তাহার কৃত মোকদ্দমানুষ্ঠান অনেকের মনে অনেক প্রকার তর্ক উপস্থিত করিয়া দিবে সন্দেহ নাই।

মাকে সাহেবের চরিত্রের অনুসন্ধান কারি কমিটি তাহার বিষয় সহসা প্রকাশ না করিয়া ইংলণ্ডস্থ অধ্যক্ষ সভার মত প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে দূষিত করি না, কিন্তু তাঁহারা যদি মাকে সাহেবের দোষ গোপন রাখিবার ও তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবার অনুরোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে দূষিত হইবেন সন্দেহ নাই। মাকে সাহেব যদি বাস্তবিক চা কোম্পানির টাকা ও চার বীজ লইয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনি কোন ক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নহেন। তিনি কেবল যে ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহা হইতে একটী বিষম অনর্থকর অসৎ পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি অন্যান্য কোম্পানির অধ্যক্ষেরা তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, মনুষ্য সমুত্থান অন্তর্হিত হইয়া জগৎকে শ্রীভ্রষ্ট করিবে সন্দেহ নাই।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, বুধেলারহস্য নাটকের এক খণ্ড এবং সাল্ট ডিপার্টমেন্টের ১৮৬০। ৬১ অব্দের একখণ্ড রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। বুধেলারহস্য শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত। ইনি যখন চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, তৎকালে জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কাকিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভু চন্দ্র রায় চৌধুরীর উৎসাহদানে এতৎ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার নৈপুণ্য সহকারে ইহাতে এদেশের আচার ব্যবহারাদির বিষয় অনেক বর্ণন করিয়াছেন এবং গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে কৌতুকপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

লণ্ডনের শিল্পাদি প্রদর্শনী সভায় ভারতবর্ষের যে সমস্ত দ্রব্যাদি নীত হইয়াছে, তাহা তত্রত্য লোকের অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল তন্নিমিত্ত কলিকাতায় দ্রব্যাদি সংগ্রহকারিণী সভাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত শিল্পাদি প্রদর্শনী সভায় এতদ্দেশীয় কয়েক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঘটে থাকা অসম্ভব।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশীয় সংবাদ পত্রের এক জন তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। তিনি যত অশ্লীল পুস্তকাদি প্রচার বন্ধ করিবেন। রসরাজ যত[illegible] উঠিলেই বঙ্গদেশের দুর্নাম যায়।

সম্প্রতি বীডন সাহেব আলিপুরের বিল[illegible]সে নৃত্যাদি উৎসব করেন, তাহাতে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়েরা আহূত হন। প্রসঙ্গ ক্রমে উক্ত সম্পাদক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন মংরো, এল্ফিনষ্টোন ও মেটকাফ প্রভৃতি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহারও সেই উপায় এতদ্দ্বারা এই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইবে, এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের পরস্পর সদ্ভাব সম্পাদিত হইবে। একথা শুনিয়াও সুখ হইল। ঐ উৎসবসভায় এতদ্দেশীয়দিগকে জুতা খুলিয়া যাইতে হয় নাই; এইটী একটী বিশেষ লাভ।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, ছোটনাগপুরের রাজা যে হতভাগা ব্যক্তিকে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত করিয়া প্রেরণ করেন, তাহাকে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। নানা সাহেবের জন্য কত লোককে "কান লয়ে গেল কাকে" ত কাকের সঙ্গে ধা[illegible] হইতে হইবে।

মঙ্গলোর সর উইলিয়ম ডেনিসন ও মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভাকে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইক্ষণে যেটী শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাঁহারা "বাদশাহ কুড়ে" ছিলেন। অতএব তাঁহাদিগের হইতে একরূপ অপরাধে গ্রামের সমুদায় লোকের জরিমানা অথবা কণ্ট্রাক্ট বিলের ভয় ছিল না।

আলাহাবাদ গেজেট সম্পাদক বলেন, এক জন পুলিস নায়ক এক ব্যক্তির নিকটে আম ক্রয় করিতে গিয়া অধিক আম চাহিবাতে সে তাহাতে অসম্মত হইল। উক্ত "মহাবীর" তখন সাক্ষিন লেখাইবাতে বিক্রেতা ভয়ে তাহাকে তাহার স্বেচ্ছামত আম দিল। সম্পাদক তন্নিমিত্ত মহাক্রোধে লিখিয়াছেন "যাহারা শান্তি রক্ষা করিবে তাহারা একার্য্য করিলে কি বোধ হয়?" হয় আর কি? জান না "ও কুঁড়ে মুরগির বড় ঠোকর?"

[illegible] সম্পাদক বলেন, সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের বিষয় আন্দোলন করা অন্যায়। তিনি কহেন যে যে ব্যক্তি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হউন না কেন নিরূপিত সময়ে আফিস খুলিয়া নিয়মিত কার্য্য করিলে ও নিজারি কাগজ লিখিলে সম্পাদক দিগের কিছু বলিবার কি কারণ থাকে? যদি হরকরার ভূত পূর্ব্ব সম্পাদক কর্ম্মস এক জন নীল কমিসনর হন বাঙ্গালী সম্পাদক কি নীরব থাকিবেন?

২৬এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ হেনরি, জন, কার্টার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এদেশে প্রায় আসিতে অসম্মত, কিন্তু কার্টার বিজ্ঞানের উন্নতির উদ্দেশ করিয়া এদেশে বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সিবিল ও মিলেটারি ফিনান্স কমিশন যখন কেরাণীদিগকে ছাড়াইয়া দেন, তখনই আমরা কহিয়াছিলাম, [illegible] চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। সম্প্রতি অনেক আফিসে নূতন কেরাণী নিযুক্ত করা হইতেছে। মিলেটারি কণ্ট্রোলরের আফিসে প্রতিমাসে ছয় শত টাকা অধিক ব্যয় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। খুড়তে কখন কি চাড়ু ভেঙ্গে।

গবর্ণমেণ্ট ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টে অনেক পরিবর্ত্ত করিতেছেন। স্থির হইয়াছে ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত মুহুরি আনয়ন করা হইবে এবং এই ডিপার্টমেণ্টের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিরা যদি যথাবশ্যক গুণবত্তা ও অনুশীলন, তার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, ক্রমশঃ উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইবেন। ইংলণ্ড হইতে মুহুরি আনয়ন করা অপব্যয় সন্দেহ নাই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থানে এতদ্দেশীয় মুহুরিরাই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্রের মালদহস্থিত সংবাদ দাতা বলেন সম্প্রতি তথায় অগ্নি লাগিয়া যে সকল দরিদ্র লোককে এক কালে নিরাশ্রয় করিয়াছে তাহাদিগের সহায়তার জন্য তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের যত্নে এক সভা হইয়া ৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের কষ্ট হওয়াতে ইংলণ্ডের সর্ব্ব স্থানে চাঁদা হইয়াছে। সুখের বিষয় এই এতদ্দেশীয়েরাও এই সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আ[illegible] করিয়াছেন।

উক্ত পত্রের সম্পাদক বলেন গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারিদিগের নামে সরকারী পত্র সত্বর যথাযথ স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য পোষ্ট আফিসে একটি স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে। ঐঘরে সমুদায় সরকারী কাগজ পত্র রাখা হইবে। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় আফিস এক বাটীতে হইবার কল্পনা হইতেছে। তাহা হইলে একজন হরকরার দ্বারাই কাজ হইবে। এতদ্দ্বারা সময় ও অর্থ উভয়বিধ লাভ হইবে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, সর চারলস উড ভারতবর্ষীয় সিবিল কর্ম্মচারিদিগের একবিধ বস্ত্র পরিধান নিয়ম করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মিলেটারিদিগের ন্যায় ইহাঁদিগেরও এক প্রকার স্বতন্ত্র বস্ত্র হইবে। তাহা কার্য্য স্থলে প্রকাশ্য সভা ও দরবার প্রভৃতির সময়ে পরিধান করিতে হইবে। সুশিক্ষিত দলের যেসকল ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আর ব্যস্ত হইতেছেন কেন?

আলাহাবাদ গেজেট সম্পাদক বলেন, সম্প্রতি উক্ত নগরে গবর্ণমেণ্টের টাকা আসিতেছিল। ইতিমধ্যে কয়েক জন দস্যু তাহা লুঠ করিবার চেষ্টা পায়। কয়েক জন পুলিস "যোদ্ধা" দস্যুদিগের উপরে বন্দুক মারিল কিন্তু কাহারও কিছুই হইল না। দস্যুরা চলিয়া গেল, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করে নাই। পুলিস সেনাদিগের এত গুণ, তথাপি গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পুরস্কার দেন না!

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, দস্যু শঙ্কর রাম সিংহকে ধৃত করিবার জন্য ফুলপুরের অভিমুখে কয়েক জন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। শঙ্কর রাম পূর্ব্বে চালাই গ্রামের জমীদার ছিল। এই সকল দস্যুকে ক্ষমা করিবার ঘোষণা করিয়া দিলে বোধ হয় তাহারা অস্ত্রত্যাগ করিতে পারে।

জেম্‌স, হেনরি উইল্‌সন নামক একজন ট্রিনিদাদ এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করাতে তাহার প্রথম স্ত্রী তাঁহার নামে নালীশ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাহাকে ধৃত করিবার পরওয়ানা হইয়াছে। ট্রিনিদাদে [illegible] নীচপ্রবৃত্তি লোকেরই সংখ্যা অধিক।

[illegible] পাটনা পর্য্যন্ত রেইল [illegible] কাশী পর্য্যন্ত খুলিবে [illegible]

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীদিগের সহিত ইংরাজ ও ফরাসিদিগের পুনর্ব্বার একটি যুদ্ধ হইয়াছে। এবার বিদ্রোহীরা অপেক্ষাকৃত সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছে। ওয়ার্ড নামক একজন ইংরাজ চীনদেশীয় সম্রাটের সেনাপতি হইয়াছেন।

২৪এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

লার্ড কানিঙ্‌কে লইয়া যাইবার জন্য সর চারলস উড ও লার্ড পিড্‌ন পারিসে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেরা তাহাকে অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন।

কমরিণ অন্তরীপের নিকটবর্ত্তি এক গ্রামে এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছে। ঐ গ্রামের লোকেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। সে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মানিয়া থাকে, অথচ মহম্মদের ন্যায় অবতার হইতেছে অনেকে তাহার কথায় প্রত্যয় করিতেছে। পাদ্রিরা বলে [illegible] ন্যায় মুসলমানই বল সকল শ্রেণির [illegible] সমান।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক বলেন কিছু দিন হইল, থিপ্পটিনেলী নগরে ওয়ালিস নামে এক জন পাদরি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা পান। তিনি প্রথমতঃ গুলি খাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। পশ্চাৎ সকলে সতর্ক হওয়াতে তিনি এক দিন অলক্ষিত রূপে এক উচ্চ প্রাচীর হইতে ভূমিতে পতিত হন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। এগালিস সাহেব একজন পাদরি, বিশেষতঃ [illegible], তথাপি তিনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোধ হয়, পীড়া অথবা অন্য কারণ বশতঃ তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে।

৩০এ মে মান্দ্রাজ হইতে [illegible] পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিয়াছে।

টালার নীলামের প্রধান কেরাণী [illegible] (এক জন কিরিঙ্গি) তত্রত্য মুচ্ছুদ্দি বাবু [illegible] সিংহ বসুকে "রাস্কেল" বলাতে বাবু [illegible] উত্তম মধ্যম দিয়াছেন। তন্নিমিত্ত কিরিঙ্গি দিগের সহিত তত্রত্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারিদিগের বিবাদ হইতেছে। ঢেও বলে আমি যাই, কই বলে আমি যাই খলসে বলে আমিও যাই ; কিরিঙ্গি দিগের এই দোষ ঘটিয়াছে, তাহাতেই যত অনর্থ।

সিংহল দ্বীপে এ বৎসর ব্যয়বাদে দশ লক্ষ টাকা জমিয়াছে। গতবর্ষ অপেক্ষা এবার তথায় ১৩৬,১৪০ টাকা অধিক শুল্ক সংগ্রহ হইয়াছে। সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ হইলে এত উদ্বৃত্ত টাকা প্রদর্শন করিতে পারে কি না সন্দেহ।

ব্রহ্মদেশীয় বাষ্পীয় জাহাজের কোম্পানির করিম জাহাজের অধ্যক্ষ তাহার ইঞ্জিনিয়ার [illegible] করাতে তাঁহার ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়র কল চালাইবার জন্য অধিক লোক চাহিবাতে কাপ্তেন তাঁহার প্রতি এই কুব্যবহার করেন। [illegible] পিকক আজ্ঞা দিবার সময়ে কাপ্তেনকে বিশেষ রূপে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। উক্ত থল ব্যবহারের যত উদাহরণ পাওয়া যায়, সদ্ব্যবহারের তত পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ হেরাল্ড সম্পাদক বলেন হায়দরাবাদের নবাবের প্রধান মন্ত্রি সালার [illegible] অনেকে [illegible] করিবার চেষ্টা করাতে তাঁহার শরীর রক্ষা হেতু ৫০০ অশ্বারোহী সেনা নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর অশ্বারোহীর শরীর রক্ষকের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। হায়দরাবাদে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সি. এ. আর ব্রাউনিঙ সাহেব বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। বহুসংখ্য মিসনরিবিদ্যালয়ে আনুকূল্য প্রদান করা হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম উড্রো সাহেব বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলে [illegible] সরবরে [illegible] মেডলিকট সাহেব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। শিক্ষাসংক্রান্ত ডিপার্টমেন্টে মেডলিকটের কি বিশেষ গুণ আছে, আমরা জানিতে পারিতেছি না।

চন্দননগরের [illegible] কয়েক জন বোম্বেটিয়া এক নৌকায় ডাকাইতি করিয়াছে। রিলি সাহেবের [illegible] হওয়া অবধি চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি [illegible] হইয়াছে। আমরা প্রায় সর্ব্ব স্থান হইতে চুরির সংবাদ শুনিতেছি।

১৪ই মে বাঙ্গালোরে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এদেশেই বা কবে ঝড় শুভাগমন করেন।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ খেলাতিগলজি নগরে সসৈন্যে উপনীত হইয়াছেন। সুলতান জান খাঁ [illegible] নদীর অপর তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। পারস্য দেশীয় গবর্ণমেন্ট প্রকাশ্যরূপে সুলতান জানের সহায়তা করিতেছেন না, ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। সুলতান জানের সহিত আমীরের সন্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক বলেন, মহীসুরের রাজা নিজ রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণের প্রার্থনায় আবেদন করেন লার্ড ক্যানিঙ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া রাজাকে এক করুণ পত্র লিখিয়াছিলেন মধ্যে মধ্যে যে এইরূপ এক এক কাজ করা হয়, তাহাতে যে অসন্তোষ জন্মে, ষ্টার প্রভৃতি নানা প্রকার সম্মান চিহ্ন দিয়াও তাহা যায় না।

[illegible] সাহেব সদর আদালতের এক জন অতিরিক্ত জজ হওয়াতে তাঁহার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ পরিত্যাগ হইয়াছে।

৫২

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে নিম্ন লিখিত ভূমিতে কাফি হইতেছে—

	বিঘা	কর্ষিত বিঘা
মাদুরা	৩৭১।০	৩৭১।০
ডেনেবিলি	১১২৯৯৸০	৩৫৯৭
কইম্বাতুর	১৮২৪৪৸০	২৭০৫৸০
সালেম	১৪,৩০০	৫৯১৩৷০
উত্তর কানাড়া	•	•
দক্ষিণ কানাড়া	১৮৪।০	১৫১।০
মালবার	৮২৫৭৯৸০	৩১২৫৩॥

এই সকল ভূমিতে সর্ব্ব শুদ্ধ ৭৫০০ মণ কাফি হইতেছে। ৪১৩টি ক্ষেত্র আছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক হায়দরাবাদের নবাবের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছেন। তিনি বলেন নবাব ইংলণ্ডেশ্বরীর বন্ধু নহেন, এবং সময়ে সময়ে ইংরাজ দিগকে অপমান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্র না হইলে হায়দরাবাদ এতদিন অযোধ্যার পথে যাইত।

উক্ত সম্পাদক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের বিষয়ে লিখিয়াছেন "যদিও এতদ্দেশীয় পত্রে বিদ্রোহ সূচক প্রস্তাব লিখিত হয়, তথাপি সে সমুদায়ের স্বাধীনতা লুপ্ত করা উচিত নহে।" এদেশীয় সংবাদ পত্রে বিদ্রোহ সূচক প্রস্তাব লিখনের বিষয় যিনি যা বলুন, এদেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হৃত হইলে গবর্ণমেণ্টকে অন্ধের ন্যায় চলিতে হইবে।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, আগরায় সম্প্রতি কয়েক জন দুশ্চেষ্টিত ব্যক্তি সমুদায় ইউরোপীয় সেনাকে বিষপান করাইয়া বধ করিবার চেষ্টায় আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সকল সম্পাদ পত্রই বিদ্রোহ স্বপ্ন দেখিতেছেন।

দাঁদার লুট প্রাপ্ত দ্রব্য সকল বিক্রীত হইয়াছে। অনেক দ্রব্য, বিশেষতঃ আকবরী মোহর অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

হুগলীতে সম্প্রতি একটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা থানার নিকট বর্ত্তি এক দোকান হইতে ১০০০ টাকার দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। এখন আবার ডাকাইতদিগের অধিকার হইল না কি?

উক্ত স্থানের বিচারালয়ে এক অদ্ভুত মোকদ্দমা হইয়াছে। এক জন কিরিঙ্গি কম্পাউণ্ডার চিকিৎসালয়ের এক দাসীর প্রতি আসক্ত হইয়া রাত্রিযোগে তাহার গৃহে প্রবেশ করে। দাসী তাহার প্রেমের পুরস্কার কয়েক লাঠী দিয়াছিল। তত্রত্য কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা ফৌজদারিতে অর্পণ করাতে দাসীর জরিমানা হইয়াছে, কিরিঙ্গি বেকসুর খালাস হইয়াছে। বিচার টী সুন্দর বটে।

এক জন ইউরোপীয় খালাসী এক ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছিল। সে পুলিষে আনীত ও দণ্ড হইয়া বলিল "আমি যে সে কাল নিগারকে মারিব"। ভারতবর্ষের ক্রমে শ্রীরাজ্য এই।

২৫এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

শুনা গেল, সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস আজিও সুস্থ হইতে পারেন নাই, সিংহল দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছেন।

এক জন মিসনরিকে মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ করাতে তত্রত্য লোকেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মিসনরির নাম শুনিয়াই অসন্তোষ কেন? ধর্ম্মোপদেশ দিবার যখন আইন নাই, তখন শঙ্কা কি? তাঁহাদিগের দ্বারা ধর্ম্ম নীতির উন্নতি হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জর্জ্জ ইষ্টন নামক এক জন ইউরোপীয় এক জন উড়ীয়া বেহারাকে প্রহার ও তাহার পালকী ভগ্ন করিয়া তাহাকে কোন স্থানে যাইতে কহে। বেহারা আপন সহচর দিগকে আহ্বান করিয়া সাহেবকে পালকীতে লইয়া চলিল। কিন্তু তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে না যাইয়া এক কালে পুলিষে লইয়া গেল। ইষ্টনের পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ওরে বাকি উড়ে দিগের বুদ্ধি নাই।

নিম্ন লিখিত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা পর্য্যায় ক্রমে হুগলি বাটী দর্শন করিবেন:—

কিটক উক্টার্পসম, প্রুইন বাকাপোর, জে, এচ ফরগুসন সাহেব, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, এবং বাবু মাণিক জি রুস্তম জি।

অযোধ্যার কমিসনর রাজা দিগ্বিজয় সিংহ প্রভৃতি তথায় সর্ব্ব শুদ্ধ ৩৭ টি ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন।

মাজি দিগের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হইয়াছে। বণিক সম্প্রদায়ের অনুরোধ ক্রমে গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের পূর্ব্ব আজ্ঞা রহিত করিয়া মাজি দিগকে সকল সময়ে অগ্নি রাখিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাহাদিগকে কেবল উত্তম উনান রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট নীল কৃষকদিগের প্রতি এরূপ কটাক্ষ না করেন কেন?

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন, এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণ করা গবর্ণমেণ্টের ইষ্ট নহে। এতদ্দেশীয় সম্পাদক দিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়াই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত, সেই হেতু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক জন তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। আমরা বরাবর এই অনুরোধ করিয়া আসিতেছি।

উক্ত সম্পাদক মিরাটের পে আফিসের এক জন কর্ম্মচারির ধূর্ত্ততার বিষয় লিখিয়াছেন। নন্দলাল নামক এক জন কেরাণী নানা লোকের নামে হুণ্ডি করিয়া তাহা পেমাষ্টরের দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া টাকা লইত। একদা সে বিবি মাক্‌ডোনাল্‌ড নামে এক ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের নামে ৪০০ টাকার হুণ্ডি কাটিয়া তাহাকে তাহার টাকা লইতে বলে। সে তদনুসারে কার্য্য করিল, কিন্তু নন্দলাল তাহার অধিকাংশ টাকা লয়। পরে আর এক বার ঐ প্রকার করিবার চেষ্টা পাওয়াতে সে ধৃত হইয়াছে। এক জন বণিক তাহার সঙ্গে রুদ্ধ হইয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কেন?

হরকরার সম্বলপুরস্থিত সংবাদদাতা বলেন তত্রত্য বিখ্যাত বিদ্রোহী সুরেন্দ্র সিংহ আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। আর কয়েক জন শীঘ্র আত্মসমর্পণ করিবেন। দয়ার এই ফল।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স পুনর্ব্বার এক দল বিদুইন আরবের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার নাম শ্রবণে চলিয়া গিয়াছে। এমত দেশে ভ্রমণ করা উচিত নহে।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি একটি শোকাবহ ঘটনা হইয়াছে। ওয়েব নামক এক ব্যক্তি একটি সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিবার আশা দেয়। ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বে বিবাহ হয়। সে স্ত্রী বর্ত্তমান। ঐ বালিকাটী তাহার দুশ্চেষ্টা

জানিতে পারিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, কোটনিদের যোগে সরল বালিকারা ধূর্ত্ত লোকদিগের চাতুরীতে পড়িয়া চিরকালের মত মান ও সুখ এবং কখন কখন প্রাণও হারাইয়া থাকে। এই দোষের ফৌজদারী দণ্ড কি বিধেয় নহে

২৬এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

পাঠকবর্গ এই সোমপ্রকাশেই দেখিয়াছেন "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" নামে এক খানি জঘন্য সমাচার পত্র হইয়াছিল। রসরাজের সহিত প্রতিযোগিতা [illegible] উহার উদ্দেশ। উহার গুণ রসরাজের অপেক্ষা ন্যূন নহে। আমরা শুনিলাম রসরাজ সম্পাদকের ন্যায় উহারও সম্পাদক শ্রীঘরবাসী হইয়াছেন। অগিনয়ের ফল ভোগ কে নিবারণ করিবে? আমরা পূর্ব্বে সাবধান করিয়াছিলাম।

হরকরা সম্পাদক নিম্নলিখিত সমাচার টেলিগ্রাফ যোগে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১লা মে নিউইয়র্ক। গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ জাহাজ সমূহ নিউঅর্লিয়ন্স নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত নগর সমর্পণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। বিদ্রোহীরা পঞ্চাশ ট্রেন হ্রদের নিকটস্থ তুলা নষ্ট করিয়াছে। বয়রগার্ড অনেক সহকারী সেনা প্রাপ্ত হইয়াছেন

১২ই মে লিবরপুল। নিউঅর্লিয়ন্স হস্তগত হইয়াছে। [illegible] তুলা বিক্রীত হইয়াছে

পঞ্জাবের গবর্ণমেণ্ট উত্তর সিন্ধু নদে কয়েক খানি বাষ্পীয় জাহাজ রাখিয়াছেন।

২৩এ জুন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর [illegible] গমন করিবেন।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ওরিয়েণ্টেল [illegible] এক জন সরকার ৭৮০০ টাকা লইয়া [illegible] করিয়াছিল। সে সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে

হরকরা সম্পাদক জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন প্রধান সেনাপতি সকল সৈন্য [illegible] আলবার্ট স্মরণীয় ফণ্ডে তাঁহাদিগের এক দিবসের বেতন দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। সর হিউ রোজ এত মূর্খ নহেন।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি লসিংটন সাহেব ছয় মাসের বিদায় লইয়া গমন করিতে ইডেন সাহেব তাঁহার কর্ম্ম করিবেন। হর্শেল সাহেব ইডেন সাহেবের কর্ম্মে ও এডওয়ার্ড গ্রে সাহেব হর্শেল সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছিলাম গর্ডন ইয়ং সাহেব সেক্রেটরি হইবেন।

আদলাও নামক এক ব্যক্তির রাণীগঞ্জ স্থিত বাটীতে বিখ্যাত হত্যাকারী [illegible] লুকায়িত আছে বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে পুলিস কর্ম্মচারিরা তাঁহার বাটী অন্বেষণ করিতে গমন করেন। আদলাও তাঁহাদিগের গমন প্রতিরোধ করাতে তাঁহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। গ্রাণ্ড জুরি তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়াছেন। তবেই ত।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রয় হইতেছে।

৪ টাকার	সিক্কা কাগজ	৯০ । ৯১	
৫ টাকার	কোম্পানির ঐ	৯৮ । ৯৪	
৫ টাকার	ঐ	ঐ	[illegible] । ১০৩
৫।০ টাকার	ঐ	ঐ ১১১	১১২

সুপ্রিমকোর্ট।

অভিমানী নামক এক ব্যক্তি ২৫ টাকার নোট ও ৬৫০০ টাকা নগদ চুরি করিয়া [illegible] নামক এক ব্যক্তির নিকটে রাখাতে তাহাদিগের উভয়ের কঠিন পরিশ্রমসহ ১৮ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

উইলিয়ম স্টিবন্স নামক এক ব্যক্তি ১০ টাকার এক নোট চুরি করিয়াছিল, তাহাকে নয়মাস কারাগারে থাকিতে হইবে।

টমাস আলেকজাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি তাহার কর্ত্রী মিস হারিএটের কয়েক খানি অলঙ্কার অপহরণ করাতে তাহার ১৮ মাস মিয়াদ হইয়াছে।

জন মেথিস, জন ফ্রাঙ্ক ও পিটর ভানি এল নামক তিন ব্যক্তি সিঁদ দিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহাদের কঠিন পরিশ্রমসহ দুইবৎসর হরিণবাড়ী [illegible]।

[illegible] দিনের বেলায় সিঁদ দিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] মহম্মদ নামক একটি বালক তাহার কর্ত্রী এক পরোজনার বিস্তর অলঙ্কার অপহরণ করিয়া জাফর আলি নামক এক ব্যক্তির নিকটে রাখে। বালকটির ছয় মাস ও জাফর আলির দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।

শেক করিম সিঁদ দিয়াছিল বলিয়া তাহার এক বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

হেনরি বিবান নামক ভারতবর্ষীয় যেটণ ওয়ার এক জন [illegible] শকটে মদ্যপানে অচেতন হওয়াতে তাহাকে এক মাস কারাগারে থাকিতে হইবে।

১০ই মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু উত্তর বিভাগের সেনারা দুর্গের প্রাচীরের [illegible] কাটিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের [illegible] পথ মধ্যস্থিত গার্ডেনবিল [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সেনারা [illegible] দক্ষিণস্থিত [illegible] দুর্গে গোলা নিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছে। [illegible] আমাদের [illegible] অধিকার করিয়াছে।

বিদ্রোহীর আরকান্স সাহেবের নিকটে মিসিসিপি নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পরিধিতে প্রায় ২০ ক্রোশ হইবে এমন দেশ জলে প্লাবিত হইয়াছে। সভাপতি ডেবিস দক্ষিণ বিভাগের [illegible] নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক অবধি ত্রিংশৎবর্ষীয় পুরুষদিগকে সৈনিক পদে নিয়োজিত করা উচিত।

ফরাসী দূত মসিউর মার্সিয়ার রিচমণ্ড নগরে গমন করাতে আমেরিকার অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন। [illegible] সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছেন রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য তথায় দূত গমন করেন নাই। এরূপ জনশ্রুতি অন্য অন্য বিদেশীয় দূতগণ রিচমণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

ল্যাঙ্কেশায়ারের মজুরদিগের কষ্ট ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

লণ্ডনস্থিত প্রধান [illegible] চাঁদা করিয়া অনেক টাকা প্রেরণ করিয়াছেন, ম্যাঞ্চেষ্টরের যে সকল মজুরের কর্ম্ম নাই তাহারা বলিয়াছে যে তাহারা পল্লীগ্রামস্থ দাতব্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না।

সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধী নস্থ করিবার প্রস্তাব লইয়া হাউস অব কমন্সে আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিরা ঐ দ্বীপ হস্তান্তর করিতে বড় সম্মত নহেন।

ফরাসী সেনারা মেক্সিকো নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইংরাজ ও স্পেনীয় সেনাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

জাপানের দূতগণ শিল্পাদি প্রদর্শন গৃহ ও অন্য অন্য সাধারণ স্থান দর্শন করিতেছেন। স্যুইটজরলণ্ডের জাতি সাধারণ সভা তাঁহাদিগকে উক্ত দেশ দর্শনার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

আমেরিকার মহাসভা ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া দাস ব্যবসায় রহিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজী জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে যাবতীয় জাহাজ অন্বেষণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা অন্য দেশীয় কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ইটালির বিষয়ে কেবল আত্মরক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৬এ মে—শ্রীহট্টের জজ এম এ জি সা সাহেব ১৮৬২ অব্দের ২১ এপ্রেলের গেজেটে প্রকাশিত ১৮২৮ অব্দের ৩ আইন অনুসারে উক্ত জেলায় বিশেষ কমিসনরের ক্ষমতা পাইবেন।

নশীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দীন্ মহম্মদ ১৮৫৫ অব্দের ৯ আইনের ৩ ধারা ও ১৮১৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৩৮ অব্দের ২৯ আইন অনুসারে তথায় নিমক চৌকির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

জি ডবলিউ, এস ডিকসন সাহেব ১০ই মে অবধি মুঙ্গেরের প্রতিনিধি সব ডেপুটি অ হিফেন একেণ্ট হইবেন।

২৮এ মে ডাক্তর আর বান্ বারি মৈমন সিংহের কেরিক্ষণ কমিটির একজন সভ্য হইবেন।

সিরাজগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কটক বিভাগে বদলী হইয়া তথায় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ মারাস সাহেব সাহরণে বদলী হইয়া তথায় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোকুলচন্দ্র চৌধুরি পূর্ণিয়ায় বদলী হইয়া তথায় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৩০এ মে—নিম্নলিখিত কর্মচারিরা আসামে সহকারী হইবেন :-

লেপ্টনণ্ট এ এল কাবেল, লেপ্টনণ্ট এ এম ফিলিপ্‌স, লেপ্টনণ্ট সি জেলার। যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় লেপ্টনণ্ট ই এ ফিলিপ্‌স হাজারি বাগের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইবেন।

৫ইমে—৪র্থ অথবা পশ্চিম বিভাগের রেবিনিউ সবের নিম্ন লিখিত ডেপুটি কালেক্টরেরা ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু যশোহর, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জে।

বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাকরগঞ্জে।

১৫ই মে—১৮৫৬ অব্দের ২০ আইনের ৩৬ ধারানুসারে কার্য্য করিবার জন্য বালেশ্বরে যে সভা হয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা তাহার সভ্য হইবেন।

বাবু নিতাইচরণ দাস।

" পঞ্চলোচ মণ্ডল।

সিবিলসরজন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল্লা এক জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার।

২২এ মে—নাটোরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এক প্রাণ্টসাহেব।

প্রসন্ননাথ কণ্ঠকমিটির এক জন সভ্য হইবেন

২৯এ মে—লেপ্টনণ্ট জি এস ফিল্‌স কলিকাতায় সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের অন্যতর অধ্যাপক হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রব্যক্তিরা ময়মন সিংহের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ কারিণী সভার সভ্য হইবেন।

জে পি হাবটন সাহেব।

টি আর্‌ক র সাহেব।

বাবু কালীকিশোর রায় চৌধুরী।

ডবলিউ কোন্স বি, এ, সাহেব বিব ভাগের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

৩০এ মে—ই, ই, গুড সাহেব হুগলি কালেজের প্রতিনিধি সাহিত্যাধ্যাপক হইবেন।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক হইবেন।

৩১এ মে—মুন্সেফ বাবু সাতকড়ি ঘোষ নাটোরের দলীল রেজেষ্টরের রেজিষ্টর হইবেন।

২রা জুন—সি জন সন সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি সিবিল সরজন হইবেন।

৩রা জুন—এক, বি, সিসক সাহেব মালদহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ, এম, মার্কগ্রেগর সাহেব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, কেম্বলসাহেব সাহরণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

গড়বেতার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কমলাকান্ত বসাধ মেদিনীপুর জজুড়ার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! নিম্নলিখিত সমাচার কয়েকটী যদি প্রকাশিত হইবার যোগ্য হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

১। পূর্ব্বপত্রে উক্ত হইয়াছে যে ঘাটে নৌকা লাগিলেই আট আনা পয়সা বর্দ্ধমানের রাজাকে দিতে হয়। প্রায় তিন মাস হইল দুই জন মাজি ঐ শুল্ক দিতে অস্বীকার করাতে শুল্ক আদায়ীদের সহিত ঘোরতর বিবাদ হয়। অনন্তর মাজিরা রাজদ্বারে অভিযোগ করে, মাজিদের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী হইয়া বর্দ্ধমানের রাজার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। রাজা উত্তর দিলেন যে আমি এবিষয়ের কিছুই জানি না। ইজারদার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্যকে এবিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা কর। পরে অঘোর বাবুকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান হয়। অঘোর বাবু উপস্থিত না হওয়াতে এখানকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত পরশ্ব অ

ঘোষকে ধৃতকরণার্থ অ   রেন। অঘোর বাবু আবার এখানকার রাজবাটীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। দারোগা মিরা রাজবাটীর মধ্যে খোলসার করাতে রাজবাটীর সিপাহিরা তরবারি ও বন্দুক লইয়া পুলিষ আক্রমণ করে। পরদিন সার সাহেব ও ডেপুটী বাবু দুই জনে অঘোর বাবুকে ধৃত করেন। ঐদিকে রাজবাটীসংক্রান্ত যাহারা ছিল সকলকেই ধৃত করা হয়, লালজি ঠাকুরের সেবা ভিক্ষার বন্ধ হয়। কল্য কোন কোন ভদ্র লোককে বাঁধিয়া এদিক ওদিক করা হইয়াছিল, কাহাকে বা গলাধাক্কা দিয়া এদিক ওদিক করা হইয়াছিল।

কলতঃ কল্য কালনায় মহাহুলস্থুল হইয়াছিল। পরিশেষে আমরা প্রতাপ বাবুকে ধন্য বাদ না দিয়া আর থাকিতে পারিলাম না, ইনি অঘোর বাবুর এক জন বন্ধু, তথাপি বন্ধুত্ব না রাখিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। এখানে যে একটী ডিস্পেন্সরি আছে তাহা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, গ্রামের লোকে চাঁদা দিতে বিমুখ হইয়াছে, কারণ এখানকার ভূতপূর্ব্ব দারোগা শ্রীরাম ঘোষ গ্রামস্থ লোককে এই বিজ্ঞাপন দেন যে, যেব্যক্তি ডিস্পেন্সরিতে চাঁদা দিবে তাহাকে আর ডাক্তরের ফি দিতে হইবে না কিন্তু এখন কার্য্যেতে সেপ্রকার হইতেছে না, সুতরাং অনেকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

৩। গত ১২ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রিতে হিতার্থিনী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আমার সে দিন কোন কার্য্য না থাকাতে আমিও উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ সভার কার্য্য দেখিয়া অশ্রদ্ধা জন্মিল, শেষে জীবানন্দ বাবু দেশীয় কবিরাজদিগের বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব পাঠ করিলেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলাম।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৬২ ইং অব্দ
কালনা [illegible]নাথ শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয়েষু।

প্রায় ৫। ৬ মাস হইল দীনবন্ধু [illegible] এখানে আগমন করাতে অনেক দুঃখের দমন হইয়াছে।

সম্প্রতি এতন্নগরে একটি প্রজারঞ্জণী সভা সংস্থাপনার্থ কালীমোহন দাস বি এল, মহোদয় কিঞ্চিৎ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় দুষ্ট লোকদিগের অনুরোধে বিরত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষাতে এই নগরের স্কুল উৎকৃষ্ট হওয়াতেই দ্বিতীয় শিক্ষক ভুবন বাবু ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়াছেন। প্রধান শিক্ষক চন্দ্র বাবু বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য দুই সহস্র টাকা পাইবেন।

আদালতের অনুবাদক গিরিশ বাবু ফৌজদারীর রাইটর হইয়াছেন। ইনি শারীরিক ও মানসিক উভয় গুণেই প্রশংসিত।

মাবাষণ পুরের কোন চক্রবর্ত্তীর প্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রামে একটীও বিদ্যালয় দেখিতে পাইতেছি না।

বরিশাল।
১৩ ই জ্যৈষ্ঠ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত দুই সপ্তাহে অসহ্য গ্রীষ্ম হওয়াতে পল্লিগ্রামে অতিশয় সর্পভয় হইয়াছে। এমন কি লোকে সর্ব্বদা সর্প ইতস্ততঃ পড়িত থাকিতে দেখেন এবং তন্নিবন্ধন বাটী হইতে রাত্রে বহির্গমন করিতে সাহসী হন না। সম্প্রতি কয়াশডাঙ্গা ও চুচুড়ার মধ্যে ৮ জন লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। মহাশয়! সর্প কি ভয়ানক জন্তু! সাক্ষাৎ যমদণ্ডস্বরূপ, স্পর্শ করিলেই লোকের প্রাণ বিয়োগ হয়। আমাদের এই উষ্ণ দেশে সর্পের প্রাদুর্ভাব অধিক দৃষ্ট হয়। তাহাতে আবার গত বৎসর অতিশয় বর্ষা হওয়াতে সমুদায় স্থান জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল সুতরাং সর্প সকল গ্রামে ও বনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, এক্ষণে আবার গ্রীষ্ম হওয়াতে তাহারা বাহির হইয়া মনুষ্যদিগকে দংশন করিতেছে। গবর্ণমেন্টের সর্পভয় নিবারণ জন্য একটী যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে প্রাণি হত্যার অনেক হ্রাস হইতে পারে, তাঁহাদের আদেশ এই যে, কোন ব্যক্তি সর্পধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলে কিঞ্চিৎ পুরস্কার পাইবে কিন্তু তাঁহারা যে অল্প পুরস্কার দিয়া থাকেন তাহাতে কেহ সহসা এতাদৃশ দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অতএব তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অধিক পুরস্কার দেওয়া উচিত এবং সর্ব্বত্রই এই নিয়মানুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষতঃ যদি সমুদায় জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা বন পরিষ্কার ও সর্পবিনাশের নিয়ম প্রচলিত করিয়া দেন তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। ত্রিবেণী, হালিসহর স্থানের নাগরিক উপলক্ষে আপনি সর্ব্বাগ্রে লেখনী ধারণ করিয়া দেশের লোক দিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এক্ষণে সর্পভয় নিবারণ জন্য লেখনী ধারণ করুন। মারী ভয় নিবারণ জন্য কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষগণ ও ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষগণ যত্নবান হইয়া আমাদিগের দেশের মান রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং দেশের কোন প্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হইলেই তাঁহাদিগকেই অগ্রগামী হইয়া তন্নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবেক।

৩ জুন সন ১৮৬২ সাল

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

গোলগ্রামের পত্রে বিশেষ সম্বাদ নাই, অতএব তাহা প্রকাশ করা গেল না।

কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সরকারের যত্নে একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎসংক্রান্ত পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণের দীর্ঘ সন্তোষ লাভের সম্ভাবনা নাই। এই হেতু তাহা প্রকাশিত হইলনা।

কালনার একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত দ্বিতীয় পত্র প্রকাশিত হইল না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু ভগবান চন্দ্র ভৌমিক ফরিদপুর
১২৬৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
মেদিনীপুর লাইব্রেরি মেদিনীপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫
এইচ উড্‌রো সাহেব কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭০ ট শাখ পর্য্যন্ত কোং ১০
পরেশ নাথ চৌধুরী নদীয়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০
জর্জ্জ বেভিরজ সাহেব যশোহর
১৮৬২ মে হইতে ১৮৬৩ এপ্রেল পর্য্যন্ত কোং ১০
" চণ্ডীচরণ ঘোষ ফিরোজপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০
" নবীন কৃষ্ণ পালিত বর্দ্ধমান
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ প্রসাদ সেন রঙ্গপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০
" উমেশ চন্দ্র দাস হাবড়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

৪ ভাগ। ৩১ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ৩ আষাঢ়। ইং ১৮৬২। ১৬ জুন { মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

৩রা আষাঢ় সোমবার।

মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সাহায্য দান।

যে পরিমাণে যে দেশের সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে পৃথিবীর অন্য অন্য ভাগের সহিত তাহার সম্পর্ক হইয়া পরস্পর সবিশেষ উপকার লাভ হইয়া থাকে, ঐরূপ যে সভ্য দেশ সংসর্গে যে পরিমাণে অন্য অন্য দেশের উপকার লাভ হয়, সেই সভ্য দেশের বিপৎপাত হইলে অন্য অন্য দেশের সেই পরিমাণে অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিষয়ে অবিকল এই ঘটনা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় সভ্য দেশ পরস্পর সম্পর্কে এতদিন পরস্পর বিলক্ষণ লাভবান হইতেছিল, সম্প্রতি আমেরিকার গৃহবিচ্ছেদ হওয়াতে ঐ উভয় দেশই সঙ্কটে পড়িয়াছে।

ইংলণ্ডের সঙ্কট আপাততঃ মাঞ্চেষ্টরের মজুরদেতেই স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকা হইতে তূল আনয়ন বন্ধ হওয়াতে মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের কলের দাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অন্ন বিনা বিপদ্যমান হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহাদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা হইতেছে। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক এতদ্বিষয়ে সাহায্য দানার্থ এদেশীয়দিগকে আহ্বান করিয়াছেন। হিন্দুপেট্রিয়ট ও ইণ্ডিয়ান ফিলড সম্পাদকেরাও তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। আমরাও সম্পূর্ণান্তঃকরণে এবিষয়ে এদেশীয়দিগের দান শক্তি বিনিযোগের অনুরোধ করিতেছি। আমরা যে দেশে থাকি না কেন, বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের বিপদুদ্ধার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সহিত এদেশের পরস্পর উপকার্য্য ও উপকারক ভাব সম্বন্ধ হইয়াছে। সেদিন ইংলণ্ডীয়েরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষে দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এদেশীয়েরাও আয়লণ্ডের দুর্ভিক্ষকালে সাহায্য দানে বিমুখ হন নাই। কিন্তু আমরা ফিনিক্স সম্পাদকের একটী আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিলাম, তিনি বলেন " যতদিন এরূপ জানা না যাইবে যে ইংলণ্ড হইতে মাঞ্চেষ্টরের মজুর দিগের যথাবশ্যক সহায়তা হইবে না, ততদিন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে সাহায্য গ্রহণ উচিত নহে। ইহারা অতঃপর গর্ব্ব করিবেন যে ইহারা অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ ইংলণ্ড বাসী দিগের সহায়তা করিয়াছেন। "

ইংলিসম্যান সম্পাদক প্রভৃতি এরূপ কহিলে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইতাম না। তাহাদিগের মন অনুদার ভাবে পরিপূর্ণ, কিন্তু ফিনিক্স পত্রকে এবম্বিধ অনৌদার্য্য দোষ দূষিত বলিয়া আমাদিগের সংস্কার ছিল না। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ই এক রাজার রাজ্য। এই উভয় রাজ্যের প্রজাগণের পরস্পর বাধ্য বাধকতা হইয়া অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ হয়, ইহা কি প্রার্থনীয় নহে? পরস্পর উপকার করা কি সৌহৃদ্য বন্ধনের প্রধানতম উপায় নয়? এক জন প্রাচীন সংস্কৃত কবি কহিয়া গিয়াছেন, সহজ ও প্রাকৃত মিত্রতা ও শত্রুতা অপেক্ষা উপকার ও অপকার নিবন্ধন যে মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মে, তাহাই গরীয়সী। *

জুরি।

" জুরি দ্বারা বিচারের প্রথা ইংরাজদিগের স্বাধীনতার প্রধান উপায়। " গ্লাডষ্টোন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্স ও জর্ম্মণির কয়েক জন প্রধান ব্যবস্থাপক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে জুরি দ্বারা বিচার প্রথা ইষ্টসাধনী নহে। তন্নিবন্ধন ঐ উভয় দেশে ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থ এক এক সভা হয়। উভয় সভাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। ফরাসী সভায় স্থির হইল, জুরি প্রথা অনিষ্টকারিণী নয়। পক্ষান্তরে

---

* যথা গরীয়ান্ শত্রুশ্চ কৃত্রমস্তোহি কার্য্যতঃ। ন তথা সহজ প্রাকৃতাবপি ॥ মাঘ।

কৃত্রিম (কারণ বশতঃ জাত) শত্রু ও মিত্র গরীয়ান্, যে হেতু উহারা উপকার ও অপকার রূপ কার্য্য বশতঃ শত্রু ও মিত্র হয়। সহজ (সহজাত অর্থাৎ এক শরীরাবয়ব জাত) শত্রু ও সহজ মিত্র এবং প্রাকৃত (প্রকৃতি সিদ্ধ) শত্রু ও প্রাকৃত মিত্র, ইহারাও উপকারাপকার নিবন্ধন মিত্র ও শত্রু হইয়া থাকে। সহজ মিত্র মাতৃষ্বস্রেয়াদি পিতৃষ্বস্রেয়াদি ও সহজ শত্রু পিতৃব্য তৎপুত্রাদি, আপনার বিষয়ের পর যাহার বিষয় থাকে, সেই প্রাকৃত শত্রু ও তাহার পর যাহার বিষয় সেই প্রাকৃত মিত্র।

জর্ম্মণির মধ্যে স্থির করিলেন এ প্রথার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। অনন্তর, জর্ম্মণির কোন কোন স্থানে এই প্রথা উঠিয়া গেল। কিন্তু ফরাশী সম্রাট লুই ফিলিপ ফ্রান্স হইতে উহা উঠাইয়া দিতে সাহসী হইলেন না।

যদি স্থির চিত্তে জুরি প্রথার দোষ গুণ বিবেচনা করা যায়, ইহা কোন ক্রমেই অনিষ্টকারণী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যে বিষয় একাধিক ব্যক্তির বুদ্ধি দ্বারা বিবেচিত হয়, তন্ন তন্ন করিয়া তাহার যেরূপ সুক্ষ্ম বিচার হইয়া থাকে, একের বুদ্ধি দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। একের বুদ্ধি সকল সময়ে সকল বিষয়ের অবান্তর ভেদ বোধে সমর্থ হয় না। তবে যে জুরির বিচারে দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল বিচারকর্ত্তার ও জুরি মনোনীত করিবার দোষে হয়। জুরি ও বিচারকর্ত্তা উভয়ে ভাল হইলে বিচার ভাল হয় সন্দেহ নাই। জুরি দ্বারা বিচার এমনি প্রশংসনীয় ও ইহা দ্বারা সদ্বিচার হইবার এত সম্ভাবনা আছে যে ইংলণ্ডীয় বারণেরা (প্রধান জমীদারেরা) মাগনা চার্টা নামক স্বাধীনতার মহাসনন্দ গ্রহণ সময়ে প্রকাশ্যরূপে রাজার দ্বারা এই কথা লিখাইয়া লইয়াছিলেন যে "প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি দ্বারা বিচারিত হইবেন।"

এই উৎকৃষ্ট বিচার প্রথা এদেশে প্রচলিত হওয়াতে আমরা সর বার্ণেস পিককের নিকটে ঋণী আছি। তাঁহার চেষ্টাতেই এই নিয়ম এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বিচারপতির ও জুরি মনোনীত করিবার দোষে ষাঁড়ের গোময়ের ন্যায় ইহা এক প্রকার অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার পতির দোষে জুরির বিচার যে মন্দ হয়, আমরা তাহার অনেক উদাহরণ পাইয়াছি। জুরিরা এক প্রকার মত প্রকাশ করিলে যদি তাহা জজের অনভিমত হয়, জজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বিচার করিতে বলেন, ফলতঃ যত ক্ষণ বিচারপতির অভিমত মত দেওয়া না হয়, ততক্ষণ তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি থাকে না। অনেক স্থলে জুরিদিগকে অপমান সহ্য করিতে হয়। জজেরা বিচারালয়ে বসিয়াই তাঁহাদিগকে পক্ষপাতী ও অনভিজ্ঞ বলিয়া থাকেন। সে দিন হুগলির অতিরিক্ত জজ বর্চ সাহেব এক মিথ্যা খুনী মকদ্দমায় প্রধান জুরি বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তিকে "মুর্খ" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া গালি দিয়াছেন। জুরি জজের মতে মত দিয়া এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির ফাঁশীর পরামর্শ দিলেন না বলিয়া বর্চ সাহেবের ক্রোধের পরিসীমা ছিল না। লও সাহেবের মকদ্দমায় সর মডণ্ট ওয়েলস যেরূপে জুরিদিগের অগ্রে মকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বিচারপতির দোষের ত এই কথা গেল। জুরি মনোনীত করিবার দোষ এই, অনেক স্থলে অতি অসার ও অপদার্থ ব্যক্তিরাও জুরির পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা যত সৎ ও সুক্ষ্ম বিচার হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করা বিফল। আমরা গবর্ণমেণ্টকে জুরিদিগের বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। বিচারকর্ত্তারা জুরিদিগের অপমান করিলে কোন কৃতবিদ্য ভদ্র লোকে জুরি হইতে চাহিবেন না। মুর্খ লোকদিগকে জুরি করা বিচারের অবমাননা মাত্র। জজেরা মকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিবার সময়ে আপনার মত প্রকাশ করিতে পাবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডীয় টিণ্ডাল ও লার্ড টেণ্টারডেন প্রভৃতি বিচারপতিরা নিয়ুক্তকালে ঐ স্বত্বের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতেন না। মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে বলিয়া বিচারপতি কখন জুরিকে একথা বলিতে পারেন না যে "আপনারা এই প্রকার মত দিবেন।" এদেশের বিচারপতিরা এই প্রকারই করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ লার্ড কোক বলিয়াছেন "জুরি সাক্ষীদিগের বাক্য অনুসারে আপনাদিগের মত প্রকাশ করিবেন।" এদেশে কি তাহা করিতে দেওয়া হইতেছে?

গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদিগের আর একটী অনুরোধ আছে। মফস্বলে এই নিয়ম আছে হত্যা প্রভৃতি হইলে এক জন চিকিৎসক মৃত ব্যক্তির দেহ ছেদ করিয়া যে কথা বলেন, তাহাই প্রমাণ হয়। গবর্ণমেণ্টীয় চিকিৎসক সুচারুরূপে নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই নিয়মের দোষে অনেকস্থলে অযথার্থ বিচার হইয়া থাকে। অতএব মফস্বলে করনারের জুরির নিয়মকরা কর্ত্তব্য। কোন স্থলে হত্যা হইলে যদি কয়েক জন ভদ্রলোক জুরি হইয়া তদ্বিষয়ের প্রথম বিচার করেন, হত্যা গোপন করা সহজ হইবে না।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, ব্যবস্থাপকসভায় এদেশীয়দিগের প্রবেশাধিকার দান, উচ্চতম আদালতের বিচারকর্ত্তৃপদে এদেশীয়দিগের নিয়োগ প্রভৃতির ন্যায় জুরিদ্বারা বিচারপ্রথাও এদেশের সমধিক উন্নতিকারিণী সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের দোষে যদি তাহার প্রতিবন্ধ হয়, তাহার পর ক্ষোভ আর নাই।

অসভ্য ইউরোপীয় ও সুপ্রিমকোর্ট।

সুপ্রিমকোর্ট যথার্থই শ্রেণি বিশেষের জয় পরাজয়ের স্থান হইয়াছে। যখন এদেশীয় কোন ব্যক্তি অপরাধ করেন, তখন সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার গুরুতর দণ্ড সিদ্ধান্ত করাই হয়। কিন্তু ইউরোপীয় দোষী হইলে প্রথমতঃ তাহাকে মুক্ত করিবার উপায় অ

বেষণ করা হয়, নিতান্ত উপায়ন্না থাকিলে সামান্য দণ্ড দিয়া তাহাকে মুক্ত করা হইয়া থাকে। আমরা অনেক বার দেখিয়াছি যে অপরাধে এক জন এতদ্দেশীয় দ্বীপান্তরিত হইল, সেই অপরাধেই এক জন ইউরোপীয় বড় অধিক ছয়মাস কারাবাসে রহিল।

পাঠকবর্গ হিলি নামক দুরাত্মার বিষয় অবগত হইয়াছেন। মার্চমাসের প্রারম্ভে কলিকাতায় সংবাদ আসিল, সেই দুরাত্মা আকলাণ্ড নামক রাণীগঞ্জস্থিত এক ইউরোপীয়ের বাটীতে আছে। তদনুসারে তিন জন পুলিষকর্মচারী ও রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট টুইডি সাহেব আকলণ্ডের বাটী অনুসন্ধান করিতে গমন করিলেন। আকলাণ্ড মাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টা পাইল। শুনিতে পাই সে তাঁহার গায়ে হাতও তুলিয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট তথাপি জিদ্ করাতে আকলাণ্ড বলিল "তোরা পাজি থে সাহসে গবর্ণমেণ্টের চাকর।" এই রূপ অনেক গালি দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করেন। দণ্ডবিধানের আইন অনুসারে এটী গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টে গত বুধবার এবিষয়ের বিচার হইয়া আকলাণ্ড মুক্তিলাভ করিয়াছে। সাক্ষিবাক্য দ্বারা তাহার দোষ সপ্রমাণ হয়, প্রধান বিচার পতিও তাহাকে দোষী স্থির করেন, কিন্তু জুরি মহোদয়েরা তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। জুরি মহোদয়েরা বিচার ভার পাইয়াছেন, যা মনে করেন, তাই করিতে পারেন, ধর্মাধর্ম ত পরের কথা, আপাততঃ ভারতবর্ষের কিরূপে শান্তি রক্ষা হইবে, তাহার কি স্থির করিলেন -

আমরা আবার শুনিলাম জনরাজের অপরাধ মার্জনা জন্য ইউরোপীয়েরা আবেদন করিবেন। সে ব্যক্তি স্বেচ্ছা পূর্বক মনুষ্য বধ করিয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তথাপি তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করা হইতেছে! যদি এতদ্দেশীয়দিগকে হত্যা করিয়া সকল ইউরোপীয় এইরূপে মুক্ত হয়, এদেশের মঙ্গল কোথায়? বর্ণ শুক্ল হইলেই কি যে সে দুরাত্মা স্বচ্ছন্দে আমাদিগের প্রাণ বধ করিতে পারিবে?

আমরা বৈরনির্যাতনার্থী নহি, মনুষ্যের প্রাণদণ্ড দর্শনে আমাদিগের উৎসাহ ও অনুরাগ নাই, তবে যে আমরা এবম্বিধ বিচারের প্রতিবাদ করিতেছি, তাহার কারণ কেবল ভারতবর্ষ রক্ষার উদ্দেশ। অত্রত্য ইউরোপীয়েরা যদি মনুষ্য হত্যা করিয়া স্বচ্ছন্দে অব্যাহতি পায়, তাহাহইলে ভারতবর্ষে বাস আর সসর্প গৃহে বাস উভয়ই তুল্যরূপে পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

এদেশীয় দিগের ইংলণ্ড গমন

এদেশীয়েরা ক্রমে ইংলণ্ডে পথ পাইলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে রামমোহন রায় বিলাত গমন করেন, তাহার পূর্বে ঐ পথ এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ মহানুভব কেবল এদেশের ধর্ম ও আচার ব্যবহারাদির সংশোধনকারী ছিলেন না, অনেকবিধ শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া যান। তদবধি অনেক গুলিকে ক্রমে ক্রমে ইউরোপে গমন করিতে দেখা গেল। একণে যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত সমধিক ফলোপধায়ী হইতেছে। সে দিন আমরা বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় রামলোচন ঘোষের পুত্রের ইংলণ্ড গমন সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম, অদ্য এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির বিলাত গমন সম্বাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। সেই ব্যক্তি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি সিবিল সর্বিস পরীক্ষার্থী হইয়া গমন করিয়াছেন, শেষোক্ত ব্যক্তি বারিষ্টর হইবার বাসনায় গিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন এক জন উপযুক্ত লোক। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী, লাটিন প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা জানেন। তিনি যে উদ্দেশে যাইতেছেন, তাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার ঐ সকল ভাষা কার্য্যকালে সবিশেষ সহায়তা করিবে। এবম্বিধ পণ্ডিত ব্যক্তিরা যদি ইংলণ্ডে যান, রাজপুরুষেরা আমাদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তা। অচিরকাল মধ্যেই উদ্ঘাটিত হয়।

পূর্বে লেখাপড়ার তাদৃশ চর্চা ছিল না. কুসংস্কার ইংলণ্ড গমনের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। এখন অপেক্ষাকৃত অনেকের হৃদয়ে বিদ্যার আলোক সঞ্চার হইয়াছে, কুসংস্কার অনেকের হৃদয় হইতে প্রস্থান করিয়াছে। তথাপি আমরা অধিক সংখ্য লোককে ইংলণ্ড গমনে উন্মুখ দেখিতেছি না। ইহার তিনটী কারণ প্রধান রূপে আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে। প্রথম, অলীকলোকভয় কুসংস্কারের স্থানগ্রাহী হইয়া কতকগুলি লোকের হৃদয়ে আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়, কতকগুলির ইংলণ্ড গমনে বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, তাঁহারা বৃথা লোকভয়ও করেন না, কিন্তু অর্থ সঙ্গতি বিরহে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। তৃতীয়, কতকগুলি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাদৈক গমনেও উৎসাহী নহেন। যে কারণ হউক, যত দিন এদেশীয় অধিক সংখ্য লোক বিলাত গমন না করিবেন, ততদিন রাজ্যসম্বন্ধে এদেশীয় দিগের সম্যক উন্নতিলাভ সম্ভাবনা নাই। ততদিন রাজা ও প্রজা উভয়ের ভিন্নভাবও দুরীভূত হইবে না। "শ্রীবৃদ্ধি কারীরা" যে এদেশে এত প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার কারণ কি - আমাদিগের বিদেশগমনবিমুখতাই তাহার অন্যতর কারণ। "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" স্বচ্ছন্দে ইংলণ্ডে আমাদিগের দোষ প্রতিপন্ন করিয়া ইষ্টসাধন করিতেছেন, কিন্তু অ...

তাহার প্রতিবাদ করিয়া আত্মত্তচিত্তা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। অন্য কথা কি, আমাদিগের লণ্ডনস্থ সম্রাজ ভাতাও (ইনি বঙ্গদেশের লোক) নীলকর দিগের বাক্যে বিমোহিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে এক্ষণে শিল্প বিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিষয়ক উৎকর্ষের পরা কাষ্ঠা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগের সবিশেষ নৈপুণ্য লাভের ইচ্ছা জন্মিলে এখন ইউরোপ গমন ব্যতিরেকে মনোরথ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন এদেশে ঐ সকল বিষয়ের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, ততদিন ইউরোপ গমনই আমাদিগের তত্তৎ বিষয়ে প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভের একমাত্র উপায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংলণ্ড যাত্রা কালে বঙ্গভূমিকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গভূমির প্রতি।

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে!
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব তারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন;
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, হে শ্যামা, জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি জলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

খিদিরপুর ১২৬৯।

১৬ই এপ্রেল ১৮২২।

প্রিয় সম্পাদক, আমেরিকা হইতে এমত সংবাদ আগত হইয়াছে যে জেনেরেল বর্ণসাইড অধিরোধে বোকোর্ট দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। মেকন্ নামক দুর্গে অদ্যাপি ৫০০ কন্ফেডারেট সৈন্য রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের 'রসদ' পাইবার সম্ভাবনা নাই। ৭০০০ কন্ফেডরেট সৈন্য করিন্থ নামক স্থানে একত্রিত হইয়াছে, এবং স্থানান্তরে ২০০০০০ একত্রিত হইয়া শুনা যায়। অবিলম্বে উভয় পক্ষের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। সেক্রেটরি সম্নর রাজসভা মধ্যে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং তাহাতে মূল্য দিয়া কলম্বিয়ার দাসদিগকে মুক্ত করা উচিত ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কন্ফেডরেট্দের রাজসভার সোএন নামক সভ্য এমত প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইংলণ্ড হইতে দূতদিগকে প্রত্যাহ্বান করা, এবং উক্তদেশ হইতে কনফেডরেটদের স্বাধীনতার অঙ্গীকারপ্রত্যাশা পরিত্যাগ করা উচিত। পূর্ব্বে ইংরেজেরা কন্ফেডরেট দের পক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভাব পরিবর্ত্ত করিতেছেন।

গত ১৩ ই জাপানদেশীয় প্রধান রাজদূত শ্রীযুক্ত টাকেনো উচি-সিমত্সুকি নো-কামী প্যারিসের রাজনিকেতনে সম্রাট্ কর্তৃক সমাদরে গৃহীত হন। রাজদূত সম্রাট্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ! মহিমার্ণব টৈকুনের আজ্ঞানুসারে আমরা অদ্য সম্রাটের সমক্ষে উপস্থিত হইলাম। জাপানের সহিত ফরাশীশদেশের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উভয় জাতির পরস্পর মিত্রতা উত্তরোত্তর প্রগাঢ়তর হইবে, এই হেতু আমাদের প্রভু স্বকীয় হস্তলিখিত এই লিপি মহারাজকে অর্পণ করিবার ভার আমাদের প্রতি অর্পণ করেন, এবং এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সন্ধিকে অখণ্ডনীয় করিয়া রাখা উভয়ের একান্ত মানস। আমাদের মহারাজের অনুমত্যনুসারে আমরা এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি যে ফরাশীশ দেশীয় এক যুদ্ধ-পোত দ্বারা আমরা স্বদেশে প্রতি প্রেরিত হই। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে মহারাজ সপরিবারে সুখভোগ করিতে থাকুন এবং ফরাশীশ জাতির মঙ্গল হউক।" সম্রাট্ এই উত্তর দিলেন "আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক জাপান সম্রাটের প্রতিনিধিদিগকে সংকার করিতেছি, এবং এরূপ আশা করিতেছি যে সন্ধিস্থাপন দ্বারা মঙ্গলোৎপাদন হইবে। আপনারা ফরাশীশদেশে আসিয়াছেন, আমাদের রাজ্যের মতত্ত্ব যথার্থ রূপে প্রতীত হইবেন। আপনারা এদেশে যে রূপে গৃহীত হইবেন এবং যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবেন, তদ্দারা অবশ্যই জানিবেন যে অতিথিসৎকার সভ্যজাতির এক প্রধান ধর্ম্ম। আমি আহ্লাদিত হইয়া অনুমতি দিব যে আপনারা এক যুদ্ধপোত দ্বারা স্বদেশে প্রেরিত হন। আপনারা যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন ইউরোপ দর্শনের সুখাস্বাদের সহিত এই বোধ করিয়া যাইবেন যে জাপান সাম্রাজ্যের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে আকাঙ্ক্ষণীয়।"

পৃথিবীতে যে বস্তু দ্বারা মহোপকার সাধন হয়, তাহা যদি অপব্যবহৃত হয় মহান্ অনর্থ উৎপাদন করে। সভ্যতা ও শিল্পবিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে ততই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয় পক্ষ পরিষ্কৃত হইতেছে। যে বাষ্পীয়রথযোগে এক ব্যক্তি অতি দূরদেশ হইতে গিয়া মুমূর্ষু পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চরিতার্থ হয়, তদ্দ্বারাই দস্যুরা এক জনের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া নিমেষ মধ্যে প্রস্থান করে। লৌহাদি দ্রব্যের দ্বারা পৃথিবীর কত মঙ্গল! কিন্তু তাহা এক্ষণে মনুষ্য নাশের ভয়ঙ্কর উপায় হইয়াছে। আমেরিকা ফরাশীশ ও ইংলণ্ড এই তিন দেশে এক প্রকার অদ্ভুতপূর্ব্ব ও প্রকাণ্ড লৌহ যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, উহা পোত বিশেষ। উহাতে অতি অল্পই যুদ্ধ কৌশলের আবশ্যক, কিন্তু উহা পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার অমোঘ উপায়।

প্রতিবর্ষের ১লা মাচ ভারতবর্ষ ও চীন অঞ্চলে ইংলণ্ডের যত নাবিকসৈন্য আছে, তাহার বিবরণ পার্লিয়েমেণ্টে অর্পিত হয়, গত ১লা মার্চের বিবরণ এই পোতসংখ্যা ৩৮০ টস

ন্য ৩৯৮২ ; বেতন ২,৭০৭,৮৫০ টাকা ; পাথ্যাদি ১৩১,০০০ টাকা ; বাজেখরচ ১,১১৬,৪৯০ টাকা ; কয়লা ২২৬,৫৯০ টাকা ; ঔষধাদি ১৩,৫৫০ টাকা ; সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক ব্যয় ৪,৫৬০,৪৮০ টাকা।

আপনার পাঠকেরা অবগত থাকিবেন যে ভূমধ্যসাগরের যুনান দ্বীপ সকল এক প্রকার ইংলণ্ডের অধীন; তথাকার অধিবাসীরা নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়া শাসনকর্ত্তার নিকট এক আবেদন পত্র অর্পণ করেন। কিন্তু এরূপ আবেদনে যে রূপ উত্তর সাধারণতঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা সেই রূপ উত্তরই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে আফ্রিকায় দাস ব্যবসায় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে; এবং যদি ইংলণ্ড আমেরিকার দাসদের প্রস্তুত তুলা প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ না করিতেন, তবে উহা মন্দীভূত হইত। ইংলণ্ড আমেরিকার যুদ্ধের পূর্ব্বে তুলার নিমিত্ত বার্ষিক ৩০০,০০০,০০০, টাকা দিতেছিলেন, অথচ আমেরিকার ৪,০০০,০০০ দাস হইতে ধন বৃদ্ধি বিষয়ে এক পয়সাও লাভ করেন নাই।

প্যারিসের লুবর রাজবাটীস্থ মিসরীয় চিত্রশালিকায় মিসর দেশীয় কতকগুলি প্রাচীন ও সুদৃশ্য শিল্পজাত বস্তু আনীত হইয়াছে।

বিখ্যাত বৃদ্ধ লর্ড ব্রুহম্ কিয়ৎকাল পীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিলক্ষণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

এমত জনরব যে সম্রাট নপোলেঅন্ সপরিবারে আগামী দশ দিন যাবৎ বকিংহাম নামক রাজাট্টালিকায় অবস্থিতি করিবেন।

মিস্ রাই টাইম্স পত্রে এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এদেশে অনেক অবিবাহিতা স্ত্রী সাতিশয় কষ্ট পাইতেছে, তাহাদিগকে পুরুষোপযুক্ত শ্রমজনক কর্ম্মে নিযুক্ত করা অন্যায়; তাহাদের দুঃখ অপনয়নের এক উপায় এই যে তাহারা বিদেশে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে প্রেরিত হন। কাথ্যকায় কিংস্লি এই অভিপ্রায়ের পোষকতা করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন যে স্ত্রীরা পত্নী ও প্রসূতি হইবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। প্রতীত হইল যে এদেশে ২৫০০০০ অতিরিক্ত স্ত্রী আছে, তন্মধ্যে কতক স্ত্রী বিদেশে যাইবার উপযুক্ত, কতকের যথেষ্ট অর্থসংস্থান আছে, এবং কতিপয় স্বজনবন্ধনে নিবদ্ধ। মিস্ রাইয়ের প্রস্তাব এই যে অবশিষ্ট স্ত্রীদিগের ভারতবর্ষাদি স্থানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া উচিত। অনেকদেশে প্রত্যেক স্ত্রীর সহিত তুলনায় দুই বা ততোধিক পুরুষ (ইংরাজ) বর্ত্তমান আছে।

এগ্জিবিশন্ প্রারম্ভনসম্বন্ধে এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে প্রাড্বিকেরা এক বিশেষ বেশে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন, কিন্তু কমিসনরেরা সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদেশীয় আগন্তুক শিল্পকরদের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমত উপায় করিবার সুচারু নিয়ম অবলম্বিত হইতেছে, তাহারা অতি অল্পব্যয়ে লণ্ডনে অবস্থিতি করিবে; তাহাদের সুবিধার নিমিত্তে এক জন দ্বিভাষী নিযুক্ত হইবে, পীড়িত হইলে অত্যল্প ব্যয়ে চিকিৎসা প্রাপ্ত হইবে; এবং অনায়াসে লণ্ডনের নানা বিচিত্র স্থানে ভ্রমণ করিতে পাইবে।

ভারতবর্ষীয়েরা যে রূপে লর্ড কেনিংকে প্রতিষ্ঠা পত্র দিয়াছেন, তাহাতে এখানকার লোকে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন; মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও রাজা দিনকর রাও ইঁহাদের বক্তৃতা বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

টাইম্স সম্পাদক বঙ্গদেশের রাইয়তদিগের 'অত্যাচার' বিষয়ে এক প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে নীলকরেরা রাইয়তদের দোষ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে। প্রজারা যদ্যপি সুবিচার চায়, তবে আপনারা অগ্রে শুদ্ধ ন্যায় পথ অবলম্বন করুক। নতুবা তাহাদের অবস্থা অবশ্যই 'নেকড়ে! নেকড়ে!' বাদী মেষরক্ষকের ন্যায় হইবে।

গত রাত্রে এথন লজিকল্ সুসাইটি নামক সমাজে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে এক প্রস্তাব পাঠ করেন।

এগ্জিবিশন্ উপলক্ষে নানা দেশ হইতে লণ্ডনে কতকগুলি সুদক্ষ চোরের সমাগম হইয়াছে। তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ফরাসী প্রভৃতি দেশের পুলীস সংক্রান্ত কতিপয় লোক এখানে নিযুক্ত হইবে।

কয়েক দিবসাবধি আকাশ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইয়াছে, সূর্য্য প্রকাশিত বঙ্গদেশের মাঘমাসের ন্যায় [illegible] আশ্চর্য্য এই যে শীতকালের মধ্যে অনেক বৎসরে এত শীত অনুভূত হয় নাই।

উমিচাঁদ গুপ্তস্য।

লণ্ডন, ১০ই মে ১৮৬২।

প্রিয় সম্পাদক! শিল্প বিন্যাস-নিকেতনের দ্বারোদ্ঘাটন এখানকার সর্ব্ব প্রধান সংবাদ। আমার অদ্ভুত পদাবলীদ্বারা "ওপ্নিং অব্ দি ইণ্টরনশনল্ এক্জিবিশন্" প্রতিপাদিত হইতেছে, ইহা আপনার পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন। এখানকার নানা সংবাদ পত্রে এই মহৎ ব্যাপার নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে সামান্য ও ৫১ সালের ব্যাপারের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর রূপে বর্ণন করিয়াছেন, কেহ বা ইহাকে অভূতপূর্ব্ব বলিয়াছেন, পরন্তু আমার হস্ত হইতে এবিষয়ে এক জন বাঙ্গালির মত কি, ইহাই আপনারা জানিবার ইচ্ছা করিতে পারেন।

১লা মে বৃহস্পতিবারের দুই তিন দিন পূর্ব্বাবধি সূর্য্য সম্যক্ প্রভাবিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল, দিবসের তাপ কোন অংশেই বঙ্গদেশের জ্যৈষ্ঠমাসের অসমান ছিল না, কিন্তু উক্ত বৃহস্পতিবারের প্রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া জল বর্ষণ হওয়াতে সকলেরই মনে ভয়াশঙ্কা উপস্থিত হয়, যাহা হউক, বেলা নয়টার সময় বৃষ্টি অপসৃত হইল। নগরের চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক সকল নানা সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া ব্রম্টন অভিমুখে গমন করিতে লাগিল, বেলা দশটার পূর্ব্বে সমস্ত বর্ত্ম শকটাদি দ্বারা পূর্ণ হইল, শকট সকলের গতি যথার্থরূপে শম্বুক গতির সহিত উপমিত হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে অট্টালিকা শ্রেণি হইতে নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মানা এবং ব্রম্টন রোডের মধ্য দেশে এক বৃহতী পতাকা "স্বাগত সমস্ত জাতি!" বলিয়া লোকদিগের অভ্যর্থনা করিতেছিল। যে কোন পথের যত দূর দৃষ্টিগোচর হইয়া ছিল, তাহাতে শকট শ্রেণী ও মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখা যা[illegible]

নাই। চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া বোধ হুইতে লাগিল যেন ব্রমটনে একপ্রকার জলপ্লাবন উপস্থিত। রাজপুরুষাদির আগমনার্থ বকিংহাম প্যালেস অবধি শিল্প বিন্যাস-নিকেতন পর্য্যন্ত দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া পথের দুই ধারে বিচিত্র সন্নাহ-ভূষিত অশ্ববার সৈন্য সকল দণ্ডায়মান হয় এবং তাহাদের পশ্চাদ্দেশে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়া রাজপুরুষদিগকে দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছিল, ১১ টার পুর্ব্বাবধি "মহাজন" সকল যানারোহণ পূর্ব্বক শ্রেণিবদ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদেশের সকল রাজমন্ত্রী সমানরূপ লোকপ্রিয় নহেন, যাঁহারা সমধিক প্রিয়, তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোক সকল ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নানা দেশীয় রাজদুত সকল লোকদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন। হৈতি প্রদেশীয় কৃষ্ণচর্ম্ম রাজদুত সকলকে, ও জাপান দেশীয় রাজদুতদিগকে দেখিয়া অনেকে হাস্য করিয়া উঠে, ইহা ইংরেজদের অতি ঘৃণাকর অসভ্য রীতি। অর্দ্ধঘণ্টাতীত ১২ টার সময় প্রভাকর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন শিল্প নিকেতনের চতুর্দ্দিক মনুষ্যদ্বারা একেবারে আপ্লাবিত হইয়াছে নিকেতনের বাহ্যমূর্ত্তির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি কিন্তু ১লা মে যদিও উহা নানা পতাকায় শোভিত হয়, তথাপি পুর্ব্ববৎ কেবল বাণিজ্যশালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, অট্টালিকার অভ্যন্তরে এক ভিন্ন ব্যাপার। পাণ্ডুয়ার মন্দির ও জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মার সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপারের সম্পাদন নিমিত্ত কত শত বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন। মনুষ্যের দ্বারা যে একরূপ কীর্ত্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা কেবল ইউরোপীয়েরাই সপ্রমাণ করিতে সক্ষম। পূর্ব্ব বা পশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করিলে ১৫০ হস্তের অধিক উচ্চ গুম্বজের তল হইতে সম্মুখে ৬৫০ হস্ত দীর্ঘ ও ১৩০ হস্ত প্রসারিত গৃহ দৃশ্য হয়, কিন্তু এক্ষণে অট্টালিকার পরিচয় দিবার সময় নহে। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ ত্রিশ সহস্রাধিক ব্যক্তি মন আকর্ষণ করিতেছে। নানা জাতীয় নানা প্রকার লোক সমবেত হইয়াছে। কোন স্থানে চুনারিকাভ রক্ত, পীত নীল, কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদ-ভূষিত ইংরেজ রাজপুরুষ ও সেনাপতিগণ, সগর্ব্বিত চিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কোথায় বা করাশীশ, তুরুষ্ক, রুষ প্রভৃতি দেশীয় রাজদুত সকল স্ব স্ব জাতীয় সজ্জার শোভা প্রকাশ করিতেছেন। কোথাও বহুমূল্য শাল মুক্তাহার, এবং রত্ন খচিত উষ্ণীষধারী রাজা, কোন স্থানে বা স্বর্ণলতা শোভিত রক্ত কৌষেয় বস্ত্রের আজানুলম্বী পরিহিত ইউনান দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি। এইরূপে যাজক, সৈন্য, ব্যবস্থাব্যবসায়ী, শিল্পকর, চিত্রকর, গ্রন্থকার প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় বেশে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। জাপান দেশীয় রাজদুতেরা আপনাদের গম্ভীর ভাব দ্বারা লোকদিগকে চমৎকৃত করিলেন। তন্মধ্যে দুই জন প্রবৃদ্ধ রাজদুত গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিলে হয়। তাঁহারা সমস্ততঃ অত্যাশ্চর্য্য সমারোহ সন্দর্শন করিয়াও কোন ক্রমে অজ্ঞ লোকের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা বিস্ময়স্তব্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতও করেন নাই, কিন্তু তৃতীয় রাজদুতটি অপেক্ষাকৃত যুবা, তিনি চতুর্দ্দিকে মনোহর-বসন ভূষিত গন্ধর্ব্বনির্ব্বিশেষ ইংরেজ মহিলাদের ভাব ভঙ্গীর দ্বারা স্পষ্টতই উৎকণ্ঠিত হন।

১টা ১৫ মিনিট গত হইলে তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। তদনন্তর অট্টালিকার দক্ষিণ ভাগ হইতে পশ্চিম ভাগে রাজপুরুষেরা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া গমন করিলেন। তথায় রাজসিংহাসন স্থিত ছিল। সকলে যথা স্থানে উপবিষ্ট হইলে অর্ল গ্রানবিল একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইয়া ডিউক অব কেম্ব্রিজ তাহার উত্তর দিলেন। তদনন্তর রাজপুরুষেরা পূর্ব্ববৎ শ্রেণিবদ্ধ হইয়া উত্তরদিক দিয়া পূর্ব্বগুম্বজের তলে গমন করিলেন। রাজমন্ত্রীরা প্রভূত প্রশংসাবাদ লাভ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ লর্ড পামর্ষ্টনকে দেখিয়া লোকে আহ্লাদধ্বনি করিতে লাগিল। তৎপরে যখন ডিউক অব্ কেম্ব্রিজ চতুর্দ্দিকে রাজপুরুষদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তখন যে অদ্ভুত ব্যাপার লোকের প্রত্যক্ষ হইল, তাহা কথনাতীত। আমি পাঠযোগ্য বর্ণনার শতাংশের একাংশ সম্পাদন করিতে পারিতেছি না বলিয়া লেখনীকে সহস্রবার তিরস্কার করিতেছি। তৎকালে সূর্য্যের কিরণ দ্বিগুণ উজ্জ্বলতর হইল, এবং সভাস্থ লোকদের অলঙ্কৃত মণিমাণিক্যের উপর পতিত হইয়া এককালে চক্ষু স্তব্ধ করিতে লাগিল, বলিলে হয়। অট্টালিকার মধ্যস্থ সুচারু ও সমুচ্চ স্তম্ভ শ্রেণী ঊর্দ্ধদেশে বিচিত্র চন্দ্রাতপ, পশ্চাদ্ভাগে সহস্র সহস্র গায়কপুরিত সঙ্গীত মঞ্চ, এই সমুদায় একত্রিত হইয়া যার পর নাই শোভা প্রকাশ করিল। তদনন্তর সঙ্গীত, কবিরাজ টেনিসন এই বিষয়ের নিমিত্ত এক সঙ্গীত রচনা করেন, তাহা টেনিসনের যোগ্য সন্দেহ নাই, ঐ সঙ্গীত যখন সহস্র সহস্র স্বর ও যন্ত্র সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীত হইল, তখন অনেকেই আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অন্যান্য সঙ্গীতের পর ডিউক অব কেম্ব্রিজ শিল্প বিন্যাস-নিকেতন অভিমুক্ত হইল বলিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। যদিও তাঁহার বাক্য উত্তম রূপে শ্রুত হয় নাই, তথাপি তূর্য্যধ্বনি দ্বারা উহা সর্ব্বজনের গোচর হইল।

দেবতারা প্রকাণ্ড ব্যাপারে বলি ব্যতীত সন্তুষ্ট হন না। আমাদের দেশে বলির সহিত দেবতাপূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। এখানে উহা বলির সহিত শেষ হইল। কলা দেবী একটি বালকের মস্তক লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ বালক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একটা চলিষ্ণু কলের নিকট দণ্ডায়মান হয়, কলের এক অংশ তাহার স্কন্ধোপরি পড়িয়া মস্তক ছেদন করিল।

যাহা হউক এই মহদ্ব্যাপারে অন্য কোন বিঘটনা হয় নাই। কোন কোন বিষয় প্রকারান্তর ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত, কিন্তু চিত্রকর না হইয়াও লোকে চিত্রের দোষ বিচার করিয়া থাকে। ১লা মের ঘটনা অনেকের মনে নিহিত থাকিবে।

এবারে অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্বাদ নাই। পার্লিমেন্টে সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষ সংযুক্ত হইবার প্রস্তাব বিচারিত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড ষ্টান্লি প্রভৃতি ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করেন নাই।

উমিচাঁদ গুপ্তস্য।

আমরা শুনিলাম বারাকপুরে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইবে। সর হিউ রোজের আবার কি মত ফিরিল? ইচ্ছা নিরঙ্কুশ।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক বলেন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে চারি লক্ষ টাকা বঙ্গদেশে অধিক দিয়াছেন, তাহা হইতে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রতি মাসে আর দুই শত টাকা দেওয়া হইবে। এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য এক জন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট আরও নিজ ব্যয়ে এক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শেষোক্তটি অপব্যয় হইবে।

২৯ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত কল্য এক্সচেঞ্জ বাটীতে নিম্নলিখিত অহিফেন বিক্রীত হইয়াছেঃ—

সিন্দুক	মূল্য
বেহারের ১৩৪৫	১৯,৫৩,৩৩০
কাশীর ১১৩৫	১৬,৭৬,৮৭১

গড়ে প্রতি সিন্দুক ১৪৭৫ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে

মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের সহায়তার জন্য গবর্ণমেণ্টহৌসে একটী নৃত্যগীতময় উৎসব হইবে, ইহাতে যে টাকা আয় হইবে তাহা মাঞ্চেষ্টরে পাঠান হইবে।

সর হিউ রোজ লক্ষ্ণৌ নগরে সেনাগণকে সভা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেনাদিগকে শান্ত করিতে হইলে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে না দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ পুস্তকালয়ই কর আর সভাই কর, সকলই বৃথা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিলিটারি সেক্রেটারি কর্ণেল নর্ম্মাণ আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের উপকারার্থ নিজ ব্যয়ে আফিসে এক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। কেরাণীরা আফিসে বসিবার পূর্ব্বে ও পরে পুস্তক পাঠ করিতে পারিবেন। শেষে যেন আফিস বিদ্যালয় হইয়া উঠে না।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি অব্দি দরে অশ্ব কুকুর প্রভৃতি জন্তুদিগকে লইয়া যাইতে অসম্মত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া

[illegible] সাহেবের প্রাকুল্য [illegible] কানপুরে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, ঢাকার যে হতভাগা পুরোহিতকে করাচিতে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত করা হয় তাহাকে মুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে জানা গেল তাহাকে [illegible] হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছে। [illegible] পুলিসে বদ্ধ আছে। যাঁহারা নানা সাহেবকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকে বলিয়াছেন বিদ্রোহী সর্দ্দারের সহিত পুরোহিতের অঙ্গ সৌসাদৃশ্য নাই তবে কি জন্য তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে?

টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক বলেন ৬ গণিত ড্রাগুন (অশ্বারোহী) সেনা দলের কর্ণেল ক্রলি আপনার অধীনস্থ কয়েক ব্যক্তিকে সামান্য অপরাধে রুদ্ধ করিয়া এত কষ্ট দিয়াছিলেন যে তাহাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইংরাজ সেনাদলের এই একটি বিশেষ দোষ আফিসরের গুরুতর অপরাধ করিয়াও মুক্ত হন কিন্তু সামান্য সেনারা কিছু করিলেই তাহাদিগের গুরু দণ্ড হয়

হরকরা সম্পাদক টেলিগ্রাফ যোগে নিম্নলিখিত সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—আলেক্সান্দ্রিয়া ১৯ এ মে। আমেরিকার বিদ্রোহীরা ইয়র্ক টাউন ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা বরগার্ডকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উভয় দলের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা উইলিয়ম্‌স্‌বর্গ অধিকার করিয়াছে। সিউয়াড সাহেব দক্ষিণ বিভাগের অবরোধ ক্রিয়া শিথিল করিয়া বাণিজ্যের নিমিত্ত নিউঅরলিয়ন্স খুলিয়াছেন। মক্সিকোর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলিসম্যানের লক্ষ্ণৌস্থিত সংবাদদাতা বলেন তথায় জনরব উঠিয়াছে সমুদয় কূপে বিষ দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপীয় সেনাগণের প্রাণ বিনাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য। এবম্বিধ জনশ্রুতির মূল অন্বেষণ করা অতিশয় আবশ্যক। অন্যথা বহুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

দিল্লী গেজেটের জয়পুরস্থিত সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য নূতন মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদীন অতিশয় বিবেচনা সহকারে কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি অজ্ঞ পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে বিদায় দিয়া আগরা কালেজের কত কিন্তু ছাত্রদিগকে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপীল শুনিবার জন্য তথায় এক উচ্চতম বিচারালয় হইয়াছে। এই গুলি যথার্থ শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। অন্য অন্য রাজারা যদি এই রীতির অনুসরণ করেন, তাহাদিগের রাজশ্রী বদ্ধমূল হয়।

[illegible] নিউস সম্পাদক জগদীশ নরয়াণ [illegible] বলিয়াছেন এতদ্দেশীয় [illegible] তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়াছেন আমরা [illegible] তথাপি [illegible] উঠিয়াছে [illegible] দিগের এই সকলের [illegible] প্রকাশ করা উচিত।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার

কলিকাতার বিখ্যাত [illegible] কোম্পানি নীলাম [illegible] প্রতি খণ্ড [illegible] হইয়াছে। এবার ইংলণ্ডের সকলে নীলকরদিগের বিষয় ত্যাগ করিয়া অবশ্য হইবেন।

বেঙ্গল সমুদ্র দিয়া যে টেলিগ্রাফ হইতেছে, তন্নিমিত্তে হাউস অব কমন্স আজ্ঞা দিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দিতে হইবে। এই সকল অত্যাচারে কাহার সাধ্য আমাদিগের অর্থের অসঙ্গতি দূর করিবেন।

গবর্ণর জেনেরল বিলাতে টেলিগ্রাফে সংবাদ আনয়ন ও প্রেরণ জন্য প্রতি বৎসর ৩০০০ টাকা পাইবেন। আমরা ইহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

ভারতবর্ষের রেইলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়র গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন আগামি জানুয়ারির পূর্ব্বে কাশী পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খোলা দুঃসাধ্য হইবে, কারণ কোম্পানির উপযুক্ত গাড়ি নাই। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাশী পর্য্যন্ত ও তাহার পূর্ব্বে দা-

রাছেন ? প্রবলরিপু মূর্খ ইউরোপীয়দিগকে ভারতবর্ষে বাস করিতে দিবার বিপদ গত কল্য সুপ্রিমকোর্টের এক হত্যার মোকদ্দমায় দর্শন করা গিয়াছে। ? সম্পাদক রডের ফাঁশীর দণ্ড যুক্তিসিদ্ধ বলেন। এব্যক্তি যদি মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের বিচার বন্ধ করাই কর্ত্তব্য।

উক্ত সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন বিখ্যাত হত্যাকারী হিলি বোম্বাই নগরে ধৃত হইয়াছে। সে এক জাল নাম করিয়া তত্রত্য সেনাদলে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল।

৩২এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

শীঘ্র সদর ও সুপ্রিমকোর্ট একত্রিত হইবে বলিয়া, যে সকল কাজ বাকি পড়িয়াছে তাহা সম্পাদন করিবার জন্য আর দুই জন অতিরিক্ত জজ নিয়োজিত হইবেন।

ফিনিক্স সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন হিলি করাচিতে ধৃত হইয়াছে। হিলি বা নানা সাহেব হয়।

ইংলিসম্যান সম্পাদক একটি আশ্চর্য্য সংবাদ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণমেন্টের পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে ছাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহারা কয়েক মাসের বেতন পুরস্কার স্বরূপ পাইবেন মাত্র।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সেনাদল আছে, উক্ত সম্পাদক তাহার এক হিসাব দিয়াছেন ;—

ইউরোপীয়।

বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে	২৭,৮৫৯
মান্দ্রাজে	১৩,৫৭৫
বোম্বাইয়ে	১২৮৯০
মোট	৬৯,৩১৪

এতদ্দেশীয়।

বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে	[illegible]
মান্দ্রাজে	[illegible]
বোম্বাইয়ে	[illegible]
মোট	১২। [illegible]

প্রধান প্রধান নগরে সেনাদিগকে এরূপ ভাবে রাখা হইতেছে যে সিপাহীদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক। তথাপি কয়েক ব্যক্তি পদে পদে বিদ্রোহ স্বপ্ন দেখিতেছেন।

সিমুলিয়া পল্লীতে এক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক নিজস্বামীকে পরদারগামী বলিয়া তাঁহার নামে নালীশ করিয়াছেন।

রুসরাজের ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও [illegible] মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাস্করের ও সম্পাদক।

১লা আষাঢ় শনিবার।

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ইনকম টাক্সের শতকরা এক টাকা রাজপথ প্রস্তুত প্রভৃতির জন্য বিনিয়োজিত হইবে। এই টাকা জেলা কালেক্টরের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এইটী অবলম্বনীয় পথ

গবর্ণমেন্ট অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগকে লেঙ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে উচ্চতর পদ দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন তন্নিমিত্ত সকল অফিস হইতে কর্ম্মচারিগণের গুণাগুণের রিপোর্ট চাওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট ক্রমে প্রকৃত পথে আসিতেছেন।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর শিক্ষা কার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষের অনুরোধ ক্রমে কলিকাতা ফ্রিচর্চ্চ অব কালেজ বিদ্যালয়ে মাসিক [illegible] টাকা আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	[illegible]
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩।৯৫।
৫ টাকার	[illegible]
৫॥	[illegible]

সুপ্রিমকোর্ট।

রাধানাথ রায় ও অনন্তরাম মুখোপাধ্যায় একটি বারাঙ্গনার কতকগুলি অলঙ্কার অপহরণ করাতে তাহাদিগের ১৮ মাস মিয়াদ হইয়াছে।

ডিদিত হোসেন, সনতবেগ ও তোরাপ নামক তিন ব্যক্তি চুরি করাতে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাস ও তৃতীয়ের ১৮ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] নাম ১০০ টাকার হুইশাছি বাক্স [illegible] ৫০০ টাকা চুরি করাতে তাহার কঠিন পরিশ্রম সহ দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

নন্দকিশোর রায় নামক এক ব্যক্তি আপনাকে মিথ্যা করিয়া আবকারীর এক জন গোমস্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া এক শুঁড়ির নিকটে পয়সা ও সুরা লওয়াতে তাহার ৩৬ পক্ষ মিয়াদ হইয়াছে।

জন বড নামক যে ব্যক্তি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক জন মেষপালকের প্রাণবধ করে, তাহার ফাঁসী হইবার আদেশ হইয়াছে।

বাঞ্ছ দত্ত নামক এক জন পুরাতন চোর দুইটি পিত্তলের লোটা চুরি করিয়াছিল বলিয়া, তাহার [illegible] বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

[illegible] মহম্মদ মিথ্যা নালীশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

গোপালনাথ পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি [illegible] বোতলের অলঙ্কার অপহরণ করাতে তাহাকে ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রম সহ হরিণ বাটীতে থাকিতে হইবে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩১এ মে — নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা ১৮৩০ অব্দের ৯ আইনের ২ ধারা, ১৮১৯ অব্দের ১০ আইনের ও ১৮৩৮ অব্দের ২৯ ধারানুসারে লবণের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের ক্ষমতা [illegible] বেন।

চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট।

ভুলুয়ার	ঐ
বাকরগঞ্জের	ঐ
যশোহরের	ঐ
২৪ পরগণার	ঐ
হুগলির	ঐ
মেদনীপুরের	ঐ
বালেশ্বরের	ঐ
কটকের	ঐ
পুরীর	ঐ

হুগলি।

জাহানাবাদের ডেপটি মাজিষ্ট্রেট।

যশোহর।

জেনিদার	ঐ
খুলনার	ঐ
কোটচাঁদপুরের	ঐ
মোহিগোরের	ঐ

মাণ্ডরায় ঐ

২৪ পরগণা ।

বারাসাতের ঐ

বারুইপুরের ঐ

বসিরহাটের ঐ

জাহানাবাদের ঐ

সাতক্ষীরার ঐ

কটক ।

জাজপুরের ঐ

কেন্দ্রাপাড়ার ঐ

বালেশ্বর ।

ভদ্রকের ঐ

বাকরগঞ্জ ।

নাজিরপুরের ঐ

পিরোজপুরের ঐ

মেদিনীপুর ।

গড়বেতার ঐ

তমলুকের ঐ

নওয়াখালি ।

লক্ষ্মীপুরের ঐ

চট্টগ্রাম ।

কক্সবাজারের ঐ

১ম জুন—বাবু দিননাথ ঘোষ তমলুকের ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া এক জন [illegible] হইবেন

প্রেরিত ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয়েষু ।

সাবিনয় নিবেদন মিদং ।

কয়েকদিন হইল [illegible] নামক এক জন [illegible] এখানে অ্যাসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন । ভূতপূর্ব্ব নীল [illegible] সাহেবের ন্যায় ইনি [illegible] নহেন । বিচার কালে সাধ্যানুসারে আপন বুদ্ধি পরিচালন করিতে ত্রুটি করেন না । বিদ্যা ও ধর্ম্মবিষয়ে ইঁহার অসাধারণ উৎসাহ । ইনি একদিন অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঈশ্বরোপাসনা যথানিয়মে শ্রবণ করেন এবং সভার কার্য্য সমাপনান্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান মত ও নিয়মাদি অবগত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন ।

[illegible]লাল নামক এক জন মিসনরি এ গ্রামে আসিয়া কএকটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন । মিসনরিরা এতদ্দেশের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী । এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্দ্দান্ত নীলকরের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যথার্থ লোকহিতৈষী মিসনরির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে দেশের যে কত শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা অনুভব করা সুকঠিন । ব্রাহ্মদিগের সহিত উক্ত মিসনরি মহোদয় ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবেন এরূপ বোধ হইতেছে ।

আমাদিগের নূতন জাল সদর আমিন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি অদ্ভুত লোক । ইঁহার গুণাবলি লিখিতে গেলে লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে । ইনি এমনই দীর্ঘ ও স্থূল কায় যে ইঁহাকে দেখিবামাত্র লঙ্কাকাণ্ডের সমুদয় কাণ্ড স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় । ইঁহার যেমন স্থূল শরীর, বুদ্ধিটীও তদনুরূপ । ভদ্রলোকের সহিত সদ্ব্যবহারাদি বিষয়ে ইনি একটি অদ্বিতীয় মহাত্মা । যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বে লোকমুখে ইঁহার গুণাগুণ অবগত না হওয়াতে একবার ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তিনি আর দ্বিতীয় বার ইঁহার বাসার নিকট দিয়া গমন করেন না । কাছারির উপাধিহীন আমলা গণকে কেবল সর্ব্বদাই প্রচুর দুর্ব্বচনামৃত দান করিতেছেন । শুনিতে পাই মধ্যে মধ্যে ইনি আবার জজ সাহেবের নিকট লোকের [illegible] করিয়া থাকেন । বোধ হয় এই উপায় অবলম্বন করিয়াই ইনি এতাদৃশ উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন । বিদ্যা বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ উৎসাহ, কথায় কথায় স্কুলের প্রতি অনাদরসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, আর ধর্ম্ম বিষয়েও একজন অসাধারণ লোক । সম্পাদক মহাশয় ! কোন্ হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণের পরদারগমনরূপ [illegible] মুক্তি [illegible]

তিন চারি দিবস হইল এখানে অসহ্য গ্রীষ্ম হইয়াছে । তাপমান যন্ত্রে ৯০ অংশের উপর উঠিয়াছে । আকাশমণ্ডলে মেঘের চিহ্নও নাই । সকল লোকই হাহাকার করিতেছে ।

রামপুর বোয়ালিয়া ।

১২ জ্যৈষ্ঠ ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু ।

[illegible] তনয় সম না দেখি সুন্দর ।

[illegible] অপূর্ব্ব রূপ [illegible] অতি মনোহর ॥

[illegible] শোভা তাঁর নিকটে মলিন ।

গোলাপ কুসুম যথা সৌরভ বিহীন ॥

বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যদি মনুষ্যের হৃদয় অধিকার করে তাহা হইলে নিঃসংশয় তিনি মহাবল হয়েন । প্রচুর ঐশ্বর্য্য থাকুক না থাকুক, শত শত লোক সমবেত হইয়া যে কর্ম্ম করিতে অশক্ত, বিদ্যাও যে কর্ম্মে সঙ্কোচ প্রকাশ করেন, একাকী ধর্ম্মের বলে মনুষ্য তাহা অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন । যদি কুসংস্কার পাশ ছেদন করিয়া এ দেশীয় ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে পৃথিবীতে তাঁহারা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে মনুষ্য জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। যতদিন তাঁহারা আপনাদিগের সহজ জ্ঞানের উপদেশ অবহেলা করিয়া অশেষ অনিষ্টকর পৌত্তলিকতার শাসনে শাসিত হইবেন ততদিন তাঁহাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই । তাঁহারা আপনাদিগের প্রতি আর কত কাল এরূপ অযথা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন ? পৌত্তলিকতা যে তাঁহাদের সকল উন্নতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ! দ্বার উন্মুক্ত না থাকাতে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু যে এক কালে কলুষিত হইয়া গেল, তাঁহারা কি তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না ? দ্বার রুদ্ধ করিয়া আর কিছু কাল অচেতনে নিদ্রা যাইলে তাঁহাদের জীবনাশা এক বারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে । সাধারণ লোকে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে এখনও কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেক পৌত্তলিকতার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহার অধিকার রক্ষা করিতে যত্নশীল হইতেছেন । তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে যখন বিদ্যোপার্জ্জন করিতে তাঁহারা শক্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাদের সকল বস্তুই লাভ হইয়াছে । তাঁহাদিগের এ বিষম ভ্রান্তি কত দিনে অন্তর্হিত হইবে । তাঁহারা সরল হইয়া একবার আপন আপন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, তাঁহার সকল অভাব দূর হইয়াছে কি না – সেই আত্মা যথার্থ আপনার পরমপদ লাভ করিয়াছে কি না । নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে তাঁহাদিগের আত্মা কখনই ইহাতে হাঁ বলিয়া সায় দিবেন না । তাঁহারা যত দিন ধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকিবেন তত দিন তাঁহাদের নিজেরও মঙ্গল নাই, ততদিন তাঁহাদিগের দ্বারা এদেশেরও মঙ্গল সাধন হইবে না । যদি আপনাদিগের ও স্বদেশের উন্নতি দর্শনে অভিলাষ থাকে তবে তাঁহারা মনের কুটিল ভাব সমস্ত দূর করিয়া দিউন । লোকভয় বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন, এবং যে যে ব্যক্তি ধর্ম্মের সহায়ে দেশের মঙ্গল বিধানে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদিগের পথে বিঘ্ন রাশি সমুপস্থিত না করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানে তৎপর হউন । তাহা হইলে তাঁহারা দেশের আদরণীয় হইবেন, ধার্ম্মিক লোকের নিকট আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন এবং ঈশ্বর

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ, ৩২ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ১০ ইং ১৮৬২। ২৩ জুন { মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

সাহাবাদের অহিফেন সংক্রান্ত অত্যাচারের অনুসন্ধান ও তৎফল।

আমাদিগের নূতন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেবের অধিকারকাল একটী শুভ কার্য্য দিয়া আরব্ধ হইল। ইহাঁর পূর্ব্বগত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের চেষ্টায় নীলকরদিগের অত্যাচারবৃত্তান্ত জগৎ বিদিত হইয়াছে। যখন অত্যাচার প্রকাশ হইয়াছে, তখন আজি হউক কালি হউক দশ দিন পরেই হউক অবশ্যই তাহার প্রতীকার হইবে। বীডন সাহেবের যত্নেও গবর্ণমেণ্টের অবিদিত পূর্ব্ব (অন্যের অবিদিত নহে) একটী অত্যাচার প্রকাশ হইয়াছে সেই অত্যাচার সাহাবাদের অহিফেন ঘটিত।

পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন হরকরার সম্বাদদাতা প্রথমতঃ এই অত্যাচারের বিষয় সাধারণের গোচর করেন, বীডন সাহেব তাহা দেখিয়াই উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে, হরকরার পত্রপ্রেরক যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা অত্যুক্ত বটে কিন্তু অহিফেন কৃষকদিগের নিকট হইতে আমলারা অন্যায় পূর্ব্বক যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা মিথ্যা নহে। তিনি বলেন বৎসরে দেড় কোটি টাকার অহিফেন ক্রয় করা হয়, কৃষকেরা ও তার যে মূল্য পায় তাহা হইতে বৎসর [illegible] লক্ষ টাকা আমলা প্রভৃতি ঠকাইয়া লইয়া থাকে। ঐ টাকা যদি এইরূপে কৃষকদিগকে না দিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে মূল্যে অহিফেন ক্রয় করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা অল্প মূল্যে পাইতে পারেন। এক্ষণে প্রতি সের পাঁচ টাকায় লওয়া হইতেছে, প্রবঞ্চনা বন্ধ হইলে প্রতি সের চারি টাকা আট আনায় পাওয়া যাইতে পারে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন হরকরার পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, কৃষকদিগের দ্বারা বলপূর্ব্বক অহিফেনের কৃষিকার্য্য করাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নীলকরদিগের ন্যায় বলপূর্ব্বক অহিফেনের কৃষি কার্য্য করাইয়া লন না বটে, কিন্তু আমলা প্রভৃতির যখন তত প্রভুত্ব ও অর্থ লোভ রহিয়াছে এবং অধ্যক্ষদিগের তাদৃশ তত্ত্বাবধান ও অন্যায় অর্থ গ্রহণপ্রয়াস নিবারণ চেষ্টা নাই, তখন কৃষকদিগের প্রতি বলপ্রয়োগ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তবে সেই বল প্রয়োগ প্রকাশ হউক আর না হউক সে স্বতন্ত্র কথা।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই অত্যাচারের যে কারণ ও প্রতীকারের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। আমলা প্রভৃতির বেতনের অল্পতাই উল্লিখিত অন্যায় অর্থ গ্রহণের কারণ। আমলারা চারি টাকা করিয়া বেতন পান, কিন্তু এখন সচরাচর সামান্য মজুরের বেতন মাসিক ছয় টাকা। এই কারণটি অনুমূলিত থাকিতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রতিকারের যে উপায় স্থির করিতেছেন, তাহা কোন ক্রমেই ফলোপধায়ী হইবে না। তিনি বলেন আমলারা যাহাতে কৃষকদিগের নিকট হইতে অন্যায় অর্থ গ্রহণ করিতে না পারে, অধ্যক্ষেরা সবিশেষ সতর্কতা সহকারে তদ্বিষয়ে সদা দৃষ্টি রাখেন এবং কৃষকেরা আমলা প্রভৃতিকে দ্বার স্বরূপ না করিয়া যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করে এই রূপ চেষ্টা করা আবশ্যক তাহা হইলে প্রবঞ্চনার অল্পতা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অল্প বেতনভুক আম্‌লা দিগের আধিপত্য থাকিতে এক কালে যে প্রবঞ্চনা রুদ্ধ হইবে ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আম্‌লা দিগের বিষয়ে লিখিয়াছেন, অল্প বেতনে অধিক আমলা না রাখিয়া অধিক বেতনে অল্প আমলা রাখা বিধেয়। এস্থলে আমাদিগের এই একটি জিজ্ঞাস্য হইতেছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অধিক বেতন দিয়া যে আমলা রাখিবার প্রস্তাব করিতেছেন তাহারা কিরূপ আমলা? এক্ষণকার অশিক্ষিত আমলা দিগকে কি অধিক বেতন দিয়া রাখা হইবে? গবর্ণমেণ্টের যদি আমলার অত্যাচার নিবারণের বাস্তবিক চেষ্টা জন্মিয়া থাকে, সুশিক্ষিত লোকের অন্বেষণ করুন। তাঁহাদিগের বেতনে যেমন কিঞ্চিৎ অধিক যাইবে তেমন অন্যদিকে লাভ হইবেক।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের অতিশয় সবিস্ময় কৌতুক জন্মিতেছে। যে কোন রূপে

ক যাহারা আমলার সম্পর্কে যায় তাহাদের উপরেই অত্যাচার হয়, গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর এইটী নূতন জানিতে পারিলেন !!! অধ্যক্ষেরাও এত দিন মুখে গোদয়া ছিলেন !!! ভাগ্যে সম্বাদপত্র ছিল !!! এত উপকারকারী সম্বাদপত্রেরও মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা হইয়া থাকে

হরকরা পত্র হইতে এই উপকার লাভ হইয়াছে বলিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তৎসম্পাদকের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর, হরকরার পত্রপ্রেরক কালীসাহীর যে দুর্নাম করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। এই কালীসাহী হরকরার পত্র প্রেরকের নামে মিথ্যাপবাদকারী বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। তত্রত্য অনতর অধ্য

কিলুড সাহেবের সহিত কালীসাহীর সবিশেষ প্রণয় ছিল এবং কিলুড সাহেব যথাবিধি স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। যদি এরূপ হইল, তবে কেন আর হরকরার পত্র প্রেরকের নামে মোকদ্দমা চলে? তাঁহার যত্নেই গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত অত্যাচারের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। যখন অন্য অন্য আমলার অত্যাচার বিষয়ে সন্দেহ রহিতেছে না এবং কালী সাহীর সহিত কীলড সাহেবের ঘনিষ্ঠতার বিষয় সপ্রমাণ হইয়াছে, বিশেষতঃ কীলডকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে, তখন যে কীলড ও কালীসাহী সংক্রান্ত হরকরার পত্র প্রেরকের বাক্য সম্পূর্ণ অলীক, তাহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে? যেখানে এত সন্দেহ, সেখানে দণ্ড বিধান কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না। এরূপ স্থলে দণ্ড বিধান হইলে আর কেহ অন্যের অত্যাচারের বিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে সাহসী হইবে না। অন্যের অত্যাচারের বিষয় অপ্রকাশিত থাকুক, গবর্ণমেণ্টের কখন এরূপ অভিপ্রেত নহে। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া কোন ক্রমেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না যে কালীসাহী ও কীলডের বিষয়ে হরকরার পত্র প্রেরক যে কিছু লিখিয়াছেন, সে সমুদায় বিদ্বেষ মূলক।

ইংলণ্ডীয় সভার ব্যবহার।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে ইংলণ্ডীয় মহাসভা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে লোহিত সমুদ্রের টেলিগ্রাফ কোম্পানিকে ব্যয় দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বলিয়া না দিলেও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন লোহিত সমুদ্রের টেলিগ্রাফ ইংলণ্ডেরই সবিশেষ উপকারের জন্য হইয়াছে। মহাসভা কি হেতুবাদে এদেশীয় রাজস্বের উপরে হস্তার্পণ করেন? তাঁহারা কি আমাদিগের অর্থসঙ্গতি ও অসঙ্গতির দায়ী? ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের ঋণের দায়ী হইলেন না। মহাসভাও দায়ী নহেন, তবে কি যুক্তিতে তাঁহারা আমাদিগের ব্যয়ের উপর হস্তার্পণ করেন? তাঁহারা আমাদিগের অসম্মতিতে ১৪০০০ সেনার বেতন লইতেছেন, তাঁহাদিগের অনেক কর্ম্মচারিও আমাদিগের নিকট হইতে বেতন পাইতেছেন, তাহাও যথেষ্ট হইল না! মহাসভা ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যথেচ্ছতা পূর্ব্বক আমাদিগের টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন।

আমরা এদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া স্পষ্টাভিধানে ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। সত্য বটে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনস্থ; ঐরূপ কানাড়া ও অষ্ট্রেলিয়াও ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রভুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু মহাসভা অথবা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কখন কি তত্তৎ গবর্ণমেণ্টের অসম্মতিতে তত্রত্য রাজস্ব ব্যয় করিতে পারেন? কত রেজিমেণ্ট ইংলণ্ডে থাকিয়া কানাড়া বা অষ্ট্রেলিয়া অথবা কেপকলনি হইতে বেতন পাইতেছে? যদি তাহা না হয় তবে ভারতবর্ষ কি জন্য অন্যায় সহ্য করিবেন?

আমরা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সকলকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সর চারলস উডের অনুমত মহীসুরের টাকার ন্যায় এই দানের প্রতিবাদ করুন। যাঁহারা কর প্রদান করিতেছেন, এবিষয়ে মনোযোগী না হইলে তাঁহাদিগের দশবৎসর অন্তর নূতন প্রকার করভার বহন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা একত্রিত হইয়া কয়েক ব্যক্তিকে ইংলণ্ডীয় মহাসভার প্রতিনিধি করিবার চেষ্টা করুন। যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও মহাসভা এদেশের রাজকার্য্যের ও রাজস্বের উপরে হস্তার্পণ করিতেছেন, তখন তথায় আমাদিগের কয়েক জন প্রতিনিধি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আজি যেন অল্প টাকা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে পারস্যাধিপতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাসভা তাহার সমুদায় ব্যয় আমাদিগকে দিতে বলিবেন না? এই সময়ে সতর্ক না হইলে শেষে পরিতাপ করিতে হইবে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমেরিকার, এইরূপ প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়া তদধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়

তিন প্রেসিডেন্সিতে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়ই সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর উপাধিধারিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা দ্বারা দেশের যে মহোপকার লাভ হইবে তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়টিরও সর্ব্বাবয়ব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কয়েকটী বিষয়ের অসদ্ভাব আছে। সেই অভাব গুলি পরিপূরিত না হইলে

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইহা কলোপধারী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমতঃ স্বতন্ত্র বাটী নাই। ইহার মহাসভা কেবল উপাধিই প্রদান করেন. কিন্তু ছাত্রদিগের শিক্ষা বিষয়ে সমধিক সহায়তা করিতে পারেন না। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইহার স্বতন্ত্র নিয়োজিত অধ্যাপক নাই। ফলতঃ আমাদিগের এই বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই অভাব গুলি দূর করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি ছুইবার মহাসভার অধিবেশন হয়। সভ্যেরা গত শনিবার আপনাদিগের মত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়াছেন। অভিলষিত বিষয় সমুদায় প্রার্থনা করা হয় নাই বটে কিন্তু ক্রমে অভিলষিত বিষয় গুলি সুসিদ্ধ হইবে তাহার সম্ভাবনা আছে।

সভা প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালি পল্লীতে সংস্থাপিত হইবে। ইহার নিমিত্ত প্রায় তিন বিঘা ভূমি লওয়া হইবে। এত ভূমি লইবার তাৎপর্য্য এই প্রয়োজন হইলে বাটী বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই বাটীতে সভার অধিবেশন, উপদেশ দান, পরীক্ষা প্রভৃতি হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষা এই বাটীতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রতি বৎসর যিনি বি, এ, শ্রেণির মধ্যে প্রথম হইবেন তাঁহাকে ৪০ টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। এম, এ, উপাধি পাইলে ৫০০ টাকা দেওয়া হইবে। ডাক্তর ডফ, লাড বিশপ প্রভৃতি কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সীটন সাহেব, আরস্কিন সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন ইহার বিরোধী হওয়াতে শেষে স্থির হইয়াছে, যদি এতদ্দেশীয় কোন ধনবান ব্যক্তি অথবা ... পৃথক অধ্যাপক নিয়োগের ব্যয় দেন, গবর্ণমেন্ট তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না। এই সমস্ত অধ্যাপক অন্য কোন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা কালেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিয়মিত বেতন দিয়া উহাদিগের উপদেশ শ্রবণ করিবেন। আপাততঃ পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক জন অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সময়ে ... করিয়া অবিনশ্বর ... ইউরোপের অনেক ... দ্যালয়ে বিষয় বিশেষে ... র যাবতীয় ব্যয় প্রদান ... দিন এই সোমপ্রকাশে ... কের ১৫ লক্ষ টাকা দানে ... ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় ... কি এ বিষয়ে যত্নবান হইবে ...

সভা যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন সে সমুদায় গুলি সঙ্গত। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি অধ্যাপক নিয়োগের বিষয়ে তাঁহাদিগের মত ভেদ হইয়াছে। স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োজিত না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথোচিত গৌরব থাকা সম্ভাবিত নহে। অধুনা কোন বিদ্যালয়েই ধর্মনীতির যথাপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। আপাততঃ অন্ততঃ ধর্মনীতির এক জন উপদেশক নিয়োজিত করা অতিশয় আবশ্যক। বিদ্যার্থিগণ যাহাতে কেবল বুদ্ধি বৃত্তির চালনা হয় এরূপ শিক্ষাই পাইতেছেন। অনেকে এরূপ শঙ্কা করিতেছেন ধর্মনীতির অধ্যাপক নিয়োগ স্থিরীকৃত হইলে মিসনরি সম্প্রদায়ের অন্যতর ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ইহাতে এতদ্দেশীয়েরা বিরক্ত হইতে পারেন। মিসনরি অথবা বাইবেলের নামে শঙ্কিত হওয়া বিধেয় নহে। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী করিবার উদ্দেশে বাইবলের অধ্যাপনা অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ধর্মনীতি সংক্রান্ত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বাইবল হইতে কিছু গ্রহণ করিলে দোষ হইতে পারে না।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় ধনী ব্যক্তিদিগের নিকটে আমাদিগের অনুরোধ এই অনেকে গঙ্গায় ঘাট ও কাশীতে মন্দির প্রভৃতিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু এক্ষণে এক অবিনশ্বর মন্দির স্থাপন করিবার উপায়

সুশিক্ষিত দলে হিন্দুধর্ম কত দূর প্রভুত্ব?

এক জন ব্রাহ্ম আপনার মনের ... প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন ... যথা স্থানে প্রকটিত দৃষ্ট হইবে। ... পত্র পাঠ করিলে কেবল যে সাধুশীল সুশিক্ষিত দলের মনের ভাব অবগত হওয়া যায় এরূপ নহে, এক্ষণে সুশিক্ষিত দলে হিন্দুধর্মের কত দূর প্রভুত্ব আছে, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

এক্ষণে অনেকে লৌকিক রক্ষাতে ব্যগ্র। লৌকিক রক্ষা করিতে গিয়া ন্যায়পরতা বিসর্জ্জন করিতে হউক, আপনাদিগের যেরূপ সংস্কার ও বিশ্বাস, তাহার বিপরীত আচরণ করিতে হউক এবং হিতাহিত জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিতে হউক তাঁহারা কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। যাঁহারা এই সকলে জলাঞ্জলি দিয়া নটের ন্যায় ব্যবহার করিতে না পারেন, তাঁহাদিগেরই বিষম বিপদ; তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। আমাদিগের সাধুশীল অকপটচিত্ত পত্রপ্রেরক এই বিপদে পড়িয়াছেন।

ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতিরেকে আপাততঃ এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর নাই। যে কারণে এরূপ ঘটনা হইতেছে, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। পত্রপ্রেরক স্বয়ংই কহি...

হেন, তাঁহার অমুখের কারণ আমরাও কহিতেছি, ইংরাজ স্বাভাবিক কারণ। এ দেশে বহু ধর্ম ও আচার ব্যবহারাদি বাসিয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা সেই সম্পূর্ণ বিরোধিনী। যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের। সবিশেষধর্মে অশ্রদ্ধা ও আচারের প্রতি উপেক্ষা জন্মে। যখন দুটি বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্র সমবায় হয়, তখন সেই বিরুদ্ধ বিষয়সেবী উভয় পক্ষেরই অসুখিত হইবার কথা বটে। যে পক্ষ হীনবল, তাহার অধিক কষ্ট। যাঁহারা এ পর্যান্ত এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহারা দুটি কারণে অপর পক্ষের অপেক্ষা হীনবল। এক, ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এ উভয়ের গণনা করিলে অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক হইবে। দ্বিতীয়, যাহাতে বিশুদ্ধধর্মে দৃঢ়তর বিশ্বাস ধর্ম্মনীতিতে সবিশেষ অনুরাগ ও সৎ ... সাহসাদি জন্মে, তাদৃশ শিক্ষা হইতেছে না। তাদৃশ শিক্ষা হইলে এই অল্পসংখ্যা সুশিক্ষিত দলই অশিক্ষিত দল দমন সমর্থ হইতেন।

ফলতঃ উপরিগণিত দুটি কারণ বশতঃ সুশিক্ষিত দল হীনবল হইয়াছেন। হীনবলের সচরাচর যে গতি হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। সুশিক্ষিতেরা অশিক্ষিত দলের অনুগত হইয়া আছেন। কাজে কাজেই সুশিক্ষিতদিগকে অশিক্ষিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইতেছে। যত দিন সুশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা উল্লিখিত প্রকার সুশিক্ষা না হইবে, তত দিন সুশিক্ষিত দলের লৌকিক ভয় পরিত্যাগের সম্ভাবনা কি?

এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের যে রূপ ..., তাহার বিপরীত কার্য্যের সহিত ... হইতেছে বলিয়া কেবল ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে কেন, রাজনীতি সম্বন্ধেও বিলক্ষণ বিরক্তভাব লক্ষিত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষা কহিয়া দিতেছে, রাজার নিকটে সকলেই সমান, গুণই বিশেষকারী, বর্ণ অথবা জাতি ভেদ বিশেষকারী নহে। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষদিগের নিয়তকাল এবম্বিধ ভাব ব্যবহার নয়নগোচর হয় না, কার্য্য কালে অনেকের নিকট গুণভেদ উপেক্ষিত হইয়া বর্ণ ভেদ আদৃত হয় আমরা দেখিতে পাই, এতদ্দর্শনে অনেকেরই নিতান্ত অসহ্য হইয়া থাকে। উপসংহার স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যত দিন উল্লিখিত বিষয়গুলির দোষ সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়া নব্য সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষানুরূপ সম্পর্ক না হইবে, তত দিন নব্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণরূপে সুখিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ততদিন নব্য সম্প্রদায়কে বিরক্ত না হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে। যাহাতে ঐ গুলি সম্পন্ন হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সহকারে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরাজীশিক্ষা আপাততঃ বিড়ম্বনা বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু পরিণামে অমৃতময় ফল প্রসবকারিণী হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৭রা আষাঢ় সোমবার।

লার্ড কানিঙের স্মরণার্থ প্রস্তর স্তম্ভের নিমিত্ত চাঁদায় ৪৯ ২০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এ সম্প্রদায়ই কি কেবল প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে?

ঢাকা প্রকাশে পুনরায় এক ব্যক্তি কাছাড়ের চা করদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। অসমত ব্যক্তিকেও বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইবার প্রথা " শ্রীবৃদ্ধি কারীর " ... বরে পরিত্যাগ করিবেন?

আমরা গত বারে লিখিয়া ছিলাম ইউরোপীয় মহলে চেষ্টা হইতেছে, যেন পালকের প্রাণ হত্যা রজের অনুমত প্রাণ দণ্ড না হয়। এবারে ফিনিক্স পত্র দৃষ্ট হইল, ... না এই আবেদন করিতেছেন, যে রজের প্রাণ দণ্ড না হইয়া হয় দ্বীপান্তর বাসের নতুবা যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। উক্ত পত্রের সম্পাদক রজের দোষ লঘু করিবার নিমিত্ত বলেন, রজ সৈনিক পুরুষ, মেম পালকেরা ভয় প্রদর্শন করাতেই রজ ক্রোধে অধীন হইয়া উহাদিগের এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে। অন্য লোকে কি ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া সুস্থচিত্তে প্রাণি হত্যা করে?

অযোধ্যা গেজেটের এক জন পত্রপ্রেরক নানা সাহেব ও তাহার ভ্রাতার বিষয়ে এই রূপ লিখিয়াছেন — " আমি (পত্রপ্রেরক) ১৮৫৩ অব্দে যখন প্রথমে (নানা সাহেবকে) দেখি, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ২৮ সপ্ত, প্রায় ৫ ফীট ১১ ইঞ্চ লম্বা, গৌরবর্ণ, বক্ষস্থল, গোলাল মুখ, গোঁফ ও দাঁড়ি ... এবং তাঁহার কর্ণ বিদ্ধ। ফলতঃ নানা সাহেবের মূর্ত্তি এরূপ যে তাঁহাকে যদি একবার ... তি নানা সাহেবের ন্যায় রাখা হয় তথাপি তাঁহাকে ক্ষণমাত্রে চিনিতে লওয়া যায়। উহার ভ্রাতাও এক জন প্রসিদ্ধ লোক। আমি তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই বাস করিতাম, তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে তিনি প্রায়ই এই কথা তুলিতেন যে গবর্ণমেণ্ট তাহার ভ্রাতার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং যে ব্যক্তিকে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সে ঠকাইয়াছে। ... উহা মর্ম্মান্তিক করাতেই নানা সাহেব বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হন।

নদীয়ার প্রসিদ্ধ হর্সেল সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে নিয়োজিত হওয়াতে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক এই অবসরে নদীয়ার প্রজাদিগকে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও এই অনুরোধে অনুমোদন করিতেছি।

এক ব্যক্তি রামপুর বোয়ালিয়া হইতে আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "আজি কালি এখানে আম বিক্রেতার উপরে পুলিস বার্টেলিয়ানদিগের দৌরাত্ম্য দেখিতেছি, উহারা আম লইয়া মূল্য দেয় না, মূল্য চাহিলে প্রহার করিতে যায়। ওয়াটসন ... পুলিস বা-

চৈলিয়ান হইয়া উঠিয়াছে। * পুলিসের লোক না হইলে অন্যের উপরে আর কে দৌরাত্ম্য করিবে ?

উক্ত পত্রপ্রেরক আরো বলেন "এখানকার (রামপুর বোয়ালিয়ার) নূতন কালেক্টর শ্রীযুত সদরলাণ্ড সাহেব পূর্ব্বকার অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি বিলিয়ার্ড ক্রীড়ায় কালযাপন করেন না এবং মকদ্দমার ম্যায়ও আর পেস্কারেস দ্বারা লিখান না। কয়েক জন মুহরি বিদায় লওয়াতে তাহাদিগের কর্ম্মে পেস্কারের পরিচিত লোক না রাখিয়া স্কুলের ছাত্রের অন্বেষণ করেন।" শ্রীবৃদ্ধি কারিদিগের পক্ষে ইনি কেমন ?

হিন্দু পেট্রিয়টের এক জন পত্রপ্রেরক আসামের চা করদের এক অত্যাচারের বিষয় লিখিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং রাজপুরুষদের বিচারের উপর অভক্তি জন্মে।

কাছারিপুকুরি কুঠির অধ্যক্ষ সাহেব রামপ্রসাদ দে নামে এক জন মুহরিকে একদিন কটু কথা কহিয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ এইরূপ করাতে সে কহিল এপ্রকার করা অন্যায়, যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে চাং অধ্যক্ষকে জ্ঞাত করুন। সাহেব শ্রবণ করিয়া আরো কটু কহিলেন। মুহরি সহ্য করিতে না পারিয়া অধ্যক্ষকে জ্ঞাত করিতে যাইতেছিলেন, সাহেব দেখিয়া কুপিত হইয়া ধরিয়া আনাইয়া যষ্টি দ্বারা প্রহার করেন এবং আপন ভৃত্যদের দ্বারা ধৃত করিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষের নিকট লইয়া যান সে স্থানে যাইয়া কানে কানে অধ্যক্ষকে কি কহিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত রজনী গুদামে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। পর দিন প্রাতঃকালে কুঠীর সকল লোকের সম্মুখে আনিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বেত্র দ্বারা পৃষ্ঠে প্রহার করিতে করিতে বেত্র ভগ্ন হইল। পরে এক চাবুক আনিয়া তদ্দ্বারা এতাদৃশ প্রহার করিলেন যে পৃষ্ঠে তিলার্দ্ধ স্থান রহিল না এবং স্বয়ংও শ্রান্ত হইলেন। মুহরি এক বারে জ্ঞানশূন্য হইল, সাহেব মুহরির মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া ভূমিসাৎ করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু তাহার প্রাণ তখন বাহির হয় নাই, বরকন্দাজেরা জলসেচন ও বাতাস করিতে করিতে অনেকক্ষণের পর চক্ষু উন্মীলন করিল। সাহেব বিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ১৫ ক্রোশ দূর এক স্থানে তাহাকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহার গৃহ ভগ্ন করিয়া সমগ্রী সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পরিবারগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

শিব সাগরের ডেপুটি কমিসনর ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দিয়া আপন সহকারি ক্লোক সাহেবকে এবিষয় অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। ক্লোক সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া আসাম কোম্পানির অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন (ইনি একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট) তিনি কহিলেন একি কিছুই নয়, মুহরি অভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অল্প শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহার বাটী আসামে একারণ তথায় প্রেরিত হইয়াছে। ইহাই যথার্থ বিবেচনা করিয়া আর কোন অনুসন্ধান হইল না। পুলিষ দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া মুহরি ডেপুটি কমিসনরকে আপন পিঠ দেখাইয়া সাহেবের নামে নালিষ করিল। তাহার পিঠে এক বিন্দু চর্ম্ম ছিল না। সাহেব দোষ স্বীকার করিয়া কহিলেন মুহরি প্রথমে আমাকে প্রহার করে এবং আমি আত্মরক্ষার্থ উহাকে প্রহার করিয়াছি। পাঠকগণ সাহেবের কি শাস্তি হইবে বিবেচনা করেন ? এতাদৃশ গুরুতর দোষের গুরুতর শাস্তি সন্দেহ কি ? বিচারপতি অনেক ক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলেন এদেশীয়দের পিঠের চর্ম্মের কত মূল্য হইবে তজ্জন্য সাহেবের ২ টাকা জরিমানা করিলেন।

৬ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় ও লোক সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরলের ইচ্ছা এই যে কোন কোন স্বাধীন সভা বিষয় বিশেষের ভার গ্রহণ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি, বণিক সভা প্রভৃতি এবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার যাবতীয় সভ্য "অনরেবল" (মান্যবর) উপাধি পাইবেন। সকলকে তাঁহাদিগকে এই উপাধি দ্বারা পত্রাদি লিখিতে হইবে।

আরাকানের মেইলের বাষ্পীয় জাহাজ ছয় ঘটিকা মাত্র থাকিত। তন্নিমিত্ত তত্রত্য বণিকদিগের কষ্ট হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনরের অনুরোধে জাহাজ নয় ঘটিকা রাখিবার আজ্ঞা করিয়াছেন।

হরকরা সম্পাদক বলেন গবর্ণমেণ্ট অতি শীঘ্র আর কয়েক ব্যক্তিকে নদীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করিবেন। ইহা দ্বারা আরোহীদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিবে। ৬২

ইংলিসমান সম্পাদক বলেন মাতলার রেইলওয়ের কার্য্য শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে। তন্নিমিত্ত তত্রত্য নদীতে একখানি আলোর জাহাজ ও কয়েকজন আড়কাটীকে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু আমরা শুনিতেছি পিয়ালির পুল গিয়াছে।

পূজার পূর্ব্বে পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইল বাষ্পীয় শকট চলিতে পারে। আমরা শুনিলাম জুলাই মাসের প্রারম্ভে একখানি পরীক্ষার্থ শকট যাইবে।

জাবা দ্বীপের নিকটে বোম্বেটিয়ারা পুনর্ব্বার অত্যাচার করিতেছে, কয়েকখানি ওলন্দাজ ও ইংরাজী জাহাজ তাহাদিগের দমনার্থ গমন করিয়াছে।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন প্রধানতম আদালত শীঘ্র স্থাপিত হইবে, ১লা জুলাই অবধি কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভবনা আছে।

উক্ত সম্পাদক নসিরাবাদ হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি নিমচের নিকটে কয়েকজন দস্যু ডাক লুঠ ও একজন প্রহরীকে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত ডাক্তর উল্‌ফের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে এক জন ইহুদি ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে উক্ত ধর্ম্ম ঘোষণা করেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পৃথিবী খৃষ্টীয়ান মিসনরিদিগের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত।

বাঙ্গালী সম্পাদক বলেন বীরভূমের এক জন শ্রীবৃদ্ধিকারী বলেন, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তত্রত্য এক জন উকীলকে ও এতদ্দেশীয় সব

। ? ইউরোপীয়দিগের আফিসের কেরাণীরা রত ?

সিমলা হইতে একজন হরকরা পত্রে লিখিয়াছেন তত্রত্য বলকিয়র সেনারা নগরের অন্তরে বন্দুক ছুড়িয়া থাকেন। কারণ তত্রত্য লোকেরা যেন বুঝিতে পারে যে প্রাহী হইলে বলকিয়রেরা উহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিতে পারিবেন। এই সকল কেরাই বিদ্রোহকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন লালা জ্যোতিঃ প্রসাদ প্রধান সেনাপতির অনুরোধে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তাঁকে পুনর্ব্বার কমিসরিএটের ভার দেওয়া হবে। জ্যোতিঃ প্রসাদ এ কার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন সম্প্রতি এক ব্যক্তি দুরিয়াবাদ গ্রাম দগ্ধ করিতে যাইতেছিল এমত সময়ে সে ধৃত হইয়াছে। সম্পাদক অনুমান করেন সে বিদ্রোহের এক জন উদ্যোগী। ইহারাই দিনে স্বপ্ন দর্শন ক-

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন পাটনার পূর্ব্ব কমিসনর টেলর সাহেব (যিনি একণে কলের কার্য্য করিতেছেন) তত্রত্য প্রধান র আফিসের দুশ্চরিত্রতার বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়দিগের সহায়তার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টর নগরে ৩৩, ২১৮ টাকা চাঁদা হইয়াছে, এখানেও চাঁদা করা কর্ত্তব্য।

এ বৎসর ১৯০ জন সিবিলিয়ান হইবার পরীক্ষা দিবেন। ৮০ জন নূতন সিবিলিয়ান নিযুক্ত হইবেন। পরীক্ষার্থিদিগের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিতেছেন। সংস্কৃত বিদ্যা ক্রমে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইউরোপে যাইতেছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সংবাদ পত্রের প্রস্তাব সকল অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিতেছেন। কলিকাতার দৈনিক সম্পাদকেরা এপ্রকার না করেন কেন ?

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ হিরাট আক্রমণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। বোখারার রাজা তাঁহাকে সুলতান জানের সহিত সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বৃদ্ধ আমীর তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন।

ভরতনগরে অদ্যাপিও ওলাউঠার শান্তি হয় নাই। বিস্তর লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে; আমাদিগের যাবতীয় নগরের মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ভাল না হইলে এই সকল অনিষ্ট সর্ব্বদা ঘটিবে।

সম্প্রতি মক্কা হইতে মুসলমানদিগের নিকটে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে তত্রত্য ইমান বলেন গেব্রিএল দূত পৃথিবীতে চারিবার আগমন করিবেন। প্রথম আসিবামাত্র রাজা ও শাসন কর্ত্তারা নিজ নিজ ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবেন। এবং সর্ব্ব স্থানে অরাজক ও বিশৃঙ্খলা হইবে। দ্বিতীয় বারে মনুষ্যদিগের খাদ্য তিক্ত বোধ হইবে। তৃতীয়বারে সতীত্ব ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে, সকলে যথেচ্ছাচারী হইবে এবং চতুর্থ বারে পৃথিবী উৎসন্ন হইবে। মুসলমানদিগের শুধরিবার অনেক বিলম্ব আছে

৭ই আষাঢ় শুক্রবার।

নানাসাহেবের কোমর বন্ধ ৪৭০০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। সমুদায় দ্রব্য বিক্রয় হইলে বিস্তর টাকা লভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে। দুর্ব্বুদ্ধিতা হেতু এই সমুদায় ঐশ্বর্য্য গেল।

বণিক সম্প্রদায় ম্যাঞ্চেষ্টরের অকর্ম্মণ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত মজুরদিগের সহায়তার জন্য চাঁদা গ্রহণ করিবার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। এদেশীয় সকলের এবিষয়ে সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

জামালপুর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিয়াছে। তথায় পরীক্ষার জন্য আপাততঃ ছয় মাসের নিমিত্ত একটি ডাকঘর হইয়াছে।

ফিনিক্সের সম্বলপুরের সংবাদদাতা বলেন তত্রত্য ডেপুটি কমিসনরের যত্নে যাবতীয় বিদ্রোহীসর্দার আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, এক ব্যক্তিমাত্র অদ্যাপিও ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই। গবর্ণমেন্ট ডেপুটি কমিসনরকে পুরস্কার দিবেন। ক্ষমাপ্রদর্শন ইহার কারণ।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক পুনর্ব্বার কহিয়াছেন সম্প্রতি বিদ্রোহের যে আশঙ্কা হইয়াছে তাহার কোন মূল নাই। একজামিনর প্রভৃতি ভয়ার্ত্ত সম্পাদকেরাও একণে শান্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার সম্পাদক আমাদের কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা যে কথা কহিয়াছিলাম তিনি তাহার পোষকতা করিয়া বলেন রক্তের ঋণী হইলে ভারতবর্ষীয় দুর্ব্বৃত্ত ইংরেজেরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রাণ বধ করিতে সাহসী হইবে না।

৮ই আষাঢ় শনিবার।

ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যাভিষেকের দিন বলিয়া গত কল্য কয়েকটি তোপ হইয়াছে।

সেনাপতি সাউয়ার্স পুনর্ব্বার অমরভিয়া পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল জন রুডকে ক্ষমা করিলেন না। তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন সে ক্ষমার যোগ্য পাত্র নহে। বোধ হয় এইবার হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা অল্প হইবে। সোমবার তাহার ফাঁসী হইবে।

হরকরা সম্পাদক বলেন দুরাত্মা হিলিদেবরুগকে ধৃত করিবার সংবাদ গবর্ণমেন্টের নিকটে আইসে নাই, কিন্তু তিনি যে ব্যক্তির নিকটে সংবাদ পাইয়াছেন তাহা অসত্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

হাওড়া হইতে এক জন ইউরোপীয় নিজ পত্রে লিখিয়াছেন ১৭ই জুন রাত্রিতে এক ব্যক্তি তাহার মালিকে এক ছুরিকা দ্বারা বধ করিয়াছে। থানা হইতে তাহার বাটী অল্প দূর মাত্র, তথাপি হত্যাকারী ধৃত হয় নাই। কি আক্ষেপের বিষয়! ক্রমশঃ সকলেরই জীবন ও সম্পত্তি বিপদে পতিত হইতে থাকিল। মালির "হঠাৎ ছুরিকাঘাত" মরণ?

যে যে স্থানে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের শাখা হইয়াছে, তথায় গবর্ণমেন্টের আর স্বতন্ত্র ট্রেজুরি থাকিবে না।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন গবর্ণর জেনেরল প্রধান সেনাপতিকে কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। কারণ ?

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে :—

৪ টাকার সিক্কা	৯০৮০,৯০
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩।০।৯৩
৫ টাকার ঐ	১০৪॥।১০
৫॥ টাকার ঐ	১১২।১১২

প্রথমাবধি ইউনাইটেড্ এষ্টেট্স্ভুক্ত কতকগুলি প্রদেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, কতকগুলিতে ছিল না। দাসত্ব প্রথা যে অতি নিষ্ঠুর প্রথা, সোদরপ্রতিম মানব মূর্ত্তিকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া ইতর পশুর ন্যায় তাহাদিগকে যদৃচ্ছাক্রমে কশাঘাত ও পণ্য দ্রব্যবৎ ব্যবহার করা যে নিতান্ত অবৈধ—ইহা তৎকালীন জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য্য যে ইউনাইটেড্ এষ্টেট্সবাসীরা ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে পরাধীনতা নিগড় দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতা দেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন তাঁহারাই আবার লক্ষ২ কাফ্রিকে মহামূল্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যে মহাত্মা ওয়াশিংটনের নাম স্মরণ করিলে অন্তরাত্মা পবিত্রতা লাভ করেন, যিনি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় ক্রীত দাসদিগকে মুক্তি প্রদানে যত্নবান হয়েন নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ক্রমে২ লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে, এবং অচিরকাল মধ্যে যে, আমেরিকা দেশের দাসত্ব প্রথা প্রচলন রূপ মহাকলঙ্ক অপনীত হইবে তাহারও সম্ভাবনা হইয়া আসিতেছে।

অতি প্রাচীন কাল অবধি সংসার মধ্যে দাসত্বের প্রথা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এই সমস্ত প্রধান২ দেশেও ঐ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে যে ব্যক্তি পরাজিত হইত সেই ব্যক্তিকেই পুরুষানুক্রমে দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। কখন২ যে অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইত তাহাকেও দেয় পরিশোধ স্বরূপ দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। কখন বা অর্থের প্রয়োজন বশতঃ কেহ২ পুত্র প্রভৃতিকে বিক্রয় করিত এবং ঐ বিক্রীত ব্যক্তিরা ক্রেতার নিকট চিরকাল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইত। প্রভু মনে করিলে দাসদিগকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। এমন কি দাসকে হত্যা করিলেও প্রভুর বিশেষ দণ্ড হইত না। ফলতঃ আমরা গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি পশুগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, পূর্ব্বতন জাতিদের মধ্যে দাসেরা তদপেক্ষাও নিকৃষ্টরূপে ব্যবহৃত হইত। ঐ সমস্ত জাতিরা কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, সকলকেই দাস করিতে পারিতেন, কিন্তু আমেরিকায় প্রচলিত দাসত্ব সে প্রকার নহে। এখানে স্বদেশীয় লোক কখন দাস হয় না। অজ্ঞানান্ধ আফ্রিকাবাসিরা ইহাদের দাসত্ব কার্য্য করিয়া থাকে। [illegible] নিয়মানুসারে আমেরিকানরা দাস ব্যবসায় করিতে পারেন না, অর্থাৎ উঁহারা স্বয়ং আফ্রিকা হইতে দাস আনয়ন করিতে পারেন না। কিন্তু লুক্কায়িত ভাবে আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে দাস আনয়ন করিয়া থাকেন। বৎসর২ প্রায় ১৫ কি ১৬ হাজার দাস লুক্কায়িতভাবে ইউনাইটেড এষ্টেট্ মধ্যে আনীত হয় কিন্তু তাহাতেও আমেরিকা বাসীদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না। সুতরাং যাহাতে দাসদিগের বংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত যত্নবান থাকেন। ভার্জিনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশের লোক নিয়তই দাসবংশ বৃদ্ধি করাইবার নিমিত্ত নিযুক্ত আছেন। ঐ সৎপুরুষদের দাসবংশ বৃদ্ধি করানই ব্যবসায়। তাঁহারা বলপূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষের মিলন করিয়া দিয়া থাকেন এবং অল্পকাল মধ্যে যদি কোন দম্পতীর বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা না দেখেন, তবে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া নূতন স্ত্রী ও পুরুষের সহিত উহাদের মিলন করাইয়া দেন।

ইহার শেষ আগামী বারে হইবে

১৯ এ মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগের লোকেরা নিউ অরলিয়ন্স ও ইয়র্কটাউন পরিত্যাগ করিয়াছে। উক্ত স্থান এক্ষণে গবর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে বিদ্রোহীরা পলায়ন করিলে গবর্ণমেন্টের সেনারা তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল। যুদ্ধ জাহাজ সকল রিচমণ্ডের ১৫ ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। উভয় পক্ষে অনেক সেনা আছে এবং এক তুমুল যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সেনাপতি বরগার্ড করিন্থ হইতে মেম্ফিসে প্রস্থান করিয়াছেন, তথায় ত্বরায় যুদ্ধ হইবে বোধ হইতেছে। মেকন দুর্গ গবর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে। সেনাপতি মিকলন নিউ অরলিয়ন্স সাবেন নিউবরণ বকোর্ট ও কারলাষ্টন অবরোধ মুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ফরাসীস দেশীয় কার্য্য কারক ইয়র্ক টাউনে যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশীয় চিহ্নিত সিবিল কর্ম্মচারিদিগের আবেদন পত্র কমন্স হাউসে অর্পিত হইয়াছে।

মেক্সিকোর রাজপ্রতিনিধিদিগের সহিত সন্ধি হয় নাই। সেনাপতি প্রিম কিউবাতে প্রেরিত হইয়াছেন

ফরাসিসেরা শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল। জোয়ারিজ গবর্ণমেন্ট ইংরাজ ও স্পেনদেশীয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা ও ফরাসিসদিগের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে।

বেলজিয়মের রাজার এক্ষণে আর বিপত্তিশঙ্কা নাই

প্রিন্স নেপোলিয়ান সেণ্টহেলেনে উপস্থিত হইয়াছেন। মনিটিয়র সম্পাদক কহেন তিনি কোন রাজকার্য্যের অনুরোধে তথায় যান নাই।

হোয়াইট সাহেব বর্ত্তমান চীন দেশের অবস্থার বিষয়ে এক বক্তৃতা করিবেন বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।

হর্সগার্ড, কাপ্তেন রবর্টসনের বিষয় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কর্ণেল ক্রেমি সাহেব আপন কর্ম্ম বিক্রয় কিম্বা অর্দ্ধেক বেতনে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

সিসিলির লোকেরা অতিশয় আনন্দ প্রদর্শন পূর্ব্বক ইটালির রাজাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

নেপলসস্থিত ইংরাজদিগের কার্য্যকারক স্যর জে হডসন সাহেবের কারডিনাল আন্টোনেলির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

তুরস্ক সেনারা হারজি গোভিনার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। এতাদৃশ জনরব হইয়াছে দেশের অনুকূলে যে মন্ত্রণা হইয়াছিল পিটার্স বর্গে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে উপস্থিত হইয়াছে। সেনারা প্রজাগণ গোলা নিক্ষেপ করিয়াছে।

২৬এ মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সেনাপতি মাকিলনের অধীনস্থ আমেরিকার গবর্ণমেন্টের সেনারা উইলিয়মস্বর্গ অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহীরা নিকাশিত খাত্ত পায়ে পলায়ন করিয়াছে। অনুমান হইয়াছিল তাহারা অগ্রসর হইয়া রিচমণ্ডের সম্মুখে থাকিবে। সেনাপতি ফ্রাঙ্কলিন উইলিয়মস্বর্গে মাকিলনের সহিত একত্রিত হইয়াছেন। বিদ্রোহীরা নরফোক নগর ত্যাগ করিয়াছে। ইহা করিবার পূর্ব্বে তাহারা মেরিমাক জাহাজ ও তত্রত্য অন্য অন্য তক ও নবযুদ্ধ জাহাজ নষ্ট করিয়াছে। নিউঅর্লিন্স অবধি মেম্ফিস পর্য্যন্ত মিসিসিপি নদী বিদ্রোহী শূন্য হইয়াছে। সেনাপতি বরেগার্ড করিন্থে আছেন।

ওয়াসিংটন নগরস্থিত প্রতিনিধি সভায় ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের সীমার মধ্যে ক্রীত দাস রাখিবার প্রথা উঠাইবার এক বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

লণ্ডনস্থিত আমেরিকার দূত এবিলিনেটপিয়ার জাহাজ ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

মেকসিকোস্থিত ফরাসী সেনারা তত্রত্য রাজধানী লইবার জন্য অরজিবানগর অধিকার করিয়াছে। স্পেনীয় গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি প্রিমের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছেন। ফরাসী মন্ত্রিসম্প্রদায় এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ ন্যায়সিদ্ধ বলিয়াছেন

হেসিকাসেলের ইলেক্টর অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে স্বীয় রাজ্যে ১৮৩১ অব্দের শাসন প্রণালী পুনঃ স্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইলেক্টর স্বীয় দূতের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করাতে প্রুসিয়া ও রুষীয়ার গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের রাজধানী হইতে নিজ নিজ দূতগণকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়াছেন

ভারতবর্ষীয় পতিত ভূমি বিক্রয় লইয়া হাউস অব কমন্সে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে।

মান্দ্রাজের লোকেরা কর্ণাটের নবাবের পক্ষে যে আবেদন করিয়াছেন ২৭এ মে বেলি সাহেব হাউস অব কমন্সে তাহা প্রদান করিবেন।

ভারতবর্ষ চীনদেশ ও জাপানের ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূলধন ১ কোটি টাকা।

২৬এ মে পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

ঐ ব্যাঙ্কের বাঁটা শতকরা তিন টাকা হইয়াছে।

...কার বিদ্রোহীরা অতি বিশৃঙ্খলাবস্থায় ...দিগে পশ্চাদ্গমন করিতেছে। মার্কিনদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে গবর্ণমেণ্টের সেনারা করিন্থের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। বরেগার্ড অদ্যাপিও উক্ত প্রাচীরমধ্যে রহিয়াছেন। বিদ্রোহীরা মেবি-নার্শি জাহাজ ও সমুদায় তক নষ্ট করিয়া কাক...গাথ করিয়াছে। জাকসন ও ফিলিপ গবর্ণমেণ্টের সেনাগণের অধিকৃত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা মেমফিস ও মিসিসিপি নদী তটস্থ সকল স্থানে তুলা নষ্ট করিয়াছে।

যে সকল জাহাজ আমেরিকার কনসলদিগের অনুমতি পত্র লইবে সে সমুদায় অর্লিয়ন্স ও নোফোক নগরে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। প্রতিনিধি সভা এই নিয়ম বিধি বদ্ধ করিয়াছেন। নিউঅর্লিয়ন্স নগরে কঠিন সামরিক আইন প্রচলিত হইয়াছে।

-০০-

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

বগুড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট জে, আর, আভার্সন সাহেব ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে অথবা সুপ্রিম কোর্টে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিবেন; এবং তৎসংক্রান্ত সমুদায় ক্ষমতা পাইবেন।

ফলস পাইণ্টের লাইট হাউসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেবিডসন সাহেব আপনার কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কটকের কলেক্টরের সহকারিত্ব কার্য্য করিবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন বাবু উদয়চাঁদ দত্তের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় সব আসিষ্টাণ্ট সরজন শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তমলুকের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন নন্দলাল ঢোল পূর্ণিয়ার দাতব্যচিকিৎসালয়ের কার্য্য ভার পাইবেন।

নিম্ন লিখিত মুনসেফেরা ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।— নাটোরের বাবু সাতকড়ি দেব ও সেরাজগঞ্জের বাবু শ্রীমোহন পটক। রাজসাহী। বাবু অনন্তলাল চট্টোপাধ্যায় বি,এ, বি,এল, চিত্রকোনা ময়মনসিংহ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এল, উকড়া, বীরভূমি। বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস গোকুল বাকরগঞ্জ।

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে গবর্ণরের আদেশে ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। ১৯এ জুন তাঁহার পাবনা ও ময়মনসিংহে নিয়োগের যে আজ্ঞা হয় তাহা ইহা দ্বারা রহিত হইল।

৩রা জুন। কুমারখালির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এচ, এম, বিলি সাহেব ফরিদপুরে বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমারখালি বিভাগের ভার পাইবেন।

৫ই জুন— অনরেবল এ, ইডেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

ডবলিউ, জে, হর্শেল সাহেব রেবেনিউবোর্ডের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

ই, গ্রে সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

হাবড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, বি, ... সাহেব দিনাজপুরে বদলী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

দিনাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, বি, গ্রাট সাহেব হাবড়ায় বদলী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথমশ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কাছাড়ের মুনসেফ বাবু রামগোবিন্দ দেব মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টনেণ্ট এম, লুই আসামের এক জন সহকারী কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের কৌন্সিলের ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের ২৯ ধারানুসারে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনসংক্রান্ত মোকদ্দমার সালিশী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

নদীয়ার অতিরিক্ত কমিসনরের সহকারী এচ, বেভিরিজ সাহেব।

কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের জজ ও, টেম্পল সাহেব, শান্তিপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।

কোটচাঁদপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু দ্বারকানাথ রায়।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত বাণাগড়ের মুনসেফ বাবু ফকিরলাল।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত অড়রিয়ার মুনসেফ বাবু গোকুল চাঁদ।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের মুনসেফ বাবু রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণগঞ্জের অতিরিক্ত মুনসেফ [illegible]

৫ই জুন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা মুন্সিফের সাধারণ বিদ্যাপরীক্ষা কমিটির সভ্য হইবেন।

জি, ডবলিউ এস ডিকসন সাহেব ডবলিউ, ফিল্ড পোর্টিস সাহেব।

৬ই জুন। চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এচ, ডবলিউ, বারবার সাহেব নওয়াখালিতে বদলী হইয় ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

প্রথম গণিত পুলিস সেনাদলের লেপ্টনেণ্ট টি, ওয়েলডন উক্ত দলের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইবেন।

প্রথম গণিত পুলিস সেনাদলের সহকারী লেপ্টনেণ্ট হায়দর আলী উক্ত দলের প্রতিনিধি আজুটাণ্ট হইবেন।

জি, কে, নিয়ার্স সাহেব সাঁওতাল পরগনার এক জন সহকারী কমিসনর হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বুলনয় সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন আজ্ঞা না হয়, জি, এস, কেগান সাহেব আপনার কর্ম্ম ব্যতীত ছোটআদালতের প্রতিনিধি প্রথম জজ হইবেন।

সোমপ্রকাশ

" সবর্ণতাং সজ্জনিম্বিতায় পার্থিবঃ সংস্থেলী শুনিলম্বনী ন স্থায়তাং

৪ ভাগ।
৩৩ সংখ্যা

সন ১২৬৯ । ১৭ আষাঢ় । ইং ১৮৬২ । ৩০ জুন

মাসিক মূল্য ১ টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ভবানীপুর প্রভৃতির গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নামে যে ব্রাহ্মণ এত দিন আমাদিগের সরকার ছিলেন আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। অতঃপর আর কেহ তাঁহার নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্য না দেন।

বিজ্ঞাপন।

আমরা " চেম্বর্স কড়িমেণ্টস্ অব নলেজ " নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ (সাক্ষাৎ প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি মূল্য ৵৹ আনা। যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি আমার নিকট অথবা কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে মূল্য পাঠাইলে পাইবেন।

বহরমপুর কালেজ।
২ ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৬৯।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দে

বিজ্ঞাপন।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি। কালেজ ষ্ট্রীট ৬ প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে সে সকলের মুদ্রাঙ্কন ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ সকল প্রয়োজন হইলে আমাদিগের প্রকাশালয়ে পাইবেন। নিম্ন লিখিত গ্রন্থ সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। বেকনের সন্দর্ভ (৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত ... ।৶০

ইংলণ্ডের ইতিহাস (ঐ কৃত) ..

দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কৃত) .. . .

বিচিত্রবীর্য্য ঐ কৃত

গুপ্তপ্রেস

বিজ্ঞাপন।

বিশ্ববিনোদ নাটক।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মিত্র প্রণীত উক্ত নাটক সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য ৷৶০ আনা মাত্র।

কলিকাতা ঠনঠনিয়া, ১৭৬ নং ভবনে সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পটলডাঙ্গা ৮৬ নং ভবনে গুপ্তপ্রেসদিগের পুস্তকালয়ে লালবাজার ডি রোজারিও এণ্ড কোম্পানির লাইব্রেরি।

বর্দ্ধমান রাধানগর ব্রাহ্মসভার উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট

সোমপ্রকাশ।

১৭ই আষাঢ় সোমবার।

হাইকোর্ট।

এত দিনের পর হাই কোর্ট (উচ্চতম বিচারালয়) স্থাপনের সনন্দ আসিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এই সনন্দ পত্র ষ্টেট সেক্রেটারি দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। ১লা জুলাই অবধি ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে। সুপ্রিম কোর্টের বর্ত্তমান বিচারপতিগণ, সদর আদালতের জজেরা, দুই জন বারিষ্টর ও বেল্স ও লুই জ্যাকসন সাহেব বিচারপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায় আরোগ্য লাভ করিলে একদেশীয় বিচারপতির আসন গ্রহণ করিবেন। শতাধিক বৎসর হইল, এ দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত অনেক বিষয়েই বিশেষতঃ বেতনের বিষয়ে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় বলিয়া ভেদ করা হইতেছে। কলতঃ উভয়ে তুল্য পদস্থ, তুল্য ক্ষমতাশালী, তুল্য জ্ঞানশীল হইলেও এ দেশীয়দিগের বেতনগত বহু বৈলক্ষণ্য হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরী [illegible] পক্ষপাতমূলক এই অমর্য্যকারিণী [illegible] উল্লিখিত প্রধানতম আদালত হইতে [illegible] রিত করিয়াছেন। সত্য [illegible] কাল পক্ষপাতদুষিত ব্যবহার করিয়া সভ্য সমাজে নিন্দিত ও উপহসিত হইতে পারেন। আমরা উপরে যে [illegible] বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহা কেবল এ দেশে উচ্চতম আদালত স্থাপনের সনন্দ নয়, আমরা ইহাকে এই অবধি এ দেশে ইংরাজ জাতির অগৌরবকর পক্ষপাত ব্যবহারের উন্মূলনকারী সনন্দ বলিয়া গণ্য করিব। এই আদালত সংস্থাপিত হইল, এক্ষণে এ দেশে বিচার ও আইন প্রকৃতিগত যে সমস্ত পক্ষপাত দোষ আছে, তাহা ক্রমে উন্মূলিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য

ইউরোপীয় ও এ দেশীয় উভয়বিধ

রপতিই তুল্য বেতন পা তাঁহা
র প্রত্যেকে বৎসর বৎ[illegible]
করিয়া পাইবেন। আপাততঃ এবে
ই নিয়ম হইবে, এক্ষণে যাহারা সু
কোর্টের বিচারপতি পদে আছেন
রা যে বেতন পাইতেছেন, তাহাই পা
ন। কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীদি
ক এই নূতন নিয়মের পরাধীন হইতে
র [illegible] পূর্ব্বে নিয়ম ছিল সুপ্রিম কো
র বিচারপতিদিগকে নাইট (সর) উ
পাধি দেওয়া হইত, অতঃপর তাহা রহিত
বে। এই উপাধি দেওয়া না দেওয়া
লেশ্বরীর ইচ্ছা।

সর চার্লস উড আর এক বিষয়ে বি
ন দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আ
রা ভাবিয়াছিলাম প্রধানতম বিচারালয়ে
রিষ্টর ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ওকালতী
করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদিগের
দ সংস্কার দূর হইয়াছে। সদর আদাল
তর বর্ত্তমান উকীলেরা ও সুপ্রিম কোর্টের
রিষ্টরেরা উভয়েই এই বিচারালয়ে ওকাল
তী করিতে পারিবেন। আর, যাঁহারা প্রে
সিডেন্সি কালেজে বি, এল উপাধি প্রাপ্ত হ
ইবেন তাঁহারা এবং উক্ত বিচারালয়ের যে
সকল আটর্ণী প্রতিনিধিত্ব (মোক্তারের
[illegible] জোগাড় করিয়া দেওয়া) পরিত্যাগ
[illegible]বেন, তাঁহারাও ওকালতী করিতে পা
[illegible]।

[illegible] প্রধানতম বিচরালয় যে রী
[illegible] সংস্থাপিত হইতেছে, তাহাতে কা
[illegible] অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা দেখা
[illegible]তেছে না। সকল শ্রেণির লোকই
[illegible] অন্তর্নিবেশিত হইয়াছেন। সর
বার্ণেস পিকক, সর চারলস জাকসন
ও সর মডাণ্ট ওয়েলস ও দুই জন বারি
ষ্টর রাজপুরুষের ইউরোপীয়দিগের প্র
তিনিধি স্বরূপ আছেন। কেম্প, ট্রিবর প্র
ভৃতি সিবিল সার্ব্বিস হইতে আসিতেছেন,
[illegible] বাবু আমাদিগের প্রতিনিধি

হইতেছেন। ইহাঁদিগের কেহই অনুপ
যুক্ত নহেন।

বিচারপতিরা মধ্যে মধ্যে মফস্বলে
যাইবেন। পূর্ব্বে ইউরোপীয় অপরাধিদি
গের মফস্বলে বিচার হইত না। তাহাদি
গকে নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আনা
হইত। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ব্যয়
হইত, এবং যাহাদিগকে নানাস্থান হইতে
সাক্ষ্য দিতে আসিতে হইত, তাহাদি
গের ক্ষতি ও কষ্টের পরিসীমা ছিল না।
এক্ষণে এক এক জন বিচারপতি স্থানে
স্থানে গিয়া ইংলণ্ডীয় আসাইজের
রকর্ত্তাদিগের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের
বিচার করিবেন। এতন্নিবন্ধন কেবল
যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ হইবে
এরূপ নহে, দূরস্থ পল্লীগ্রামের লোকদি
গের সুপ্রিম কোর্টে আসিয়া সাক্ষ্য দিবার
বাধ্যবাধকতা থাকাতে মধ্যে মধ্যে যে অবিচার
হইত, তাহার নিবারণ হইবে। এক্ষণে
বিচারপতিদিগের যথাবিধি নিজ নিজ ক
র্ত্তব্য সম্পাদনই আমাদিগের প্রতীক্ষণীয়
হইয়াছে। অপর, মফস্বলের বিচারালয়
সকল বহু দোষে দূষিত দৃষ্ট হইতেছে।
ঐ গুলির উৎকর্ষ সাধন করা যেন তাহাদি
গের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়। বিচা
রালয়ের উৎকর্ষ সাধিত হইলে ইউরোপী
য় ও এ দেশীয় বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আইন
করিবার আর প্রয়োজন হইবে না। যত
দিন এইরূপ না হইবে, তত দিন গবর্ণমে
ণ্ট আমাদিগের যত হিতকর চেষ্টা করুন,
কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

অত্রত্য কারাগৃহ ও বন্দীগণ।

আমরা নীলপ্রধান প্রদেশের কৃষক
ও চাকোম্পানির মজুরগণের প্রতি অত্যা
চার প্রভৃতি বিষয় লইয়াই ব্যস্ত আছি।
বহু দিন হইতে অন্য অন্য শ্রেণির কষ্টের বিষ
য় আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই। আমাদিগের
সমাজগত দোষ আমাদিগের সম্মুখে বি

কটরূপে মুখ বিকার করিতেছে, কিন্তু সে
বিষয়েও আমাদিগের যথোচিত মনোনি
বেশ হইতেছে না। আইন ও রাজস্ব প্রভৃতি
বিষয় আমাদিগের প্রধানতম আন্দোলনের
বিষয় হইয়াছে। এতদ্দেশীয় এক শ্রেণির
কষ্টের বিষয়ে আমরা নিতান্ত উপেক্ষা ক
রিয়েছি। এই শ্রেণি হতভাগ্য ও দুরাচার
বলিয়া অনেকে ইহাদিগের বিষয় একবারও
চিন্তা করেন না। এই কারণে ইহারা নি
তান্ত উপেক্ষিত হইয়া যার পর নাই কষ্ট
পাইতেছে এবং ইহাদিগের চরিত্র সংশো
ধনেরও কোন উপায় হইতেছে না। পা
ঠকগণ! আমরা এ প্রস্তাবে বন্দীগণের বি
ষয় উল্লেখ করিতেছি।

এক জন বিখ্যাত জগৎ হিতৈষী কহি
য়াছেন, দণ্ড পাপনিবারণের উৎকৃষ্ট নি
য়ম নহে। মনোবৃত্তির কর্ষণ করিয়া ধর্ম্ম
নীতির শিক্ষা না দিলে পাপপ্রবৃত্তি কিছু
তেই দূরীভূত হয় না। অন্যায় কষ্ট, অপ
রিসীম যন্ত্রণা ও গুরুতর দণ্ড দান করিলে
দোষী ব্যক্তি পাপকার্য্যে অধিকতর দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে। সে দণ্ডকে দৈব নি
র্য্যাতন জ্ঞান করে, বিচার পতি তাহার
নিকটে শত্রু বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং সে
রাজাকে দস্যু ও কারাগারকে কসাইয়ের
দোকান বোধ করে। তাহার শ্রেয়ঃসাধন করা
যে আইন, গবর্ণমেণ্ট ও বিচারপতির উদ্দে
শ্য, সে তাহা বুঝে না। সে কি কারণে বুঝে
না, অকৃতজ্ঞতা কি তাহার কারণ? না, প্রণা
লী দোষই তাহার কারণ! যত দিন এই
প্রণালী দোষ সংশোধিত না হইবে, তত
দিন [illegible] দোষসংশোধনের স্থান না
হইয়া [illegible] পাপক্রিয়ায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
করিবার [illegible] থাকিবে। ইংলণ্ড ও আ
মেরিকা প্রভৃতি দেশে কয়েদিদিগকে কে
বল খাটাইয়া লওয়া হয় না, তথায় তাহা
দিগের মনোবৃত্তির উন্নতি সাধনের প্রতি
দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। এখানে সে রূপ
কিছু করা হয় না। কেবল বন্দীগণকে খাটা

ইয়া লওয়া হয়। যে অধিক খাটিতে না পারে তাহাকে আমেরিকার ক্রীতদাস অথবা চা কোম্পানির মজুরদিগের ন্যায় নিদারুণ প্রহার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহাতেই কষ্টের শেষ হইল না, ইহার উপরে আবার আহারের কষ্ট। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন, তাহারা প্রত্যহ তিন পয়সা খোরাকী পাইয়া থাকে। একে এই দুর্মূল্যের সময়, ইহারও সমুদায় তাহাদিগের ভোগ্যাত হয় না। যে ব্যক্তি রন্ধন করে, সে কিছু লয়, চাপরাসী ও দারোগারাও অনেক স্থলে পূজা পাইয়া থাকেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি যে সকল কয়েদী গৃহ হইতে টাকা আনাইতে না পারে, তাহাদিগের এক বেলা অর্দ্ধ ভোজন মাত্র হয়। তাহাদিগের বস্ত্র, শয্যা প্রভৃতির ত কথাই নাই। তদ্ভিন্ন, নির্ব্বাত প্রায় এক গৃহমধ্যে বহুসংখ্য লোকের অবস্থান। যাহাদিগের এত কষ্ট, তাহাদিগের কি বুদ্ধি দোষ বৃদ্ধি হইয়া পাপক্রিয়া প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হইবার সম্ভাবনা নয়? দুষ্কর্ম্মাই হউক আর দুরাচারই হউক তাহাকে অনাহারে রাখিয়া দণ্ড করা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এদেশে যে প্রণালীতে কারাগৃহের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা অতি জঘন্য ও লজ্জাকর। যে গুল ন্যাজ, কয়েদিদিগকে নানা প্রকার শিল্প কার্য্য শিখাইবার প্রণালী উদ্ভাবন করেন তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কয়েদিদিগকে শিল্পাদি শিক্ষা দিবার পথ অবলম্বন করিয়াছেন বটে কিন্তু কার্য্য দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় কয়েদিদিগকে খাটাইয়া লওয়া যেরূপ উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া সেরূপ নহে। যাহা হউক আমরা নিম্ন লিখিত কয়েকটি প্রস্তাব করিতেছি, তদনুসরণ কর্ত্তব্য।

১। সমস্ত কয়েদিকে এক স্থানে রাখা না হয়। ইহা দ্বারা দুটী অনিষ্ট ঘটিতেছে। এক, ভদ্র অভদ্র, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, তস্কর ও দস্যু একত্র থাকাতে পরস্পর সংসর্গে পরস্পরের স্বভাব দূষিত হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়, বলবান দুর্ব্বল, নীরোগ ও কুৎসিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পরস্পর সংসর্গে অনেকের চিরকালের মত স্বাস্থ্য ব্যাহত হইয়া যাইতেছে। অতএব ইহার সদুপায় করা আবশ্যক।

২। যাহাতে কয়েদিদিগের চরিত্র দোষ সংশোধিত হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহা না করিলে সহস্র দণ্ডবিধানের আইন পাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পাপীরা কিঞ্চিৎ সতর্কতা ও অধিকতর ধূর্ত্ততা শিখিবে এই মাত্র।

৩। যাহার যে ব্যবসায় তাহাকে তাহাতে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি এক জন কৃতবিদ্য ভদ্রলোককে মৃত্তিকা খনন করান হইতেছে। ইহা অতিশয় অন্যায় ও অনিষ্টকর।

৪। কয়েদিদিগকে পর্য্যাপ্ত খাদ্য মধ্যবিধ বস্ত্র ও শয্যা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে নগদ পয়সা না দিয়া চাউল ডাউল প্রভৃতি দেওয়া উচিত।

৫। এক্ষণে যথার্থ ভদ্র ও কৃতবিদ্য লোকেরা দারোগা প্রভৃতি পদ লইতে চাহেন না। তাঁহারা যাহাতে এই কর্ম্ম স্বীকার করেন তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। পর্য্যাপ্ত বেতন ও ভাবি উন্নত পদের আশা দিলে অনেকেই আহ্লাদ পূর্ব্বক এই সকল পদ গ্রহণ করিবেন।

৬। উপযুক্ত দেখিয়া কয়েক জন সহকারী জেল ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ইহাঁরা কয়েদিদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই গুলি করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা ন্যায় সাধ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু লোকদিগের চরিত্র সংশোধন ও পরকালের মঙ্গল লইয়া যখন কথা হইতেছে তা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে কুণ্ঠিত হওয়া বিধেয় নহে।

নীল প্রধান প্রদেশের কর লইয়া বিবাদ।

নীল প্রধান প্রদেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হইবার আকার ত দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন এবং যে সমস্ত কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই বিবাদের শান্তি হয়, এরূপ সম্ভাবনা নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম জাকসন ও কাবেল সাহেব নীলকর ও প্রজাদিগের পরস্পর আন্তরিক না হউক বাহ্য সদ্ভাব করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়কেই অকৃতকার্য্য দেখিতেছি। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে নীলকর ও প্রজা উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ জন্মিয়াছে। নীলকরেরা যে হিসাবে কর লইতে চাহিয়াছিলেন জাকসন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আবার প্রজারা পরগণার হারে যে কর দিতে সম্মত ছিল তাহাও গ্রাহ্য করা হয় নাই। তিনি মধ্যে পড়িয়া গড়ে ॥৴ আনা, ৸৴ আনা ও ১।০ কর ধার্য্য করিয়াছেন। তিনি বলেন এক্ষণে যাবতীয় দ্রব্য মহার্ঘ হওয়াতে প্রজারা বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছে, অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ অধিক কর না দিবে কেন? এ স্থলে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, দ্রব্যের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই প্রকার কি পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই? কৃষকেরা কিছু একাকী সমুদায় ভূমির কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না; তাহাদিগকে মজুর খাটাইতে হয়, লাঙ্গলের ব্যয় আছে, গোমহিষাদির আহার আছে, এ সকলের জন্য তাহাদিগকে কি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় দিতে হইতেছে না? আর এই সকল ব্যয় বাদেও যদি তাহাদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা, অ

লাভ থাকে. ভূম্যধিকারীরইবা তাহাতে তাঁহাদিগের যত্নে কি ভূমির উর্ব্বরতা গুণ সম্পাদিত হয়? তাঁহারা কি প্রজাদিগকে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের উপায় সকল শিক্ষা দেন? প্রজারা আপনাদিগের যত্নে অভ্যাস বলে ভূমির যে কিছু উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, সেই মাত্র। যদি ভূমির উর্ব্বরতা গুণ বর্দ্ধন বিষয়ে জমীদারের সাহায্য না রহিল, তবে জমীদার ও তালুকদারগণ কি যুক্তির অনুসারে অধিকতর করপ্রার্থী হইতে পারেন? বিশেষতঃ ভূমি অধিক শস্যশালিনী হইলেই অধিকতর কর দেওয়া হইবে এরূপ নিয়ম করা অতিশয় অন্যায় ও অনিষ্টকর। সে দিবস রাজা মানসিংহ কি বলিয়াছিলেন? তাঁহাকে তুলা প্রভৃতির কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলাতে তিনি বলেন, পতিত ভূমিকে শস্যশালিনী করা বড় দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে? আমাদিগের জমীদারির কর বৃদ্ধি হইবে এই মাত্র। এই কারণে লার্ড কানিঙ অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। প্রজাদিগকেও কি সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অংশগ্রাহী করা বিধেয় নয়? তাহা করিলে কি ভূমির উর্ব্বরতা গুণের অধিক বৃদ্ধি হয় না?

যখন জমীদারেরা চিরকাল একবিধ কর দিয়া মুক্ত হইতেছেন, তখন প্রজার [illegible]ধ কি? তাহারা অধিক পরিশ্রম করে, এই কি তাহাদিগের অপরাধ? তাহারা ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির আবাসস্থান পতিত ভূমি সকলে কৃষিকার্য্য করিয়া তাহাতে পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করিতেছে বলিয়া কি তাহাদিগের অর্থদণ্ড করিতে হইবে? এবম্বিধ নিয়ম পূর্ব্বতন নবাবদিগের ও অদ্যাপি তুরস্ক ও পারস্য গবর্ণমেণ্টেরই উপযুক্ত। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা জাকসন সাহেবের আজ্ঞা রহিত করিয়া যথার্থ পরগণার হিসাবে কর ধার্য্য করিতে বলুন। আমরা বরাবর কহিয়া আসিতেছি সমুদায় বঙ্গদেশ একবার জরিপ করিয়া ভূমির সীমা বদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। নেপোলিয়ন এই বলিয়া গৌরব করেন, তাঁহার কাডাষ্টার অর্থাৎ ভূমির যথার্থ হিসাব থাকাতেই ফ্রান্সে মকদ্দমার অনেক হ্রাস হইয়াছে। এদেশে সেই প্রকার করা না হয় কেন? বাঙ্গালীদিগকে মোকদ্দমপ্রিয় বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু যখন ভূমির এই প্রকার দুরবস্থা রহিল, তখন মকদ্দমা ব্যতিরেকে কিরূপে ভূমির স্বত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে?

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, এই বিবাদের সত্বর মীমাংসা না হওয়াতে প্রজারা ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতেছে। বহুদিন অবধি নীল সম্বন্ধ লইয়া নীলকরদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাদ চলিতেছে, মকদ্দমায় মকদ্দমায় তাহারা অন্ন বস্ত্র ছাড়া হইয়াছে, সকল স্থানে সুন্দররূপ শস্যও উৎপন্ন হয় নাই। ইহার উপরে আবার কর লইয়া বিবাদ অবিশ্রামে যন্ত্রণা দিতেছে। এত উপদ্রবে ক্ষুদ্র প্রাণী প্রজারা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? এই বিরোধের মীমাংসা না হওয়াতে পূর্ব্বতন নীলসংক্রান্ত অত্যাচার পুনরাবৃত্ত হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, অনেক স্থানের প্রজা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই অনর্থমূল প্রাচীন নিয়মে দাদন গ্রহণ করিতেছে। যে প্রণালীর উন্মূলনার্থ এত কাণ্ড হইয়া গেল, এত অর্থ ব্যয় হইল, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট মিসনরিদিগের সহিত প্রবৃদ্ধিকারিদিগের কোপে পতিত হইলেন, লঙ সাহেবের কারাবাস হইল, সিটনকার সাহেব তিরস্কৃত হইলেন, সেই প্রণালী পুনরাবৃত্ত হইতে চলিল। উহা পুনঃপ্রবৃত্ত হইলে বঙ্গদেশের কৃষকেরা দক্ষিণ কারোলিনার ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী হইবে না।

এডুকেশন কৌন্সিলের পুনঃ স্থাপন প্রসঙ্গ।

এডুকেশন কৌন্সিল সভা উঠিয়া গিয়াছে। সভা যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, সে সমুদায় এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কার্য্যে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এটা শিক্ষাসম্বন্ধে এ দেশের সৌভাগ্যের বিষয় না হইয়া দুর্ভাগ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দেওয়া হইতেছে, প্রধান প্রধান লোকেরা বিদ্যার উন্নতির জন্য যত্নবান হইয়াছেন, অনেক বি এ, বি, এল প্রভৃতি বাহির হইতেছে, কিন্তু এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট যেন অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। পূর্ব্বে কৌন্সিল সভ্যেরা অনেকে একত্র বসিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রণালীর উদ্ভাবন করিতেন, কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তন্ন তন্ন রূপে তাহার গুণ দোষ বিচার হইত, সুতরাং সে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইত, তাহাতে সবিশেষ দোষ সম্পর্ক হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে কৌন্সিল সভা উপযুক্ত শিক্ষকদিগকে গুণানুরূপ পুরস্কার দিতেন, শিক্ষকেরাও উৎসাহ ও আহ্লাদ সহকারে আপন আপন কর্ম্ম সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতেন। তৎকালে এই একটি বিশেষ গুণ ছিল, কেহ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে শিক্ষকদিগের উপরে আপনার নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে এই দোষ ঘটিয়াছে, কোন শিক্ষক প্রধানতম কর্ম্মচারির অপ্রিয় হইলে তাঁহার যত কেন গুণ থাকুক না তাহার নিস্তার থাকে না। যাহাদিগের অন্য দিগে উপায় না হয়, তাহাদিগের পক্ষেই পতিত পাবন এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট আছেন। সহজে কেহ এ ডিপার্টমেণ্টে আসিতে চান না।

এই সকল দোষের প্রতীকারের উপায় কি? আমরা শুনিয়াছি ষ্টীভন সাহেব না কি পুনর্ব্বার এডুকেশন কৌন্সিল স্থাপন

করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাই ঐ সকল দোষের প্রতীকারের একমাত্র উপায়। ডিরেক্টর এই কৌন্সিলের সেক্রেটরি হউন, ইনস্পেক্টরদিগকে ক্রমশঃ বিদায় দেওয়া হউক, (তাহাদিগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কার্য্য ত দেখা যায় নাই) কয়েক জন সহকারী ইনস্পেক্টর থাকিলেই পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন হইতে পারিবে। পরিশেষে বক্তব্য এই, এক ব্যক্তির হস্তে শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই আমাদিগের অনুমোদিত নহে। কখন কখন এরূপ দেখা যায় বটে, এক ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণ কার্য্যভার থাকিলে কার্য্য যেরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, পাঁচ জনের হস্তে থাকিলে সেরূপ হয় না। সেই সেই স্থলে পাঁচ ব্যক্তি প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তার কার্য্য সম্পাদন পথের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত গুণ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির কার্য্যকর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠান সুলভ নহে। আমরা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দুই জন ডিরেক্টর দেখিলাম। ইয়ঙ্গ সাহেবের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দি, পাঠকগণ শ্রবণ করুন। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যক্ষের কর্ম্ম দৈনিক শ্রমজীবীর, কেরাণীর অথবা কম্পোজিটরের কর্ম্ম নহে। কর্ত্তা যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহারা তাহাই করিবে। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান অধ্যক্ষের অনেকবিধ নূতন নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে হয়। তাহা অনেকবিধ চিন্তা ও সময় সাধ্য। এতদ্ভিন্ন কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হয়। তাঁহাকে এই সকল কার্য্য করিতে হইলে অনেক সময় আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ইয়ঙ্গ সাহেব উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে লিখিয়াছিলেন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ শেষ করিয়া তাঁহার অনেক সময় থাকে। না দেখিয়া না শুনিয়া কেবল সরকারী কাগজে স্বাক্ষর করাই কি প্রধান অধ্যক্ষের কর্ম্ম? প্রধান অধ্যক্ষ অসমর্থ হইয়া যদি সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি রাখিয়া রাজারা অকারণ ব্যয় গ্রস্ত হইতেন না। রোমের প্রাচীন কালের রাজাদিগের যে যে ব্যক্তি সেনেট সভাকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রজার অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

—০—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা

প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত নূতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। উত্তররামচরিত সংস্কৃত, মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার টীকা করিয়াছেন। ও দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বের মুদ্রিত উত্তর চরিতের অনেক স্থানের অর্থ বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইত না। তর্কবাগীশ মহাশয়ের যত্ন ও পরিশ্রমে নূতন মুদ্রিত গ্রন্থে সে দোষ পরিহার হইয়াছে। গ্রন্থের কেবল এই অংশে উৎকর্ষ নয়, মুদ্রাঙ্কণেও উৎকর্ষ হইয়াছে। ইহার মূল [illegible] নিরূপিত হইয়াছে।

২। প্রাণিবৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ দে ইহার প্রণয়ন কর্ত্তা। ইহা প্রশ্নোত্তর রীতিতে লিখিত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী অতিসহজ। এতদ্দ্বারা সহজে অনেক প্রাণির বিষয় জানিতে পারা যায়।

৩। ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা [illegible] প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

৪। ভারতবর্ষীয় সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনের বিবরণ।

—০—

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি উত্তর পশ্চিমে বিদ্রোহ হইবে বলিয়া যে ভয় করা হইয়াছে তাহা অমূলক। আগরার সেনাপতি বিগেডিয়ার ট্রেপ সেনাদিগকে সর্ব্বদা অস্ত্রধারী রাখিয়াছিলেন, এবং গির্জায় অস্ত্রধারী সেনা লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহার নিকট কৈফিয়ত চাহিয়াছেন।

[illegible] লিখিয়াছেন "জন [illegible] ইউরোপীয় হওয়াতে লার্ড এলগিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন না [illegible]। এতদিন এতদ্দেশীয়রা গুরুতর অপরাধ করিয়া সুপ্রিমকোর্ট হইতে মুক্ত হইয়াছে।

ফিনিক্সের ঢাকাস্থিত সংবাদ দাতা লিখিত স্থলে তত্রত্য প্রধান কর্ম্মচারির গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার জজ ও সদর [illegible] মূর্খ, মাজিষ্ট্রেট [illegible] ও আমলাদিগকে সর্ব্বদা গালি দিয়া থাকেন, এবং সদরআলা [illegible] বেচারা [illegible] তাঁহাকে মন্দ বুঝিতে পারেন না। তাহার এক [illegible] ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আছেন, [illegible] হইয়া বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয় কোন সাক্ষী দুইপ্রহর বেলা বলিয়া সাক্ষ্য দিলে তাহা দুই প্রহর রাত্রি বুঝিয়া লইতে হইবে। [illegible] তবে এক জন কম নন। [illegible]

এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে [illegible] আবশ্যকতর বিষয়ে যাহা লিখিত হয় [illegible]

কিছু না বলেন, তাহা হইলে পারসীরা [illegible] করিয়া এবিষয় ইংলণ্ডীয় [illegible] [illegible] করিবেন। পারসীরা অক্লান্ত [illegible] বর্মীয় সভা, অযোধ্যার শাখা সভা ও মান্দ্রাজের সমাজের সহিত এক বাক্য হইয়া কার্য্য করুন।

হরজী ব্রহ্মাচার্য নামক যে হতভাগ্যকে নানা সাহেব বলিয়া ধৃত করা হয় তাহার মৃত্যুর কারণ করনার দ্বারা স্থির হইয়াছে। তাঁহার প্রস্রাবের দ্বারে পীড়া হইয়াছিল। তিনি এই পীড়া বহুদিবসাবধি ভোগ করিতেছিলেন। এস্থলে ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক, যে পুলিস কমিসনর ও তদধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ উক্ত পুরোহিত ও তাহার ভ্রাতার প্রতি বিশেষ রূপে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতাকে পাথেয় দিয়া করাচিতে পুনর্ব্বার প্রেরণ করা হইতেছে।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ জয় লাভ করিতেছেন, ক্রীতদাস রাখিবার নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। বহুসংখ্য দাস সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে। বিদ্রোহি দিগের অধিক সংখ্য জাহাজ ও বিস্তর অস্ত্র প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। তাহারা সকলে ভীত হইয়াছে। রিচমণ্ড নগরের নিকটে যে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে যদি জয় হয়, তাহা হইলেই বিদ্রোহ ক্রীতদাস রাখিবার প্রথার সহিত নির্ব্বাণ হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের এই প্রার্থনা।

বেডলিকট সাহেব উড্রো সাহেবের প্রতিনিধি হইবেন। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী হইবেন।

হুগলী জিলার ব্রাহ্মণ বংশীয়া একটি যুবতি বিধবা আপনার তিন বর্ষীয় একটি পুত্রকে ত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির সহিত পলায়ন করিয়া বেশ্যা হয়, সে গৃহ হইতে অনেক দ্রব্য আনিয়াছিল, তাহার নামে নালীশ ও বিচার হইয়া তাহার দুই মাস মিয়াদ হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের দেশের লোকেরা বিধবা বিবাহের বিপক্ষতাচরণ করেন কি আশ্চর্য্য।

১২ই আষাঢ় বুধবার।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া মাহরাষ্ট্রীয় সংবাদ পত্রের প্রস্তাব গুলি অনুবাদিত করিতেছেন। উক্ত প্রদেশে অনেকগুলি সাপ্তাহিক পত্র আছে, এক খানিও প্রাত্যহিক পত্র নাই। সম্পাদক বলেন, এই সকল পত্র বোম্বাইয়ের অনেক ইংরাজী পত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিন্তু তত্রত্য কৃতবিদ্যেরা দেশীয়পত্রের যথোচিত উৎসাহ দান করেন না। বঙ্গদেশে এই দোষটি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে।

ফিনিক্স সম্পাদক প্রস্তাব করিয়াছেন, লণ্ডনস্থিত টেম্পল বারের ন্যায় এখানেও একটি ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উত্তম প্রস্তাব। ইহা সুসিদ্ধ করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

উক্ত সম্পাদক কলিকাতার পেটিজুরির দোষ উল্লেখ করিয়া ভদ্রলোকদিগকে জুরিপদে নিযুক্ত করিতে কহিয়াছেন। ভদ্র লোক হইলে আবকারী প্রভৃতি [illegible]রজিকারীদিগের উপায় কি হইবে?

বঙ্গদেশীয় প্রিন্টিং কোম্পানি অংশীদিগকে ইনকম টাক্স বাদে শতকরা ৭ টাকা লাভ দিয়াছেন। গত ষাণ্মাসিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে ছয় মাসের মধ্যে ৭৭০১৩।/৫ টাকার কর্ম্ম হইয়াছে। দুইলক্ষ টাকার মূল ধনে এইলাভ সামান্য নহে।

জাপানের দূতদিগের ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গমন বৃত্তান্ত পূর্ব্বে পাঠকগণের গোচর করা হইয়াছে, তাঁহারা লণ্ডনস্থিত যাবতীয় অদ্ভুত পদার্থ, শিল্প প্রদর্শনী সভা, জাহাজ নির্ম্মাণের ডক, চিকিৎসালয় প্রভৃতি দর্শন ও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। দূতদিগের সহিত কয়েক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ আছেন তাঁহারা যে যে বিষয় দেখিয়াছেন তাহার চিত্র ও বিবরণ লিখিয়া লইয়াছেন। অনেক বিষয়ে দূতেরা বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদিগের সহিত যে একজন চিকিৎসক গিয়াছেন, তিনি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ইংরাজ চিকিৎসক বিস্ময় জ্ঞান করিয়াছেন। দূতেরা ফ্রান্সে অতিশয় সমাদরে গৃহীত হন। সম্রাট তাঁহাদিগকে স্বদেশ প্রতিগমনার্থ একখানি কাষ্ঠীয় জাহাজ প্রদান করিয়াছেন। পাঠকবর্গ বোধ হয় শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইবেন, প্রধান দূত মন্ত্রা-মের চিহ্ন স্বরূপ দুইপার্শ্বে দুইখানি তলবার বাঁধিয়াছিলেন।

ভাস্কর সম্পাদক বলেন, আলিপুরে অনেক মুদি, পোদ্দার প্রভৃতি জুরি হইয়াছে। ইহাদিগের কেহ কেহ নামও স্বাক্ষর করিতে পারে না এবং অধিক সংখ্য লোকের [illegible] মাই। আমাদিগের যেমন বিচারপতি [illegible] রূপ জুরি হইয়াছে।

সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রের স্মরণীয় সভা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে হইতেছে। সভ্যেরা সুকিয়াস [illegible] বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রদত্ত ভূমিতে "হরিশ সমাজ" নামক একটি বাটী করিবেন। ইহাতে একটি পুস্তকালয় হইবে। এই বাটীতে লার্ড কানিঙের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রাণ্ট সাহেবের চিত্রপট থাকিবে। লার্ড কানিঙের স্মরণার্থ অনেক টাকা জমিয়াছে সেই টাকা হইতে গ্রাণ্ট সাহেবের একটা প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি না হয় কেন?

গবর্ণমেণ্ট সাধারণ আফিস নির্ম্মাণ জন্য ৩৫,৫০০০০ টাকা দিয়াছেন। মূল পোষ্ট আফিসের জন্য ৮ লক্ষ ও প্রেসিডেন্সি ও অন্য অন্য কালেজের জন্য ৬,৫০,০০০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। রাইটর্সবিল্ডিং যথার্থই ক্রয় করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি তৃতীয় শ্রেণির শকট পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিয়াছে চতুর্থ শ্রেণির শকট করিবারও উদ্যোগ করিতেছেন। এই সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণির শকটের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

মফস্বলাইট সম্পাদক বলেন, লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিয়াছেন যাঁহারা বিদ্রোহের আশঙ্কা করিতেছেন তাঁহাদিগের শঙ্কা অমূলক। তিনি বলিয়াছেন "এই সকল ঘটনার সম্ভাবনা হইলে আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিব"। মুলতানের যুদ্ধ ও বিদ্রোহের পূর্ব্বে লালা গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ১০০০ ব্যক্তি নিউজিলাণ্ড দ্বীপে উপনিবেশ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। আর কয়েক সহস্র শীঘ্র যাইবে। উক্ত দ্বীপ শীঘ্র নূতন অষ্ট্রেলিয়া হইবে। উপনিবেশ [illegible]

অদ্বিতীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, উপনিবেশবাসিদিগের আগমনে আদিমদিগের কষ্ট আরম্ভ হয়, পরিশেষে কোন কোন স্থলে তাহাদিগের সমূলে উন্মূলনও হইয়া থাকে।

কাশ্মীর নিবাসী জাফর নামক এক ব্যক্তি উত্তম রেসম প্রস্তুত করিতেছে। তাহার ক্ষেত্রে বিস্তর গুটিপোকা ও তুতগাছ আছে। রেসম চীন দেশীয় রেসম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কৃষিবিদ্যার উন্নতিকারিণী সভা তাহাকে এক রৌপ্যের মেডাল দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে এদেশেও রেসম উত্তম রূপ জন্মিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদিগের জমীদারেরা কেবল "কর" লইয়াই ব্যস্ত, কৃষিবিদ্যার উন্নতি তাঁহাদিগের পক্ষে "গাভাতের কাঠি বহা" হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট তত্রত্য বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ কহিয়াছেন বণিকদিগের মধ্যে .....ীর সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে যথা:—

	পূর্ব্বতন	বর্ত্তমান
য়ুদির	২	১৮
মুসলমানের	৩	৯৫
হিন্দুর	১৫	৫২
পারসীর	২৬	৬০

বাঙ্গাল দেশীয় হিন্দুরা বোম্বাইয়ের হিন্দুদিগের অনুকরণ না করেন কেন?

পঞ্জাবের রেইলওয়েতে এক্তোর (স্লিপরের) অপ্রতুল হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট লোহের এড়ো দিয়াছেন। উক্ত রেইলওয়ে ১৮৬০ অব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। এদেশে কাষ্ঠের এড়ো অল্প দিন মাত্র থাকে। অতএব লোহের এড়ো ব্যবহার করা মন্দ হয় নাই।

ইংলণ্ডীয় এক খানি নির্ব্বিশেষ সংবাদে লিখিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এদেশে বাটী নির্ম্মাণ বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ছিল। এক্ষণে যেমন শ্রম বিভাগ অল্প হইয়া আসিতেছে পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। রাজ, মাপদার, সূত্রধর প্রভৃতি মজুর সকলের কাজ পৃথক পৃথক ছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থার অনুসন্ধান করিলে অনেক বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ দৃষ্ট হইবে। চিরপরাধীনতাই ক্রমে সকল গ্রাস করিয়াছে।

বিচারপতিপদে ব্যারিষ্টর নিয়োগের রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইংলিসম্যানের একজন পত্রপ্রেরক বলেন, ব্রহ্মদেশে এক্ষণে যে নূতন রেকর্ড আদালত হইতেছে, ব্যারিষ্টর ব্যতিরিক্ত অন্য ব্যক্তি তত্রত্য জজ, উকীল প্রভৃতি হইতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া থাকেন, তবে কি জন্য এদেশে একটি ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্থাপিত না হয়? প্রতিযোগিতা থাকিলে এদেশীয়দিগকে কোন বিষয়েই বঞ্চিত থাকিতে হইবে না।

মূলমীন নগর ক্রমশঃ একটি বৃহৎ বন্দর হইতেছে। রেঙ্গুন টাইমস পত্রে তত্রত্য বাণিজ্যের নিম্ন লিখিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে:—

আমদানী	৮২,৩৬,০০০
রপ্তানী	৭৮,১২,০০০
মোট	১,৬০,৪৮,০০০

ইহার মধ্যে কাষ্ঠ ও শস্যের রপ্তানী অধিক হইতেছে।

ঠাকুর শিববক্স সিংহ কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে অযোধ্যায় একজন অবৈতনিক সহকারী কমিসনর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনুপযুক্ত বোধ করিয়া পদচ্যুত করিয়াছেন

ডাক্তর টমসন নামক একজন ফিরিঙ্গি ও আনন্দ নামক একজন হিন্দু চিহ্নিত চিকিৎসকের পদপ্রার্থী হইয়া মান্দ্রাজ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিপরীত অন্যায় আজ্ঞা দেওয়াতে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বিনা পরীক্ষায় সব আসিষ্টাণ্ট সর্জন করিয়াছেন। ইহা অনুগ্রহ নহে।

করাচির জেল দারোগা কিনারলি ৫০০ টাকা তহবিল করাতে তাঁহার বিচার হইয়া দোষ সপ্রমাণ হয়। জুরিরা এই বলিয়া তাহার প্রতি ক্ষমার অনুরোধ করেন যে তাঁহার প্রধানতর কর্ম্মচারীরা প্রায় হিসাব পত্রে দৃষ্টি করিতেন না বলিয়া তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তন্নিমিত্ত তাঁহার এক বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। তবে চোরেরাও বলিতে পারে আমাদিগের দোষ কি? গৃহস্থ অসাবধান ছিল আমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। হিন্দু জুরিগণ একথা বলিলে শ্রীযুক্ত ক.....ীর দল লাফাইয়া উঠিতেন।

হায়দরাবাদের নবাবের মন্ত্রী সালারজঙ্গ উক্ত নগরের পুলিস, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সংশোধন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য এক সভা নিযুক্ত, একটি চিত্রশালিকা ও একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সালারজঙ্গ ও দিনকর রাও কোন ইউরোপীয় রাজার মন্ত্রি হইলে টালিরাণ্ড ও পামরষ্টনের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারিতেন।

বাতলায় মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইয়াছে। ২৪পরগণার মাজিষ্ট্রেট লিওনার্ড কিলবরণ, সিলার ও কাম্পারো সাহেবেরা ও বাবু রামগোপাল ঘোষ এক সভা স্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছেন।

আমরা ভাবিয়াছিলাম, লার্ড কানিঙ গ্রাণ্টসাহেবের প্রদত্ত নীলপ্রধান প্রদেশের কর সংগ্রহ বিষয়ক প্রস্তাবে পাইয়া ক্ষান্ত হইবেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল গ্রাণ্টসাহেবের নিকট অবাধ্যতার এক কৈফিয়ত চাহেন। গ্রাণ্টসাহেব উত্তরে লিখিয়াছেন তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া কোন পত্র লিখেন নাই, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যাহা বলিয়াছেন তিনি তাহাই করিয়াছেন, বিশেষতঃ যে স্থলে উভয় গবর্ণমেণ্টের মতের অনৈক্য হইয়াছে তথায় তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাই সাবধানে প্রতিপালন করিয়াছেন। তথাপি বঙ্গদেশবাসীরা লার্ড কানিঙকে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও কৃষকদিগের উদ্ধার কর্ত্তাকে এক চিত্র পট দিলেন।

কড়াইয়ের লুঠের দ্রব্য বিক্রীত হইয়া ৩,৫০০০০ টাকা লব্ধ হইয়াছে, এক একটি আকবরী মোহর ৫০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। পাতিয়ালার রাজা ও কাশ্মীর এক জন মন্ত্রি অধিকাংশ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অদ্য ভাগলপুরে গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস সম্পাদক বলেন হায়দরাবাদের নবাবের বাটীতে প্রতিমাসে দুই স-

হস্র টাকার বরফ ব্যয় হয়। তথাপি নবাবের শরীর শীতল থাকে না কেন ?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, জন রক্তের ফাঁশী হওয়া অন্যায় হয় নাই। এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সকলে উক্ত ব্যক্তির বিষয়ে যাহা লিখিত হয় তদ্বিষয়ে উক্ত সম্পাদক লিখিয়াছেন “ তাঁহারা (এতদ্দেশীয় সম্পাদকেরা) যথার্থ পৌত্তলিকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। ” এতদ্দেশীয়দিগকে কথায় কথায় হত্যা করা খৃষ্টিয়ানের কার্য্য। সেই হত্যাকারীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করাও খৃষ্টিয়ানের অলঙ্কার। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যদি এই ব্যাখ্যা হয়, তবে পৌত্তলিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষে থাকুক।

১৪ই আষাঢ় শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দশ লক্ষ টাকার পয়সা প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা শুনিলাম জুলাই মাসের প্রারম্ভে বর্দ্ধমানে একটি ওকালতী পরীক্ষা হইবে।

শুনা গেল হায়দরাবাদের নবাবকে নূতন খেতাব দিবার সময়ে তত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডেবিডসন ও ৪০ জন আফিসর জুতা ত্যাগ করিয়া সভায় যাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণেলকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কেহ জুতা পায়ে দিয়া না গেলে তিরস্কার খায়। জুতা পায় দিয়া গেলে নিষ্ট হইতে আহার বা নাম কাটা যায়। কি পক্ষপাত।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স সম্পাদক ফরাশী উপনিবেশে কুলি লইয়া যাইবার পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয় কেন

কোচিন কুরিয়ার পত্রে লিখিত হইয়াছে, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা স্বীয় রাজ্যমধ্যে গবর্ণমেণ্টের নূতন নোট প্রচলনের আজ্ঞা দিয়াছেন

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার যথার্থই বলিয়াছেন নিয়ম বহির্ভূত প্রথা। (নন রেগুলেসন) অতি জঘন্য। কর্ম্মচারিগণ ভাল হইলে কতক সুখ হয়, নচেৎ এই প্রণালী দ্বারা লোকের কেবল কষ্ট। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

উক্তপত্রের একজন পত্রপ্রেরক ঢাকার বিধবা বিবাহের উদ্যোগী ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারীদিগের কার্য্য বিবরণ জানিতে ইচ্ছু হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহারা এত আড়ম্বর করিয়া শেষে কি করিলেন ? এদেশের লোকেরা এসকল বিষয়ে যা করিয়া থাকেন ! কলায় বজ্র হইবার ভয় বড়।

১৫ই আষাঢ় শনিবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম অদ্য বেলা দশটার সময় মাতলা রেইলওয়ের পিয়ালির পুলের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া কতক গুলি হত ও আহত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে হতের সংখ্যা দশ ও আহতের সংখ্যা কুড়ি। পিয়ালির পুল মাতলা রেইলওয়ে কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

পাঠকবর্গ ইউরোপীয় সমাচারে দেখিবেন কাবুলের যুদ্ধে হস্তার্পণ করা লার্ড পামরষ্টনের অভিপ্রেত নহে।

বোম্বাইয়ে অতিশয় ঝড় হইয়াছে।

ফিনিক্সের আলাহাবাদের সংবাদদাতা বলেন তথায় কয়েক ব্যক্তি অলঙ্কারের লোভে একটি বালকের প্রাণ বধ করিয়াছে। এই অনিষ্ট প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তথাপি এ দেশীয়েরা সন্তানকে অলঙ্কার পরাইতে ছাড়েন না।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানার ব্যয় সংক্ষেপ করা হইতেছে। যে সকল লিথ গ্রাফর প্রভৃতিকে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা হইতে লইয়া যান, তাঁহাদিগের কি উপায় হইবে ?

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার পারিসস্থ সংবাদদাতা বলেন, গিরার্ড নামক এক জন ইঞ্জিনিয়ার কেবল জল। বায়ু রেইলওয়ে শকট চালাইতেছেন। ফরাসীসম্রাট ইহা দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। এক্ষণে সামান্য পথে রেইলওয়ের ন্যায় গাড়ি চালাইতে পারিলে দর্শন শাস্ত্রের সবিশেষ মহিমা প্রকাশ পায়।

উক্তপত্রের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা বলেন ইংলণ্ডে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০০০ বলণ্টিয়র সৈনিক হইয়াছে। ভারতবর্ষের বলণ্টিয়রেরা কেবল সাধারণ অস্ত্রাগার শূন্য করিলেন।

অদ্য পূর্ব্ববাঙ্গালার রেইলওয়েতে পরীক্ষার্থ বাষ্পীয় শকট রাণাঘাট পর্য্যন্ত যাইবে। বাষ্পীয় শকট দুইখানি, প্রথম শ্রেণির গাড়ি ও এক খানি দ্রব্যের গাড়ি গিয়াছে। কয়েক জন ইঞ্জিনিয়র আরোহী হইয়া গিয়াছেন। পূজার পূর্ব্বেই সাধারণে যাইতে পারিবেন।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪টাকার সিকা	৯১। ৯১॥০
৪টাকার কোম্পানির	৮৩।০।৮৩॥০
৫টাকার ঐ	১১২।১১২৸
৫॥ টাকার ঐ	১১৪।১১৪৵

শুভকরী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

গত মাসের শেষ।

ইউনাইটেড্ এষ্টেট্‌স্—দাসত্ব—যুদ্ধ।

দক্ষিণ কারোলিনা প্রদেশের একটী সভাতে কোন সময়ে এই প্রস্তাব হইয়া ছিল যে, দাসদিগকে উত্তম রূপে আহারাদি প্রদান করিয়া অল্প পরিমাণে কর্ম্ম করাইলে অধিক লাভ হয় না; অত্যল্প আহার দিয়া দিবা রাত্র খাটাইয়া সাত আট বৎসরের মধ্যে উহাদের আয়ুঃশেষ করিয়া দিলে অধিক লাভ হয়। সভ্য মহাশয়েরা নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া পরিশেষে এই স্থির করিলেন যে, শেষকল্পই অপেক্ষাকৃত লাভজনক সুতরাং ঐ কল্পই পরিগৃহীত হইয়াছে।

যে সমস্ত প্রদেশে চিনি ও তুলা জন্মায়, সেখানকার দাসেরা প্রায় প্রত্যহ ১৫। ১৬ ঘণ্টা কর্ম্ম করিয়া থাকে। এবং সময়বিশেষে তাহাদিগকে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি কর্ম্ম করিতে হয়। ফলতঃ লুসিয়ানা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশেই সময়ের নিয়ম নাই। অন্যান্য প্রদেশের প্রভুরা ইচ্ছা করিলে যতক্ষণ দাস মৃত হইয়া ভূমিতে পতিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করাইতে পারেন। সদয় লুসিয়ানার নিয়ম এই যে, দিবা রাত্রির মধ্যে দাসকে ২॥০ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দিতে হইবে।

যদি দাসের কোন প্রকার ত্রুটি হইল তবে তাহাকে ভয়ানক দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কখন বা হস্তে রজ্জু বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়; কখন বা নগ্ন করিয়া কশাঘাত করা হয়, কখন বা উপুড় করিয়া ফেলিয়া হস্ত পদ খোঁটাতে বাঁধিয়া দোষী ব্যক্তির পুত্র কি ভ্রাতা কর্ত্তৃক আহত করান হয়; কখন বা ছুরিকা দ্বারা অঙ্গ চিরিয়া দেওয়া, কখন বা পিস্তল দ্বারা গুলি মারা কখন বা ক্রোধান্বিত বিড়াল দ্বারা গাত্র ক্ষত বিক্ষত করা, কখন উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা গাত্রে দাগ দেওয়া, ইত্যাদি অভাবনীয় ভয়ানক শাস্তি দাসদিগকে ভোগ করিতে হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন, দন্ত উৎপাটিত, কর্ণ ছিন্ন, ইত্যাদি ব্যাপার ত সর্ব্বদাই

হইয়া থাকে। গত বৎসর স্ত্রীলোকেরও এরূপ শাস্তি হইতে ত্রাণ পাইবার বিষয় নাই। তত্রত্য সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে যেরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার দুই একটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ তদ্দ্বারা দাসদিগের দুরবস্থার বিষয় সহজেই অবগত হইতে পারিবেন।

“আমার দাসী নাম—পলায়ন করিয়াছে। উহার কর্ণে ও গলদেশে কশাঘাতের বিলক্ষণ চিহ্ন আছে।”

“আমার তিন জন দাস পলায়ন করিয়াছে, এক জনের পৃষ্ঠদেশে কশাঘাতের বিলক্ষণ চিহ্ন আছে, ওষ্ঠ ও চিবুক বিলক্ষণ ক্ষত।”

“আমার তিন জন দাস পলায়ন করিয়াছে। এক জনের কর্ণ নাই, এক জনের একটী চক্ষু নাই ও এক জনের হস্ত ভগ্ন।”

উত্তর কারোলিনার একটী নিয়ম এই যে, দাসকে লেখা পড়া শিখাইলে কি কোন পুস্তক পড়িতে দিলে শুভ্র ব্যক্তির দুই শত ডলার জরিমানা ও কাফ্রির কারাবাস হইয়া থাকে।

দাসদিগের অবস্থার বিষয় আর অধিক লিখিবার স্থান নাই; অতএব এস্থলে একটী অত্যন্ত শোচনীয় বিষয়ের বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হই।

“এক ব্যক্তি লুসিয়ানা প্রদেশে গিয়া সচরাচর লোকে যেরূপ করিয়া থাকে, অনেক ঋণ করিয়া চাস কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, বৎসর২ যে রূপ উপার্জ্জন হইত, তদনুরূপ উত্তমর্ণদের দেয় পরিশোধ করিতেন। তিনি তত্রত্য আর একটী সাধারণ প্রথা অবলম্বন করিলেন—একটী কাফ্রি বংশোদ্ভব স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয় করিলেন। দেশীয় নিয়মানুসারে শুভ্র কায় ব্যক্তির সহিত কাফ্রিবংশ জাত কন্যার বিবাহ হইতে পারে না, সুতরাং আইন অনুসারে সেই কামিনী তাঁহার বিবাহিত পত্নী স্বরূপ হইল না, কিন্তু ন্যায় ও যুক্তি মার্গ অনুসারে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটী বুদ্ধিমতী, রূপবতী, জ্ঞান সম্পন্ন ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহারা দুই জনে পরম সুখে বিংশতি বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটীর বর্ণে কৃষ্ণদেহের লেশ মাত্রও ছিল কি না, সন্দেহ, কিন্তু তাহার কাফ্রি কুল হইতে উদ্ভব, সুতরাং তাঁহার সন্তান সন্ততিরা দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইতে পারে না, এই শঙ্কা করিয়া স্ত্রীলোকটী স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য স্বামীকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। স্বামী আজি কালি করিয়া ঔদাস্য করিতেন। অবশেষে তিনটী কন্যা রাখিয়া দুই জনেরই মৃত্যু হইল। কন্যা তিনটী পরম সুন্দরী ছিল; একটীর বয়স ১৫, একটীর ১৭ ও একটীর ১৮ বৎসর। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা উঁহাদের পৈতৃক বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে আইসেন। তিনি ভ্রাতৃকন্যাদের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচির কাল মধ্যে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সমাজে লইয়া যাইবেন, এমন আশা দিলেন। মৃত ব্যক্তির অত্যল্প ঋণ ছিল। উত্তমর্ণদিগের নিকট মৃত অধমর্ণের যাবতীয় বিষয়ের ফর্দ্দ দিবার রীতি ছিল; সুতরাং তিনি তাহাই করিলেন। কোন উত্তমর্ণ আসিয়া কহিল যে, তিনি সমুদায় বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই—তিনি দাসের প্রকৃত সংখ্যা প্রদান করেন নাই, তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যাদের বাদ দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সমুদায় উত্তমর্ণের দ্বারে২ গিয়া বিনীত ভাবে করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরা কহিল “আমরা এমন বহু মূল্য দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে পারি না।” তখন তিনি ভ্রাতুষ্কন্যা গুলির পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজের সমুদায় সম্পত্তি দিতে চাহিলেন এবং বলিলেন “ইহাদিগকে দাসী করিবার জন্য লোকে যত মূল্য দিতে চাহিবে, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি আপনারা ঐ গুলিকে পরিত্যাগ করুন।” তাহারা উত্তর করিল, “উহারা দাসাবৃত্তি ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বিশেষের উপযুক্ত, তাহাতে নিয়োজিত করিলে বহুতর লাভ হইবে।” তখন তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে তাদৃশ অবস্থান্বিত করা অপেক্ষা উহাদিগকে বিনাশ করাই ভাল। অবশেষে ভ্রাতুষ্কন্যাদের অদৃষ্টে কি আছে তাহা তিনি হঠাৎ তাহাদের সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। শুনিবামাত্র তাহাদের যে কি হইল তাহা আর কি বলিব। তিনি বলিয়াছেন যে কাহাকে শোক বলে, কাহাকে আর্ত্তনাদ বলে ইতি পূর্ব্বে তিনি তাহা অবগতই ছিলেন না। তাহারা সেই অবধি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল এবং বিক্রয়ের সময় পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও পরস্পর চক্ষুর অন্তরাল হইল না। অবশেষে নিউ অর্লিয়ন্স বিপণিতে তাহারা অত্যুচ্চ মূল্যে অবক্তব্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে ক্রীত হইয়াছে, এখন তাহারা কোথায় কেহই জানে না, কিন্তু এক দিন অবশ্যই তাহারা পরমেশ্বর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সমুদায় ব্যাপারের সাক্ষ্য দিবে।”

যে যে প্রদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত আছে ও যে যে প্রদেশে প্রচলিত নাই তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সংক্ষেপে এই বলা যাইতেছে যে উত্তর খণ্ডে দাসব্যবসায় চলিত নাই; দক্ষিণ খণ্ডে আছে। স্বাধীন প্রদেশে (উত্তর খণ্ডে) বসতি প্রায় ১৯০৩৬১৭৩, দাস প্রদেশের বসতি স্বাধীন ৮,০৬২,৪৭০, দাস ৩,৯৯৯,৩৫৪ সমুদায়ে ১২,০৬২,৩২৬। উত্তর খণ্ডের পরিমাণফল ৬১২,৫৯৭ বর্গ মাইল অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একত্রিত হইলে যত হয় তাহার দ্বিগুণ। এই ক্ষণে এই দুই খণ্ড পৃথক হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, উত্তর খণ্ডের প্রেসিডেন্ট লিন্‌কলন, দক্ষিণ খণ্ডের প্রেসিডেন্ট ডেবিস। যুদ্ধের কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি এক দেশের মধ্যে পরস্পর ভিন্ন মতাবলম্বী দুই সম্প্রদায় থাকে তাহা হইলে সে রাজ্য কখনই সুশৃঙ্খল থাকে না। দক্ষিণ দেশের লোক এরূপ দাসব্যবসায় অনুরক্ত যে ঐ প্রথার বিপরীত কথা শুনিবামাত্র অমনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। যদি এই প্রস্তাবটী ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইত আর যদি ঘটনাক্রমে প্রস্তাবলেখক দক্ষিণ খণ্ডে উপস্থিত হইতেন তবে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইত সন্দেহ নাই। দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করাতে হেল্পরের যে দুর্গতি হইয়াছিল এস্থলে তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। হেল্পর একজন দাক্ষিণাত্য লোক, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া ছিলেন যে দাসব্যবসায় প্রচলিত থাকাতে দক্ষিণ খণ্ডের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। তিনি উত্তমরূপে প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলেন প্রথমে দক্ষিণ খণ্ড অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কিন্তু কালসহকারে উত্তর খণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে আর দাস ব্যবসায় প্রচলিত থাকাতে দক্ষিণখণ্ড ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে। দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধ গ্রন্থ প্রচার করাতে দক্ষিণ খণ্ডের লোকেরা হেল্পরকে মহাসভার মধ্যেই অপমান করিয়াছিলেন। যদি কেহ দাসত্বের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে তবে তাহাকে এই বলা হয় তুমি একবার দক্ষিণে গমন করিলে আর প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। এদিকে উত্তর খণ্ডের লোকদিগের দাসব্যবসায়ের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ। যখন একটী নূতন প্রদেশ যুক্ত হয় তখন সেই নবভুক্ত প্রদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত হইবে কি না ইহা লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া উঠে। মিসৌরি যুক্ত করিবার সময় বিবাদের সূত্রপাত হয়। সেই অবধি দুই পক্ষে ঘোরতর বিসম্বাদ হইতেছিল। কখন বা এক পক্ষের জয় কখন বা অন্যের

পক্ষের জয় অর্থাৎ, কখন দাসত্বের পক্ষে কখন বা দাসত্বের বিপক্ষে নিয়ম বিধিবদ্ধ হউক। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া দিয়াছেন যে শীঘ্রই উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশবাসীরা পরস্পর পৃথক হইবে। অবশেষে, ক্যালহের প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশবাসি লিঙ্কলন সাহেব প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এই শ্রবণ করিবামাত্র দক্ষিণ খণ্ডের ৭টী দাস প্রদেশ পৃথক হইল; সেই অবধি যুদ্ধ হইতেছে।

দাসত্বপ্রচলিত প্রদেশ মাত্রেই যে দক্ষিণ খণ্ডের সহিত যোগ দিয়াছে এমত নহে। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কলন ঐ মধ্যবর্ত্তী প্রদেশগুলিকে হস্তগত করিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ঐ সমস্ত প্রদেশের দাসগুলিকে ক্রয় করিয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে উহারা আর দক্ষিণ খণ্ডের সহিত যোগ দিবে না, শত্রুপক্ষ সহায়হীন হইয়া হয় ত্বরায় পরাজিত হইবে। এ ব্যবসায়াধ্যবসায় কিন্তু উহাতে সভাপতির বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যেই কলম্বিয়া প্রদেশের দাসদিগকে মুক্তি প্রদানের অনুমতিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে দক্ষিণ খণ্ডের লোকেরা অনেকবার জয় লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে উত্তরখণ্ডের লোকেরাই জয় লাভ করিতেছেন। অতঃপর ঐ যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া কঠিন হইবে। উত্তর খণ্ডে এরূপ রাজ আজ্ঞা হইয়াছে যে লোকে যেন অতঃপর যুদ্ধের সংবাদ না পায়। টাইম্‌স্ পত্রিকার সংবাদদাতা রসেল সাহেবকে যুদ্ধ স্থানে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ভাল বুঝা যায় না।

যাহা হউক ভ্রাতৃকুল মধ্যে সমরানল যত শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয় ততই আহ্লাদ। শীঘ্র সন্ধি হউক, শীঘ্র দাসত্ব উঠিয়া যাউক এই আমাদের একান্ত বাসনা।

দক্ষিণ খণ্ডে তুলা ও চিনি প্রচুররূপে জন্মিয়া থাকে; ঐ তুলা হইতেই পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু সম্প্রতি দক্ষিণ খণ্ডবাসীরা যুদ্ধে মত্ত হইয়া তুলা প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য স্থানান্তরে নীত হইতে দিতেছেন না। এখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঘোর বিপদ। আমেরিকার তুলাতে এই দুই স্থানের অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সুতরাং সম্প্রতি ঐ সকল লোকের জীবিকার বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠিয়াছে *; ইংলণ্ডের প্রায় ৫০,০০০ লোকের অন্ন হইতেছে না। শুনা যাইতেছে যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া যাহাতে উহার নিষ্পত্তি হয় তাহা করিবেন। এমন কি যদি রণ ভিন্ন নিষ্পত্তি না হয় তবে তাহা হইতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। কিন্তু যে ইংলণ্ড দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ২০০০০০০০০ বিশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং যে ইংলণ্ড ঐ মহতী কীর্ত্তি দ্বারা জগন্মান্য হইয়াছেন, সেই ইংলণ্ড যে দাসত্ব প্রথার কিছুমাত্র পোষকতা করিবেন, ইহা কি বিশ্বসনীয় হইতে পারে? কখনই না, কখনই না।

* এই বিপদ উপস্থিত হইবার আশঙ্কাক্রমে এই দেশে তুলা চাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। নীল দ্বারা যেরূপ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বোধ করি তুলাতেও সেইরূপ হইবেক।

৩রা জুন পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

সেনাপতি ম্যাকিলন রিচমণ্ডের কয়েক ক্রোশ দূরে আছেন। বিদ্রোহীরা উক্ত নগরের সম্মুখে শিবির স্থাপিত করিয়াছে। একরূপ জনশ্রুতি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে অধিক সংখ্য সৈন্য আছে।

বিদ্রোহীরা রিচমণ্ডের সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে জেমস নদীতে গবর্ণমেণ্টের মনিটর ও অন্যান্য লৌহাবৃত জাহাজকে পরাভূত করিয়াছে।

করিন্থের নিকটে অদ্যাপিও কোন যুদ্ধ হয় নাই সকলে অনুমান করিতেছেন, মেম্ফিস নগরের সন্নিহিত রাইট দুর্গের নিকটে গবর্ণমেণ্টের কামানের জাহাজের সহিত বিদ্রোহীদিগের কামানের জাহাজের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে

গবর্ণমেণ্টের একজন সেনাপতি এক ঘোষণা পত্র দ্বারা জর্জিয়া দক্ষিণ কারোলিনা ও ফ্লোরিডার ক্রীত দাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার আজ্ঞা দেন। সভাপতি লিঙ্কলন বলিয়াছেন ঐ ঘোষণা তাঁহার অসম্মতিতে হইয়াছে।

নিউ অর্লিয়ন্সের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার সবিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

রোমনগরস্থিত ফরাসী সেনা কমাইয়া অর্দ্ধেক করা হইয়াছে। কাউণ্ট মণ্টিবেলো তত্রত্য সেনাপতি হইয়াছেন। মসুর লাবালেট রোমে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

হাউস অব কমন্সে দুই দলে (হুইগ ও টোরি) সাধারণ ব্যয় লইয়া ঘোরতর বিবাদ করিবেন। ষ্টান্‌স্‌ফিল্ড সাহেব প্রস্তাব করিবেন এই ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। লার্ড পামরষ্টন এই প্রস্তাব সংশোধনের প্রসঙ্গ করিবেন।

যদি ষ্টান্‌স্‌ফিল্ড সাহেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে ওয়ালপোল সাহেব লার্ড পামরষ্টনের প্রস্তাবের সংশোধনপ্রসঙ্গ করিবেন।

হাউস অব কমন্সে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, সৈন্যদলের আফিসারের পদ ক্রয় করিবার প্রথা আছে, তাহা রহিত করিবার উপায়ানুসারে পদ ক্রয় নিয়ম করা কর্ত্তব্য। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

হিরাটের সহিত আফগানিস্থানের যে যুদ্ধ হইতেছে, হাউস অব কমন্সে তদ্বিষয়ক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। লার্ড পামরষ্টন বলেন এযুদ্ধে ইংলণ্ডের হস্তার্পণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

তুরস্ক সেনারা মন্টিনিগ্রোর লোকদিগকে কয়েক যুদ্ধে গুরুতররূপে পরাজিত করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৯এ মে—বাবু রামতারক রায় রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সদর আমীন হইবেন।

বাবু মদনগোপাল [illegible] প্রতিনিধি সদর আমীন ও সদর মুনসেফ হইবেন।

১৭ই জুন—বাবু জয়ানন্দ(?) গোস্বামী গৌহাটির সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাকার্য্যের কমিটির এক জন সভ্য হইবেন।

১৮ই জুন—জে, সি, গেডিস সাহেব পাবনার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাকার্য্যের কমিটির এক জন সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।

১৯এ জুন—জে, এফ, কে, হিউইট সাহেব সাহাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এল, হিলি সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১০ই জুন—সাঁওতাল পরগনার অন্তঃপাতি দুমকার সহকারী কমিসনর জে, হুট সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তঃপাতি রাজমহলের সহকারী কমিসনর এ, ডবলিউ, হুলাট(?) সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতি গোদার সহকারী কমিসনর জি, সি, এস্‌ স্মিথ সাহেব ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে ও সুপ্রিমকোর্টে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন। এবং তদ্ভিন্ন সকল ক্ষমতা পাইবেন।

২১এ জুন—নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা কলিকাতার মাতব্য চিকিৎসালয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইবেন।

আলানকৌকল(?) সাহেব। বাবু হীরালাল শীল।

এম, লচ সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাস ও বার্ত্তা শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক হইবেন; কিন্তু যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় উক্ত কালেজের প্রতিনিধি ইতিহাস ও বার্ত্তা শাস্ত্রের অধ্যাপক থাকিবেন।

বাবু প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাস ও বার্ত্তা শাস্ত্রের প্রতিনিধি সহকারী অধ্যাপক হইবেন।

কাশিমপুরের মুনসেফ বাবু গোপীনাথ মৈত্র ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসা-

ফরিদ পুরে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২৩এ জুন—জে, ডবলিউ বুক সাহেব বাকেরগঞ্জের রবেণ এজেন্টের প্রতিনিধি সহকারী হইবেন।

ডবলিউ কেম্বল সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের সহকারী হইয়া ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮১৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮০৮ অব্দের ২৯ আইন, ধারা ১৮৩৫ অব্দের ৯ আইনের ২ ধারানুসারে ২৪পরগনার নিমক চৌকির সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিচারের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল লতিফ শিয়ালদহের মৌলবী ওয়াজিদ্দিন নবি।

কাজি মৌলবী আলি মহম্মদ।

পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি প্রদেশীয় পণ্ডিত।

২৩ এ জুন—মঙ্গল পুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি বি ক্লিমার সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

পাটনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ. ডবলিউ, আলেক জাণ্ডার উক্ত জেলার দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই গ্রে সাহেব মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

সি বি গারেট সাহেব পাটনার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যত দিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় হুগলির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

ডবলিউ এল, হলি সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এই নিয়োগ গুল উইগ্রাম সাহেবের বিদায় লইয়া লই সঙে যাইবার পর অবধি হইবে।

প্রেরিত।

সবিনয় নিবেদন মহাশয় কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক মদীয় কতিপয় পংক্তি সংশোধন করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

আমি পূর্ব্বে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বিষয় লিখিয়াছি, একণে ফৌজদারি আদালতের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু একণে পুলিসের আইন পরিবর্ত্ত হইয়াছে সুতরাং পুরাতন পুলিস দেখিয়া আমি যে সকল নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম, তাহা লেখা বৃথা। যাহা হউক, মফঃসলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের কাৰ্য্য পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে এক জন লোক নিযুক্ত হওয়া উচিত, অথবা উপস্থিত বিচারপতিরা অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে দুই বার আসিয়া গোপনে প্রজাদিগের নিকট হইতে ইহাদিগের গুণ দোষের বিষয় শ্রবণ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে অনেক ডেপুটী বাবুরা ভালরূপে কার্য্য করেন না, এবং ইহাদিগের প্রকৃতিও ভাল নহে। কেহ কেহ অতিশয় ধূর্ত্ত, কেবল কৌশল করিয়া আপনার উন্নতি করিয়া লন, পরের দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কেহ কেহ অর্দ্ধ উন্মত্ত, আপনি কিছুই করিতে পারেন না, পরের দ্বারা সকল কার্য্য করাইয়া লন, কেহ কেহ অতিশয় উদ্ধত স্বভাব অত্যন্ত লোক পীড়ন করেন, কেহ কেহ বর্ণাভিমানী আপনার পদের গৌরবে অনেক নির্দোষী ব্যক্তিকেও ক্লেশ দেন।

পূর্ব্বোক্ত ভাব ডেপুটী বাবুদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া লেখনী দূষিত করিবার আবশ্যকতা নাই। একণে পুলিসের আর একটি বিষয় লিখিতে হইবে। মফস্বলে সিপাহী দৈনোর অতিশয় দৌরাত্ম্য করে, পুলিস দ্বারা কোনরূপে শাসিত হয় না, অতএব এবিষয়ের একটা উপায় হওয়া উচিত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি বেলগ্রামে অর্দ্ধেকের অধিক লোক এমনো উঠিয়া গিয়াছে! হায়! তাহাদিগের ভগ্ন গৃহসকল দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কোন কোন গৃহ একে বারেই ভূমিশায়ী হইয়াছে, কোন গৃহের ভিত্তি অর্দ্ধভগ্ন হইয়াছে ছাদ মধ্য দিয়া আলোক দেখা যাইতেছে, কোনগৃহের উপরে তৃণমাত্রও নাই, কোন কোন গৃহের অঙ্গনে কেবল ভগ্ন কুম্ভপাত্র মাত্র পতিত রহিয়াছে, এইসকল দেখিয়া অন্তঃকরণ দুঃখে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু কি করি কোন ক্ষমতাই নাই, পরিশেষে এই ভাবিতে লাগিলাম তদ্যাদৃশে জগন্নাথাৎ কোন ত্রাতা ভবিষ্যতি, সেই জগদ্বন্ধু ব্যতীত রাক্ষসতোর দৌরাত্ম্য হইতে আমাদিগকে কে রক্ষাকরিবে।

ক্রমশ কারিণ

—o—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু।

১। এখানকার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ এইচ রবিন্সন্ সাহেব কিয়ৎক্ষণেই মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এখানে পদার্পণ করিবার অনতিবিলম্বেই পীড়া পিশাচী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রায় একদিনও স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিতে শক্ত হন নাই এক মাস অতীত না হইতে হইতে দুরন্ত কাল তাঁহাকে কবলিত করিয়া স্বীয় জঠরজ্বাল নিবৃত্ত করিয়াছে। সম্প্রতি ইংলিশম্যান বিফর্ম্মরের কোন পত্রপ্রেরক অত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ আসিষ্টান্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বি কেওল সাহেব মহোদয়ের কুচিকিৎসার বরিন্সন্ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন বলিয়া একখানি ঘৃণিত পত্র প্রকাশ করাতে শ্রীযুক্ত ডাক্তর সাহেব ও শ্রীযুক্ত উইলিয়ম টেবি ক্রোধান্ধ হইয়া পত্রপ্রেরকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সন্দিগ্ধচিত্ত কেবল ইংরাজিভাষাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য বাঙ্গালিগণের দ্বারে দ্বারেই ভ্রমণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মিসনরি শ্রীযুক্ত বেবদেও কিন সাহেব মহোদয়ের বাতায়নতলে উঁকঝুঁকিপাত করিয়া শঙ্কচিত্তচিত্তে প্রত্যাগত হইতেছে। শুনিতে পাই বিফরমর সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখা হইয়াছে। প্রত্যুত্তর পাইলেই একটি বিখ্যাপবাদের মোকদ্দমা উত্থাপিত হইবেক।

২। এই জিলার অন্তঃপাতি থানা কেশপুর মণ্ডিত [illegible] গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার মহাশয় নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির একটি একাদশবর্ষীয় সন্তান ঐ গ্রামনিবাসি কতিপয় নীচ জাতীয় দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্দেশ হওয়াতে অত্রত্য সেসন্ জজ শ্রীযুক্ত আর, এইচ রাশল সাহেব মহোদয়ের বিচারে হত্যাকারি ৫ ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইয়া দস্যুগণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আজ্ঞা এবং আদেশ হইয়া গিয়াছে। ফ [illegible] কিছুই একটির অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার মূলীভূত কারণ। রামকুমার বাবু প্রায় লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইয়াও সন্তান সন্ততির বিদ্যাশিক্ষার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না করিয়া তাহার হস্তে কিছু টাকা দেওয়াতে বালকটী তাহাদের লোভে ঐ দুরাত্মাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। ঐ বালক এক দিবস দস্যুকর্ত্তৃক আহূত হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে দস্যুদিগের গৃহে গুপ্ত আসিবার জন্য গমন করিল। তাহাদিগের সহিত বাক্য কলহ করাতে তাহারাও উক্তবাক্য প্রয়োগ করে। তাহাদিগের দৌরাত্ম্য অনেক কর্ম্মে লোচন হরিবা ইহাতে ধর্ম্মলোক দুষ্টগণকে ধমক দিল তাহারা হত্যা করিল, ঐ বালকটীকে হত্যা করিয়া অন্য স্থানে নিরাপদ স্থান করে। একণে ধনাঢ্য মহাশয়গণের প্রায় অনেকানেক সন্তানগণের শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন হইয়া এই প্রকারে মনস্তাপ ভোগ করিয়া থাকেন।

১৯এ জুন ১৮৬২।

মেদিনীপুর।

প্রবাসি জনস্য।

—

মূল্যপ্রাপ্তি।

পোতাজিয়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, পাবনা।	
১২৬৯ চৈত্র অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০	
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় যশোহর	
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫	
,,	কেদারনাথ দাস মেদিনীপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫	
,,	হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫	
,,	রেবরেণ্ড ইয়ঙ্গ সাহেব কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫	
,,	রামনারায়ণ দাস কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫	
,,	ধনপতি সিংহ বাহাদুর মুরশিদাবাদ
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০	
,,	মতিমচন্দ্র মজুমদার বগুড়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫	
,,	কৈলাসচন্দ্র দত্ত চিৎপুর
১২৬৯ বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত কোং ৫	
,,	কর্ণেল কেনিংটন সাহেব লণ্ডন
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১৫	

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব [illegible] সোমাপুর স্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটী [illegible] সোমবারে প্রাতে প্রকাশিত হয়।

৭

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

৫ ভা.গ। ১১ স. বা। } সন ১২৬৯। ২৪ আষাঢ়। ইং ১৮৬২। ৭ জুলা। { মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৪এ আষাঢ় সোমবার।

হুগলীর জুরি ও নরবলি।

কয়েক সপ্তাহ অবধি হুগলীর নরবলি প্রসঙ্গ লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতেছে। ইংরাজী সম্পাদকদিগের অনেকে বাস্তবিক বোধ করিয়া ইহাতে প্রত্যয় করিয়াছেন। তৎসংক্রান্ত মকদ্দমায় যাঁহারা জুরি হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঘটনা হইবার এবং জুরির বিচারে দোষ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহার বিবেচনা করিয়া লোকের মনে যে অযথাভূত সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার দূরীকরণ নিতান্ত আবশ্যক। হুগলী কলিকাতার অধিক অন্তর দূরবর্ত্তী নহে। উহা গবর্ণমেণ্টের চক্ষুর উপরে রহিয়াছে বলিলে হয়। বিশেষতঃ ঠগী মাজিষ্ট্রেট ও ডাকাইতি কমিসনর হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতিতে যে প্রতাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তত্রত্য লোকেরা আজিও বিস্মৃত হন নাই, বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ স্থলে আজি কালি নরবলি দিবার ইচ্ছা ক্রমক্রমেও কি কাহার মনের মধ্যে উদিত হওয়া সম্ভাবিত হয়? যাহা হউক, এক্ষণে উহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করা হইতেছে পাঠকগণ! উহার তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিবেন।

জাহানাবাদে রামেশ্বর রায় নামে এক জন সদ্গোপ বাস করে। উহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে। তন্মূলক (যেমন আমাদিগের জমীদার ও তালুকদারগণের সচরাচর হইয়া থাকে) প্রতিবাসিগণের সহিত তাহার সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। সে নিজেও ভাল মানুষ নহে। কয়েকবার তাহার নামে নালীশ হইয়াছিল, তাহার দ্বারা গুরুতর পাপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভাবিত নয়। কিছু দিন হইল, কয়েক ব্যক্তি একপরামর্শী হইয়া বৈরসাধন করিবার উদ্দেশে হুগলীর ডাকাইতি কমিসনরের নিকটে এই বলিয়া নালীশ করে যে রামেশ্বর একটি বিংশতিবর্ষীয় যুবককে আপনার প্রতিষ্ঠিত কালীর নিকটে নরবলি দিয়া তাহার দেহ অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছে। কমিসনর তৎক্ষণাৎ তাহার বাটীতে যাইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া সেসিয়নে সমর্পণ করেন। এস্থলে ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক যে তাহার কালীর নিকটে যুবকের ছিন্ন মস্তক দৃষ্ট হয়। রামেশ্বরকে দুশ্চরিত্র বলিয়া পূর্ব্বে জজের সংস্কার জন্মিয়াছিল; এক্ষণে এই অপবাদ শ্রবণ ও তাহার দেবী গৃহে ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া তাহাকে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, এবং জুরির নিকট [illegible]কারের অনুরূপ মকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিলেন।

রামেশ্বরের বিপক্ষে যাহারা সাক্ষ্য দিতে আইসে, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান, সে বলিল, ৬ই জৈষ্ঠ অমাবস্যা প্রায় রাত্রি ৮।০ ঘটিকার সময়ে রামেশ্বর বিংশতিবর্ষীয় একটি যুবককে নরবলি দিয়াছে। জুরিরা জিজ্ঞাসা করিলেন" তুমি কি প্রকারে জানিলে?" সাক্ষী বলিল" আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি" সে আরও বলিল "আমি দেড়রশি (১২০ হাত) দূরে দণ্ডায়মান ছিলাম, দেখিয়াছি রামেশ্বর এক হস্তে যুবককে ধরিয়া অন্য হস্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে।" কিন্তু জুরিরা পঞ্জিকা আলোইয়া দেখিলেন ৬ই জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা নহে। অপর, অমাবস্যার রাত্রি, ঘোরতর অন্ধকার, ১২০ হাত দূর হইতে মনুষ্যের নিরীক্ষণ করা কি সম্ভাবিত হয়? সাক্ষী বলে, রামেশ্বরের নিকটে প্রদীপ ছিল না। বিশেষতঃ বিংশতি বর্ষীয় যুবককে রামেশ্বর এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্তে বলি দিল! সে গোলযোগ অথবা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল না! ইহা কখন সম্ভাবিত হয় না। অপর, বলীকৃত ব্যক্তির মস্তক গোলাকারে ও ঋজুরে

থায় ছিন্ন দৃষ্ট হয়। এক হাতে ধরিয়া অন্য হাতে ছেদন করিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে রামেশ্বরের পক্ষীয় সাক্ষিগণ বলে ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার সময় তাহার স্ত্রী প্রসব হয়; সে ধাত্রী আনাইয়া আপনার অপর একটী সন্তান লইয়া নিজ গৃহে বসিয়া ছিল। তিন জন সাক্ষী এইরূপ কহিয়াছে। তাহাদিগের জবানবন্দির কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

এরূপ স্থলে কোন্ জুরি এই ব্যক্তিকে অপরাধী বলিতে পারেন? জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ব্যবস্থাপকেরা বলিয়াছেন "জুরিরা সাক্ষিগণের জবানবন্দির অনুসারে আত্মমত প্রকাশ করিবেন"। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ দুই প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে, এক, ধর্ম্মনীতি অনুসারে; দ্বিতীয়, আইনের অনুসারে। আইনের অনুসারে যে ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ না হয়, বিচারপতি কখন তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন না! যদি এই নিয়ম হইল, তাহা হইলে হুগলির জুরিদিগের কি দোষ আছে? তাঁহারা কি এক ব্যক্তির পূর্ব্বকার দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়া সন্তোষকর প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার প্রাণ দণ্ডের বিষয়ে মত দিতে পারেন? অথবা কি তাঁহাদিগের নিকটে রামেশ্বরের দোষ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? বলা হইয়াছে রামেশ্বরের কালীর নিকটে ছিন্ন মস্তক পাওয়া যায়। তাহার শত্রুরা কি অন্যের ছিন্ন মস্তক লইয়া তাঁহার কালীর নিকটে রাখিতে পারে না? সে সেদিবস গৃহে ছিল। এ স্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, রামেশ্বর যখন গোপনে নরবলি দিয়াছে বলিয়া কথা হইতেছে, তখন তাহা প্রকাশ হইলে যে দণ্ডগ্রস্ত হইতে হইবে তাহার সে শঙ্কা ছিল সন্দেহ নাই। যাহার এরূপ শঙ্কা ছিল সে যে নরবলি দিয়া সেই ছিন্ন মস্তক কালীর নিকটে রাখিয়া দিল, অন্যে আসিয়া অনায়াসে দেখিয়া গেল, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার বিপক্ষগণ হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে ঐ কাণ্ড ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গোপনে মনুষ্য হত্যারূপ বৃহৎ কাণ্ড করিতে পারিল, সে কি একটী মস্তক গোপন করিতে পারিত না? বরিসালে একবার এইরূপ এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়। সে জমীদারকে জব্দ করিবার জন্য স্বীয় কন্যার শিরশ্ছেদন করিয়া হত্যাকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীর নামে অপবাদ দেয়। আমরা শুনিয়াছি যুবকের স্বাভাবিক পীড়ায় মৃত্যু হয়, তৎপরে রামেশ্বরের বিপক্ষেরা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া উল্লিখিত কালীর মন্দিরে লইয়া রাখে। পীড়ামৃত ব্যক্তির শব লইয়া বিপক্ষকে জব্দ করিবার কথা পূর্ব্বে অনেক শুনা গিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হইল চব্বিশ পরগণার মধ্যে এইরূপ একটি ঘটনা হয়। যাঁহারা জুরি হন ও আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝেন, তাঁহারাই জানিতে পারেন জুরির কার্য্য কেমন গুরুতর। বিচারপতি বলিতেছেন বলিয়াই যে তাঁহারা এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন, একথা কে বলিবেন? পরমেশ্বরের নিকটে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের জন্য দায়ী হইবেন? পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এরূপ স্থলে জুরিদিগকে জজের কটুবাক্য কহা অন্যায় সন্দেহ নাই। জুরিদিগেরও কর্ত্তব্য তাঁহারা এবিষয়ের প্রতিবাদ করেন।

প্রধানতম বিচারালয়।

গত সোমবার অবধি সুপ্রীম ও সদর আদালতের একতা হইয়াছে। ঐ দিবসের অতিরিক্ত গেজেট দ্বারা এই প্রধানতম বিচারালয় স্থাপন বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। মঙ্গলবার ১৪ জন বিচারপতি গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া যথাবিধি শপথ করিয়াছেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায় পীড়া বশতঃ প্রথমাবধি এই বিচারালয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। আমরা প্রামাণিক লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, ইংলণ্ডেশ্বরী এতদ্দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের ভার গবর্ণর জেনরলের হস্তে দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর যত দিন ইচ্ছা, বিচারপতিরা নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

যে নিয়মে বিচারালয় স্থাপিত হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি উহাতে ওকালতি করিতে পারিবেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আপাততঃ সদর ও সুপ্রিমকোর্টের যে দুই বাটী আছে, সেই উভয় স্থানেই বিচারপতিরা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কলিকাতার ও মফস্বলের ইউরোপীয়দিগের বিচার পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও সুপ্রিমকোর্টে হইবে। যে সকল কার্য্য বাকী পড়িয়াছে সদর আদালতে আপাততঃ তাহার নিষ্পত্তি ও আপীল শ্রবণ করিবেন। যত দিন একটি প্রশস্ত বাটী প্রস্তুত না হয়, তত দিন এইরূপ কার্য্য চলিবে। ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় জাতিকেই এই অবধি একবিধ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের অধীনস্থ হইতে হইবে। এই সঙ্গে উভয় জাতিকে এক বিচারালয়ের অধীনস্থ করা হইলেই ভাল হইত। এই বিষয়ের সুসিদ্ধি হেতু আমাদিগকে কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। প্রধানতম বিচারালয় ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের বিবাহ ও দম্পতীর পরস্পরকে পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের বিচারাদি করিবেন। যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা প্রথমাবধি এই বিচারালয়ে হইবে, তাহার আর আপীল হইবে না। অধস্থ বিচারালয়ে দণ্ড হইলেও যে মকদ্দমা প্রধানতম বিচারালয়ের গ্রাহ্য হইবে, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রিবি কৌন্সিলে তাহার আপীল চলিবে। দেওয়ানী বিষয়ে যে স্থলে ১০,০০০ দশ হাজারের অধিক টাকার মুকদ্দমা হইবে, সে স্থলে আপীল চলিবে।

ইহার অপর উকীলের মকদ্দমায়ও যদি কোন বিষয়ে আইনের ব্যতিক্রম ঘটে অথবা আডবোকেট জেনরল তাহা ... তাহা হইলে তাহার আপীল হইবে, আপীল হইলে নথির সমুদায় নকল প্রেরণ করিতে হইবে। আর আর নিয়ম সকল সমান রহিল

বিচারালয়ের কার্য্যের নিয়মাবলি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা প্রকাশ হইলে আমরা পাঠকবর্গের গোচর করিতে ত্রুটি করিব না। আমাদিগের দেশের অনেকে শঙ্কা করিয়াছিলেন, প্রধানতম বিচারালয়ে মকদ্দমা করিতে হইলে সুপ্রিমকোর্টের ন্যায় অধিক ব্যয় লাগিবে। কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি যে কেবল তাঁহাদিগের শঙ্কা মাত্র। এতদ্দেশীয় অনেক উকীল তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; প্রতিবৎসর অনেক বি, এল উকীল হইবেন। এমত স্থলে অধিক ব্যয় হওয়া সম্ভাবিত নহে।

হুগলির ইমামবাড়ী ও বর।

সম্প্রতি হুগলীতে এক লজ্জাকর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। এক ভদ্রলোক সমারোহ করিয়া তত্রত্য এমামবাড়ীর নিকট দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন। তত্রত্য শাহজাদী (এমামবাড়ীর কর্ত্তা) উক্ত বাটীর সম্মুখে বরযাত্রিদিগকে বাদ্য করিতে নিষেধ করিলেন। ইঁহারা সে কথা গ্রাহ্য না করাতে কয়েক জন মুসলমান আসিয়া মারামারি করিল। বর পাত্র পলাইয়া এক মিত্রের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে তাঁহারা এক শকটে করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এ বিষয়ের নালীশ হইয়াছে। ইহার কি ফল হইয়াছে আমরা তাহার নিশ্চয় সম্বাদ পাই নাই, কিন্তু আমরা এক প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট পামর সাহেব (যিনি হুগলীর লোকদিগকে বল পূর্ব্বক রাজপথে জল দেওয়াইয়াছিলেন) আজ্ঞা করিয়াছেন, এমামবাটীর নিকটে কেহ কিছু বাদ্য করিতে পারিবেন না। কোন আইন অনুসারে এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বর বাদ্য করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছিল, ইমামবাড়ীর অধ্যক্ষ এই অপরাধে তাহাদিগকে প্রহার করিলেন, ইহা শুনিয়া পাঠকগণ বিস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইমামবাড়ীর অধ্যক্ষ যেরূপ লোক, তাঁহার গুণের কথা শুনিলে বিস্ময় জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ ব্যক্তি এক জন আফগান, যে সময়ে ইংরাজদিগের সহিত কাবুলের যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে সে ইংরাজদিগের পক্ষ হইয়া চরের কার্য্য করিয়াছিল। সেই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট উহাকে ইমামবাড়ীর অধ্যক্ষতা পদ প্রদান করেন। ঐ ব্যক্তি অতিশয় মূর্খ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। সে যখন স্বদেশের বিপক্ষ হইয়া চরের কার্য্য করিয়াছে তখন উহার দ্বারা হিতৈষিতা ও স্বদেশানুরাগের পরিচয় পরিচয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম আছে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

যাহা হউক, হুগলির মত স্থানে ঐরূপ কার্য্য করা অল্প সাহসের কর্ম নহে। এ অঞ্চলে বা কোথাও এরূপ যে হঠাৎ কেহ কিছু করিতে পারিবে না, আমরা অনুরোধ করিতেছি এই ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তির ও তাহার দুর্দান্ত সহচরদিগের সমুচিত দণ্ড হয়। মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই হুগলীর শাখাভারতবর্ষীয় সভা ও তত্রত্য লোকেরা এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করুন।

বারাসতের মারীভয়।

বারাসত প্রভৃতি স্থানের মারীভয় ক্রমশঃ আতিশয্য বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিদিন বহুসংখ্য লোকে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদিগকে জীবন্মৃত বলিলেই হয়। এক বৎসরের অধিক হইল, তাঁহারা জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি নানা রোগ ভোগ করিতেছেন। অনেকে এই সময়ের মধ্যে ৪০। ৫০ বার পীড়িত হইল। সকল বাটীতেই পীড়া, সর্ব্বস্থানেই ক্রন্দন ধ্বনি, সকল পুষ্করিণীর তীরেই মৃত দেহ দৃষ্ট হয়! শবদাহ করেন, এরূপ লোক সকলের নাই। যাঁহাদিগের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিয়মিত ঔষধ সেবন করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু বাঁচিয়া আছেন এই মাত্র। সকলেই প্রায় ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট! দরিদ্রলোকের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। যাহাদিগের কৃষিকার্য্যের উপরে নির্ভর তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা নাই। রোগে রোগে জীর্ণ হইয়া তাঁহারা কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং পীড়া ও দারিদ্র্য তদ্গৃহে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনেক গৃহ লোক শূন্য হইয়াছে। অনেক বালক ও বালিকা মাতা পিতা প্রভৃতি আশ্রয় হীন হইয়া ভিক্ষাজীবী অথবা কুটুম্বগণের গলগ্রহ হইয়াছে। কি বলবান, কি ক্ষীণ, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কেহই জ্বরের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। অন্য দেশ হইলে এতদিন ইহার প্রতিকার হইত সন্দেহ নাই।

বারাসতের শাখা ভারতবর্ষীয় সভা, বর্ত্তমান মারীভয় নিবারণের চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা যত দূর হইতে পারে, তাঁহারা তাহা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার রোগ নিবারণে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এক প্রকার হতাশ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আবেদন পাইয়া এবিষয়ে কমিসনরের রিপোর্ট চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে আশ্রয় দিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু যত বিলম্ব হইতেছে, ততই লোকের কষ্ট অসহ্য হইতেছে। এক্ষণে কমিসনর নিজে যাইয়া সত্বর তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া এবিষয়ে

আমার একটী মহৎ শোকেরও আবির্ভাব হইতেছে। সেই বুদ্ধিমান্ বিদ্যাবান্ অমায়িক, ভদ্রেশের [illegible] পুরুষ, যিনি প্রথমে এই পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়া ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যিনি ছাত্রবর্গকে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার [illegible] উপদেশ দিতেন, যাঁহার গুণে গ্রামস্থ [illegible] লোকেই বশীভূত হইয়াছিল, যিনি এই পাঠ গৃহের পঠনোপযোগী প্রথম ইষ্টিকা সকল ভিন্ন গ্রামে ক্রয় করিয়া আনিতেন, তিনি অদ্য জীবিত নাই এ সমুদয় সন্দর্শন করিতে পারিলেন না, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! গিরিশ চন্দ্র গুপ্তের নাম স্মরণ হইলে তাঁহার সহিত পরিচিত কোন্ ব্যক্তির হৃদয় না বিদীর্ণ হয়। যে বাঙ্গালা পাঠশালার অপত্যস্বরূপ আমাদের এই ইংরেজী সংস্কৃত বিদ্যালয়, তাহার সংস্থাপনবিষয়ে যিনি বিশিষ্টরূপ যত্নবান ছি[illegible] তাহাকে প্রথমে ক্ষীণকায় দেখিয়া যিনি [illegible] ক্ত থাকিতেন, তাহাকে পরিবর্দ্ধিত [illegible] মানসে যিনি অনেকের দ্বারস্থ হইয়া [illegible] যাঁ হইয়াছিলেন, তাহার অবস্থান গৃহের [illegible] অভাব দেখিয়া যিনি আপনাদের বাসগৃহের বহির্বাটীর অধিকাংশ-যাহাতে কতকদিন ইংরেজী স্কুল সংস্থাপিত ছিল—প্রায় চারিবৎসর কাল আপনাদের অনেক অসুবিধা হইলেও, অধ্যয়নাদি কার্য্যের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই দেশহিতৈষী পুণ্যাত্মা বৈকুণ্ঠনাথ সর্ব্বাধিকারী জীবিত থাকিয়া এই সকল সন্দর্শন করিলে তাঁহার কি সামান্য আহ্লাদ হইত। তাঁহাকে আহ্লাদিত দেখিলে আমার কি অদ্য সামান্য আহ্লাদ জন্মিত। অথবা এরূপ আক্ষেপ করিবারই আবশ্যকতা কি? এই পাপ পূর্ণ ধরাতলে সুখ ও শোক অতিঘনিষ্ঠরূপে বিমিশ্রিত হইয়া মনুষ্যমাত্রেরই মনকে আক্রম করিয়া রাখিয়াছে। বিশুদ্ধ সুখ উপভোগ করিবার এই ভূমণ্ডলে কাহারই অধিকার নাই।

পাঠগৃহ নির্ম্মাণ করিতে কত ব্যয় হইল এখনও তাহার হিসাব হয় নাই। সমুদয় শেষ হইলে আপনাদের নিকট পরে নিবেদন করিব।

পাঠগৃহ সংক্রান্ত যাহা বক্তব্য আপনাদের নিকট তাহা একপ্রকার নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়দিগের কথা নিবেদন করিব। আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ. প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত শ্যামাচরণ বাবু আগমন না করিয়াছিলেন, তত দিন শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যত্ন সহকারে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, পৌষ মাসে বিদ্যাসংক্রান্ত কার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত আটকিন্সন সাহেব তাঁহাকে মালদহের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করাতে আমাদের এখানকার পদ তাঁহাকে অগত্যা পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি এখানে থাকিতে থাকিতে অন্য দুই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহার পূর্ব্বে সবিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাদিগের স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে [illegible] তিনি আমাদের এখানকার মায়া পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের ওখানে কর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। পরিশেষে, তিনি [illegible] অভ্যর্থনায় [illegible] বিধেয় হয় না এই বিবেচনা করিয়া, এবং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার পাশে বদ্ধ হইয়া তিনি মালদহের কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ বিদ্যাবান্ সুশীল, সচ্চরিত্র ও শিক্ষাকার্য্যে পটু, তাহাতে আমাদের এখানকার ছাত্রগণ যে তাঁহার প্রতি বিশিষ্টরূপ অনুরক্ত ছিল এবং অন্য সকলেই যে তাঁহাকে ভাল বাসিত ও শ্রদ্ধা করিত, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। উক্ত স্থানে যে স্কুলের সমস্ত [illegible] হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্যামাচরণ বাবুরও এখানকার প্রতি ও এখানকার ইংরেজী স্কুল [illegible] প্রতি এরূপ মমতা জন্মিয়াছিল যে তিনি গমন কালে অজস্র অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিয়া স্বয়ং দুঃখিত হইয়া গিয়াছেন এবং বন্ধুবর্গকেও দুঃখিত করিয়া গিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট আগ্রহের সহিত বিনা বেতনে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট, শ্যামাচরণ বাবুর নিকট, এবং আনন্দ কুমারের নিকট [illegible] প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইতেছি। ললিতমোহন বাবু কয়েক দিন কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ সুদক্ষ, শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞ ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহদৃষ্টি, আমাদের ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত [illegible] যেরূপ শান্তস্বভাব ও সমাহিতচিত্ত তাহাতে [illegible] বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখান হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ অনিষ্ট করিলাম। কিন্তু না বলিলেই বা কি হয়, এখানে মাসে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল বাবুকে ঐ কর্ম্মটী গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে বন্ধুর মত কার্য্য না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কার্য্য করা হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি সুস্থ শরীরে ও সুপ্রসন্ন মনে নূতন কর্ম্মটী করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক। এক জন উপযুক্ত প্রধান শিক্ষকের চেষ্টা করিতেছি বোধ হয় পাইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত স্থায়ী হইয়া আছেন। তিনি এবং তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মিত্র বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ ও দক্ষতা সহকারে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছে। শ্রীযুক্ত [illegible] তর্কবাগীশ চতুর্থ শিক্ষকের পদে এবং শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষাল কিছু দিনের নিমিত্ত পঞ্চম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে যেরূপ কর্ম্মক্ষম ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আমার সংস্কার আছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে তাঁহারা এ স্কুলের উত্তম শিক্ষক হইতে পারিবেন।

শিক্ষক মহাশয়দিগের কথা আপনাদিগের নিকট এক প্রকার নিবেদন করা হইল। এক্ষণে

চারি বৎসরের নিমিত্ত এবং প্রিয়নাথ গোস্বামী ও ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের দুই জনের বৃত্তি এক বৎসরের নিমিত্ত নিরূপিত হয়। তদনুসারে গত ১১ বৈশাখ অবধি কেবল রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় ও বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী ইঁহারাই ছাত্রবৃত্তি পাইবেন।

দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হেনরি উড্রো মহোদয় আমাদের এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র শ্রীপতি সর্ব্বাধিকারীকে মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাসে মাসিক ৫ পাঁচ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি দিবার অনুমতি করিয়াছেন

আপনাদের নিকট বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রায় সমুদয় কথা নিবেদন করিয়াছি, আর একটী নিবেদন করিলেই হয়। আপনাদের অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে বাল্য বিবাহকে অতি অনিষ্টকর প্রথা বিবেচনা করিয়া এখানকার ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয়ে এই এক নিয়ম প্রচারিত করা যায় যে এখানে অধ্যয়ন করিতে করিতে যাহার বিবাহ হইবে, তাহার নাম কর্ত্তন করা যাইবেক। সেই ক্লাসে যাহার নাম কাটা যাইবেক, দশ টাকা জরিমানা না দিলে তাহাকে আর পুনর্ব্বার ভর্ত্তি করা যাইবেক না। দেখিতেছি অনেকে এই নিয়ম বশতঃ স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন নাই। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু চারিটী স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সেরূপ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি। প্রকৃত রূপে পুত্রের কিসে মঙ্গল হয় আমরা কি তাহা এখন পর্য্যন্ত স্থির করিব না? আমরা কি একবারও চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিব না? বাল্যবিবাহ হইতে বাঙ্গালা দেশের কত শত অনিষ্ট হইতেছে। আমরা কি ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের নিকট চিরকাল এই জন্য অন্য অন্য কারণের সহিত উপহাসাস্পদ থাকিব? [illegible] করি অনতিবিলম্বে সকলেই বাল্য বিবাহের উপর কোন দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সেই [illegible] হইতে এক বারে বিরোহিত করিবেন। চারি জন ছাত্রের বিবাহ হওয়াতে যেমন দুঃখিত হইয়াছি আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত বিদ্যা[illegible] তাহারা পুনর্ব্বার বিদ্যালয়ে নিবিষ্ট হওয়াতে [illegible] তেমন না হউক, কতক পরিমাণে [illegible] নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

ছাত্রগণ তোমাদের নিকট আমার [illegible] কিছুই বক্তব্য নাই। তোমরা যেমন পরিশ্রম ও সুশীলতা সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ, সেইরূপ করিতে থাক এবং স্বজন্মবিখ্যাত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামমোহন রায়ের জন্মভূমি খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের মুখ পুনর্ব্বার উজ্জ্বল কর এবং আপনাদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনীয় কর। বিদ্যামন্দিরের প্রথম সোপানে এই সোপান এখনও উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিয়া কৃতার্থ হইবার অনেক বিলম্ব আছে যেন সর্ব্বদা এই কথাটী তোমাদের মনে জাগরূক থাকে। ভাল শিখিতেছ বলিয়া একজন মহাশয়েরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রশংসা করিলে যেন শিথিলপ্রযত্ন হইয়া আপনার প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হইও না। তোমাদের ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে যে যিনি যিনি তোমাদের অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন তিনিই তোমাদের আবেশ গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং তোমাদের সচ্চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমাদের ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে এপর্য্যন্ত তোমাদের যিনি যিনি শিক্ষক হইয়াছেন তিনি অতি উপযুক্ত সাধুশীল ও সচ্চরিত্র

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ তোমাদের নিকট আমার এখন এই মাত্র বক্তব্য, দেখিও যেন আগামি অগ্রহায়ণ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অপদস্থ হইও না এবং আমার সমুদয় আশাকে ভস্ম রাশি দ্বারা ছাদিত করিও না। অন্যত্রে তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে না। তোমাদের প্রধান শিক্ষক সম্মুখস্থিত কৃষ্ণকমল বাবুকে আদর্শ করিয়া রমণীয় বিদ্যা ভূমির প্রবেশ পথ [illegible] পথিক হও। জ্ঞানবান হইলেই সকলে স্ব স্ব দেশের আত্মীয়বর্গের এবং অন্য সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবে।

সভাপতি মহাশয় ও সমবেত মহাশয়গণ! আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনারা এই পাঠশালার উপর স্নেহ রাখিবেন, তাহা হইলেই ইহা পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমানের প্রসাদে শ্রীমতী হইতে থাকিবে।

রিপোর্ট পাঠ সমাপ্ত হইলে পর বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, সভাপতি প্রভৃতির অভ্যর্থনানুসারে পরীক্ষার সময় যে সকল প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে কতকগুলি কয়েক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাহারা স্ব স্ব লিখিত উত্তর পত্রিকা হইতে পাঠ করিল। পরিশেষে কৃষ্ণকমল বাবু ছাত্রদিগকে কতকগুলি সদুপদেশ দিলেন, সভাপতি মহাশয় এবং অন্য অন্য বৃদ্ধেরা প্রসন্নবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, ছাত্রেরা পারিতোষিক পুস্তক প্রাপ্ত হইল পরে সভা ভঙ্গ হইল।

বিবিধ সংবাদ।

১১ই আষাঢ় সোমবার।

বণীউ মামক আর এক ব্যক্তি চা—কোম্পানির সাধারণ সম্পত্তি অপহরণ করাতে ঐ কোম্পানি তাহাকে কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। রাজ্যের যত চোর ও অসৎ লোক গিয়া কি চা কোম্পানির দলে প্রবিষ্ট হইয়াছে?

গত বৎসর বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬১২ জনের গো বীজে টীকা দেওয়া হয়, ইহার মধ্যে ৩৪৭৬ জনের টীকার ফল দর্শিয়াছে। এক্ষণে ১২ জন টীকাদার আছেন।

আমরা শুনিয়া সবিশেষ দুঃখিত হইলাম রমাপ্রসাদবাবুর পীড়ার উপশম না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইয়াছে তিনি এক্ষণে চৌরঙ্গিতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার প্রধানতর বিচারালয়ে নিয়োগের সম্ভব আসিয়াছে। হয়ে বিষাদ সন্দেহ নাই।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ওলাউঠা হইলে সে স্থান হইতে সেনাদিগকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু সম্প্রতি আদেশ হইয়াছে দুর্গ অস্ত্রাগার প্রভৃতি রক্ষক সৈনিকদিগের উপরে এ আজ্ঞা বর্ত্তিবে না।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্পাদক বলেন, মাতলার কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কাষ্ঠ উৎপাদন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত রেবেনিউ বোর্ডের নিকটে একটী চর প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু সে প্রার্থনা এপর্য্যন্ত গ্রাহ্য হয় নাই। মাতলায় একটি ব্যাঙ্ক হইতেছে।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, ৩ সংখ্য হসার (অশ্বারোহী) সেনাদলের প্রায় ১২০ জন সৈন্য এক বৎসরের মধ্যে দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সম্প্রতি এক জন সৈনিক পুরুষ কানপুরের দিগে পলায়ন করিতেছিল এমত সময়ে এক জন সান্ত্রী তাহাকে ধৃত করে। সে একটি বোচকা খুলিবার অনুমতি লইয়া হঠাৎ এক পিস্তল বাহির করিয়া প্রহরীকে বধ করিয়া পলাইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু এক জন আফিসর তাহাকে ধৃত করেন। সেনাদলে কি জন্য এত বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক বলেন আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ কান্দাহারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। হিরাটের সেনারা কয়েকটী দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সুলতান জান একণে নিজ রাজ্য রক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। দোস্ত মহম্মদের ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তথাপি তাঁহার বল ও উৎসাহের হ্রাস হয় নাই। একণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে হিরাট পারস্যাধিকারির করপ্রদানী প্রদেশ। দোস্ত মহম্মদ তাহা আক্রমণ করিলে নসিরুদ্দিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন কি না?

পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট যাবতীয় কাণ্টনমেণ্ট শিবির। মাজিষ্ট্রেটকে এই এক মাসের মধ্যে ফৌজদারি দেওয়ানী ও আবকারী আইন সমূহের পরীক্ষা দিতে কহিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহারা পরের মাথা কাটিয়া ক্ষুরকর্ম শিখিতে ছিলেন।

ফেরমত খাঁ নামক এক জন ভূতপূর্ব বিদ্রোহী ও হত্যাকারীর মৃত্যু হইয়াছে। কাশ্মীরের রাজার উকীল তাহাকে ধরিয়া দিবেন স্বীকার করেন কিন্তু ধৃত করিবার সময়ে সে এমন সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করে যে বধ ভিন্ন তাহাকে বন্দী করিবার উপায় ত্তর ছিল না।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন, ধারের লুটে প্রাপ্ত দ্রব্য সৈন্যদিগকে অংশ করিয়া দেওয়া হইবে। এই লুটে সর্ব্ব শুদ্ধ ১০ লক্ষ টাকা পাওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐ দ্রব্যের মধ্যে কয়েক তোড়া ফরাশী টাকা ছিল।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়া খান্দেসের সৈনিক উপনিবেশের এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক ভিল সিপাহী তথায় বাস করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অগ্রিম টাকা দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই উপনিবেশের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। জয়ন্তিয়ার চুয়া, সাঁওতাল ও সম্বলপুরের বন্যদিগকে এই উৎসাহ না দেওয়া হয় কেন?

যে চারিজন ইউরোপীয় সৈন্য দল ত্যাগ করিয়া কাবুলে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রম সহ চারি বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আসামে যে কয়েক ব্যক্তি লেপ্টনেণ্ট সিঙ্গারকে বধ করে, তাহাদিগের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ফিনিক্স সম্পাদক নিম্ন লিখিত ইউরোপীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৩এ মে, নিউ ইয়র্ক। আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের সেনারা পোর্টরয়ালে পরাজিত হইয়াছে। জনরব এইরূপ বিদ্রোহীরা উক্ত নগর অধিকার করিয়াছে। একটি মহাযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

২৯এ মে সেনাপতি ব্যাঙ্কস পরাজিত হইয়াছেন। অনেক লোক হত হইয়াছে। তিনি বর্জীনীয়া ও মেরিলাণ্ডে পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহীরা পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছে। ওয়াসিংটনের লোকেরা ভীত হওয়াতে তথায় সেনা প্রেরণ করা হইয়াছে। বালটিমোরের লোকেরা বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের সেনারা মাঞ্চেষ্টরের নিকটে পরাজিত হইয়াছে। পটমাক পুনর্ব্বার অবরোধ করা হইয়াছে। কবিন্থ ও রিচমণ্ডের নিকটে যুদ্ধ হইবে বোধ হইতেছে।

৯ই জুন লণ্ডন। ভারতবর্ষীয় রণতরিদল কমাইয়া দেওয়া হইবে। সেনাপতি জনষ্টন আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের সেনাদিগকে পরাজিত করিয়া সেণ্টোয়া উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধতরিসমূহ নাচেস নগর অধিকার করিয়াছে। ঐ দিবস দুইপ্রহরের সময়ে পুনর্ব্বার টেলিগ্রাফে নিম্নলিখিত সংবাদ আসিয়াছে, বিদ্রোহীরা হঠাৎ ওয়াসিংটন নগরের সম্মুখে আসিয়াছে। তত্রত্য সকলে ভাবিত হইয়াছেন।

ফিনিক্সের জব্বলপুরের সংবাদ দাতা বলেন, তথা একজন ইউরোপীয় রেইলওয়ে কর্ম্মচারী আত্মহত্যা করিয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট একটি অনিষ্টের প্রতিপাদ করিয়াছেন। অনেক ইউরোপীয় স্ত্রীলোক টাকা কর্জ্জ করিয়া শেষে আপনাকে বিবাহিত স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া আদালতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে অনেকের স্বামী কম্পন মাত্র আছে।

১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

গত কল্য প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিদিগের সনন্দ লাভের বিষয় অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য বিচারপতিরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে শপথ করিয়াছেন।

এবৎসর কয়েক স্থানে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা হইবার কথা ছিল, কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সঙ্কল্প করিয়াছেন, আগামি জানুয়ারি মাসে পরীক্ষার নূতন প্রণালী করিবেন, তদনুসারে পরীক্ষা হইবে, অতএব এবৎসর পরীক্ষা রহিত হইল। একটী নূতন প্রণালী হওয়া অতিশয় আবশ্যক। বঙ্গদেশের উকীলেরা কেবল আইন মাত্র জানেন, ব্যবস্থা পদ্ধতির মূলসূত্র যুক্তি ও ইতিহাসের বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

শুনা গেল রেইলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের পেন্সন পাইবার নিয়ম হইয়াছে। ঐ ডিপার্টমেণ্টে যে যোগ্য লোক আসিবেন, এটী তাহার একটি উপায় হইল।

সমাচার হিন্দুস্থানীর এক খানি অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, দেবী নামক এক চামার আপনাকে গবর্ণমেণ্টের চর বলিয়া পরিচয় দিয়া স্থানে স্থানে গ্রাম দগ্ধ করিতেছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জনরব উঠিয়াছে একটি মহামৃতা স্ত্রীলোক একজন ইউরোপীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে মৃত্যু কালে এই কথা বলে যে গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় গ্রাম দগ্ধ না করিলে ইংরাজদিগের রাজ্য থাকিবে না। দেবী এই সুযোগ পাইয়া চারিদিগে অসন্তোষ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কার্য্য করিতেছিল। তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। ঐ দুরাত্মার আরো গুরু দণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

অদ্য টেলিগ্রাফযোগে নিম্ন লিখিত সমাচার আসিয়াছে—

লণ্ডন ১৬ই জুন। ওয়াসিংটন নগর রক্ষার্থ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ইহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

১৩ই জুন। লার্ড পামরষ্টন ষ্টানফিল্ড সাহেবের প্রস্তাবের যে সংশোধন করেন, তাহা মহাসভা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

পারিস ১৭ই জুন। সরবিয়ার গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে বেলগ্রেড স্থিত তুরুক সেনাদিগের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রথম, আর্য্যরা ও জনীয়া এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিলেন।

ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক বঙ্গদেশীয় কারাগারিদিগের অবস্থার বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া বলেন আমাদিগের জেলের মধ্যে থাকরগঞ্জে অধিকাংশ আসামীর বসতি। যেখানকার অধীনস্থেরা অকাইত তাঁহাদিগের আহারেরও আর কি হইবে?

এতদ্দেশীয় যে দুই যুবক সিবিলিয়ান পদের পরীক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এক পত্র ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদিগের প্রতি সবিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমাদিগের পরম বন্ধু সর এড ওয়ার্ড রায়ন ও গ্রাট সাহেব কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের সহিত ইংলণ্ডস্থিত ইংরাজদিগের সৌসাদৃশ্য নাই। তথায় সকলেই তাঁহাদিগের সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন এবং সকলেই ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করা শ্রেয়ঃ বলেন। তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন এতদ্দেশীয়েরা যদি যথার্থ স্বদেশের মঙ্গল চাহেন তাহা হইলে ইংলণ্ডে গমন করুন। আমরাও এই কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি।

আমরা পত্রিকান্তরে একটী বিজ্ঞাপন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মেডিকালকালেজের চিকিৎসালয়ের এতদ্দেশীয় রোগীদিগকে অশারি দেওয়া হয় না, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের অতিশয় কষ্ট হয়। কয়েক জন দেশহিতৈষী তন্নিমিত্ত চাঁদা করিতেছেন। তাঁহারা ২৫০ টাকা মাত্র চাহেন। ইহার নিমিত্ত সকলেরই দেওয়া কর্ত্তব্য।

১৭ই আষাঢ় বুধবার।

ল্যাঙ্কেশায়ারের কর্ম্মশূন্য মজুরদিগের সাহায্যার্থে গত কল্য কলিকাতা হইতে ৪০,০০০ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের লোকেরা ৫০,০০০ টাকা পাঠাইয়াছেন।

শুনা গেল, সর চারলস উড আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল চিকিৎসক প্রীক ডিপার্টমেণ্টে আছেন, তাঁহারা সাধারণের চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান চিকিৎসকেরা বুঝি কেবল উপরিলাভ করিয়া বেড়াইতেন?

চীনদেশে আম্যপিং বিদ্রোহী দলের সহিত ফরাশী ও ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইতেছে।

বোম্বাইয়ে এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে সৈন্য প্রেরিত হইবে। চীনদেশ শেষে ভারতবর্ষের ন্যায় ইংরাজ অথবা ফরাশীদিগের হস্তগত হইবে সন্দেহ নাই।

লেঙ সাহেব যে নিয়মে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের হস্তে সাধারণ রাজস্ব ও নোট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সর চারলস উড বিরক্ত হইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারি বলেন, ব্যাঙ্ককে অনেক লাভ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা লাভের অংশ লইবেন, কিন্তু ক্ষতি হইলে সরকারের হইবে। আমরা পূর্ব্বে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

শুনা যাইতেছে, পূর্ব্ববাঙ্গালার রেইলওয়েতে আগামি সপ্তাহ অবধি বারাকপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিবে।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর শিল্প বিদ্যালয়ে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে জনরব হইয়াছে লার্ডকানিঙ সর চারলস উডের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইবেন। কিছু দিন পরে হইলে ভাল হয়।

পাঠকবর্গ সর জেমস ব্রুকের নাম শুনিয়া থাকিবেন, ঐ ব্যক্তি বোর্নিও দ্বীপের সারাওয়াক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সর জেম্স ব্রুক নিজ প্রজাদিগকে ক্রমশঃ সভ্য করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি এক দল বোম্বেটিয়াকে নষ্ট করিয়াছেন।

বাঙ্গালী সম্পাদক ঢাকার ফিরিঙ্গি রেজিমেণ্টের অত্যাচার নিবারণের অনুরোধ করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশে কয়েক বার ঐ দুরাত্মাদিগের অত্যাচারের বিষয় লিখিত হয়। গবর্ণমেণ্ট কি নিমিত্ত এই "ভেড়ুয়ে বাগদি" সেনা দল রাখিয়াছেন?

২০এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি গোয়াল পাড়ার গো হত্যা উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি হত হইয়াছে।

বরীশালের নূতন কমিসনর বাউরিঙ সাহেব নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার নিয়োগের সময়ে অনেকে অনেক প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

পিনাঙে গত বৎসর ১,৬৮,৮৭৪৩৪ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ২,০৩,১৩,৬৫৫ রপ্তানী হইয়াছে। চীনদেশীয় অনেক বণিক থাকাতে এই বন্দরটির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বৎসর মিসনরিরা বঙ্গদেশের কৃষকদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব ও প্রার্থনা করেন। খৃষ্টিয়ান অবজরবরে লিখিত হইয়াছে, গ্রাণ্ট সাহেব কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু উক্ত কর্ণেলের মৃত্যু হওয়াতে তিনি উপযুক্ত লোক নিয়োগে মিসনরিদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে সমর্থ হন নাই। বীডন সাহেব এবিষয় কি বিস্মৃত হইবেন? মিসনরিদিগের পুনর্ব্বার আবেদন করা কর্ত্তব্য।

চীনদেশীয় বিদ্রোহিদিগের সহিত ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইয়াছে। এক জন রণতরির অধ্যক্ষ ও আর এক জন লেপ্টনাণ্ট হত হইয়াছেন। দুই ঘটিকা যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পলায়ন করে।

দিল্লী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সুলতান আহম্মদ খান বৃদ্ধ আমীরকে বিনা যুদ্ধে কান্দাহার ত্যাগ করাইতে না পারিয়া ৮০০০ অতিরিক্ত সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। অবিলম্বে একটি যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

লক্ষ্নৌ নগরে পুনর্ব্বার ৪১৫০০ নগদ টাকা ও অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। অনেকে এক্ষণে গৃহ খনন করিতেছেন। মন্দ নয়।

প্রধান সেনাপতি বিবাহিত ইউরোপীয় সেনাদিগের সংখ্যার এক হিসাব চাহিয়াছেন। আগামি সংসর ১লা মে এই হিসাব দিতে হইবে। সৈন্যগণের বিবাহ হয়, অনেকে এই অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই প্রদেশে তাহাদিগের স্ত্রী মেলা ভার।

যে যে ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের নাম ক[illegible] প্রাণ-দণ্ড করিতেছে, তাহারা ছু[illegible] জারা ঐ ঘোষণা পাইয়া দেখি[illegible] করিয়া দেয়। উহার সাত বৎ[illegible] বাসের আদেশ হইয়াছে।

হায়দরাবাদের নবাব ও তত্র[illegible]কে লইয়া নবাব পত্রে তর্ক বিতর্ক [illegible] ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সম্পাদকেরা ফ্রে-ণ্ড অব ইণ্ডিয়ার অবাসিদ্ধ ও অযৌক্তিক বা-ক্যের অনুমোদন করেন নাই। ফ্রেণ্ড অব ই ণ্ডিয়া সম্পাদকের যেরূপ ভাব দেখিতে পা-ওয়া যায়, ঊনবিংশ শতাব্দী না হইলে তিনি মহম্মদের ন্যায় করে করবাল ধারণ করিয়া এতদ্দেশীয়দিগকে খৃষ্টিয়ান করিতে প্রবৃত্ত হই-তেন সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন, পাটনার জজ ই, লাটোর সাহেব নিজে [illegible]কীদিগের অবলম্বণী গ্রহণ করেন। আজি কালি ইহাও প্রশংসার বিষয় হইয়াছে।

এক জন ফিরিঙ্গি তাহার রক্ষিত এক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের নাক কাটিয়া দেওয়া-তে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। ১৫ই জুলাই সেসিয়ন [illegible] পাপ ক্রিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি

শিল্পপ্রদর্শন সভা[illegible] এক খানি অদ্ভুত দর্পণ [illegible] যে ব্যক্তি ঐ আরশীর [illegible] গত হয়, তাহার সম্মুখ[illegible] ন্যায় পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়। চারি হাত অন্তরে দাঁ-ড়াইলে যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবিকল দেখা যায় বটে কিন্তু মধ্যভাগের এক পার্শ্ব হইতে পদাগ্র হীন একটী অর্দ্ধনরীর নিষ্ক্রান্ত দৃষ্ট হয়, যদি দর্শক লাঠী অথবা তরবারি ল-ইয়া দর্পণে আঘাত করিতে যান, ঐ অর্দ্ধনরীর দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে আসিবে। আট হাত দূরে মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য দর্শন হয় না।

২২এ আষাঢ় শনিবার।

গত বৎসর সিন্ধু প্রদেশে ২,৯৬,৬৫,৫৪৩ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৭,২৮,৬৫০ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। সিন্ধুদেশ ক্রমে অত্রত্য গবর্ণমে-ন্টের ভার স্বরূপ না হইয়া সাধারণ ধনাগারের সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যান সম্পাদক আসামের চাকর দিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে তাহারা ম-জুর দিগের পর্য্যাপ্ত বেতন দেন এবং তাহাদি গের প্রতি অত্যাচার না করেন। গায়ে অ ধিক জোর আছে, তাহাই যে অত্যাচার করি তেছে, ইংলিসম্যান সম্পাদক বলিলে কি হইবে।

রিচার্ড জেম্স হজ নামে একজন ইউরো পীয় চারল্স নেফিউ কোম্পানির দোকানে কর্ম্ম করিত। এক জন পারসী উক্ত কোম্পানি র দোকানে বিক্রয়ার্থ একটি অঙ্গুরীয় রাখিয়া যান। হজ তাহা আত্মসাৎ করাতে তাহার নামে পুলিসে নালীস হওয়াতে তাহাকে সে সিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

সুপ্রিম কোর্টের সহকারী অনুবাদক লল ব তহবিল তছরূপ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐব্যক্তির নামে প্রায়ই পুলিসে নালিশ হইত। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে কলিকা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পশ্চাৎ ঢাকার নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক হই য় ছিল। শিক্ষকের উপযুক্ত বটে।

আমরা অমাবস্যা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য দুই পয়সা মাত্র। অমাবস্যা জগৎকে যেমন আলোকময় করে, ইহা কি সেইরূপ করিবে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিকা		৯১।০ । ৯১৷৵০
৪ টাকার কোম্পানির		৯৩০ । ৯৩।০
৫ টাকার	"	১০৪০ । ১০৪৷০
৫৷ টাকার	"	১১২ । ১১২৶০

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

২৩এ জুন—বেহরেণ্ড আর, জে, ইলিস বীর ভূমের বিলাতের রেজিষ্টর হইবেন।

২৩এ জুন—উলুবেড়িয়ার মুন্সেফ বাবু যদু-নাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৫০ ধারানুসারে হুগলী জেলার ডেপুটি কালে ক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। অপর। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় আরও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৫৮ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমার আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন ক্ষেত্রচন্দ্র নন্দী বরি-শালের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইবেন।

২৭এ জুন—নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা অস্থায়ি সহকারী কমিসনর হইবেন:—

লেপ্টেনেন্ট ডবলিউ, সি, এস, ক্লার্ক, এবং জে, গ্রেগরি।

২৮এ জুন—হুগলীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ ই, জি, বার্চ সাহেব উক্ত জেলায় কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আপীল শুনিতে পারি বেন।

বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী কির[illegible] পাটনার সদর আমীন হইবেন

৩০এ জুন—আসামের ডেপুটি কমিস[illegible] জেম টি, লাম গোয়ালপাড়া বিভাগের [illegible] প্রাপ্ত হইবে।

আসামের অতিরিক্ত সহকা[illegible] ডবলিউ, এচ, গ্রেগলে। [illegible] জন্য নওগাঁর ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আসামের অতিরিক্ত সহকারী [illegible] এ, গ্রস সাহেব সকর্দ্দি [illegible] হইবেন।

পূর্ণীয়ার প্রধান সদর আমীন বাবু গো[illegible] চন্দ্র চৌধুরী উক্ত জেলার দলিল দস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

অনরেবল এচ, বি ডেবরো তাঁহার [illegible] কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত গবর্ণমেন্টের উকীল [illegible] রিমেম্ব্রান্সরের কার্য্য করিবেন।

১লা জুলাই—ই, টি, ট্রেবর সাহেব রেভি[illegible] বোর্ডের এক জন প্রতিনিধি সভ্য হইবেন।

জে, এ, ক্রফোর্ড সাহেব কলিকাতার প্রতি নিধি কষ্টম কালেক্টর হইবেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আই. সি [illegible] সাহেব পাবনা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কো০ ৫ টাকা।
শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র ভৌমিক ঢাকা।
১২৬৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত কো০ ৫ ঐ
শ্রীনলকমল বসাক কলিক[illegible]
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত [illegible]
শ্রীমধু বিদ্যাভূষণ সরিষপুর
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কো০ ৫

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" দবর্ণনা মজ্জনিহিতায় পার্থিবঃ ভবত্মনী স্তুতিমন্থনী ন দীবর্ণা

৪ ভাগ।
৩৫ সংখ্যা।

সন ১২৬৯। ৩১ আষাঢ়। ইং ১৮৬২। ১৪ জুলাই

মাসিক মূল্য ১ টাকা।
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৩১ আষাঢ় সোমবার।

লার্ড কানিঙের মৃত্যু

পাঠকগণ। অদ্য সোমপ্রকাশ আপনাদিগকে একটি দারুণ শোক সম্বাদ প্রদান করিতেছে। আমাদিগের স্নেহ, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার আস্পদ পরম দয়াবান সেই মহানুভব লার্ড কানিঙ আর ভূমণ্ডলে নাই। যিনি অসামান্য দয়া, দাক্ষিণ্য, ন্যায়পরতা ও সমপক্ষপাতিতাদি সদ্গুণের আধার ছিলেন; যিনি বিদ্রোহ কালে বিপক্ষগণের কটু বচন বাতাহত হইয়াও অচলের ন্যায় থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন, যাহার হৃদয় মন্দিরে ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন চেষ্টা নিয়তকাল জাগরূক ছিল, যাহার যত্নে সেই উন্নতি বিধায়ক বিধি ও উপায় সকলও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডস্থ হইলেও যাহা হইতে আমাদিগের ভাবি শুভ লাভের আশা ছিল, তিনি এক্ষণে আর নাই। তিনি ১৭ই জুন লণ্ডনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য বিহত হইয়া যায়। পথে পীড়া বৃদ্ধি হয়। তিনি লণ্ডনে উপনীত হইয়া সুস্থ চিত্তে আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎকার লাভ সুখ অনুভব করিতে পারেন নাই। সাধারণে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ মহোৎসব করিতেও পারে নাই।

হায়! মানুষের জীবন কি ক্ষণভঙ্গুর! মানুষের আশা কি ক্ষণিক! এই আমরা আশা করিতেছিলাম, লার্ড কানিঙ ভারতবর্ষে থাকিয়া আমাদিগের অনেক শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু বিপক্ষগণের বিপক্ষতায় যে যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইংলণ্ডে গিয়া তৎসম্পাদন করিবেন। সর চারলস উডের পদে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে এই জনরব শুনিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সেই আশা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, কিন্তু নিমেষ মধ্যে সমুদায় শেষ হইয়া গেল!

আত্যন্তিক পরিশ্রম, চিন্তা ও উদ্বেগ তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া অবধি তিনি এক দিন সচ্ছন্দে যাপন করিতে পারেন নাই। পরিশেষে স্বদেশে প্রতিগমন করিবার সময়ে নিজ গুণবতী ভার্য্যা বিয়োগ হন।

লার্ড কানিঙ ১৮১১ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত জর্জ কানিঙ তাঁহার পিতা। তাঁহার সন্তানাদি কিছু নাই। তাঁহার সম্পত্তি ও কুল সম্মানের অধিকারী হন এরূপ কোন নিকট আত্মীয় নাই। অতঃপর তাঁহার নাম লোপ হইতে চলিল! কুলাদর্শ হইতে তাঁহার নাম লুপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের সজ্জনগণ ও ভারতবর্ষবাসিদিগের হৃদয় হইতে তাঁহার নাম কখন বিলুপ্ত হইবে না।

ভারতবর্ষে যত উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন গবর্ণর জেনেরল আসিয়াছেন, লার্ড কানিঙ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান। তাঁহার ও লার্ড বেণ্টিকের নাম ভারতবাসীদিগের হৃদয়ে পাষাণ রেখার ন্যায় দীর্ঘকাল জাগরূক থাকিবে সন্দেহ নাই

দেশীয় নবাব ও রাজগণের দরবার স্থলে ইংরাজদিগের উপানৎ ব্যবহার প্রস্তাব।

ক্ষণে ভারতবর্ষে ব্রিটিস জাতির একা ধ্য লাভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে এখন কাহারও স্বাধীনতা নাই। নেপালের বাহাদুর ও হাইদরাবাদের নিজাম ত আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করেন কিন্তু তত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে তাঁ দের সে স্বাধীনতা নাম মাত্রে। উহা স জাতির অনুগ্রহের উপরে নির্ভর তেছে। তাঁহারা আপনাদিগের এই । সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারুন, কিন্তু ণ্য ইউরোপীয়দিগের ই। অবিদিত । নিয়তকাল এই বিষয়টী মনে উদিত রাতে অত্রত্য রাজপুরুষের ইউরো দিগের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে।

ভাব পরিবর্ত্তের অনুসারি ব্যবহার প র্ত্তেরও চেষ্টা জন্মিয়াছে। এতদিন তাঁ রা এদেশীয়দিগের চিরাচরিত আচার ব্যহারের যথোচিত সম্মাননা করিয়া আ য়াছেন, কিন্তু এখন সেই সম্মান প্রদর্শন তাঁ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদি র এক্ষণকার মনের কথা এই যে নবাব রাজগণ আপনাদিগের পুরুষ পরম্পরাগ আচার ব্যবহার অবিলুপ্ত রাখিবার চেষ্টা আগ্রহবান না হইয়া তাঁহাদিগেরই (ইউ রোপীয়দিগের) ইচ্ছা সদৃশ ব্যবহার করে । এরূপ চেষ্টা হওয়া অনৈসর্গিক নহে। প্রভুত্ব প্রাধান্য লাভ হইলে মনুষ্যের ম নের ভাব এইরূপই হইয়া থাকে।

এতদিন ইংরাজেরা এদেশীয় নবাব ও রাজগণের দরবার স্থলে জুতা খুলিয়া অ নাবৃত পদে গিয়াছেন, কোন কথা ছিল না খন আর এটী কোনক্রমেই সহ্য হইতে না। হাইদরাবাদের রেসিডেন্ট কর্ণেল ডবিডসন তত্রত্য নিজামকে ষ্টার নামক সম্মান-চিহ্ন প্রদান করিবার সময়ে নিজা মের দরবারে জুতা খুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া কয়েক জন ইউরোপীয় তাঁহাকে লইয়া হড়াহড়ি করিতেছেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তাঁহার অণু মাত্র অপরাধ নাই। শত শত বৎসর কাল ব্রি টিস রাজপ্রতিনিধিরা যেরূপ ব্যবহার ক রিয়া আসিতেছেন, তিনি তাহাই করিয়া ছেন।

উপানৎ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণেল ডে বিডসনের নিজামের দরবারে গমন প্রসঙ্গ লইয়া যখন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তখন এ বিষয়ের মীমাংসা গবর্ণমেণ্টের উ পরেই নির্ভর করিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টে র পক্ষে এ মীমাংসা সহজ নহে। এদেশী য়দিগের চিরন্তন আচার ব্যবহার উ ন্মূলন অথবা বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া সক লের বিদ্বেষ ভাজন হওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। লার্ড ডেলহৌসি এদে শীয়দিগের দত্তকাদি গ্রহণরীতির নিষেধ করিয়া ভারতবর্ষে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যান। লাডকানিঙ সেই প্রাচীন রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলের চি ত্তের আশ্বাসন করিয়াছেন। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছানুসারে জুতা পরিত্যাগ ক রিয়া দরবার গমন রীতি রহিত করিতে পারেন না। তাহা করিলে এদেশীয়দিগের চিত্তবিরাগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ইহা বিবেচনা করাও আবশ্যক যে, নবাব ও রাজগণ আপনাদিগের সভায় অ পনারা রিক্তপদে উপবিষ্ট থাকিবেন, আর ইংরাজেরা সোপানৎক হইয়া তথায় গমন করিবেন, ইহা দেখিতে অসুন্দর স ন্দেহ নাই। কেবল দেখিতে অসুন্দর এই মাত্র দোষ নয়, সমুচিত আদর না করিলে আ পনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিতে পা রেন। বিশেষতঃ এদেশীয় নবাব ও রাজ গণ যখন দেখিতে পান, ইংরাজ গবর্ণমে ণ্টের কৃত সভায় তাঁহাদিগকে জুতা খুলিয়া যাইতে হয়, অথচ ইংরাজেরা সভাস্থলে জু তা পরিয়া গিয়া আপনাদিগের জাতীয় ভাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] তাহা রক্ষা [illegible]

এরূপ [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইংরাজেরা [illegible] [illegible] করিয়া গবাক্ষতা [illegible] [illegible] এদেশীয় দিগের চিরন্তন [illegible] [illegible] [illegible] আপনাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] চেষ্টা করেন [illegible] [illegible] [illegible] ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, [illegible] উপরে পরিগণিত হউন। অত্রত্য রাজপুরুষের ইউরোপীয়েরা [illegible] [illegible] খুলিয়া দর বার স্থলে গমন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অতএব যাহাতে উভয়েরই জাতীয় ব্যবহার রক্ষা হয় এরূপ একটী মীমাংসা করা আবশ্যক। সে মীমাংসার উপায় এই, গবর্ণমেণ্ট একটী বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা নবা ব ও রাজগণকে এই কথা জানান যে তাঁহারা আপন আপন সভাস্থলে উপানৎ ব্যবহা র আরম্ভ করেন এবং যে যে স্থলে ইংরাজ দিগের দরবার হইবে, সেখানে এদেশীয়েরা জুতা পরিয়া যাইবেন। এরূপ সমান ব্যবহার হইলে আর কাহারও মানহানি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সকল দিক রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই।

হাইদরাবাদের প্রসঙ্গে আর একটী যে কথা উঠিয়াছে, নিজাম ষ্টারচিহ্ন লই তে চাহেন নাই, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে অ নেক লওয়াইয়া গ্রহণ করাইয়াছেন, নি জাম অনিচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তিনি চিহ্নগ্রহণ কালে যথোচিত ভক্তিপ্রদর্শন করেন নাই। এবিষয়ে আমা দিগের বক্তব্য এই, এঅংশে দাতা ও গ্র হীতা উভয়েরই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ হইয়া ছে। দাতার নির্ব্বুদ্ধিতা এই, দাতা যখন নিজামের সহিত আপনার নিতান্ত অধীন প্রজার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া মিত্র রা জার ন্যায় ব্যবহার করেন, তখন তিনি

যে চিহ্ন আপনার অধীন প্রজাকে প্রদান করিয়া তাহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, তখন সেই চিহ্ন প্রদান করিয়া মিত্র রাজার সম্মান বর্দ্ধন চেষ্টা করা বিধেয় হয় নাই। নিজামের নির্ব্বুদ্ধিতা এই, তিনি আপনার ক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া বৃথা অভিমান প্রযুক্ত আপনাকে স্বাধীন রাজার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়া কালকূট গরলের ন্যায় অনর্গল কটু বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাঁহাদিগের সেনানী। তাঁহাদিগের এইটী করা নিতান্ত দরকার হইয়াছে যে এ দেশে আর কাহার কোন বিষয়ে অণু মাত্র স্বাধীনতা অথবা প্রাধান্য না থাকে, সমুদায় ভারতবর্ষ মধ্যে তাঁহাদিগেরই কেবল এক মাত্র স্বাধীনতা ও প্রাধান্য হয় এবং গবর্ণমেণ্ট যে যে নবাব ও রাজগণের সহিত অর্থ ও অন্য সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা ভঙ্গ করিয়া কাহাকে কিছু না দেন। ঐ সকল নবাব ও রাজারা সামান্য লোকের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে রবিন্সন অথবা ডিক্রুজের সোপানবৎ চরণ প্রহার সহ্য করিয়া চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, ইহা তাঁহাদিগের (ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতির) আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু তাঁহারা গর্ব্বান্ধতা প্রযুক্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে গবর্ণমেণ্ট এখন যে রাজনীতির অনুসরণ করিতেছেন, তন্মূলকই তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহার বিপরীত করিলে বিপরীত হইবে সন্দেহ নাই। প্রাচীন রোমের শ্রীবৃদ্ধির সময় কখন্? যখন চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য ছিল, সেই সময়ই কি শ্রীবৃদ্ধির সময় নয়? রোম যখন ক্রমে ক্রমে সকলকে নিজ অধীন প্রজার ন্যায় করিয়া তুলেন, সেই সময়েই কি তাহার শ্রীভ্রংশ হইতে আরম্ভ হয় না? ফ্রান্সের প্রতিযোগিতা কি ইংলণ্ডের উন্নতির নিমিত্ত নহে? যদি এমন দিন উপস্থিত হয়, পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ড ভিন্ন স্বতন্ত্র রাজা না থাকে, তখন কি ইংলণ্ড স্রোতঃশূন্য স্থিরপানীয় নদ্যাদির ন্যায় ক্রমে বিকৃত হইয়া যাইবে না? আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিষয়ে যে কথা কহিলাম, মুরশিদাবাদ ও হাইদরাবাদের নবাব ও টিপুসুলতানের বংশীয়দিগের প্রতি তাঁহার আক্রোশ বাক্যই তাহা প্রমাণ করিয়া দিবে।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগের যাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক এক্ষণে সাধারণ ধনাগার হওয়াতে তথায় সমুদায় ভারতবর্ষের টাকা জমা ও তথা হইতে সমুদায় ব্যয় হইতেছে। তাঁহাদিগের যেমন কাজ বাড়িয়াছে, তেমন তাঁহারা শ্রমের অতিরিক্ত লাভ পাইতেছেন। এবার অংশীরা ইনকম টাক্স বাদে ১৪ টাকা শতকরা লাভ পাইয়াছেন। প্রত্যেক অংশ ৪০০০ অবধি ৮২০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে.

আমরা পূর্ব্বেই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, ব্যাঙ্ককে অধিকতর ক্ষমতা ও লাভ দেওয়া হইতেছে। অধ্যক্ষেরা [illegible] এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। ট্রেজরিতে যে ৪৩,৬০৬ টাকা আফিসের ব্যয় হইত, তাহা ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যহ শত নোট প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহাতে শতকরা বার আনা লাভ পাইবেন। গবর্ণমেণ্টের তহবিলে যে নগদ টাকা থাকিবে, তাহা তাঁহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের কাগজ, রেইলওয়ের অংশ প্রভৃতিতে খাটাইয়া লাভ করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট সেই লাভের অংশী নহেন। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টের কাগজে ক্ষতি হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টেরই হইবে! নোটের নিমিত্ত যে ৭০ লক্ষ টাকা প্রতিভূস্বরূপ আছে তাহা তাঁহারা আপনাদিগের বিবেচনানুসারে খাটাইতে পারিবেন। নোট জাল ও চুরি প্রভৃতি হইয়া যে ক্ষতি হইবে, তাহা ব্যাঙ্কেরই হইবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ দুই জন অধ্যক্ষ থাকিবেন, এক জন ইনস্পেক্টর মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান করিবেন।

ব্যাঙ্ককে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের বিবেচনার উপরেই নির্ভর করা হইয়াছে। কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে তাঁহারা ঐ ক্ষমতার অযথোচিত বিনিয়োগ করিবেন না। সাধারণের অর্থ এই প্রকারে কয়েক জন সামান্য বণিকের হস্তে দিয়া তাঁহাদিগের ক্ষমতার সীমা বদ্ধ করিয়া না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। নোটের দরুন শতকরা বার আনা ব্যাঙ্ককে দিবার যে কথা হইয়াছে, তাহাতে আমরা প্রতিবাদী নহি। উইলসন সাহেবের সরকুল বিভাগ ও কমিসনর নিয়োগ হইলে ইহার চতুর্গুণ ব্যয় হইত। কিন্তু নোটের প্রতিভূস্বরূপ টাকা ও সাধারণের জমা টাকার উপর তাঁহাদিগকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া বিধেয় হইতেছে না। ব্যাঙ্কের রূপ কেরা বলেন, গবর্ণমেণ্টের জমা টাকা ব্যয় হইলে তাঁহারা ব্যাঙ্কের টাকা লইতে পারিবেন। সত্য, কিন্তু আপাততঃ সাধারণ টাকা খাটাইয়া ব্যাঙ্ক অপরিমিত লাভ করিতে চলিলেন; লাভ তাঁহাদিগের, ক্ষতি সর্ব্বসাধারণের। এই বন্দোবস্ত দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ হয় নাই। সর চারলস উড তাঁহাদিগকে যে তিরস্কার করিয়াছেন এই নিমিত্ত তাহা অন্যায় হয় নাই। তিনি এক জন ফিনান্সিয়ার, তাঁহার মত লইয়া উক্ত নিয়ম করা উচিত ছিল। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের সহিত এই বন্দোবস্ত থাকিবে। কয়েক জন বণিকের সুবিধার নিমিত্ত এত দিন সর্ব্বসাধারণের ক্ষতি হওয়া ন্যায্য

হইতেছে না, সর চারলস উডের মতের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডীয় মহাসভায় ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি নিয়োগের আবশ্যকতা।

বর্ত্তমান সভ্যতম সময়ের রাজনীতিজ্ঞদিগের মত এই (এই মতই বিশুদ্ধ) যখন যে দেশে নূতন কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তদ্দেশবাসিদিগের মতগ্রহণ না করিয়া তাহা করা বিধেয় নহে এবং সেই কর ব্যয় করিতে হইলে তাহাদিগের অথবা তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণের মত গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। যে অবধি প্রতিনিধি দ্বারা শাসন প্রণালী সংস্থাপনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অবধি এই নিয়ম হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডে এই নিয়ম আছে; ইটালি তাহার অনুসরণ করিয়াছেন; ফরাশী সম্রাট অসীম ক্ষমতাশালী হইয়াও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও প্রজাদিগের মতনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যকারী নহেন; সম্রাট আলেক্জাণ্ডর রুশীয়ায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের সূত্র কি? ইংলণ্ডীয় মহাসভা তত্রত্য লোকদিগের অসম্মতিতে কর স্থাপনের চেষ্টা করাতেই তাদৃশ মহাসাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। আপনারা আপনাদিগের অর্থের ব্যয় ভার প্রাপ্ত হইলে করদাতার কেবল যে সুখ স্বচ্ছন্দ হয় এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্টেরও সবিশেষ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যে দেশে এই নিয়ম আছে, তথায় শাসন কর্ত্তা ও শাসিত উভয়েই পরস্পর সদ্ভাব সম্পন্ন ও সৌভাগ্যশালী দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে সমস্ত চিহ্ন দ্বারা সভ্য ও অসভ্য কালের ভেদ করা যায় এই নিয়মটী তন্মধ্যে একটী প্রধান। অসভ্য রাজারা কর নির্দ্ধারণাদি কালে প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দ, মনের ভাব ও ইচ্ছা প্রভৃতি কোন বিষয়েরই অনুসন্ধান করেন না, তাঁহারা আপনাদিগের স্বার্থ ও ইচ্ছার অনুসরণ করিয়াই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, সভ্যরাজগণ সেরূপ করেন না।

আমরা উপরে সভ্য ও অসভ্য রাজগণের যে ব্যবহার ভেদের বিষয় উল্লেখ করিলাম, ভারতবর্ষে কি তাহার অনুসারী কার্য্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে? আমরা যে কর দিয়া থাকি, তাহার বিষয়ে কি কিছু বলিতে পারি? ব্যয়ের বিষয়ে কি আমাদিগের হাত আছে? আমরা ভারতবর্ষবাসী, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই যে কেবল স্বেচ্ছাক্রমে নূতনবিধ কর স্থাপন ও তাহার ব্যয় সমাধান করেন এরূপ নহে; আমাদিগকে অন্য এক গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাপরাধীন হইয়া চলিতে হয়। সে গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডস্থ। যত দিন আমরা ইহার প্রতিকার করিতে না পারিব, তত দিন আমাদিগকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লোহিত সমুদ্রের টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে অর্থ দানের যে অনুমতি করেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি, ভবিষ্যতে যাহাতে ভারতবর্ষের রাজস্ব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছানুসারে ব্যয়িত না হয়, সে চেষ্টা করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহার প্রকৃত উপায় কি? ভারতবর্ষের কয়েক জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডীয় মহাসভায় প্রবেশ করিতে না পারিলে সে উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের দেশের যাবতীয় গুরুতর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইংলণ্ডে স্থির হয়। কয়েক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে কথা বলেন, মহাসভা তাহাতে "হাঁ" দিয়া যান। কিন্তু আমাদিগের যথার্থ প্রার্থনীয়, যথার্থ কষ্ট, অসহ্য অত্যাচার, সামাজিক দুরবস্থা ও দেশীয় লোকের মনের ভাব প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় কিছু জানিতে পারেন না। ইহা অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের তুল্য হইতেছে। মহাসভায় ভারতবর্ষের কয়েক জন প্রতিনিধি থাকিলে অজ্ঞতা মূলক এই সকল অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে না। প্রতিনিধি থাকিলে ইংলণ্ডীয় মহাসভা ও গবর্ণমেণ্ট অনেক অন্যায় অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের মঙ্গলের ত কথাই নাই। যাবতীয় বিষয়ের যথাযথ অবস্থা ইংলণ্ডে বর্ণিত হইলে এ দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বিশৃঙ্খলা ঘটিবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও মহাসভা ভারতবর্ষের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে অনুরক্ত, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তাঁহাদিগের সুবিচার জগদ্বিখ্যাত। আমরা তাহার প্রতিবাদী নহি। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিষয় ভালরূপ জানেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের সদভিপ্রায় সকল সম্যক ফলোপধায়ী হয় না। প্রতিনিধি থাকিলে কেবল যে ভারতবর্ষের উন্নতিপথ পরিষ্কৃত হইবে এরূপ নহে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞতা নিবন্ধন যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহারও সম্যক নিবারণ হইবে। পরিশেষে আমরা পুনর্ব্বার স্বদেশীয়দিগকে এ বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি। কায়মনোবাক্যে যত্ন করুন অবশ্যই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবেন।

লণ্ডন ২৬এ মে, ১৮৬২।—

প্রি। সম্পাদক। পূর্ব্ব পত্রে লণ্ডনের শিল্প বিন্যাস নিকেতনসম্বন্ধে ১লা মের ব্যাপার বংসামান্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, অধুনা উক্ত অট্টালিকায় যাবতীয় অসংখ্য এবং অদ্ভুত পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় বস্তুর সংক্ষেপ বর্ণন করিতেছি। অট্টালিকাস্থিত সমুদায় পদার্থের যথা বিহিত বর্ণন করিতে গেলে বহুসংখ্য প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়, অতএব আমি কেবল কয়েকটি সামগ্রীর নামোল্লেখ মাত্র করিয়া সন্তুষ্ট হইব।

অট্টালিকার প্রদর্শনভূমি ইংলণ্ড ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত, এবং ইংরেজদের অধীনজাতি সকল ইংরেজদের মধ্যেই ভুক্ত হইয়াছে। শিল্প দুই প্রকার; শ্রম সাধ্য শিল্প, ও সুশিল্প। শ্রম সাধ্য শিল্প জাত বস্তু ত্রিবিধ, (১) অসম্পন্ন সামগ্রী, যথা, ধাতু দ্রব্য, তুলা, পাট, ঊর্ণা ইত্যাদি। (২) যন্ত্র অর্থাৎ যে সকল কৌশলের দ্বারা অসম্পন্ন সামগ্রী সকল মনুষ্যের ব্যবহারে আনয়ন করা যায়। এবং (৩) সম্পন্ন সামগ্রী, যথা অলঙ্কার, বস্ত্র ইত্যাদি। চিত্র, প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি পদার্থকে সুশিল্প জাত বলা যায়। ব্রম্প্টনের নিকেতনে উভয় প্রকার শিল্প জাত বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রম সাধ্য শিল্প ৩৬ শ্রেণিতে বিভক্ত; ১৬০০০ বিদেশীয়, ৫০০০ ইংরেজ, এবং ২০০০ ইংরেজদের অধীন জাতীয়, সর্ব্ব শুদ্ধ ২৩০০০ শিল্পকর আপনাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। সুশিল্প জাত বস্তুর মধ্যে ইংরেজেরা একশত বর্ষের অন্তর্গত ২০০০ পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশিষ্ট যে সকল পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বিদেশীয়।

শ্রম সাধ্য শিল্পের ১ম শ্রেণি ধাতু ও আকরীয় দ্রব্য; আকর হইতে কয়লা প্রভৃতি দ্রব্য যে রূপে সংগৃহীত হয়, তাহার কতিপয় প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

২য় শ্রেণিতে রসায়নোপযোগী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য। চিকিৎসা বিদ্যার যাবতীয় বস্তু উপযোজিত হইয়াছে, এখানে তৎসমুদায় একত্রিত।

৩য় শ্রেণি খাদ্য সামগ্রী, সংরক্ষিত করাদি, পানীয়, তাম্রকূট প্রভৃতি।

৪র্থ শ্রেণি শিল্প কার্য্যে ব্যবহার্য্য প্রাণি ও উদ্ভিদ জাত বস্তু, মজ্জা, রবর প্রভৃতি।

৫ম, ৭ম, ৮ম, এবং ১০ম শ্রেণিতে বিবিধ বাষ্পীয় যন্ত্রাদি। কতক যন্ত্র স্থির, এবং কতকগুলি চলিষ্ণু। রাম্‌সবটম নামক শিল্পকর এমত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে রেলওয়েতে এঞ্জিন ষ্টেসনে জল লইবার জন্য থাকিতে হইবে না; আরবদেশে উষ্ট্র যেমন স্বীয় উদর হইতে জল আকর্ষণ করিয়া তৃষ্ণা শান্তি করে, উক্ত যন্ত্রও সেই রূপ করিবে এতদ্ব্যতীত ধূমাকারী বাষ্পীয় যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহা চলিবার সময় ধূম নির্গত হইবে না। ফরাসীশেরা দুইটি যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের বল ৬০ ঘোটকের তুল্য। সূচী নির্ম্মাণ, অক্ষর নির্ম্মাণ মুদ্রা যন্ত্র, কুলাল চক্র প্রভৃতি অশেষ বিধ প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সংখ্যা করা দুষ্কর। কৃষি বিদ্যা সংক্রান্ত কতক গুলি যন্ত্র সাতিশয় উপকারী; কয়েক বৎসরাবধি কৃষি কার্য্যে বাষ্পীয় যন্ত্র নিয়োজিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিদ্যার উপযোগী অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকার। কয়েকটি প্রকাণ্ড তোপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১শ, ১৩শ, ২৫শ, এবং ২৬শ শ্রেণিতে নানাবিধ বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্র, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, এক প্রকার চমৎকার বার্ত্তা বাহক যন্ত্র প্রভৃতি নানা বস্তু প্রত্যক্ষ হয়।

১৪শ শ্রেণিতে ফটগ্রাফ সম্পর্কীয় বিবিধ যন্ত্র; মনুষ্যের আকৃতি সমান আলোক-চিত্র সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৫শ, ও ২৮শ শ্রেণিতে নানাবিধ ঘটিক যন্ত্র। একবৎসর ফিরাইতে হইবে না এমত ঘটিকা প্রদর্শিত হইয়াছে; কোন ঘটিকায় পৃথিবীর সমস্ত স্থানের সময় নিরূপিত রহিয়াছে।

তৃণ নির্ম্মিত কাগজ দিতে পৃথিবীর উপকার হইবে সন্দেহ নাই; ঈদৃশ নানা প্রকার কাগজ একত্রিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক এমত এক 'নোট' প্রদর্শন করিয়াছেন, যে কেহ তাহা কৃত্রিম করিতে পারিবে না।

১৬শ শ্রেণিতে নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্র, এবং ১৭শ শ্রেণিতে শস্ত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা যন্ত্র।

১৮শ অবধি ২৩শ এবং ২৭শ শ্রেণিতে, তুলা শণ, পাট, ঊর্ণা, জাত ও মিশ্রিত বস্ত্র সকল এবং উপানহ প্রভৃতি চর্ম্মজ দ্রব্য।

২৯শ শ্রেণিতে শিক্ষা সংক্রান্ত বস্তু সকল, মুদ্রিত পুস্তক অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার উপকরণ ইত্যাদি।

অন্যান্য শ্রেণিতে লৌহ বস্তু সকল প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহাদের সংখ্যা করিয়া উঠি, এমত অবকাশ নাই।

ইংরেজদের অধীন নানা দেশ হইতে নানা [illegible] আগত হইয়াছে। চীনদেশ হইতে পট্টবস্ত্র, মখমল, মৃত্তিকার বাসন প্রভৃতি। সিংহল দ্বীপ হইতে কাফি, দারুচিনি, মুক্তাদি মরীচ উপদ্বীপ হইতে উৎকৃষ্ট শর্করা, ফলাদি। অষ্ট্রেলিয়া হইতে কাষ্ঠফল, ঊর্ণাজ বস্ত্র, গোধূম প্রভৃতি এবং ১৮৫১ সাল অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২১৭৬৫ মণ পরিমিত অর্থাৎ ১০৩০,০০০,০০০ টাকা মূল্যের যে স্বর্ণ আকর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার এক স্বর্ণ মণ্ডিত প্রতি রূপ স্তম্ভ আগত হইয়াছে। নিউ জীলণ্ড হইতে তিমি মৎস্য ধরিবার নৌকা প্রভৃতি। আফ্রিকা ও আমেরিকার ইংরেজাধীন অংশ হইতে তাদৃশ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় নাই।

ভারতবর্ষ এখানে কি ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমাদের সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। অট্টালিকার নিম্নতল গৃহের মধ্যে ১০০০০ চতুরস্র ফীট আমাদের দেশের নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে। প্রথমেই বঙ্গদেশ জাত বস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তিল ও সর্ষপ বীজ, তৈল, রক্তনির্য্যাস, ভেষজ বস্তু, ও কাষ্ঠাদি নানা দ্রব্য একত্রিত হইয়াছে। আসাম কাছাড় শ্রীহট্ট, দারজীলিঙ্গ, ডেরাডুন গড়ওয়াল প্রভৃতি স্থানের চা অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদায়ে প্রায় ৬০০০ প্রকার বস্তু আমাদের দেশকে প্রদর্শন করিতেছে। দিল্লী হইতে হস্তিদন্তের উপর চিত্র সকল আগত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক মন্দিরের অভ্যন্তর বিষয়ক চিত্র অনেকের মন আকর্ষণ করিতেছে। লক্ষ্ণৌনগরে যে সকল ফটগ্রাফ গৃহীত হয়, তাহার কতিপয় বিচিত্র প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিকাতার চিকণ কর্ম্ম, তন্তুবায়ের চূড়ান্ত নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কাশ্মীরের বনাতের উপর পট্টকর্ম্ম, ও দিল্লীর জাল অতি উৎকৃষ্ট। নানা প্রকার গালিচা ও দুলিচা, ও শ্রীনগরের ও অমৃতসরের শাল সাতিশয় মনোহর। গুজরাট ও পঞ্জাবের কফৎগোরি অর্থাৎ স্বর্ণ নিহিত লৌহ কর্ম্ম সকল প্রশংসা যোগ্য। পট্টবস্ত্র বিবিধ প্রকার এবং উৎকৃষ্ট; বারাণসীর কিংখাবের তুলনা নাই; তাহাদের মূল্যও সমুচিত। পঞ্জাব, মীরাট, ও বরাহনগর (আলিপুর?) স্থিত কারাগারের বন্দীদিগের প্রস্তুত নানাবিধ বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছে। নানা প্রকা

কাগজের নমুনা, মুঙ্গেরের পাথরের কর্ম, যেরেলীর কাষ্ঠ নির্ম্মিত কর্ম, লাহোরের প্যাকপত্তন কর্ম, এবং কৃষ্ণনগরের মানব প্রতিকৃতি কৌতুক জনক। কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, প্রস্তর প্রভৃতির উপর খোদিত কর্ম্মের বহু প্রকার নমুনা, কিন্তু ব্রহ্মপুরের হস্তিদন্ত খোদিত কর্ম্মের তুল্য অন্য কিছু নহে। যিনি কদাপি কটকের রৌপ্য কর্ম দেখিয়াছেন, তিনি তাহার নির্ব্বিবাদিত প্রশংসা বিষয়ে কোন ক্রমেই সন্দিহান হইবেন না। অসভ্য উড়িয়াদিগের এই একটি মাত্র গুণ। ঢাকার বস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। বোম্বাই প্রদেশ হইতে নানা অসম্পন্ন সামগ্রী ব্যতীত বিবিধ পদার্থের উপর খোদিত কর্ম, কৃষি ও বস্ত্রারোপযোগী যন্ত্রাদির প্রতিরূপ প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের ভাগ অত্যল্প বটে, কিন্তু শাল, এবং চিত্রণ কর্ম্মের নমুনা, ও অন্যান্য কতক গুলি দ্রব্য সমাগত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ, বর্ণী .., অন্যান্য পূর্ব্ব অঞ্চলীয় দেশ হইতে ধাতু দ্রব্য, হস্তিদন্ত, বহুমূল্য প্রস্তর, ও স্বর্ণকণা প্রভৃতি পদার্থ প্রেরিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় কতিপয় কৌতুক জনক চিত্র লোকের হাস্যোৎপাদন করিতেছে।

ফরাশীশ জাতির শ্রমের নিদর্শন অবশ্য অতি উৎকৃষ্ট, তাঁহারা অশেষবিধ বস্তু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের বাষ্পীয় যন্ত্র সকল চূড়ান্ত বলিলে হয়।

অষ্ট্রিয়া হইতে নানাবিধ অসম্পন্ন সামগ্রী ও বীট্‌জাত শর্করা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত দেশে প্রতি বর্ষে ১,৩৭২ ০০০ মণ পরিমিত বীট শর্করা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রসিয়ার অধর নির্ম্মিত ... সকল রমণীয়। রুশ লোকেরা ... বস্তু সকল প্রেরণ করিয়াছেন।

সুশিক্ষা জাত নম্রর এক ... হইয়াছে বলিলে হয়, কারণ যে ... চিত্রাদি ছিল, তাহার অধিক ... হইয়াছে। দেশের সর্ব্বাংশ হইতে ... রেরা বহু মূল্য শিল্প দ্রব্য সকল ... যাছেন।

এই মহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ফরাশীশেরা মাস নামক পত্রে নানা প্রকার কৌতুক জনক চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। একটি চিত্রের তাৎপর্য্য এই যে কয়েক দিন এক্‌জিবিশনে প্রবেশের দক্ষিণা ১০ টাকা ছিল, তন্মধ্যে এক দিন এক জন কাণ ব্যক্তি ৫ টাকা দিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। আর একটির তাৎপর্য্য এই ব্রহ্মাসিকাযুক্ত নানা সাহেব ভারতবর্ষীয় এক্‌জিবিশন প্রদর্শন করিয়াছে।

অট্টালিকায় প্রবেশের দ্বারে যেরূপ টাকা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা অভূত পূর্ব্ব।

আমেরিকা হইতে যুদ্ধের সমাচার আগত হইয়াছে। নিউ অর্লিন্‌স ও ইয়র্ক নগর ফেডেরল্‌দের হস্ত গত হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে কন্‌ফেডরেট্‌রা স্থির হইতে পারিতেছেন না, ইহাতে এমত দৃঢ় ভরসা হইতেছে যে এই যুদ্ধে ধর্ম্মই জয় লাভ করিবে।

ইণ্ডিয়ন ফীল্‌ড্‌ পত্র সম্পাদক ভ্রম পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান ইগজিবিশনের অট্টালিকা হাইড্‌ পার্কে নির্ম্মিত হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা উক্ত স্থান হইতে বিরুদ্ধে ব্রম্‌টন নামক উপনগরে স্থাপিত হইয়াছে।

ফরাশীশ দেশে যে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা নিরস্ত হইয়াছে।

লর্ড ক্যানিং স্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উমিচাঁদ গুপ্ত

বিবিধ সংবাদ।

১৪এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিম্ন লিখিত টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রকাশ করিতেছি "লণ্ডন, ১৯এ জুন গতকল্য আরল আর্নিওর মৃত্যু হইয়াছে। মিসিসিপি নদীতে একটী জলযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সিল্লাভিদিগের ... তরি সমূহ এক কালে বিনষ্ট হইয়াছে। মেম্ফিস নগরীয়েরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ... টীরা রাইটফুর্গ ত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা মোবিল নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। চারলস টেনের সন্ধি করস জ্যাক্‌সন গ্রাহ্য করিয়াছেন। ... গত সপ্তাহের ওয়াশিংটন নগরের বিপদের সংবাদ সত্য নহে।

বোম্বাই নগরে মালব দেশীয় অহিফেনের মান ... টাকায় বিক্রীত হইতেছে। চীন দেশে অহিফেনের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

মহীশূরের কমিসনর বাউরিঙ্গ সাহেব তত্রত্য বাটীর টাকা উঠাইয়া দিয়াছেন। অনেকে ইহা সুবিধা জ্ঞান করিবেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

আমরা নিশ্চয় রূপে শ্রবণ করিয়াছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুলের যুদ্ধে হস্তার্পণ করিবেন না। লার্ড পামরষ্টন মহাসভায় বলিয়াছেন পারস্য দেশীয় রাজা এযুদ্ধের বিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই। ইহা সুলতান আমেদ ও দোস্ত মহম্মদ খাঁর গৃহবিবাদ মাত্র।

দক্ষিণ হেরালড সম্পাদক সর্ বার্টল ফ্রিয়ারের পুনার দরবারের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত দরবারে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ লোক উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই শাসন কর্ত্তার বিনয় ও ভদ্রতায় সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে ভূতপূর্ব রেজিমেণ্টের কর্ণেল ত্রলি আত্মরক্ষা হেতু দুইখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার নামে সামরিক বিচারালয়ে অনেক অপবাদ দেওয়া হয়। কয়েক জন অফিসর তাহা সত্য বলিয়া শপথ করেন, কিন্তু উহাদিগের কথা মিথ্যা সপ্রমাণ হইয়াছে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ভূতপূর্ব্ব কোম্পানির অফিসরেরা রাজকীয় অফিসরদিগের অপেক্ষা ভদ্রলোক ছিলেন।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক বলেন, কয়েক দিন অবধি কয়েক ব্যক্তি আগরার মাজিষ্ট্রেটের বাটীতে রাত্রিযোগে ঢিল ফেলিতেছে। সম্পাদক নিজে কয়েক খানি ইট পড়িতে দেখিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেটের বাটীতে ইট পড়া মন্দ নয়।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন সম্প্রতি খসিয়ারা যে ৮ জন সিপাহীকে বধ করিয়াছে তাহা শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের দোষেই ঘটিয়াছে। তাহারা সেনাদলের কতক রসদ লইয়া যাইতেছিল। একটি নির্ঝরের নিকটে অস্ত্র একত্রিত করিয়া রাখিয়া তাহারা স্নান করিতে গমন করে, এমন সময়ে বন্য জাতীয়েরা আসিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছে। গারোজাতীয় এক দল সম্প্রতি ত্রিপুরার রাজার অধিকারে প্রবেশ করিয়া কয়েক খানি গ্রাম লুঠ করিয়াছে। এই বন্যদিগকে পর্ব্বত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেশের মধ্যস্থলে অথবা কোন দ্বীপে বাস করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

গত শনিবারের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ১২টি নূতন ছোট আদালত হইয়াছে। দশজন সদর আলা ও দুই জন বারিষ্টর ইহার বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক জন উপযুক্ত সদরআলাকে প্রথম শ্রেণিস্থ করা হইয়াছে। গবর্নমেন্ট সদরআলাদিগকে বারিষ্টর অপেক্ষা বিচক্ষণ বিচারপতি জ্ঞান করেন ইহা বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

জোসেফ কারবেরি ও তাঁহার ভগিনী দেউলিয়া হইবার আশয়ে আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মাতা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেউলিয়া হওয়াতে তাঁহারা বস্ত্র বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সকল দেউলিয়াদিগের অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত হওয়া উচিত।

পূর্ব্ববাঙ্গলার রেইলওয়ের এজেন্ট আফিসের এক জন পাগওয়ালা ৩১১ ॥১০ চুরি করাতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

বিশ্বমনোরঞ্জন পত্রিকায় এক জন পত্রপ্রেরক বলেন মালদহের ধীবরবংশীয় একটি স্ত্রীলোক তিন বৎসর গর্ভধারণ করিয়া সম্প্রতি মাংসপিণ্ড মাত্র দুইটি সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুসন্ধানের উপযুক্ত বিষয় সন্দেহ নাই।

২৫এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী দেহড়দা হইতে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় ব্রহ্মসমাজে দিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট পাচ টাকা ও নিম্ন লিখিত পত্র পাঠাইয়াছেন।

"সম্পাদক মহাশয়! শীঘ্র আমার কন্যার অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবেক। তদুপলক্ষে [illegible] করিতে হইবেক। কিন্তু স্বীয় আত্ম[illegible] সর্ব্বাগ্রে করুণানিধান জগদীশ্বরের নিকট শুভ প্রার্থনা করা, এবং [illegible] বিষয়ে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই পত্রের ভিতরে ৫ পাচ টাকার পোষ্টষ্টাম্প মহাশয়ের নিকট পাঠাইলাম। মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত টাকা কলিকাতা ব্রহ্মসমাজে পাঠাইয়া দিবেন। [illegible] বাধিত হইবেন।

[illegible] নিবেদন ইতি

[illegible] সাল

[illegible] আষাঢ়।"

সাহস্রাম প্রদেশের এল [illegible] এক [illegible] দারোগা ১০,০০০ টাকা তহবিল [illegible] করাতে তাহাকে হাজতে দিয়া ১০,০০০ টাকার জামিন চাহা হয়। সে তাহা দিতে অক্ষম [illegible] তাহাকে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট কারাগারে প্রেরণ করেন। তথায় সে পাগল হইয়া [illegible] তি তাহার স্ত্রী গবর্নমেন্টের নিকটে [illegible] আবেদন করিয়াছে যে কারাগারে [illegible] তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। তত্রত্য সিবিল সরজন পাক বলেন এ মিথ্যা কথা। যাহা হউক, আমাদিগের এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এক জন শ্রীবৃদ্ধিকারী ১০০০০ টাকা হই জামিন নাই, তন্নিমিত্ত তাহার মিয়াদ হইল।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় রাজগণের অপবাদ লেখা একটী প্রথা হইয়া উঠিয়াছে অযোধ্যা গেজেটে এক জন লিখিয়াছেন, জঙ্গ বাহাদুর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি শীঘ্র অযোধ্যা আক্রমণ করিবেন। জঙ্গ বাহাদুর ইউরোপীয়দিগকে নেপালের বনে শীকার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহাই কি এরূপ লিখিবার কারণ?

দিল্লী গেজেটের সংবাদদাতা বলেন, মহারাজ রণবীর সিংহ প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। তিনি নিজে কাশ্মীরের প্রায় সমুদায় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছেন। শালের তাঁতিরা তাঁহার ক্রীত দাসের ন্যায়। রাজা সকল দ্রব্যের উপর অপরিমিত কর লইয়া থাকেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ দশা উপস্থিত।

২৬এ আষাঢ় বুধবার

টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক কাবুল হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি দোস্ত মহম্মদের সহিত সুলতান জানের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলাফল জানা যায় নাই।

মান্দ্রাজে যে সকল নোট প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে তামিল ভাষায় নম্বর না থাকাতে তত্রত্য লোকেরা তাহা লইতে অসম্মত হই[illegible] স্থানে নোটের পরিবর্ত্তে টাকা [illegible]

[illegible]

[illegible] ডেনিসন [illegible] [illegible]স্থিত প্রদেশ সমূহের পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের ব্যয়ের জন্য এক প্রকার [illegible] স্থাপন করিতেছেন। বিদ্যা[illegible] করিবার ঐ একটী প্রধান [illegible]

ফিনিক্সের হুগলীস্থিত সংবাদদাতা [illegible]ন, তত্রত্য ইউরোপীয় সৈনিক [illegible] দেশে প্রেরণ করা হইতেছে। বড় [illegible]

২৭এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

গত কল্য এক্স্‌চেঞ্জে [illegible] টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।—

	বাক্স	মোট
বেহারের	১৩০৫	[illegible]
কাশীর	১[illegible]৩৫	[illegible]

[illegible] নগরে সম্প্রতি তুলার মহাজন [illegible]গের সহিত তুলার [illegible] একটী [illegible] হইয়া গিয়াছে। দালালেরা এক[illegible] মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন কিন্তু মহাজনেরা [illegible] হাতে অসম্মত হওয়াতে অনেক দালাল পলায়ন করিয়াছে [illegible] এক্ষণে [illegible] পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মূল্যে [illegible] করাতে উভয় [illegible] [illegible] এখানকার [illegible] ও বোম্বাই [illegible] তরেই প্রজার [illegible] হরণ বিষয়ে

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ারে লিখিত হইয়াছে, ফরাশীরা লোহিত সমুদ্রে এক [illegible] করিয়াছে। সুমাত্রার নিকটবর্ত্তি একটী দ্বীপ [illegible]গের হস্তগত হইয়াছে। সম্রাট নেপোলিয়ন [illegible] বিখ্যাত কলবার্টের প্রণালীতে ফরাশী [illegible] বেশ করিতেছেন।

অযোধ্যা গেজেট সম্পাদক বলেন, তত্রত্য ১৯ গণিত অশ্বারোহী সেনাদলের মেজর গফ গুলিদ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন। গুলি তাঁহার বাম কক্ষ দিয়া গমন করিয়াছে। তাঁহার জীবন সংশয়! ইউরোপীয় সেনাদলে অনুসন্ধান করিলে আত্মহত্যার [illegible]ন গোপনীয় কারণ বাহির হইতে পারে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মান্দ্রাজস্থিত সংবাদ দাতা বলেন, সর উইলিয়ম ডেনিসন নিজপদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহার অনেক পরিবার এবং অল্প মাত্র সম্পত্তি [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] গবর্ণমেন্ট [illegible] [illegible] অনেক বার [illegible] ডেনিসনকে তিরস্কার করিয়াছেন। তাহার [illegible]

অন্য কোন দোষনাই। তিনি কেবল য় অলগ। ঐত রোগ।

চরিতে আর্কট হইতে যে শস্য প্রেরি- তাহার শুল্ক লওয়াতে ফরাসীশাসন কর্ত্তা সর উইলিয়ম ডেনিসনের নিকটে তাহা- র প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে আক্ষেপ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শুল্ক প্রত্যর্প ণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এইসকলের নি মিত্তই কি ডেনিসন তিরস্কার খান।

নিম্নলিখিত ভূভাগে নোট এবং তাহার প্রতিভূ স্বরূপ নগদ টাকা ও রৌপ্য প্রভৃতি আছে।

	কলিকাতা।	বোম্বাই	মান্দ্রাজ	মোট
প্রচলিত নোট	২,৪৩,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	২৮,০০,০০০	৪,২১,০০,০০০
প্রতিভূ স্বরূপ টাকা	১,৯৯,৫১,১৩৭	৫৮,০০,০০০	২৮,০০,০০০	২,৮৫,৫১,১৩৭
ভূমুদ্রিত রৌপ্য		৯২,০০,০০০		৯২,০০,০০০
গবর্ণমেন্টের কাগজ	৪৩,৫৮,৮৬১			৪৩,৫৮,৮৬১

মান্দ্রাজে নোট ও প্রতিভূস্বরূপ টাকা উভয় সমান। এই কয়েকবৎসরের মধ্যে চারি কোটির অধিক নোট প্রচলিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

কাবুলের নিকটে আফগান সৈন্যের সহিত সুলতান জানের একটী যুদ্ধ হইয়াছে তাহা- তে দোস্ত মহম্মদখাঁ পরাজিত হইয়াছেন। সুলতানজানের শক্তি কতিপয় অধিক হইয়াছে।

[illegible] বারিংটন [illegible]

সময়ে [illegible] গিয়াছেন কর্ণেল [illegible] চেষ্টায় যাহা ভারতবর্ষের [illegible] সমান হই-

য়াছে। ভারতবর্ষে বালফোরের ন্যায় নিয়ত দুই এক জন লোক চাই।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট সালেমের নিকটে কুই নাইনের বৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। সাঁওতাল পরগণার নূতন সিঙ্কোনা বৃক্ষের কি হইল। এরূপ জনশ্রুতি কয়েক রেজিমেন্ট শীক সৈ- ন্য পুনর্ব্বার চীন দেশে প্রেরিত হইবে। বিদ্রো- হিদিগকে দমন করা ইহার উদ্দেশ্য। শেষে উপন্যাস লিখিত বানর দ্বারা বিড়াল দ্বয়ের মকদ্দমার নিষ্পত্তির ন্যায় উল্লিখিত বিবাদের নিষ্পত্তি না হয়।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণ মেন্টের প্রস্তাবানুসারে ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল সৈন্য সময় পূর্ণ হইলে ইংলণ্ডে যাইতে চাহিবে তাহাদিগকে অধিক টাকা দিয়া এদেশীয় সেনাদলে রাখা হইবে। নূতন সৈন্য আনিতে বিস্তর ব্যয় হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ২,১০০ টাকা প- ড়ে কিন্তু পুরাতন সৈনিকদিগকে রাখা হইলে ত্রিবিধ উপকার হইবে। প্রথমতঃ পুরাতন সুশিক্ষিত সৈন্য পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয়তঃ নূ তন সেনা আনিবার ব্যয় সংক্ষেপ হইবে, তৃ তীয়তঃ ভারতবর্ষের নামে যে ১৪০০০ সৈন্য ইংলণ্ডে আছে, তাহাদিগকে রাখিবার আর প্রয়োজন করিবে না। শেষোক্তটি আমাদি গের আশাতীত।

ভাস্কর সম্পাদক বলেন বড় শালের ঘাটে অনেক ইউরোপীয় খালাসী বিবস্ত্র হইয়া বৈকালে স্নান করে। পুলিস কর্ম্মচারিদিগের এতন্নিবারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। খালাসীরা এক প্রকার অবোধ জন্তু, তাহাদিগকে দমনে না রাখিলে তাহারা ঠিক পথে চলিবে কেন।

অযোধ্যাগেজেটের একজন সংবাদ দা- তা বলেন, রাওসাহেবের হত্যাকারিতা প্র মাণ হইবে না। হেরাল্ড পত্রে রাওসাহেবের যে প্রকার সাহস ও অধ্যবসায়ের বিষয় লি খিত হইয়াছে তাহাতে তিনি যে যুদ্ধের যথা

[illegible]

[illegible]

[illegible] এমনি সতর্ক যে

পুলিস কর্ম্ম চারিরা তাহাকে ধৃত করিবার জ- ন্য চেষ্টা করাতে সে তৎসমুদায় জানিতে পা- রে। একদা দুইজন চরের সহিত তাহার সা- ক্ষাৎ হইলে সে বলিল আমি জানি তোমরা আমাকে ধরিবার চেষ্টায় আছ, অতএব তো মাদিগের প্রধানের নিকটে এই চিহ্ন লইয়া যাও, এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে তল- বারের আঘাত দিল। সম্প্রতি একজন কালেক্টরের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত রাজস্ব ও বিচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ক্ষণ কথোপকথন করে, কালেক্টর কতক্ষণ পরে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল আ- মি বিখ্যাত ডাকাইত শঙ্কররাম সিংহ। কালে ক্টর তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে হস্ত দিয়া এক বিনাল বার পিস্তল লইবার চেষ্টা করাতে শঙ্কররাম বলিল সাহেব তোমার পিস্তল ঐ টেবিলের উ পর আছে, সাহেব তথায় যাইতে যাইতে শঙ্কররাম অর্দ্ধ ক্রোশ পথ বাহির হই- য়া গেল। আমরা ইংলণ্ডীয় রবিনহুডের গ- ল্প শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় শঙ্কর রাম রবিন হুডের নিকৃষ্ট নহে।

গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিয়াছেন সব লক ওয়াকের ব্যয়ের জন্য যে টাকা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হইবে না। এক মাসের চেকের টাকা অন্য মাসে দেওয়া হইবে না। পাব্লিক ওয়ার্কের অপব্যয় নিবা রণ নিমিত্ত কি এই চেষ্টা হইতেছে।

প্রভাকরের নেপালের সংবাদদাতা ব- লেন, তিব্বৎ দেশে কয়েকজন লামা নেপালী- য় একদা ক্লেকে বধ করাতে উভয় রাজ্যে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু তিব্বতের [illegible] হত্যাকারিদিগকে নেপালে প্রেরণ ক- রাতে সেই অনর্থ গিয়াছে।

উক্ত সংবাদদাতা আরও বলেন মহারাজ জঙ্গবাহাদুর আপনার দুই পুত্রকে ইংলণ্ডীয় সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার অভিলাষ করিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন ক রেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল এই বলিয়া তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই যে যাঁহারা কেবল ইংলণ্ডেশ্বরীর সেনাদলে প্রবেশ করিবেন তাহারা [illegible]

[illegible] নেপাল [illegible]

ঙ্গ বাহাদুর পুত্রদিগকে ফ্রান্সের সম্রাটের

নিকটে প্রেরণ করুন ফরাসীসম্রাট আহ্লাদিত হইয়া উঁহাদিগকে নিজ সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবেন। এ উভয়ে সকল দিক রক্ষা হইয়াছে।

২৮ এ আষাঢ় শুক্রবার।

অদ্য লার্ড ক্যানিঙের মৃত্যুসূচক ২১টি তোপ হইয়াছে। যাবতীয় ষ্টেসনে এই প্রকার হইবে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া এতদ্দেশীয় চিহ্নিত চিকিৎসকের কার্য্যের প্রার্থিদিগকে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নামে তত্রত্য প্রধান বিচারালয়ে নালীশ করিতে কহিয়াছেন, মহাসভা যে আইন করেন, সে আইনের বহির্ভূত কার্য্য করিলে বিচারপতিরা তাহা রহিত করিতে পারেন। হর্সগার্ডের অধ্যক্ষেরা উল্লিখিত বিষয়ে মহাসভার কৃত নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক বিচারালয়ে ইহার প্রতিকার হইবে না। সংস্কার দোষ অত্যন্ত প্রবল।

হরকরা সম্পাদক দুর্ব্বৃত্ত হিলির কয়েক খানি প্রশংসা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সে চীন দেশীয় যুদ্ধে সবিশেষ সাহস প্রকাশ করাতে সর রবর্ট নেপিয়র তাহাকে এক জন সেনাপতি করিবার অনুরোধ করেন। সম্পাদক কি উক্ত শ্রীবৃদ্ধিকারির জীবন রক্ষার চেষ্টা পাইতেছেন?

এক দাসী বাবু জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী হইতে প্রায় ২০০০ টাকার অলঙ্কার অপহরণ করিয়া তাহার উপপতিকে দেয়। তাহাদিগকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান রিফর্মার বিবেচনা করেন এতদ্দেশীয়দিগকে আসিষ্টাণ্ট সরজনের পদ হইতে বহিষ্কৃত করা অন্যায় হয় নাই। ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টীয়ানেরা এতদ্দেশীয় হিন্দু চিকিৎসকদিগকে যদি আপনাদিগের পরিবারের চিকিৎসা করিতে না দেন, তদর্থ তাঁহাদিগের দোষ দেওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্ম পূত পরিবারে অপবিত্র লোক গমন করিলে যদি সেই পবিত্র পরিবারের অপবিত্রতা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবল কি?

২৯এ আষাঢ় শনিবার।

উড়িষ্যার ক্ষুদ্র যুদ্ধের শেষ হইয়াছে। খন্দপ্রভৃতি বন্যজাতিরা যে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, সম্পূর্ণ রূপে তাহার শান্তি হইয়াছে। অতঃপর আর গোলযোগ করে যাইবে ?

হরকরা সম্পাদক বলেন মুরশিদাবাদের নাজিমের নামে মেকিটাকা প্রস্তুত করিবার যে অপরাধ দেওয়া হয় তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নবাবের চরিত্রে দোষ দিয়াছিলেন না?

চীনদেশে সেনা প্রেরণ সংবাদ অসত্য নয়।

সমাচার হিন্দুস্থানী সম্পাদক বলেন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার হায়দরাবাদের নবাবের বিপক্ষে প্রস্তাব সকল ভ্রম মূলক বোধ হয়, নবাবের অবমাননা করা ও কর্ণেল ডেবিডসনকে দূরীভূত করিয়া « ফ্রেণ্ডের » কোন বিলেটী বন্ধুকে তথায় প্রেরণ করা ঐ সকল প্রস্তাব লিখিবার উদ্দেশ্য।

আমেরিকার যুদ্ধের ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের সেনারা বিদ্রোহীদিগের যাবতীয় প্রধান নগর অধিকার করিয়াছে। যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইলেই ভাল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৫ টাকার সিক্কা	৯১। — ৯১॥
৪ টাকার কোম্পানির	৯৩। — ৯৩॥
৫ টাকার ঐ	১০৪॥ — ১০৪৸
৫॥ টাকার ঐ	১১২। — ১১২৶

১০ ই জুন পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

পোর্টরয়ালস্থিত বিদ্রোহী সেনার সেনাপতি ব্যাঙ্কস্কে উইঞ্চেষ্টর নগরে আক্রমণ করিয়া পটমাক নদী পারে মেরিলাণ্ডে দূরীভূত করিয়াছে। ওয়াসিংটনের লোকেরা অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। সভাপতি (লিঙ্কলন) যুদ্ধ সম্পর্কে রেইলওয়ে আপনার অধীনস্থ করেন; সেনা সংগৃহীত হওয়াতে সেনাপতি ব্যাঙ্কের সাহায্যের জন্য সেনা প্রেরিত হয়। বিদ্রোহীরা উইঞ্চেষ্টরে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

সেনাপতি মাকডুয়াল ফ্রেডারিকস্বর্গ হইতে রিচমণ্ডের দিগে অগ্রসর হইয়াছেন। সেনাপতি মাকিলান হানবার কোর্ট হাউস লইয়াছেন এবং এক্ষণে তিনি সমুদয় সৈন্যের সহিত তত্রত্য রাজধানীর পাঁচক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন

মিসিসিপিস্থিত [illegible] গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে।

ডানবিসুত সাহেব যত [illegible] প্রস্তাব করেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। [illegible] তাঁহার পক্ষ ও ৩৬৭ জন তাঁহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্লোবলেটার সাহেব [illegible] যে সংশোধন প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প [illegible], তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইটালীয় মহাসভা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন মন্ত্রিসমাজের প্রতি তাঁহাদিগের অবিশ্বাস নাই। ইটালি রাজ্যে আয়অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে, কিন্তু আয় হইবার অনেক উত্তম উপায় আছে; এবং সাধারণ লোকে আয় ব্যয়ের হিসাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ফরাসী সেনারা মেক্সিকো নগরের কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছে। এরূপ জনশ্রুতি তত্রত্য সেনাদলকে পরাজিত করা হইয়াছে, ফ্রান্স হইতে আরো অধিক সেনা প্রেরিত হইবে।

টাইরলে অনেকে অষ্ট্রীয় সেনা সমবেত হইতেছে। অষ্ট্রীয় সেনাদলে আরো অধিক দুই ব্রিগেড (১৮,০০০) সেনা প্রেরিত হইবে।

১লা জুলাই অসবরণে রাজকুমারী আলিসের সহিত হেসির রাজকুমার লুইর বিবাহ হইবে।

মিসর দেশীয় রাজপ্রতিনিধি পারিস হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

১১ই জুন জাপান দেশীয় দূতগণ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন।

লোহিত সমুদ্র ও ভারতবর্ষীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানির বিল হাউস অব লার্ডসে দ্বিবার পঠিত হইয়াছে।

১৭ই জুন লার্ড কানিঙের মৃত্যু হইয়াছে.

রিচমণ্ডস্থিত বিদ্রোহীরা গবর্ণমেণ্ট [illegible] এক অংশকে আক্রমণ করিয়া অনেক দ্রব্য হস্তগত করে। পর দিবস পুনর্ব্বার আক্রমণ হওয়াতে বিদ্রোহীরা পলাইয়া তাহাদিগের শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ৭০০০ লোক হত হইয়াছে।

বিদ্রোহীরা করিন্থ ত্যাগ করিয়াছে। টিপিতে তাহাদিগের রণতরি পরাজিত হই গবর্ণমেণ্ট মেম্ফিস নগর অধিকার করিয়া

সেনাপতি ব্যাঙ্কস যথাগত সেনাগণের পুনর্ব্বার পটমাক নদী পার হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের সেনাপতি বটলর নিউঅরের স্ত্রীলোকদিগের নিন্দাসূচক এক

পত্র প্রকাশ করায়ে [illegible] লোকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন।

ফরাসী দৈনোরা [illegible] মেকসিকোর সেনাদিগের নিকটে পরাজিত হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে নূতন সেনা প্রেরিত হইতেছে।

[illegible] ইইয়াছিলেন ফ্রান্স ও ইংলণ্ড আমেরিকার যুদ্ধে [illegible] করিবেন, কিন্তু আমরা [illegible] করিয়াছেন আপাততঃ এ ইচ্ছা নাই।

পোপ রোম [illegible] পুরোহিতদিগকে তাঁহার [illegible] করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। পুরোহিতেরা তাহাতে সম্মত হইয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন।

[illegible] মহাসভা রাজাকে এক এড্রেস দিয়াছেন [illegible] ইটালীয়দিগের রোমে উপরে অধিকার আছে।

[illegible] জন জনৈক রুশীয়ার গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, পোলণ্ডের যে সকল লোক ইটালিতে পলায়ন করিয়াছে, যদি তাহাদিগকে সেনাদল ভুক্ত না করা হয় তাহা হইলে তাঁহারা বিক্টর ইমানুএলকে ইটালির রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন।

লার্ডপামরষ্টন মহাসভায় সেনাপতি বটলরের ঘোষণার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

এমত জন জনৈক পোপ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে [illegible] ইয়াছেন তিনি ইটালির রাজার সহিত সন্ধি [illegible] রিবেন না।

তুরক্কের সহিত সরবিয়ার লোকদিগের [illegible] রায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা দেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের
আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible] জুন—সাহাবাদের প্রথম বিভাগের আসেস [illegible] ডেপুটী কালেক্টর এস, ডি, আনক্র সাহেব [illegible] মার্চ্চ অবধি নিজ কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত বকসার [illegible] আসেসরের কার্য্যের ভার পাইয়া-

৯ এ জুন—প্রেসিডেন্সি কালেজের গণি [illegible] সহকারী অধ্যাপক জে, এল, রিক সাহেব [illegible] কর্ম্ম করিয়া কিয়দ্দিবসের জন্য উক্ত [illegible] জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ববিদ্যার প্রতিনিধি [illegible] কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

[illegible] কানাইলাল দে কিয়দ্দিবসের জন্য প্রে [illegible] কালেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিনিধি [illegible] হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা ৩০ মে ও ৫ ই জুন সহকারী কমিসনরের পদে নিযুক্ত হইয়া পশ্চা লিখিত স্থানে গিয়াছেন।

লেপ্টনাণ্ট এ, ই কাবেল, মঙ্গঁ।
" এ, এল, কিনিকুন গোয়ালপাড়া।
" এল, লুই, লক্ষীপুর।

এ, ডি, জোন্স সাহেব ইষ্টাপ ও ষ্টেসনরির প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

এচ, বেল সাহেব যশোহরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন। অপর, তিনি মাগুরা জিনিদা, কোটচাঁদপুর ও নড়াইল ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন

জে, গেগান সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্ম ভিন্ন নদীয়া বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনরের কর্ম্ম করিবেন।

১লা জুলাই—গবর্ণর জেনরলের অনুমতি ক্রমে লেপ্টনণ্টগবর্ণর ১৮৬০ অব্দের ৪২ আইন অনুসারে নিম্ন লিখিত স্থানে ছোট আদালত সংস্থাপিত করিলেনঃ।

১	মুঙ্গের	৭	নাটোর
২	ভগলপুর	৮	পাবনা
৩	সেরাজগঞ্জ	৯	হুগলী
৪	কুমারখালী	১০	চট্টগ্রাম
৫	ফরিদপুর		মেদনীপুর
৬	রামপুরবোয়ালিয়া	১২	কটক

উক্ত আইনের ৭ ধারানুসারে উক্ত আদালতের ক্ষমতার বিষয় নিম্নে লিখিত হইলঃ।

মুঙ্গের—ইহা সদর মুনসেফের সীমা।

ভগলপুর	ঐ
সেরাজগঞ্জ	ঐ
কুমারখালি	ঐ
ফরিদপুর	ঐ
রামপুরবোয়ালিয়া	ঐ
নাটোর	ঐ
পাবনা	ঐ
হুগলী	ঐ
কটক	ঐ
মেদনীপুর	ঐ

১লা জুলাই—মৌলবী মহম্মদ বাকিক মুঙ্গেরের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেরাজগঞ্জের ছোটআদালতের জজ হইয়া পাবনা জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু দিগম্বর বিশ্বাস কুমারখালির ছোটআদালতের জজ হইয়া পাবনা জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন ফরিদপুরের ছোটআদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রামপুরবোয়ালিয়ার ছোটআদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, ডবলিউ লিঙ্টন সাহেব নাটোরের ছোটআদালতের জজ হইবেন।

ডবলিউ, রাইট সাহেব পাবনার ছোটআদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন;

বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় হুগলির ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী নসিরুদ্দিন মহম্মদ কটকের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কালীকিঙ্কর রায় চট্টগ্রামের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

সি, ডি, লিণ্ডস সাহেব লোহারডাগার ছোট আদালতের জজ হইবেন।

বাবু কাশীশ্বর মিত্র মুরসিদাবাদের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

২৭এ জুন—বানসির অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট জি স্মিথ সাহেব ফৌজদারি আইনের ২৯ ধারানুসারে উক্ত জেলার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

উত্তর বিভাগের সহকারী রেবিনিউ সরবির ১ লা জুলাই অবধি সংপূর্ণ সরবেয়ার হইবেন।

৩০এ জুন—বরুপুরের অস্থায়ী ডিপুটি কালেক্টর প্রতিনিধি মুনসেফ বাবু মহানন্দ রায় [illegible] ১৮৫৯ অব্দের ১৫০ ধারা মতে উক্ত জেলার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১লা জুলাই—বাবু গোবিন্দ [illegible] পূর্ব্ববর্দ্ধমানের প্রধান সদর [illegible]

৫ই জুলাই—জে, ফরলঙ [illegible] কেরিকুত কমিটির একজন সভ্য হইবেন।

লেপ্টনাণ্ট ডবলিউ হাউই আসামে প্রথম শ্রেণির সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ট হইবেন।

৭ই জুলাই—এফ, এচ, পিলু সাহেব বরিসালের সাধারণ বিদ্যা শিক্ষাকার্য্যের কমিটির এক জন সভ্য হইবেন।

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৫ ভাগ। ৩২ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ৬ শ্রাবণ। ইং ১৮৬২। ২১ জুলাই | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৬ই শ্রাবণ সোমবার।

ইনকম টাক্স ঘটিত অত্যাচার।

অর্থকৃচ্ছ্র হওয়াতে প্রজাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া অসঙ্গতি দূর করিবার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট এ দেশে ইনকম টাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মচারিরা অতি লোভে উপন্যাসপ্রসিদ্ধ স্বর্ণময় অণ্ড প্রসবকারিণী হংসীর প্রাণবধের ন্যায় একবারে প্রজাগণের আয়মূল বিনাশের চেষ্টায় আছেন। আমরা পূর্ব্বে রাজকর্ম্মচারিদিগের এই দুশ্চেষ্টার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি, সম্প্রতি কুমারখালি, পাবনা প্রভৃতির মহাজনগণ এতৎসংক্রান্ত যে এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন নিম্নে প্রকটিত হইল, তাহা দর্শন করিলে পাঠকগণ আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইবেন।

মহাশয় জেলা কৃষ্ণনগর ও পাবনার অধীন কুমারখালী প্রভৃতি স্থানের মহাজনগণ প্রথম বৎসরে ইনকম টাক্সের ফরম প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের যে যে কারবার আছে সমুদায় কর্ম্মের আয় একত্র করিয়া উক্ত ফরমে লিখিয়া দিয়া আসেসর মহাশয়দিগের নিকট অর্পণ করেন। তাহাতে প্রত্যেক অংশী ও অংশভাগী কর্ম্মচারী দিগের লাভের টাকা বাদে যে নামের কারবার তাহার নিজের যে যথার্থ আয় তাহাই লিখিত হয়। জেলার কালেক্টর সাহেব ঐ রিটর্ণের লিখিত আয়ের উপর কিছু কিছু অতিরিক্ত ধরিয়া আসেসরদিগের প্রতি আদায়ের ভার অর্পণ করেন। মহাজনেরা তদ্বিষয়ে আপনাদিগের প্রতি অন্যায় হইতেছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া কালেক্টর সাহেবের নির্দ্ধারিত টাক্স আদায় হইয়া তাহার সার্টিফিকেট ও রসিদ পাওয়া হয়। দিনাজপুর ও কলিকাতা প্রভৃতি যে যে স্থানে মহাজনদিগের গদি আছে, তথাকার আসেসরদিগের নিকট ঐ সকল সার্টিফিকেট ও রসিদ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু কলিকাতার আসেসর কলিকাতার বাণিজ্যের আয় পাবনা প্রভৃতি স্থানে প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ঐ সকল আসেসরের দত্ত সার্টিফিকেট ও রসিদ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মহাজনদিগের বাজার সম্ভ্রমের উপর দৃষ্টি করিয়া অন্যায়রূপে কাহার নিকট ৫০০ কাহার নিকট ৭০০ কাহার নিকট ১১০০ শত টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইয়াছেন। ওদিকে দিনাজপুরের কালেক্টর সাহেব মহাশয়ও তথায় প্রেরিত ঐ সকল সার্টিফিকেট ও রসিদ অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত স্থানের প্রতি দোকানে ৮০০ শত টাকা পরিমাণে কাহার নিকট ২০০০ কাহার নিকট ২৫০০ কাহার নিকট ৩০০০ হাজার টাকা বল পূর্ব্বক আদায় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আরো কিছু বিশেষ অত্যাচার আছে। যে সকল মহাজন উল্লিখিত টাকা সহসা সংগ্রহ করিয়া দিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যাহার ৩০০০ হাজার টাকা টাক্স ধার্য্য হয়, তাহার প্রতি শতে ১০ টাকা হিসাবে খরচ ধরিয়া ৩৩০০ শত টাকা পাওয়ানা করিয়া ৩৩০০ শত বস্তা চাউল নীলামে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত চাউল পরিমাণে ৪০ মণ, থলিয়া ১৩০০ শতটা। যাহাদের সমুদায় বিষয়ের আয় বুঝিয়া ৪০০। ৫০০ অথবা ৭০০ শত টাকা টাক্স নির্দ্ধারিত করা যায়, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রায় ৫০০০ হাজার টাকা অন্যায়রূপে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ দিনাজপুরের চাউলের বস্তা নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করাতে মহাজন লোকেরা নিতান্ত হতাশ হইয়াছে। এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকা আয় না হইলে ৫০০০ হাজার টাকা টাক্স হইতে পারে না। কিন্তু যাহার এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকা মাত্র মূলধন, তাহার নিকট হইতে ৫০০০ হাজার টাকা টাক্স আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে; ইহার অপেক্ষা অন্যায় আর কি আছে? মহাজনি কারবারের পদ্ধতি এই,

[illegible] ব্যক্তি [illegible] ২০ হাজার টাকা লইয়া [illegible] তাহার দুই লক্ষ টাকার সম্ভ্রম [illegible]। কেবল এই সম্ভ্রমের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া টাক্স ধার্য্য করা অত্যন্ত অবিবেচনার কর্ম্ম সন্দেহ নাই। এবৎসরেও পূর্ব্ব বৎসরের গৃহীত টাক্সের পরিমাণে এবং নিজ পাবনায় কোন কোন ব্যক্তির নামে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ পরিমাণে টাক্স গ্রহণের নোটিস দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরে মহাজন লোকের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, [illegible] হইতে ৵ আনা ৵১০ আড়াই আনা করিয়া ক্ষতি হইয়াছে। ইহাতেও যদি ঐরূপ অন্যায় করিয়া টাক্স আদায় করা হয়, তাহা হইলে মহাজন বর্গ অচিরাৎ উৎসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই।

কুমার খালি পাবনা
প্রভৃতিস্থ মহাজনগণ

মহাজনগণের স্থানে স্থানে যে যে কারবার আছে, তাহারা সে সমুদায়ের আয় একত্র গণনা করিয়া ইনকম টাক্স করমে লিখিয়া দিয়াছিলেন, এই তাঁহাদিগের অপরাধ! এই অপরাধে তাঁহাদিগের মূল ধন পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছে! তাঁহাদিগের রক্ষারও কোন উপায় নাই, কি কালেক্টর কি আসেসর কেহই তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করেন না! আমরা যে পত্র খানি উপরে প্রকাশ করিলাম, তাহাতে যে প্রকার অত্যাচারের কথা লিখিত হইয়াছে, কিছু দিন এরূপ হইলে মহাজনগণ কতকাল ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন? প্রধান পুরুষদিগের কর্ত্তব্য, [illegible], মহাজনদিগের আবেদন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে, তাহার নিবারণ করেন, নতুবা এককালে ইনকম টাক্স রহিত করেন। এককালে ইনকম টাক্স রহিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। [illegible] মাত্র থাকিলে অত্যাচারের নিবৃত্তি হইবে না। আমাদিগের এই ক্ষোভের [illegible] হইতেছে, লেঙ সাহেব এই মহত্তর [illegible] ইনকম টাক্সের উন্মূলন চেষ্টা [illegible] করিয়া মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের ও অত্রত্য ব্যাক্তি [illegible] লোকের সুবিধা অন্বেষণ করিলেন!

চিহ্নিত চিকিৎসক পদ ও [illegible]
[illegible]

লার্ড মেকলি প্রভৃতি [illegible] অনেক ব্যক্তির সন্নিবেশে [illegible] ইংলণ্ডের অধীশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের সময়ে মহাসভা ইংলণ্ডের [illegible] বাষের প্রবেশ [illegible] পদ পাইবার অধিকার দেন। [illegible] এতদ্দেশীয়দিগকে চিহ্নিত চিকিৎসকের পদ লাভের অধিকার [illegible] ছিলেন। ১৮৫৩ অব্দের নূতন [illegible] দ্বারা ঐ অধিকার কেবল যে দূরীভূত করা হয় এরূপ নহে, সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাধিকার দান রূপ [illegible] দেশীয়দিগের [illegible] একটা কল্যাণ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল স্বত্বের অধিকারের মধ্যে চিহ্নিত চিকিৎসক পদ লাভের অধিকারকেই আমরা প্রধান জ্ঞান করিয়া থাকি। মান, সম্ভ্রম ও বেতন প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে সিবিলিয়ান পদ আমাদিগের অত্যন্ত আদরের সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত চিকিৎসক পদ ইহা অপেক্ষা মহোপকারক। ভারতবর্ষে রাজনীতিজ্ঞের অভাব নাই। আইন বিষয়ে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ অচিহ্নিত কর্ম্মচারী সিবিলিয়ানদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। সত্য কথা বলিতে কি, আমাদিগের অনেক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও সদর আলা যেরূপে কাজ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন, অনেক সিবিলিয়ান সেরূপ হইতে পারেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয়ে এরূপ নহে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকতর উন্নতি হয় নাই। অত্রত্য চিকিৎসা বিদ্যালয় সকলে অল্প মাত্রই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে এডিনবর্গ অথবা পারিসের ন্যায় চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে? এ দেশের কয় জন চিকিৎসক উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন নূতনবিধ ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন? বিজ্ঞানশাস্ত্র কোন্ বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকটে ঋণী হইয়াছেন? এ দেশে প্রকৃত [illegible] সম্পন্ন লোক জন্মেন না, এ কথা অকিঞ্চিৎকর। বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন হইতেছে না, বলিয়াই প্রতিভা গুণের কিছু দেখা যাইতেছে না।

[illegible] দেশীয়দিগের চিহ্নিত চিকিৎসক পদ লাভের পথ অরুদ্ধ থাকিলে উহারা ইংলণ্ডে শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইবেন, আমাদিগের এই এক মহতী আশা ছিল। কিন্তু সেনাদলে প্রবেশাধিকারের নিষেধ হওয়াতে আমরা নিতান্ত হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি। এখন আর কেহ কেবল বিদ্যানুরাগী হইয়া ইংলণ্ডগমনার্থী হইবেন না। উচ্চ পদ, অধিক মান ও অধিক বেতন [illegible] লোকে বিদ্যা শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দীপন বিভাব। কেবল বিদ্যার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করেন এরূপ লোক অতি বিরল।

যে দিন ভারতবর্ষীয় [illegible] রাজকীয় সেনাদল একত্রিত হয়, সেই দিনই আমাদিগের উল্লিখিত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের শারীরিক দোষকে উহার কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু অনেক প্রধান প্রধান চিকিৎসক এ বিষয়ে যে মত প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উল্লিখিত বাক্যের অমূলকতা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। শারীরগত অপটুতা যদি প্রতিবন্ধক না হইল, তবে আর কি অন্য প্রতিবন্ধক? তবে কি বর্ণভেদ প্রতিবন্ধক? ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্র এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিতেছে। উহাতে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত প্রভৃতি কোন বর্ণের কথা নাই। তাল ইউরোপীয় দলে যেন না হইল, সি

পাহী দলে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট পদ লাভ না হয় কেন? এখন পর্য্যন্ত এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র সিপাহী আছে; তাহারা ত কেবল ভারতবর্ষে থাকিবে. ঐ দলে এতদ্দেশীয় দিগকে নিযুক্ত করিলে দোষ কি? জেলায় জেলায় এ দেশীয়দিগকে সিবিল সরজন না করাই বা হয় কেন? ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ এদেশীয় চিকিৎসকগণকে আপনাদিগের পরিবারের চিকিৎসা কার্য্যে নিয়োজিত করিতে অসম্মত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অধিক হইবেন না; যদিই বা অনেক হন, শ্রেণি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের কুসংস্কারের অনুরোধে একটি জাতিকে একেকালে একটী মহত্তর অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয় না। দেওয়ানী বিষয়ে ইউরোপীয়েরা মফস্বল আদালতের অধীনস্থ। তাঁহারা এই যুক্তিতে বলুন না কেন যে এ দেশীয় মুনসেফদিগের নিকটে তাহাদিগের বিচার না হয়. গবর্ণমেণ্ট কি ইউরোপীয়দিগের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশে এ দেশীয়দিগকে মুনসেফি পদ হইতে বঞ্চিত করিবেন? আমরা দুঃখিত হইলাম ইণ্ডিয়ান রিকর্ষর সম্পাদক ইউরোপীয়দিগের উল্লিখিত কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। যে রাজনীতি শ্রেণিবিশেষের কুসংস্কারের অনুরোধ রক্ষা করে তাহা নির্দ্দোষ ও প্রশংসনীয় নহে। যে বিষয় বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত, তাহা কখন বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অননুমোদিত হয় না। যাঁহারা ধর্ম্ম ভেদ প্রদর্শন করিয়া রাজনীতি বিঘটিত ও বিকলিত করেন, তাঁহারা যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ নহেন। যিনি ভারতবর্ষের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং যিনি স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতে উৎসুক, তাঁহার এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া লেখা কর্ত্তব্য। হিন্দুপেট্রিয়ট এই জন্যই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত ও আদরের পাত্র হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের পারসী ও হিন্দুরা উল্লিখিত অধিকারের পুনর্লাভ বাসনায় পালিয়ামেণ্ট মহাসভায় আবেদন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ও বঙ্গ দেশের লোকদিগেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকা বিধেয় নয়। এবম্বিধ বিষয়ের নিমিত্ত পালিয়ামেণ্টে যে আবেদন হয়, তাহাতে একটি মহতী ত্রুটি হইয়া থাকে। তিন প্রেসিডেন্সির একত্রিত হইয়া এই সকল আবেদন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আবেদনের ভার গুরুতর হয়। ভারতবর্ষীয় সভা কি জন্য বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সভাকে এ বিষয়ে পরামর্শ না দেন? বর্ত্তমান আবেদন যাহাতে এ দেশের যাবতীয় প্রেসিডেন্সি হইতে যুগপৎ প্রেরিত হয়. ভারতবর্ষীয় সভা তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করুন। উল্লিখিত অধিকার লাভের জন্য আমাদিগের যত দূর সাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যদি ভারতবর্ষের সমুদায় লোকে একত্র হইয়া এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই আপনাদিগের অন্যায় ও অনর্থ মূলক আজ্ঞা অপরিবর্ত্তিত রাখিতে সাহসী হইবেন না।

পতিতভূমি বিক্রয়

এই বিষয়টী যেমন আমাদিগের অতীত গবর্ণর জেনরলকে শেষাবস্থায় শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের প্রিয় পাত্র করিয়াছিল, তেমনি আবার নূতন গবর্ণর জেনরলকে ঐ মহাপুরুষদিগের বিদ্বেষ বিষয় করিয়া তুলিতেছে। লার্ড কানিঙের সময়ে পতিত ভূমি বিক্রয় প্রতিজ্ঞা সিদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু লার্ড এলগিন হইতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। শেষোক্ত লার্ড আপাততঃ পতিতভূমি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, শ্রীবৃদ্ধিকারি দলের কোপ সীমাতিক্রম করিয়াছে। ভারতবর্ষের ভূমিতে ইহাদিগের নিতান্ত লোভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহাঁদিগের প্রস্তাবানুসারেই লার্ড কানিঙ পতিত ভূমি বিক্রয়ের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন। যে দিবস লার্ড এলগিন কলিকাতায় আসিবেন, সেই দিন ভূতশাসনকর্ত্তা এইবিষয়ের বিল ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়া তাহা শীঘ্র বিধিবদ্ধ হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এবিষয়ের শীঘ্র নিষ্পত্তি হয়, লার্ড কানিঙের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে এ বিষয় স্থগিত রহিয়াছে।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা পতিতভূমি বিক্রয় করিবার যে আজ্ঞা দেন, শ্রীবৃদ্ধিকারির দল ব্যতিরিক্ত অন্য সকলে তাহাতে সংপূর্ণ অনুমোদন করেন নাই। পতিতভূমি বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য কেবল কি গবর্ণমেণ্টের ধনাগার পরিপূর্ণ করা অথবা ইহার অপেক্ষা আর কিছু মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বন পূর্ণ ভূমি সকল পরিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা কি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে লার্ড কানিঙের পতিতভূমি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা নির্দ্দোষ নহে। গ্রাণ্ট সাহেব প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভূমির বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, মালাক্কা, সুন্দরবন প্রভৃতির ভূমির ন্যায় এই সকল ভূমি বিক্রয় করিবার সময়ে ক্রেতাদিগকে এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে, যিনি যে ভূমি লইবেন, তাঁহাকে কয়েক বৎসরের মধ্যে কিয়দংশ পরিষ্কৃত ও কর্ষিত করিতে হইবে, নচেৎ গবর্ণমেণ্ট ভূমি বাজেআপ্ত করিবেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" ইহাতে সম্মত ছিলেন না এবং লার্ড কানিঙও তাঁহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করাই শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞান করেন। যাহারা নীল ও চা প্রভৃতির উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী হন, তাহাদিগের যত মূলধন থাকে, তাহা এক্ষণে কাহার অবিদিত নাই। তাঁহারা প্রথমে কিঞ্চিৎ টাকা কর্জ্জ করিয়া কাজ আরম্ভ করেন, শেষে সমস্ত চাঁদা প্রভৃতির উপরেই নির্ভর। গ্রাণ্ট

সাহেব প্রভৃতির অনুমোদিত [illegible] প্রথা অবলম্বিত হইলে ক্রেতৃগণের প্রারম্ভে অনেক টাকা সংগ্রহের আবশ্যক করে। যাঁহারা সেই আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই দেশের কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা. কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিকারিদলে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অল্প। নূতন গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ হও য়াতে লার্ড এল্‌গিন এ বিষয়ে সর চার্লস উডের মত গ্রহণ প্রতীক্ষা করিয়াছেন। রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষে যে সমস্ত নূতন নূতন বিধি নিষেধাদি করেন তাহা ভার [illegible] শ্রেয় সাধন লক্ষ্য করি [illegible] হয়, আমরা এই অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু অত্রত্য রাজ পুরুষেরা সকল সময়ে এই নিয়মের অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহারা শ্রেণি বিশেষের ভয়ে রাজনীতির অননুমোদিত অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় সর চার্লস উডের হস্তার্পণ ভারতের মঙ্গল হেতু সন্দেহ নাই। সর চার্লস উড বলেন, পল্লীগ্রাম মধ্যে যে সকল পতিত ভূমি আছে, তাহা সাধারণের গোচারণের স্থান ও সাধারণ সম্পত্তি, অতএব তাহা বিক্রয় করা বিধেয় হয় না। তদ্দ্বারা সাধারণের স্বত্ব হানি হইবার সম্ভাবনা! পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে যে সকল বন পূর্ণ ভূমি আছে, তাহাই বিক্রয়ের যোগ্য। আমরাও এই বাক্যে অনুমোদন করি। ফলতঃ আমাদিগের অভিপ্রেত এই, পর্ব্বত প্রায় প্রদেশে যে সকল ভূমি পতিত আছে, তাহাই শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগকে দেওয়া হয় এবং তাহারা তাহা লইয়া ফেলিয়া না রাখেন। শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের সচরাচর যে [illegible]চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদি গকে প্রান্তর, পর্ব্বত ও জনপদে বাস করিতে [illegible] সকল স্থানে বাস [illegible]

উহাদের এই অনিষ্ট ঘটিবে। পূর্ব্ববাসিদিগের অনিষ্ট এই, শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের দৌরাত্ম্যে তাহাদিগের বাস করা ভার হইবে এবং শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের অনিষ্ট এই যে পূর্ব্ব বাসিদিগের সংসর্গে শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে।

নীল প্রধান প্রদেশের প্রজা দিগের কষ্ট

ঐ হতভাগ্যদিগের কি কষ্টের শেষ হইবে না? হয় প্রজানাশ হয় নীলকর ইহার অন্যতর উৎসন্ন না হইলে বুঝি রাজপুরুষেরা উহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিবেন না। উৎসন্ন হইতে প্রজারাই হইবে, যেহেতু তাহারা দুর্ব্বল। নীল সংক্রান্ত যত মকদ্দমা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সমুদায়েই প্রায় বিচারপতিদিগের পক্ষপাতিতা ও অনভিজ্ঞতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি, এখনও শুনিতেছি কোন কোন ডেপুটি কালেক্টর অন্যায় করিয়া ডিক্রি দিয়াছেন, কোন কোন মাজিষ্ট্রেট সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কেবল নীলকরের কথায় অনেক প্রজাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। ছোট আদালতের বারিষ্টর বিচারপতিরা ত নীলকরদিগের গৃহদেবতা। তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য শ্রীবৃদ্ধিকারীর দল অনেক আরাধনা করিয়াছিলেন। বারিষ্টরেরাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ণমনোরথ করিয়াছেন। সম্প্রতি যশোহরের অন্তঃপাতি জেনিদহের প্রজারা তত্রত্য ছোট আদালতের জজ লিজাম সাহেবের নামে এই বলিয়া নালীশ করিয়াছে যে তিনি নীলকর মিয়ার্স সাহেবের কুঠিতে কাছারি করেন। মিয়ার্স যাহার নামে নালীশ করেন, তাহা সত্য হউক আর না হউক, বিচারপতি তাহারই বিপক্ষে আজ্ঞা দেন। অধি [illegible] প্রজারা [illegible] নীলকুঠীতে গমন করি

তে পারে না; সুতরাং প্রায় একতরফা ডিক্রিই হইয়া থাকে। নীলকরদিগের ত ভদ্রতা ও অমায়িকতার ত্রুটি নাই। তাঁহারা সকলকে আপনাদিগের ভদ্রতা দেখাইবার জন্য কয়েক জনের নামে নালীশ করেন, তাহারা দাদন লইয়াছে, স্বীকার করিয়াছে। পাঠকগণ! জানেন তাহারা কে? তাহারা সকলেই নীলকরের লোক। তাহাদিগের বিরুদ্ধে ডিক্রি মাত্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে কোন ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয় নাই। লিজাম কথায় কথায় লোকের জরিমানা করেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেটের গুণে ও পুলিস সেনাদিগের সহায়তায় মথুরানাথ আচার্য্য নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ছয়টি হত্যা হয়। ঐ ব্যক্তিকে নীলকরদিগের চক্রান্তে ৩০০০ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে। আচার্য্য নীল বপন করিতে দিতেছে না, তাহাতেই প্রজারা দাদন লইয়া করার ভঙ্গ করিতেছে নীলকরেরা এই কথা বলিবামাত্র ঐ বিচারপতি তাঁহার জরিমানা করেন। ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। যদি সদ্বিচার এক কালে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিয়া থাকেন, ঐ ব্যক্তির দুঃখের প্রতীকার হইবে।

বিচারপতি অর্থি অথবা প্রত্যর্থির সহিত একত্র বাস করিলে এতদ্দেশীয়েরা তাঁহার কৃত বিচারে অবিশ্বাস করেন, ইহা প্রধান পুরুষেরা জানেন না এমন নয়, তথাপি যে তাঁহারা ইহার নিবারণ করিতেছেন না, ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। এই অবিশ্বাসের বিশিষ্ট কারণ আছে। এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে নীলকরদিগের খানা ও সাম্পেন বিচারপতির মতিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে। লিজাম কি [illegible] নীল কুঠীতে কাছারি করেন? ইহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার পক্ষপাতিতা শঙ্কা না করিবেন? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি জজের নিকটে যে সকল নালীশ [illegible] তাহা সত্য

নহে। প্রজারা দাদন লয় নাই। দাদন লইলে নীলকরেরা তাহা পাকা করিয়া লিখিইয়া লইতেন সন্দেহ নাই, তাহারা সামান্য কাগজে বিনা রেজিষ্টরিতে করার পত্র লিখাইয়া লইবার পাত্র নহেন। যদি বল বিশ্বাস থাকিলে ঐ রূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে, নীলঘটিত গোলযোগ হইয়া অবধি পরস্পরের সেবিশ্বাস গিয়াছে। ছিলই বা কি? এরূপ স্থলে মিগার্স প্রভৃতি যে সকল দলিল দিতেছেন, তাহা সহজে প্রমাণসিদ্ধ বিবেচনা করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে। যে বিচারপতি ইহা বুঝিয়া উঠিতে না পারেন, তাঁহাকে এই দণ্ডে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

যশোহরে ত এই হইতেছে। নদীয়ার বিষয় হিন্দুপেট্রিয়টে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। নদীয়ার এক জন খৃষ্টীয়ান ডেপুটি কালেক্টর সম্প্রতি অন্যায় করিয়া এক মোকদ্দমায় নীলকরের জয় করিয়া দিয়াছেন। যে প্রজার নামে নালীশ হয়, তাহার উপাধি গোস্বামী. কিন্তু নীলকরের যথার্থ দলিলে তাহা ঘোস্বামী লিখিত আছে। উক্ত প্রজা এই অন্যায় আজ্ঞার প্রতিবাদ করির। তত্রত্য জজ লুই জাকসনসাহেবের নিকটে নালীশ করে। তিনি নথি চাহিবাতে ডেপুটি কালেক্টর বলেন, তাহা ডাকে প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কৃষ্ণনগরের জজ আদালতে পঁহুছে নাই। লুই জাকসনসাহেব গমন করিলে এলফিনষ্টন জাকসন সাহেব দেখিলেন নথি হারাইয়াছে। অনন্তর এই নিস্তব্ধ বক্রদর্শী বিচারপতি প্রজার বিরুদ্ধ ডিক্রী অপরিবর্ত্তিত রাখিলেন!!! যখন প্রজা নীলকরের দলিল জাল বলিতেছে, তখন এই রূপ আজ্ঞা দান যে কতদূর অন্যায়, তাহা সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন। দক্ষিণ কারোলিনার বিচারপতিরা বিচার করিবার সময়ে অধিকতর মাদকতা শক্তিসম্পন্ন সুরাপান করিয়া থাকেন। আমাদিগের বিচারপতিরা বিচারকালে সুরাপান না করিয়াও সুরাপায়ীর কার্য্য করেন।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টকে দুই একটী অনুরোধ করা উচিত। প্রথমতঃ লিজামকে এই দণ্ডে মিয়ার্সের নীলকুঠি ত্যাগ করিতে বলুন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে আবেদন হইয়াছে, উত্তমরূপে তাহার বিচার করা উচিত সাক্ষী দ্বারা যদি লিজামের পক্ষপাত সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দণ্ডে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য। খৃষ্টীয়ান ডেপুটি কালেক্টর কে? পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। ইনি যখন আসেসর ছিলেন তখন ইহার নামে উৎকোচ গ্রহণের নালীশ হয়। ইনি ধর্ম্মবলে রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্তু ইহাঁর ভ্রাতাকে কারাগারে যাইতে হইয়াছে। উক্ত সদ্গুণ সম্পন্ন ডেপুটি কালেক্টর নথি ডাকে পাঠাইয়াছেন কি না; তাহা কাহা দ্বারা পাঠান হইয়াছিল; সে কি প্রকারে হারাইয়াছে; কোথায় এবং কি প্রকারে হারাইল, এই সকল বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা অতিশয় আবশ্যক। উল্লিখিত নথি অগ্নি ডাকে যায় নাই ত?

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, এসপ্তাহে এক খানি বাঙ্গালা ও এক খানি ইংরাজী এই দুই খানি নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গলা খানির নাম ভূগোলপরিচয়। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য এতৎ প্রণয়ন করিয়াছেন। বালকদিগের পাঠার্থ ইহাতে সংক্ষেপে ভূগোল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ইহা প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী হইয়াছে। কটলণ্ডের ফ্রি চর্চের অন্যতম মিসনরি রেবরেণ্ড জন বোমণ্ট সাহেব হুগলীর খুটিয়া বাজারের এক সভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে দ্বিতীয় পুস্তক খানির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সারাংশ আমরা আগামি বারে পাঠকগণের গোচর করিব

লণ্ডন ১৭ই জুন ১৮৬২।

প্রিয় সম্পাদক।

লণ্ডন এক্ষণে এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন কবি ও পুরাবৃত্ত লেখকেরা অযোধ্যা, নিনেবা, বাবিলন্, মেম্ফিস ও রোমক পত্তন প্রভৃত নগরকে মনুষ্য কুলের গৌরব স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই মনঃকল্পিত বর্ণনা সকল কেবল বর্ত্তমান লণ্ডনে সংসিদ্ধ হইতেছে। এই মহানগর মনুষ্য-ক্ষমতার মহতী কীর্ত্তি। এক্ষণে ইহাকে একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিলে হয়। পৃথিবীর সর্ব্বাংশ হইতে সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইয়াছে; ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকা যেন একটি আধিপ্রয়ণিক ক্ষেত্রে পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেছে। মিসর দেশের অধিপতি, জাপান দেশীয় রাজদূতগণ, তুরুষ্ক, হৈতী প্রভৃতি দেশের দূত সকল, এবং রাজোপাধিধারী নানা দেশীয় বহুলত ব্যক্তি এস্থানে বিচরণ করিতেছেন। এখানকার অসংখ্য মনোরঞ্জক বিষয় সকল দর্শকদের নিমিত্ত অভিযুক্ত হইয়াছে। অশ্বক্রীড়া, মল্লক্রীড়া, নৌকাক্রীড়া, ক্রিকেট, বিলিয়র্ড, চতুরঙ্গ প্রভৃতি অশেষবিধ আমোদ সকল লোকদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। সায় কাল উপস্থিত হইলে নানা স্থানে গীত নৃত্য, মিত্র সম্মিলন প্রভৃতি বিবিধ সুখে লোক সকল পরিতৃপ্ত হইতেছে। কীন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নটেরা এতন্নগরীর মনোহর নাট্যশালায় আপনাদের ক্ষমতা [illegible] প্রকাশ করিতেছেন। এক [illegible] অট্টালিকা প্রতিদিবস বহুসহস্র ব্যক্তিকে [illegible] করিতেছে। লার্ড ব্রুহমের [illegible] বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও ইউরোপস্থ [illegible] তিন সভা এখানে উপবেশন করাতে [illegible] বিখ্যাত ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছেন [illegible] রূপ চতুর্দ্দিগে যে কত ব্যাপার [illegible] তেছে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা দুঃ[illegible] ব্যক্ত করা উচিত, স্বয়ং লণ্ডনবাসী স্বীকার করিতেছে যে লণ্ডনের সর্ব্ব[illegible] ধর অতুল, অদ্ভুতপূর্ব্ব কথনাতীত।

আমি বিলম্ব মনোযোগের [illegible] ভারতবর্ষীয় শিল্পকার্য্য বস্তু সকল [illegible] নিচ সম্প্রতি এগজিবিশনে গিয়া [illegible] ন্যান্য দেশীয় দ্রব্যের সহিত তুলনা

তিশয় ভয় বলিতে হয়। ইহাতেই শিপাহিরা বাজারে কেমন দৌরাত্ম্য করে তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। দোকানিরা অত্যাচার দেখিয়া দোকান বন্ধ করাতে এখানকার লোকদিগের আহার সামগ্রী দুর্মূল্য হয়, দুঃখি লোকেরা বেগার ধরিবার ভয়ে ঘরের বাহির হয় না, কি ইতর, কি ভদ্র, গৃহস্থ মাত্রেই শান্তি ও প্রাণভয়ে সশঙ্কিত। শিপাহিদিগের সবজিব্যাহারি অশ্ব সকলকে রাজ পথে রাখাতে সাধারণের গমনাগমনেরও সবিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। ঐ দিবস বৈকালে এখানকার রাজবাটীর হস্তিপক হস্তিনী লইয়া যাইতেছিল। অশ্বজাতির স্বভাব হস্তি দেখিলে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া থাকে। ঐ হস্তীকে আনিতে দেখিয়া শিপাহিরা নিষেধ করে। হস্তিপক উপায়ান্তর না থাকাতে সেই পথে আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিন চারি জন শিপাহি তত্রস্থিত একটা বাঁশ লইয়া প্রথমতঃ হস্তীকে বিলক্ষণ প্রহার করিল। তাহার পর মাহুতের কর্ণমূল ও মস্তকে এমন প্রহার করিল যে, সে হস্তী হইতে ভূমিতে পড়িয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। দেখা গেল তাহার মস্তকের একস্থান অত্যন্ত ক্ষত হইয়াছে, তথাপি ঐ দুরাত্মারা প্রহার করিতে বিরত হয় নাই, মৃতপ্রায় হইলে ছাড়িয়া দেয়। শুনিতে পাই গবর্ণমেন্ট ইহাদিগকে শান্তিরক্ষার জন্য রাখিয়াছেন কিন্তু আমাদের এখন এমন মন যে ইহারা গেলেই আপদঃ শান্তি হয়।

গত আশ্বিনমাসে পূজার কয়েক দিন বন্যার দরুণ লোকের বাটী ঘর রাখাই ভার হইয়াছিল, সেই কষ্টের উপর আবার কতকগুলি শিপাহি আসিয়া যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য করিয়া গিয়াছে। পরে শীতকালে আবার এই রূপ হয়। বোধ করি এখন এই রূপই হইতে চলিল।

বিবিধ সংবাদ।

৩১এ আষাঢ় সোমবার।

ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায় মজুরদিগের সহায়তার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাঁদা আরম্ভ হইয়াছে। তত্রত্য লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ২০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] অন্যতর নীলকর স্মিথ সাহেবের জমীদারি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছে। তাহার ৬০০০০ টাকা আয় ছিল, তন্মধ্যে কেবল ৩৫০০০ টাকা মাত্র কর আদায় হইতেছে। আরও কর বৃদ্ধি করিলে আয় বৃদ্ধি হইবে?

আলাহাবাদে জুয়াচোরের দলবৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক ইউরোপীয় বণিক বাহ্য আড়ম্বর দেখাইয়া ধনীর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া শেষে প্রতারণা করিতেছেন।

ডেউলিয়াদিগের বিচার করিবার সময়ে সর মর্ড াণ্ট ওয়েলস স্পষ্টাভিধানে কহিয় ছেন যাহারা ডেউলিয়া হয় তাহারা পূর্ত্ততা নিবন্ধন আপনাদিগকে নিঃস্ব বলিয়া পরিচয় দেয়, অতএব ইহাদিগের বাসস্থানে গিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ না করিলে প্রতীকারেরও সম্ভাবনা নাই।

পারিসনগরে লিফ্ াঙ্ক নামক এক ব্যক্তি আছে, তাহার দক্ষিণ গালে ৮ বুরুল লম্বা শৃঙ্গাকার একটী পদার্থ আছে। কন্টেনয়োর নিকটে একটি স্ত্রীলোকের ঐ প্রকার একটী শৃঙ্গ ছিল। ঐ শৃঙ্গ অদ্যাপিও পারিসস্থ চিত্রশালিকায় রহিয়াছে। স্বভাবের কাণ্ড বলিয়া তাদৃশ বিস্ময়কর নয়

ফিনিক্স সম্পাদক শ্রবণ করিয়াছেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বতন্ত্র একটি প্রধানতম বিচারালয় হইবে। সর চারল্ স জাকসন ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন, অতএব সর মর্ড াণ্ট ওয়েল্ স তত্রত্য প্রধান বিচারপতি হইবেন। সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্ স উত্তর পশ্চিমের যোগ্য বিচারপতি বটেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ যে বাঙ্গালা পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উক্ত পত্রের এক জন পত্র প্রেরক তাহার দোষোল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি বলেন, এবৎসর যে অংশ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ছাত্রগণের কিছু মাত্র উপকার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা সকলের কথায় কাণ দেন না।

উক্ত সম্পাদক বলেন, অত্রত্য গবর্ণমেন্ট আর লবণ প্রস্তুত করিবেন না। আমদানী লবণে অধিক লাভ হইতেছে। তবে আর বৃথা ব্যয় কেন?

সর চারল্ স উড পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় কহিয়াছেন ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত অর্থ কালে লেঙ সাহেব হিসাবে এক কোটি তুলিয়াছেন। লেঙ সাহেবের ভুল হ আমরা মারা যাই।

লাহোর ক্রণিকেলের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, এক জন লেপ্টনন্টের বাটী হইতে কিছু দ্রব্য অপহৃত হওয়াতে তিনি তাঁহার খানসামার উপর সন্দেহ করেন। খানসামাকে ঐ চুরির বিষয় স্বীকার করাইবার জন্য তিনি তাহাকে এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া এক শাখা দ্বারা প্রহার করেন। এক ঘণ্টা প্রহার করিয়া সাহেবের শ্রান্তি হওয়াতে আপনি এক চৌকিতে বসিয়া অন্য ভৃত্যদিগকে প্রহার করিতে আদেশ দিলেন। খানসামা বরাবর আপনার নির্দ্দোষিতার কথা বলিয়া আসিতেছিল। এক জন ভদ্র লোক তদ্দর্শনে লেপ্টনন্টকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা অগ্রাহ্য হওয়াতে তিনি ঐ বিষয় ডেপুটি কমিসনরের গোচর করিলেন। ডেপুটি কমিসনরের আজ্ঞাক্রমে লেপ্টনন্টকে ধৃত ও কারা রুদ্ধ করা হইয়াছে, হতভাগ্য খানসামা চিকিৎসালয়ে আছে, তাহার রুধির বমন হইতেছে, তাহার জীবন সংশয়। এই লেপ্টনন্ট আমাদিগকে দারোগার গুণ বিস্মৃত করাইলেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রে বোম্বাইয়ের কয়েক জন তুলার বণিকের ধূর্ত্ততার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বে এক দর স্থির করিয়া পরে তাহার পরিবর্ত্ত করাতে অনেককে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। পৃথিবী কি কেবল বঞ্চনারই স্থল?

অদ্য প্রধানতম বিচারালয়ের ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। সর মর্ড াণ্ট ওয়েলস বিচারপতি। এবার কয়েকটি গুরুতর মোকদ্দমা আছে।

হঙ কঙের বিখ্যাত অহিফেনের বণিক হরম্ সজী রুস্তমজী ডেউলিয়া হইয়া মেকেও দ্বীপে পলায়ন করিয়াছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক বলেন সম্প্রতি কয়েক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হরিণবাটী দর্শন করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহার প্রণালীগত যে দোষ আছে, তাহা তাঁহারা শীঘ্র গবর্ণমেন্টের গোচর করিবেন। ঐ হতভা-

গ্যদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা দৃষ্টি করা উচিত।

উক্ত পত্রে একজন লিখিয়াছেন কৃষ্ণনগরের মিসনরি ডাইসন একটি বালককে পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্র "হরিবোল" দিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। প্রহৃত বালক মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করে, মিসনরির দোষ প্রমাণ হইল তথাপি মাজিষ্ট্রেট বালকটির ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। এমন না হইলে মাজিষ্ট্রেট কি?

আমরা বঙ্গোজ্জ্বল পত্রে জমীদার ও প্রজাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ সংক্রান্ত এক উত্তম প্রস্তাব পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই প্রকার প্রস্তাব আন্দোলিত হইলেই সংবাদ পত্রের উন্নতি হয়।

বরিশাল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট প্রত্যহ আমলাদিগকে গালি দেন ও জরিমানা করেন। তত্রত্য সকলেই ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন। প্রজাগণ কবে এই সকল অযোগ্য ব্যক্তির হাত এড়াইবেন।

১২ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

পোর্টব্লেয়ারে মালবদেশীয় অহিফেন ১৪০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। এদিকে সর চার্লস উড পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছেন, তাবতবর্ষে এক কোটি টাকা অকুলান, ওদিকে আশার অহিফেনের একশত টাকা মূল্য কমিয়া গেল অধিক দুইশত টাকা আয়ের উপর ইনকমট্যাক্স পুনরায় না প্রবর্ত্তিত হয়।

ফিনিক্স সম্পাদক টেলিগ্রাফযোগে নিম্নলিখিত ইউরোপীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন —

লণ্ডন ২৪এ জুন। "হাউস অব কমন্সে ভারতবর্ষ হইতে তুলা আনয়ন সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তুলা উৎপাদন বিষয়ে সমুদায় সুবিধা করিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

লার্ড পামর্ষ্টন মহাসভায় কহিয়াছেন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরস্পর সদ্ভাব আছে। [illegible] [illegible] [illegible]

করেন। কারণ পারিলে গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন হইতে পারে।

হারিসবর্গ নগরে ষ্টুয়ার্টের সহিত জাকসনের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষীয় বিস্তর লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। জাকসন পরে পলায়ন করেন। অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের সেনাদল রিচমণ্ডের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহাদিগের সাহায্যার্থ যে সকল সৈন্য আসিতেছে, তাহারা তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পর চারলস্টোন আক্রমণ করা হইবে। মেম্ফিসে অনেক তুলা দগ্ধ করা হইয়াছে, তিন কোটি টাকার নোট বাহির করা হইয়াছে।

প্যারিস। ২১এ জুন। ফরাশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সেনাপতি বর্দ্ধি দশ সহস্র সহকারী সৈন্যের সহিত মেক্সিকো দেশে যাইতেছেন। তবে কি ইংলণ্ডের সহিত [illegible] সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইয়াছে?

মেইল যোগে নিম্ন লিখিত চীনদেশীয় সংবাদ আসিয়াছে।

হরমসজী রস্তমজী নামক পারসীদিগের হাউস দেউলিয়া হইয়াছে। ৩৫ লক্ষ টাকা তাঁহাদিগের ঋণ। যত দূর জানা গিয়াছে তাঁহাদিগের কিছুই সম্পত্তি নাই। টপিক নামক অহিফেনের জাহাজের অধ্যক্ষ অতিশয় ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ২,৫০০ সিন্দুকের মূল্য লইয়া রসিদ দেন অথচ জাহাজে ২১টী সিন্দুক মাত্র পাওয়া গিয়াছে। টপিকের অধ্যক্ষকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। রস্তমজী মোকদ্দমার অবস্থিত [illegible] উপনিবেশে পলায়ন করিয়াছেন। [illegible] [illegible] আরও করিয়াছে।

[illegible] সম্প্রতি [illegible] ছিলেন, স্বীকার করিয়াছেন।

রেবেনিউ বোর্ড [illegible] আজ্ঞা দিয়াছেন [illegible] ভূমি বিক্রীত হইবে না। যাঁহারা ভূমি ক্রয় করিবার আবেদন রেজিষ্টর করিবেন তাহা লওয়া হইবে, কিন্তু তাঁহারা যেন এরূপ ভাবেন না, তাঁহারা প্রার্থিত ভূমি পাইবেন অঙ্গীকার করা হইল। [illegible] জন্য টাকা লওয়া হইবে না, [illegible] [illegible] হইবে। সর চার্লস উড মহাশয় কহিয়া

ছেন পর্ব্বতের উপরিস্থ [illegible] সুন্দরবন প্রভৃতির ভূমি বিক্রয় করা যা পারে বটে কিন্তু এবিষয়ে তিনি [illegible] কের প্রস্তাবের এককালে অনুমোদন [illegible] নাই। "প্রতিদ্বিকারীর" দল কি করিয়া [illegible] বলা যায় না।

ফিনিক্স পত্রের ভাগলপুরের সংবাদদাতা বলেন, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ভাগলপুরের বিচারালয়, কারাগার বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি কর্ম্মনাশা নদী পর্য্যন্ত রেইলওয়ে যাত্রা গিয়াছিলেন। তত্রত্য লোকেরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণ বশতঃ দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, ভাগলপুর সীডন সাহেবের কার্য্যের প্রথম স্থান, তথায় তাঁহার বিস্তর শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় একজন পত্র [illegible] ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার কর্ণেল জেকিন্স [illegible] স্তাবের বিষয়ে লিখিয়াছেন লেখক [illegible] ক অনেক অলীক কথা লিখিয়াছেন [illegible] দেশে এক্ষণে মুসলমানদিগের কোন [illegible] যোগ নাই। ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা [illegible] সকলেই নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু ফ্রেণ্ডের [illegible] তাব দেখিয়া তত্রত্য অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভীত ও চিন্তিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সংস্কার আছে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় অনেক প্রস্তাব লিখিত হয়। অযোধ্যা লইবার পূর্ব্বে এই প্রকার কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছিল। অতএব অনেকে সন্দেহ করিতেছেন, হায়দরাবাদের নবাবকেও বা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। লার্ড কানিঙের প্রতিকূল প্রস্তাব সকল দেখিয়াও কি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিষয়ে আজিও লোকের উল্লিখিত ভ্রম আছে? যাহা হউক, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া "ফ্রেণ্ড" এই নাম লইয়া ভারতবর্ষের অত্যন্ত অপকার করিতেছেন।

উক্ত পত্রের লক্ষ্ণৌস্থিত সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য বিচারকার্য্যের কমিসনর কাবেল আপনার রিপোর্ট মধ্যে তালুকদারদিগের অপ্রাপ্য চরিত্রদোষ লিখিয়াছিলেন [illegible] [illegible]

...জা দেন। কাপ্তেন হেণ্ড অব ইণ্ডিয়ান লেখক হইবার যোগ্য লোক।

...হিলিয়ান সম্পাদক বলেন, আগরা মথুরা প্রভৃতি স্থানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ওলাউঠা কি সকল ঋতুই অধিকার করিয়া লইল?

ইটোয়ায় নিরঞ্জন সিংহ নামক একজন দস্যু ধৃত হইয়াছে। রাজা মানসিংহ তাহার জামীন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। সে আর ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যে আসিতে পারিবে না।

সম্প্রতি সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস একজন আফিসরের খানসামাকে মিয়াদ দিবার সময়ে বলিয়াছেন "আমি সর্ব্বদা শুনিতে পাই, যুবক আফিসরদিগের ভৃত্যেরা তাঁহাদিগেরই দ্রব্যাদি অপহরণ করে। এবার যে ভৃত্য এই অপরাধে ধৃত হইবে তাহাকে আমি নিঃসন্দেহ দ্বীপান্তরিত করিব।" সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস উত্তম কল্প স্থির করিয়াছেন। এই সঙ্গে আর একটী বিষয় স্থির করিয়া রাখা আবশ্যক। যুবক আফিসরদিগের যাহারা কথায় কথায় নরহত্যা করে, তাহাদিগের কিরূপ বিচার করিবেন?

ভাস্কর সম্পাদক বলেন, কুকের বাটীর দুই জন সহিস দুটি অশ্ব লইয়া বারাকপুরে গিয়াছিল। দুই জন "ক্রয়াধিকারী" তাহাদিগের নিকট অশ্ব ক্রয় করিবার ছল করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে এক পত্র দিয়া বলিল "অমুক বাটীর সাহেবের নিকটে যাইলে অশ্বের মূল্য ও তোমাদিগের বকসিস মিলিবে" ধূর্ত্তেরা এই কহিয়া প্রস্থান করিল, সহিসেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া প্রতারণা জানিতে পারিল। এই দুই ধূর্ত্ত ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগের দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

১লা শ্রাবণ বুধবার।

যানতীয় আফিস এক বাটীতে করিবার যে কল্পনা হয়, ক্রমশঃ তাহা ... দেখা যাইতেছে। পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট প্রধান রাজকর্ম্মচারিদিগের ... করিয়াছেন কোন আফিসে ক... ... স্থান আবশ্যক।

মিলেটারি ফিনান্স কমিশন আফিসে ... কেন পেমাষ্টরেরা বঙ্গদলের সেনা সংক্রান্ত বেতন, পেনসন প্রভৃতির চেক আডিটর ও আকাউণ্টাণ্ট জেনরলের সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়া আপনারা তত্তৎ স্থানীয় ধনাগার হইতে তাকাইয়া লইতে পারিবেন। তাম হইয়াছে। অনেকে ... কষ্ট সহ্য করিতে হইত।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীরা সম্প্রতি একটি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে। ফরাশী ও ইংরাজ সেনাগণ আপনাদিগের শিবিরমধ্যে এক প্রকার রুদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম কি জন্য কয়েক রেজিমেণ্ট শীকসেনা চীন দেশে প্রেরিত হইবে।

রাও সাহেব কহিয়াছেন, বিদ্রোহের প্রারম্ভে নানা সাহেব তাঁহাকে বিথুরের সেনাপতি করেন। সেনাপতি হাবেলক নানাকে তথা হইতে দূরীভূত করিলে রাও সাহেব ... কুলপীতে পলায়ন করিয়া সেনা সংগ্রহ করিয়া তাঁতিয়াতোপির সহিত একত্র হন। কুলপী ইংরাজদিগের অধীনস্থ হইলে তাঁহারা গোয়ালিয়রে গমন করেন। তৎপরে মধ্য ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। থাউসার নিকটে তাঁতিয়া পরাজিত হইলে উভয়ের বিচ্ছেদ হয়। ঝান্সীর রাণী কিয়দ্দিবস তাঁহাদিগের সহিত ছিলেন কিন্তু গোয়ালিয়রের নিকটে আহত হইয়া তিনি অন্যত্র গমন করেন। সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে পর রাও সাহেব আত্ম সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহচরগণের অনুরোধে তাহা করিতে পারেন নাই। তিনি নাম পরিবর্ত্ত করিয়া পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে ভ্রমণ করেন। শিয়ালকোটে ভীমরাও নামক এক ভৃত্য বাটী যাইবার ছল করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া দেয়। তিনি স্পষ্টাভিধানে কহিয়াছেন কোন ইউরোপীয় তাঁহার হস্তে হত হন নাই।

শুনা গেল, ফরাশীরা কোচিন চীনে দুইটি বৃহৎ প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ফরাশীরাজ্য আসিয়ায় ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে।

ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন, ক্রীকটের ... মাকে সাহেবের নামে যে উৎকোচ ... সম্ভব, তাহা অমূলক বলিয়া ... হইয়াছে। ... ডেপুটি ... বোধ হয় দোষী হইলেন।

উক্ত সম্পাদক লালার সাহেবের পরিবর্ত্তে বাবু রামকানাই ঘোষের নিয়োগ দর্শনে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন লালার সাহেব কিছু দিন ঢাকার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন? লালার কিঞ্চিৎ টাকা কর্জ্জ করিয়া চন্দননগরের দিগে সরিয়া পড়িয়াছেন।

২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ফ্রিণ্ড স পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তিব্বৎ ও কাশ্মীরের পর্ব্বত সকল জরিপ করা হইতেছে। কয়েক জন ফিরিঙ্গি ইহা করিতেছেন, প্রধান প্রধান শৃঙ্গের উচ্চতার পরিমাণ নিম্নে লিখিত হইতেছে:—

এবরেষ্ট	২৯,০০২ ফিট
কেকে	২৮,২১৮ ঐ
কাঞ্চনজঙ্ঘা	২৮,১১৬ ঐ
ধবলগিরি	২৬,৮২৬ ঐ

দানাপুরে এক জন ইউরোপীয় বলপূর্ব্বক একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি এক জন ... বলিয়ামের জারজ পুত্র। সে প্রথমতঃ সেনাদলে এক জন লেপ্টেনেণ্ট ছিল। ... সে এক তদ্র বংশীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করে। একটি কনকবালিকা দাসী ... তাহাদিগের সহিত আইসে। লেপ্টেনেণ্টের স্ত্রী যে দিবস সূতিকা গৃহে প্রবেশ করেন, সে সেই দিবস ঐ বালিকার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। ঐ অনপেক্রিয়ের গুরুতর দণ্ড করা কর্ত্তব্য।

বীরভূমের কয়লা কোম্পানির অংশীরা শতকরা ৫ টাকা লাভ পাইয়াছেন। বরাকর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইলে তাহাদিগের অধিকতর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন, ... সংক্ষেপ ভাতিপাতে যে সকল কমিসারিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহারা যদি ছয়মাস বেকার থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ঐ সময়ের বেতন পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইবে নচেৎ নহে।

সিঙ্গাপুরে বাষ্পীয় আলোক হইতেছে ... জুলাই অবধি পুনানগরে বোম্বা... হয়। ... সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ... আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভা এত ... হইবে।

অল্প দিন হইল, এক ব্যক্তি ওলন্দাজ রা- হাজ বোর্ণীও দ্বীপের নিকটে এক জন বোম্বেটি- য়াকে আক্রমণ করিয়া ৩০ জনকে বন্দীভূত করিয়াছে। বোম্বেটিয়ারা সবিশেষ সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহা- তে কয়েক জন ওলন্দাজ আফিসর হত হইয়া ছেন। ওলন্দাজ ও ইংরাজেরা মিলিয়া এই দুর্ব্বৃত্তদিগের বাসা ভাঙ্গিয়া দিন।

নয় জন করাশীদলত্যাগী সৈন্য কাম্বো- জিয়ার বিদ্রোহীদিগের প্রধান হইয়া শ্যামদে- শীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া- ছে। এই সূত্রে ফরাশীরা বা শেষে শ্যামদে- শেও হস্তক্ষেপ করেন।

বোম্বাইয়ের এক জন হিন্দু বণিক প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইংরাজিতে বেদ সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাহাকে ২০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। তত্রত্য উইলিয়ম নিকোল কোম্পানির হস্তে ঐ টাকা আছে। সুবিখ্যাত ডাক্তর হগ লেখার পরী ক্ষা করিবেন।

সর চারল্‌স উড প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিদিগের বেতন প্রভৃতি স্থির করি- য়াছেন, অতঃপর প্রধান বিচারপতি প্রতি বৎসর ৭২০০০ টাকা ও অন্য অন্য বিচারপতি রা ৫০,০০০ টাকা পাইবেন। সিবিলিয়ান বিচারপতিরা সিবিল সরবিসের নিয়মানুসারে বিদায় পাইবেন। সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে ছয় মাস বিদায় দেওয়া হইবে। এক বৎ সরের অধিক অনুপস্থিত থাকিলে কর্ম্ম যাইবে। প্রধান বিচারপতি চার বৎসরের পর ১৮,০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে অন্ততঃ এই বার বৎসরের ছয় বৎসর প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিতে হইবে। অন্য অন্য বিচারপতিরা নিয়মিত সময়ের পর অর্দ্ধেক বেতন পেনসনে র স্বরূপ পাইবেন। ইংলণ্ড হইতে যে প্রধান বিচারপতি আসিবেন, তিনি ১০,০০০ ও অন্য অন্য জজ ৮০০০ টাকা প্যাথেয় পাইবেন।

মেজর কার্ণেগি সিপি লক্ষ্নৌ [illegible] বিদ্রো- হকালে গবর্ণমেণ্ট কাগজ অল্প মূল্যে ক্রয় ক রেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালোরের বিখ্যাত জমীদার [illegible] ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্রোহ নিবা- রণের পূর্ব্বে ময়েলকে যাইতে দেওয়া যাহার পর নাই অন্যায় হইয়াছে। ময়েলের দুইজন ভৃত্য দ্বীপান্তরিত ও একজনের ফাঁসী হই- য়াছে।

গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্ন লিখিত টাকা জমা আছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের	২,৫৪,৪৫,০২৭
বঙ্গদেশীয় ঐ	১,৮৯,০৫,৬৯২
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের	৩,০০,৭৩,০৯৩
পঞ্জাবের ঐ	৮০৯,৬৬৮
বোম্বাইয়ের	৩,২২,৫৮,৬২৫
মধ্য ভারতবর্ষের ঐ	৫৮,৯০,৫৯২
দক্ষিণাত্যের	২৫,১১,০৬৭
মান্দ্রাজের	৩,১৫,০০,৭০৩
মোট টাকা	১৮ ৪৬,২৭,০৬৭

গত মাস অপেক্ষা এবার তহবিলে অধিক টাকা আছে।

রসেল উইলিয়মস নামক এক জন ইংরা জ আপনাকে কাপ্তেন রসেল বলিয়া পরিচয় দিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কয়েক ব্যাঙ্কে ১২০০ টাকার হুণ্ডি জাল করিয়া ধৃত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি ৯৫ গণিত সেনাদলের এক জন লে পটনণ্ট। ক্রমশঃ উচ্চদরের ইউরোপীয় দলেও জালকারিতা প্রবিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

লাহোর ক্রণিকেল সম্পাদক বলেন অল্প দিন হইল দোস্ত মহম্মদ খাঁর পুত্র মহম্মদ সরি- ফ সুলতানজানের এক দল সৈন্যকে পরাজি ত করিয়া কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। এবার প্রধানতম বিচারালয়ের সেশিয়নে ক য়েকটি বারাঙ্গনাকে ধুতরা খাওয়াইয়া তাহাদি গের অলঙ্কার অপহরণ করিবার মোকদ্দমা হইয়াছে। সর মর্ডান্ট ওয়েলস যাবতীয় দো- ষী ব্যক্তিকে সাত বৎসর করিয়া দ্বীপান্তরিত করিয়া বলিয়াছেন, এবার আর কেহ একাজ করিলে তিনি গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন। যাবতীয় কুক্রিয়া বারাঙ্গনাগৃহে রাশীভূত হ- ইয়াছে। গুরুদণ্ড বিধানদ্বারা ক্রমে তাহার নিবারণ চেষ্টা করা উচিত।

আগামি শনিবার ভারতবর্ষীয় [illegible] সভার অধিবেশন হইবে। প্রধানতম [illegible] নার সংক্রান্ত নিয়মগুলিই [illegible] উদ্দেশ্য। সভার যে উপস্থিত [illegible] সকলেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।

দিনপ্রকাশের মুচিখোলা সংবাদ [illegible] বলেন, তত্রত্য রাজা [illegible] দিবারণের উদ্দেশে [illegible] করিতেছেন। [illegible] জেনেরল [illegible] কোম্পানি, সিপাহি [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন।

ফিজিকের রাজস্থ্য [illegible] সংবাদ দাতা বলেন, কোর্টপ্তাই গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়া পঞ্জাবদীয় অবস্থা সকল পূর্ব্বক [illegible] রণ বিচারালয় প্রভৃতি [illegible] সংকল্প করিয়াছেন। ঐ সকল বাটী [illegible] ত্য করা হইবে, যতদিন অন্য বাটী [illegible] না হইবে বাঙ্গালা ঘরে বিচার কার্য্য হইবে।

মাকেঞ্জের মজুরদিগের [illegible] ন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬,১৩০৷০ আদায় হইয়াছে। এতদ্দেশীয় অনেকে ক্রমশঃ টাকা দিতে ছেন।

অযোধ্যাগেজেট সম্পাদক বলেন [illegible] নালার সেতুর একটি খিলান ভাঙ্গিয়াছে ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় সন্দেহ কি? বাঙ্গলা রেইলওয়েতে সিরাজির যে পুল হইতেছে সেই পুল ঝুলাইবার [illegible] হয়, তাহার একটির খিলান [illegible] ইঞ্জিনিয়রেরা [illegible] কয়েক জন লোকের প্রাণ নষ্ট হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার রেলওয়ে [illegible] পলতার নিকটে [illegible] সেতু আরম্ভ হইবে। ইহার জন্য ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সে- তুর সাতটি খিলান হইবে।

ইণ্ডিয়ান মিরারের কৃষ্ণনগরস্থ সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য ছোট আদালতের তিন জন বিচার পতি বাবু কালীশ্বর মিত্র, দুর্গাপ্র- সাদ [illegible] ও [illegible] সাহেব সর্ব্ব সাধারণের প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। নীল করেরাও তাঁহা- দিগের বিচারের কোন দোষ বাহির করিতে পারেন না। ইহারা তিন জনেই সদরআলা ছিলেন, এবং তিন জনেই ১০০০ টাকা বেতনে [illegible] কোর্টের বিচার পতি হইয়াছেন। নীল করেরা তাঁহাদিগের বিচারের দোষ বাহির

...নীয়ত না পারুন, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট সন্দেহ নাই।

উক্ত পত্র প্রেরক [illegible] আসেনর বাবু কৃষ্ণনাথ [illegible] গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার বিরুদ্ধে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর দ্বিগুণ, চতুর্গুণ ইন্কমট্যাক্স আদায় করিয়াছেন। [illegible] সাহেব তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নিষেধ করিলে কি হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রতিপত্তি চাই কি না।

৩রা শ্রাবণ শুক্রবার।

আমরা পূর্ব্বে হুগলির ইমাম বাড়ীর সম্মুখে বরের সহিত যে বাজার সম্বাদ লিখিয়াছিলাম, তৎপ্রসঙ্গে এক ব্যক্তি হুগলি হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, বিবাহের ব্যাঘাত হয় [illegible], বরপক্ষীয় এক প্রধান ব্যক্তি দারা উপ[illegible] [illegible] দেখিয়া আপনি যে গাড়িতে বরের [illegible] পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, বরকে সেই গাড়িতে আরোহণ করাইয়া বিবাহ স্থলে পাঠাইয়া দেন এবং আপনি মাজিষ্ট্রেটের নিকট যান। মাজিষ্ট্রেট দারোগার উপরে দাঙ্গা [illegible] অনুমতি দেন। দারোগা পর দিন [illegible] লোক জন লইয়া ইমাম বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। বর সমারোহ করিয়া প্র[illegible] করেন। মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে এই [illegible] নালীশ হইয়াছে অদ্যাপি তাহার [illegible] হয় নাই।

ঐ পত্র প্রেরক আরো বলেন, এক ব্যক্তি [illegible] বর্ষীয়া একটী বালিকাকে বলাৎকার করিয়াছে। তাহার মকদ্দমা হইতেছে।

আমরা কালনা হইতে দুই খানি পত্র পাইয়াছি, দুই খানিতেই দেখা গেল, তথায় [illegible] সমারোহে বারইয়ারি পূজা হইয়া গিয়া[illegible] পত্রপ্রেরকেরা উভয়েই আক্ষেপ করিয়া [illegible], এদেশীয়েরা যদি এই রূপ অনর্থক অর্থ ব্যয় না করিয়া কল্যাণকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। যাঁহারা বারইয়ারি পূজার মত তাঁহাদিগের কি কল্যাণকর [illegible] কার্য্যের প্রস্তাব করিবার [illegible] আছে?

[illegible] যে সকল লোক [illegible] সাহেবের সহায়তা করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে [illegible] দণ্ড পাইয়াছে। কয়েক জন বণিক [illegible] উদ্যোগী ছিল। এক জনের [illegible] ৭৫,০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট আষ্ট্রেলিয়ার আরা নামক [illegible] একটী বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া[illegible] [illegible] অপেক্ষা কঠিন, ইহা [illegible], বাড়ীর ক্ষতি প্রভৃতি [illegible] আষ্ট্রেলিয়ার কোথায় কি আছে তাহা অদ্যাপিও প্রকাশ করিতে রহিয়াছে।

সিন্ধিয়ান পত্রে প্রকাশ করে সিন্ধুদেশ হইতে অনেক বাহাদুর কাঠ রপ্তানী হইতেছে। সিন্ধু নদের তীরে যে সকল বৃহৎ বৃক্ষ আছে, তদ্দ্বারা রেইলওয়ে প্রভৃতির সবিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

লাহোর ক্রণিকেল সম্পাদক বলেন, আমীরদোস্ত মহম্মদ কন্না নগর আক্রমণ করিয়াছেন। সুলতান জান নগর রক্ষক সেনাদিগের সহায়তার জন্য সেনা প্রেরণ করেন নাই, সুতরাং কন্না শীঘ্র শত্রুহস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

ডাকযোগে যাহাতে হুণ্ডি প্রভৃতি নিরাপদে আইসে একব্যক্তি তদ্বিষয়ক কার্য্যাধ্যক্ষ হইতেছেন। টাকার পরিমাণে কি দিলে দূর বিবেচনা করিয়া তাহার মাসুল লওয়া হইবে। ডাকযোগে এখন রেজেষ্টরী করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেও নিরাপদ নাই।

ফিনিক্স সম্পাদক সর বার্ণেস পিককে, বঙ্গ দেশীয় অধস্থ বিচারালয় সমূহের উন্নতি সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমলাগণের পরিবর্ত্ত না করিলে কিছুতেই আমাদিগের মফস্বলের বিচারালয় সমূহের দোষ সংশোধিত হইবে না।

৪ঠা শ্রাবণ শনিবার।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ছয় মাসের জন্য কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে এবং কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ও অন্য অন্য বিদ্যালয়ে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার দক্ষিণ বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনিস্পেক্টর লজ সাহেব মাসে ৩০০ টাকা পেন্সন পাইবেন। এই টাকা ভারতবর্ষে তাঁহার কোন প্রতিনিধির নিকটে দেওয়া হইবে।

শিবপুর ও হাবড়ার লবণের গোলার সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯০০০ টাকা দিয়াছেন। লিবরপুল জেদ্দা করাচি প্রভৃতি স্থান হইতে যে লবণ আসিতেছে, তন্নিমিত্ত কয়েকটি নূতন গোলা হইবে।

মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব বাদসাহের জন্য ৭২০ টাকা ব্যয় হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ঐ বাদসাহের কয়েক জন ভৃত্যকে ছাড়াইয়া দিবেন এবং বাদসাহকে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। কাপ্তেন ডেবিস তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। বৃদ্ধ নৃপতিকে অধিকতর স্বচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহাদিগের আজ্ঞা ব্যতিরেকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন নূতন প্রকার ব্যয়ের আজ্ঞা দিতে পারিবেন না। কয়েকটী বিদ্যালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকটে কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। শেষে কেবল আটাআটি সার হইবে।

মান্দ্রাজের কনেষ্টাবুলেরি পুলিস এদেশের অপেক্ষা বড় উৎকৃষ্ট নহে। তত্রত্য গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি যখন নীলগিরিতে যাইতেছিলেন, তৎকালে কয়েক জন দস্যু তাঁহার দ্রব্যাদি লুঠ ও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। দস্যুরা প্রধান পুরুষদিগের যে দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিতেছে, এ ভাল হইয়াছে, যদি তাঁহাদিগের চৈতন্য হইয়া, পুলিসের দোষ সংশোধিত হয়!

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪টাকার সিক্কা	৯১॥ ৯১৮
৪ টাকার কোম্পানির	৯২।০ ৯২॥
৫ টাকার	১০৭॥-১০৭৮
৫॥ টাকার	১১১॥-১১১৮

চীন দেশে যে বণিক দেউলিয়া হইয়াছেন তাহাদ্বারা এখানকার মাঞ্চেষ্টর প্যাকপ্রভৃতির অনেক ক্ষতি হওয়াতে কাগজের বাজার নরম হইয়াছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারি সেন বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০,
" গণপতি ঘোষাল বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" ঈশানচন্দ্র রায় বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
" শ্যামধন মুখোপাধ্যায় বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" ত্রৈলোক্যনাথ দে বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫,
" শ্যামাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রামপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫
" রামসুন্দর সেন বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ১০,
" গোবিন্দচন্দ্র দাস কলিকাতা
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫,
" শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেবগ্রাম
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং [illegible]
" গোপালচন্দ্র পাল কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী [illegible],
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ
" মহেন্দ্র নারায়ণ মল্লিক [illegible]
১২৬৯ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং [illegible] ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব [illegible] সোনারপুর [illegible] দক্ষিণ চাংড়িপোতা [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়।

সন ১২৬৯ । ১৩ শ্রাবণ । ইং ১৮৬২ । ২৮ জুল

বার্ষিক মূল্য ১ টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

১৩ই শ্রাবণ সোমবার।

গাধা কি কখন ঘোড়া হয়?

আমাদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে অধ্যক্ষেরা কি সোনার চক্ষে গুরুমহাশদিগকে দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগের গুণ কোন ক্রমেই ভুলিতে পারিতেছেন না। অল্প দিন হইল, অত্রত্য শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের প্রধানতম অধ্যক্ষ আটকিনসন সাহেব বাঙ্গালা দেশের মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষা কার্য্যের সদুপায় করিবার প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লেখেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত শ্রেণীদ্বয়ের শিক্ষা দান বিষয়ে উদাসীন নহেন। কিন্তু আমরা ভাবিয়াছিলাম কেবল প্রধান প্রধান কালেজের অধ্যাপকদিগের বেতনবৃদ্ধি ও বাটী নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেই এবৎসরের প্রদত্ত চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে আটকিন্সন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশ ক্রমে যে বিধি স্থির হইয়াছে ফলোপধায়িতা অংশে ইহা অপেক্ষা বড় নিকৃষ্ট নহে। সে বিধি এই, গুরুমহাশয়েরা পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়া নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে এক এক সংবৎসর শিক্ষকতা কার্য্য শিখিবেন। তাহাদিগের যাবৎ অনুপস্থিতি কাল ইনস্পেক্টরেরা ১২ টাকা মাসিক বেতনে এক এক জন নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রকে তাহাদিগের কৃত পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন। গুরুমহাশয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে স্ব স্ব বেতনে পুনরায় সেই সেই পাঠশালায় পাঠাইয়া দেও। হইবে। এইরূপ করিলে এক এক পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যয় বার্ষিক ৫০ টাকা হইলেই চালাইতে পারিবে গ্রাম বাসীরা অন্য অন্য ব্যয় দিবেন উড্রো সাহেব এবম্বিধ প্রথা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয় সম্পাদন জন্য আপাততঃ ৩০,০০০ টাকা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হইলে অন্য বিষয় হইতে যে টাকা বাচিবে, তাহা হইতে দেওয়া হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কৃষক ও অন্য অন্য শ্রমিক ব্যক্তিদিগের শিক্ষার্থ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাদিগের অনেক আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা তজ্জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। এ বৎসর সাহায্য দান বিষয়ে ৭৬,০০০ টাকা দেওয়া হইতেছে। ইহা এ দেশের অবিশেষ কল্যাণকর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তদ্দ্বারা যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইবে, এরূপ বোধ হইতেছে না। গুরু মহাশয়েরা পরিপক্ব মূর্খ। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া অভীষ্ট সাধন করা কোন ক্রমেই সুসাধ্য বোধ হইতেছে না। পাকা বাঁশ নোয়ান যায় না একটী প্রসিদ্ধ কথাই আছে।

আমাদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষদিগের অবলম্বিত নীতি নিতান্ত দুর্ব্বোধ তাহাদিগের অনেক কার্য্যে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অদ্য একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। বাঙ্গলার দক্ষিণ বিভাগের ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে মেডলিকট সাহেবকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। মেডলিকট ভূতত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অভিজ্ঞ নহেন, বিশেষতঃ বাঙ্গলা জানেন না। অথচ তাঁহাকে ইনস্পেক্টর করা হইল। বাঙ্গলা না জানিলে ঐ কার্য্য চলিতে পারে না এ জন্য এক জনকে [illegible]

পাঁচ কোটি টাকা হইয়াছে। আবকারী লবণে এত টাকা লভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহা পরীক্ষা স্থলে রহিল। আমাদিগের কর্ত্তাদের মাসিক বা ত্রৈমাসিক হিসাব বাহির হয় না। তাহা হইলে আমরা একপ্রকার সংশয় ভঞ্জন করিতে পারিতাম।

নব্য সম্প্রদায় কিরূপে কাজ করিলে এদেশের উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবেন?

হিন্দুপেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর ও বাঙ্গালী, এই কয় খানি পত্র আমাদিগের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্ত প্রসঙ্গ লইয়া কয়েক সপ্তাহ আন্দোলন করিতেছেন। তদ্দর্শন করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে উপরি উক্ত প্রশ্ন উদিত হইতেছে। প্রশ্নটী যেমন সহজ, ইহার মীমাংসাটী তেমন সহজ নহে। যে সকল বিষয়ে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরও মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়, এবিষয়টীও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার সমাধান বিষয়ে ঐকমত্য দর্শন সম্ভাবিত নহে। কেহ বলেন, আমাদিগের দেশে এক্ষণে যে সমস্ত আচার ব্যবহারাদি প্রচলিত দৃষ্ট হয়, সম্পূর্ণ রূপে এককালে তাহার উচ্ছেদ করিতে না পারিলে উন্নতি লাভ সম্ভব নাই; কেহ কেহ বলেন, উল্লিখিত রীতিতে [illegible]কারীর ন্যায় কার্য্য করিলে ইষ্ট লাভ সুসাধ্য হইবে না। তাঁহাদিগের অভিপ্রেত এই, এককালে আমাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া উহার অনুমোদিত প্রথা অবলম্বন করিয়া ক্রমে দোষ সংশোধন করিতে হইবে। কেহকেহ আমাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির মোহনী শক্তিতে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়া উহার দোষ দেখিতে পান না, সুতরাং তাঁহারা উহার পরিবর্ত্ত উদ্দেশ্য [illegible]

পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্ম, রাজনীতি, শাসন প্রণালী ও সামাজিক নিয়মের যত উৎকর্ষ ও পরিবর্ত্ত দৃষ্ট হয়, সে সমুদায়ই প্রায় প্রথমাবস্থায় এক বা তদধিক অলোক সামান্য প্রতিভাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল ব্যক্তি মধ্যবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এককালে তদানীন্তন ভ্রান্তিসঙ্কুল কুৎসিত প্রথার উন্মূলন চেষ্টা করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগের কেহই অনেক সংখ্যা অনুচর প্রাপ্ত হন নাই; অধ্যবসায় ও সাহস সহকারে কার্য্য করাতে তাঁহারা ক্রমশঃ সহচর ও অনুচর প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশের শ্রেয়ঃসাধনে সমর্থ হন এবং পৃথিবীর অন্য অন্য লোকদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া যান। লুথর, জন নক্স, কালবিন, উইকলিফ, মহম্মদ প্রভৃতি এই রূপে কার্য্য করিয়া মহান্ পরিবর্ত্ত সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যিনি যখন কোন বিষয়ের পরিবর্ত্ত চেষ্টা পাইয়াছেন, সাহসের অল্পতা প্রযুক্ত প্রায়ই তিনি মধ্যবিধ উপায়ের অবলম্বনে যত্নবান্ হইয়াছেন, সুতরাং তাদৃশ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন নাই। আমরা রামমোহন রায়কেই উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার দ্বারা আমাদিগের দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তিনি আপনার চিত্ত শুদ্ধি ও সংস্কারানুরূপ একটী স্বতন্ত্র পথ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি প্রাচীন বেদ বেদান্তাদিকে মূল পত্তন করিয়া আপনার মত সংস্থাপন করেন। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, প্রাচীন ও নব্য উভয় দলকেই কৌশল ক্রমে আপনার মতে লইয়া অভীষ্ট সাধন করিবেন। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে তাঁহার সেই অভীষ্ট পথ [illegible] রাছে। প্রাচীন দল প্রচলিত [illegible] বলিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইতেছেন [illegible] আর ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা [illegible] আস্থা না থাকাতে ক্রমশঃ [illegible] করিতেছেন। বরং একটি অনিষ্ট [illegible] হে, নব্য সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক [illegible] কাকে আদর্শ করিয়া এ দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছেন। "কাল ও সমাজের অবস্থা বুঝিয়া চল" এইটী তাঁহাদিগের কার্য্যের মূল যুক্তি হইয়াছে। কিন্তু [illegible] রা কত কাল কালের প্রতীক্ষা করিয়া [illegible] কার্য্যের কাল কবে হইবে?

উপরে যেরূপ কথিত হইল, [illegible] অনেকে এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে আমরা নব্য দলকে এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা আমাদিগের [illegible] মন্দ যাবতীয় আচার ব্যবহারাদির [illegible] করিয়া নূতনবিধ আচার ব্যবহারাদি [illegible] র্ত্তিত করেন। এরূপ অনুরোধ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। [illegible] করা অবিবেচকের কার্য্য [illegible] বস্তুতঃ একদা সমুদায়ের পরিবর্ত্ত [illegible] গেলে সমাজের বিষম [illegible] হইবে। স্বদেশের রীতি [illegible] বার চেষ্টা পাওয়া [illegible] কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু [illegible] হইবে সেই সকল রীতি [illegible] না? পুরাতন হইলেই যে [illegible] দ্রব্য হইল একথা নিতান্ত [illegible] হউক, আমাদিগের বক্তব্য এই, [illegible] দায়ের যাঁহারা সামঞ্জস্য করিয়া [illegible] চাহেন, অথবা স্বদেশের প্রতি [illegible] এবং বস্তুতঃ সদোষ আচার ব্যবহারাদি [illegible] বর্জ্জিত রাখিবার চেষ্টা করেন, [illegible] এখন পরিত্যাগ করুন, এবং [illegible] বিষয়ের সদোষতা নিবন্ধন [illegible] না [illegible] অনিষ্ট ঘটিতেছে, অকপট [illegible] তাহার দোষ সংশোধন [illegible]

স্বদেশহিতৈষী হইয়া সে সম্প্রদায়কে আর জীর্ণাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করা বিধেয় হইতেছে না। নব্যদল কি সে চেষ্টা করিতেছেন? কয় জন ব্যক্তি প্রকাশ্য রূপে আমাদিগের ধর্ম ও সমাজ [illegible] দোষের প্রতিবাদী হইয়াছেন? ইহাঁ[illegible] [illegible] পদক্ষেপ করিয়াছেন। [illegible] নয়? গোপনে অনেকে হিন্দু [illegible] বিরুদ্ধ কাজ করিতে [illegible] প্রকাশ্য রূপে স্বদেশের [illegible] করিতে কাহার সাহস [illegible] মনে যে বিষয় যুক্তিবিরুদ্ধ [illegible] বলিয়া বুঝা যাইতেছে, কয় [illegible] সমূলে উন্মূলন চেষ্টা করিতে [illegible]

[illegible] নব্যদলকে এইরূপে কার্য্য ক[illegible] অনুরোধ করিতেছি, তাহার এক [illegible] কারণ আছে। আমাদিগের দে[illegible] [illegible] আচার ব্যবহারাদি সংশোধন করি[illegible] [illegible] ভার তাঁহাদিগের উপরে পতিত হই[illegible] [illegible] তাঁহারা যদি কেবল প্রাচীন দলের [illegible] অনুমোদন করিয়া যান কিরূপে [illegible] হইবে? তাঁহারা যদি প্রাচীনদিগের [illegible] অপেক্ষা না করিয়া অকপট ও সোৎ[illegible] চিত্তে উল্লিখিত প্রকারে কার্য্য করেন [illegible] প্রাচীন সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রতিবন্ধ[illegible] আচরণ করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা [illegible] ব্যবহারাদিকে ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া [illegible] চেষ্টা করুন, প্রাচীনেরা [illegible] [illegible] উহার পূর্ব্ব সীমায় রাখিবার [illegible] না পাইবেন। এইরূপে উভয়তঃ আক[illegible] [illegible] হইলে যে যে আচার ব্যবহারাদি [illegible] আছে, তাহা সংশোধিত হইবে [illegible] দোষ গুলি আদৃত ও পরিগৃহীত [illegible] এ দেশে আচার ব্যবহার ও ধর্ম [illegible] কাল অবধি বদ্ধ মূল হইয়াছে। [illegible] দোষ উন্মূলন করিতে [illegible] উন্মূলনের এই একমাত্র উ[illegible] [illegible] সেই উ[illegible]ন্মূলন কারী কোথায়? কাজ অল্পে অল্পে হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। ক্রমশঃ সহকারীর দল বৃদ্ধি চাই, তাহা হইলেই কার্য্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সকলেই ক্ষেত্রে [illegible] আছেন; কাজে কেহই হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

যাঁহারা অজ্ঞ ও অসভ্য সময়ের প্রচলিত মতের পরিবর্ত্তনে সাহসী হইয়াছিলেন, আমাদিগের নব্য সম্প্রদায় তাঁহাদিগের ন্যায় [illegible] সময়ে [illegible]তিত নহেন। ইহারা এ বিষয়ে পরম সৌভাগ্যশালী। স্বদেশের সদোষ ব্যবহারাদি পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদিগকে কারাগারেও যাইতে হইবে না, দারুণ প্রহারও সহ্য করিতে হইবে না। প্রাচীন দলের সহিষ্ণুতা শক্তি এক্ষণে বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, নব্য সম্প্রদায় সমাজ ও গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া যা করুন তাহাতে তাঁহারা আর বড় কিছু বলেন না, স্বমতপরিত্যাগী সন্তানকে বিষপান করাইয়া হত্যা করেন, এমন পিতা ত আমাদিগের শ্রবণ ও নয়নগোচর হয় নাই। বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ সংসর্গ নব্য দলের অনেক সহায়তা করিতেছে ইহাঁদিগের উদ্ভাবনী শক্তি বিনিয়োগ করিবার আর প্রয়োজন নাই কেবল কিঞ্চিৎ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সংযোগ হইলেই ইহারা অনায়াসে অভীষ্ট সাধন করিতে পারেন।

উপসংহার কালে সংক্ষেপে আমাদিগের বক্তব্য এই, ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিপ্লবের ন্যায় আমরা এককালে যাবতীয় বিষয়ের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী নহি। তাদৃশ বিপ্লব কখন দেশের কল্যাণকারী হয় না।

বোমন্ট সাহেবের প্রস্তাব।

হুগলীর ঘুঁটিয়া বাজারের 'যুবা ব্যক্তিদিগের সভায়,' তত্রত্য মিসনরি জন, বোমন্ট সাহেব যে উপদেশ প্রদান করেন আমরা গত বারে তাহার উল্লেখ [illegible]ছিলাম। বোমন্ট সাহেবের প্রস্তাবটি অতি মনোরম হইয়াছে। দেশের নৈসর্গিক অবস্থা ও সমাজ প্রভৃতির মনুষ্যের চরিত্র ও ধর্ম্মাদির উপরে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, তিনি ইহা এই প্রস্তাবে উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পর্ব্বতীয় লোকেরা প্রায় সত্যধর্ম্মাবলম্বী হয় না। স্কটলণ্ডের হাইলাণ্ড ও এ দেশের মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পক্ষান্তরে, প্রান্তর ও সমতল ক্ষেত্র বাসীরা নিস্তেজ ও বিলাসপরায়ণ হয়। বঙ্গ দেশ, ফ্রান্স ও ইটালির কাম্পেনিয়া বিশেষ রূপে ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কিন্তু শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা ইহার বহুতর পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। লার্ড বেকন অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথিবীর যে সময়ের যে অবস্থা, ও যে সময়ে যে প্রকার উন্নতি হয়, সেই সকল দর্শন ও বিবেচনা করিয়া লোকে ক্রমশঃ যদি সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিবার চেষ্টা পায়, পূর্ব্ব অবস্থাদির বহু পরিবর্ত্ত হয় সন্দেহ নাই।

বোমন্ট সাহেব এদেশের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসনীয়। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের বিষয়ে তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ ওটাহিটী প্রভৃতি দ্বীপের ন্যায় নহে। এতদ্দেশীয়দিগের প্রাচীন গ্রন্থ, স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ও স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার প্রভৃতি আছে, সে সমুদায় এক দিনে পরিবর্ত্ত হইবার নয়। ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রশান্ত সাগরের অনেক দ্বীপের লোকে এককালে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে, যথার্থ; কিন্তু তাহাদিগের পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। তাহারা যেমন সহজে খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তৎপরিত্যাগও তেমনি তাহাদিগের সহজ। মাডাগাস্কার, জাপান প্রভৃতি কি ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল নহে? [illegible] [illegible] হউক, কিন্তু এককালে যেন [illegible]

রেবেকে আপনাদিগের সহকারী সভাপতির পদ হইতে বিদায় দিয়াছেন। ঐক্যবিকারী নাটকের ক্রমশঃ অভিনয় হইতে চলিল।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন বোম্বাইনগরে একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সর্ব্বদা সুরাপান করিয়া তাহার স্বামীর সহিত বিবাদ করিত। একদা সে অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া এক পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। নিম্নশ্রেণিস্থ ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রায় এই দোষ দেখা যায়।

শুনা গেল আগরার নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের অতিশয় উৎপাত হইয়াছে। রাত্রিকালে ব্যাঘ্রে অনেক শিশু সন্তান মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া গিয়াছে … গেজেট বলেন একটি স্ত্রীলোক আপন … নকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে খাটের … হিত বন্ধন করিয়া রাখেন। রাত্রিতে ক্রন্দন … দ্ধি শ্রবণ করিয়া তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন এক নেকড়িয়া তাঁহার সন্তানকে লইয়াছে। গোলযোগ করাতে ব্যাঘ্র পলায়ন করিল, কিন্তু শিশুটির প্রাণরক্ষা ভার হইয়াছে।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, উক্ত স্থানে কটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কটগ্রাফ যন্ত্র লইয়া যাওয়া হইবে। এক বণিক তাহা ইংলণ্ড হইতে আনাইতেছেন। পারিসের ন্যায় ভারতবর্ষেও টগ্রাফ হইতেছে।

উক্তপত্র আরও বলেন আলাহাবাদ জেলার এক জমীদারের বাটীতে অনেক বন্দুক ও তলয়ার পাওয়া গিয়াছে। তত্রত্য থানাদার ১০০০ টাকা উৎকোচ লইয়া জমীদারকে অস্ত্র রাখিতে দেন। অস্ত্র সকল ভূমির মধ্যে লুকায়িত ছিল। এক গয়েন্দা তাহা বাহির করিয়াছে। থানাদার ও জমীদার উভয়েরই দণ্ড হইয়াছে। নিরস্ত্র করিয়া বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা বৃথা। অষ্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্ট লম্বার্ডিতে ঐ প্রকার করিয়াছিলেন, তথাপি ১৮৪৯ অব্দে গারিবালডি তত্রত্য কৃষকদিগের সহায়তায় অষ্ট্রীয়দিগকে দূরীভূত করেন।

রেঙ্গুণ টাইম্‌স বলেন তথায় ভয়ানক ঝড় হওয়াতে একখানি জাহাজ নাবিক সহিত জলমগ্ন হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরও বলেন ব্রহ্মদেশে দস্যুবৃত্তির হ্রাস হইয়াছে। রাজা তাহার নিবারণার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন রেঙ্গুণে মৎস্যের কর হওয়াতে সকলে বিরক্ত হইয়াছে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও মজায় কর করিয়া ধীবরদিগের অপ্রিয় হইয়াছেন।

উক্ত পত্র আরও বলিয়াছেন তত্রত্য কণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রধান সরকারী সেরাণী তহবিল তছরূপ করাতে তাঁহাকে প্রধানতম বিচারালয়ে সমার্পণ করা হইয়াছে তয় কি? বেহারের জেলদারোগা মুক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এসকল দোষে প্রায় দণ্ড পায় না তবে বৃথা কেন এত দূর দোষীদিগকে আনিয়া সাধারণ ধনাগার হইতে ব্যয় করা হয়

আমরা সমাচার হিন্দুস্থানী পত্রে একটি প্রস্তাব দর্শন করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। ইংলিসম্যান অযোধ্যার সভাকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া সমাচার হিন্দুস্থানী তাঁহাকে পশু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কটূ কহিয়াছেন। আমাদিগের লণ্ডনস্থিত সংবাদ দাতা বলেন এই সকল দর্শন করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকে বিরক্ত হন, বস্তুতঃ কটূভাষীর সহিত কটূ ভাষী হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

৮ই শ্রাবণ বুধবার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ভারতবর্ষীয় সভা " তমাকের উপর মাসুল হওয়া বিধেয় কি না?" এইনামের এক খণ্ড পুস্তক আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া তমাকের উপরে কর গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ভারতবর্ষীয় সভাকে এই অনুরোধ করেন যে কর আদায়ের একটী সদুপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ভারতবর্ষীয় সভা তাহার প্রত্যুত্তরে লেখেন এই কর সংগ্রহের যে কোন উপায় অবলম্বন করা হউক তাহে কোন ক্রমেই অত্যাচার নির্ম্মুক্ত হইবে না। বিশেষতঃ ঐক্ষণ্যমারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি হস্তার্পণ করা হইবে। অপর বঙ্গদেশে ব্যয় অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আয় হয়, এতদ্ব্যতীত স্থলে এদেশে তমাকের ন্যায় বিলাসের বস্তুর উপর কর লওয়া অবিধেয়। … মেণ্ট সভার প্রদর্শিত … যুক্তি শ্রবণ … করিয়া ঐ কর গ্রহণ … পরিত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে এবিষয়ে ঋণগ্রস্ত সন্দেহ নাই।

অদ্য পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়েতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিয়াছে। আগামি বুধবার কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত যাইবে। ১লা অক্টোবর অবধি সাধারণে ঐ গাড়িতে আরোহণ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া পুনা নগরস্থ ইন্দুপ্রকাশ হইতে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইন্দুপ্রকাশ বলেন পূর্ব্বতন মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের দপ্তরে রাজকার্য্য, যুদ্ধ দৌত্য প্রভৃতি কার্য্যসংক্রান্ত অনেক কাগজ পত্র আছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহা বিনষ্ট করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমরা ইন্দুপ্রকাশের সহিত এই অসভ্য আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতেছি।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন সুলতান জান ও সরদার সান … খাঁ ফরা নগর রক্ষা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দোস্ত মহম্মদ হিরাট পর্য্যন্ত জয় করিবেন পণ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র প্রেরক আরও বলেন কতকগুলি তুর্কমান হিরাটের নিকটবর্ত্তি একখানি গ্রাম দগ্ধ করিয়া অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে। পারস্যদেশীয় সেনাপতি মুরাদ মিরজা এই বন্য জাতিকে কোরাসান হইতে নির্ম্মূল করিয়া দেন, তথাপি তাহাদিগের দৌরাত্ম্য যায় না।

রেঙ্গুণ ক্রনিকেল বলেন ব্রহ্মদেশে গুবাক ও পানের আবাদ করিলে বিস্তর লাভ হয়।

ফিনিক্স বলেন সম্রাট নেপোলিয়ন লণ্ডনস্থ শিল্প প্রদর্শন গৃহ দর্শনার্থ গমন করিবেন।

অযোধ্যা গেজেটের এক জন পত্র প্রেরক সিমলা পর্ব্বতের মাজিষ্ট্রেটের একটী অদ্ভুত সুবিচারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই ব্যক্তি এক বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঘর পাশাপাশি থাকাতে এক জন ঘর … খুলিয়া অপরের …

[illegible]
[illegible]
ন [illegible] সুনিয়ম, [illegible]
দি হস্তার্পণ করিতে পারেন না। [illegible] ব্য-
ক্তি অপরাহ্ণ কাল মধ্যে জানলাটি রুদ্ধ করি-
য়াছিলেন। অপর ব্যক্তি তাঁহার পরিচ্ছদ খ-
ণ্ডক আর গোপনে স্পর্শ করিতে না পারিয়া
মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করাতে মাজি-
ষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বার্থিকে বিচারালয়ে আ-
হ্বান করিয়া জরিমানা করিবার ভয় প্রদর্শন
করিলেন!!! সিমলা পর্ব্বত ভারতবর্ষের পারি-
স হইয়াছে।

হরকরা বলেন ২৪ পরগণার জজ লাটোর
সাহেব লক সাহেবের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রধা-
নতম বিচারালয়ের এক জন বিচারপতি হই-
য়াছেন। লক সাহেব পীড়াবশতঃ ইংলণ্ডে
গমন করিতেছেন। ২৪ পরগণার কালেক্টর
রাইট সাহেব লাটোর সাহেবের পদে নিয়ো-
জিত হইয়াছেন; রাইট সাহেব আপনার দ-
ক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কালেক্টরির প্রধান কেরাণী
কে আপনার সহিত লইয়া যাইতে পারি-
বেন ত?

উক্ত পত্রের আমেরিকার সংবাদ দাতা
সেনাপতি বটলরের বিখ্যাত ঘোষণার কারণ
প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। নিউঅর্লিন্সের অ
নেক "সম্ভ্রান্ত" স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্টের সেনা ও
সেনাপতিদিগের গায়ে থুথু পর্য্যন্ত দিয়াছে-
ন। সেনাপতি বটলর এতন্নিবারণার্থ উক্ত ঘো-
ষণাদ্বারা সকলকে এই কথা জানান যদি কোন
স্ত্রীলোক এরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাকে বে-
শ্যার ন্যায় শাস্তি দেওয়া হইবে। সেনাপতি
বটলর বিদ্রোহিসেনাপতি বরগার্ডের স্ত্রীকে
হস্তে পাইয়াও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান
প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে সেনাপতি বট-
লরের কোন দোষ দেখা যাইতেছে না।

ঢাকানিউস তত্রত্য বিচারালয় সমূহের
সাক্ষীর অবস্থানের ব্যয়ের এক হিসাব দি-
য়াছেন।

জজের আদালতের	২॥০ টাকা
সদর আমীনের বিচারালয়ে	১॥০ টাকা
মুন্সেফ আদালতে	ঐ
[illegible]	ঐ ॥০

[illegible] ও ডেপুটি কালেক্টরের [illegible] ১ টাকা
[illegible] ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের [illegible] ॥০ [illegible]

অদ্যাপিও মুহরিরা অবস্থানের [illegible] না-
[illegible] জন্যে এরূপ ব্যয় না করিবে [illegible]?

২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, [illegible]
রের নিকটে তিন জন পুলিস সিপাহী দুই
জন প্রজাকে বেগার ধরিবাতে তাহাদিগের
সহিত গ্রামবাসীদিগের দাঙ্গা হয়। তাহাতে
এক ব্যক্তি হত ও অপর এক জন গুরুতর
রূপে আহত হয়। তত্রত্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
সিপাহীদিগকে দণ্ডনীয় স্থির করেন। কিন্তু
ঐ আহত প্রজার দুই বৎসর মিয়াদ দেন।
আপীল করিয়া প্রজারা মিয়াদ হইতে মুক্ত
হইয়াছে। এই প্রকার বিচারে যে আজিও
শান্তি রক্ষা হইতেছে, এ কেবল পরমেশ্বরের
কৃপা বলিতে হইবে।

ইংলিসম্যানের পেসোয়ারের সংবাদদাতা
বলেন সম্প্রতি ১ম গণিত পঞ্জাবী সেনাদলের
সহিত আফ্রিদি জাতীয় কয়েক ব্যক্তির দাঙ্গা
হওয়াতে উভয় দলেরই কয়েক জন হত হই
য়াছে। পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আফ্রিদি-
দিগকে দোষী স্থির করিয়া তাহাদিগের জরি
মানা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত পারসী মৃত কোব
সজী নর্ম্মাণসজী ওয়াদিয়ার স্মরণার্থ পার
সীরা এক দিবস আপনাদিগের ব্যবসায় বন্ধ
রাখিয়াছিলেন। শীঘ্র তাঁহার স্মরণার্থ চাঁদা
হইবে।

চীনদেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যের সবিশেষ
শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। মাঞ্চেষ্টরের অনেক দ্রব্য
ইয়ংসিকিয়াঙ্গ নদী তটস্থ স্থানসমূহে বিক্রী-
ত হইতেছে। চীনের অনেক লোক বাণিজ্যে
প্রবৃত্ত হইতেছেন।

চীনদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের অ-
ধীনস্থ যাবতীয় কর্ম্মচারিকে অহিফেন সেবন
পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যে ব্য-
ক্তি ইহা করিবেন তাঁহাকে পদচ্যুত অথবা
নিরপরাধ হইতে হইবে।

পঞ্জাবে ক্রমে রেশমের চাষ হইতে [illegible]
ল। সরকারী কমিসনর [illegible]
এতৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকটে [illegible]

পাইয়াছেন [illegible]
ব্যক্তি অনুমতি [illegible]
টাকা পাইয়াছেন [illegible]
কাশ্মীরের [illegible]
না বা তিব [illegible]
ধারে অতিক্রম [illegible]
অনুসরণ করিয়া [illegible]
ষ্টায় আছেন।

অনেকেরই মুখে শুনা [illegible]
কষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া [illegible]
কালেক্টরিতে লোকের [illegible]
বাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত [illegible]
র এ বিষয়ে বিশেষ মনো [illegible]
শ্যক।

মান্দ্রাজের সুপ্রিমকোর্ট [illegible]
রায় গমনাগমনে হস্ত [illegible]
ছে। সে এক জন তন্তুবায়ের [illegible]
করিয়াছিল। বিচারপতি [illegible]
লেন, দণ্ডবিধানের আইন [illegible]
হইয়াছে বলিয়াই তিনি তাহার [illegible]
লেন, কিন্তু ভবিষ্যতে গুরুতর শাস্তি [illegible]
হইবে। কলিকাতায় এই রূপ [illegible]
পতি আবশ্যক।

নাগপুর ও জব্বলপুরে [illegible]
আদালত স্থাপিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন [illegible]
গিরজার সংস্কারার্থ প্রতি [illegible]
গিরজায় যে ৫০ টাকা করিয়া [illegible]
তাহা এখন অবধি আর দেওয়া [illegible]
ঐ টাকা অন্য মান্দ্রাজ [illegible]
পারিয়া ইহাতে অসন্তুষ্ট [illegible]
নাই।

বোম্বাই সমাচারে লিখিত [illegible]
নিম্ন নীচ ইউরোপীয় এবং [illegible]
প্রকার দুষ্ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইয়াছে [illegible]
বধা প্রভৃতি তাহাদিগের নিত্য [illegible]
উঠিয়াছে। তত্রত্য বণিক সম্প্রদায় [illegible]
সেনাপতি জাকবের একটী বাক্যালাপ [illegible]
করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের ও গবর্ণমেণ্ট
[illegible] তাহা চলিতে। এদেশে ইউরোপীয়
[illegible] হইলে যে নীচ বংশীয় ইউরোপী
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এদেশের মহানিষ্ট
বে, তাহা এতদ্দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান
হেছে।

রিতে [illegible] করিয়াছেন। লাগুহোলডার্গ সভা চা করদিগের বড় বন্ধু রহেন বোধ হ ইতেছে।

উক্ত পত্র এতদ্দেশীয় পুলিস সংশোধন প্রস ঙ্গে বলিয়াছেন “যতদিন হিন্দুস্থানিদিগের ন্যায় বাঙ্গালীরা আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত না করিবেন ততদিন, পুলিসসংশোধনে তাঁ হাদিগের কোন উপকার হইবে না।” ক্রমশঃ ইটের বদলে পাটকেল বন্দোবস্ত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন ঢাকা ও মুর- সিদাবাদ ব্যতিরিক্ত মফস্বলের আর সকল স্থানে গতবৎসরে যে পরিমাণে ইনকমটাক্স লওয়া হইয়াছিল, তাহাই প্রচলিত থাকিবে. তাহার আর কোন পরিবর্ত্ত হইবে না। যদি এরূপ হয় এখন কোন আসেসর অন্যায় কর ধার্য্য, করিলে, প্রজাগণের তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য।

১০ই শ্রাবণ শুক্রবার।

আমরা একটি অতি শোচনীয় ঘটনার সং বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীরামপুরের অন্তঃপা তি থানা হরিপালের অধীনস্থ গামাখরা বৈকু ণ্ঠপুর গ্রামের এক দরিদ্র শুঁড়ি কলিকাতায় কর্ম্ম করে। তাহার স্ত্রী তাহার বাসগ্রামে থা কিত। স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী ও অল্প বয়স্কা। তাহার তাদৃশ অভিভাবক ছিল না। তিনটী তরলেন্দ্রিয় যুবা তাহাকে কুপথ গা- মিনী করিবার অনেক চেষ্টা পায়, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এক দিবস ঐ স্ত্রীলোক স্নান করিয়া রন্ধন করিবার জন্য অপর এক বাটীতে অগ্নি আ নিতে গেল। সেই সুযোগে ঐ দুর্ব্বৃত্ত যুব কেরা তাহার গৃহে গিয়া লুকায়িত হইয়া রহি ল। সে রন্ধনাগারে অগ্নি রাখিয়া শয়ন গৃহে কোন দ্রব্য আনিতে গেল। ঐ দুর্ব্বৃত্তেরা ঐ অবসরে তাহাকে ধরিয়া ও তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দুরবস্থা করিল। এই অত্যাচার কালেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। যুবকেরা এই ঘ টনা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। পরে তত্রত্য জমীদারের গমস্তা মণ্ডল ও চৌ কিদারকে কিছু উৎকোচ দিয়া স্ত্রীলোকটির গলদেশে রজ্জু দিয়া, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এই জনরব তুলিয়া দিল। হরিপা লের দারোগা ও উদ্বন্ধনের কথা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিলেন। চারি দিবসের পর ঐ মৃত দেহ শ্রীরামপুরে আনীত হইল। কিছু দিন পরে শুঁড়ি আপন বাটীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানি তে পারিয়া শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করিল। মাজিষ্ট্রেট বৈদ্যবাটীর দারো গার উপর অনুসন্ধানের ভার দিলেন। ঐ দারোগার যত্নে সমুদায় কাণ্ড প্রকাশিত হই য়াছে। হরিপালের দারোগা, গমস্তা মণ্ডল ও চৌকিদার ধৃত হইয়াছে, দুর্ব্বৃত্ত যুবক ত্রয় প লায়ন করিয়াছে। ঐ সম্বাদটী যদি সত্য হয়, পুলিষ রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের বৃথা ব্যয় স্বীকারে প্রয়োজন কি?

কিনিকের বোয়ালিয়ার সংবাদদাতা ব- লেন, উক্ত নগর প্রায় পদ্মার গর্ভস্থ হইল। সরকারী বাটী সকল ও ওয়াটসনের সুবিখ্যাত অট্টালিকা বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। তত্রত্য সা ধারণ পুস্তকালয় ভগ্ন হইয়াছে। সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এত টাকার সম্পত্তি গেল, পূর্ব্বে একটী বাঁধ দিবার চেষ্টা করিলে কি এ সকল রক্ষা হইত না?

ইংলিসম্যান বলেন, দমদমায় সেনা শিবির থাকিবে কি না এই বিষয়ের বিবেচনার্থ এক কমিসন বসিয়াছে। সর হিউ রোজ এই স্থান ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বিদ্রোহ কালে দমদমায় যে সকল বারিক নির্ম্মিত হই য়াছে, তাহাতে দশ সহস্র সেনা স্বচ্ছন্দে থাকি তে পারে। গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ব্যয় হইয়া- ছে। দমদমা অস্বাস্থ্যকর স্থানও নহে। তবে কি কারণে তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা হই- তেছে? গবর্ণমেণ্টের ধনস্থানে কি শনি হই- য়াছে?

উক্ত পত্র আরও বলেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে একটি বাজার হ ইবে। গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত আড়াই লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতার সিমুলিয়ার দুইটি বানর আনিয়া অত্যন্ত উৎপাত করাতে [illegible] ব্যক্তি পুলিষ কমিসনরের নিকটে এই বিষয় জানাই য়াছেন। দুই প্রেসিডেন্ট হাইকোর [illegible] আবশ্যক না কি? পুরুষের কি [illegible]।

হিন্দুপেট্রিয়ট মন্সীয়ার [illegible] কালেক্টরের নথি হারাইবার বিষয়ে যাহা লিখি য়াছেন, ইণ্ডিয়ান রিফরমার তাহা সম্পূর্ণ [illegible] স্বীকার করেন নাই, এক বারে অস্বীকার [illegible] করেন নাই। তিনি বলেন ডেপুটি কালেক্টর বাবু দীননাথ আঢ্য (আমরা [illegible] বাবু চণ্ডীচরণ সিংহকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম [illegible] তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি) [illegible] দোষী হইতে পারেন না।

যাহা হউক সাধারণে অধিকন্তু [illegible] মতের অনুমোদন করিবেন না। আমরা পুন র্ব্বার কহিতেছি নথি হারাইবার কারণ [illegible] ধান করা আবশ্যক।

উক্তসম্পাদক মিসনরি ডাকিসন সাহেবের অপরাধ লঘু করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন [illegible] নি যে চেষ্টা করুন পান প্রহার লঘু [illegible] গুরু হউক চরণাঘাত দ্বারা [illegible] করা যে দোষ নয় ইহা কোন [illegible] অবধারণ করিতে পারিলাম না।

১১ ই শ্রাবণ শনিবার।

সমাচার হিন্দুস্থানী বলেন, [illegible] এক বেগমের বাটীতে ছয় জন [illegible] করিয়া ২০০০ টাকার দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে। তাহারা অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই।

উক্ত পত্রে তিনটি হত্যাকাণ্ডের বিষয় [illegible] হইয়াছে। এক ব্যক্তি অপর এক [illegible] করিয়া ধৃত হইয়াছে। গতার [illegible] মুসলমান আপনার স্ত্রীকে হত করিয়া ধৃত হ- ইয়াছে। হরদোয়াই গ্রামে এক জন [illegible] কনষ্টাবল আত্মহত্যা করিয়াছে। [illegible] এত হত্যা কি জন্য হইয়া থাকে?

মণিপুরে গোলযোগের সম্ভাবনা হওয়াতে তথায় এক রেজিমেণ্ট সিপাহী প্রেরিত হই- য়াছে।

ইংলিসম্যান প্রকাশ করিয়াছেন বাবু জ্ঞানে- ন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যারিষ্টরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবর্ষীয় ভাষার অধ্যাপক হইয়াছেন।

[illegible] নির্দ্দিষ্ট মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে।

৫ টাকার সিকা .... „ ৯৬।৫—৯৬।।৫

৪ টাকার কোম্পানির .. ৯৩৷৷৹—৯৩৸৹
৫ টাকার ঐ .... ১০৪৷৷৶—১০৪৸৶৹
৫৷৷৹ টাকার ঐ .... ১১১৸৶—১১২৶৹

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১৯ এ জুলাই শনিবার।

গবর্ণর জেনেরল সভাপতি: সর রবার্টনেপিয়র হারিংটন, আরস্কিন, গ্রে, ফিটজউইলিয়ম, ও ফাউই সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানতম বিচারালয়ে ফি, ও ইষ্টাম্প মাসুল আদায় ও ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইনের কয়েকটি ধারা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে হারিংটন সাহেব এক বিল অর্পণ করিলেন। এই বিলের মর্ম্ম এই, সুপ্রিম ও সদর কোর্ট একত্রিত হইয়া প্রধানতম বিচারালয় হইয়াছে [illegible] বিষয়ের জন্য সুপ্রিম কোর্টে অংশে পূর্ব্বে [illegible] ফি লওয়া হইবে। সদরের অংশে ১০ [illegible] ৩০ ধারানুসারে ইষ্টাম্প মাসুল আ[illegible] [illegible] [illegible] হইতে তাঁহা[illegible] [illegible] বিচার সম্পর্কে সদরের ন্যায় ইষ্টা[illegible] লাগিবে কিন্তু যে সকল যে মকদ্দমা পূর্ব্বে স[illegible] রে আনিতে পারিত না, তাহাতে ইষ্টাম্প লাগিবে না। বিচারপদ্ধতি ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইন অনুসারে আপনাদিগের রায় আপনারা লিখিবেন। এক্ষণে আপীলের কাল ৯০ দিবস স্থির আছে কিন্তু প্রধানতম বিচারালয় বেচ্ছা পূর্ব্বক ইহার পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন।

এ জুন পর্য্যন্তের ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] র গবর্ণমেণ্টের সেনারা ক্রমশঃ [illegible] ব করিতেছে। একটি যুদ্ধ হই[illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] ন তাহারা জয়ী হইয়াছে ব- [illegible] বিদ্রোহীদিগের সভা- [illegible] আনিয়াছে। [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন, [illegible] রিকার যুদ্ধ উপা[illegible] [illegible] গতে ৩০০০ ক্রী- [illegible] হীন হইয়াছে [illegible] ব ও [illegible] দিগ- [illegible] কর্ত্তব্য। এই প্র- [illegible] হাসভা বি- [illegible] করিতেছেন।

[illegible] দ্বারে ৩০,০০০ বস্তা তুলা দগ্ধ করা হইয়াছে।

[illegible] নীয়রের কয়েক জন প্রতিনিধি সর চারলস উডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সর চারলস উড এই বলিয়া তাহার উত্তর দান করিয়াছিলেন যে ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, যেহেতুক ভারতবর্ষে এখনও এক কোটি টাকা আয়ের অপ্রতুল হইয়াছে।

ইটালির মহাসভা তত্রত্য রাজাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া রোমকে ইটালির রাজধানী করিবার অনুরোধ করেন। রাজা তাঁহাদিগের মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

সর চারলস ওয়াইটের মেক্সিকোর গবর্ণমেণ্টের সহিত এক সন্ধি হয়। কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বকার এক সন্ধির উল্লেখ থাকাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হইয়াছেন

২১এ জুন আবদল কালিদকে ওয়েষ্ট মিনষ্টর আবি বাটীতে সমাহিত করা হইয়াছে।

সেনাপতি করে মেক্সিকোস্থিত ফরাশী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ফরাশীরা অর্নবজায়া নগরে হটিয়া আসিয়া সহকারী সেনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ১০,০০০ সহকারী সৈন্য, কেহ কেহ অনুমান বলেন ১৫,০০০ সৈন্য প্রেরিত হইবে।

গ্রীক দেশীয় মন্ত্রি সম্প্রদায় এক ঘোষণা পত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা যথার্থ রাজনিয়মানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। বক্তক লেমা সংগ্রহ ও মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনীত করিবার জন্য শীঘ্র কয়েক খানি বিল অর্পণ করা হইবে।

কাপ্তেন অস্বরণ ও আর কয়েক জন ইংরাজ অফিসরকে আপনাদিগের সেনা দলের অধ্যক্ষ করিবার জন্য চীন দেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন; ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি রিচমণ্ডের নিকটে যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ৫৭৩৯ জন হত, আহত ও অদৃশ্য হইয়াছে।

ইহা এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে রুশীয়ার গবর্ণমেণ্ট বিক্টর ইমানিউএলকে ইটালির রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

বাবু বেণীমাধব সোম মেদনীপুরের ছোট আদালতের জজ হইয়া উক্ত জেলায় প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজ হইয়া নদীয়া জেলায় প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্ন লিখিত প্রধান সদর আমিনেরা প্রথম শ্রেণির প্রধান সদর আমিন হইবেন।

বাবু তারকনাথ সেন ২৪ পরগণা

বাবু শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ত্রিহুত

বাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার প্রধান সদরআমিন হইয়া উক্ত জেলায় প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র দে ২৪ পরগণনার প্রধান সদর আমিন হইয়া উক্ত জেলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

জে, ডবল্ট, সাহেব নাজ্জাফিব সদর আমিন ও সদর মুনসেফ হইবেন।

বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের সদর আমিন ও সদর মুনসেফ হইবেন।

নিম্ন লিখিত মুনসেফেরা প্রথম শ্রেণিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

বাবু রসিকলাল ও বাবু গঙ্গাচরণ সরকার।

মৌলবী আলি আজিম বেহারের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

মৌলবী ইরাদত আলি সাহাবাদের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

বাবু শশিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

মৌলবী ইমদাদ আলি ত্রিহুতের প্রধান সদরআমিন হইয়া উক্ত জেলার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী ইএত হোসেন সারণের প্রধান সদরআমিন হইবেন।

মৌলবী আমোধী আলি পূর্ণিয়ার প্রধান সদর আমিন হইবে।

বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর বাকরগঞ্জের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

বাবু গঙ্গাচরণ সোম রঙ্গপুরের প্রধান সদর আমিন হইয়া উক্ত জেলার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু রামগৌরী বসু চট্টগ্রামের প্রধান সদর আমিন হইবেন।

৪ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ২০ শ্রাবণ। ইং ১৮৬২। ৪ আগষ্ট | মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২০এ শ্রাবণ সোমবার।

হায়! মানুষের স্বভাব কি

বিকৃত হইয়াছে!

দীর্ঘ কালের অভ্যাস বশতঃ হউক, অন্যায় দর্শনে নৈসর্গিক অসহিষ্ণুতা বশতঃ হউক, আর সম্পাদকতা কার্য্যভার গ্রহণ বশতই হউক, অন্যায় দর্শন করিলেই আমাদিগের চিত্ত নিতান্ত অসুখিত ও অবিলম্বে তৎপ্রতীকারের উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমাদিগের চিত্ত প্রথমে পরুষ উপায় গ্রহণে কোন ক্রমেই উৎসুক হয় না। মানুষ ভ্রমপ্রমাদের আকর স্থল। ভ্রম প্রমাদ অথবা অজ্ঞতা বশতঃ মানুষের অন্যায় প্রবৃত্তি জন্মিবার অসম্ভাবনা নাই। এই বিবেচনা করিয়া ন্যায়ান্যায় বুঝাইয়া দিয়া ভ্রান্ত, প্রমত্ত ও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ন্যায়পথে প্রবর্ত্তিত ও সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্তই আমাদিগের প্রাথমিক চেষ্টা জন্মে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, অনেকের এরূপ কদর্য্য স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা সেই সেই বাক্যে আত্মদোষ সংশোধন চেষ্টা না পাইয়া প্রজ্বলিত অনল ঘৃতে বারিবিন্দু প্রক্ষেপের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

অল্প দিন হইল আমরা সোমপ্রকাশ দ্বারা অনুচিতকারী কয়েক ব্যক্তিকে সাবধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, আর একদল অন্যায়কারীকে গোপনে সতর্ক করিয়াছিলাম। কিন্তু উভয় স্থলেই বিপরীত ফল ফলিয়াছে। এক দল আমাদিগের নামে অভিযোগ করিবার ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, আর এক দল আমাদিগের শারীরিক ও সামাজিক অনিষ্ট করিবার ভয় দেখাইয়াছেন। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম করিয়াছি বলিয়া যখন আমাদিগের চিত্ত আমাদিগের কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে তখন আমরা কিছুতেই ভীত [illegible] প্রকাশ কি ইচ্ছা করিয়া কখন [illegible] লিখিয়া থাকে? অলীক ও অমূলক লিখিয়া আত্মকলেবর পূর্ণ করা কি প্রকাশের রোগ আছে? [illegible] বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ জন্মে, সোম কখন তাহাদিগের বর্ণিত অথবা বিষয়কে স্থান দান করে না। আমরা কল বিষয় প্রমাণ করিয়া দিতে এরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহাই ও কহিয়া থাকি। আমরা রটনা অথবা কুৎসা [illegible] উপার্জ্জন করা সোমপ্রকাশের [illegible] দেশ্য নহে। যে কোনরূপ [illegible] ক, সাধ্যানুসারে তন্নিবারণ [illegible] প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। [illegible] তে এই কার্য্যটি হইবে বলিয়া কি [illegible] মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদা[illegible] নাই? পাঠকগণ! আজি সকলে [illegible] দিগকে কিছু জানাইয়া রাখিলাম, প্রয়োজন হয়, পশ্চাৎ ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে ভয় প্রদর্শনকারিদি প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, তাঁ লোকসমাজে আপনাদিগের প্রতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে উপায় ন রূপ জ্ঞান করিয়াছেন, তাহা পরি

...মরা যুক্তকণ্ঠে করিতেছি, তা ...নন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পা না। আমরা হিত উদ্দেশ করিয়া ...দের একটী সহজ উপায় কহিয়া ...ই, তাঁহারা আত্মদোষ সংশোধন, সহজে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হই। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন বিদ্বেষ ...ঃ আমরা তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণে ...ত নহি।

ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়বর্গ ও ভারতবর্ষীয় তুলা।

...াচর দেখিতে পাওয়া যায় স্বার্থ ...কেরা আপনাদিগের কষ্টকে পৃথি...ভাগ্যের কারণরূপে গণনা করে, ...সময়ে তাহারা অন্ধ হইয়া থাকে, ...াদিগের কষ্টের সময় উপস্থিত হই...হারা যদি অভিমত আশ্রয় না পায়, ...ইলেই তাহাদিগের ব্যগ্রতা ও কো...রিসীমা থাকে না। আমরা মাঞ্চে...ষ্টরের তন্তুবায়দিগকে এই ভাবাপন্ন দেখি। যখন প্রচুর পরিমাণে আমেরিকা ...তুলা আসিত, তখন তাঁহারা ভারত...বর্ষের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; ভারতব...র্ষে তুলা উৎপাদন চেষ্টা করিলে ভারতব...র্ষের ...গম দ্বার বিবৃত হইয়া আপনাদি...গের প্রয়োলাভ হইবে, এ কথা তখন ...দিগের মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু ...ক্যারোলিনা রুগ্ন ও তুলা দগ্ধ ..., এখন ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদি...গের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। তাঁহারা এত ...এ চেষ্টা পাইলে এখন তাঁহাদিগকে ...কাতর হইতে হইত না। স্বার্থসম্বন্ধ ...প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে ... ...র কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না, অ...ইদানীন্তন প্রবৃত্তি দেখিয়া ম্যাঞ্চেষ্টর তন্তুবায়দিগকে দূষিত করা যায় না; ...নিমিত্ত আমরা দূষিতও করিতেছি ...া...রা স্বার্থের নিমিত্ত আত্মহিত চেষ্টা করিতেছেন বরঞ্চ, তাহাতে বারণ কি? তাঁহারা স্বার্থের নিমিত্ত যে আমাদিগের অহিত চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেই ঘৃণা জন্মিতেছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়বর্গ ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধীভূত কলিকাতার বণিক সম্প্রদায় ম্যাঞ্চেষ্টরী বস্ত্রের শুল্ক কমাইবার চেষ্টা পান। লণ্ডনে কয়েক জন তন্তুবায় দুইবার সর চার্লস উডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বস্ত্রের আমদানী কর উঠাইয়া দিবার অনুরোধ করেন। সর চার্লস উড তদুত্তরে কহিয়াছেন, আজিও ভারতবর্ষের ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয় নাই, অধিক হইয়াছে বলিয়া যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, সে ভ্রমমাত্র; অতএব এমন অবস্থায় মাসুল রহিত করা সঙ্গত নহে। অতএব তিনি বণিক গণের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

হাউস অব কমন্সেও ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতিনিধির প্রস্তাব ক্রমে তুলা প্রসঙ্গ লইয়া যৎকালে তর্ক বিতর্ক হয়, তৎকালেও সর চার্লস উড যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। তিনি বলেন তন্তুবায়বর্গ ভারতবর্ষ হইতে তুলা আনয়নাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, তুলার সুবিধার নিমিত্তই পব্লিক ওয়ার্কে বিস্তর ব্যয় করা হইতেছে। কিন্তু তুলার জন্য ঋণ করা অবিধেয়।

আমরা তন্তুবায়দিগের দুরাশা দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তাঁহাদিগের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া কি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আয়ের একটী উৎকৃষ্ট উপায় ত্যাগ করিবেন? ঐ আয় গেলেই তৎপূরণার্থ আবার নূতন আয়ের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। অপর, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির নিমিত্ত আমাদিগের নিকট হইতে অত্যাচারের হেতুভূত নূতন কর গ্রহণ করিতে হইবে! তন্তুবায়েরা বিলাতে বসিয়া অল্প ব্যয়ে তুলা পাইবেন। ইহা কি ন্যায্য ব্যবহার? ইহা কি আপনাদিগের ক্ষতি দূর করিবার নিমিত্ত পরকে কষ্ট দিবার চেষ্টা নয়? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ না করিয়া কি রাস্তা ঘাট প্রভৃতির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে টাকা আনিবেন? ভারতবর্ষের সম্পত্তিই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র সম্পত্তি নাই। অতএব যদি তন্তুবায়গণের আত্মকল্যাণের ইচ্ছা থাকে, তাহারা স্বয়ং কোম্পানি হইয়া রাস্তা ঘাট প্রভৃতি বিষয়ে ব্যয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষে আমদানী কর গৃহীত হওয়াতে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে না।

সর চার্লস উড উল্লিখিত তন্তুবায়গণের অসঙ্গত প্রার্থনায় যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে একটী ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষের আয় উদ্বৃত্ত হয় নাই, অতএব তিনি বস্ত্রের মাসুল রহিত করিতে পারেন না, এইরূপ উত্তর না দিয়া একেবারে মূল যুক্তি ধরিয়া তাহার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। সে যুক্তি এই, ইংলণ্ডের শ্রেণি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষের আয় পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। ইংলণ্ড হইতে আমদানী বস্ত্রের যে মাসুল লওয়া হইতেছে অনুধাবন করিয়া দেখিলে এদেশীয়দিগের স্কন্ধেই তাহা পতিত হইতেছে, অতএব সেই মাসুল রহিত হইলে এ দেশেরই সুবিধা, এ দেশীয়েরা সুলভ মূল্যে বস্ত্র পাইবেন, তথাপি যে আমরা এত আপত্তি করিতেছি, তাহার কারণ এই, অসাক্ষাৎ কর রহিত হইলেই আমাদিগের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গ্রহণ এ দেশের নিতান্ত বিরুদ্ধ, বিদ্বেষ জন্মিবার বিশেষ কারণ এই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করে আত্যন্তিক অত্যা...

নদিগের ন্যায় প্রবঞ্চনা ও ঠিকাই ...গের জীবিকা। ... লোকা ...রা, বাজ, ... ব্যা, ... স্বামির ...ও স্ত্রীর ... করিয়া দেওয়া, এই সকল কার্য্য দ্বারাই উহাদিগের প্রতারণা প্রসিদ্ধ ...ছে।

... আমরা যে বেদের কথা কহিতেছি, কিছু দিন হইল, ঐ প্রতারক ... তাহার স্ত্রী কামারাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করে এবং উক্ত তারিণীচরণ সরকার ও তাহার পরিজনগণকে আপনাদিগের ... সিদ্ধি করিবার যোগ্য পাত্র ... রিয়া উহাদিগের সহিত আনু... করে। তারিণীচরণের বিশ্বাস ... নিমিত্ত বেদে নানা প্রকার কৌ...ত লাগিল। প্রতারকের নিকট ... ছিল, সে তারিণীচরণের নিকটে ... রাখিল। এইরূপে বিশ্বাস পাত্র ... একদিন সে এই কথা কহিল যে ... একরূপ ক্ষমতা আছে, সে রূপার ... না করিয়া দিতে পারে। ওদিগে ... চর স্ত্রী তারিণীচরণের স্ত্রীর নিকট ... হাদিগের জাগ্রৎ লক্ষ্মী আছেন ... ই লক্ষ্মী তারিণীচরণের স্ত্রীকে ...ব।

... দিবার ও রূপার টাকা সোনা ... দিন স্থির হইল। নিরূপিত ... বদিনী তারিণীচরণের স্ত্রীর ... য়া কহিল, সে লক্ষ্মী আনিবে, ... বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ... রিয়া লক্ষ্মী আনা হইবে না, ... সকলকে সংযত ও শুচি ... থাকিতে হইবে। অনন্তর, তা... স্ত্রী একখানি নূতন বস্ত্র আ... আপনার অঙ্গে ও কন্যার অঙ্গে ... যায় ছিল, তাহা খুলিয়া বেদি... ন। ও দিকে তারিণীচরণ রূপা ... পাইবার লোভে এবং লুব্ধ ... করিয়া ১০০—১২৫ টাকা জুটা...ইয়া আনিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে তারিণীচরণ টাকা গুলি পুটলি বাধিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন, প্রতারকও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে বেদিনী নূতন বস্ত্র ও তারিণীচরণের গৃহ হইতে আনীত অলঙ্কার পরিধান করিয়া লক্ষ্মী লইয়া তারিণীচরণের গৃহাভিমুখে গমন করিল। কামরাবাদ মাতলা রেলওয়ের ধারে। নিজ পথের উপরেই তারিণীচরণের একখানি দোকান আছে। সেই দোকানে আসিয়াই এই সকল কাণ্ড হইতেছিল, এমন সময়ে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গোলযোগের সময় আপনার মনোরথ সিদ্ধির উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া প্রতারক টাকা গুলি চাহিয়া লইল এবং সেই গোলযোগে সরিয়া পড়িল। তারিণীচরণ মনে করিলেন, যদি সে তাঁহার গৃহের দিকে গিয়া থাকে, তাড়াতাড়ি সেই দিকে গেলেন, গিয়া দেখিলেন, বেদে ও বেদিনী নাই। একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে সমস্ত দিন উপবাস, আশাভঙ্গ, ক্ষতি, এবং স্ত্রী ও কন্যার বৈধব্য দশা সূচক রিক্ত হস্ত দর্শন এই গুলি তারিণীচরণের হৃদয়ে শল্যের ন্যায় ব্যথা জন্মাইতে লাগিল। সপরিবারে হা হুতোহস্মি করিতে লাগিলেন।

অজ্ঞ, লোভান্ধ, অবিশুদ্ধধর্ম্মা, লঘুচেতা ব্যক্তিদিগকে এইরূপ প্রতারণা করিয়া প্রবঞ্চকেরা যে কৃতকার্য্য হয়, তাহা আমাদিগের বিস্ময়াবহ হইতেছে না, বিস্ময়ের বিষয় এই যে চুরী, জুয়াচুরী, প্রতারণা প্রভৃতি দোষের উন্মূলনকারী নীতিসম্পন্ন ... রাজার অধিকার মধ্যে ক্ষুদ্রজীবী প্রবঞ্চকেরা নির্ব্বিরোধে প্রতারণা করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছে অথচ গবর্ণমেণ্ট ... প্রশ্রয় করিতেছেন ... বেদে ... কান প্রভৃতি যে সকল ... স্থান ও নিয়ত জীবিকা নাই, ... বিষয়ে একটী বিশেষ আইন ... সেই আইন দ্বারা এই নিয়ম করিতে হইবে তাহারা নানা স্থান ভ্রমণকারী না হইয়া এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে এবং কৃষ্যাদি প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা পায়। তাহারা কৃষ্যাদি কার্য্যে রত হইলে কেবল যে তাহাদিগেরই শ্রেয়োলাভ হইবে একপ নহে, মনুষ্য মাত্রেরই যথাশক্তি স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে সহায়তার আবশ্যকতা আছে, তাহাও সম্পাদিত হইবে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বেদে ও কান প্রভৃতি এক এক উদাসীন গ্রামে গিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করে, কিছু দিন থাকিয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। একপ বাসপ্রথা অতিশয় মন্দ। সেই সেই গ্রামের প্রতি তাহাদিগের যত্ন ও অনুরাগ থাকে না, গ্রামের শুভই হউক আর অশুভই হউক, তাহাতে তাহাদিগের হর্ষবিষাদ নাই, গ্রামের লোকের সহিত আত্মীয়তা অথবা সৌহৃদ্য হয় না। একপ অবস্থায় তাহাদিগের হইতে সেই সেই গ্রামের অনিষ্ট হইবার কি সমধিক সম্ভাবনা নাই? কোন কারণে যদি গ্রামবাসিদিগের সহিত তাহাদিগের বিরোধ হয়, তাহারা নির্ভয় ও নির্দ্দয় হইয়া দারুণ বৈরনির্য্যাতন করিতে পারে। তাহাদিগের দ্বারা চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভাবিত ও বোধ হইতেছে না। তাহারা নিষ্কর্ম্মা সুতরাং তাহাদিগের কুকর্ম্মে অধিকতর অনুরাগ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পক্ষি বধের অভ্যাস দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ ধনুঃ শিক্ষা হইয়া থাকে। যাহা হউক পরিশেষে আমরা পুনরায় অনুরোধ ... তেছি, গবর্ণমেণ্ট একটা বিশেষ ... রিয়া ঐ সকল ব্যক্তির নানা স্থান ভ্রমণ নিষেধ করিয়া দিন। আপাততঃ ভারতবর্ষে ... প্রচুর পরিমাণে তুল উৎপাদনের ... হইয়াছে, ঐ সকল ব্যক্তিকে ... কার্য্যে নিয়োজিত করুন,

টি মাজিষ্ট্রেটেরা অত্যাচার করিতেছেন, তখন মুনসেফদের কিছু না করা ভাল দেখায় না।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি অব্বল পুরের রেলওয়ের নিমিত্ত দুই কোটি টাকা কর্জ করিতেছেন। প্রতি অংশ ২০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৫, টাকা সুদ পুষাইয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উক্ত পত্র প্রবণ করিয়াছেন, ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ওয়ার্ড সাহেব তত্রত্য প্রতিনিধি কালেক্টরের ও কার্য্যভার প্রাপ্ত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের নিকট একজন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট চাহিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়াছেন যে তাঁহার অধীনে একজন অতি উপযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁহা দ্বারাই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মৌলবি আবদুল লতিফকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা কহিয়াছেন। আবদুল লতিফ এইরূপ উপযুক্ত লোকই বটেন।

উক্ত পত্র জেনিদহের ছোট আদালতের জজ নিজাম সাহেবের অবিচারের পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ জজ আইনের বিপরীত কার্য্য করিয়া লোকের বাটীপ্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল বিক্রয় করিতেছেন। প্রায় একশত প্রজা কেবল যে গো মহিষ লাঙ্গল প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এরূপ নহে তাহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতেও হইয়াছে। এই বিচারকের কার্য্যের প্রতি যদি গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে বিশেষ রূপে মনোযোগী না হন তাহা হইলে মহান অনর্থ ঘটিবে সন্দেহ নাই।

পরিদর্শকের এক জন পত্র প্রেরক কলিকাতার, বাহুবাজারের লোকদিগের সুরাপান প্রবৃত্তি ও লাম্পট্য দোষের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন রাজধানীর এ পল্লীতে সচ্চরিত্র ও কৃতবিদ্য লোক প্রায় পাওয়া যায় না। কৃতবিদ্য না হউন সচ্চরিত্র লোক রাজধানীতে ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে লেপ্‌টনেণ্ট জাকসন নামে যেব্যক্তি আপন খানসামাকে চোর সন্দেহ করিয়া গাছে বাঁধিয়া এবং এক অপর ভৃত্য দ্বারা গুরুতর প্রহার করিয়াছিলেন, কোর্ট মারসলে তাঁহার বিচার হইবে। কোর্ট মারসলে বিচারের অনুমতি হওয়াতে দুটি লাভ হইবে। এক, অপরাধিকে সুপ্রিম কোর্টে আনিতে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইত তাহা বাঁচিবে। দ্বিতীয়, কসাইটোলার মহোদয়েরা সেখানে যাইতে পারিবেন না।

ফিনিক্স কহেন, আটর্ণী ক উইলসন সাহেব কলিকাতা পুলিসে কেগান সাহেবের প্রতিনিধি হইবেন এবং মুলনয় সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত কেগান সাহেব ছোট আদালতে তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

লাহোর ক্রনিকেল সম্পাদক কহেন, শ্রীনগর দোস্তমহম্মদের হস্তে পতিত হইয়াছে।

উক্ত সম্পাদক আরো কহেন, পেসোয়ারে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইউরোপীয় সেনাদিগকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আর্মি গেজেট সম্পাদক কহেন, রেইলওয়ের গাড়িতে এক জন আফিসর এক জন স্ত্রীলোককে অপমান করিয়াছে বলিয়া যে জন রব উঠিয়াছিল তাহা মিথ্যা। এক জন গার্ড এই কর্ম্ম করিয়াছিল তাহার শাস্তি হইয়াছে। যিনি এমন সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে বাচনী করিয়া গার্ডের পদ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

ডিক্রুজ নামে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে এক ইষ্টকখণ্ড চক্ষে আঘাত করিয়াছিল বলিয়া তাহার পুলিসে দুই টাকা জরিমানা হইয়াছে। চক্ষের মূল্য কি দুই টাকার অধিক নয়?

১৪ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

উত্তর পশ্চিমের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে ষ্ট্রট ফোর্ড নামে এক জন ইউরোপীয় রাওসাহেবের উকীল হইয়াছেন। অনেকে তাঁহার উকীল হইতে চাহেন নাই, ষ্ট্রট ফোর্ড উকীল হওয়াতে ঐ বৃটিশাধিকারী দলের কেহ কেহ তাঁহার উপর কুপিত হইয়াছেন। আত্মপক্ষ রক্ষার যতপ্রকার উপায় আছে, অপরাধী ব্যক্তিকে বিচার কালে সে সকল হইতে বঞ্চিত করা বিধেয় নয়, এ নিয়মটী আমাদিগের শ্রীবৃটিশাধিকারীরা জানেন ...

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, ... হেব অদ্যাপিও জীবিত আছেন ... চুটানে অবস্থিতি করিতেছেন। ... সাহেব " নামে ? পাইয়াছেন ...

ফিনিক্স বলেন, উড়িষ্যার ... দুই রাজা বিবাদ করাতে তথায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ৪৩ পদাতি এতদ্দেশীয় সেনাদল তথায় প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধে নিরন্তর ব্যয় হইতে লাগিল। কোন্ ব্যক্তি এত ব্যয় চিরকাল দিয়া উঠিবেন। ভারতবর্ষের ধনাগার কি অক্ষয়?

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভা এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে ব্যক্তির প্রতি কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাসের আদেশ হইবে তাহাকে দৃঢ়তর রূপে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে হইবে, একপ নিয়ম করা ন্যায়ানুগত নয় শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখা আর না রাখার ভার মাজিষ্ট্রেট দিগের উপরে দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া যাহাকে অধিক অপরাধী বোধ করিবেন তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিবেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন ত্রিবাঙ্কুরের রাজার জ্যোতির্ব্বেত্তা জন আলান ব্রাউন সাহেব ইংলণ্ডীয় রয়াল সোসাইটি হইতে ... কিবের মেডাল পাইয়াছেন। কিন্তু পাত্রের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের পুরস্কারার্থ এক কণ্ড রাখিয়া যান। ব্রাউন সাহেব জ্যোতিষে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করাতে এই মেডাল পাইয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজার জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সবিশেষ অনুরাগ আছে।

মুইটেক ওয়েল নামক এক জন কয়েদী হরিণবাড়ী হইতে পলায়ন করে, উইলিয়ম ট্রিকলো তাহাকে লুকাইয়া রাখে, তাহারা উভয়ে প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়নে সমর্পিত হইয়াছে। এইনিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা পাপীর সংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

"ঢাকা নিউস বলেন, ২৪এ জুলাই দুর্বৃত্ত হত্যাকারী হিলি বাষ্পীয় জাহাজে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। ঢাকা নিউস "হতভাগ্য মিষ্টর হিলি" এইরূপ লিখিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীবৃটিশাধিকারীর নাম

রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সন্দেহ কি? কিন্তু ঢাকা নিউস "এঁড়ে গরুর লেজ” ধরিয়া স্বর্গে যাইতে চাহিতেছেন না ত? ”

উক্ত পত্র আরো বলেন তত্রত্য জজ আবর ক্রম্বি সাহেব সম্প্রতি একদিন হঠাৎ সদর আলার বিচারালয় দর্শন করিতে যান। কাজ হউক না হউক জজের যে এমন সুমতি, ইহাও আহ্লাদের বিষয়।

১৫ই শ্রাবণ বুধবার।

যশোহরের অন্তঃপাতী রাড়ুলি হইতে এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ঐ গ্রামবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী তথায় একটি বালিকা বিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা জানি যে যে কার্য্য দ্বারা স্বগ্রামের সবিশেষ উন্নতি হয়, সেই সেই কার্য্যে হরিশ বাবুর বিলক্ষণ যত্ন ও অনুরাগ আছে।

মফস্বলের বিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত সেগুলি প্রচারিত করিতে পারিলাম না। সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেকটরেরা তত্ত্বাবধান বিষয়ে নিতান্ত অনাদর, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছামত ব্যবহার করেন। পাঠেরও নিয়ম নাই, সময়েরও নিয়ম নাই। তত্ত্বাবধান না থাকিলে এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। অল্প বেতন পান বলিয়া কি ইনস্পেকটর ও ডেপুটী ইনস্পেকটরদিগের কাজে গা লাগে না?

আমরা একখানি পত্র পাইয়াছি, তৎপাঠে জানা গেল, হাবড়া জিলার অন্তঃপাতী বজুহাটি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে সর্পাঘাতে নয় ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। পল্লী গ্রামের রাস্তা ঘাট ভাল নয় বলিয়াই গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সর্প ভয় হয়। গ্রামস্থ লোকেরা চাঁদা করিয়া যদি রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখেন অকালে কালহস্তে পতিত হইতে হয় না।”

এত দিনের পর ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা কামান হইতেছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অনেক জাহাজ বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আপাততঃ ইহার দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দিবা চক্ষে দেখিতেছি ইংলণ্ডস্থিত ভারতবর্ষীয় সেনাদলের ন্যায় যে সে স্থলে থাকিয়াই কয়েক খানি রাজকীয় জাহাজ ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে ব্যয় লইবে।

আমাদিগের পুলিসের কি কখনই উন্নতি হইবে না? পোষ্ট মাষ্টর জেনরল প্রকাশ করিয়াছেন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির তক ও নগর নামক স্থানের মধ্যে তত্রত্য ডাক লুট হইয়াছে।

নিউ জিলাণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ওটেগোর স্বর্ণ খনির কাজ শীতাধিক্য প্রযুক্ত এ সময়ে ও দিগে শীতের প্রাদুর্ভাব হওয়াছে বন্ধ হইয়াছে। তত্রত্য আদিম নিবাসী দুই জাতি ভূমি লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। সম্ভব এরূপ সম্ভাবনা আছে, তত্রত্য শাসন কর্ত্তা ইহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। যে সে প্রকারে হউক, নিউ জিলাণ্ডের আদিম নিবাসীদিগের লোপের কাল আসিয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন সম্প্রতি কয়েকজন দুষ্ট ব্যক্তি কইম্বাতুর ষ্টেসনের নিকটে রেইলওয়ের উপর লৌহ প্রভৃতি রাখিয়া আরোহীদিগের প্রাণ নাশের চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কোন বিপদ ঘটনা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এই রূপ শুনা যাইতেছে, রেলওয়ে কোম্পানি দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া গুরুদণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে অপর দুষ্টের দণ্ডের আদর্শ করিতেছেন না কেন?

ফরাশীরা কোচিনচীনে ক্রমশঃ প্রবল হইতেছেন। আনামের রাজা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ফরাশী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেক তিনি কোন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সন্ধি বা সম্বন্ধ করিবেন না। ভারতবর্ষীয় রাজারা হেষ্টিংস ও লার্ড ওয়েলেস্লির এই রূপ কৌশলে পতিত হইয়া সামান্য জমীদারের ন্যায় হইয়াছেন।

আমাদিগের পাঠকবর্গ লঙ সাহেবের বিলাত যাত্রার কথাই শুনিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার আর কোন কথা শুনেন নাই। তিনি সম্প্রতি এক্জিটরহালের এক সভায় উপস্থিত হইয়া যথে চিত্ত সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় প্রধান২ ব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, তাঁহার অন্যায় দণ্ড করা হইয়াছে, এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে লার্ড কান্দেলের প্রণীত অন্যের নিন্দাকারীর দণ্ড ঘটিত আইন প্রচলিত হয়। লঙ সাহেব শীঘ্র নীলঘটিত এক পুস্তক প্রকাশ করিবেন। নীলকরেরা যখন এক জন মহাত্মার পুরোহিতকে কষ্ট দিয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগের দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে নিয়ম আছে, কোন ব্যক্তি মৃত স্ত্রীর ভগিনীর পাণি গ্রহণ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের উপর এই আইন খাটে না বিবেচনা করিয়া এক জন আফিসর এই প্রকার বিবাহ করাতে কলিকাতার বিশপ আজ্ঞা দিয়াছেন ভবিষ্যতে কেহ এই রূপ বিবাহ না করেন, যখন পিতৃব্য ও মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করা অনুমোদিত হইতেছে, তখন মৃত পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিবার নিষেধ করা হাস্যকর সন্দেহ নাই।

দানাপুরের ব্রিগেডিয়ার নাট্যশালার এক অভিনেত্রীর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে নিজ পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

ক্যালেন্স গেজেট বলেন দানিনাবর এক ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া এক জন ইংরাজের বাটীতে উৎপাত করাতে উক্ত ইংরাজ তাহাকে বন্ধ করিয়াছে। অত্যাচারী কারাবদ্ধ আছে। সে বলে হত ব্যক্তি সুরাপান করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করাতে ভৃত্য তাহাকে বধ করিয়াছে। বিচারে জানা যাইবে।

১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতি বার।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টইনানের (নিকর ভূমির) বন্দোবস্তের জন্য তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় একবিল অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক লোক ইনাম কমিসনের প্রস্তাবের প্রতিবাদী হইয়াছেন।

লার্ড হোলজার্স সভা বারিষ্টরের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পতিত ভূমি বিক্রয় করিবার আশা দিয়া জমিদের জন্য আগামী টাকা লইয়া তাহা ফিরাইয়া দিতেছেন। এরূপ স্থলে টাকা না লইয়া গবর্ণমেণ্টের নামে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের নালী

ন করা যায় কিনা? হাঁ যায়, শ্রীরঙ্গিকাইটিগের নিলাম আদেশ শূন্য আইনের অনুক্ত ধারা, সুপ্রিম প্রকরণ অনুসারে লার্ড এলগিন ও সর চার্লস উডের ছয় মাস ফাঁশী হইতে পারে।

বোম্বাইয়ে ইব্রাহিম নামক এক মুসলমান আপন উপপত্নীর পুরুষান্তরে আসক্তি অনুমান করিয়া তাহাকে ও তাহার দাসীকে বধ করে। তাহার ফাঁশী হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সিংহল দ্বীপস্থিত ত্রিঙ্কমলী নগরের সম্মুখে আবা নামক যে জাহাজ ইতিপূর্ব্বে জলমগ্ন হয়, ডুবরি দ্বারা তাহা হইতে ২৮০০০ টাকার দ্রব্য তুলান হইয়াছে। আরও অধিক টাকা উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতায় পুনর্ব্বার বলন্টিয়র সেনা সংস্থাপন বিষয়ে ডালহৌসি সভায় এক প্রস্তাব হইয়াছিল। লার্ড এলগিনের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। বলন্টিয়রদিগের তখনও যে সাহস ও অধ্যবসায় ছিল এখনও তাহাই আছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সত্য প্রকাশের সম্পাদক করসন দাস মূলজীর উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বোম্বাইয়ের সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট প্রভৃতি এক সভা করেন। বক্তাদিগের অনেকে সম্পাদকের মোকদ্দমায় জয় ও মহারাজ যদুনাথ জীর নিন্দিত চরিত্র প্রসঙ্গ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বোম্বাই বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা বড় হইল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির তৃতীয় শ্রেণির রেইলওয়ে শকটের আরোহীদিগের কষ্টের সময় লইয়া অনেক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি প্রতি শকটে ৫০ জনের অধিক উঠিতে দিবেন না স্থির করিয়াছেন। আরোহীদিগের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এখানকার রেলওয়ের মহাপুরুষেরা আরোহীর সুবিধা বুঝেন না।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, রাজা দিনকর রাও কে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ও সাধারণে বিশেষ সম্মান করাতে গোয়ালিয়রের মহারাজা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজ সিন্ধিয়া কি এত নির্ব্বোধ যে গুণের যথোচিত পুরস্কার দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইবেন?

লার্ড ক্যানিঙ বিংশতি লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার দ্বিতীয় ভাগিনেয় পাইবেন।

বোম্বাইয়ের লোকেরা সর জেমস আউট্রামকে যে এক স্বর্ণ ঢাল দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। ডিউক অব আর্গিলি এক সভায় তাঁহাকে ইহা প্রদান করেন। সর জেমস আউট্রাম অদ্যাপিও দুর্ব্বল আছেন।

পারস্য দেশের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ করিবার যে প্রস্তাব হয়, তদ্বিষয়ে তত্রত্য রাজা অসম্মত হইয়াছেন। নাসিরুদ্দিন নিজে টেলিগ্রাফ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সিকিমের রাজা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট দারজিলিঙের করস্বরূপ প্রতি বৎসর ৬০০০ টাকা প্রাপ্ত হইতেন। গত যুদ্ধে তাঁহার এই কর বন্ধ করা হয়। রাজার আবেদন অনুসারে সর চার্লস উড তাঁহাকে এই টাকা পুনর্ব্বার দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজা ও নবাবদিগকে নিজ নিজ প্রাপ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে সকলের বিদ্বেষভাজন করা সর চার্লস উডের অভিপ্রেত নহে। এই নিমিত্তই শ্রীরঙ্গিকাইটিদিগের তাঁহার উপরে এত আক্রোশ।

ইংলিসম্যান গত কল্য টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন রাও সাহেবের পাঁচটী বিষয়ে দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহার ফাঁশী হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার।

ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন পাতিয়ালার রাজা কলিকাতা হইতে আপন দেশে প্রতিগমন করিয়া এক দরবার করিয়া সকলকে কহিয়াছেন যে সুপ্রিম কৌন্সেলের সভা কেবল নাম মাত্র, [illegible] পরিপূর্ণ, এতদ্দেশীয়দিগকে প্রতারণা করিবার সমস্ত মন্ত্রণা ইংলণ্ডে হইয়া থাকে ঐ সভার উদ্দেশ্য। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ইহা দেখিয়া পাঞ্জাবের কমিসনরকে ইহার যাথার্থ্য অনুসন্ধান করিতে কহেন। ঐ কর্ম্মচারী পাতিয়ালার মহারাজকে উকিল দ্বারা ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। মহারাজ শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়া এই উত্তর দেন যে তিনি এরূপ কথা কখন কহেন নাই, এরূপ ভাবও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যাঁহার মনে না হউক, ইংলিসম্যানের মনে হইয়াছে। এই সকল [illegible] সম্পাদকই পরিণামে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্য লোপের কারণ হইবেন সন্দেহ নাই।

ফ্রিনিক্সের [illegible] সংবাদদাতা কহেন, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ২৩এ উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার জাহাজ মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেছেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর কিছু কাজ করিতে পারিবেন ত? না কেবল গবর্ণমেন্টের ব্যয় করান সার হইবে?

উক্ত পত্র আরো কহেন যে ভাগলপুরে এক খানি নৌকা ৭০ জনেরও অধিক লোকের সহিত জলমগ্ন হইয়াছে। কাহারো প্রাণ রক্ষা হয় নাই। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা! এত লোক লইতে দেওয়া হয় কেন?

পুনা অবজর্বর কহেন বোম্বাইয়ে ফুলিস্থান নামে এক স্থানে এক ব্যক্তি বিছুর দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। বিছুটি দীর্ঘে দুই ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ইঞ্চ। ১৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অনেকে কহিতেছে, ঐ বিছুটীকে সর্পে দংশন করিয়াছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিছুর উপদ্রব অত্যন্ত অধিক।

লক্ষ্ণৌনগরের ব্যাঙ্কে এক জন ইউরোপীয় জাল হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক তাঁহাকে ধরিয়া পুলিসে অর্পণ করেন নাই। তত্রত্য গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারিরাও ইহাতে চক্ষু মুদিয়া আছেন। এতদ্দেশীয় হইলে অযোধ্যা গেজেট ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেন।

গ্রাহকগণের উৎসাহ দান বিরহে সজ্জন রঞ্জন পত্রিকা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ঐ পত্রিকা বুঝি গ্রাহকগণের নিকটে উপ[illegible]কা হইয়াছিলেন?

১৮ই শ্রাবণ শনিবার।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি, গত কল্য বাবু রমাপ্রসাদ রায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার ডাক্তর ওয়েব তাঁহার জীবন রক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া তাঁহাকে পরকাল চিন্তা করিতে বলেন। তৎকালে হারিংটন সাহেব প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"

{ সন ১২৬৯। ২৭ শ্রাবণ। ইং ১৮৬২। ১১ আগষ্ট

মাসিক মূল্য ,, টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশ।

২৭ শ্রাবণ সোমবার।

সর চারলস উড ও লেঙ সাহেব।

ভারতবর্ষের রাজস্ব সংঘটিত কার্য্যে তন্দ্রা পড়িয়াছে, কখন যে ইহার সুবিধা হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। প্রথমে ইহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উইলসন সাহেব ইহাকে সেই অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু তাঁহার কয়েকটি দোষ থাকাতে তিনি সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। লেঙ সাহেব ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া অনেক সুবিধা করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু সর চারলস উড সর্ব্বত্র প্রভুতা বিনিয়োগ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বিরক্ত হইয়া স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

লেঙ সাহেব যে আয় ব্যয় গণনা করেন, তাহা হইতে ইংলণ্ডীয় ব্যয় ৩১৭৬০৬০ টাকা ও রেলওয়ে সম্বন্ধে ৪৭৬৩২৪০ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ড হইতে এ দেশে যে টাকা আইসে, তাহার প্রতি টাকায় হিসাব মত দুই সিলিং ধরিয়া লওয়া বিধেয় হয়, কিন্তু তাহা না লইয়া এক সিলিং দশ পেন্স লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রতি টাকায় প্রায় ছয় পয়সা ক্ষতি হয়। লেঙ সাহেব হিসাব কালে এক্ষতি গণনা করেন নাই। বর্ত্তমান বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৫,৫০০০০০০ টাকা রেলওয়েতে ব্যয় হইবে। উল্লিখিত প্রকার বিনিময়ের হিসাবে আমাদিগকে ৪৫৮৩৩৩০ টাকা

ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন লেণ্ড সাহেব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্য (চীনদেশীয় যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটিত) টাকা বর্ত্তমান বৎসরের আয়ের মধ্যে ধরিয়াছেন। সর চারলস উড তাহার অনুমোদন না করিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে অকুলান দেখাইয়াছেনঃ—

রেলওয়ে ক্ষতি	৪৫৮৩৩৩০
চীন দেশীয় যুদ্ধের প্রাপ্য	৪৫০০০০০
ইংলণ্ডীয় যুদ্ধ ডিপার্টমেণ্টে	৭২৪৪৪৩
অন্য অন্য প্রকার	১৪২৮০০০
ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে কর্জ্জ ও তাহার সুদ	৬০০০০০
মোট	১১৬০৫৭৭৬

ইহার মধ্যে লেণ্ড সাহেবের হিসাবে যে ১৪২০২১০ টাকা উদ্বৃত্ত আছে তাহা বাদ দিলে সর চারলস উডের মতে ১০১৮৫৫৭৬ টাকা অকুলান থাকে। সর চারলস উড ইংলণ্ডের ব্যয়ের ৫৪১১৪৩২০ টাকার হিসাব পাঠান, লেণ্ড সাহেব সে হিসাব প্রমাণ না করিয়া ৪৯৬১৯৮৬০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যয় স্থির করেন। ইহাই তাঁহার সহিত লেণ্ড সাহেবের বিচ্ছেদ হইবার কারণ। সর চারলস উড গত বৎসর মুদ্রণ আফিসের জন্য ২০ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। সে সমুদায় টাকা ব্যয় হয় নাই, যুক্তি অনুসারে লেণ্ড সাহেব তাহা এ বৎসরের ইংলণ্ডের ব্যয় হইতে বাদ দিতে পারেন, কারণ আফিসের জন্য এ বৎসর আবার টাকা দিতে হইতেছে। সর চারলস উড বক্র পথ ধরিলেন। যেরূপ হিসাব করিয়াছিলেন, তাহার সহিত উল্লেখ করা বিফল। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, তিনি বাদ না দিয়া সমুদায়ে [illegible]৬০ অকুলান দেখাইয়াছেন। লেণ্ড সাহেব শিক্ষা কার্য্যে যে ১৪৬৪৫৩০ টাকা [illegible] করেন, সর চারলস উড তাহা রহিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ আজ্ঞাটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক।

সর চারলস উড কেমন যে নম্রভাবে স্বকীয় প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহার লেণ্ড সাহেবকে অসাধু পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। প্রথমে ১৮৫৯।৬০ অব্দের আয় ব্যয়ের এক আনুমানিক হিসাব ও শেষে তাহার প্রকৃত হিসাব হয়। লেণ্ড সাহেব পূর্ব্বোক্ত হিসাব অবলম্বন করিয়া আয় ব্যয় গণনা করাতে ষ্টেট সেক্রেটারি বলেন "যখন এক ব্যক্তির নিকটে প্রকৃত হিসাব রহিয়াছে, তখন তাঁহার আনুমানিক হিসাবের উপর নির্ভর করা অতিশয় অন্যায়। অতএব লেণ্ড সাহেব যে কোন কারণ প্রদর্শন করুন না কেন তাহা আদরযোগ্য নহে"। আমরা এক্ষণে নিগূঢ় কথা বুঝিতে পারিলাম, ভারতবর্ষে যত ব্যয় সংক্ষেপ হউক না কেন, এখানে আমরা যত কর ভার বহন করি না কেন, আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষা হউক, আর না হউক তাহাতে সরচারলস উড ও ইংলণ্ডীয় মন্ত্রি সম্প্রদায়ের ক্ষতি নাই, গ্লাডষ্টোন সাহেব মহাসভা দ্বারা আপনার বজেট গ্রাহ্য করাইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন আমরা বৃথা বৃথা ইংলণ্ডস্থ ১৪০০০ সৈন্যের বেতন দিতেছি। লেণ্ড সাহেব এই অপব্যয় নিবারণ করিতে গিয়া অপমানিত হইলেন। সর চারলস উড ইংলণ্ডের ব্যয়ের বিষয়ে যে হিসাব প্রদান করিয়াছিলেন লেণ্ড সাহেব তাহা যেবৎ প্রমাণ করিয়া কার্য্য করেন নাই বলিয়াই সর চারলস উডের যত আক্রোশ। যাহা হউক, লেণ্ড সাহেব আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মীমাংসা করেন আমরা সেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

লেণ্ড সাহেব ইংলণ্ডের টাকা এদেশে ভাঙাইবার ক্ষতির বিষয়ে বলেন, রেল বস্ত হয়, তদনুসারে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত টাকায় দুই শিলিঙ ধরিয়া না লইয়া ১৬ শিলিঙ দশ পেন্স ধরিয়া লইবার [illegible] হয়, সেই নিমিত্ত তিনি তাহা গণনা করেন নাই। দ্বিতীয়, সর চারলস উড বলেন, চীন দেশের যুদ্ধকালে ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা সেই বৎসরের ব্যয় বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিয়াছেন, তাহা আবার আয় বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, ইহা অন্যায়। লেণ্ড সাহেব ইহার যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে না, পূর্ব্বোক্ত বিষয়টির উত্তরও প্রতিকর হইতেছে না, যথার্থ বটে, কিন্তু লেণ্ড সাহেবকে অপমানিত করা অনুচিত হইয়াছে। মানুষের ভ্রম হওয়া অনৈসর্গিক নহে। তিনি পদস্থ থাকিলে ভারতবর্ষের রাজস্ব কার্য্যের অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই।

মহান্ পার্ব্বণ।

প্রধান লোকেরা যত্নবান্ হইলে এ দেশের ধর্ম্ম ও আচারব্যবহারাদি দোষ সংশোধন হইতে কত দিন লাগে, নিম্নে যে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকটিত হইল, পাঠকগণ! অতিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন, [illegible] পারিবেন, কত [illegible] বলেন, [illegible] এরূপ অবস্থা আছে যদি [illegible] ও আচার ব্যবহারাদি [illegible] অণুমাত্র অতিক্রম [illegible] প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়, [illegible]।

[illegible] ধর্ম্মের জয়।

মহাশয়! সোমপ্রকাশে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রে-

রিত পত্রে আপনকার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে আমাদিগের ভাস্তাড়া বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মে যথেষ্ট ভক্তি থাকায় জাতিভেদসূচক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য এই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যদিও পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই বটে তত্রাপি তাঁহার সহিত এক হুকায় ধূমপান করিতে কেহ কেহ অসম্মত প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার বাটীর কোন কর্ম্ম উপলক্ষে ভোজন জন্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে গোলযোগ হইবেক ইহাও কহিতেন। সম্প্রতি তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে। সমুদায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোক ভোজনাদি করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এস্থানে দলাদলিপ্রিয় প্রাচীন সম্প্রদায়ই প্রায় সমুদায়, পরানিষ্ট চিন্তাকারী ব্যক্তিরও অভাব নাই। মনে মনে যাঁহার যাহা থাকুক, কৈ কেহত কিছু প্রকাশ করিলেন না। হে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ! এই শুভসংবাদ কি আহ্লাদজনক নহে? ইহাতে কি আমাদের সাহস বৃদ্ধি করিতেছে না? যাঁহারা ধর্ম্ম হইতে শাস্ত্রের শাসনকে এবং শাস্ত্র হইতে বর্ত্তমান ব্যবহারকে অধিকতর মান্য করিয়া থাকে আমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত থাকিব?

একান্ত বশম্বদ শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ
ভাস্তাড়া বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক।

ব্রাহ্মণে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলে এবং ত্রিসন্ধ্যা ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। যজ্ঞোপবীত ও যথাশাস্ত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্রাহ্মণত্বের জীবন স্বরূপ। তৎপরিত্যাগীর সহিত যজ্ঞোপবীতধারীরা সামাজিক নিয়মানুসারে একত্র আহারাদি করিয়াছেন, ইহার তুল্য হিন্দুসমাজবিপ্লবকারী পরিবর্ত্ত আর কি আছে? ইহার তুল্য আচারব্যবহারাদি পরিবর্ত্তন বিষয়ে এদেশীয়দিগের অনুমোদন ক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে?

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব পত্র দ্বারা আমাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভাস্তাড়াবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহের যত্নেই ঐ ব্যাপারটী সম্পন্ন হইয়াছে। যদি এক জন প্রধান লোকের যত্নে এত দূর হইয়া উঠিল, যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি এইরূপ যত্নবান হইলে কোন্ বিষয় সম্পন্ন না হয়? প্রধান ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের এরূপ প্রবৃত্তি নাই, সৎক্রিয়াসাহস নাই, সুশিক্ষা ও অধ্যবসায় নাই, তাহাতেই আমরা স্বদেশের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে বঞ্চিত ও হতাশ হইতেছি। আমরা স্বদেশীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের চলিত ধর্ম্মে অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিতেছি না, চলিত ধর্ম্মের নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিতেছি না, অথচ তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির অবলম্বন অথবা তদ্দোষ সংশোধনে যত্নবান দেখিতে পাই না, ইহা আমাদিগের আত্যন্তিক বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়।

মৃত বাবু রমাপ্রসাদ রায়।

বঙ্গদেশ আর একটী শোকবজ্রের আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আমরা গতবারে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের শোকাবহ মৃত্যু সম্বাদ সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। তিনি যেরূপ লোক ছিলেন, তাহাতে সংক্ষেপে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ লিখিয়া আমাদিগের চিত্তের তৃপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হইতেছে না। ১৮ই শ্রাবণ শনিবার তাঁহার মৃত্যু সমাচার শ্রবণ করিয়া কলিকাতায় যিনি দুঃখিত না হইয়াছেন এরূপ লোক অতিবিরল। এক সপ্তাহ পূর্ব্ব অবধি আমরা তাঁহার জীবন বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলাম, তথাপি যখন তাঁহার মৃত্যু কথা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল, অন্তঃকরণকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে আমাদিগের সুপ্রিম উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতির আসনে আসীন দেখিবার বাসনা করিয়াছিলাম যাঁহা হইতে বঙ্গদেশের রাজকীয় বিষয়ের সবিশেষ গৌরব লাভের আশা করিয়াছিলাম, নির্দ্দয় মৃত্যু তাঁহাকে লইয়া গেল। আমরা মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ১২২৪ অব্দের ১২ই শ্রাবণ জন্ম গ্রহণ করেন। ৪৫ বৎসর মাত্র তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল। শিশুকালে তিনি পেরেণ্টাল আকাডেমিতে ও কয়েক বৎসর হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন করেন। রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমন কালে রমাপ্রসাদকে তাঁহার (রমাপ্রসাদের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সবিশেষ সংসর্গ হওয়াতে অতি অল্পবয়সে তাঁহার মনুষ্য পরীক্ষা করিবার ও সহজে দুরবগাহ বিষয় সকল বুঝিয়া লইবার সবিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

১৮৩৮ অব্দে তিনি ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন, ১৮৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর আদালতে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। রমাপ্রসাদ বাবু তদ্দর্শনে সদরে ওকালতী করিতে গেলেন। প্রসন্নকুমার বাবুর নিকটে তাঁহার অনেক সাহায্য লাভ হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে রমাপ্রসাদ গবর্ণমেণ্টের প্রধান উকীল হইলেন। সেই অবধি তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। লাডকানিঙ ও গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে সবিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহ করিতেন। গত বৎসর গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে লিগাল রিমাম্ব্রান্সরের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দক্ষতা সহকারে এই

[illegible] সম্পাদন [illegible] লেন। [illegible] দেশ তঁহার বুদ্ধি [illegible] ও [illegible] র কৃতজ্ঞতা দর্শন [illegible] কারিয়াছিলেন।

[illegible] বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার [illegible] ন্যতর সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি [illegible] এস্থানেও তিনি আপনার বুদ্ধিমত্তা [illegible] বিশেষ পরিচয় দেন। তিনি [illegible] সভার সভ্য রাজা দিনকর রাও [illegible] সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ [illegible] পারেন নাই বটে কিন্তু তিনি [illegible] রাজমন্ত্রিজের বড় নিকৃষ্ট ছিলেন না। [illegible] তিনি যকৃৎরোগে আক্রান্ত হইয়া তিন [illegible] কাল কষ্ট পাইয়াছিলেন। প্রথমে আ [illegible] সিমুলিয়ার বাটীতে ছিলেন, পরে চিকিৎসার সুবিধার নিমিত্ত চৌরঙ্গিতে গিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার চিকিৎসার যে চূড়ান্ত হইয়াছিল একথা বলা বাহুল্য, কিন্তু কাল এমনি দুরন্ত যে কি ধনবল, কি লোক বল, কি চিকিৎসক বল, [illegible] তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না।

আমরা রমাপ্রসাদ বাবুর জন্মাদি মরণান্ত বৃত্তান্ত যেমন সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, তেমনি সংক্ষেপে তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রাদির বিষয়ও কিছু বলা আবশ্যক। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি কেবল এক বুদ্ধিবলেই এত দূর সম্মান, গৌরব, ও যথেষ্ট অর্থ (কেহ বলে ২০, কেহ বলে ৩০ লক্ষ টাকা) অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনীত ও নম্র ছিল, এই গুণে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় অনেক প্রধান লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ আত্মীয়তা [illegible], কিন্তু তাঁহার স্বভাবগত একটী অনুকৃতা দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হইত। এই অনুকৃতা দোষ নিবন্ধনই তাঁহার প্রকৃত মনস্বিতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কয়েকটা সদ্গুণের অসদ্ভাব ছিল। এই দোষ থাকাতেই তিনি [illegible] কোন বিশেষ শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে লোকের সন্তান, তাঁহার নিকটে বঙ্গদেশ কি অধিকতর প্রত্যুপকার লাভের প্রত্যাশা করেন নাই? তাঁহার অল্পমাত্রও সৎক্রিয়াসাহস ছিল না, একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্ত হয় না। তাঁহার পিতা হিন্দু সমাজে খ্যাতি লাভ বাসনা পরিত্যাগ ও অন্য অন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বদেশের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদিগত দোষ সংশোধন চেষ্টা করিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় লই বার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তিনি অসার, অপদার্থ ও অসতের নিন্দা, ও কটু বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অকুতোভয়ে যে সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়া যান, রমাপ্রসাদ তাঁহার পুত্র হইয়া কেবল এক সৎক্রিয়াসাহস বিরহে সেই পথের পথিক হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি সেই প্রাচীন পঙ্কময় ভগ্ন পথের পথিক হইয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া আমাদিগের সংস্কার নাই, সুতরাং বিশুদ্ধ চরিত্র লোক বলিয়া তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজনও ছিলেন না। তিনি যেরূপ পদস্থ ছিলেন, তাঁহার যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষমতা ও অর্থ সম্পত্তি ছিল, তাহার সহিত যদি চরিত্রের বিশুদ্ধতা, স্বদেশানুরাগিতা ও স্বদেশহিতৈষিতা থাকিত, তিনি যে কেবল আমাদিগের অবিমিশ্র শোকের পাত্র হইতেন এরূপ নহে, আমরা প্রধান পুরুষ গণনা কালে তাঁহাকে দ্বিতীয় পদ দানে উৎসাহী হইতাম না।

বড় লোকের চরিত্রাদির বিষয়ে লেখনী গ্রহণপূর্ব্বক যথাযথরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করা বড় সহজ নয়। পক্ষপাতাদি নানাবিধ দুর্নিবার কারণ বশতঃ চিত্তবিভ্রম জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা। আমরা বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের চরিত্রাদি বিষয়ে প্রসঙ্গ করিয়া অপক্ষপাতিরূপে স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইলাম কি না, এই চিন্তা করিতেছিলাম, (গতবারেও এই কারণে আমরা তাঁহার বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে সাহসী হয় নাই) এমন সময় ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর আমাদিগের হস্তগত হইল। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহ পুরঃসর রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু বিষয়ক প্রস্তাবটী অগ্রে পাঠ করিলাম। কিন্তু পাঠ করিয়া আমাদিগের হর্ষ বিষাদ উভয় উপস্থিত হইল। হর্ষের কারণ এই, রমাপ্রসাদের বিষয়ে আমরা যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মরও সেইরূপ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা এক প্রকার প্রমাণ হইল যে রমাপ্রসাদের বিষয়ে আমাদিগের যে সংস্কার আছে, তাহা ভ্রমাত্মক নহে। বিষাদের কারণ এই, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মর চিত্তের অনুদারতা বশতঃ হিন্দুপেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ হিতৈষিতা গুণের অপলাপ করিয়াছেন। উক্ত পত্র ভিন্ন আর কেহ এ কথা কহেন না। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি, এবিম্বধ তাঁহার বাক্য কোন ক্রমেই প্রমাণ যোগ্য নহে।

একণে কি কি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

ভারতভূমি এক্ষণে এক অভূতপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন: এক্ষণে দিন দিন অনেকবিধ পরিবর্ত্ত নয়নগোচর হইতেছে, তাঁহার সন্তানগণ এক্ষণে নানাবিধ শুভফল ভোগ করিতেছেন. কিন্তু আমাদিগের আজিও যাবতীয় আকাঙ্ক্ষিত আবশ্যক বস্তু লাভ দ্বারা চরিতার্থতা লাভ হয় নাই। আমরা দূর হইতে সৌভাগ্যদ্বীপ দর্শন করিতেছি; সম্মুখে অনেকগুলি দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। সে সকল অতিক্রম করিয়া তথায় গমন আপাততঃ অসাধ্য বো

ধ হইতেছে বটে, কিন্তু যদি অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তথায় গমন চেষ্টা করা যায়, চেষ্টা সফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। স্থিরতর প্রযত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অগ্রে কি কিছু প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে? কাপুরুষেরাই আপদের আশঙ্কা করিয়া পরাঙ্মুখ হয়।

অন্যে কি চেষ্টা পাইয়া আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করিয়া দিবে? আমরা কি অন্যের মুখ প্রতীক্ষা করিয়া রহিব? কখনই না। সে মঙ্গল বিশুদ্ধ ও স্থিরতর নহে। আপনাদিগের মঙ্গল আপনারাই চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে। আমরা যে জাতির অধিকারে বাস করিতেছি, তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সাহায্য লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই। তাঁহারা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন; কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা কার্য্য দ্বারাও আমাদিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের যাবতীয় কল্যাণ সাধন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ একটি ক্ষুদ্রতম প্রদেশ নহে। সমুদায় দেশের উন্নতি সাধন বিদেশীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নয়।

আপনার শ্রেয়ঃসাধন আপনারই কর্ত্তব্য বলিয়া যখন স্থির হইল, তখন সেই শ্রেয়ঃসাধন বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন্ গুলি নিতান্ত আবশ্যক, তাহার বিবেচনা বিধেয় হইতেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শারীর ও মানস উভয়বিধ বল; এই পাঁচটি বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

প্রথম, কৃষি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পতিত ভূমি বিক্রয় করিতেছেন। অনেক ইউরোপীয় সেই সকল ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এ দেশে কৃষিকার্য্য করিয়া এ দেশীয় কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্য প্রণালীর শিক্ষা দেন ইহা মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ দেশের ভূমি যত এ দেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে তাহার কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইবে, ততই অধিকতর মঙ্গলের বিষয়। ভারতবর্ষে কৃষকের অভাব নাই; কেবল কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালীরই অভাব; যদি এই দেশ উর্ব্বর না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান কৃষকেরা অর্দ্ধেক শস্যও উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। আমরা যদি কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা করিয়া দেশের অধিকাংশ ভূমি আপনারা কর্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের যথার্থ সৌভাগ্য লাভ হয়। নতুবা ইউরোপীয়দিগের চা, নীল অথবা তুলা ক্ষেত্রে কেবল মজুরী করিলে কৃষকদিগের এখনও যে দশা, তখনও সেই দশা থাকিবে। অপর, আমরা যদি আপনারা তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বিষয়ে সমর্থ হই, আমাদিগের উপর ইংলণ্ডের নির্ভর করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ হইলে কি আমাদিগের যুক্তিগর্ভ প্রার্থনা সকল এখনকার ন্যায় তখন অগ্রাহ্য হইবে? তখন কি আর অসার ও অপদার্থ বোধ করিয়া ইউরোপীয়েরা আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিবেন? এক্ষণে স্বদেশীয়দিগের নিকটে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, আমরা যদি আপনারাই ভূমির অধিকারী ও কৃষক এ উভয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করি, ইংলণ্ড আমাদিগের অধীনস্থ হইবেন; আর যদি নীলকর প্রভৃতির মজুরী কার্য্যে দেহক্ষয় করি, আমাদিগকে প্রত্যেক স্বার্থপর ইউরোপীয়ের দাস হইতে হইবে, ভারতবর্ষীয়েরা এই দুই উপায়ের কোনটী অবলম্বন করিতে চাহেন?

দ্বিতীয়, শিল্প। আমাদিগের শিল্প নৈপুণ্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই এই লোপের কারণ। ১৮১০ অব্দের সময়ের পূর্ব্বে ঢাকা, বিক্রমপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি প্রদেশ সকল প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। আমাদিগের দেশের বস্ত্র ইউরোপের অনেক প্রদেশে নীত হইত। কিন্তু [illegible] তাঁত প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ও [illegible] লণ্ডীয় তন্তুবায় বর্গের সুবিধা হেতু আইন হওয়াতে আমাদিগের দেশের বস্ত্রের শিল্প এক কালে লোপ পাইয়াছে। বিদেশে রপ্তানী করা দূরে থাকুক, আমরা স্বদেশের জন্যও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না। সর্ব্বদাই আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও অন্য অনেক ইউরোপীয় ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন, এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই কথার যথার্থ অর্থ কি? ভারতবর্ষে প্রচুর তুলা উৎপন্ন ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর সমুদায় খণ্ডে প্রেরণ করা কি ইহার মুখ্য অর্থ নয়? গবর্ণমেণ্ট ভ্রমেও কি কখন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে মাঞ্চেষ্টরের ন্যায় এখানে বাষ্পীয় তাঁত ও অন্যবিধ কল হয়? আমরা ইংলণ্ডের উপর বস্ত্রের জন্য নির্ভর না করি। ইংলণ্ড আমাদিগের উপরে নির্ভর করিবেন, গবর্ণমেণ্ট কি কখন এরূপ কথা মুখে আনিয়াছেন? যদি তাহা না হইল, তবে আমাদিগের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি কোথায়? যত দিন এদেশীয়েরা শিল্পকার্য্যে নিপুণ হইয়া এদেশে নানাবিধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে না পারিবেন, তাবৎ অর্থাগমের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এ কথাটী মুখ বার্ত্তা শাস্ত্রানুসারে সঙ্গত হইতে পারে না।

তৃতীয়, বাণিজ্য। এক্ষণে ভারতবর্ষে ৯০ কোটি টাকার বাণিজ্য হইতেছে। কিন্তু ইহার কত অংশ আমাদিগের প্রযত্ন সম্পাদিত হইতেছে? ভারতবর্ষ হইতে কয় খানি জাহাজ বিদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়া থাকে? বোম্বাইয়ের কয়েক জন পারসী ব্যক্তিরেকে ভারতবর্ষে যথার্থ বণিক কোথায়? পারসীরাও পৃথিবীর সকল অংশে বাণিজ্য করিতে গমন করেন না। আমাদিগের ব্যবসায়ীরা ইউ

রোপীয়দিগের নিকটে দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশীয়দিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। তাহাতে টাকা হস্তান্তর হয় এই মাত্র। বিদেশ হইতে টাকা আনিতে না পারিলে দেশের যথার্থ ধন বৃদ্ধি হয় না।

বাণিজ্য বিষয়িণী শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা কি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক নয়? রুশীয়ার প্রথম পিটর প্রজাদিগকে বাণিজ্য বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ দান করিতেন; তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে বিদেশে বাণিজ্য কার্য্য শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইত। এখানে কি সেরূপ করা হইতেছে আমরা কি চির কাল এইরূপ অবস্থায় থাকিব? আমরা কি আপনারা নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের ধন ও গৌরব বৃদ্ধি করিব না? যে দেশে বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হয়, তদ্দেশীয়দিগের অতুল বল ও অতুল সাহস হয়। আলেকজাণ্ডরকে টায়ারের সম্মুখে ৮ মাস কাল সেনানিবেশ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ডেরায়সকে জয় করিতে তাঁহার যত কষ্ট না হইয়াছিল, ঐ বন্দর গ্রহণ করিতে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক কষ্ট হয়। বাণিজ্যের বলেই নেদরলণ্ডের লোকেরা স্পেনীয় দ্বিতীয় ফিলিপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল; বাণিজ্যের বলেই ইংরাজেরা মহাবীর নেপোলিয়নের পতন সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের হিতৈষী পুরুষমাত্রেরই যেন এই কথা স্মরণ থাকে।

চতুর্থ, বুদ্ধিবল। যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপ ও ব্যায়ামাদি ব্যতিরেকে শারীরিক বল ও সাহসাদিবৃদ্ধি সম্ভাবিত নয়, সেইরূপ সবিশেষ চালনা ব্যতিরেকে বুদ্ধিবল বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধিবল বৃদ্ধির একমাত্র উপায় বিদ্যার সবিশেষ [illegible]। এক্ষণে বিদ্যার অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনুশীলন হইতেছে, এ দেশীয় লোকের নৈসর্গিক বুদ্ধিবলবৃদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হইতেছে [illegible] শিক্ষা বা [illegible]যের দোষ লক্ষিত হয়, তাহাও ক্রমশঃ সংশোধিত হইতেছে। উত্তরোত্তর তৎসংশোধনের সমধিক সম্ভাবনাও আছে।

পঞ্চম, শারীরিক বল বৃদ্ধি। এই বিষয়টীতে এ দেশীয়দিগের অত্যন্ত অসঙ্গতি আছে। সর্ব্ব প্রযত্নে এ অসঙ্গতি দূর করা নিতান্ত আবশ্যক। এ অসঙ্গতিটি যাবৎ দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ এ দেশীয়েরা প্রকৃত মহত্ত্বলাভে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে সাহসাদি বৃদ্ধি সম্ভাবিত নয়। যে জাতির সাহস নাই, তাহার সত্তা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শারীরিক বল বৃদ্ধির উপায় করা অতিশয় আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ও এ দেশীয় লোক উভয়কেই তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। সে উপায় এই, গবর্ণমেণ্টের নিজের বিদ্যালয় হউক, আর সাহায্য কৃত বিদ্যালয় হউক, সর্ব্ব স্থলেরই বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম করিয়া দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে; বিদ্যালয়ের অন্য অন্য কার্য্যের ন্যায় ইহারও তত্ত্বাবধান ও উৎসাহাদি দান করিতে হইবে; বালকদিগের কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার সময়ে কিছু দিন তাহাদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকেরা যদি এইরূপে শারীরিক বল সম্পন্ন, কৃতবিদ্য ও শিক্ষিতাস্ত্র হয়, ভারতবর্ষ আর একটী নূতন শ্রী ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। এই চেষ্টা কখন নিষ্ফল হইবে না, কয়েকটী মহৎ ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই। আপদ উপস্থিত হইলে এদেশীয়েরা কেবল যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্টেরও সবিশেষ সহায়তা করিতে পারিবেন। বিশেষ লাভ এই, তখন আর ইহাঁরা ভীরু, অসার ও অপদার্থ বলিয়া উপেক্ষিত হইবেন না। [illegible]

আমরা কৃষ্ণনগর হইতে নিম্ন লিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্তৃতাটী অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া তাহার কিয়দংশ এবং কয়েক জন স্বাক্ষরকারির নাম মাত্র প্রকটিত হইল।

পরম সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সোম
প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

[illegible]

নিম্ন লিখিত [illegible] বিবরণটী, আপনার সুবর্ণোজ্জ্বল পত্রিকায় [illegible] স্থান লাভ পূর্ব্বক মান লাভ করে এই আমার একান্ত বাসনা।—

সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্য করণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ন সহকারে অত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই শনিবার বেলা ৫ টার সময় পবলিক লাইব্রেরিতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহুতর ভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভা মণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল

"হরিশ বাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ পরোপকারী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের উন্নতি জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ বাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশ বাবুর স্মরণার্থে কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক তিনি আমাদের অন্তঃকরণ অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর স্মরণার্থ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয় মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমূর্ত্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের স্মরণ পথে দেদীপ্যমান মর্ত্তমান আছেন। কিন্তু

[illegible]তিকালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎ প্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এই জন্য "হরিশ্চন্দ্র সমাজ" নামক সভাটিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে ।

হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায় হীন ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত "হিন্দুপেট্রিয়ট" সংবাদ পত্রেই প্রকাশ আছে। পিতা মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমলস্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্পবয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি অডিটার জেনেরেল আপীসে ২৫ টাকা বেতনের এক কর্ম্ম খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি অডিটার জেনেরেলের আপীসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পাইয়াছিলেন তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে ঐ আপীসে হরিশের চারিশত টাকা বেতন হইয়াছিল।

শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদ পত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদ পত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদ পত্রের দ্বারাই দেশের উপকার জনক রাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না, এই জন্যে তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম হিন্দুপেট্রিয়ট, হরিশ্চন্দ্র অর্থলাভ করিবার জন্য হিন্দুপেট্রিয়ট প্রচার করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্যে হিন্দুপেট্রিয়ট প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০ টাকা বেতন পান, তখনই হিন্দুপেট্রিয়টের প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ঐ পত্রে মাসে ৫০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্যে একদিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ, তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্দ্র যে কাগজে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগজে লোকসান ক দিন থাকিতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সেই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দুপেট্রিয়টের গ্রাহক হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়ট হইতে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দুপেট্রিয়ট, হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময় হিন্দুপেট্রিয়টের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই কি লাহোর কি আগরা, সকল স্থানেই হিন্দুপেট্রিয়টকে অতি সাহসী সংবাদ পত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দুপেট্রিয়টের অতিশয় আদর হইয়াছে। ইণ্ডিয়া কাউনসেলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা পার্লিয়ামেন্টে আদর হইয়াছিল, প্রিবি কাউনসেলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবওরিজিনিস প্রোটেক্শন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসিন্দা লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দুপেট্রিয়ট এই সভার চক্ষু হইয়াছিল হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতি বিশ্বাস্য বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক্ষণে যে গৌরব দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশানের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর জেনেরেলের নিকটে, ইণ্ডিয়া কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিশইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশানের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীয় সভায় যে প্রস্তাব তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেন্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, কোন মহৎ বিষয় আন্দোলন করিতে হইলেই তাহারা হরিশকে ভার দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা দেখে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ চিরজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজ বিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ আর কার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটী কথা কহিলে তখনি কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন কীটস্য কীট ; গবর্ণরজেনেরেল লার্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত [illegible] দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, আমাদের হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্র আমাদের সাহসী হরিশ্চন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজ বিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ-

জা ভারতবর্ষে সগৌরবে [illegible] তাহার প্রস্তাব করিয়ে আসিলেন। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন না তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অকিঞ্চিৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে এক জন ইংরাজে যদি [illegible] এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার না করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি দেয়, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র পিচপা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন, তিনি জানিতেন তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তাঁর যথেষ্ট। লার্ড ক্যানিং মহোদয়, এই সময়ে হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদ পত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাঁহার মহামুভব সুপ্রিম কাউনসেলের সভ্যগণের পরামর্শ যেরূপ শুনিতেন সেইরূপ হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদ পত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভ্য গণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, সেই রূপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। লার্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্দ্র আগামি বারে কি লেখেন। এক দিবস হিন্দুপেট্রিয়ট পৌঁছিবার সময় অতীত হইয়া গেল হিন্দুপেট্রিয়াট না আসাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্য্যন্ত হিন্দুপেট্রিয়াট পাইলাম না ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দুপেট্রিয়াট সম্পাদককে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দুপেট্রিয়ট ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সেইনঃ [illegible] লার্ড ক্যানিং সাহেবের [illegible] এবং আমাদের [illegible] জন্যে আমর অন্যায় অপমৃত্যু [illegible] হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের [illegible] করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থদান করিতে পারিব না, [illegible] সভায় যো, ক! অর্থদান করিতে পারিব কি না [illegible] বলিয়া জিজ্ঞাসা করা আমার [illegible] হরিশ্চন্দ্রের নাম মাত্রে আমাদের [illegible] তখন অদ্যকার সভার কথা শুনিবামাত্র [illegible] অনেক লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহ প্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন তাঁহারা যে উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে তাহার সন্দেহ কি।

দীনবন্ধু বাবুর এই রূপ কারুণ্যরসাশ্রিত বক্তৃতাশ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় লোক দুঃখ আর্দ্র ও সজল লোচন হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব স্ব শক্তি অনুসারে যিনি যাহা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে নির্দিষ্ট হইল।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	১০০
বাবু তারিণীপ্রসাদ সেন	১০০
পূর্ণ প্রসাদ রায়	৫০
রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	৫০
উমা চরণ মুখোপাধ্যায়	৫০
রামগোপাল মিত্র	৫০
উমেশচন্দ্র দত্ত	৫০
দীনবন্ধু মিত্র	৩০
এলসী ও মথুরাপুরের প্রজাগণ	২৮
যদুনাথ রায়	২৫
মহেশচন্দ্র পাল	২৫
অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায়	২৫
দ্বারকানাথ দে	২৫
কার্ত্তিকচন্দ্র রায়	২৫
বৃন্দকুমার মল্লিক	২৫
লালমোহন ঘোষ	২৫
গোপীনাথ বসু	১০
প্রভৃতি	
মোট	১০৪১।০

কস্যচিৎ কৃষ্ণনগরবাসিনঃ

বিবিধ সংবাদ।

২৭এ শ্রাবণ সোমবার।

বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের এতদ্দেশীয় বিচারপতি তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ে যাইতেছেন। আমরা শুনিলাম রমাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যু হওয়াতে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ এখানকার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি হইবেন। এই সম্বাদটী সত্য হয় আমাদিগের প্রার্থনীয়।

লণ্ডনস্থ শিল্প প্রদর্শনগৃহ দেখিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রত্যহ প্রায় ৩০০০০ লোক গমন করিয়া থাকেন। টিকিটে বিস্তর টাকা লাভ হইতেছে। প্রদর্শনগৃহে একটি উৎস আছে, তাহা হইতে সর্ব্বদা সুগন্ধ বারি বিনির্গত হয়, অনেকে তদ্দর্শনার্থই সবিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। সম্রাট নেপোলিয়ন তদ্দর্শনার্থী হইয়া আসিতেছেন।

মাঞ্চেষ্টরে এক্ষণে ২,৫০,০০০ বস্তা মাত্র তুলা আছে। তাহা অতি শীঘ্রই শেষ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এবার হয় মজুরদিগকে অনাহারে থাকিতে হইবে, নচেৎ আমেরিকার যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মধ্যবর্ত্তী হইয়া মৃদু উপায় দ্বারা আমেরিকার যুদ্ধের মীমাংসা করিয়া না দেন কেন?

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডেবিডসনের মৃত্যু হইয়াছে। কর্ণেল ডেবিডসন এক জন উপযুক্ত সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তিনি ন্যায় পথে জলাঞ্জলি দিয়া বৃটিশকারিদলের মনোরঞ্জন করেন নাই বলিয়া ঐ দলের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই।

সিন্ধু নদের স্রুতে পঞ্জাবী সেনার কয়েক শতকে কর্ম্ম করাইয়া লওয়া হইতেছে। এক জন নায়ক আর কয়েক জন সিপাহী তাহাদিগকে “কুলি” প্রভৃতি ঘৃণাসূচক বাক্যে বিদ্রূপ করাতে নায়ককে অধঃপদে নিয়োজিত ও সিপাহীদিগকে যথোচিত তিরস্কার করা হইয়াছে। বিদ্রূপের ভয় না থাকিলে এদেশীয়েরা কত দিন অনেক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতেন সন্দেহ নাই। বিদ্রূপকারীদিগের গুরু দণ্ড বিধান দ্বারা উহার নিবারণ নিতান্ত আবশ্যক।

ফিনিক্সের আলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা বলেন, অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে যমুনার সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে। তাহার তিনটি মাত্র খিলান হইয়াছে। এই সেতু হইলে এককালে হাবড়া হইতে আগরা পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিবে।

উক্ত পত্রের গোয়ালিয়ার সংবাদদাতা বলেন, তত্রত্য রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ হইল। রাজার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান জমীদারীর সরদা করিবেন কথা হইতেছে। যেন ওয়াটসন পুনর্ব্বার ঐ জমীদারিতে প্রবেশ করিতে না পারেন!

বারাসতের নিকটবর্ত্তি কদম্বগাছি গ্রামের যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ বালকটি বারাসতের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, কিছু দিন হইল ঐ বিদ্যালয়ের এক জন প্রতিনিধি শিক্ষক হন। তাঁহার অধিক পড়া শুনা হয়

নাই হিন্দু ও খৃষ্টীয় উভয় ধর্ম্মেরই কিছু জানেন না। যদি জনরব সত্য হয়, একটি খৃষ্টীয় যুবতির পাণি গ্রহণের ইচ্ছাই তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগের কারণ। ইহা সত্য হউক বা না হউক অনেক যুবক অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই খৃষ্টীয়ান হইয়া থাকেন, এ কথা অসত্য নহে। মিসনরিরা এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, নচেৎ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের ও নরতিপ্রায়ের অবমাননা হইবে।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, দেরাগাজি খাঁয় যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু জলপ্লাবনে অনেক গৃহাদি নষ্ট করিয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন গোলাম নবি খাঁ নামক এক জন বিদ্রোহীর বিচার হইয়া পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি জজ্জর নবাবের উকীল ছিলেন।

অযোধ্যা গেজেটের কানপুরের সংবাদদাতা বলেন, তথায় একটি ইউরোপীয় বালিকার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া অনেক "সম্ভ্রান্ত ধনী" ব্যক্তি অনেক চেষ্টা পান বালিকাটি অতি সুন্দরী কিন্তু সে কাহাকেও মনোনীত করে নাই। পরিশেষে এক দিবস সূত্রাকালে প্রকাশিত হইল, এক জন দীর্ঘাকার সুন্দর সামান্য সৈনিক পুরুষ তাহার প্রণয়ভাজন হইয়াছে। বালিকার পিতা মাতা তাহাকে এপ্রকার অনুচিত নীচগামি প্রেম পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে প্রিয়জনের সহিত পলায়ন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। একণে তাহাকে ধৃত করা হইয়াছে। বালিকাটির বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর মাত্র অতএব সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই। দণ্ডবিধির অনুসারে সৈনিক পুরুষের সাত বৎসর কারাবাস হইতে পারে। সে একণে রুদ্ধ আছে এবং তাহার প্রথম বিচার তত্রত্য কান্টোন্মেন্ট জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে হইতেছে। প্রেম কুল শীল মানে না, তন্নিমিত্ত আমরা চিন্তিত নহি। আমাদিগের চিন্তা এই ঐ বালিকাকে এইরূপ উদ্ধার করিয়া তাহার মনোনীত পতির সহিত বিচ্ছেদ করাইয়া যদি অন্য পাত্রের হস্তগত করা হয় ধর্ম্মানুসারে সে সতী হইবে কি না?

পরিদর্শক বলেন, বহুবাজারের ১২৫ নং বাটীতে ব্রেকফি নামে এক জন সার্জ্জন বাস করিত। ঐ ব্যক্তির নিকট এক মাসের ভাড়া পাওনা হইলে সে তাহা না দেওয়াতে তাহাকে বাটী ত্যাগ করিতে হয়। সে বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের নিকটে জানায় যে ঐ বাটী অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে। তন্নিমিত্ত তাহা ভগ্ন করা হয়। বাটীর অধিকারী নালীশ করাতে প্রধানতম বিচারালয় মিউনিসিপাল কমিসনরদিগকে ৮০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও উভয় পক্ষের মোকদ্দমার ব্যয় দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিজের টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ত? তাঁহারা কলিকাতাবাসিদিগের টাকা লইয়া যেন শাস্তি না করেন না।

ঢাকা প্রকাশের এক জন পত্রপ্রেরক নিমক চৌকির লোকদিগের অত্যাচারের বিষয় লিখিয়াছেন। এই কর্ম্মচারিরা বিশেষতঃ পেয়াদারা অত্যাচার করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহারা বাবাসত্তের চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রামে ভয়ানক অত্যাচার করিত কিন্তু কৃষকেরা কয়েকবার নালীশ ও মধ্যে মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানোদ্যত করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এপ্রকার করিলে হয় না?

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন কুমিল্লার অন্তঃপাতি ফুলবেড়ীয়ার নীলকুঠিতে এক ব্যক্তিকে সাত মাসকাল গুদামে বদ্ধ রাখা হয়। সে কোন কৌশলে পলায়ন করিয়া নালীশ করাতে কুঠির গমস্তা ও কয়েকজন খালাসীর এক শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে। এপ্রকার গুরুতর দোষের এই দণ্ড! নীলের জেলায় এ আইন কে উঠাইয়া যায়?

উক্ত পত্র দ্বারা জান যাইতেছে, ঢাকার চোরেরা কোয়ায়বদ দাবা গৃহস্থদিগকে অচেতন করিয়া চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে বিজ্ঞান চোর বল!

ডিস্ট্রীক্ট শিক্ষাসংক্রান্ত ডিপার্টমেন্টের প্রতি গবর্ণমেন্টের অনবধানতার বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভা ও এদেশীয়দিগের শিক্ষা কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। তাঁহারা মনোযোগী হইলে এ ডিপার্টমেন্টের অনেক দোষ সংশোধন হইতে পারে।

২১ এ শ্রাবণ ......

বণিক সম্প্রদায় টেলিগ্রাফযোগে বিজ্ঞাপিত ইউরোপীয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। টংলাণ্ডীয় দুর্গ সকল দৃঢ়তর করিবার বিল কমন্স হাউসের গ্রাহ্য হইয়াছে।

রুসীয়েরা, বিক্টর ইমানিউএলকে ইটালির রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সর চারলস উড লেড সাহেবের আয় ব্যয়ের হিসাবের প্রতি দোষারোপ করাতে তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ১৭ই জুলাই। রিচমণ্ডের নিকটে কয়েকটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। ২৬ এ জুন অবধি সাতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের শেষে মাকিলনকে পরাজিত হইয়া ৮॥ ক্রোশ পশ্চাদ্গমন করিতে হইয়াছে। তাঁহার কতক যুদ্ধদ্রব্য, ২৫ টি কামান ও অনেক সৈন্য বিপক্ষহস্তে পতিত হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের সেনারা জেমস নদের দিকে কামানের জাহাজের দ্বারা আত্ম রক্ষা করিয়া পশ্চাদ্গমন করিয়াছে।

সভাপতি লিঙ্কলন আর তিন লক্ষ সৈন্য চাহিয়াছেন। চারলষ্টনের আক্রমণ ত্যাগ করা হইয়াছে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন ফিরোজশাহ যথার্থই সুলতান জানের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ফিরোজশাহ সেপালে হত হইয়াছেন শুনা গিয়াছিল। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, ভাইনের বিড়ালের নয়টি জীবন আছে, ফিরোজ সাহ সেই এক প্রকার বিড়াল হইবেন!!!

উক্ত পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, ভারতবর্ষে যেরূপ ধারে দ্রব্য বিক্রয়ের রীতি আছে, এরূপ আর কোন স্থানে নাই। কলিকাতার যাবতীয় ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বাহ্য আড়ম্বর দেখাইবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করেন। এই অনিষ্ট নিবারণার্থ পত্রপ্রেরক ধারে দ্রব্য বিক্রয়ের প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনি সাবধান না হইয়া ধারের দোষ দিলে কি হইবে?

উক্ত পত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ......

মতে এই বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবে। বিল্কিন্স ও টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া উভয়েই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভূমির শস্য বৃদ্ধি নিবন্ধন বাণিজ্য বৃদ্ধি কি সাধারণ ভাণ্ডারের ও দেশের উপকারের হেতু নহে?

সিন্ধুদেশীয় আউয়ার পেপর বলেন, নওসারায় এক জন মুসলমান রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী তত্রত্য হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের বাটীতে ও কূপের নিকটে গোমাংস রাখিয়া দেয়। কোন মুসলমানের নামে কোন হিন্দু নালীশ করিলে তাহা গ্রাহ্য হয় না। মধ্যে মধ্যে দুই এক সহস্র মুসলমান হিন্দুদিগের বাটী লুঠ করিয়া নানা প্রকার অপমান করিয়া থাকে। প্রায় ৩০০ হিন্দু একত্র হইয়া তাহার নামে নালীশ করিয়াছেন। এই ব্যক্তি গুজরাটের লোক। এক জন সিবিলিয়ানের সাহায্যে এই কর্ম্ম পাইয়া তাঁহার ভরসায় তাহার এইরূপ অত্যাচারকারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। নীলকর দলের যে এত অত্যাচার দেখা যায়, অনেক স্থলে সিবিলিয়ানের সাহায্য তাহার অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন সর বার্টল ফ্রিয়ার শীঘ্র সিন্ধুদেশ দর্শন করিবেন। গ্রাণ্ট সাহেব যেরূপ নদীয়া ও যশোহরের লোকের ও বীডন সাহেব ভাগলপুরের লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, সর বার্টল ফ্রিয়ারও সেইরূপ সিন্ধুদেশের প্রিয় হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ইউরোপীয় আফিসর ও সেনগণ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছে:-

	আফিসর	সেনা
বঙ্গদেশে	৪৭	২৫৭৬
মান্দ্রাজে	৮	৭০০
বোম্বাইয়ে	২৫	১১৩৭
করাচিতে	৮	৭০০
মোট	৮৬	[illegible]

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ভারতবর্ষে এ সেনার প্রয়োজন আছে কি না? আমরা লণ্ডনেও শুনিয়াছিলাম এক্ষণে ইউরোপীয় সেনার আর আবশ্যক নাই। আমরা সবে ক্যানিং [illegible] গবর্ণমেণ্টের হস্তরোধে সমর্থ হইব?

ফিন্‌লে সাহেব নামক এক ব্যক্তি এখানে [illegible] জন কর্ম্মচারীর বি[illegible]

শেষতঃ ডগলাস সাহেবের অনবধানতা ও অযোগ্যতার বিষয়ে প্রধান বিচারপতির নিকটে এক আবেদন করেন। গত শনিবারে দেউলিয়াদিগের বিচার হইবার সময়ে সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ তাঁহাকে প্রমাণ দিতে বলিয়াছেন। ডগলাস সাহেব অনুপস্থিত, তথাপি সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ ফিসারের প্রমাণ গ্রহণ করিবেন আগামি শনিবারে এ বিষয় স্থির হইবে।

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা বলেন তত্রত্য জজ আমলাগণের উৎকোচ লওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। যাবতীয় পুরাতন কর্ম্মচারীকে পেন্সন দিয়া বিদায় না দিলে এবং অধিকতর বেতনে কৃতবিদ্য লোকদিগকে নিযুক্ত না করিলে এ চেষ্টা বৃথা হইবে।

২২এ শ্রাবণ বুধবার।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক জন সিবিলিয়ানের কন্যার বিবাহ সময়ে এক পল্লীগ্রামে এরূপ জনরব হয় যে ১২টি ক্ষুদ্র শিশু বালককে বলি দেওয়া হইবে। তন্নিমিত্ত তত্রত্য যাবতীয় লোক বনে পলায়ন করে। বিবাহ হইলে তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। ইংরাজেরা যে কিরূপ লোক, এদেশের লোকেরা অদ্যাপিও তাহা জানিতে পারিলেনা, তথাপিও আমাদিগের রাজপুরুষেরা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাধারণের শিক্ষা দান চেষ্টা করিবেন না। এই বিষয়ে তাঁহাদিগের যত মিতব্যয়িতা। অনায়াসলভ্য গুরুমহাশয়দিগের উপরেই তাঁহাদিগের আগে দৃষ্টি পড়ে।

ঢাকার ইউরোপিয়ান রেজিমেণ্টের লেপ্টনেণ্ট মাকনেমরাকে কোন অপরাধে বন্দী করিয়া কলিকাতার সামরিক বিচারালয়ে বিচারের জন্য আনীত হয়। তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এখন কি কারাগারের প্রাচীর এত অশক্ত হইয়াছে? অশক্ত প্রহরী আছে সন্দেহ নাই।

ভূপাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য একটি বিধবাকে তাহার অনিচ্ছায় তাহার মৃত পতির জলচিতায় আরোহণ করান হইয়াছে। তাহার দুষ্টেরা ধৃত হইয়াছে।

শুনা গেল, ৪ঠা আগষ্ট বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা প্রিবি কৌন্সিলে উপস্থিত হইবার কথা আছে।

ইণ্ডিয়ান রিফর্মর বলেন বোম্বাইয়ের শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর ছাত্রদিগকে [illegible] গৃহে প্রবেশ করিতে দেন না। শিক্ষার গুণে ছাত্রদিগের মনোমালিন্য দূর হইয়া পাছে সর্ব্বত্র সমব্যবহার প্রবৃত্তি জন্মে, এই ভয়ে কি উক্ত ডিরেক্টর জুতা লইয়া যাইতে দেন না? শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের ডিরেক্টরের উচিত কার্য্য বটে!

ডাক কর্ম্মচারিরা মধ্যে মধ্যে সামান্য পামফ্লেট সকল ও পুস্তকের ডাকে প্রেরণ করেন। তন্নিমিত্ত অনেকের অসুবিধা হয়। সম্প্রতি পোষ্টমাষ্টর জেনরল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, হয়তো মাসের স্থলে যে কোন পুস্তক হইবে, তাহা সংবাদ পত্রের ডাকে প্রেরণ করা হইবে এই আজ্ঞাটী প্রতি পালিত হয়, এই আমাদিগের মনোরথ।

ফ্রিন্ড পত্র বলেন, ত্রিপুরার রাজার মৃত্যু হইয়াছে। এই রাজা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুরাসক্ত ছিলেন। একজন গোস্বামী রাজ্য শাসন ও প্রজা পীড়ন করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবকে মুরশিদাবাদের নবাবের নিকট হিসাব দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদিগের বরাবর এই আশঙ্কা হইতেছিল, প্রসন্ন নারায়ণ ভৃত্য হইয়া নবাবের উপর এত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিরূপে সাহসী হইলেন?

মহারাষ্ট্রীয় ইন্দুপ্রকাশ বাবু তারকনাথ সেনের ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজের পদাভিষেকের বিষয়ে বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলেন এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর পদ দিবার বিষয়ে মোগলেরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অধিক বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজদিগের অদ্যাপিও আকবরের ন্যায় শাসন প্রণালী শিক্ষা করিতে বাকী আছে।

মীরটের পে মাষ্টর কাপ্তেন [illegible] বিচারে দোষী হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। সেনাদলে এক্ষণে বড় বড় লোকের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে!

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ। ৪০ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ৩ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ১৮ আগষ্ট। } মাসিক মূল্য ১ টাকা বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৩ ভাদ্র সোমবার।

মফস্বলের কোর্ট আদালত, বিচারক ও প্রজাগণ।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের হিত উদ্দেশ করিয়া যে সকল কার্য্য করেন, তন্নির্ব্বাহক লোক মনোনীত করিবার দোষে তাহার অধিকাংশ ফলোপধায়ক হয় না। মফস্বলে ছোট আদালত স্থাপন একটি মহোপকারক কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বিচারপতির দোষে তাহা [illegible] ফল প্রসব করা দূরে থাকুক, [illegible] বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে

অয়ং রত্নাকরোঽম্ভোধিরিত্যসেবি ধনাশয়া।
ধনং দূরেঽস্তু বদনমপূরি ক্ষারবারিভিঃ॥

এই সমুদ্র রত্নের আকর, ইহা হইতে ধন লাভ হইবে এই আশা করিয়া ইহার সেবা করিলাম, ধন দূরে থাকুক, ক্ষারবারি দ্বারা মুখ পরিপূরিত হইল।

যখন ব্যবস্থাপক সভায় মফস্বলে ছোট আদালত প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ লইয়া আন্দোলন হয়, সেই সময়েই আমরা [illegible] ছিলাম, যে সকল ব্যক্তি সদর আদালতে কার্য্য করিয়া পরিপক্ক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই ঐ [illegible] দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু রাজপুরুষেরা [illegible] উরদিগের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ হওয়াতে সকল স্থলে আমাদিগের মনোমত বিচারপতি নিয়োগ হয় নাই, তাহাতেই এক্ষণে স্থানে স্থানে বহু অনর্থ ঘটিতেছে। আমরা যে এক খানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি, তাহা আমাদিগের বক্তব্য সমর্থন করিতেছে। সে খানি নিম্নে প্রকটিত হইল।

মহাশয়! গ্রাণ্টসাহেব ও সীটনকার সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নীল প্রধান প্রদেশের প্রজা-

দিগকে দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা এবং প্রজার দুঃখ বিমোচন চেষ্টায় লঙ্ সাহেবের কারাবাস ও হিন্দুপেট্রিয়টের লেখনী ধারণ সমুদয় বৃথা হইল! এক ছোট আদালত স্থাপিত হওয়াতেই নীলকরদিগের পূর্ব্ববৎ দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার পুনরাগমন করিয়াছে। যদি বাবু কালীশ্বর মিত্র কিম্বা টম্ সন সাহেবের ন্যায় নিরপেক্ষ বিচারপতিগণ ছোট আদালত সকলের জজের পদে অভিষিক্ত হইতেন, আমাদিগের এত দুরবস্থা হইত না এবং প্রজারা যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহাও হারাইত না। যে কএক জন ব্যারিষ্টর বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কুষ্টিয়ার জজ মহামতি শ্রীযুক্ত টেম্পল সাহেব সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত। ঝিনাইদহের জিংহ্যাম সাহেবের সদ্বিচার মহাশয়ের অবিদিত নাই। টেম্পল সাহেব তাঁহারও উপরে চলেন! ইনি স্বজাতি পক্ষপাতিতা বিষয়ে সকলকে পরাজয় করিয়াছেন। ইউরোপীয় যে মিথ্যা কহে ইহা তিনি প্রাণান্তেও বিশ্বাস করেন না। বিচারাসনে বসিয়া স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে সাহেব লোক কখন মিথ্যা কয় না। এরূপ যাহার সংস্কার, তাঁহা হইতে মকদ্দমার যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা কি? কোন নীলকর নালীশ উপস্থিত করিলে এক জন ইংরাজ সাক্ষী থাকিলেই সে মকদ্দমায় নীলকরের নিশ্চয় জয় হয়।

উক্ত গুণজ্ঞ মহোদয় এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের মকদ্দমাতে একই আইনের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন! অত্রত্য দুরন্ত নীলকর এক প্রজার নামে, গাছ কাটিয়া লইয়াছে, বলিয়া তাহার মূল্য পাইবার নালীশ করে। প্রতিবাদী প্রজা এই আপত্তি করিল, যে ১৪ আইনের ২ ধারানুসারে সাহেবের নালিশে তামাদি ঘটিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শী বিচারপতি এক্ষণে ১৩ আইনের ১৬ ধারা খাটাইয়া প্রজার প্রতিকূলে ডিক্রী দিলেন।

মি কেনি সাহেবের গৃহ দেবতা, কেনি সাহেবের ঘরে বাস এবং কেনি সাহেবের ঘরে কাছারিও করেন। ইঁহার সহায়তায় কেনি সাহেব অনেক প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! একটা তেঁতুল গাছের মূল্য ৩০ টাকা! ইহা কি মহাশয় কখন শ্রবণ করিয়াছেন? কেনি সাহেব প্রত্যেক গ্রামের অনেকসংখ্যা প্রধান প্রধান প্রজার নামে এই প্রকার অন্যায় ডিক্রী প্রাপ্ত হওয়াতে প্রজারা হতাশ হইয়া নীলের দাদন স্বীকার করিয়াছে। মহাশয় ও মহাশয়ের পাঠকবর্গ কেনি সাহেবকে বিলক্ষণ জানেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শতাংশের একাংশ দৌরাত্ম্যও সাধারণের গোচর হয় নাই। সাহেব অন্যায় করিয়া প্রজা দলের পৈতৃক ভূমি হইতে লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। অনেক প্রজার পাঁয়াড় হইতে লোক প্রেরণ করিতে মাসে মাসে ২০। ২৫ টাকা করিয়া দিতেছে। এতদ্ভিন্ন এক এক প্রজার বিরুদ্ধে কত শত মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা লিখিয়া কি হইবে। প্রজাদিগের দুঃখ দর্শন করিতে গেলে ক্ষণমাত্রে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রজারা চাষ করিবে কি মকদ্দমা তদ্বির করিবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সাহেবের শরণাপন্ন হইয়াছে। কুষ্টিয়ার টেম্পল সাহেবের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে ৮। ১০ খান দরখাস্ত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন বোধ হয় না। যদি ইংরাজ কর্ম্মচারি কোন বাঙ্গালি হাকিমের বিরুদ্ধে এরূপ দরখাস্ত করিতেন, তিনি অবশ্যই পদচ্যুত হইতেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা, যদি প্রজাদিগের হিত চেষ্টা তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃ কল্প হয়, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তবে প্রজাদিগের প্রার্থনার প্রতি প্রণিধান করুন।

টেম্পল সাহেব কেনি সাহেবের গৃহে বাস ও কাছারি করেন। এই কেনি সাহেবের সহিত প্রজাদিগের বিরোধ ভঞ্জনার্থ টেম্পল মফস্বলে গিয়াছেন। কেনি সাহেব বাদী ও প্রজারা প্রতিবাদী। এরূপ স্থলে টেম্পলের কেনির গৃহে বাস ও কাছারি করা যে কোন রাজকীয় আজ্ঞা, বিধি অথবা যুক্তির অনুসারী, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনভিজ্ঞ লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহার প্রত্যবায় ভাগী কে হইবেন?

আমাদিগের পত্র প্রেরক টেম্পলের বিষয়ে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, (ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিবেন) এবম্বিধ বিচারকর্ত্তারা দুর্বৃত্ত নবাবদিগের অধিকার কালের বিচারকর্ত্তাদিগের অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকারক সন্দেহ নাই। উক্ত নবাবদিগের অধিকার কালে বিচারকর্ত্তারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেন, ইঁহারা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিতেছেন। বিচারপতির এবম্বিধ ব্যবহার দেশের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক। যে দেশের প্রজারা স্বাধীনবৃত্তি হইয়া কৃষ্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ না হয়, সে দেশের কখন শ্রীবৃদ্ধি হয় না। এরূপ ব্যবহার বার্ত্তা শাস্ত্রের নিতান্ত বিরোধী। জন ষ্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছেন " যে আইন ও ব্যবহার এক শ্রেণির অথবা এক সম্প্রদায়ের অনিষ্ট করিয়া অপর শ্রেণি অথবা অপর সম্প্রদায়ের ইষ্ট সাধন করে, যাহা কতকগুলি প্রজার আত্মহিত চেষ্টার প্রতিরোধক হয় তাহা বার্ত্তাশাস্ত্রের মূল যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ, ঐ সকল আইন ও ব্যবহার না থাকিলে দেশের সাধারণের যে উৎপাদন শক্তি থাকে, তাহা কমিয়া যায়।" আমরা যে স্থলের কথা কহিতেছি, এ স্থলে আইনের দোষ না থাকিলেও বিচারপতির দোষে ব্যবহার দোষ জন্মিয়াছে।

বিধবাবিবাহ।

আমরা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম, হুগলীজেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে ২৪ শ্রাবণ শুক্রবার মহাসমারোহে একটি বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বীরসিংহ বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাসস্থান। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রকোনা রামজীবনপুর প্রভৃতি নানাস্থানে বিবাহ হইতেছিল, বীরসিংহ গ্রামে এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বীরসিংহ রাধানগর ক্ষীরপাই যদুপুর লক্ষ্মণপুর উদয়গঞ্জ দীর্ঘগ্রাম নিশ্চিন্তপুর গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের সাধারণ ভদ্রলোক সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।

ঐ অঞ্চলে গত তিন বৎসরে ক্রমে

ক্রমে ২০। ২২ টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন বিবাহেই এরূপ সমারোহ ও এরূপ বহুগ্রামের সম্মতি ও বহু ভদ্র লোকের সমাগম হয় নাই। বরের নাম শ্রীযুত রামব্রহ্ম পাঠক, বয়স ২১ বৎসর। এই ইঁহার প্রথম বিবাহ। কন্যার নাম শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী, ক্ষীরপাই নিবাসী শ্রীযুত হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। পাঁচ বৎসর বয়সে চন্দ্রকোনানিবাসী ৺ সীতারাম চৌধুরীর সহিত প্রথম বিবাহ হইয়া ঐ বৎসরেই বৈধব্য সঙ্ঘটন হয়। এক্ষণে, কাদম্বিনীর বয়ঃক্রম ৯ নয় বৎসর মাত্র। বিবেচনা করিতে গেলে অদ্যাপি কাদম্বিনীর বিবাহের প্রকৃত বয়স্ হয় নাই। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ বৈধব্য সঙ্ঘটন ও পুনরায় বিবাহ হইল!

গবর্ণমেণ্টের অথবা মিসনরিদিগের কাহার বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা হয়?

ভারতবর্ষীয়দিগের সমাজ, ধর্ম, রাজ্য ও শাসন প্রণালী প্রভৃতি যে যে বিষয়ে নিকৃষ্টতা ও সদোষতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সে সমুদায়গুলি এক কারণে পর্য্যবসিত হইতে পারে; তাহা দূরীভূত করিবারও এক মাত্র উপায় আছে। বিদ্যাশিক্ষার অভাবই আমাদিগের তাবৎ কষ্টের কারণ। আমাদিগের দেশের যে অংশে বিদ্যার সমধিক সমাদর হইয়াছে, সে স্থল হইতে কুসংস্কার প্রভৃতি পলায়নোন্মুখ হইয়াছে। যে স্থলে তাহার অভাব, সেই স্থলেই নানা দোষের প্রাদুর্ভাব। যদি আমাদিগের কৃষকেরা লেখাপড়া জানিত, তাহা হইলে কি তাহারা প্রত্যেক ভূম্যধিকারী ও নীলকরের দাস হইয়া থাকিত? মধ্যম ও প্রথম শ্রেণি যদি প্রকৃত কৃতবিদ্য হইতেন, আমাদিগের সামাজিক দোষ কি আজিও এদেশকে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়া রাখিতে পারিত? ইংলণ্ডীয় মহাসভা কি আমাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার দানে পরাঙ্মুখ হইতে পারিতেন? কেবল এক বিদ্যাশিক্ষার অভাব কি আমাদিগের অনৈক্য, ও সৎক্রিয়া সাহসাদি বিরহের প্রধান কারণ নহে? এদেশের অধিকাংশ লোকে যদি কৃতবিদ্য হইতেন, আমরা কি কানাডার ও অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশকারিদিগের ন্যায় সৌভাগ্যশালী হইতে পারিতাম না?

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও আমরা এ বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। বোধ হয়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, দেশের লোকে সমধিক যত্নশীল না হইলে কেবল গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দেশের সম্যক উন্নতি লাভ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এদেশের লোকের তাদৃশ যত্ন ও অনুরাগ নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যা কিছু করেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে দেশসাধারণ যাবতীয় লোকের শিক্ষাকার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়, এবং ধর্মনীতির উন্নতি সাধনের উপায় বিধান ব্যতিরেকে যে শিক্ষাদান প্রণালী, তাহা পূর্ণ ও প্রশংসনীয় নয়, এ সকল চিন্তায় আমাদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টও ক্লেশ স্বীকারে বড় সম্মত নহেন। ধর্মনীতির সমধিক চর্চ্চা ও সৎপ্রণালী অনুসারে যে সুশিক্ষা হইতেছে না, প্রধান পুরুষদিগের কোন কোন ব্যক্তির মুখেও একথা কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর সর বার্টল ফ্রিয়ার এক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সময়ে কহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অপেক্ষা মিসনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে উত্তম শিক্ষা হইয়া থাকে। এই বিষয়ের মীমাংসার্থী হইয়া সংবাদ পত্র সকল দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত শিক্ষা প্রণালীকে অগ্রে লইয়া যাইতেছেন, অপর দল মিসনরি বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে তাহার উপরে লইয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আমরা অবিমৃষ্যবাদির ন্যায় উক্ত উভয়বিধ সদোষ শিক্ষা প্রণালীর একটীরও [illegible] প্রশংসাগানে উন্মুখ নহি। যে শিক্ষা প্রণালী দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর মার্জ্জনা হয়, সে অংশে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরই প্রাধান্য নয়ন গোচর হইয়া থাকে। সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বার্ত্তাশাস্ত্র, এ সমুদায় বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আর সকলকে পরাভব করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের সহিত অপর বিদ্যালয়ের ত তুলনাই হয় না। কিন্তু ধর্মনীতি সংক্রান্ত শিক্ষা প্রণালী প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমরা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রাধান্য পদপ্রদানে উৎসাহী নহি। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে যে রূপে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাতে তত্রত্য ছাত্রগণের এবিষয়ে নিকৃষ্টতা হওয়া অসম্ভাবিত নয়। শিক্ষকগণ কেবল ছাত্রদিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ করাইবারই চেষ্টা পান। ছাত্রেরা দুষ্ট হউক, আর দুশ্চরিত্র হউক, বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে প্রশংসা লাভ করিলেই শিক্ষকেরা তাহার সমুদায় দোষ মার্জ্জনা করেন। কর্ত্তৃপক্ষেরও এই বিহিত রীতিতে উৎসাহ দান করা হইয়া থাকে। অধিকসংখ্য ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তাঁহারা তুষ্ট হন। এ অংশে মিসনরি বিদ্যালয়ও সমধিক সৌভাগ্যশালী নহেন। সেখানে বাইবল পাঠনা হয় বটে, কিন্তু তাহা ছাত্রগণের চরিত্র সংশোধন বিষয়ে তাদৃশ উপযোগী হয় না। কোন ছাত্র গৃহে অথবা বিদ্যালয়ে কিরূপ আচরণ করিল; বাইবলের উপদেশানুসারে চলিল কি না, মিসনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরা অথবা শিক্ষকগণ কি এ সকলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? এ সকলের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কি ছাত্রের ধর্মনীতিতে ব্যুৎপত্তি জন্মিবার অথবা চরিত্র

দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা আছে? উক্ত বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদিগের গৃহে বাইবলের উপদেশানুরূপ আচরণ হওয়াও সম্ভাবিত নয়। তাঁহারা বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্মের অনুসারী উপদেশ শ্রবণ করেন, গৃহে গিয়া তাহার বিপরীত ধর্ম্মানুসারী আচরণ দেখেন। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক গণেরও কেবল বাইবল পাঠনাতে দৃষ্টি, ছাত্রেরা তাহার উপদেশানুরূপ আচরণ করে কি না, সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই। কেবল কি শুক পক্ষীর ন্যায় গুটীকত বাইবলের বাক্য শিখিলেই চরিতার্থতা লাভ হয়?

যে প্রণালীতে শিক্ষা করিলে সম্পূর্ণ রূপে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা আছে, কি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের কি মিসনরি বিদ্যালয়ের কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরাই তদনুসরণ করেন না। সে প্রণালী এই, বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত উপদেশ দানের নিয়ম করিতে হইবে। ছাত্রেরা কি গৃহ কি বিদ্যালয় কোথায় কি রূপ ব্যবহার করিল, শিক্ষকদিগের তদ্বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পাঠ না হইলে শিক্ষকেরা এখন যেমন ছাত্রদিগের দণ্ডবিধান করেন, চরিত্র দোষ দর্শন করিলে তখন তেমনি দণ্ডবিধান করিবেন। যত দিন এই নিয়ম না হইতেছে তত দিন কি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় কি মিসনরি বিদ্যালয় কোনস্থানেরই শিক্ষাপ্রণালী সাধু হইতেছে না। সকল বিষয়েরই বাল্যাবধি অভ্যাস চাই, অভ্যাস ব্যতিরেকে দৃঢ়তা জন্মে না। সে অভ্যাস কোথায়? যাহারা মিসনরি বিদ্যালয়ের অথবা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের দুই চারি জন সচ্চরিত্র ছাত্রকে প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তত্তৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারা ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। দুই চারি জনের সচ্চরিত্রতা দ্বারা শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

সর চার্লস উড একদিন হৌস অব কমন্সে কহিয়াছিলেন যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থলে প্রবর্ত্তিত করা যায়, ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল হইতে পারে। সর চারলস উডের এবম্বিধ উদার চেষ্টার সম্বাদ শ্রবণ করিয়া দুটী কারণে আমাদিগের অকৃত্রিম আনন্দ জন্মিতেছে। এক, এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবর্ষের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দ্বিতীয়, এই প্রথা প্রবর্ত্তন যুক্তি ও ন্যায়ানুসারে নিতান্ত আবশ্যক। এতদিনের পর এই প্রথার গুণ সর চারলস উডের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে দেশের যে মহোপকার লাভ হইয়াছে, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষ কালে অনেক প্রধান ব্যক্তি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উল্লিখিত প্রকার বন্দোবস্ত করিবার অনুরোধ করেন। মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন বন্দোবস্তের নিয়ম থাকিলে কৃষক ও জমীদারের ভূমির প্রতি যথার্থ মায়া জন্মে না। করবৃদ্ধির ভয়ে অনেকে ভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিমুখ হয়।

আমরা চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের সপক্ষতা করিতেছি বটে, কিন্তু আমরা বঙ্গদেশের বন্দোবস্তের সপক্ষ নহি। এবন্দোবস্তের একটি মহৎ দোষ আছে। এতদ্দ্বারা জমীদারদিগেরই হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কৃষকদিগের স্বত্ব ও অধিকারের বিষয়ে তাদৃশ যত্ন করা হয় নাই। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে একবার প্রমাণ করিয়াছিলাম, কৃষকেরাই ভূমির যথার্থ অধিকারী। জমীদার ও রাজার কেবল করের সহিত সম্বন্ধ। বঙ্গদেশের ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাতে জমীদারদিগেরই ভূস্বামিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। লার্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণমেণ্টকে ভূমির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অনুধাবন করিয়া দেখিলে নৈসর্গিক নিয়ম ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারে রাজা ভূমির প্রকৃত স্বামী নহেন। উক্ত লার্ড কৃষকদিগকে উপেক্ষা করিয়া যদি জমীদারদিগের হস্তে সর্ব্বস্ব প্রভুতা প্রদান না করিতেন, তিনি ভূমির প্রকৃত স্বামীর আবিষ্করণে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতাম। তিনি যদি জমীদারদিগের হস্তে যথেচ্ছ ক্ষমতা না দিয়া কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নীল প্রধান প্রদেশের কৃষকদিগের ঈদৃশ দুর্দ্দশা কি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত? নীলকরদিগের সহিত তত্রত্য প্রজাগণের কয়ঘটিত বিবাদ লইয়া গবর্ণমেণ্টকে এত কষ্ট পাইতে হইবে কেন এই বিবাদের মীমাংসার্থ সাধারণের টাকাই বা নষ্ট হইবে কেন?

কিন্তু সর চারলস উড যে প্রকার বন্দোবস্তের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে এদোষের পরিহার সম্ভাবনা আছে। তিনি জমীদারদিগকে মধ্যবর্ত্তী না করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার মনোরথ করিয়াছেন। এই বন্দোবস্ত এককালে সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করা হইবে না। সময়ে সময়ে যে সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক চিরস্থায়িরূপে কর ধার্য্য করা হইবে। পূর্ব্বকার নিয়মানুসারে সকল স্থলে কিছু এককালে বন্দোবস্ত হয় নাই, অতএব নূতন বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে প্রায় ৩০ বৎসর লাগিবে।

সর চারলস উডের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্ট সভার আদৃত ও গৃহীত হইয়া বিধিবদ্ধ হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটি মহান্ উপ

কার লাভ হইবে। প্রথম, কৃষকেরা ভূস্বামী হইলে তাহাদিগের ভূমিতে মমতা জন্মিবে; সুতরাং তাহারা প্রাণপণে আপন আপন ভূমির উন্নতি সাধন চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়, তাহাদিগের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য লাভ। তৃতীয়, তাহাদিগের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্যলাভ হইলেই তন্মূলক ভারতবর্ষের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইবে। চতুর্থ, এক্ষণে নীলকর জমীদারদিগের সহিত কৃষকদিগের নিত্য বিরোধ থাকাতে তাহার মীমাংসার্থ গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া যে অর্থব্যয় ও কষ্টস্বীকার করিতে হইতেছে, তাহার অনেক লাঘব হইবে। পঞ্চম, এক্ষণে উল্লিখিত বিরোধমূলক ভারতবর্ষে যে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি স্রোত প্রবাহিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক অংশে রুদ্ধ হইবে। ষষ্ঠ, যদি মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির ন্যূনতা ও তন্মূলক মকদ্দমার হ্রাস হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিচারকার্য্যে অর্থব্যয় কমিয়া যায়, ভারতবর্ষের অর্থসচ্ছল হইবার আর একটী উপায় হইবে। ফলতঃ সর চারলস উডের প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজ, রাজস্ব প্রভৃতি বহুতর বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গললাভ হইবে সন্দেহ নাই

পরিশেষে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশসকলে ত উল্লিখিত বন্দোবস্ত হইতে চলিল, এখন বঙ্গদেশের উপায় কি? বঙ্গদেশে বর্ত্তমান বন্দোবস্ত থাকিলে ত মঙ্গল নাই। কিন্তু অকস্মাৎ জমীদারদিগকে ভূস্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত করাও সাধ্যায়ত্ত নয়। তাহা করিতে গেলে অত্যাচারির কার্য্য করা হইবে। লার্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ অব্দে যে প্রথম বন্দোবস্ত করেন, তাহার পর অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক জমীদারী অনেকসংখ্য লোকের অনেকবার হস্তান্তর হইয়াছে, তাহাতে অনেকের অনেক অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদিগকে সেই সেই জমীদারী হইতে ভ্রষ্ট করিতে গেলে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। সভ্য গবর্ণমেণ্ট কি এরূপ করিতে পারেন? তদ্ভিন্ন, গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ আর একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ করা কর্ত্তব্য? গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা জমীদারদিগকে লওয়াইয়া কৃষকদিগের নিজ নিজ জোতের ভূমিতে অল্প হারে মৌরসীপাট্টা দেওয়ান। জমীদারদিগের এপ্রস্তাবে অসম্মত হইবার কারণ নাই। এ বন্দোবস্ত করিলে তাঁহাদিগের ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরতা গুণ সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের কাহারও যদি ভূমির উপরে নিজে কিছু করিবার ইচ্ছা থাকে, পতিত ভূমি বিক্রয় হইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা ক্রয় অথবা অরণ্যময় ভূমির আবাদ করুন। মৌরসী বন্দোবস্ত না থাকিলে প্রজারা ভূমিতে স্থায়িরূপে কিছু করিতে চাহে না। তাহার কারণ এই; সেরূপ কিছু করিলে জমীদারদিগের চোখ টাটিয়া উঠে। আমরা এক দিন স্বকর্ণে শুনিলাম, কোন জমীদারের এক গমস্তাকে এক প্রজা কহিতেছে, "আমি ২০ বৎসর যে ভূমিতে বাস করিতেছি, তাহাতে ২। ৪ টী গাছ বসাইয়াছি বলিয়া তোমরা খাজনা বাড়াইতে চাহিতেছ, আমি যে আওলাত করিয়াছি তাহার কিছু মূল্য দাও উঠিয়া যাইব।" জমীদারেরা স্বার্থপরতা বশতঃ প্রজাদিগের কষ্ট ও হিতাহিত বুঝিতে পারেন না।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। সাহিত্য মুক্তাবলী। শান্তিপুরস্থ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামি প্রণীত। সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণ হইতে ইহা বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইয়াছে।

২। রামায়ণসার সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত বাবু রূপদেব পাল রামায়ণের সার সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলায় প্রণয়ন করিয়াছেন।

৩। ভামিনীবিলাস। সংস্কৃত গ্রন্থ। কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ তর্করত্ন ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ইহার দুরূহ অংশ ও শব্দ সকলের ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪। বঙ্গদেশের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস ভাদুড়ী প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন।

৫। প্রচলিত জাতিভেদ শাস্ত্র এবং যুক্তি সম্মত কি না। ইহা হিতকরকারিণী সভা হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। জাতিভেদ শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত নহে, এতৎ প্রতিপাদনই এতৎ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৬। মন্মথ কাব্য। তারাচরণ দাস প্রণীত। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত সংশোধন করিয়া ইহার মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রাপ্ত।

গুরুধরা।

"গাধা কি কখন ঘোড়া হয়?"

এই শিরোনাম দিয়া গত ১৩ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে গুরু মহাশয়দিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা বিষয়ক যে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক সম্পূর্ণ সংবাদ প্রদান করাই অদ্যকার এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব পাঠশালার গুরুমহাশয় ও ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিবার জন্য কিঞ্চিৎ টাকা প্রদান করিয়া যান, কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা যাহাতে ঐ টাকা দ্বারা গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া হয়, তাহার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। প্রায় এক বৎসর গত হইল, উড্রো সাহেব কতকগুলি গুরু মহাশয়কে ৫ টাকা বৃত্তি দিয়া হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের গুরুপাঠশালায় ১২ টাকা বেতনে এক এক নর্ম্মাল ছাত্রকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, উড্রো সাহেব এই

প্রথা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু এ রহস্য কাহার কাছে নিবেদন করি!

গত বৎসর উড্রো সাহেবের সরকুলার প্রকাশের পর ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা গুরুধরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যেমন পল্টনের বেগারের নিমিত্ত বহির্গত সিপাহীকে দেখিলে কুলীলোক ভীত হয়, সেইরূপ গুরুমহাশয়েরা ভীত ও পলায়িত হইল, অনেক স্থলে এরূপ জনরব উঠিল যে গবর্ণমেন্ট গুরু মহাশয় দিগকে লইয়া গিয়া কুলী বা ভারবাহী পশুর কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। সুতরাং প্রায় কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টরই নর্ম্মালে গুরু পাঠাইতে সমর্থ হইলেন না কেবল বর্দ্ধমানের সুযোগ্য ডেপুটী বাবু অনেক যত্ন করিয়া প্রায় ৮০।৯০টী গুরুকে নর্ম্মালে প্রেরণ করিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। কিন্তু এক্ষণে বিশেষরূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে ঐ সকল গুরুর মধ্যে ২।১ জন ব্যতিরেকে প্রায় কেহই বাস্তবিক গুরু নহে, কাহারও পাঠশালা ছিল না। ডেপুটি বাবু প্রলোভন, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা গ্রামের অপর লোককে বশীভূত করিয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহাই উড্রো সাহেবের কৃতার্থতা লাভ।।

সম্প্রতি উক্ত বিষয়ের জন্য যেরূপ প্রস্তাব হইতেছে পাঠক বর্গ তাহাও অবগত হউন। এবৎসর গবর্ণমেন্ট উক্তরূপ কার্য্যের নিমিত্ত ত্রিশ হাজার টাকা দিবার সংকল্প করিয়াছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা প্রস্তাব করিতেছেন যে ঐ টাকা দ্বারা বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও ঢাকায় এক একটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করা যাইবে। যাহারা বাস্তবিক গুরুমহাশয় ছিল বা যাহারা গুরুমহাশয় হইতে অভিলাষ করে, তাহারা ৫ টাকা বৃত্তিসহ ঐ নর্ম্মালে আসিয়া এক বৎসরের জন্য অধ্যয়ন করিবে, যাহারা সার্টিফিকেট প্রাপ্তি পূর্ব্বক প্রতিগত হইয়া গুরুমহাশয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত হইবে, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে মাসিক এক টাকা প্রদান করিবেন।। পাথেয় ব্যয় সমেত মাসিক ১০০ শত টাকা বেতনে যে দুই জন নব ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ঐ সকল পাঠশালায় তত্ত্বাবধান করিয়া যে সকল ছাত্র ও গুরুমহাশয়দিগকে উত্তম দেখিবেন তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে কিছু২ পারিতোষিক প্রদান করিবেন। এক্ষণে পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন যে উড্রো সাহেবের কৃতার্থতা লাভের সহিত এই কার্য্যের ফলের কতদূর তারতম্য থাকিবে।

ফলতঃ এবিষয়ে আমাদের গবর্ণমেন্টকে তাদৃশ দোষ দিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহারা টাকা দিতে নিতান্ত কাতর হইতেছেন না, কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের অধ্যক্ষেরা স্বহস্তে সর্ব্বময় প্রভুতা পাইয়া ঐ টাকা যথেচ্ছ ব্যয় করিতেছেন। এইরূপ অনর্থক টাকা নষ্ট করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপ সেদিনকার প্রস্তাবে যে মেডলিকট সাহেবের ইনস্পেক্টরি পদে নিয়োগ এবং তাঁহার বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত এক জন বাঙ্গালিকে তাঁহার সহকারী করার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাল হয় নাই, কারণ ইহা অগ্রে স্বতঃসিদ্ধবৎ ধরিয়া লইতে হইবে যে বাঙ্গালিরা সহস্র বুদ্ধিমান ও সহস্র কৃতবিদ্য হইলেও ইনস্পেক্টরি প্রভৃতি বড় বড় পদ কখনই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না, স্বজাতি পালন ধর্ম্মানুরোধে উহা ইউরোপীয়দিগকেই দিতে হইবে, ইহা গবর্ণমেন্টের এক প্রকার স্থির সংকল্প আছে দেখা যাইতেছে। যদি তাহাই হয় তবে মেডলিকটকে ইনস্পেক্টরী দেওয়া অন্যায় হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তন্মধ্যে আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয় এই যে অপরাপর ইনস্পেক্টর সাহেবেরাও বাঙ্গালায় পারদর্শিতা বিষয়ে মেডলিকটের তুল্যকক্ষ হইবেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট অন্যান্য স্থানে ইনস্পেক্টরদিগের বাঙ্গলা জানার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই, কেবল মেডলিকট সাহেব বাঙ্গলা জানেন না সুতরাং তদ্দ্বারা সমুদায় সুনির্ব্বাহ হইতে পারিবে না ভাবিয়া এক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালিকে তাঁহার সহকারী করিয়া দিয়াছেন।। যাহা হউক "ঘুড়ি ঠিক হইলেই ভাল হয়। যদিই কোন কারণ বশতঃ তাহা না হয় তবে উহার একটি লাঙ্গুল যোজনা করিয়া দেওয়া উচিত"। ইহা যে এত দিনের পর গবর্ণমেন্টের বোধ হইয়াছে সেও আমাদের এক প্রকার শুভ সূচক বলিতে হইবে!

পরিশেষে আর একটী কথা লিখিয়া প্রস্তাব সমাপন করা যাইতেছে। গবর্ণমেন্ট আমাদিগের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে এত প্রয়াস পাইতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, আমরা এদেশের অবস্থা বিশেষরূপ জানি, আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, তাঁহারা ঐ কার্য্য সংসাধনের জন্য যে প্রথা অবলম্বন করিতেছেন তাহা কখনই কার্য্যকারিণী হইবে না। যদি এই কার্য্য উত্তম রূপে সংসাধন করিতে তাঁহাদের বাস্তবিক অভিপ্রায় থাকে তবে তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাব সকল পরিত্যাগ করিয়া সাহায্যদান প্রথাকেই সংশোধন করুন অর্থাৎ এক্ষণে এই রূপ নিয়ম আছে যে ছাত্র দত্ত বেতন বাদে লোকেরা যত টাকা দিবেন গবর্ণমেন্ট তত টাকা সাহায্য দিবেন, ছাত্র দত্ত বেতন লোকের স্বাক্ষরিত দান রূপে পরিগণিত হইবে না। গবর্ণমেন্ট এই নিয়ম রহিত করিয়া ছাত্র দত্ত বেতন যত হইবে তাহাই লোকের স্বাক্ষরিত দান বিবেচনা করিয়া তত টাকা সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করুন। ঐ বেতন সকল সময়ে সমান থাকে না থাকে তজ্জন্য সম্পাদকদিগকে নিয়মিত টাকা দিবার অঙ্গীকার করাইয়া লউন। গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় প্রায় সর্ব্বত্রই ৫ টাকা বেতন উঠিয়া থাকে, যদিও কোন স্থানে না উঠে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই ৫ টাকা করাইয়া লইতে পারা যায়। যাহা হউক, যেখানে ৫ টাকা বেতন উঠে গবর্ণমেন্ট তথায় ৫ টাকা সাহায্যদান করুন। ১০ টাকায় এক জন সামান্য রূপ নর্ম্মাল ছাত্রকে বা নিকটস্থ কোন সাহায্য কৃত বিদ্যালয়ের এক জন কৃতবিদ্য ছাত্রকে পাঠশালায় নিযুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই রূপ শিক্ষক প্রাপ্তির নিমিত্ত অপর নর্ম্মাল স্কুলে প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান নর্ম্মালদ্বয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় নিরূপণ করিয়া দিলেই হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ সকল ক্ষুদ্র সাহায্য কৃত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য যে সকল ডেপুটি ইনিসপেক্টর নিয়োজিত থাকিবেন, তাঁহারা সেই সেই গ্রামের ২।১ জন বুদ্ধিমান যুবককে নর্ম্মালে পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। কারণ গ্রামবাসী কোন ব্যক্তি আপন গ্রামে ১০ টাকা মাসিক পাইলে তাঁহার এক প্রকার চলিতে পারে। এই সকল কার্য্য

সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে বিশেষ বুৎপত্তিশালী এক জন বাঙ্গালিকে ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালি ভিন্ন ইউরোপীয় দ্বারা এ কার্য্য নির্ব্বাহ করা কেবল আড়ম্বর ও অর্থাপব্যয় মাত্র হইবে ইতি।

লণ্ডন ৩ রা জুলাই ১৮৬২।—

শিল্পসম্প্রদায়ক লণ্ডনের সমারোহের নিমিত্তাদ্যাপি শেষ হয় নাই। পুঞ্জ পুঞ্জ লোক সকল অযোধ্যার্থী হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী এক্ষণে সুস্থ আছেন, প্রতি দিবস অসবর্ন নিকেতনের নিকটে পদব্রজে বায়ু সেবন করিয়া থাকেন।

স্পেন রাজ্যের অধীশ্বরী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন।

প্রসিয়ার রাজপুত্রবধূ (বিক্টোরিয়ার দুহিতা) গর্ভবতী হইয়াছেন।

ক্রিষ্টাল প্যালেসে মহাসমারোহে হাণ্ডেলোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ৪০০০ গায়ক একত্রিত হইয়া হাণ্ডেলের রচিত কতিপয় গান করেন তাহাতে ১৫০০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৪ ই জুনে জাপান দেশীয় রাজদূতেরা হলাণ্ডের রটরডাম নামক স্থানে উপস্থিত হন, তাঁহারা নিজ ভাষায় লিখিত বহুতর পতাকা নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, জাপানের সহিত হলাণ্ডের বহুদিনাবধি বাণিজ্য থাকাতে অনেক হলাণ্ডের জাপান দেশীয় ভাষা অবগত আছেন।

স্পেন দেশে যুবকা পেরেথ নাম্নী এক ভাতুকাব্‌ রাক্ষসী বাস করিত, গত বিংশতি বর্ষ যাবৎ সে স্পেনের অন্তর্গত গালিসিয়া প্রদেশের পক্ষে মহাভীতি স্বরূপ ছিল। কতকগুলা অনুচরের সহিত সে নানা স্থানে ডাকাইতি করিত। এবং কোন পথিক তাহার হস্তে পড়িলে আর ত্রাণ পাইত না। সে বৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর হৃদয়া। এবং বহুকাল ব্যাপিয়া রাজ্যের ব্যবস্থাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিতেছিল সংপ্রতি সে ধৃত হইয়াছে।

মিসর দেশের অধিপতি এখানে নানা কুলীনের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতেছেন।

করাসীশ ব্যবস্থাপকসমাজে শকট ঘোটকাদির উপর টাক্স লইয়া এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। উক্ত বিষয়ক বিল সংশোধিত হইয়া গ্রাহ্য হইয়াছে।

ওয়ালাচিয়া রাজ্যের মন্ত্রিসমাজের সভাপতি ক্যাটার্গি সংপ্রতি নিহত হইয়াছেন।

আমেরিকার ফেয়র্‌ ওকস নামক স্থানে অল্প দিবস পূর্ব্বে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে কন্‌ফেডরেটদের পক্ষে ৮৯০ হত, ৩৬২৭ আহত, এবং ১২২২ জন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কন্‌ফেডরেটরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে।

আমি পূর্ব্বকার এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে খৃষ্টধর্ম্মের রাজসিদ্ধ মতের বিরুদ্ধমত প্রচার করাতে ডকটর উইলিএমস্‌ এবং উইলসন্‌ সাহেবের নামে ধর্ম্মসমাজে অভিযোগ উপস্থিত হয়। উক্ত বিষয় লইয়া এখানে মহান্‌ আন্দোলন হইয়াছিল। উইলিএমস্‌ ও উইলসন্‌ উভয়েই চর্চ্চ-অব-ইংলণ্ডের পাদরি, তাঁহারা চর্চ্চের মত প্রচারার্থ বেতন গ্রহণ করিতেছিলেন, অথচ তাঁহারা যথেচ্ছ রূপে বাইবেলের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। বিচারপতিরা উভয়কে নির্দ্দোষ করিয়াছেন। অতএব বোধ হইতেছে যে চর্চ অব-ইংলণ্ডের দোহাই দিয়া এক্ষণে লোকে বিনা শঙ্কায় যথেষ্ট মত অবলম্বন করিতে পারিবে। অনেক ইংরেজ যে এই রূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কথিত হইয়াছে যে রুসিয়া ও প্রসিয়া অবিলম্বে ইটালির স্বাধীনত্ব স্বীকার করিবেন।

গারিবাল্‌ডি কাপ্রেরা দ্বীপে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বেল্‌জিয়মের রাজা রোগ ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন।

কানেডা প্রদেশে বৃষ্টির অভাব হেতু লোকে কষ্ট ভোগ করিতেছে।

ট্রুলাসুল নগরে ৫০০ শত গৃহ ও পণ্যশালা দগ্ধ হইয়াছে।

দিল্লীর নিকটে যমুনা উত্তরণের নিমিত্ত মাঞ্চেষ্টর নগরে এক প্রকাণ্ড লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। তদ্দ্বারা বাষ্পীয় রথ ও সামান্য শকটাদি গমন করিতে পারিবে। উহার খিলানের সংখ্যা ১২। প্রত্যেকে ২১৫ ফীট দীর্ঘ। একাদশটি স্তম্ভের প্রসারের সহিত ঐ দীর্ঘতাকে একত্রিত করিলে, সেতুর দীর্ঘতা সর্ব্বশুদ্ধ এক পাদক্রোশের অতিরিক্ত হইবে।

অবগতি হইল যে ভারতবর্ষ হইতে ১৮৬১ শকে ১৩১৮৫ ব্যক্তি মরীচ উপদ্বীপে গমন করিয়াছে। স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ৩৫°৩।

আমেরিকার পিরু প্রদেশে এক ভূমিকম্প হইয়াছে।

মণ্টেনিগ্রিণেরা তুরুষ্কীয় সেনা দ্বারা যুদ্ধে বারম্বার পরাভব স্বীকার করিয়াছে।

লণ্ডনের পথের জনতা নিবারণার্থ ভূমির মধ্য দিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছিল। উহা আগামী আগষ্ট মাসে খুলিবার কথা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু এক ভয়ানক ব্যাঘাত দ্বারা উক্ত ব্যাপার কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থগিত হইয়াছে। ক্লার্ক ওয়েল নামক স্থানে কয়েক দিবস পূর্ব্বে রেলওয়ের বাঁধ হইতে শব্দ নির্গত হয়। উহা শ্রবণ মাত্র কার্য্যকরেরা ভূমির নিম্ন ভাগ হইতে পলায়ন করে। তদনন্তর এক ৮॥ ফীট গভীর, ৩০ ফীট উচ্চ, এবং ২০০ হস্ত দীর্ঘ ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া রেলওয়ের উপর পতিত হইয়াছে, এবং ভূমির অভ্যন্তরস্থ বর্ত্মের সর্ব্বাংশ জলে এককালে পূর্ণ হইয়াছে।

অন্য কোন তাদৃশ প্রয়োজনীয় সংবাদ উপলব্ধ হইতেছে না। আমারও ইংলণ্ডে অবস্থিতি শেষ হইয়া আসিয়াছে। অচিরাৎ এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিব। কিন্তু ভরসা করি, যে সোমপ্রকাশের লণ্ডনীয় পত্র যেন এই পর্য্যন্ত চিরকালের নিমিত্ত শেষ না হয়। আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পাঁচ মাস যাবৎ আপনাকে পত্র লিখিয়াছি। কোন ক্রমেই উচিত মত করিয়া লিখিতে পারি নাই; আমার লিপি সকল সুতরাং অশেষ দোষের আধার স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভরসাযোগ্য যে আমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনার সহৃদয় পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ভবিষ্যতে অন্য কোন শক্তি প্রবলিক অবকাশ লাভ করিয়া যথোচিত রূপে আপনার পার্টিকদের আনন্দ বর্দ্ধক হইবেন। লোক ভয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অপরশ্রেণীর লোক যে ইংলণ্ডে আগমন করিবেন, তাহার সম্যক লক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই দেশে আসিয়া ইংরেজদের সহবাস করা ভারতবর্ষীয়দিগের মনলোকিক এক প্রধান উপায়। যাঁহাদের বয়স অল্পাধিক, যাঁহাদের অর্থ সংগতি আছে, যাঁহারা কৃতবিদ্য, তাঁহাদের অকিঞ্চিৎ কর লোক ভয় পরিত্যাগ করিয়া এই মনোহর পর্ব্বরাজ্যতুল্য দ্বীপে জীবনের কিয়দংশ ক্ষেপ করা উচিত। ভদ্র ব্যবহার করিলে অর্থাৎ অভদ্র ব্যবহার না করিলে ইংরেজদের নিকটে আদরের ত্রুটি নাই। আমি বাসবাসের মধ্যে অদ্ভুত চরিত্র লোক সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। জীবন যে অসার পদার্থ নহে, তাহা ঈদৃশ চরিত্র সকল অধ্যয়ন করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। আমি স্বদেশাভিমুখে যাইতেছি, অথচ অতি দুঃখে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতেছি। বলিতে কি, এখানকার দেশ যেমন শীতল, এখানকার লোকের হৃদয় ততোধিক উষ্ণ। সচ্চরিত্র ব্যক্তির এদেশে আসিতে কোন ভয় নাই। লোকাপবাদ ভয় কেবল আমাদের যত অনর্থের মূল। আপনি, সম্পাদক মহাশয়! আমার সহিত একমত হউন আর না হউন, আমাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন যে কত দিন আর প্রবৃদ্ধ ব্যক্তি বালকের, দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি অন্ধের, পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খের পথ অবলম্বন করিয়া চলিবেন? এরূপ পথে চলিয়া আমরা কেবল চিরকাল পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। অতএব সাক্ষিশতা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের এককালে মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ইতি।

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।

গত ১লা ইংলণ্ডেশ্বরীর দ্বিতীয়া দুহিতার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২১এ শ্রাবণ সোমবার।

শ্রীহট্টের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট আমলা, মোক্তার প্রভৃতি প্রত্যর্থিগণকে কহিয়াছেন সন্ধ্যার সময়ে প্রহার পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন তাহাতে তত্রত্য লোকেরা তাঁহার নামে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিকটে নালীশ করিয়াছেন জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট সিবিলিয়ান ও আবেদনকারীরা তবে অরণ্যে রোদন করেন কেন?

শ্রীহট্টের সদর আমীনকে তত্রত্য জজ পদচ্যুত করিয়াছেন। সদর আমীন ঐ জজের অনেক গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন! জজ ভাইয়ের ভাই না কি?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক খানি পত্রে দৃষ্ট হইল কয়েক জন সিবিলিয়ান শিক্ষকতা কর্ম্মের প্রার্থনায় তত্রত্য সাধারণ শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টরের নিকটে আবেদন করেন। রিড সাহেব তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি তাহার এই কারণ প্রদর্শন করেন যে তাঁহাদিগের " সামাজিক পদ নাই " বোধ হয় এ সম্বাদটী সত্য নয়, সত্য হইলেও এখানকার অনেকে মারা যান।

২৪ পরগণার জজ লাটোর সাহেব (যিনি কিছু দিনের জন্য প্রধানতম বিচারালয়ের বিচার পতি হইবেন কথা ছিল) পীড়া বশতঃ ছয় মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। অযোধ্যার কাম্বেল সাহেব অথবা মেদিনীপুরের রসেল সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে নিয়োজিত হইবেন।

বাবু রাখালদাস হালদার (ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন) গত শনিবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইনি যোগ্য ব্যক্তি, ইহার একটী যোগ্য পদ লাভ হইলেই আমাদিগের আন্তরিক আনন্দের বিষয় হয়।

ইংলিসম্যান বলেন, প্রিন্স অব ওয়েলসের এদেশে আগমন করা উচিত নহে, তাহা হইলে তাঁহার লেয়ার্ড ও রসেল সাহেব প্রভৃতির ন্যায় সংস্কার হইবে। হা! অধিকারিদিগের কার্য্য প্রণালী সকলে জানিতে পারেন সেটি ভাল নয়! সিংহ ব্যাঘ্রাদি রাত্রি ও অন্ধকারই ভাল বাসে।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, তত্রত্য বিখ্যাত জমীদার পোগস সাহেব একটী চাঁদা করিতেছেন। তত্রত্য কালেজের কয়েক জন কৃতবিদ্য ছাত্রকে সিবিলসর্ব্বিসের পরীক্ষার্থে ইংলণ্ডে পাঠাইবার নিমিত্ত মূল ধন সংগ্রহ করাই ইহার উদ্দেশ্য। পোগস সাহেব চাঁদায় অনেক মূল্য সাধক দিয়াছেন। তত্রত্য লোকেরা এ বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

উক্ত পত্রে প্রবণ করিলাম কাছাড়ের ভূমির জরিপ আরম্ভ হইয়াছে। নীলগ্রাম প্রদেশের ভূমি সকল কবে জরিপ হইবে?

হিন্দুপেট্রিয়ট প্রধানতম বিচারালয়ের একটি অন্যায় আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি ষ্টেবর ও মর্গান সাহেব এক যোজনার স্থির করিতেছেন, জমীদারের মায়েব ও গমস্তারা মৌরসি পাট্টা দিতে পারিবেন। এরূপ নিয়ম হইলে কেবল যে জমীদারেরাই বিপদাপন্ন হইবেন এরূপ নহে, ভারতবর্ষে জালকারিতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতির আর একটি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া হইবে।

শ্যাম দেশ হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত একটি রেইলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

পেনাঙ্গ বন্দরে কয়েদিদিগের বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ২,২০২ কয়েদি আছে। ইহার মধ্যে ১৮৩৬ জন পুরুষ ও ১২৪ টি স্ত্রীলোক আছে স্ত্রীলোকেরা প্রায় বিবাহিতা। অনেকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহারা স্বতন্ত্র বাস করিয়া স্বাধীন হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। তথায় অধিকসংখ্য স্ত্রীলোক প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। অনেকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অতি জঘন্য আচারে কালক্ষেপণ করিতেছে, তাহারা পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইবে সন্দেহ নাই। রুশীয় গবর্ণমেন্ট সাকুরিয়ার উপনিবেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন!

টাইম্স অব ইণ্ডিয়ার এক জন পত্র প্রেরক বলেন টমাস নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপন ছল করিয়া লণ্ডনে চাঁদা করিতেছে। এই প্রবঞ্চক এক বার না কারারুদ্ধ হইয়াছিল?

পুনা অবজারবর বলেন, আমেদাবাদের কালেক্টর কাডিওয়ারের রেসিডেন্ট হইবেন। ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট তত্রত্য নবাবকে অপমা-

লিখের হস্তে, প্রথম [illegible] [illegible] বৎসর ৬৬৩০ [illegible]।

রাণীগঞ্জের [illegible] তারা [illegible] কাহারও প্রাণ বিনাশ হয় নাই।

বিদ্রোহীদিগের [illegible] যাইবে। সংবাদ [illegible] ও দুর্গালে [illegible] আরম্ভ করিয়াছে। [illegible] এক ঘোষণা পত্রদ্বারা তা- [illegible] প্রস্তাব করিলে বো- ধ হয় এই [illegible] দূর হইতে পারে।

[illegible] এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনেরল, প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য লেপ্ট- নেন্ট গবর্ণর আগরায় মিলিত হইয়া মধ্য ভারত- বর্ষে গমন করিবেন। ইহার কারণ জানা যায় না- ই। ১লা অক্টোবর- গবর্ণর জেনেরল কাশীপ্রঃ- স্থ রেইলওয়ে খুলিবেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, বাঙ্গালী পত্র পু- নর্ব্বার রাজ্য বিবাহের সপক্ষতা করিয়াছেন। একণে এ সকল কুপ্রথার অনুমোদন করা এক প্রকার অর্থ শক্তি প্রদর্শন মাত্র।

২৯ এ শ্রাবণ বুধবার।

বোম্বাই নগরে মালব দেশীয় অহিফেনের বাক্স ১৬০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। বোধ হয় এক অহিফেনে আমাদিগের অনুলাভ দূর করিবে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন, রাউলাণ্ড মণি সাহেব উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতর সভ্য হই- বেন।

উক্ত পত্র জ্ঞাত হইয়াছেন, হারিসন সাহেব শীঘ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গ দেশের ডেপুটি অডিটর ও আকাউণ্টান্ট জেনারল হইবেন।

পারিদর্শক বলেন গত ক.য় দিনে [illegible] ষ্টেসনে পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেইলওয়ে এক ব্যক্তি ছাদে টিন বসাইতেছিল এমত সময়ে সে ভূমিতে পতিত হয়। তাঁহাকে তৎক্ষণে মেডিকালকালেজে প্রেরণ করা হইল কিন্তু কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হই- য়াছে।

[illegible] বলেন, সিন্ধুদেশে এ বৎসর ৬,৬০০ বিঘা নীল হইয়াছে। গত ব- ৎসর ৩,৫০০ বিঘায় নীল চাষা করা হয়। নী- লের সহিত আমাদিগের ঘৃণা ও ভয়ের উদয় হয়।

সিন্ধুদেশে নিম্ন লিখিত ভূমির কর আ- দায় হইয়াছে।

	১৮৬০। ৬১	১৮৬১। ৬২
করাচি	৫,০৩,০৯০	৫,৪৪,০০০
হায়দরাবাদ	৯,৫৩,৫৪৭	৯,২২,২৭৩
সিকারপুর	১২,৭৭,৫৫২	১৫,৫২,৩১৬
উত্তর সিন্ধু	৯৯,৮৭৭	১,১৩,৯৪৫
পারকর	১,০৩,৫৭২	১,৫৫,০২৩
মোট	২৭,৪৭,১৪৪	৩৩,৫০,৫৬০

খাল খনন প্রভৃতি দ্বারা ভূমির শস্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই কর বৃদ্ধি হইয়াছে।

নীল গিরিতে চা আরম্ভ হইয়াছে। আ- রাকানের চা কোন কোন অংশে আসামের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে আমাদিগের জ- মীদারেরা চা চাষ করেন না কেন?

পুনা অবজারবর বলেন, ইংলণ্ড হইতে রাজস্ব বিষয়ের মন্ত্রী আসাতে আমাদিগের কেবল ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে। উইলসন সাহেব এক ভয়ানক কর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন লে- ঙ্গ সাহেবও আমাদিগের কষ্ট দূর করিতে পারিলেন না। একথা বড় মিথ্যা নয়।

গত সপ্তাহে টেলিগ্রাফে সংবাদ আইসে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেনাপতি মাকিলন পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করি- য়াছেন। কল্য ইংলিসম্যান এক টেলিগ্রাফ পা- ইয়াছেন, এ সংবাদ মিথ্যা। মাকিলন রিচ- মণ্ডে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়াছেন। সভাপতি লিঙ্কলন তাঁহার শিবির দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হ- ইয়াছেন। প্রথমেই আমাদিগের এই সংবাদে অবিশ্বাস হইয়াছিল। দেড় লক্ষ সৈন্য সম- ভিব্যাহারে এপর্য্যন্ত কোন সেনাপতি আত্ম সমর্পণ করেন নাই।

বহুবাজারের এক জন সম্ভ্রান্ত সূত্রধর তাঁ- হার বিধবা কন্যার বিবাহ দিবেন সঙ্কল্প ক- রিয়াছেন। আমরা কোন কারণ বশতঃ এক- ণে তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম না। অনেক সূত্রধর এবিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] এই পুস্তক [illegible] প্রাপ্তি [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]।

[illegible] সিন্ধুপাটের কয় সংস্কারের জন্য এক লক্ষ টাকা দিতেছেন। এই কয়টী [illegible] একটী [illegible] মধ্যে হীরের ন্যায় স্থাপিত। [illegible] ও [illegible] উভয় অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য।

সিন্ধু দেশে এ বৎসর ৫০০০০ মণ তুলা হইয়াছে। তত্রত্য সংবাদ পত্র বলেন, আগা- মী বর্ষে ইহার তিন গুণ তুলা জন্মিবে। একটি আহ্লাদের বিষয় এই যে এই বাণিজ্য দেশ বাসীদিগের হস্তেই আছে। সকল বিষয়ে এই প্রকার হইলেই ভাল হয়।

মক্কায় একণে নানাবিধ ভবিষ্যৎ বাণী হই তেছে। এক জন মোল্লা বলিয়াছেন মহম্মদ তাঁহাকে স্বপ্নে দিয়াছেন, গেব্রিএল দূত ইমাম মাহ্দি নামে ১৮৬৩। ৬৪ অব্দে অবতীর্ণ হই- য়া সমুদায় খৃষ্টীয়ানকে বধ করিবেন। খৃষ্টী- য়ানেরা মক্কা লইলেই তাঁহাদিগের উচ্ছেদ হইবে। বিদ্যা মুসলমানদিগের মধ্যে যত প্রবে- শ করিতেছে না। অতএব তাহারা অধিক কাল পর্য্যন্ত এইরূপ স্বপ্ন দেখিবে সন্দেহ নাই।

মিশরীয় ইউরোপীয় সেনা দলে ওলাউঠা হওয়াতে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হই- য়াছে।

চীন দেশের রাজধানী পিকিনে বিদেশী- য়েরা স্বেচ্ছামত যাইবার অনুমতি পাইয়া- ছেন। সম্রাটের পিতৃব্য রাজকুমার কঙের যত্নেই এই সকল হইতেছে। চীন দেশের বিদ্রোহীরা হতবল হইয়াছে। নানকিন শীঘ্র সম্রাটের হস্তে পতিত হইবে। অতএব উক্ত প্রাচীন রাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স বলেন, কাডাপার মাজি- ষ্ট্রেট এডবরণ সাহেব সম্প্রতি মান্দ্রাজ গ- বর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া প্রস্তাব করেন, এতদ্দেশীয় ধাত্রী ও কবিরাজেরা অজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট করেন, অ- তএব ইহা বন্ধের দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। মিতা- ভু পক্ষে ইহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া

আ[illegible]। [illegible] জাতব্য [illegible] ইউরোপীয় চিকিৎসা শিখাইবার সদুপায় উদ্ভাবন করিতে বলিয়াছেন। এদিকে বাঁডন সাহেব [illegible] মহাশয়দিগকে " পণ্ডিত " করিতেছেন। [illegible] উইলিয়ম জোনিসম কবিরাজদিগকে দ্বিতীয় মর আসলি স্থপার করিবেন। আমি কালি মূর্খদিগেরই মরণ!!!

ত্রিবঙ্কুরের রাজার এক জন কুটুম্ব এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে আজ্ঞা দেওয়াতে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। যথার্থ হত্যাকারীর ফাঁসী হইয়াছে। ত্রিবঙ্কুরের রাজা অনেক বিষয়ে শাসনের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের যাবতীয় রেলওয়ে কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের সংবাদ টেলিগ্রাফে পাঠাইতে পারিবেন। পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল আপনাদিগের সংবাদ পাঠাইতে পারিতেন। অন্য অন্য সংবাদ গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফে পাঠাইবার নিয়ম ছিল। গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কোম্পানির প্রতিযোগিতা হওয়াতে সর্ব্বসাধারণ অল্প ব্যয়ে সংবাদ পাঠাইতে পারিবেন তাহার উপায় হইল।

চীন দেশের বিদ্রোহে গবর্ণমেণ্ট যথার্থই হস্তার্পণ করিতেছেন। এক রেজিমেণ্ট বেলুচিকে প্রেরণ করা হইতেছে। সর্ব্ব শুদ্ধ চারি রেজিমেণ্ট এতদ্দেশীয় সেনা চীন দেশে গমন করিবে। এই ব্যয় শেষে ভারতবর্ষের স্কন্ধে পড়িবে সন্দেহ নাই।

৩১এ শ্রাবণ শুক্রবার।

ইণ্ডিয়ান মিরর ভারতবর্ষীয়দিগের সার্ব্ববিষয়িক ঔদাসীন্যের বিষয়ে আক্ষেপ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ নিষ্কারণ নয়।

উক্ত পত্র বলেন, এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক ইংলণ্ড হইতে এক জন বাঙ্গালীকে বঙ্গ ভাষায় পত্র লিখিয়াছেন। শব্দগুলি যথারীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং অক্ষর গুলি প্রায় ছাপার অক্ষরের ন্যায়। সম্পাদক এতদ্দেশীয় রমণীদিগকে এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। রমণীদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীকে বলাই উচিত ছিল।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বিদ্রোহীরা সাংহে হইতে পলায়ন করিয়াছে। জাপানে এক ব্যক্তি ইংরাজ কন্সলকে বধ করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অপর দুই ব্যক্তিকে আহত করিয়া নিজে হত হইয়াছে। টাইনলোর্ড [illegible] ব্যক্তি সাহিবেনের জাল চালান দিয়াছিল, তাহার আট বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। দুষ্কর্ম্মীর স্থানে অদ্যাপিও কোন দণ্ড না হয় স্থগিত।

কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিসনরেরা এত দিনে। পর জাগরিত হইয়াছেন। [illegible] অল্পের একাতেক মেজেটে তাঁহারা রাস্তায় জল দিবার কারণে কণ্ট্রাক্টারদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আপাততঃ পাঁচ খানি গাড়ি হইবে। এখনই আরম্ভ হইবে না কি? এ বাকাশ রাস্তায় জল দিবার উপযুক্ত সময় বটে।

সর হিউ রোজ কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্ট সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কাপ্তেন ফিটজারাল্ড ও সেনাদলের কর্ণেল গ্রিফীথকে নিযুক্ত করেন। এই দুই কর্ম্মচারী বিবাদ করাতে কাপ্তেন ফিটজারাল্ড প্রধান সেনাপতিকে গালি দেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে মেজর রাইটনকে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যের এক রিপোর্ট করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেটেরা যথানিয়মে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কোন বিষয়ে আমাদিগের ত্রুটি আছে। তথাপি আমরা অধিকারি দলের মন পাই না।

বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক ইনকম ট্যাক্স বাদে অংশীদিগকে শতকরা ৯ টাকা দিয়াছেন। সর চারলস উড লেও সাহেবের বন্দোবস্তে যথার্থই ক্রুদ্ধ হইতে পারেন।

কোচিনে জোসেফ নামক এক জন ধূর্ত্ত ইউরোপীয় ধৃত হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তি হংকঙের অহিফেনের কুঠি হইতে কয়েক সহস্র টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সে এক দিন এক হোটেলে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া ঐ কথা বলিয়া ফেলে। তাহাতেই তাহাকে ধৃত করা হয়।

অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে সিন্ধু রেইলওয়ে ভগ্ন হইয়াছে।

ফিনিক্স বলেন, প্রিন্স অব ওয়েল্স কোন কারণ বশতঃ এবৎসর ভারতবর্ষে আসিতে পারিলেন না।

বোম্বাইয়ের " জুতা খুলিবার গোলযোগের " বিষয়ে যে কমিসন নিযুক্ত হন, তাঁহারা বলিয়াছেন জুতা খোলা পারসীবর্গের বিপরীত। বিপরীত হইলে বয় কি, এতদ্দেশীয়েরা জুতা খুলিয়া ইংরাজদিগের কাছে যাইবেন, আর ইংরাজেরা জুতা পরিয়া এতদ্দেশীয়দিগের দরবারে যাইবেন, [illegible] হইয়াছে।

[illegible]
[illegible] হওয়াতে [illegible] [illegible] এক সারার্ধ [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] বোম্বাইনগরে [illegible] [illegible] কাপড়ের [illegible] বিক্রয় [illegible] তাহার [illegible] বাস করিত, তাহার [illegible] অধিকার ছিল। [illegible] তাহাকে হত্যা করিয়াছে। [illegible] পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

[illegible] কলিকাতার [illegible] [illegible] বলিয়া অনেক [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] নিম্নলিখিত মূল্যে [illegible] বিক্রীত হইয়াছে।

৪ টাকার নিকা	৯৯—৯৯॥
৪ টাকার কোম্পানির	৯৫—১০১৵
৫ টাকার	[illegible]—১০৬৵
৫ টাকার	১১২—১১২॥৵

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২রা আগষ্ট—লেপ্টেনেণ্ট ই, জার্ডিন, [illegible] আসামের এক জন সহকারী কমিশনর হইলেন।

কাউ থানির মুন্সেফ মৌলবী [illegible] বাকরগঞ্জে ১৮৫৯ অব্দের ১৭ আইনের ১০ ধারানুসারে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা [illegible] হইবেন।

৪ঠা আগষ্ট—[illegible] [illegible] বাগাধার সোকন্দমার [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

৫ই আগষ্ট—[illegible] ডেপুটি [illegible] এচ বেভারলি সাহেব ১৮২৮ অব্দের আইন অনুসারে উক্ত জেলার [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। এই ক্ষমতা [illegible] অব্দের [illegible] রেগুলেসন অনুসারে হইবে।

৬ই আগষ্ট—[illegible] ক্রো সাহেব [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া [illegible] ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় [illegible] অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

[illegible] আগষ্ট—নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা সম্পূর্ণ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়	ত্রিপুরা।
বাবু [illegible] রায়	নদীয়া।
বাবু হরিমোহন ঘোষ	পূর্ণিয়া।

বাবু মহিমচরণ পাল

বাবু রত্নলাল ঘোষ

বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবু কালিকাদাস দত্ত

বি, এল, [illegible]।

এচ, ডবলিউ, যাক্সন সাহেব [illegible]।

৮ই আগষ্ট—জি পিয়ার্স সাহেব [illegible] নব ডেপুটি অফিসের এজেন্ট হইলেন।

ডবলিউ, এচ, অয়ুকোয়ার্ট সাহেব সাহাবাদের নব ডেপুটি অফিসের এজেন্ট হইবেন।

জি, ব্রাউন সাহেব ত্রিহুতের নব ডেপুটি অফিসের এজেন্ট হইবেন।

৯ই আগষ্ট—ই, টি, ট্রেবর সাহেব পরীক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

পি, এ, ৮স্মী সাহেব বহরমপুরের এসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ আলি রঙ্গপুরে বদলী হইয়া [illegible] আইনের ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। ইহা দ্বারা তাঁহার সমীচার বিয়োগ রহিত হইল।

১১ই আগষ্ট—বি, টি, টৌলর সাহেব ত্রিপুরার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

মৌলবী নশিরুদ্দিন মহম্মদ ফিরদিবসের জন্য হুগলীর অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন হইবেন।

—•—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয় সন্নিধানেষু।

আপনি জমিদারদিগকে পুরাণপাপী বলিয়াছেন! কি আশ্চর্য্য! দিন দিন কি কলিকাল উপস্থিত হইল! ভদ্রলোকের আর মান থাকা ভার। দুগ্ধের মূল্য টাকায় আধ মণ ছিল; এখন ৭ সের ৮ সের হইয়াছে, একণে বড়মানুষদের ত কোন সুখই নাই, যা ছিল আপন আপন প্রজা ও খাতকের নিকটে, তাহাও ইংরাজ বাহাদুর এক দশ আইন বাহির করিয়া উৎসন্ন করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা আমাদিগকে এখন আর তাদৃশ সম্মান করে না। কতকগুলা নব্য তন্ত্র একত্র হইয়াছে, তাহারা না সন্ধ্যাহ্নিক করে, না পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করে, আবার আমাদিগের দেবার্চ্চনা সময়ে নৃত্য গীতাদির আলোচনা দেখিয়া দেবকর্ম্মকে তামসিক বলিয়া উপহাস করে। দিন দিন ম্লেচ্ছ বিদ্যারই উন্নতি দেখা যাইতেছে, ম্লেচ্ছ মত সকল কি ধর্ম্ম বিষয় কি সামাজিক বিষয় কি রাজনীতি বিষয় সকল স্থলেই উত্তরোত্তর অধিক আদৃত হইতেছে। এই দেখিয়া শুনিয়া মনে করিলাম, নব্যতন্ত্রদিগকে আমাদের বশে রাখা উচিত; সেই জন্য আর বৎসর পৌষ মাসে আমি আপনি বহু করিয়া গ্রামে একটা স্কুল করিয়া [illegible] আমাকে সকলে প্রেসিডেন্ট বা কি [illegible] একটা নাম দিয়া স্কুলের রক্ষণার্থ সভাপতি করিল। সকলে স্কুলে আপনার সোমপ্রকাশ ও দুই এক খানা ইংরাজি সমাচার পত্র লইতে পরামর্শ দিল; আমি মনে করিলাম এ সকল বিষয়ে সকলকে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য, অতএব আমার এত যে ক্লেশ, তথাপি [illegible] স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু দেখিতেছি কিছুতেই লোকের মন উঠে না!

আমরা তোমাদের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদিগকে তোমরা পুরাণপাপী বল? আমরা কি স্কুল করি নাই, আমরা কি ডিস্পেন্সরী করি নাই, না আমরা কি করি নাই? রাজা, প্রজা প্রামস্থ, ভিন্ন প্রামস্থ, সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাই, তবু কাহারও প্রিয় পাত্র হই না। কি কলির প্রভাব! যাহা হউক, তোমরা সকলে একত্র মিলিয়া আমাদিগের নিন্দা করিতে বসিয়াছ, আমরাও চেষ্টা পাইব, যাহাতে তোমাদিগের দর্প চূর্ণ হয়। পুরাণ পাপী! কি? খাতক ও প্রজা লইয়া কাজ করিতে হইলে, কাহার না সময়ে সময়ে দণ্ডবিধান করিতে হয়? সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে, বিষয় আশয় রক্ষা করিতে গেলে, কাহার না কোন্ সময়ে দুই এক খানা কাগজ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রজা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইলে তাহাকে কি উপায়ে শাসন করা যাইতে পারে? তাহাকে মারিলে হইবে না, তাহাকে চূণের গুদামে পুরিয়া রাখিলে হইবে না, তাহার গরু বাছুর হাল কোদাল, ভিটামাটী সমুদয় বিক্রয় করিয়া লও, কিছুতেই সে শাসিত হয় না, এরূপস্থলে তাহার পরিবারের উপর দৌরাত্ম্য না করিলে সে শাসিত হয় না। তাহা বলিয়া কি আমরা সর্ব্বদাই এইরূপ করি? তাহা নয়; দর্শাস্তিকের সময় আছে; আর অল্প দণ্ডের সময় আছে। ক্ষুধার্ত্ত যে ব্যক্তি হয় তাহার সকল বিচার করিয়া ও সাবধান হইয়া কাজ করিতে হয়। বিচারে কখন কাহারও লঘু দণ্ড হয়, কাহারও বা গুরু দণ্ড হয়। আর প্রজার পরিবারদিগের উপর জমিদারদিগের দৌরাত্ম্যের কথা লইয়া তোমরা যে আন্দোলন কর, সে সমুদয় অলীক। শতকে দুই পাঁচটা কখন ঘটে। আবার হিংস্র লোক অনেক আছে; ইহারা তিলকে তাল করিয়া তুলে তোমরাই ৬ বড় অনিষ্টের মূল। এই তুমি সোমপ্রকাশ কাগজ ছাপাইতেছ, তুমি কোথায় আমাদিগের অনবরত দোল দুর্গোৎসবাদির সুখ্যাতি লিখিয়া আমাদিগের যশোরাশি দিগ্দিগন্তর ব্যাপী করিবে, তাহা না করিয়া কি কতগুলা অলীক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কেবল নিন্দারই বড় আছ। পুরাণপাপী জমিদার? কি আশ্চর্য্য! রাজা যুধিষ্ঠির যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশপূর্ব্বক এক রাজসূয় করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন তাহা কি জান না? না তোমরা শাস্ত্র মান না? জমিদারেরা দোল করিতেছে, দুর্গোৎসব করিতেছে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছে, দান ধ্যান করিতেছে, বার্ষিক বৃত্তি দিতেছে, এসমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানেও কি কখন সামান্য প্রজাপীড়ন জনিত পাপ তাহাদিগের শরীরে আশ্রয় করিতে পারে? আপনার গৃহ আপনি যাইতে নাই। যদি কখন এ অকিঞ্চনের বাটীতে পায়ের ধূলা পড়িত, তাহা হইলে জানিতে পারিতেন আমার আলয়ে পাপ প্রবেশ করিবার পথ পায় না। জানি না আপনারা অজ্ঞাতে কি করে; কিন্তু বাটীর ঈশানকোণে যে নবরত্ন প্রতিষ্ঠা করা গিয়াছে ও তন্মধ্যে যে জাগ্রৎ সাক্ষাৎ ভগবতী বিরাজ করিতেছেন; আমি শত নরহত্যা ও শত কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট করিলেও আমার বাটীতে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। বল কি জানেন? সংসার মায়ামায়। কাহার শরীর, কাহার পাপ, কাহার পুণ্য এ সকলই মিথ্যা। তবে বিষয় আশয় থাকিলে শাসনের জন্য কতক গুলা লোক জন রাখিতে হয়; দশ জন প্রতিপালন হয় সেও ভাল, আর খাজনাটা পত্রটা আদায় করে। তবে আপনি নিজ হস্তে শাসন করা দোষ। চাকর বাকর কি করে, না করে, তাহার তত্ত্ব আমরা সর্ব্বদা রাখিতে পারি না। আপন আপন সাংসারিক ও ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত।

শুনিয়াছি আপনি না কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম আপনকার মান কর্দ্ধ নাই। এবৎসর আগামী শারদীয় মহাপূজা সময়ে শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিব। পত্রের দ্বারা যতদূর সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহা মধ্যে মধ্যে হইবে। কিন্তু আমাদিগের বৃথা নিন্দাবাদাদি করিবেন না ইতি

১৯ শ্রাবণ ১২৬৯।

—•—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় করিদপুর
১২৬৯। ১৫ই আষাঢ় হইতে ১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত ঐ কোং ৫, টাকা

" ভিতলাল মিশ্র জমীদার মানকর
১২৬৯ চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ

" অমৃতলাল মিত্র কলিকাতা
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫, ঐ

" শ্যামাচরণ ভট্ট বহরমপুর
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫, ঐ

" যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মদীয়া
১২৬৯ জ্যৈষ্ঠ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ৫, ঐ

" অভয়চরণ রায় শ্রীহট্ট
১২৬৯ চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১০, ঐ

" রামকুমার বাগাড় কলিকাতা
১২৬৯ ভাদ্র অবধি মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫, ঐ

" শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী পাবনা
১২৬৯ আষাঢ় অবধি অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ৫, ঐ

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৪ ভাগ। ৪১ সংখ্যা। } সন ১২৬৯। ১০ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ২৫ আগষ্ট। { মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণের নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১২ এবং ষাণ্মাসিক ৭ টাকা নিরূপিত আছে। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মফস্বলের যদি কোন ব্যক্তির সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তিনি অগ্রিম মূল্য সহিত পত্র লিখিলেই পাইতে পারিবেন।

—০—

বিজ্ঞাপন।

মুগ্ধবোধব্যাকরণ।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত কালেজের নিকটে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের দোকানে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮০ বার আনা

বিজ্ঞাপন।

বাসবদত্তা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃত গদ্য বাসবদত্তা আবশ্যক হইয়াছে। যিনি আমাকে উহার এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৪ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক ইতি।

তা ২৮ শ্রাবণ } শ্রীরামলাল সেন
সন ১২৬৯ সাল } সাং বহরমপুর

বিজ্ঞাপন।

পাবলিক লেণ্ডিং গ্রন্থালয় ও সমাচার এবং সাময়িক পত্রিকা পাঠগৃহ।

যাঁহারা হাওলাত করিয়া বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ করিতে মানস করেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়ম সকলে সম্মত হইয়া আমাদিগের চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিলে পুস্তকাদি হাওলাত দেওয়া যাইবেক।

১ম। গ্রাহকগণকে প্রতি গ্রন্থে আট আনার হিসাবে প্রতি মাসে চাঁদা দিতে হইবেক, এবং তাহা মাসের প্রথমে দিতে হইবেক, এক মাসের ন্যূন মূল্য গ্রহণ করা যাইবেক না।

২য়। এক মাসের অধিক কেহ কোন গ্রন্থ রাখিলে তাঁহাকে তাহার মূল্য দিতে হইবেক।

৩য়। যিনি যে অবস্থায় পুস্তক লইয়া যাইবেন, তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেরত দিতে হইবেক. তাহার অন্যথা করিলে পুস্তকের মূল্য দিতে হইবেক।

৪র্থ। অপরিচিত ব্যক্তিকে পুস্তকের মূল্য জমা রাখিতে হইবে, অথবা এক জন পরিচিত ব্যক্তিকে জামিন দিতে হইবেক, তাহা হইলে তাঁহাকে পুস্তক হাওলাত দেওয়া যাইবেক।

৫ম। সমাচার ও সাময়িক পত্রিকা সকল আমাদিগের গ্রন্থালয়ে আসিয়া পাঠ করিতে কোন মূল্যই লাগিবেক না।

গুপ্ত কুঞ্জ
নিউ ডিস্পেনসারি
কালেজ ষ্ট্রীট

সোমপ্রকাশ।

১০ই ভাদ্র সোমবার।

জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম বিধান প্রার্থনা।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (যিনি পূর্ব্বে শান্তিপুরে ছিলেন, এক্ষণে বনগ্রামে আছেন) আমাদিগের মতজিজ্ঞাসু হইয়া আমাদিগের নিকটে একখানি মুদ্রিত আবেদন পত্র ও একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মত এই সোমপ্রকাশে প্রকটিত হইল, পাঠকগণের সহিত তিনি অনুগ্রহ করিয়া দর্শন করিবেন।

ঐ আবেদনের মর্ম্ম এই, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্থাবর বিষয়ের বণ্টন বিভাগের নিয়ম থাকাতে এদেশের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ধনিবংশ সকল ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, অতএব উত্তরকালে যাহাতে এরূপ না হয়, তাহার একটী উপায় করা কর্ত্তব্য। সে উপায় এই, স্থাবর বিষয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ না হইয়া জ্যেষ্ঠই সমুদায় স্থাবর বিষয়ের অধিকারী হন।

এরূপ একটী নিয়ম হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আমরা গত বর্ষের (১২৬৮ সালের) ১৫ই মাঘের সোমপ্রকাশে বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। পরিদর্শক ইহার প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করাতে ঐ বর্ষের ২৯এ মাঘের সোমপ্রকাশেও ইহার পুনরান্দোলন হয়। যাঁহারা সেই সেই পত্র ফাইল হইতে বাহির করিয়া দেখিবার ক্লেশ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইবেন, অথবা যাঁহাদিগের হস্তে সেই সেই পত্র নাই, তাঁহাদিগের সুবিধার নিমি

মরা দ্বিতীয় অনিষ্ট নিবারণের একটী উপায় করিয়া দিয়েছি, তদনুসারণ করিলে কোন বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এবিষয়ের নিমিত্ত একটী সভা করিয়া যাবতী য় জমীদার ও তালুকদার প্রভৃতিকে তথায় নিমন্ত্রণ করা হউক, তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করুন। এইরূপে কার্য্য করিয়া যদি উহা বিধিবদ্ধ করা হয়, গবর্ণমেন্ট আমাদিগের শাস্ত্রসিদ্ধ আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অনুচিত কর্ম্ম করিলেন বলিয়া লোকের বিদ্বেষ জন্মিবার যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা সহজেই নিরাকৃত হইবে। সকলের সম্মতি লইয়া কাজ করিলে তাহাতে বিদ্বেষ জন্মি বার সম্ভাবনা কি? এতদ্দ্বারা আর একটী উপকার লাভ হইবে। ইংলণ্ডের লোকেরা যাহার বলে রাজত্ব সম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্টের প্রজার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান রূপ সেই স্বত্ব অনায়াসে আমাদিগের হস্তগত হইবে।

দ্বিতীয়, প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার পিতার মৃত্যুর পর যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, সে আপনার পৈতৃক বিষয়ের অর্দ্ধেকের অধিকারী হইবে, অপরার্দ্ধ তাঁহার পিতার আশ্রিত পরিবারদিগের ভরণপোষণ থাকিবে। এবম্বিধ বিধিবিধান এদেশীয় শাস্ত্র ও যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুধর্ম্মপরিত্যাগীর পৈতৃক ধনে অধিকার নাই। যুক্তি বিরোধ এই, যে ব্যক্তিকে পৈতৃক ধনে অধিকার দেওয়া হইল, সে সমুদায় ধনের অধিকারী না হয় কেন? অন্য অন্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন দিবার নিয়ম বিধান দ্বারাই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে।

তৃতীয়, প্রস্তাবিত আইনকে ঐচ্ছিক করিয়া তাহার রেজিষ্টরী ফী প্রভৃতির যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ হইতেছে না। উহা দ্বারা অত্যাচারের আর একটী পথ পরিষ্কৃত করা হইবে।

হাইকোর্টের জজদিগের রায় বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবার আবশ্যকতা।

অতি অল্প দিন হইল, সদর ও সুপ্রিম কোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্ট নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এত দিন সদর আদালতে এই নিয়ম ছিল (অদ্যাপি উহার পরিবর্ত্ত হয় নাই) জজেরা আপনাদিগের রায় আপনারা ইংরাজীতে লিখিতেন, তাহাদিগের সেই রায় উর্দ্দুতে অনুবাদিত হইয়া মফস্বলের আদালতের গোচরার্থ স্থানে স্থানে প্রেরিত হইত। বাঙ্গলা বিহার প্রভৃতি সমুদায় প্রদেশেই এই নিয়ম তুল্যরূপে অনুসৃত হইত। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ নিয়মটী কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে। বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা ভাষা চলিত, সেখানে উর্দ্দু ভাষায় কৃত অনুবাদ প্রেরণ। সে কি প্রকার যুক্তি? বাঙ্গলা একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ নহে। ইহাতে চারি কোটি দশ লক্ষ লোকের বাস। সমুদায়ে ঊনচল্লিশটী জেলা আছে, তন্মধ্যে কেবল বিহার, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ত্রিহুত সাহাবাদ সারণ এই কয়টি জেলায় হিন্দি ভাষা প্রচলিত আছে। উর্দ্দু ভাষায় জজদিগের রায়ের অনুবাদ ঐ চারি কোটি দশ লক্ষ লোকের কাহার সহজ ও সুবিধার নিমিত্ত হইয়া থাকে? প্রত্যুত উহা লোকের কষ্ট ও অর্থ ক্ষয়ের একটী প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশের লোকে উর্দ্দু জানেন না, যাঁহার ঐ রায় বুঝিবার প্রয়োজন হয়, তাহাকে তন্নিমিত্ত অর্থ ব্যয়, ক্লেশ ও অন্যের অনুবৃত্তি করিতে হয়। অপর, গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিয়া যে উদ্দেশে ঐ রায়ের অনুবাদ মফস্বলের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহারও ব্যাঘাত জন্মিতেছে। যে ভাষা সকলে না বুঝে, তাতে কোন কাজ করিয়া সাধারণের অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা কি?

সদর আদালত ও সুপ্রীমকোর্ট মিলিত হইয়া হাইকোর্টে পরিণত হইয়াছেন। আজিও কি উল্লিখিত অবিমৃষ্যকারিতা দূষিত যুক্তিবিরুদ্ধ নিয়ম অপরিবর্ত্তিত থাকিবে? সদর আদালতের দেহ পরিবর্ত্তের সহিত কি ইহার পরিবর্ত্ত হইবে না? হাইকোর্ট ঐ বিষয়ের পরিবর্ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, সেই অনুরোধ করিবার নিমিত্তই অদ্য আমরা এই প্রস্তাবনা করিয়াছি। হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এ দেশের অনেকগুলি সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে, আরো অধিক সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে। ঐ আদালতের এ দেশকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিয়া তুলিবারই চেষ্টা; কিন্তু যে দোষ গুলি ঐ চেষ্টার অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, তৎসংশোধন ব্যতিরেকে উহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

জজদিগের রায় বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে দুটী মহোপকারলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, সহজে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য সাধন হইবে। এ দেশের সকলেই অনায়াসে উল্লিখিত অনুবাদ বোধে সমর্থ হইবেন। দ্বিতীয়, উহা বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের একটী প্রধান উপায় হইবে। যে ভাষা আদালতের ভাষা হয়, অর্থকরী বলিয়া তৎশিক্ষায় লোকের সমধিক যত্ন হইয়া থাকে। এই উদ্দেশেই লার্ড হাডিঞ্জ এক শত এক বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ও এই প্রতিজ্ঞা করেন, যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত না হইবেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্ম দিবেন না। কিন্তু উহা গবর্ণমেন্টের অন্য অন্য অনেক বিষয়িণী প্রতিজ্ঞার ন্যায় ফল প্রসব করিবার পূর্ব্বেই বিশীর্ণ হইয়া যায়। যে কোন উপায়ে হউক, বা

... ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন যে গবর্ণমেণ্টের একটি কর্ত্তব্য কর্ম, বোধ হয়, তাহা আমাদিগের রাজপুরুষদিগের অনেকেই স্বীকার করিবেন। উইলিয়ম "দি কঙ্করর" ইংলণ্ডে ইংরাজী ভাষা বিলুপ্ত করিয়া ফরাসী ভাষা প্রচলিত করিবার যে রূপ দুর্ম্মনোরথ করিয়াছিলেন, আমাদিগের রাজপুরুষদিগের মধ্যে সেইরূপ দুর্ম্মনোরথশালী কেহ আছেন, এরূপ আমাদিগের বোধগম্য হয় না, যদি থাকেন; তাঁহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প সন্দেহ নাই। এক্ষণে আদালতে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা এক অদ্ভুত ভাষা। ডাক্তরী ঔষধের ন্যায় একাধারে সমুদায় ভাষাই আছে। রত্নাকরের সহিত ঐ ভাষার সাদৃশ্য করিলে বোধ হয় সমধিক সঙ্গত হয়। সংস্কৃত, আরবী, পারসী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী, ইহার যে ভাষা উহাতে দেখিতে চাও তাহাই দেখিতে পাইবে। উহা যে কেমন ভাষা, আমাদিগের রাজপুরুষেরা যদি বুঝিতে চান, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, বহু অনুসন্ধান করিয়াও সাত হাত দীর্ঘ এক খানি রুবকারির মধ্য হইতে সাতটা সমাপিকা ক্রিয়া বাহির করা ভার।

কেহ কেহ একথা কহিতে পারেন, মুঙ্গের প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশে হিন্দী প্রচলিত, অতএব কেবল বাঙ্গলা ভাষায় রায় অনুবাদ করিবার নিয়ম করিলে তাহাদিগের সুবিধা হইবে কেন? ইহার উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, হিন্দী ভাষায় রায় অনুবাদ করিবার নিমিত্ত ২।১ ব্যক্তি নিয়োজিত হউন। কিন্তু ৩৯টি জেলার মধ্যে মুঙ্গের প্রভৃতি সাতটির সুবিধার নিমিত্ত বত্রিশটির অসুবিধা করা যুক্তি সিদ্ধ হয় না। সেই সাতটিতেও উর্দ্দু ভাষা চলিত নহে। এ স্থলে আর একটি বক্তব্য এই, যদি হিন্দী ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়, দেবনাগর অক্ষরে যেন তাহার অনুবাদ প্রথা আরম্ভ করা হয়। এখন যে উর্দ্দু ভাষা লিখনে পারসী অক্ষর ব্যবহার আছে, তাহা আদরণীয় নহে। পারসী অক্ষর গুলি লিখন পঠনে সহজ নয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কথা তুলিয়া কোন আপত্তি করা এস্থলে যুক্তিসহ হইতেছে না। আমরা উপরে যে হাইকোর্টের প্রসঙ্গ করিলাম, ইহা বাঙ্গলা দেশেরই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বতন্ত্র হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে। তাহা হইলে তথায় সে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হইবে। সে অনুরোধে এ হাইকোর্টে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত করিবার বাধা জন্মিতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনের উপায় কি?

আমরা আজি একখানি প্রেরিত পত্র পাঠকগণের গোচর করিতেছি, পাঠ করিলে আমাদিগের ন্যায় পাঠকগণও পরম প্রীতি লাভ করিবেন। ইহা এক জন বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের লিখিত। বোধ হয়, তাঁহাকে অনেকেই জানেন, আমরা তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানি। তাঁহার বাঙ্গলা লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। অনেক পুরুষে যেমন স্ত্রীলোকের নাম দিয়া আপনাদিগের লিখিত পত্র সম্বাদ পত্রে প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা সেরূপ নহে। ইহা যথার্থই কোমল কর হইতে বিনির্গত হইয়াছে।

যিনি এই পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার স্বামী ও তাঁহার স্বামীর এক বন্ধু উভয়ে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহার স্বামীর বন্ধু ঐ স্থানের বর্ণন করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। প্রস্তাবিত পত্র খানি তাহারই প্রত্যুত্তর।

মহদন্তঃ করণেষু—

মহাশয়ের অনুগ্রহ লিপি খানি প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। হায়! লিপি খানি পাঠ করিতে করিতে যে কত অশ্রুপাত হইল, তাহা আর কি লিখিব। মহাশয়! জানি না সে আনন্দাশ্রু কি বিষাদাশ্রু। আপনারা মুঙ্গেরে গিয়া নানা প্রকার রমণীয় পদার্থ সকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিতেছেন। শিব বাবু! আমরা দেখিতে তো পাইবই না, মনুষ্যের একটা আশা থাকে, তাহাও আমারদের নাই। এ সকল বিষয়ের আশার মূলোচ্ছেদন আমাদের কে করিয়াছে? ও!!! আর লেখনী চলে না। আমরা এত পরাধীনা যে আশা যাহাকে বলে তাহাও করিতে পারি না, যদি কোন একটী বিষয়ের আশা করিয়া মনে করি যেন অন্তর হইতে কে বলিয়া উঠে "ও অবলে! পরাধীনা, অজ্ঞা, এ প্রকার মহৎ বিষয়ের আশাকে মনে স্থান দিও না।" যে [illegible] হইয়া [illegible] পিতঃ! এ নারীদিগকে পিঞ্জরবদ্ধা করিয়া রাখিবার জন্যই কি সৃষ্টি করিয়াছ? মাতঃ পৃথিবি! তোমার এই দুঃখিনী দুহিতাদিগের প্রতি সদয় হইয়া কিঞ্চিৎ নিভৃত স্থান প্রদান কর, আমরা তথায় গিয়া অবস্থিতি করি, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, নিতান্তই অসহ্য হইয়াছে। হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে এ অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে ত্বরায় উদ্ধার কর। পিতঃ! আমাদের এ সব যন্ত্রণা কে দূর করিতে পারে, এ পৃথিবীতে তাদৃক মনুষ্য একটীও নাই (আমার এইপ্রকার সংস্কার) যদিও তুমি মনের অবস্থা সমস্তই অবগত আছ তথাপি না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি না, অতএব তোমার নিকটে কিছু কাল রোদন করিয়া মনের যন্ত্রণাকে কিঞ্চিৎ লঘুভার করিবার মনস্থ করিয়াছি, ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় নাই। পিতঃ! না হয় তোমার কিঙ্কর মৃত্যুকে শীঘ্র প্রেরণ কর, আমাদিগকে এ ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার উপায় তিনি জানেন।

শিব বাবু! ছাত্র বোধে অসুখ বিষয়ক একটী কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার সর্ব্ব শেষে লিখিত হইয়াছে "অসুখের শেষ চাকরী করা" কবিতাটী পুরুষ রচিত, যদি অ-

...রই অধিক প্রাদুর্ভাব, অতএব ...ই প্রাদুর্ভাব পরাধীন হইয়া ...ন, সর চারলস উড এইরূপ মনে ...

...ন্টেরা কার্য্যের এই অনুসন্ধান করিয়া ...। যাহা হউক, যৎপ্রসঙ্গে এই ... উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ...রণা করা যাইতেছে।

লর্ড কানিঙ ১৭ই অক্টোবর যাবতীয় ... ভূমি প্রতি একর (৩ বিঘা) ২।০ ... টাকার হিসাবে বিক্রয় করিবার অনু...ভি দেন (আমরা তৎকালে ইহার নি...আবলি প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই) সর চারলস উড এক্ষণে তাহার কয়েকটি বিশেষ নিয়ম করিয়া দিতেছেন। তিনি বলেন, পর্ব্বতের উপরিস্থ, নদী তীরস্থ ও প্রস্তরের ভূমির অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। সকল ভূমি একবিধ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না; যে ব্যক্তি প্রথমে আবেদন করিবেন, তিনিই ভূমি পাইবেন এ নিয়মও ন্যায়ানুগত নহে; আর লর্ড কানিঙ আজ্ঞা করিয়াছিলেন কোন পতিত ভূমি নূতন ক্রেতার হস্তগত হইলে যদি তাহার পর কেহ সেই ভূমিতে তাহার স্বত্ব আছে বলিয়া আপত্তি করেন, তাহাকে এক বৎসরের মধ্যে আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে, স্বত্ব প্রমাণ হইলেও তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহাকে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে এইমাত্র। সর চারলস উড এই আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন অন্য অন্য ভূমির ন্যায় এ সকলেরও স্বত্বাস্বত্ব নির্ণয়ার্থ ১২ বৎসর মিয়াদ দেওয়া কর্ত্তব্য; আর সেই ভূমিতে অপরের স্বত্ব আছে এরূপ প্রমাণ হইলে ইচ্ছা হয় তিনি মূল্য লইবেন নতুবা ভূমি লইবেন। সর চারলস উডের মতে লর্ড কানিঙের উক্ত আজ্ঞা প্রচলিত আইন ও যুক্তির বিরুদ্ধ। ...ব্যক্তির ভূমি বিক্রীত হইল; তিনি সপ্রমাণ করিয়া নিজ স্বত্ব প্রমাণ করিলেন, তাঁহাকে মূল্য লইতে বলা হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন, এক্ষণে বিচারপতি তাহার ভূমি প্রত্যর্পণ করিবার আজ্ঞা না দিয়া আর কি আজ্ঞা দিতে পারেন? সর চারলস উড এইরূপে এ বিষয়ে যে কথা গুলি কহিয়াছেন, ...ধিকারি দল তদ্বিষয়ে যেরূপ বলুন নিঃস্বার্থ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অখণ্ডনীয় জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই।

স্টেট সেক্রেটারি আরো বলেন, লোকেল গবর্ণমেণ্টেরা সকল স্থানের ভূমির ভার তম্য বিবেচনা করিয়া একটি ন্যূনকল্প মূল্য স্থির করিয়া রাখিবেন। যে ব্যক্তি প্রথমে ভূমির জন্য আবেদন করিবেন, তাঁহাকে জরিপের ব্যয় জমা দিতে হইবে। পরে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রকাশ্য স্থানে এক ঘোষণা পত্র দেওয়া হইবে, এইরূপে তিন মাস অতীত হইলে পর যদি পল্লীগ্রামের কেহ কোন আপত্তি না করেন, তাহা হইলে ভূমি নীলামে বিক্রীত হইবে। নিরূপিত মূল্যের ন্যূনে তাহা বিক্রীত হইবে না। প্রথম আবেদনকারী যদি নীলামে ক্রয় করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি প্রথম আবেদনকারির প্রদত্ত জরিপের ব্যয় প্রদান করিবেন।

সর চারলস উড আর এক স্থানে বলেন যাহাতে অধিক সংখ্য ইউরোপীয় এদেশে বাস করেন, ইহা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু তিনি তন্নিমিত্ত দেশস্থ লোকের স্বত্বহানি করিতে অভিলাষী নহেন। "আসাম প্রভৃতি বন্য জাতী দিগের আপন আপন পৈতৃক ভূমির উপর অতিশয় মায়া আছে, তাহাদিগের ভূমি ইউরোপীয়দিগকে দেওয়া অন্যায়। ...রূপ স্থানে ইউরোপীয়দিগের বসতি হইলে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের নিমিত্ত অপরিমিত ব্যয় করিতে হইবে।" তিনি আরো এক স্থানে লিখিয়াছেন "কৃষকেরা সন্তুষ্ট থাকিলেই গবর্ণমেণ্টের যথার্থ মঙ্গল।" শেষোক্ত বাক্যটী স্বর্ণময় অক্ষরে ভারতবর্ষীয় সভা গৃহের ভিত্তিতে লিখিয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

লর্ড কানিঙ লাণ্ড হোলডার্স সভার মুখে পড়িয়া তাহাদিগের সন্তোষ সাধনার্থ ১৭ ই অক্টোবরের আজ্ঞা প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষীয়দিগের স্বার্থের প্রতি তৎকালে তাদৃশ দৃষ্টি ছিল না। সর চারলস ঐ আজ্ঞা রহিত করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভায় উহা বিধিবদ্ধ না করিয়া ও সর চারলস উডের মত না লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া ভাল করেন নাই। অল্প মূল্যে ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাই আবার অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় করা অনেকের ইচ্ছা, সর চারলস উড তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ও অসাধু বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, তাঁহারা পতিত ভূমি বিক্রয় সর চারলস উডের অনুমোদিত, এসংবাদ শুনিয়াও বোধ হয় তুষ্ট হইবেন। ... তাঁহাদিগের অসন্তোষ জন্মিবার কারণ এই, সর চারলস উড এদেশের স্বার্থে উপেক্ষা করিয়া কেবল ...দিগের স্বার্থ সন্ধান করেন নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৩রা ভাদ্র সোমবার।

নড়াইল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তত্রত্য ছোট আদালতের জজ অন্ধ খঞ্জ, অনাথ প্রভৃতির দুঃখ নিবারণ ও সাহায্য দানার্থ একটী সম্প্রদায় করিবার আশয়ে ২২এ শ্রাবণ এক সভা করিয়াছিলেন এবম্বিধ ও অন্যবিধ সাধারণ কল্যাণকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিলে কেবল যে অর্থ সার্থক হয় এরূপ নহে, আপনাদিগের লেখা পড়া জানাও সার্থক হয়, অসার অপদার্থ মূর্খ, কুলীন... পদে সমুদায় জীবনের উপার্জ্জন ও বিদ্যা বিসর্জ্জন করা সুশিক্ষিত দিগের কর্ত্তব্য নয়।

হ.ইও নামে এক জন ইউরোপীয় দিল্লী নাচে টাকার হুণ্ডি ২০০০ টাকা করিয়া ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। সে ধৃত হইয়াছে, আজি কালি জাল কার্য্যে কোন দল আছে?

ইংলণ্ডীয় হাউস অব কমন্স ও লার্ডদিগের রাইকল পিতল ছুড়িবার যে বাজি হয়, তাহাতে লার্ডেরা জয়ী হইয়াছেন। কমনেরা কি আজিও লার্ডদিগের এত পিছিয়া আছেন? এই নিমিত্ত কি আজিও তাহাদিগের কমন এই নাম ঘুচিতেছে না?

শিল্প প্রদর্শন গৃহে দর্শকদিগের নিকটে প্রত্যহ ৫২০০০ টাকা উঠিতেছে। অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত উহা থাকিলে প্রায় ৭০,০০০০০ টাকা উঠিবে সন্দেহ নাই। চিত্র ও নানা প্রকার কল, বিশেষতঃ বাষ্পীয় কল প্রভৃতিতে ফ্রান্স প্রধান হইয়াছেন। ১৮৫১ অব্দে ইংলণ্ড শেক্ত বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতার এই লাভ। কলিকাতায় কবে শিল্প প্রদর্শনের সৃষ্টি হইবে? এ সৃষ্টি হইলে যে একটী উন্নতির পথ হয়।

গবর্ণমেণ্ট জমাইকায় যে সকল কুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অনেকে বেতন না পাইয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐ প্রদেশে এরূপ ঘটনা হইবার কোন নিগূঢ় কারণ আছে সন্দেহ নাই, তাহা আমরা আজিও জানিতে পারি নাই?

লেঙ সাহেব অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষভাগের ন্যায় পীড়ার সম্বাদ শুনিয়াও সকলে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই?

আসাম কোম্পানির গত সভায় মাকে, কাটার ও মনি সাহেবকে অধ্যক্ষ পদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। জজ সাহেব (যিনি প্রথমতঃ মাকে ও কাটারের নামে তহবিলের নালিশ করেন) ১৫০০ টাকা বেতনে ঐ কোম্পানির তত্ত্বাবধারক হইয়া শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে যাইতেছেন। কোম্পানি ৩০ লক্ষ টাকায় একচার বাগিচা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করাতে অনেক অংশী প্রতিবাদ করিয়াছেন। জজ সাহেব যেমন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তেমনি তাহার পীড়ার ফল ভাল, কিন্তু তাঁহাকে নিযুক্ত করা চা কোম্পানির পরামর্শসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই।

হরকরা সংবাদ পাইয়াছেন রাও সাহেবের কর্ম্মাশী হইবার আদেশ হইয়াছে। কর্ণেল রিইলীকেও কমিসরিএটকমিসন হইতে ছাড়ান হইয়াছে। উচিত হইয়াছে। তাহার যেরূপ স্বভাব, তিনি তৎপদের যোগ্য নহেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, ফিরোজাবাদের যে দুর্বৃত্ত ষ্টেসন মাষ্টার ও তাহার সহচরেরা একটি স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল আগরার সেসিয়ন জজ তাহাদিগের কয়েক জনকে পাঁচ বৎসর ও অবশিষ্টকে দুই বৎসর মিয়াদ দিয়াছেন। আমরা শুনিলাম ষ্টেসন মাষ্টরের পাঁচ বৎসর হইয়াছে। এক্ষণে বলাৎকার বৃত্তান্ত সচরাচর আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। অজিতেন্দ্রিয়তা কি সভ্যতার একটি সহচর ধর্ম্ম।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন কাশীতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, হিন্দুপেট্রিয়ট ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লেঙ সাহেবের প্রশংসার কারণ বুঝিতে পারিয়া লিখিয়াছেন "আমরা অজ্ঞতা করিয়া যত দূর পারিয়াছি লেঙ সাহেবের বর্ত্তমান বর্ষের হিসাবের সহায়তা করিয়াছি। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, তিনি গতবর্ষের ৪ কোটি টাকার অকুলান গোপন করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। বর্ত্তমান পত্রে (অদ্য কারের পেট্রিয়টে) আমরা ইহাতে দোষারোপ করিয়াছি। আমাদিগের সকলেরই এই সিদ্ধান্তটী করিয়া রাখা উচিত, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রশংসা অথবা নিন্দা কড় সরল হৃদয়ে করেন না!

এক জন হিন্দু উক্ত পত্রে লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন, বোষ্টন নগরের লোকেরা কর্ণাটের নবাবের রাজ্য ফিরিয়া দিবার যে আবেদন করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত লার্ড এলেনবরা কটূক্তি করাতে তত্রত্য লোকেরা তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কহিয়াছেন। যিনি যা বলুন আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের উদ্ধার করিয়া দেখা রোগ যায় নাই।

লেঙ সাহেব সম্প্রতি সর চারলস উডের প্রত্যুত্তর স্বরূপ যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের ধনাগারের জমা টাকা প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া উপসংহার স্থলে কহিয়াছেন "যদি আমার আর সন্তোষের আবশ্যক থাকে তাহা ইহা হইতেই হইবে, আমি শ্রেণি ভেদ না করিয়া কার্য্য করাতে বর্ষের যাবতীয় বুদ্ধিমান লোক স্বীকার করিয়াছেন যে তত্রত্য একজন রাজকার্য্যকারক আমি নির্ভয়ে সাধুতা অবলম্বন পূর্ব্বক করিয়াছি। আমি একথা বলিতে পারি আমার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি এ প্রকার কার্য্য করিতে পারেন নাই, আমি যাহা করিয়াছি সম্ভাবিত বলিয়াও কেহ মনে করেন না। লেঙ সাহেবের নিজের মুখে একথা ভাল দেখাইতেছে না।

ঢাকাপ্রকাশে বরিশাল হইতে এক জন লিখিয়াছেন, তত্রত্য উকীল বাবু বিশেশ্বর দাসের যত্নে তাঁহার বাটীতে রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণার্থ এক চাঁদা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮ টাকা উঠিয়াছে, রমাপ্রসাদ বাবুর স্মরণ কি চিহ্ন করা হইবে, সভা এখনও তাহা স্থির করেন নাই। এই টাকা ভারতবর্ষীয় সভার নিকটে প্রেরিত হউক। বরিশ সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ বাবুর এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি, আরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইলে তাঁহার প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। বরিশ সমাজ গৃহকে আমাদিগের জাতি সাধারণ মৃত স্মরণার্থ গৃহ করা কর্ত্তব্য।

৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্টের ডকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র বাইস সাহেবের কর্ম্ম অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ হেতু এক কালে ৪০০০ টাকা পুরস্কার দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। কিন্তু এদিকে আবার ডকের কর্তৃপক্ষ অপর এক জন ইঞ্জিনিয়রের জন্য গবর্ণমেণ্টে লেখেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মেরিণ সেক্রেটারি তাঁহাদিগের পোষকতা করেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যদি এক জন ইঞ্জিনিয়রের যথার্থ প্রয়োজন, তবে বাইসকে পদচ্যুত করা হইল কেন? বাইস সাহেব এক্ষণে সিন্ধু নদীর তরি সমূহের কার্য্য করিতেছেন। এদিকে আবার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কার টাকা প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কোথাকার জল কোথায় মরে।

১৩ই আগষ্ট — নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যশোহরের মোকদ্দমায় সালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মাগুরার ছোট আদালতের জজ জে, ও এষ্টন সাহেব।

নড়ালের ছোট আদালতের জজ বাবু শরৎ কুমার দত্ত।

কোটচাঁদপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু তারক নাথ রায়।

মাগুরার মুন্সেফ বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়।

ঝেনিদাহের মুন্সেফ বাবু মধুসূদন দত্ত।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যশোহরের অন্তঃপাতী সাঁতোর, নলদিহি, ও মহম্মদপুর পরগণার এবং ফরিদপুরের অন্তঃপাতি মহম্মদশাহি, মোহম্মদসাহি, নসিবশাহি, বেলগাছি, পরগণার এবং পাবনার সালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন ;—

যশোহর প্রভৃতির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় যশোহর প্রভৃতির প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়, বরদাপ্রসাদ মুস্তৌফী, আনন্দমোহন মজুমদার, জগন্নাথ বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও মৌলবী মহম্মদ মালিক।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর বাবু গঙ্গাচরণ সরকার ১৮৫৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে উক্ত জেলার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়, দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

—•—

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু।

কিয়দ্দিন অতীত হইল, জগন্নাথনগর নিবাসী শ্রীমদনমোহন মণ্ডলের বাটিতে এক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দুরাত্মারা ঐ মণ্ডলের একটী বালিকা কন্যাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছে। যৎকালে ঐ দুরাত্মারা উহার বাটীতে প্রবেশ করে তৎকালে ঐ বালিকার এক নিদ্রিতা সুহৃতা ব্যতিরেকে, আর সকলেই পলাইয়া যায়। দস্যুরা বাটিতে প্রবেশ করিয়াই ঐ বালিকাকে জাগরিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোর বাপ কোথা" সে কহিল আমি কিছুই জানি না। এই কথা বলাতে দুরাত্মারা হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ছোরাদ্বারা তাহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলে দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বালিকা বলিয়াছিল "যে আমাকে তোমরা যন্ত্রণা দিতেছ বটে কিন্তু আমি তোমাদিগের মধ্যে অনেককেই চিনি" এই বাক্য অবলার মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়াতে অগ্নি মধ্যে বিন্দুমাত্র বারি পতিত হইলে যে রূপ প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাহারা তাহাকে যে রূপ ভয়ানক যন্ত্রণা দিল তাহা অন্যের লেখনীও লিখিতে সক্ষম নহে। পরে দস্যুগণ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিলে তাহার পিতা মাতা আসিয়া কন্যার এরূপ দুরবস্থা দর্শনে অতীব দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল, একে সর্ব্বস্বান্ত তাহাতে আবার কন্যার এরূপ দুর্দশা। ইহ দর্শনে ঐ মণ্ডল বিচারালয়ে সমস্ত বিষয় জানাইলে, থিদির পুরের দারোগার উপরে ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের ভার হয়, কিন্তু ঐ সুশীল মহাত্মা ঐ স্থানে গমন করিয়া কি কারণে বলিতে পারি না অম্লান বদনে মাজেষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিলেন যে ঐ কন্যা ভ্রষ্টা, উহার উপপতিকে জব্দ করিবার আশয়ে এইরূপ ডাকাইতির ভাণ করা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। দস্যুরা ইহাতে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈদ্যবাটী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ডাকাইতি করে। পরে ঐ কন্যা ঈশ্বর প্রসাদাৎ কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলে ঐ মণ্ডল উহাকে সমতিব্যাহারে লইয়া গিয়া এই বলিয়া পুনরায় প্রার্থনা করিল যে অষ্টমবর্ষীয় কন্যার কি কখন ব্যভিচার দোষ সম্ভব হইতে পারে? উহাকে দর্শন করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং জগন্নাথনগরে উপস্থিত হইলেন ও তৎস্থানের সমস্ত লোককে উপরি উক্ত মণ্ডলের বাটীতে ডাকাইয়া আনিলেন তন্মধ্যে যে কয়েকজন উহার পরিচিত ছিল তাহাদিগকে ঐ বালিকা দেখাইয়া দিবামাত্রই গ্রেপ্তার করিলেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম গোচ প্রাপ্ত না হইয়া কেহই স্বীকার বা তাহাদিগের অন্য অন্য সহচর বর্গদিগের নাম করিল না। এক্ষণে সকলেই মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু দারোগা মহাত্মার যে কি হইয়াছে তাহার কিছুই সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। মহাশয়! ঐ দুরাত্মাদিগের দোষারোপ করা বৃথা। যদি আমাদিগের দেশের পুলিষ সংশোধন হয় তাহা হইলে এরূপ জ্বালাতন হইতে হয় না।

— —

কয়েদিদিগের দুরবস্থা।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ

সম্পাদক মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং।

মহাশয়ের গত ১৭ ই আষাঢের পত্রিকায় অত্রত্য কারাগৃহ ও বন্দীগণ বিষয়ক প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এবিষয়ে যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে কারাগৃহে বাস করিয়া বন্দীদিগের স্বভাব সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দূষিত হইয়া যায়। অত্রত্য কারাগৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন বন্দীগণকে তন্ত্র কষ্ট দিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কেবল ক্লেশ দিলে কখনই চিত্তদোষ সংশোধন হয় না, মনোমধ্যে যে পর্য্যন্ত ভয় প্রবল থাকে, সেই পর্য্যন্তই বন্দীগণ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া তৎপরে পুনরায় দুষ্কর্ম্মশালী হয়। বরং কিছুকাল বিরামের পর বন্দীবর্গের দুষ্ক্রিয়া প্রভৃতি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। অধিকন্তু যে স্থলে অধিকসংখ্য অসৎ ব্যক্তি একত্র বাস করে, তথায় কেবল অতি কুৎসিত বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মে।

কয়েদিদিগকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহারা যেরূপ আহার পাইয়া থাকে, তাহাতে অধিকাংশের নানাবিধ রোগ জন্মিয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। অনুমানে খাদ্য দ্রব্যেরও আবার অনেককে ভাগ দিতে হয় এ কখন কখন দৈনিক কর্ম্ম এত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, যে দুর্ব্বল কয়েদিরা তা সমস্ত নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া বলি সঙ্গিগণ দ্বারা কতক সমাধা করিয়া লয় এবং তৎ বিনিময়ে তাহাদিগকে আপন আপন সে অত্যল্প আহারের কিয়দংশ দিতে হয়। এ দুর্ব্বল, তাহাতে অপরিমিত শ্রম, অধিকন্তু আবার কেবল অর্দ্ধাশনে দিনপাত, ইহাতে যে হওয়া সম্ভাবিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এই অসাধারণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার কেবল একমাত্র উপায় হাঁসপাতাল। তথায় প্রেরিত হইবার জন্য পীড়িত না হইলেও অনেকে নানা প্রকারে প্রতারণা করিয়া পীড়িত বলিয়া হাঁসপাতালে যায়। শুনিয়াছি ইহারা প্রথমতঃ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তপদাদি জলে ভিজাইয়া রাখে শরীর বিলক্ষণ শীতল হইয়া অঙ্গুলির চর্ম্মাদি কুঞ্চিত হইলে যো ভব ওলাউঠা হইয়াছে বলিয়া ডাক্তারের নি আতঙ্ক করিয়া ডাকিয়া আনিতে কহে; ডাক্তার আগমন করিলে বাহুমূলের নাড়ী টিপিয়া ধ রা জানালার মধ্য দিয়া হস্তবহির্গত করিয়া ডাক্তার এরূপ অবস্থার রোগীকে নাড়ী দেখিয়া সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন।

জেলখানায় মৃত্যুসংখ্যা তৎসন্নিধানস্থ বৎ পল্লী অপেক্ষা অনেক অধিক। এক জন ইহার এই কারণ নির্দ্দেশ করেন দীরা পীড়িত হইলে হাঁসপাতালে বহ নিয়মাধীন থাকে, কিন্তু তথা হইতে বা জে আর আর দুষ্ট কয়েদিদিগের ন্যা পায়, সুতরাং তাহা উত্তম রূপে প হওয়াতে তাহারা পুনরায় পীড়িত হ বশে অনেক কয়েদী বারম্বার পীড়িত ণ ত্যাগ করে।

পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে অতি বাধে ফাঁসী হইত। সেই নিষ্ঠুর বর্জ্জিত হওয়া এক্ষণকার কারাগা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যদি সেই অকাল মৃত্যুই হইল কারে ইদানীন্তন আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে প অকাল মৃত্যু অপেক্ষা কী ছিল, তাহা হইলে ইহ কা

" সবর্ণনা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৪ ভাগ। ৪২ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ১৭ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ১ সেপ্টেম্বর } মাসিক মূল্য ... বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ...

বিজ্ঞাপন।

মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণের নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ এবং ... ৫ টাকা নিরূপিত আছে। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মফস্বলের যদি কোন ব্যক্তির সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তিনি অগ্রিম মূল্য সহিত পত্র লিখিলেই পাইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিবি মেয়র।

বিবি মেয়র এ দেশীয়দিগকে জানাইতেছেন, যাঁহারা ফটোগ্রাফিতে আপনাদিগের স্ত্রী ও কন্যাদির প্রতিমূর্তি করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্বাদ দিলে তিনি অতি উৎকৃষ্ট ও সুন্দররূপে তাহা করিয়া দিবেন। ফচ কর্কের (লালদিগজার) পূর্ব্ব দিকে তাঁহার কার্য্যালয়, তথায় অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলা সর্কুলেটিং গ্রন্থালয় ও সমাচার এবং সাময়িক পত্রিকা পাঠগৃহ।

যাঁহারা হাওলাত করিয়া বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ করিতে মানস করেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়ম সকলে সম্মত হইয়া আমাদিগের চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিলে পুস্তকাদি হাওলাত দেওয়া যাইবেক।

১ ম। গ্রাহকগণকে প্রতি গ্রন্থে আট আনার হিসাবে প্রতি মাসে চাঁদা দিতে হইবেক, এবং তাহা মাসের প্রথমে দিতে হইবেক, এক মাসের ন্যূন মূল্য গ্রহণ করা যাইবেক না।

২ য়। এক মাসের অধিক কেহ কোন গ্রন্থ রাখিলে তাঁহাকে তাহার মূল্য দিতে হইবেক।

৩ য়। যিনি যে অবস্থায় পুস্তক লইয়া যাইবেন, তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেরত দিতে হইবেক তাহার অন্যথা করিলে পুস্তকের মূল্য দিতে হইবেক।

৪ র্থ। অপরিচিত ব্যক্তিকে পুস্তকের মূল্য জমা রাখিতে হইবে, অথবা এক জন পরিচিত ব্যক্তিকে জামিন দিতে হইবেক। তাহা হইলে তাঁহাকে পুস্তক হাওলাত দেওয়া যাইবেক।

৫ ম। সমাচার ও সাময়িক পত্রিকা সকল আমাদিগের গ্রন্থালয়ে আসিয়া পাঠ করিলে কোন মূল্যই লাগিবেক না।

গুপ্ত ব্রাদর্শ
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি
কলেজ ষ্ট্রীট নং ৮৩।

সোমপ্রকাশ।

১৭ই ভাদ্র সোমবার।

ছাত্রবৃত্তি

পাঁচ বৎসর অতীত হইল, উড্রো সাহেব শিক্ষার্থি বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আদর্শ, ইংরাজী বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি দিবার ও সেই ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব উত্তম সন্দেহ নাই। ইহার ফল ফলিতেছে। পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে প্রায় দরিদ্র লোকের সন্তানেরাই পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা অর্থবিরহে দীর্ঘকাল রীতিমত অধ্যয়ন করিতে শক্ত হয় না। ছাত্রবৃত্তির নিয়ম হওয়াতে অনেকের উপকার দর্শিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনার দোষে ইহা কাজিকপ্রকার হইতেছে না। তৎকৃত প্রস্তাবানুসারে চারি বৎসর মাত্র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ...

ওদিকে একণে প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণির গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে নয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিয়ম হইয়াছে। দ্বিতীয় বিদ্যালয় সকলেও সাত বৎসর অধ্যয়ন না করিয়া পরীক্ষা দিবার উপায় নাই, অথবা অল্প বয়সে নিতান্ত পক্ষে সাত বৎসর পাঠ না করিলে কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু চারি বৎসর ঊর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ বৎসর বেতনে পাঠ করিতে পারে। তাহাতে এক স্থলে এই দোষ ঘটে, অনেককে অর্থবিরহে অগত্যা প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষারও ব্যাঘাত জন্মে। চারি পাঁচ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষালাভের সম্ভাবনা কি? ... লাভের সময়ে তাহারা তাহা হইতে

এটি সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা কি আছে ? ছাত্রই চারি বৎসর ব্যাপী বৃত্তিভোগের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না। উড্রো সাহেব ও শিক্ষাসংক্রান্ত কের কি এবিষয় অবগত আছেন ? যদি রা জানেন তাহা হইলে বালক দের জন্য বিদ্যা শিক্ষায় আড়ম্বর করাইয়া হঠাৎ তাহা হইতে বঞ্চিত করেন ? যদি পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় স র উন্নতি ও দরিদ্র বালকদিগকে অধিক গ দেওয়া শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের জন্য হয়, বর্ত্তমান চারি বৎসরের বৃত্তির উঠাইয়া দিয়া অন্ততঃ আর দুইবৎসর । দেওয়া উচিত। তৎপরে তাহারা যথোচিত শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শন করে পারে, তাহা হইলে যত দিন তাহারা বশিকা শ্রেণিতে না যায় উক্ত নিম্ন বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার অনুমতি দেওয়া । এ কথাও তাহাদিগকে কহিয়া আবশ্যক যে সাত বৎসরের পর যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না ছাত্রবৃত্তি পাইবে না।

নরা বিলক্ষণ বলিতে পারি এই বৎসরের মধ্যে সকলেই উচ্চতম ত যাইবার যোগ্যতা লাভ করিতে ন। এইরূপ নিয়ম করিলে উড্রো সা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। ৫ বাহুল্য রূপে মফস্বলে লেখাপড়ার র সে বিষয়ে উড্রো সাহেবের অ কেহই অধিকতর যত্নবান নহেন, নির্দিষ্ট দোষ বশতঃ তিনি সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছেন না এই কেবল উপন্যাস প্রসিদ্ধ টান্টাল বৃক্ষ ফল ও নির্ম্মল জল লাভের লাভ বালকদিগের বিড়ম্বনা ইয়াছে।

লেও সাহেব ও তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দান।

বণিক সম্প্রদায় ও লাণ্ডহোল্ডর্স সভা লেও সাহেবকে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য কলিকাতার সরিফকে টৌনহালে এক সভা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভাকেও তাঁহাদিগের সহকারী হইতে বলেন, কিন্তু এই সভা তদ্বিষয়ে অসম্মত হইয়াছেন। লেও সাহেবের পদত্যাগ ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, অতএব ভারতবর্ষীয় সভা বণিক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া যে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দানে উন্মুখ হইলেন না, তন্নিমিত্ত অনেকেই আপাততঃ তাঁহাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দোষের আরোপ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন, উক্ত সভা সদ্বিবেচনারই কার্য্য করিয়াছেন। লেওসাহেবকে অভিনন্দন পত্র দান, আর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও সর চারলস উডের কার্য্যের প্রতিবাদ করা সমান। শ্রেণি অথবা সম্প্রদায় বিশেষ স্বার্থান্ধ হইয়া যা বলুন না কেন, সর চারলস উডের কার্য্য এত অন্যায় হয় নাই যে এ দেশীয়েরা তাঁহার প্রত্যর্থিকে প্রশংসা ও তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া শুচি হইতে পারেন। তিনি লেও সাহেবের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছেন। ভ্রম সংশোধিত হইয়া প্রকৃত আয় ব্যয় স্থির না হইলে শ্রেয়োলাভ সম্ভাবনা নাই। ভ্রমাত্মক আয় ব্যয় গণনার উপর নির্ভর করিয়া ব্যয়াদি কার্য্য সম্পাদিত হইলে পরিণামে দারুণ ফল উৎপন্ন হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তবে তাঁহার এই দোষ হইয়াছে যে তিনি লেও সাহেবের প্রতি অনাবশ্যক রুক্ষ ও কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এ অপরাধে তিনি অত্যাচারকারী ও ভারতবর্ষের শত্রু বলিয়া পরিগণিত ও নিন্দিত হইতে পারেন না।

লেও সাহেবের কৃত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব, সর চারলস উডের তদ্বিষয়ক পত্র ও মহাসভায় বক্তৃতা ও লেও সাহেবের আত্মপক্ষ সমর্থন, এ সমুদায় সর্ব্বসাধারণের গোচর হইয়াছে। অপক্ষপাতী নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন? লেও সাহেবের যে ভ্রম হইয়াছে, স্থিরচিত্ত কোন ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন ? রেইলওয়ে ঘটিত ইংলণ্ডীয় শিলিঙ ও এদেশীয় টাকার বিনিময় এবং চীন দেশীয় যুদ্ধের টাকার হিসাব লইয়াই বিবাদ হইতেছে। লেও সাহেব সম্প্রতি আত্মপক্ষ রক্ষার্থে যে প্রেরিত প্রস্তাবটী টাইমস পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে প্রতিবৎসর গড়ে ৬ কোটি টাকা রেইলওয়ের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। সেই ব্যয় মূলধন হইতে হইবারই কথা, রাজস্ব হইতে হইবার কথা নাই। যখন এরূপ হইল, তখন ৬ কোটি টাকাই রেলওয়ের বাস্তবিক ব্যয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, তাহার মধ্য হইতে ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। কেবল নিয়ম ধরিয়া বিবেচনা করিলে লেও সাহেবের কথা অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু কাজে তাহা কোথায় হইতেছে ? সর চারলস উড প্রতি টাকায় দুইপেনি ক্ষতি স্বীকার করিয়া রেইলওয়ের জন্য টাকা কর্জ্জ করেন। সে টাকা কিছু নগদ ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয় না। তাহা ইংলণ্ডের ব্যয়ের জন্য রাখিয়া সর চারলস উড ভারতবর্ষে উহার বিল প্রেরণ করেন। সেই টাকা সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়। এক্ষণে তিনি সাড়ে পাঁচকোটি টাকা লইয়া ছয় কোটি টাকার রসিদ দিতেছেন, আমাদিগকে সম্পূর্ণ ছয় কোটি টাকা দিতে হইতেছে, তাহার সুদের ত কথাই নাই, উক্ত স্থলে অবশিষ্ট অর্দ্ধকোটি রাজস্ব হইতে না হইয়া আর কোথা হইতে দিবার সম্ভাব ?

নি [illegible]
[illegible]
হইয়াছে. [illegible] যদি দুই সিলিঙ [illegible] ধরা দুই সিলিঙ দুই পেনি বিনিময়ের নির্ম হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদিগের লাভ হইবে। এ স্থলে আমাদিগের বক্তব্য [illegible] আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ধরিয়া কার্য্য করা বিধেয় হয় না। ভবিষ্যতের উপরে নির্ভর করিয়াই ইদানীন্তন সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই [illegible] হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া [illegible]করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে রেইলওয়ের সুদের বাবৎ একাল পর্য্যন্ত যত ব্যয় হইয়াছে, তাহা জমা টাকার মধ্যে পরিগণিত না করা হয় কেন? রেইলওয়ে সম্পূর্ণ হইলে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ক্রমশঃ অংশিদিগের সুদের টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন। একপে কার্য্য করা ভ্রান্তিদোষ দ্বারা অদূষিত নহে। সর ওয়াল পোল হইতেই প্রথমে এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলত লেঙ সাহেব ও তাঁহার অন্ধ সহকারীরা যে রূপ বলুন না কেন, রেইলওয়ের বিনিময় ঘটিত অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই। তাঁহার কেবল তর্ক শক্তি প্রদর্শন করা হইতেছে, কিন্তু সে তর্কের গুরুতা ও সারবত্তা নাই। এরূপে আত্মপক্ষ রক্ষার চেষ্টা না করিয়া তিনি যদি স্পষ্টাক্ষরে সাহস পূর্ব্বক বলিতেন যে তা[illegible]র এ প্রকার ক্ষতি সহ্য করিবেন [illegible] দরে প্রতি টাকায় দুই সিলিঙ [illegible]বেন, তাহা হইলে তাঁহার যথার্থ [illegible]সীর কার্য্য করা হইত। বিনিময়ে ক্ষতি হয় না বলিয়া হিসাবের মারিপেঁচ [illegible] কেবল তর্কশাস্ত্রের শ্রাদ্ধ মাত্র।

চীনদেশের যুদ্ধ কালে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সৈন্যাদির ব্যয়ার্থ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে ঋণ স্বরূপ যে টাকা দেন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা পরিশোধ করিয়াছেন। লেঙ সাহেব সেই টাকা আয় মধ্যে গণনা করেন। সর চারলস উড ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। [illegible] শব্দের [illegible] [illegible] করিলে ইহা প্রকৃত আয় [illegible] [illegible] হইতে পারে না। ইহা ঋণ পরিশোধ মাত্র। তবে এ বৎসর এই অর্থের আগম হইল, বলিয়া ইহাকে যদি আয় মধ্যে গণনা [illegible] হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না। ইহা আয় বলিয়াই হউক, অথবা কর্জ্জ আদায় বলিয়াই হউক, এ উভয়ের অন্যতর যা বলিয়া পরিগণিত হউক, তাহাতে ইষ্টানিষ্ট নাই, তাহা গণনার রীতিভেদ মাত্র।

ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে একথা লেঙ সাহেব বারবার কহিতেছেন। তিনি স্ববাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত জমা টাকা (কাসবালান্স) প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু সর চারলস উড কহিতেছেন লুঠ প্রাপ্ত টাকা ও নানা প্রকার ফণ্ডের টাকা একত্র জমা হওয়াতেই জমা টাকার বৃদ্ধি হইয়াছে। ধনাগার অধিক টাকা থাকিলেই যে আয়, ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইল একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কি লেঙ সাহেব কি সর চারলস উড কেহই উল্লিখিত জমা টাকার সবিস্তর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে ধনাগারে ১৯ কোটি টাকা জমা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে সর চারলস উডের প্রতিবাদ করিয়া লেঙ সাহেবের উল্লিখিত জমা টাকার কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেও কহিয়াছিলাম পুনরায়ও কহিতেছি, লেঙ সাহেবের ভ্রম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া তিনি উপেক্ষার যোগ্য নহেন। ভ্রমশূন্য লোক কোথায়? তিনি ভারতবর্ষের এক জন যথার্থ হিতৈষী ছিলেন। কন্ট্রাক্ট বিল প্রভৃতি দুই একটী বিষয়ে তিনি নীলকর প্রভৃতির সহায়তা করেন বটে, কিন্তু যাহাতে ইংলণ্ডের ব্যয়সংক্ষেপ, বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ও অন্য অন্য প্রকারে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এদেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের [illegible] হয়, তদ্বিষয়ে তিনি [illegible] করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] তিনি উইলসন* সাহেবের [illegible] নহেন। তিনি বিজ্ঞ লোকের [illegible] গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন। এ [illegible] কই এক্ষণে আবশ্যক। ফলতঃ [illegible] ত্যাগ আমাদিগের দুঃখের [illegible] হে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাকে [illegible] পত্র দিয়া সর চারলস উডের [illegible] করাও আমাদিগের অভিমত নহে।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বৎসরের পবলিক ওয়ার্কে ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে ৩৬৭॥ লক্ষ টাকার কর্জ্জ হয়, কিন্তু আর ২০॥ লক্ষ টাকা দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হ[illegible] কমটাক্সের শ[illegible] করা এক টাকা [illegible] ধরা হয় নাই, তাহা ধরিলে [illegible] লক্ষ অধিক হয়। যে স্থানে ও যে যত টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহ[illegible] লিখিত হইল।

	ল[illegible]
মান্দ্রাজ	[illegible]
বোম্বাই	৫৮
বঙ্গদেশ	৫২।[illegible]
উত্তর পশ্চিম	৬০॥
পঞ্জাব	৫১
অযোধ্যা	১৭
মধ্য ভারতবর্ষ	১৭॥
হায়দরাবাদ	৬৸
ব্রহ্মদেশ	১৩৸
সিঙ্গাপুর প্রভৃতি	৪
অন্য অন্য	২৸
রেইলওয়ে	১৩।
ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ	৭৸
পোষ্ট আফিস	১
জমা	১০।
মোট টাকা	৩৮৮ লক্ষ

ইহার মধ্যে [illegible] ৩৬,০৯,১১১ টাকা, কৃষির উন্নতি [illegible] (খাল খনন প্রভৃতির জন্য) [illegible] টাকা এবং রথাদির [illegible] জন্য ১,০১,৪৭,৮০০ টাকা [illegible] হইয়াছে। বাকী টাকা রাজপথ [illegible] ব্যয়িত [illegible]।

[illegible]মেন্টের যে সমস্ত আয় ব্যয় হিসাব [illegible] হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আয়ের বিষয়ে বঙ্গদেশেরই অধিক টাকা দেখা যায়, কিন্তু ব্যয়ের বেলা সে রূপ নয়। উপরের হিসাব দর্শন করিলেই সকলের তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক্ষণে গড়ে প্রতি বৎসর রেলওয়ে প্রভৃতিতে ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। [illegible]র মধ্যে প্রায় চারি কোটি সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া [illegible]।

[illegible]বীর মধ্যে কোন গবর্ণমেন্ট এত এ বিষয়ে ব্যয় [illegible]তে পারেন কিন্তু ইহার অনুরূপ ফল লাভ অনেক দূরে আছে। কি পরিমাণে [illegible]ল ভোগে আমরা সমর্থ হইব, তদ্বিষয়ে নিশ্চয় ও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতে[illegible] না। রাজপথ প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে এদেশের সবিশেষ উন্নতি হইবে, এই মধুর ধ্বনি কেবল অমৃতবর্ষির ন্যায় কর্ণের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। এই সকল বিষয়ে রাজকোষ হইতে যে [illegible] ব্যয় হইতেছে, আমরা যে তদ্রূপ ফলভোগী হইব, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইহার অধিকাংশই [illegible] ও কন্ট্রাক্টদারের উদরসাৎ হইতেছে। এক্ষণে যে কন্ট্রাক্ট প্রথা হইয়াছে, আমরা [illegible] করিতে পারি, তাহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, একটী কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। কন্ট্রাক্ট দিবার অর্থই এই "কেবল আপনারা অধিকাংশ লও, আর কিঞ্চিৎ [illegible] ব্যয় কর।" যেখানে যেখানে কন্ট্রাক্ট, সেইখানেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, উপ[illegible]প্রসিদ্ধ "দুই হাতে চোরের লবণ ও গুড় বিক্রয়ের কাণ্ড" ঘটিয়া উঠে। যাঁহার হাত দিয়া কন্ট্রাক্ট বাহির [illegible] নে করেন, তাঁহার জিত হইল, কন্ট্রাক্টদারের ত জিত আছেই। কন্ট্রাক্টদার কাজ মাপ দিয়া টাকা কড়ি লইয়া বি[illegible] না হইতে সেই কাজের মেরামত করাইবার নিমিত্ত আবার কন্ট্রাক্টদার অন্বেষণ করিতে হয়। যাঁহার হাত দিয়া এই রূপে কাজ হয়, তাঁহারও ক্ষতি নাই, কন্ট্রাক্টদারেরও ক্ষতি নাই, ক্ষতি কেবল গবর্ণমেন্টের। গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হইলেই আমাদিগের ক্ষতি। এই রূপে যে অকারণ ক্ষতি হইতেছে, তাহার দায়ী কে? প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক ওবরসিয়ার বিনামী করিয়া কন্ট্রাক্ট লইয়া থাকেন। এই সকল কারণে আমরা জিদ করিয়া অনুরোধ করিতেছি গবর্ণমেন্ট এক কমিসন নিযুক্ত করিয়া পবলিক ওয়ার্কের ব্যয় এবং ওবরসিয়ার ও ইঞ্জিনিয়রদিগের কার্য্য প্রণালীর পরীক্ষা করুন। গবর্ণমেন্ট আর কত কাল আমাদিগের শোণিত দিয়া ঐ সকল ধূর্ত্তকে পরিবর্দ্ধিত করিবেন।

—০—

অনুৎসাহ দিয়া চড়ক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা।

সর চারলস উড এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারিদিগকে কহিয়া দেন, তাঁহারা অনুৎসাহ দিয়া চড়ক উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পান, কিন্তু কোন রূপে যেন এদেশীয়দিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করেন। সর চারলস উডের এ আর একটী যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করা হইয়াছে। প্রজার সুখ দুঃখ সন্ধানে উদাসীন হইয়া কেবল আপনার সুখ স্বচ্ছন্দের উপায় অন্বেষণ করিয়া কালাতিপাত করা রাজার অথবা রাজপ্রতিনিধি প্রধান পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়। প্রজার কোন্ কোন্ অংশে কষ্ট আছে, আর সেই সেই কষ্টের মূল কারণই বা কি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া [illegible] চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। [illegible] চেষ্টা করিতে গিয়া [illegible] নিপাতিত [illegible] হয় না। অনুরাগ [illegible] থবা রাজপ্রতিনিধি [illegible] আপাত কারণ হইয়া থাকেন। [illegible] কার্য্যের বিরোধী হইয়া উক্ত [illegible] করিতে গেলে তাহাতে প[illegible] ইষ্ট লাভ সম্ভাবনা থাকিলেও [illegible] এইরূপ ঘটনা হয়।

এ দেশে যত প্রকার জঘন্য ব্যবহার প্রচলিত আছে, চড়ক তাহার মধ্যে একটী প্রধান। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকল বিষয়েরই প্রায় আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা বিস্তর ভাবিয়া দেখিলাম, দুর্ভাগ্য ক্রমে চড়কের এক অংশেও একটী গুণ দেখিতে পাইলাম না। নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়ই অপকৃষ্ট। বাদ্য এমনি মধুর যে কিঞ্চিৎ অধিক কাল শ্রবণ করিলে কর্ণ বধির হইয়া যায়, উহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। নৃত্য দেখিলে কেবল যে ঘৃণা জন্মে এরূপ নহে, উহা অশ্লীলতা দোষ দ্বারা একান্ত দূষিত, উহা কোন ক্রমে কাহারও দৃ[illegible] গের দর্শনযোগ্য নহে। গীত, [illegible] গের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন, বাণফোঁ[illegible]ক করা ও ঝাপ খাওয়া প্রভৃতি কতকগু[illegible] নৃশংস ও বীভৎস কাণ্ড আছে।

ফলতঃ এ উৎসবটী অসভ্য কালোচিত। আমাদিগের দেশের মূর্খ নীচ লোকেরাই ইহার ব্রতী। ইহা যে ইদানীন্তন কালে অধিকতর অনর্থের নিদান হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য। ইহা যত শীঘ্র এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয় এই অসভ্য নিষ্ঠুর ব্যবহারের উন্মূলন

লইবার জন্য প্রার্থনার সহায়তা গ্রহণ করুন। প্রার্থনা ব্যতীত প্রীতি অপোহিত রূপে উত্তেজিত হইবেক না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

খ সংবাদ।

১০ই ভাদ্র সোমবার।

প্রধানতম বিচারালয় যাবতীয় জজ, সদরআলা, সদর আমীন ও মুন্সেফদিগের নিকটে নিরূপের এক হিসাব চাহিয়াছেন। নিরূপে না জিরদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। তাঁহাদিগের বেতন ধার্য্য করিয়া বাকী টাকার একটী ফণ্ড করিয়া মুন্সেফ দিগের বেতন বৃদ্ধির উপায় করা কর্ত্তব্য।

নূতন দণ্ডবিধানের আইন প্রচলিত হওয়াতে এদেশে যে গবর্ণমেণ্ট আছেন, এত দিনের পর লোকে সেটী অনুভব করিতেছেন। ইহার এই একটি বিশেষ উপকার দেখা যাইতেছে, মিথ্যা সাক্ষীর দণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটেরা প্রত্যহই প্রায় পাঁচ সাত ব্যক্তিকে সেসিয়নে সমর্পণ করিতেছেন। এস্থলে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে তাঁহাদিগের সত্যানুরাগ ও অধিকতর উৎসাহ হেতু যথার্থ সাক্ষির যেন দণ্ড না হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা উৎকোচ গ্রহণ সংক্রান্ত ধারাটি আমলাগণের উপরে খাটাইতেছেন না কেন?

প্রধানতম বিচারালয় অধীনস্থ আদালত সমূহকে শীঘ্র শীঘ্র আপীলের মকদ্দমা প্রেরণ করিতে কহিয়াছেন। আপীল শুনিবার জন্য কতিপয় স্বতন্ত্র জজ নিয়োজিত হইয়াছেন। সর বার্ণেস পিকক যদি এত তাড়া তাড়ি করিতে লাগিলেন, এতদিন দুই তিনপুরুষ আপীলের মকদ্দমা পড়িয়া থাকিবার যে ব্যবহার ছিল, সেটি এখন তবে কোথায় যাইবে।

স্মিক্রুস নামক এক জন ফিরিঙ্গি এক বিক্রীওয়ালার এক খানি কেদেরা কাড়িয়া লওয়াতে তাহার ছয় মাস মিয়াদ হইয়াছে।

মুলঘিদের বণিকেরা ন্যাঙ্কেষ্টরের মজুর দিগের সহায়তার জন্য ২২৭০ টাকা চাঁদা করিয়াছেন।

হিন্দুপেট্রিয়টের এক জন পত্রপ্রেরক কুমারখালির মাজিষ্ট্রেট রেলি সাহেবের অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। ইনি এক জন পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ান। কুমারখালিতে উত্তম বাটী না পাইয়া এই মহানভব তত্রত্য বিদ্যালয় বাসার্থ লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান, বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদকের উপরে এক পরওয়ানাও হইয়াছিল, কেবল ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নূতন সিবিলিয়ানদিগকে কি আকরে টানিতেছে.

দিল্লীগেজেট বলেন, আমীর দোস্তমহম্মদ খাঁর সেনারা হিরাটের অতিনিকটে গিয়াছে। তিনি নিজে অদ্যাপিও করাতে আছেন, সুলতান জান পুনর্ব্বার সন্ধি করিবার প্রার্থনা করেন কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি তিনি আমীরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। এদিকে সংবাদ আসিয়াছে পারস্যাধিপতি হিরাট আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আগরার সদর নিজামতে রাও সাহেবের যে দিবস বিচার হয় সে দিবস তাঁহার উকীল হ্যাংফোর্ড সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার নিমিত্ত এক দিবস বিলম্ব করা হয়, তথাপি তিনি অনুপস্থিত থাকাতে বিচার পতিরা নথি দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। হ্যাংফোর্ড এপ্রকার মকদ্দমার উকীল হইয়া কিজন্য মকদ্দমার সময়ে উপস্থিত ছিলেন না, তাহা সাধারণের জানা কর্ত্তব্য। যেমন ইচ্ছা দোষী হউক না কেন তথাপি অপরাধী ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট সময় ও উপায় করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, অক্টোবর মাস অবধি জব্বল পুরের রেইলওয়ে আরম্ভ হইবে, তন্নিমিত্ত ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

অযোধ্যাগেজেট লাণ্ড হোল্ডার্স সভার বিষয়ে লিখিয়াছেন "আমরা এতদিন এই সভার কাল্পনিক বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যথার্থ ইহাঁদিগের কার্য্যের ও প্রতিবাদের মূল।" সম্পাদকের এই সংস্কারটি এখন থাকিয়া গেলে হয়।

হরকরা বলেন "আমরা সন্তুষ্ট হইলাম যে মিষ্টার হিলির যশোহরে বিচার করিবার কল্পনা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তাঁহাকে কলিকাতায় বিচারার্থ আনয়ন করা হইবে।" এরূপ দুরাত্মার এখন কলিকাতায় আসিলেও আর কিছু হয় না। এখন কলিকাতার বাতাস ফিরিয়াছে।

গত ল্যান্ডহোল্ডরদিগের সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহকে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের পরিবর্ত্তে সেক্রেটারি করা হইয়াছে। সভাপতি কলভিন সাহেব মৃত বাবুর প্রশংসা ও তাঁহার অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

ফিনিক্স বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি, ডিপুটি সেক্রেটারির তুল্য ৩৫০০ টাকা বেতন পাইবেন।

উক্ত পত্র বলেন ইংলিসম্যান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বর্ত্তমান সম্পাদক পরিবর্ত্ত হইতেছে। ওয়াল্টর ব্রেট সত্বরে ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা হইবেন। স্মিথের সম্পাদকতায় ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার গ্রাহকের সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে তৎ পদ ত্যাগ করিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেও কহিয়াছিলাম, এখনও কহিতেছি, ওয়াল্টর ব্রেট ও স্মিথ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিলে এদেশীয়দিগের সহিত ইউরোপীয়দিগের সদ্ভাব হইবে না।

১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

বোম্বাইনগরে নূতন মালব দেশীয় অহিফেনের প্রতি বাক্স ১৭০০৲ টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

এক জন মান্দ্রাজ টাইম্স পত্রে লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বের ন্যায় চাপাটি চলিতেছে। বিবেচনা পূর্ব্বক এই সংবাদে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। পত্র প্রকাশ ইহার অর্থ অদ্যাপিও প্রকাশ আছে। ইহাও সিপাহীদের পদচ্যুতির একটি উপায় নয়?

মান্দ্রাজ টাইম্স প্রথমোল্লিখিত এক জন মান্দ্রাজী সেনার অবাধ্যতার বিষয় লিখিয়াছেন। এক জন কোয়ার্টার মাষ্টর প্রধান সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে সিপাহীদিগকে নূতনবিধ টুপি ধারণ করিতে বলেন একণে সিপাহীদিগের পরিচ্ছদের মূল্য তাহাদিগের বেতন হইতে কর্ত্তন করা হইতেছে। তাহারা তন্নিমিত্ত একবাক্য হইয়া নূতন টুপি গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। কোয়ার্টার মাষ্টর কয়েক জনকে রুদ্ধ করাতে সমুদায় রেজিমেণ্ট অগ্রসর হইয়া রুদ্ধ হইতে চাহিল। গত বিদ্রোহ

অধিকাংশ স্থানে আফিসরদিগের দোষেই ঘটে। অতএব নূতন কোয়াটর মাষ্টরকে সামরিক বিচারালয়ে অনয়ন করা কর্ত্তব্য।

দিল্লীগেজেট বলেন লালা জ্যোতিঃ প্রসাদ অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন। তিনি কাশীতে আছেন।

উক্ত পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, দিল্লীতে দুই জন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ এক জন সহচর ইউরোপীয় ও এক জন রজককে বধ করাতে সামরিক বিচারালয়ে তাহাদিগের বিচার হইতেছে। লেপ্‌টনন্ট আকনের কি হইল?

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মোরহেড সাহেব তত্রত্য বিচারালয়ের বিচার পতিত্ব পদত্যাগ করিয়াছেন। মোরহেড সাহেব উপযুক্ত লোক, সর হেনরি ওয়াডের মৃত্যু হইলে তিনি কয়েক মাস প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা ছিলেন। মান্দ্রাজের লোকেরা তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট। বোধ হয় তিনি কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র নহেন তাহা হইলে তাঁহার একটি উপযুক্ত পদ লাভ হইত।

গত শুক্রবার অবধি বোম্বাইয়ের প্রধান তম বিচারালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন কলিকাতার আরম্ভ বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী কোন কাজের হইল না। উহার স্রষ্টকর্ত্তা ক্লার্ক সাহেব ও মিউনিসিপাল্ কমিসনরেরা ইহাকে যে কেবল নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়াছেন এরূপ নহে, ইহা দ্বারা নিকটবর্ত্তি বাটী সকলেরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই এ আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সাধারণের টাকা যে বৃথা ব্যয়িত হইল, এখন ইহার দায়ী কে?

উক্ত পত্রের ঢাকাস্থ সংবাদ দাতা বলেন তত্রত্য জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সপ্তাহে বড় অধিক তিন দিবস কাছারিতে আইসেন, এবং দুই এক ঘণ্টা থাকিয়া প্রস্থান করেন। সেরেস্তাদার সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছেন। জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সিবিলিয়ান ত? কাছারিতে দুই এক ঘণ্টা সেই হুজুরের পদধুলি পড়ে সেও যথেষ্ট।

ঢাকাপ্রকাশের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন ফরিদপুরের জোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নূতন জজ বাবু উপেন্দ্র [illegible] নৌকা হইতে নামিবার সময়ে যত গোয়ালা দধি দুগ্ধ ও ধীবরেরা মৎস্য লইয়া এবং বেশ্যারা দণ্ডায়মান থাকিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছে, পরদিবস জজের অভিপ্রায় সুসারে বেশ্যারা তাহার বাসায় যাইয়া কিছু কিছু দক্ষিণা আনিয়াছে। জজের সঙ্গে কয়েক জন গায়ক ও ভাঁড় আছে। ফরিদ পুরের জোর কপাল তাই এমন জজটী পাইয়াছেন।

উক্ত পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন পোল্ট নামক এক জন নীলকর তত্রত্য ফৌজদারের নাজিরের নামে মিথ্যা নালীশ করাতে তাঁহার ২৮০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইউরোপীয়ের বেলা জরিমানা এতদ্দেশীয় হইলে মিয়াদ হইত।

১২ই ভাদ্র বুধবার।

পূর্ব্বে ঠগদিগের হস্তে পতিত হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলগামী পথিকেরা অত সর্ব্বস্ব হইতেন। এক্ষণে ঐ দুরাত্মাদিগের দমন হওয়াতে উহারা আর একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। যখন কোন মেলা বা তীর্থে যাত্রিরা গমন করে, তৎকালে প্রায় যাবতীয় সরাইয়ে ২ ৪ জন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কোন ট্যাক ভারি তরুণেন্দ্রিয় যুবককে দেখিলে নানা ছলে তাহার সহিত আলাপ ও ভাব করে। কেহ বা তীর্থে যাইতে ছিলাম হঠাৎ স্বামীর সঙ্গ হারাইয়াছি বলিয়া ছল করিয়া যুবা পথিকের সহচরী হয়। পথিমধ্যে এ কথা সে কথা হইলা তরলেন্দ্রিয়েরা যে তাহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়, একথা বলা বাহুল্য। এইরূপে প্রেমাস্পদ হইয়া শেষে সেই পাপীয়সীরা পথিককে একপ দ্রব্য ভোজন করায় যে সে ভোজনান্তে ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হয়, প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া দেখে প্রণয়িনীর সহিত ট্যাকের টাকা অদৃশ্য হইয়াছে। এই নূতন ধূর্ত্ততা নিবারণার্থ পুলিসের নূতন সতর্কতা আবশ্যক।

বারাসতের অন্তঃপাতি কাঁঠালিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে একটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গৃহ স্বামী ব্রাহ্মণ এক বিচালির গাদার মধ্যে লুকায়িত হয়। অনন্তর দস্যুরা তাঁহার স্ত্রীকে বিবস্ত্রা করিয়া দুরবস্থা করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি আর লুকাইয়া থাকিতে না পারিয়া সম্মুখবর্ত্তি এক খানি বরশা লইয়া নিকটবর্ত্তি ঘাঁটিয়ু পাকক প্রথমে বধ করিলেন। তাহার পর যে দুই জন তাঁহার স্ত্রীর দুরবস্থা করিতেছিল, তাহাদিগেরও প্রাণ সংহার করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তিন জন হত ও চারি জন আহত হইলে দস্যুরা পলায়ন করিল। তাহাদিগের কয়েক জন ধৃত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার এক জন পত্র প্রেরক বলেন, নীল গিরির চা আসামের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

গত ছয় মাসের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ [illegible] জন মজুর মরিসসে গমন করিয়াছে উহার মধ্যে ৩১৩ জন গবর্ণমেণ্টের ও [illegible] জন অপরাপর দিগের ব্যয়ে গমন করে। উহাদিগের মজুরী করিবার নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে ভারতবর্ষে পুনঃ প্রেরণ করিবার উপায় করিবার জন্য সর চার্লস উড ২,৫০,০০০ টাকা কোন এক ফণ্ডে জমা করিতে কহিয়াছেন। অনেক মজুর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছে। সেখানে তবে বোধ হয় নীলকর ও চা-কর নাই।

আমাদিগের দেশে কুসংস্কারের আতিশয্য প্রাদুর্ভাব থাকাতে যে কত অনর্থ ঘটিতেছে, পুনা অবজরবরের এক জন পত্র প্রেরক তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কারকী গ্রামের এক ফল বিক্রয় কারিণী স্ত্রীলোককে এক দিন এক কেউটে সাপে দংশন করে। কয়েক জন আফিসর তাহাকে সৈনিক চিকিৎসালয়ে যাইতে বলেন। কিন্তু অন্য সকলে তাহাকে এক গণেশের মন্দিরে যাইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে বলিল। সে তাহাই করিল। কিন্তু ১৫ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। এই সকল কুসংস্কার দূর হইবার এক মাত্র উপায় আছে—বিদ্যা।

উক্ত পত্র প্রেরক আরও বলেন, দুই মুখ বিশিষ্ট সর্প আছে বলিয়া যে সংস্কার আছে তাহা [illegible]ক। তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কিছুটি মুখের ন্যায় বোধ হয়,

[illegible]রে কোন ইউরোপীয়ের প্রাণ বধ করা হয় নাই। অনেক ইউরোপীয় [illegible]লোক ও “সভ্য” স্ত্রীলোক কাশী [illegible] গিয়াছিলেন।

সাণ্ডিমান সাহেব [illegible] আজ্ঞানুসারে হুণ্ডি প্রেরণের এক [illegible]বলি প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] যেমন যত ইচ্ছা তত টাকার হুণ্ডি গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে পাওয়া যাইত এক্ষণে আর তাহা হইবে না। পাঁচ টাকার অধিক একশত টাকা পর্য্যন্তের হুণ্ডি মাত্র দেওয়া হইবে। ইহাতে শতকরা এক টাকার হিসাবে বাঁটা লাগিবে। এই হুণ্ডি দিবার জন্য বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫টি আফিস হইবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণের ও বণিকদিগের সুবিধা করা হইল।

আমরা কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম দানাপুরের সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার বর্ণী কোন স্ত্রীলোককে অপমান করাতে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইংলিসমান তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ারের সহিত তত্রত্য কর্ণেল উইবলডনের স্ত্রীর বিশেষ প্রণয় ছিল। এমন কি ব্রিগেডিয়ার সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতেন ও তাঁহাকে নানা প্রকার উপঢৌকন দিতেন। বিবিও নিজ স্বামীর সহিত গমন না করিয়া ব্রিগেডিয়ারের শকটে ভ্রমণ করিতেন। একদা কর্ণেল দারজিলিঙে গমন করাতে বিবি অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া এক নাট্য শালায় আগমন করেন। তাঁহার বক্ষস্থল যথা নিয়মে আবৃত না থাকাতে ব্রিগেডিয়ার তাঁহাকে নির্লজ্জ বলেন। পর দিবস ব্রিগেডিয়র বিবির নিকটে [illegible] প্রার্থনা করেন। বিবি সেইপত্রের উত্তর স্বরূপ লিখেন যে তিনি তাঁহার উপরে কুপিত [illegible] নাই। কিন্তু একজন যুবক আফিসর তাহাতে বিরক্ত হইয়া ব্রিগেডিয়ারের পত্র কর্ণেলের নিকটে প্রেরণ করেন। কর্ণেল প্রধান সেনাপতির নিকটে তাহা প্রেরণ করাতে সর [illegible] রোজ ব্রিগেডিয়রকে পদচ্যুত করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার কেম্ব্রিজের ডিউকের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। সেনাদলে প্রত্যহ [illegible] আশ্চর্য্য কাণ্ড হইতেছে। সে দিবস সিমলা পর্ব্বতে একজন আফিসর “ভ্রম” ক্রমে একটি স্ত্রীলোকের মুখচুম্বন করাতে স্ত্রীলোকের স্বামী তাহা প্রধান সেনাপতিকে জানাইয়া ছিলেন। এসকল দুর্ব্ব্যবহার সেনাদলের সম্ভ্রান্ত আফিসর দিগের মধ্যে দৃষ্ট হওয়া দুঃখের বিষয়।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন সম্প্রতি তথায় একটি সুন্দর জলস্তম্ভ হইয়াছিল। এখানে কয়দিন ধরিয়া একটী ধূমকেতু উঠিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হায়দরাবাদের নবাবকে ছাড়িয়া মহারাজ হোলকারকে ধরিয়াছেন। বড় ভাল, যেন সকলেই জানিতে পারেন ফ্রেণ্ড আমাদিগের কেমন ফ্রেণ্ড।

উক্ত পত্র বলেন তুলা উৎপাদন ও ভারতবর্ষীয় তাঁতিদিগের অন্ন উঠাইবার তিনটি উৎকৃষ্ট উপায় আছে। ইংলণ্ডীয় মূলধন তুলা পরিষ্কৃত করিবার কল ও কাণ্ট্রাক্ট আইন আমরা আর একটী উপায় বলি, সেটা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ভারতবর্ষীয়দিগকে পেট ভাতায় খাটাইয়া লইবার চেষ্টা।

উক্ত পত্র আরও বলেন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের পরিবর্ত্ত হইবে বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে তাহা অলীক। সম্বাদটী সত্য হয় অনেকের ইচ্ছা।

অ.মরা রায়টস ফ্রেণ্ডে একটি প্রস্তাব দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কুলীন স্বামীকে লিখিয়াছেন যদি তিনি তাঁহার নিকটে না আইসেন তাহা হইলে তিনি (স্ত্রীলোক) অন্য এক যুবকের সহিত প্রণয় করিবেন। এই কি শিক্ষার ফল? তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। সম্পাদকের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, কুৎসিত কৌলীন্য প্রথা উঠিয়া যায়, আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এই রূপ অসৎ বিষয়কে আদর্শ করিয়া সেই চেষ্টা করা যে কতদূর অন্যায় তাহা সম্পাদক আপনার লিখিত প্রস্তাবটী পুনরায় পাঠ করিয়া একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১৪ই ভাদ্র শুক্রবার।

লক্ষৌস্থিত ১৮ গণিত ইরেগুলর অশ্বারোহি দলের একজন দফাদার বাহাতে সেনাদিগের অসন্তোষ জন্মে এরূপ কথা কহাতে তাহার দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। এবম্বিধ দুরাশয় ব্যক্তিদিগের গুরুতর দণ্ডবিধান করাই উচিত।

মান্দ্রাজ [illegible] টাইম্‌স সম্পাদকের নামে অকারণ পরগ্লানিকারী বলিয়া নালিশ হইয়াছে। এক জন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কয়েক জন ব্যারিষ্টর অর্থী হইয়াছেন। কলিকাতার বাতাস মান্দ্রাজেও গিয়াছে।

কোচিন কুরিয়ার বলেন ত্রিবাঙ্কুরে এত দিন ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ছিল। তত্রত্য রাজা সম্প্রতি তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। মুক্ত দাসেরা এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি সাধন করিতেছে। অনেকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজার অনেক বিষয়েই উদার ব্যবহার সম্বাদ শুনা যাইতেছে।

সর বার্টল ফ্রিয়ার প্রজারঞ্জনার্থ সবিশেষ চেষ্টাবান্‌ হইয়াছেন। বোম্বাই গেজেটে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কাত্তিওয়ারের রেসিডেণ্ট মেজর বারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব লিখিত হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করেন। আবার সাটর্ডে রিবিউ প্রভৃতি বারের সহায়তা করাতে শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ভূতন পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। এরূপে কাজ করিয়া সর বার্টল ফ্রিয়ার শেষে যেন দুই কুল হারান না।

বেকার নামক যেব্যক্তি এক জন নীলকরের টাকা চুরি করে, তাহার সেসিয়নে দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।

বিবিকিউ জরাল্‌ড আপন বেহারার নামে এই বলিয়া নালীশ করেন যে সে রাত্রি যোগে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা পায়। উক্ত বেহারার চারি মাস মিয়াদ হইয়াছে।

১৫ ই ভাদ্র শনিবার।

বণিক সম্প্রদায় লেও সাহেবকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। গত কল্য এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে “লেও সাহেব ও সর চারলস উডের পরস্পর সদ্ভাব হইয়াছে। লেও সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন। এ সম্বাদটী সত্য হয়, আমাদিগের বাঞ্ছনীয়।

তিনিগ্রহণ করিয়াছেন বাবু শঙ্কর রায় পণ্ডিত প্রধানতম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে এক জন বাঙ্গালির অধিকতর বেতনে গবর্ণমেন্টে উকীল হইবেন।

উক্ত পত্র বলেন ভুটানের লোকেরা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজাদিগের উপর সর্ব্বদা অত্যাচার করে, গবর্ণমেন্ট তন্নিবারণের অনুরোধ করিবার নিমিত্ত তত্রত্য রাজার নিকটে এক জন দূত প্রেরণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রীরামপুরের ইউরোপীয় ষ্টেসন মাষ্টরের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। বিচারপতি মর্গাণ অদ্যাপিও কোন আজ্ঞা দেন নাই। উক্ত ষ্টেসন মাষ্টরের রক্ষার্থ সরকারের যে কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না?

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৮ টাকার সিকা	৯১।০—৯১৮০
৫ টাকার কোম্পানির	৯২৮০—৯৪/০
৫ টাকার	১০৪॥০—১০৩৮০
৫ ॥ টাকার	১১১৸০—১১২

ইউরোপীয় সমাচার।

ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত।

লণ্ডন ৪ঠা আগষ্ট। মহাসভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতাতে বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনের অভিপ্রায় ও আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করা হইয়াছে।

মাদ্রিদ ৪ ঠা আগষ্ট। গারিবল্ডি ৩১ এ জুলাই পালার্ম্মো ত্যাগ করিয়া কাবলকোনে গমন করিয়াছেন। তথায় অনেক সেনা সংগৃহীত হইতেছে।

প্যারিস ৫ ই আগষ্ট। মন্টিনিগ্রো বাসীরা পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া প্রায় ৫০০ তুরস্ককে বধ করিয়াছে। সর্ব্বত্র বিদ্রোহ হইয়াছে, এ বেলগ্রেডের সকলে শঙ্কিত হইয়াছেন। ইটালির রাজা এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া স্বদেশে গৃহ যুদ্ধ ঘটাইবার চেষ্টা ও আয়োজন তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন

প্যারিস ৬ ই আগষ্ট। ফ্লোরেন্স ও ব্রেস্কিয়াতে বড় গোলযোগ হইতেছে। গারিবল্ডি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন তিনি গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবেন না।

লণ্ডন ৬ঠা আগষ্ট। আমেরিকার উত্তর বিভাগে কাল কাটে গেল। ম গৃহীত হইতেছে না। হ্যালেক প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। মহাসভা বিদ্রোহী দলের দাসদিগকে মুক্ত ও তাহাদিগের সম্পত্তি নীলাম করিবার বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পার্শ্বস্থিত প্রদেশের প্রতিনিধিরা উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উত্তর বিভাগের লোকেরা ক্রমশঃ ভগ্নোৎসাহ হইতেছেন; বিদ্রোহীরা পশ্চিমাংশে জয়ী হইয়াছে এবং তাহাদিগের সেনাপতি জাকসন হারপার করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

গারিবল্ডি তাঁহার সহচরদিগকে প্রস্তুত হইতে কহিয়াছেন। তিনি কোথায় যাইবেন তাহার নিরূপণ নাই। ইটালির রাজা তাঁহার কার্য্য নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে দমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাশীরা রোমের সীমার নিকটে অনেক সেনা আনিয়াছেন।

দ্বিতীয় লুঠ প্রাপ্ত টাকা ১ লা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষীয় আফিসে বিতরণ করা হইবে।

এরূপ জনশ্রুতি অস্ট্রিয়ার গবর্ণমেন্ট রোম রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কিন্তু সকলে ইহাতে অবিশ্বাস করিয়াছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী শীঘ্র গোথায় গুপ্ত ভাবে গমন করিবেন।

নেপলস ৪ ঠা আগষ্ট। ইটালির রাজার ঘোষণা সর্ব্বসাধারণে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। ইটালীর ও ফরাশীর রণতরি দলের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজী রণতরি দল কার্য্য করিবার আজ্ঞা পাইয়াছে।

৬০০০০ বিদ্রোহী জেমস নদীর নিকটে আসিয়াছে। গবর্ণমেন্টের সেনারা দক্ষিণে পরাজিত হইতেছে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৮ই আগষ্ট — নিমক ডিপার্টমেন্টের নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন:—

তমোলুকের নিমক চৌকির সহকারী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট আর সিম্পসন সাহেব পঞ্চম শ্রেণিতে বাকরগঞ্জের নিমক চৌকির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এ, ডিলারিমোর ষষ্ঠ শ্রেণিতে।

সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে. সি, মাকলিয়ড সাহেব উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

১৯এ আগষ্ট — এফ, এস, এ. লিচ সাহেব মেডিকাল কালেজের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

২০এ আগষ্ট — বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর বোর্ডের প্রতিনিধি প্রধান সদর আমীন হইয়াছেন।

এল, ডবলিউ, হাচিনসন সাহেব বাকরগঞ্জের প্রতিনিধি প্রধান সদর আমীন হইয়াছেন।

২১এ আগষ্ট — বাবু রামাকয়নাথ আচার্য্য চেক্দহির দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের প্রতিনিধি প্রাইবেট সেক্রেটারি মেজর জেমস প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন।

৯ই আগষ্ট — লক্ষ্মীপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বেবরেও ই, ডবলিউ, পিপস ফৌজদারি আইনের ২২ ধারানুসারে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ই আগষ্ট কমায়ুন ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের কমিসনরের সহকারী জে, বি, সাণ্ডওয়েল পঞ্চম শ্রেণি হইতে উচ্চপদ পাইয়া চতুর্থ শ্রেণির হইয়াছেন।

২০এ আগষ্ট — যশোহরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের মুন্সেফ বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ফৌজদারি আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে মকদ্দমার নালীশ লইতে পারিবেন।

২১এ আগষ্ট জে, এফ, ডবলিউ, ও [illegible] সাহেব লক্ষ্মীপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট [illegible] ফৌজদারি আইনের ২২ ধারা ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে ক্ষমতা পাইবেন।

২৩এ আগষ্ট — কাপ্তেন এ, ড্রামণ্ড পুলীসের দ্বিতীয় শ্রেণির জেলা পুলিস তত্ত্বাবধারক হইবেন।

সৈয়দ জন কোহেন ১৮৬০ অব্দের ২৩ আইন অনুসারে ঢাকার আসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

—

প্রেরিত।

সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু।

কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার কহিয়াছেন "এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় প্রচলিত প্রথা সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম হইতেছে। অতএব বাহাতে সুরীতির পরিবর্ত্তে কুরীতি সংস্থাপিত না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে অনেকের [illegible] কুসংস্কার জন্মিয়াছে আমরা সদসৎ [illegible] না করিয়া অন্য জাতির ব্যবহার অ[illegible] করিতে প্রবৃত্ত হই।" এখনকার কালের [illegible] সম্প্রদায়ের যুবকেরা এই কথা স্মরণ [illegible] হইলে তাহারা আমাদের দেশে [illegible] গুলি চিরাগত সুরীতি দেখিতে [illegible] মধুময় প্রবাহ পৃথিবীর অন্য [illegible] হিত দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ বর্ষে অনেক কাল পর্য্যন্ত সুকর্ম্মের [illegible] উৎসারিত হইতেছে। [illegible] ও মমতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি, দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রভৃতির কার্য্যক্ষেত্র এখানে মানব গণের অনেক পরিসর গ্রহণ করিয়াছে। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, ভাগিনীর স্নেহ মঙ্গলী স্বরূপ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, নৈসর্গিক পিতৃভক্তির অভিসারক শ্রাদ্ধ, এবং জামাতৃ স্নেহ সূচক জামাই ষষ্ঠীর আনন্দ বিকাশ এখানে প্রচলিত আছে। এসকল আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে উপর্য্যুক্ত সুরীতি সকলের প্রচারকেরা কেমন স্বদেশীয় মানব প্রকৃতি প্রবণতা অবধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন

ইণ্ডিয়ান রিফর্মর বেঙ্গল কি এক খানা বাঙ্গলা সংবাদপত্র হইতে দেবেন্দ্র বাবুর নবপ্রণালীতে কৃত বিশুদ্ধ পিতৃশ্রাদ্ধের বিপক্ষ কোন অদূরদর্শী লেখকের প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া স্বকীয় পত্রে প্রকটন করিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় তিনিও তাহার মতে বিশেষ অনুমোদন করেন। ফলতঃ পিতৃ ভক্তি প্রকাশে যে কি দোষ আছে আমি তাহা বিবেচনা করিতে পারিলাম না।

সোমপ্রকাশ

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

৪ ভাগ। ৪৭ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ২৪ ভাদ্র। ইং ১৮৬২। ৮ সেপ্টেম্বর } মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ ভাদ্র সোমবার।

এদেশীয় উকীল ও মোক্তারগণ।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জের স্ত্রী কারোলাইনের ব্যভিচার দোষের যখন বিচার হয়, তৎকালে লার্ড ব্রুহাম তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মক্কেলের জন্য যদি রাজ্যবিদ্রোহাচরণ করিতে হয়, তাহাও আমি করিব।" এই বাক্য দ্বারা উকীল ও মক্কেলের পরস্পরের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কোন গোপনীয় কথাই উকীলের নিকটে অবক্তব্য থাকে না। এক জন হত্যাকারী তাহার উকীল ফিলিবগকে বলিয়াছিল "আমি হত্যা করিয়াছি যথার্থ; তথাপি আপনি আমার রক্ষার্থ যথোচিত চেষ্টা করিবেন।" উকীল ও মক্কেলের পরস্পরের কিরূপ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, এতদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে বটে, কিন্তু উকীলের কর্ত্তব্য নয় যে তিনি আপনার মক্কেলকে সদোষ জানিয়াও ধর্ম্মনীতির বিপরীতকারী হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিচারপতির সম্মুখে পরিচয় দেন।

উকীলদিগের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা অর্থি প্রত্যর্থির সাক্ষি লেখ্যাদি যে সমস্ত প্রমাণ থাকে, তাহা যথারীতি বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত করিবেন এবং অর্থি প্রত্যর্থির কথা গুলি বিশদ করিয়া বিচারপতিদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। নানা প্রকার মিথ্যা সাজাইয়া মকদ্দমা বিকৃত করিয়া তুলিবার ত কথাই নাই। উকীলেরা ঐরূপ বিকৃত ব্যবহার করিলে লোক স্থিতির বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হয়। লোক স্থিতি ও রাজবিধি কি দোষীকে বিচারপতির হস্তে সমর্পণ করিতে বলিতেছে না? কলতঃ উকীলের কর্ত্তব্য এই তিনি, মক্কেলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে যথোচিত চেষ্টা করিবেন, কিন্তু কখন ধর্ম্মনীতির প্রতিকূলতাচরণ করা তাঁহার উচিত নয়। তিনি [illegible] র কথা শ্রবণ করিবেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই পাপের প্রশ্রয় দিবেন না। [illegible] ও ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার যে কর্ম্ম আছে, ঐহিক কণিক স্বার্থের [illegible] তাহা কখন বিস্মৃত হওয়া [illegible]। ইউরোপীয় উকীলেরা প্রায়ই এই সকল নিয়ম প্রতি পালন করিয়া থাকেন। [illegible] ণ্ডের টেম্পলবারের ইতিহা[স] [illegible] তত্রত্য বারিষ্টরদিগের সত্য [illegible] পরায়ণতার সবিশেষ পরি[চয়] [illegible] যায়।

উকীলদিগের যে গুণসদ্ভাবে [illegible] তার বিষয় আমরা উপরে উল্লেখ করিলা[ম], এ দেশের উকীলদিগের তাহা আছে [কি] না? সত্য কথা বলিতে কি কতিপয় ব্য[ক্তি] ব্যতিরেকে এদেশের উকীলদিগের উপ[র] সাধু বলিয়া আমাদিগের ভক্তি নাই। [উ]কীলের কাছে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে রোগীর নিম্ব ভোজনের ন্যায় হইয়াছে। কি জন্য লোকে তাঁহাদিগের প্রতি [এরূপ] শ্রদ্ধা সম্পন্ন নহেন? ইহা কি ব্যবসায়ের দোষ; না স্বভাবগত কোন দোষ আছে? ব্যবসায়ের অথবা স্বভাবের দোষ হই[লে] ইংলণ্ডের উকীলেরাও সচ্চরিত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠ হইতেন না। একটী বিশেষ নি[য়মের] দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে। সে দোষ এই এ দেশের উকীলেরা মকদ্দমার

বাদালতে বক্তৃতা করিয়া অর্থি প্রত্য র্থপক্ষ সমর্থন এই উভয় কার্য্য করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক আছেন। আটর্ণীরা মকদ্দমার জোগাড় ও বারিষ্টরেরা বিচার কালে অর্থি প্রত্যর্থির পক্ষ সমর্থন করেন। এই কারণেই বারিষ্টরদিগের চরিত্র দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প।

বিশেষতঃ টেম্পলবারের আর একটি উত্তম নিয়ম আছে। যে বারিষ্টর ব্যবসায় সম্বন্ধে হউক অথবা সমাজ সম্বন্ধে হউক, [illegible] নীতি[illegible] কাজ করেন, তাঁহাকে [illegible] বারিষ্টর শ্রেণি হইতে বহিষ্কৃত [illegible] দেওয়া হয়। সম্প্রতি এডুইন জে[illegible] [illegible]খিত দোষ স্পৃষ্ট হওয়াতে [illegible] ইংলণ্ডের বিচারালয় ত্যাগ করি[illegible]ছে। বারিষ্টরদিগকে মকদ্দমার [illegible] করিতে হয় না বলিয়াই লাড [illegible]টওাল, সর টমাস ডেনম্যান, লাড [illegible] জেমস কারলেট, ও আড [illegible]ন বিংশ শতাব্দীতে এবং লাড কোক প্রভৃতি বারি[illegible] বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া

[illegible]শের উকীলদিগের অসচ্চরিত্রতা[illegible] একটা প্রধান কারণ আছে। আ[illegible]র আদালতে যত উকীল দেখিতে [illegible] তাঁহাদিগের অধিকাংশই ভাল লেখা [illegible]নেন না, কেবল আইন পরীক্ষা [illegible] উকীল হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহা[illegible] [illegible]ধর্ম্মনীতিতে দৃঢ়তর ভক্তি থাকা [illegible]সম্ভব নহে। আদালতে মিথ্যা প্রবঞ্চ[illegible] [illegible] যে প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, উপি[illegible]লিখিত উকীল ও মোক্তারেরা [illegible] অন্যতর প্রধান কারণ। যে কারে [illegible]কালেই মুখ। ধূর্ত্ততা তাঁহাদিগের [illegible] বিদ্যা ও ব্যবসায়; সাক্ষিদিগকে [illegible]ইয়া তালিমী করা গুণপনা এবং [illegible] সাজান এবং নির্ব্বোধ ও ধনী মক্কেল পাইলে নানা ছল কৌশল ও ভয় প্রদর্শন দ্বার তাহার অর্থ দোহন করা তাহাদিগের গৌরব। এই মহামতিরাই আমলা মহাপুরুষদিগের উপার্জ্জন দ্বার। সত্য বটে মধ্যে মধ্যে এক জন সৎ মোক্তারও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা মরুভূমির মধ্য স্থিত দুই একখানি কৃষ্ট ভূমির ন্যায়। তদ্দ্বারা বালুকাময় প্রান্তরের ভয়ঙ্করতারই অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ অজ্ঞ উকীল ও মোক্তারদিগের দোষে আমাদিগের দেশের মহত্তর অনিষ্ট ঘটিতেছে। ইহারা কিঞ্চিৎ স্বার্থের লোভে জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদানের ন্যায় লোকের মকদ্দমা প্রবৃত্তি সন্ধুক্ষিত করিয়া দেয়। কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত ধূর্ত্তেরা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিকট হইতেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এ অনিষ্টের নিবারণ না হইলে শ্রেয়োলাভ নাই।

এক্ষণে এতন্নিবারণের উপায় নির্দ্দেশিত হইতেছে। ইংলণ্ডের টেম্পল বারের ন্যায় উকীলদিগের একটী সভা করা এবং উঁহাদিগের কেবল আইনজ্ঞতার পরীক্ষা না হইয়া যাহাতে বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতাদি জানিতে পারা যায় এরূপ পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম করা হউক। এই সভায় বিচার হইয়া যাহাদিগের চরিত্র দোষ প্রমাণ হইবে, তাহারা বহিষ্কৃত হইবেন। উকীলদিগের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় এবং মকদ্দমা গুচাইয়া দিবার নিমিত্ত অটর্ণীদিগের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হউক। পাঠকগণ! এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আটর্ণীরা মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া দিতেই থাকিবেন, একথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত। নিয়ম ও প্রবঞ্চনায় অনুৎসাহ দেওয়া তাঁহাদিগেরও একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে। যাবতীয় জেলার বিচারালয় হইতে ধূর্ত্ত মোক্তারগণকে আশু দূর করা আবশ্যক। যাঁহারা উকীলের শ্রেণির ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ মোক্তারি করিতে পারিবেন না। উকীলদিগের ন্যায় কোন মোক্তারের প্রবঞ্চনা বিদিত হইলে তাঁহাকেও তদ্দণ্ডে আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে।

আর একটী বিষয় প্রসঙ্গ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে সচ্চরিত্র লোক নিয়োজিত করিয়া আমলাগণের উৎকোচ গ্রহণ রুদ্ধ না করিলে আদালতের সম্পূর্ণ কণ্টক সংশোধিত হইবে না। দুই বৎসরের মধ্যে আমরা অনেক গুলি মহাপরিবর্ত্ত দর্শন করিলাম, কিন্তু উল্লিখিত বিষয়টী যে আজি ও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহাতে কেবল যে দেশের দুর্নাম ও অনিষ্ট হইতেছে এরূপ নহে উহা এদেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

নীল প্রধানপ্রদেশ।

এদেশীয়েরা এখন কি করিতেছেন। হিন্দু পেট্রিয়টের নীলপ্রধান প্রদেশের সংবাদদাতা কোথায় গেলেন। এ সময়ে ও তাঁহাদিগের বন্ধুগণ কোথায় আছেন তাঁহাদিগের যে কোন উচ্চ বাচ্য শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন, নীলঘটিত গোলযোগের শেষ হইয়াছে? প্রজারা কি অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে? যাঁহারা এরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা ভ্রম পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পুনর্ব্বার সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। অত্যাচারের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

এক জন সোমপ্রকাশ গ্রাহক পাবনা হইতে লিখিয়াছেন, "এদেশের নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের বিবাদের মীমাংসা হয় নাই. এখনও সময়ে সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ খুন জখমের সম্বাদ পাওয়া গিয়া থাকে, সম্প্রতি কাউডাঙ্গা

কুঠির সাহেবের সহিত [illegible] বাদ হইয়া [illegible] শরীর এক জন লোক

১০ আর এক জন.

গ্রামপ্রকাশের মূল্য দিতে বিলম্ব হওয়াতে আমরা পত্র দ্বারা ঐ বিষয়টী তাঁহার গোচর করি। তাঁহাকে তিনি বিনয় করিয়া আমাদিগের নিকটে ঐ বিলম্বের এই কারণ লিখিয়াছেন, তিনি এক নীল কুঠিতে (আমরা আপাততঃ পত্র প্রেরয়িতা ও নীল কুঠির নাম প্রকাশ করিলাম না, তাহার কারণ এই এবিষয়ে তাঁহার মত লওয়া হয় নাই) কর্ম করিতেন। তাঁহার জমা ও প্রজা আছে। তাঁহার প্রজারা নীল বপন করে নাই বলিয়া কুঠির কর্মকর্ত্তা সাহেব তাঁহার নামে নানা প্রকার মিথ্যা নালীশ করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেন। তাঁহার কারাবাস দুর্দশা পর্যান্ত হইয়াছে। তিনি রাজসাহির জজের নিকটে আপীল করিয়া কোন কোন বিষয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার আপদের শান্তি হয় নাই। নিজ পত্রের শেষে তিনি লিখিয়াছেন "নীলদর্পণের বর্ণনায় যদি কোন মহাত্মার সন্দেহ থাকে, তবে বারেক এ প্রদেশে আগমন করিয়া নীলকরের অত্যাচার ও বিচার প্রণালী ও অস্মদের অবস্থা কণকাল অবলোকন করিলেই বর্ণিত পুস্তকের একটী কথার প্রতিও অবিশ্বাস করিবার অণুমাত্র কারণ থাকিবে না।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি বোধ হয়, রাজ পুরুষেরা ইউরোপীয়েরা এদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে অথবা এদেশ সংহার করিতে আসিয়াছেন? নীলকরেরা এখন আবার জাকসন সাহেবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জাকসন সাহেব আইনের সম্পূর্ণ বিপরীতকারী হইয়া প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি করিতেছেন। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কর বৃদ্ধির বিজ্ঞাপন পূর্ব্বে দেওয়া ও সেই বিজ্ঞাপন [illegible] দেওয়া হইয়াছে, [illegible] সাক্ষী দ্বারা আবশ্যক [illegible] নীলকর [illegible] কিছুই করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদিগের কথার উপরে নির্ভর করিয়াই জাকসন সাহেব কর বৃদ্ধির আজ্ঞা দিতেছেন। ডেপুটি কালেক্টরেরা [illegible] হইয়াছেন। প্রজারা সকলে প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করিয়াছে, এক্ষণে সর [illegible] যাহা করেন। কিন্তু প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হইল। যাঁহারা তাহাদিগকে দৈনিক শ্রমজীবী করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। আমাদিগের আরো আন্তরিক দুঃখের হইতেছে, যে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন। নূতন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কণ্ট্রাক্ট বিলের প্রস্তাব করিয়া যেমন শ্রীবৃদ্ধিকারী দলের অনুরাগ লাভ চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রজাদিগকে নীলকর মুখে সমর্পণ করিয়া কি সেইরূপ অনুরাগ লাভের চেষ্টায় আছেন? যদি তাঁহার সেই অভিসন্ধি হয়, তাহা দুরভিসন্ধি সন্দেহ নাই। প্রজাকে উৎসন্ন করিয়া কোন রাজা অথবা রাজ প্রতিনিধি কখন প্রতিষ্ঠা ভাজন হয়েন নাই। সার্ব্বকালিক ইতিহাস এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লার্ড কানিঙ ভারত ভূমিকে নির্দ্দোষ শোণিত দ্বারা প্লাবিত করিয়া শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের সন্তোষ সাধন চেষ্টা না করিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রতিষ্ঠা ভাজন কি অপ্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছিলেন? সেই শ্রীবৃদ্ধিকারিরাই কি শেষে সেই লার্ড কানিঙের প্রশংসা গানে উন্মুখ হন নাই? কোন শ্রীবৃদ্ধিকারী কি গ্রাণ্ট সাহেবের ন্যায়পরতার অপলাপে সাহসী হইতে পারেন? জাকসন সাহেব যে [illegible] ধার্য্য করিয়াছেন তাহা ন্যায় সিদ্ধ কি না বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আড্‌ভোকেট জেনরলের মত লইয়া অনায়াসে স্থির করিতে পারেন।

পরিশেষে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা না [illegible] প্রকারের উপসংহার করা [illegible] গেল না। জাকসন ও [illegible] রিপোর্টের কি হইল? তাহা কি [illegible] মধ্যে থাকিয়া কীট ভিক্ষিত [illegible] তাহা কি জন্য অদ্যাপি প্রকাশিত হইতেছে না? বীডন সাহেব কি সবে [illegible] চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলকে ভুলাইয়া রাখিবেন? আমরা কি [illegible] গের কষ্টের বিষয় বিস্মৃত হইয়াছি? আমরা এত দিন ভাবিয়াছিলাম রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে। কিন্তু কৈ তাহাতে হইল না। যদি আর কিছু কাল না হয়, সকলের একবাক্য হইয়া সেই রিপোর্ট [illegible] আবশ্যক।

—

হাজনরামায়ণ।

মনুষ্যমাত্রই প্রায় স্বার্থপর। স্বার্থপরতা বর্তমান সভ্যতা ও সাংসারিক ব্যাপারের একটা প্রধান অনুচর। এই হেতুক স্বার্থপর ব্যক্তিকে দর্শন করিলে আমাদিগের বিস্ময় জন্মে না। সচরাচর [illegible] ব্যক্তিকেই স্বার্থসাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন [illegible] অবলম্বন করিতে দেখা যায়। কিন্তু যত সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই স্বার্থ [illegible] দ্বারা পরের অনিষ্ট সাধিত না হয়, [illegible] কেহ তাহার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু যখন স্বার্থপরতা সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠে; যখন স্বার্থপর ব্যক্তি আপন অভীষ্ট সাধনার্থ নির্দ্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিকে উৎসন্ন করিবার চেষ্টা পায়; যখন সেই চেষ্টা সাধারণের হিত সাধন, দেশের গৌরব বর্দ্ধন ও সভ্যতার প্রবর্ত্তনের ছল করিয়া করা হয়, তখনই স্বার্থপরতা একান্ত ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকে, তখনই ভদ্র লোক মাত্রেরই তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। কয়েক মাসাবধি কয়েক জন আমাদিগের একটি স্বার্থপর অসৎ চেষ্টা দর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত

'াছে। ইহাঁদিগের ইচ্ছা এই, রায়বের সমুদায় রাজা পরিত্যক্ত হন, বং তাঁহাদিগের রাজ্য লইয়া শ্রীবৃদ্ধিকার নামধারিদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া য়। ভারতবর্ষের "শ্রীবৃদ্ধি" এই শব্দটি ইহাদিগের সবিশেষ সহায়তা করিতেছে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কয়েক মাস অবধি হায়দরাবাদের কর্ণেল ডেবিডসনের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের কোপোদ্দীপন করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, তত্রত্য নবাব নূতন সম্মান চিহ্ন বাম হস্তে করিয়া লইয়াছেন; এবং কর্ণেল ডেবিডসন ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া ইংরাজ জাতির অবমাননা করিয়াছেন। যদিও কর্ণেল ডেবিডসনের বন্ধুগণ এবং তিনি নিজে মৃত্যুকালে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, এ সকল মিথ্যা কথা, তথাপি উক্ত মহামতিরা বিরত হন নাই। জুনিয়স তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি লার্ড প্রাগবিলকে প্রথমতঃ গালি দেন, শেষে তাঁহার মৃত্যুর পর াকে নির্দোষ বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার অতিশয় পরিতাপ হয়, কিন্তু আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের সে স্বভা নহে। যে কারণে শ্রীবৃদ্ধিকারিরা কর্ণেল ডেবিডসনের ও হায়দরাবাদের নিজামের উপরে এত কুপিত, তাহা এক্ষণে আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাহা এই;—

ওয়ারেণ হেষ্টিংস এতদ্দেশীয় রাজগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সবসিডিয়ারি আলায়াঙ্গের সৃষ্টি করেন। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই, যে যে রাজার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ হইবে, তাঁহার রাজ্যে ইংরেজের সহস্র সৈন্য থাকিবে, ইংরাজ সেনাপতিগণ তাহার অধিনায়কতা করিবেন, তাঁহাদিগের বেতনের জন্য সেই রাজা আপন রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিবেন। এই সকল সৈন্য থাকাতে রাজা বহিঃ শত্রুর উপদ্রব হইতে মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু উহারা আবার প্রহরী স্বরূপ রহিল। নিজামের রাজ্যের বেরার প্রদেশ এই নিমিত্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সহিত এই বন্দোবস্ত থাকে যে সেনাগণের বেতন প্রভৃতি দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। বহুকাল হইল, যখন মধ্যভারতবর্ষে স্বতন্ত্র কমিসনর নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, তৎকালে টেম্পল সাহেব নিজামের নিকটে প্রস্তাব করেন, বেরারের উদ্বৃত্ত টাকা নিজামকে না দিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সূচক রাস্তা পভৃতিতে ব্যয় করা হইবে, এবং পূর্বে যেমন এই প্রদেশ রেসিডেণ্টের হস্তে ছিল সেরূপ না থাকিয়া স্বতন্ত্র কর্মচারির অধীনস্থ হইবে। ফলতঃ টেম্পল সাহেবের প্রকারান্তরে এই কথা বলা হইল যে বেরার প্রদেশটিকে তিনি তাঁহার নূতন কমিসনরির অন্তর্গত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। নিজাম ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

বেরার মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে অনেক কষ্টে লওয়া হয়; ইহা তাঁহার পৈতৃক রাজ্য; এতৎ পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে কেবল প্রজাগণের নিকটে নয় অন্য অন্য রাজগণের নিকটেও ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতে হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। পাঠকগণ! শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের কি অদ্ভুত দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখুন! তাহার পর গবর্ণমেণ্টকে বলা হইল, বেরারে ব্যয়োপযুক্ত আয় হয় না, সাধারণ ধনাগার হইতে অনেক টাকা দিতে হয়। কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশিত হইল, তথায় প্রায় এক কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে। ব্যয় বাদে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এ দিকে সোলাপুর বিনিময় করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজামের নিকট হইতে গোদাবরীর তটস্থিত কয়েকটি গ্রাম লইয়াছেন। বেরারের উদ্বৃত্ত টাকা গোদাবরীর গর্ভ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিনিয়োজিত হয়, ইহা টেম্পল সাহেব ও তাঁহার কয়েক জন শ্রীবৃদ্ধিকারি সহায়ের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন আর বলপূর্বক তাহা লওয়া সম্ভাবিত নয়। লার্ড ক্যানিঙ বল প্রকাশের কাল অতীত করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ কর্ণেল ডেবিডসন নিজামকে মনঃপীড়া দিতে অসম্মত হন, তাঁহার অনুরোধ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট টেম্পল সাহেবের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। এই জন্য কর্ণেল ডেবিডসন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার দলের অপ্রিয়পাত্র হইলেন। ইতিমধ্যে নিজামের ষ্টার চিহ্ন গ্রহণে অসম্মতিরূপ সুযোগ উপস্থিত হইল। আর কি? অমনি নিজামকে বিশ্বাসঘাতক, বিদ্রোহী প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হইল। কর্ণেল ডেবিডসন অসার অপরাধ ও স্বীয় কর্তব্য কর্ম উপেক্ষাকারী প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নিন্দেশিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বের সাহস পৌরুষ প্রভৃতি সমুদায় গুণ বিফল হইল।

ইহার অপেক্ষা স্বার্থপরতা আর কি আছে? এক রাজা পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়াতে "শ্রীবৃদ্ধিকারি দলের" অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ইহার ভুল; অপরাধ আর কি হইতে পারে? রেসিডেণ্ট বল পূর্ব্বক তাহা লইলেন না, অতএব পদচ্যুতিরূপ দণ্ড বিধান ব্যতীত কি কেবল তাঁহার এ অপরাধের পরিশোধ হওয়া সম্ভাবিত হয়? শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের কি অদ্ভুত স্বভাব! কর্ণেল ডেবিডসন যদি বল পূর্ব্বক নিজামের রাজ্য লইতেন, এবং তন্মূলক বিদ্রোহ ঘটিত, তাহা হইলে তিনি "স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন, সাধারণের হিত ও কর্তব্য কর্ম সুন্দর রূপে সাধন করিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার প্রশংসার সীমা থাকিত না, তিনি অন্যায় করিয়া এক দুর্বল রাজার রাজ্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মনঃপীড়া

না বলিয়া অভিশপ্ত [illegible] গেল। আমরা এক্ষণে ইহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম। যাহা যুক্তির বিরুদ্ধ অন্যায় ও অত্যাচার করিলে তাহা ইহাদিগের নিকটে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণীর প্রচলিত কুলসম্বন্ধ প্রথা পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না ?

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যুগপৎ আহ্লাদ ও দুঃখ উভয়ই উপস্থিত হইল। আহ্লাদের বিষয় এই, তিনি কতক অংশে চিরন্তন সংস্কারের বন্ধন ছেদন করিয়া প্রকাশ্য রূপে কুলক্রমাগত কুৎসিত প্রথার দোষোল্লেখ ও তৎপরিবর্ত্তন চেষ্টায় সাহসবান্ হইয়াছেন। অনাহ্লাদের বিষয় এই, চিরন্তন কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব তাঁহার হৃদয়কন্দরকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে নাই। শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কুল সম্বন্ধের যত দূর পরিবর্ত্ত করিবার সম্ভাবনা আছে, এক কুসংস্কার প্রভাবে তিনি তত দূর যাইতে পারেন নাই।

আমরা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত বৈদিক শ্রেণীর কুলসম্বন্ধের বিষয় প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে। এই শ্রেণীর প্রায় গর্ভে গর্ভে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। সূতিকাগৃহের অশৌচান্তে (কন্যা জন্মের এক মাস পরে) বাগ্দান ক্রিয়া [illegible]। যিনি আপন কন্যার জন্মের পর [illegible] মাসের মধ্যে বাগ্দান করিতে না পারেন, কেবল তাঁহার কৌলীন্য [illegible] হইবার শঙ্কা তদ্রূপ নয়, বৈদিক ঠাকুরেরা তাঁহার নিন্দাও আরম্ভ করেন। [illegible] ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই সম্বন্ধ [illegible] প্রথা। ইহাতে যে যে অনিষ্ট ঘটি[illegible] তাহার [illegible] উল্লেখ করিয়া প্র[illegible] দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। ইহা একটী দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ প্রথা। এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে শরীর, সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত যে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, বৈদিকদিগের বাগ্দান প্রথায় সে সকলগুলি আছে। বিস্তারিত করিয়া সে সকলের উল্লেখ করা অদ্য আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। এক্ষণে যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে, বেদান্তবাগীশ তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া এই করিতে চাহিতেছেন যে এখন যেমন অশৌচান্তে বাগ্দান হয় সেরূপ না হইয়া তিন বৎসরের পর সাত বৎসরের মধ্যে বাকদান হইবে। তিনি যে যুক্তির অনুসারী হইয়া এইরূপ নিয়ম করিতে চাহিতেছেন সে এই—

"আমাদিগের কুলসম্বন্ধ প্রথা এক্ষণে যে রূপে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, যদি তাহার কোন অংশ ক্রমশঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ রূপে পরিণত হইয়াছে কিম্বা দূষণাবহ হইয়া উঠিয়াছে এমত বোধ হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সে অংশ পরিবর্ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ ও শাস্ত্র সম্মত করা অত্যাবশ্যক। অতএব কন্যা পাত্রের কত বয়সে ও বিবাহের কত দিন পূর্ব্বে বাগ্দান করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে কি নিয়ম আছে, তাহাই অনুসন্ধান করা বিধেয়। তদ্বিষয়ে কাহার প্রমাণ অন্বেষণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা,

আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে।
সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ব বর্ণেষু নিত্যশঃ।
ততোবাগ্ দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহ মেব হি।
অতঃ পরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ।
বাক্প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহং।
[illegible]স্য চ ততোবক্তানাং কর্ম্ম [illegible] হি॥

জন্ম দিন অবধি চূড়া কাল পর্য্যন্ত কন্যা মরণে সদ্যঃ শৌচ ইহা সর্ব্ব বর্ণেরই নিত্য সাধারণ বিধি। আর চূড়া অবধি বাগ্দান পর্য্যন্ত একাহ মাত্র অশৌচ। বাগ্দান অবধি অর্থাৎ সংপ্রদান পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, ইহা নিশ্চয়। এই বাগ্দানের পর [illegible] ইহা পিতৃকুল ও বরকুল উভয়েরই [illegible]। আর সংপ্রদানের পর কেবল ভর্ত্তৃ [illegible] অশৌচ হয়।

যদিও এস্থলে বাগ্দানের কাল স্পষ্ট রূপে নিরূপিত নাই, তথাপি চূড়াকাল ও [illegible]দান কাল নির্ণীত হইলেই তাহার মধ্য যে বাগ্দানের কাল তাহা সুতরাং সিদ্ধ হইল। অতএব চূড়া কাল নির্ণয়ে মনু [illegible]য়াছেন যথা,

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ
প্রথমেহব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং [illegible]
[illegible]চো
যথা, অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণাম্

সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথা

ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলের বিধান হেতু ধর্ম্মতঃ প্রথম বর্ষে বা তৃতীয় চূড়া কর্ম্ম কর্ত্তব্য। আর স্ত্রীদিগের সংস্কারার্থ পূর্ব্বোক্ত যথাকাল ও যথাক্রম ক্রিয়া কলাপ অমন্ত্রক সম্পন্ন করিবেক।

আপস্তম্বের বচন যথা,

অথাতস্তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণবিধি[illegible]
অনন্তর তৃতীয় বর্ষে চূড়া করণ কর্ত্তব্য।
চূড়া কার্য্যা তৃতীয়াব্দঃ সর্ব্ব গৃহ্যাভিসম্মতঃ [illegible]
চূড়া কর্ম্ম তৃতীয় বর্ষেই সর্ব্ব গৃহ্য [illegible] সম্মত কাল।

এই সকল বচনে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কাল নির্ণীত হইয়াছে এবং বিবাহের সময় তিথিতে অঙ্গিরসের বচনে নিরূপিত [illegible] যথা,

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ
তথা, সপ্তসম্বৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ [illegible]
[illegible] কালিক
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ

অষ্টবর্ষীয় কন্যাদানে গৌরীদান, [illegible] রোহিণীদান দশমে কন্যাদানের [illegible], ইহার পরে রজস্বলা হয় অতএব দশ [illegible] হইলেই যত্নপূর্ব্বক কন্যাদান করিবে তখন আর কালদোষ হইবেক না। আর

এক জনের প্রতি অন্যায় করিলে অধর্ম হই বার ভয়ের তিতিক্ষার সম্ভাবনা কি? সম্মূলক এই প্রস্তাবটি উপস্থিত হইয়াছে, স্থানান্তরে প্রকটিত প্রেরিত পত্রে তাহা দর্শন করিবেন। পত্রপ্রেরকের নিকট হইতে ঘোঁটাগাড়ির পয়সা লওয়া হইয়াছে, ইহা সামান্য কৌতুকাবহ অত্যাচার নহে। এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, এ পয়সা গুলি কেপায় যাএব? না জমিদার?

মফস্বলের আদালতে যে রূপে কাজ হয়।

আজি আমরা মফস্বলের জজ, মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি উপহার দিলাম।

১। সাক্ষির হাজিরার দরুণ নাজীর দুই পক্ষে দুই টাকা ও আসামীর হাজিরার দরুণ ।০ আনা লন।

২। আসামীর জামীন দিবার অনুমতি হইলে তাহার নিকট হইতে নাজীর শতকরা ১২।০ টাকা লইয়া থাকেন।

৩। দরখাস্তের নকল লইতে গেলে পেস্কার ।০ আনা লন।

৪। এজেহার দিতে গেলে ।০ আনা দিতে হয়।

৫। দলিল ফেরত লইতে গেলে পেস্কার ১ টাকা না লইয়া ফিরাইয়া দেন না।

৬। পেয়াদার মেয়াদ জমা দিতে গেলে এক আনা অধিক দিতে হয়।

৭। মোক্তার নামা তজদিক করিতে হইলে পেস্কার ।০ আনা লইয়া থাকেন।

৮। কাগজের নকল লইতে গেলে পেস্কার প্রতি নকলে কি, কিম্বা অধিক ১ টাকা লইয়া থাকেন।

৯। যাহারা স্বাক্ষীর জবান বন্দী লন, তাহারা প্রতি সাক্ষির নিকট হইতে ।৵ আনা করিয়া লন।

১০। পেয়াদারা কিছু লইবার আশয়ে হঠাৎ [illegible] লোককে [illegible] করে।

[illegible] দিলাম, যে [illegible] জজ, মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট [illegible] যে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু অপ্রণয় [illegible] ব্যক্তির হস্তে তিলৈয়পঙ্কীর হস্তপতিত মুক্তা ফলের ন্যায় ইহার দুর্দশা হইবে সন্দেহ নাই। যখন কেহ কাহাকে কোন উপহার দেয়, তখন তাহার একটা উদ্দেশ্য সাধন চেষ্টা থাকে। উপহার গ্রহীতা উপহারদাতার সেই মনোরথ পূর্ণ করিবার সাধ্যানুরূপ চেষ্টার ত্রুটি করেন না। এই বিশ্বজনীন ব্যবহার দর্শনে সাহসী হইয়া আমরাও একটী সঙ্কল্প করিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি ন্যায়পর প্রজাহিতৈষী কর্তব্যকারী জজ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির অগ্রে উপস্থিত করিলাম। আমাদিগের সঙ্কল্প এই, ঐ অনিষ্ট গুলির নিবারণ হয়। তাহা হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব।

স্বগৃহের হউক আর অন্যগৃহের হউক, সমপক্ষপাতে অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণার্থই ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যায়কারী রাজা ও রাজপ্রতিনিধগণ অন্যায় নিবারণকালে আত্ম পর বিবেচনা করেন না।

> বয়সি বান্ধব বশী ন বয়্যনা
> স্বধর্ম ইত্যেব নিরন্তকারণঃ।
> গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা
> নিহন্তি দণ্ডেন সধর্মবিপ্লবং॥

রাজা হইলেই ক্রোধ লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া বিনা পক্ষপাতে স্বকর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়াই সেই রাজা দুর্যোধন কি পুত্র কি শত্রু [illegible] অধর্মাচরণ করিতেন তাহারই দণ্ড বিধান করিতেন।

রাজা দুর্যোধন অন্য অন্য অংশে অত্যাচারী দুরাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু তিনি যখন প্রজা পালন [illegible] সাধ্যানুসারে শত্রু ও মিত্র উভয়েরই অত্যাচার তুল্যরূপে নিবারণ করিতেন [illegible] বর্ণিত হইয়াছেন, [illegible] [illegible] অবশ্য কর্তব্য একথা বলা বাহুল্য। আমরা উপরে আদালত সম্বন্ধে [illegible] বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কি ন্যায়সিদ্ধ? কোন আইনে লিখিত আছে যে নাজীর, পেস্কার প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদীর নিকট হইতে টাকা লইবেন?

ঐ সকল টাকা কি গবর্ণমেণ্টের [illegible] ভুক্ত হয়? জজ ও মাজিষ্ট্রেটেরা কখন আপন আপন আদালতের এরূপ [illegible] অন্যায় নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না, [illegible] যে তাঁহারা অন্যের অন্যায় [illegible] ন্যায়ের যথার্থ [illegible] নিবারণ করিতেছেন, তাহাকে কিরূপে প্রত্যয় হইবে? তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, অর্থি প্রত্যর্থিরা [illegible] সুবিচার লাভে সমর্থ হইবে বলিয়াই [illegible] প্রকার অনুকূল আইনের সৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু আমলাদিগের অবৈধ [illegible] বারিত থাকিলে আইনের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? পরিশেষে আমাদিগের অনুরোধ এই, [illegible] বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, [illegible] আদালতে উল্লিখিত [illegible] প্রবাহিত হইতেছে [illegible] জানিতে পারেন [illegible] দোষে [illegible] নহে তন্নিবারণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হউন।

[illegible]

[illegible] [illegible] এদেশীয়দিগকে [illegible] বিচারের, [illegible] করিবার প্রথা করেন, [illegible] চেষ্টায় আমরা [illegible] একটী উৎকৃষ্ট [illegible] লাভ করিলাম। কিন্তু কোতের [illegible] মনোনীত করিবার [illegible] উহার ফলভোগী হইতেছি না [illegible] প্রথা প্রবর্তিত থাকিলে কেবল [illegible] সুবিচার লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা থাকে।

লক্ষণ। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে ... প এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, ... করিলে উহা যে স্বাধীনতার একটা ল... তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ইংলণ্ড অধীশ্বর অনেক নিকট হইতে তত্র জমীদারেরা যখন বলপূর্ব্বক মাগ্না টা নামে সনন্দ লন, তৎকালে জুরিদ্বারা বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল। ফ্রান্সের বিপ্লবকালেও তথায় উহা প্রবর্ত্তিত হয়। সম... স্বাধীনতা লাভচেষ্টাই উল্লিখিত সনন্দ ... চেষ্টার মূল।

আমাদিগের ... জুরি হইবার যোগ্য লোক নাই এরূপ নয়, কেবল মফস্বলের বিচারপতিদিগের দোষে সেই যোগ্য লোক লাভ হইতেছে না। তাঁহাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহারা জুরি প্রথার বিষম বিপক্ষ। এ প্রথাটি মফস্বল হইতে রহিত হয়, তাঁহাদিগের ইহা অনভীষ্ট নয়, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ হয় না। আমরা কয়েক মাস পূর্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম ২৪ পরগণার কয়েক জন মুদিও জুরির পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সম্প্রতি হুগলীর জজ জুরি নিয়োগ বিষয়ে একটী অদ্ভুত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত জজ যাহাদিগকে জুরি পদে মনোনীত করিতেছেন, তন্মধ্যে মুদি, গোয়ালা প্রভৃতি কোন জাতিরই প্রায় অদর্শন নাই। নূতন জজ প্রত্যেক মকদ্দমায় এক এক দল জুরি নিযুক্ত করেন। সুরতি খেলার রীতিতে জুরি বাচনী হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রথম দিন মনোনীত না হন, তাঁহাদিগকে আরো পাঁচ দিন উপস্থিত থাকিতে হয়। তাঁহাদিগের উপবেশনের স্থান নাই। তাঁহাদিগের প্রতি ... অযোচিত অপমান করাও হয় ... যে মকদ্দমায় যেরূপ নিষ্পত্তি ... অভিপ্রায় হয়, তিনি জুরিদিগের ... পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করেন। ... তাঁহাদিগের নিকট ... জরীমানা হইতেছে। ... জুরি হইতে ... পল্লীতে বলিলে নয় অনেক স্থানেই এইরূপ ঘটিতেছে। এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? এক কারণ আমাদিগের ... প্রতিভাত হইতেছে। সে এই — সিবিলিয়ান বিচারপতিরা আপনারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের যে মত, তদনুসারে বিচার হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। জুরিরা সকল সময়ে তাঁহাদিগের মতে মত দেন না। সুতরাং জুরি প্রথা তাঁহাদিগের বিদ্বিষ্ট না হইবে কেন? এই কারণেই বোধ হয়, তাঁহারা সুশিক্ষিত, যোগ্য ও অপক্ষপাতী লোকদিগকে জুরির পদে মনোনীত করিতে অভিলাষী নহেন। অযোগ্য লোক নিয়োগ দ্বারা ক্রমে জুরিপ্রথা সকলের অবজ্ঞাত হইয়া উঠিয়া গেলেই তাঁহাদিগের কণ্টক যায়।

যেরূপে কার্য্য করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, এক্ষণে তাহা নির্দেশিত হইতেছে। এতদ্দেশসাধারণে জুরিপ্রথা এই নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন বলিয়া আজিও সকলে ইহার মর্ম্ম গ্রহে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ অনেকের একরূপ স্বভাব আছে, যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বার্থ সম্বন্ধ না থাকে, তাঁহাতে সানুরাগ প্রবৃত্তি জন্মে না। যখন ইংলণ্ডে জুরি প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখনও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। আ... দিগের উপরে জুরি নিয়োগের ভার অর্পিত হইবে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা সুশিক্ষিত সুবোধ অনুরক্ত ও উৎসাহসম্পন্ন লোক দেখিয়াই তৎপদে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করেন। এবম্বিধ সদ্গুণ সম্পন্ন লোক অধিক মিলা ভার, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু নিয়োগকর্ত্তারা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য ... মকদ্দমায় কি জন্য নূতন নূতন নিয়োজিত করা হইতেছে? মফস্বলে ... প্রতি মাসে এক এক বার সেসিয়ান বসিতেছে। এক দল জুরি দ্বারা কি এক সেসিয়নের মকদ্দমার বিচার চলে না? প্রত্যেক মকদ্দমায় ৭ জন করিয়া জুরি করিলে এত জুরি কোথায় পাওয়া যাইবে?

পরিশেষে বিশেষ করিয়া আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। বিচারপতিরা যেন কোনরূপে জুরিদিগের অবমাননা না করেন। জুরি প্রথায় যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অপূর্ব একটা স্বত্ব লাভ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন জুরির অবমাননা হইলেই ভারতবর্ষের অবমাননা হইবে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ সে অপমান সহ্য করিবেন না।

পরিত্যক্ত শিশুর আশ্রয় গৃহের আবশ্যকতা।

গত বারে মিথ্যাসাক্ষ্য এই শিরোনাম দিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হয়, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন সন্দেহ নাই এবং আমাদিগের দেশের বিধবাদিগের দুর্দশারও একটী উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ দেশে সতী স্ত্রীর আদর্শ স্বরূপ অনেক বিধবা আছেন, আমরা মুক্ত কণ্ঠে একথা স্বীকার করি, কিন্তু এদেশের বিধবাগণ যেরূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়াকাশ যেরূপ গাঢ়তর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাতে সকলেই যে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সৎ পথ পালনে সমর্থ হইবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকসংখ্যা বিধবা অসতের প্ররোচনায় বিমোহিত ও ইন্দ্রিয় বেগ রোধে অসমর্থ হইয়া অসৎ ... তাহারা

২রা আশ্বিন বুধবার।

ইংলণ্ডীয় মহাসভার [illegible] হইয়া মৃত হইয়াছেন। [illegible] হইবে, নয় বর্ষ এই [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

এবার [illegible] হই [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই [illegible]

[illegible] গবর্ণর পূর্ববাঙ্গালার মত বলে। [illegible] নাই, না পারিবার ত ক- [illegible] কখন দুই কুল রক্ষা হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডীয় ব্যয়ের [illegible] করিয়াছেন। সমুদায় ভারতবর্ষ এক [illegible] করে এই অপব্যয় নিবারণে যত্নবান [illegible]

বলেন পে মাষ্টর আলিসের অনু- [illegible] দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহাকে সেসিয়- ন সমর্পণ করা হইয়াছে।

পুনা অবজারবর বলেন [illegible] নামক এক গ্রামে দুই ভাই বাস করিত। এক জন অ- [illegible] দরিদ্র, অপর কিঞ্চিৎ সঙ্গতিমান্ ছিল। দরিদ্র ভ্রাতা এক দিবস তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ শস্য আনয়ন করে, কিন্তু তা হার ভ্রাতৃবধূ তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাহা কি- রাইয়া লইয়া আইসে। উক্ত ব্যক্তির সে দিব- স কিছুই খাইবার ছিল না। অতএব এই নি- ষ্ঠুরতার অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সে বনহইতে এক প্রকার বিষাক্ত লতা আনিয়া তাহা সি [illegible] পান করিয়া আপনার স্ত্রী ও দুই পুত্রকে দিয়া সকলে প্রাণত্যাগ করিল। অপর ভ্রাতা কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া এই ব্যাপার দর্শনে শোকার্ত্ত হইয়া সেই বিষ পান করিয়া প্রাণ- ত্যাগ করিল। যে স্ত্রীলোকের দোষে এই কয়ে কটি প্রাণী প্রাণত্যাগ করে তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। সম্বাদটী যদি সত্য হয় অত্য [illegible] বিষয়। ইহা দুর্ভাগ্যের একটি ফল।

ইংলিসম্যান হায়দরাবাদ হইতে সম্বাদ পাইয়া লিখিয়াছেন। আপদাব উলমুলক নাম ক [illegible] বিবি নয়ে নাম্নী এক জন উমধ [illegible] কারিণী স্ত্রীর সহিত যোগ করিয়া মি ডেবিডসনের নামে কয়েক খানি জাল পত্র ক রিয়া ও এক লক্ষ টাকার এক জাল হুণ্ডি তাদা- ইয়া মৃত [illegible] ডেবিডসন মৃত হওয়ায় ডেবিডসনের স্ত্রী, তিনি এবিষয়ের কিছু জানেন না। এই ব্যক্তি ও বিবি নয়ের অদ্যা- পিও বিচার হয় নাই।

বাঙ্গালী পত্র বলেন প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আগমন করিবেন না।

বাঙ্গালিপত্রের অদ্ভুত মত এবং নিন্দা ও গালিপ্রিয়তা দেখিয়া প্রথমাবধিই এই প- ত্রের প্রতি আমাদিগের ভক্তির অল্পতা হয় কিন্তু তৎকালে আমরা মনে করিয়াছি- লাম, ইহা ক্রমে শুধরিয়া উঠিবেক। একণে দিন দিন আমাদিগের সে আশা অলীক হইতেছে। উক্ত পত্র চেষ্টায় আছেন হিন্দু পেট্রিয়টের যশোহানি ও ক্ষমতা নষ্ট করিয়া আপনি প্রধান হইয়া উঠিবেন, কিন্তু সে তাঁহার দুরাশা, তাহাতে এই মাত্র ফ- ল লাভ হইবে, হিন্দুপেট্রিয়ট হিন্দুজাতির প্র তিনিধি স্বরূপ, তাঁহার নিন্দা করিয়া তিনি হি ন্দু জাতির শুভদ্বেষী বলিয়া পরিগণিত হই- বেন।

ঢাকা নিউস বড় আহ্লাদিত হইয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ঢাকার এতদ্দেশীয় ভদ্রলো- ক দিগকে যথোচিত সম্মান করেন নাই। বী ডন সাহেব গণিমিয়ার গাড়ি না লইয়া এক জন নীলকরের গাড়ি লওয়াতে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলি য়াছেন "ভারতবর্ষীয় সভা সতর্ক হউন"। উ ক্ত সম্পাদক এত বুঝিতে পারেন। শ্রীবৃদ্ধি কারীরা আজিও ইহাকে আপনাদিগের পা- লের গোদা করিলেন না, বড় দুঃখের বি- ষয়!

উক্তপত্র বলেন [illegible] কয়েক জন দু- শ্চেষ্টিত ব্যক্তি এক জন চা-করের কবর হই- তে তাঁহার মৃত দেহ বাহির করিয়াছে। গব- র্ণমেণ্ট এই সকল ব্যক্তিকে ধৃত করিবার জন্য ১০০ ও এক জন চা-কর ২০০ টাকা দিবেন ঘো ষণা করিয়াছেন। ঢাকা নিউস এই উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে গালি দিয়াছেন। এই বারে ঢাকা নিউসের গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। ইংলিসম্যান ও হরকরা এইরূপে গ্রাহক বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৩ রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

গত বর্ষে সিংহল দ্বীপে ৭৫,১৯,৯৭০ টাকা আয় হইয়াছেন [illegible] টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। [illegible] সাধারণ কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সিং হল দ্বীপ ভারতবর্ষের আদর্শ স্বরূপ।

নেপালস্থিত অনেক ইংরাজ আফিসর বাজি ডাকে বহুমূল্য দ্রব্য [illegible] বরুন তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের [illegible] হওয়াতে রেসিডেণ্টের নিকটে সে বিষয় জানান হয়। তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন আফিসরদিগের কোন দ্রব্য পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে তাহা প্রথমে নেপালের শুল্ক আদায় কারী কর্ম্ম চা- রিকে দেখাইতে হইবে।

রণবীর সিংহের অত্যাচার কবে নিবারিত হইবে? তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, শীতকালে ইংরাজ ভ্রমণকারিরা তাঁহার রাজ্যে থাকি তে পারিবেন না। সেই সময়ে প্রজারা শস্য কাটিয়া থাকে, সেই সময়ই তাঁহার অ- ত্যাচার করিবার সময়, ভ্রমণকারিরা পাছে উ- হা জানিতে পারে, এই নিমিত্ত তিনি ঐ রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে একটি নাট্যশালা করিবার জন্য ,০০০০ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। ক লিকাতায়ও একটি ইউরোপীয় নাট্যশালা হ ইতেছে। আমরা কেবল দেখিতে ও শুনিতে আছি।

অযোধ্যার বিদ্রোহিদিগকে ক্ষমা করিবার ঘোষণা করা হইয়াছে। দুই জন রাজাকে তাহা দিগের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। এদিকে বিদ্রোহিদিগের পরস্পর গৃহ বিবাদ উপস্থিত অতএব তাহাদিগের অস্ত্র ত্যাগ করা অস- ম্ভাবিত নহে।

১লা অক্টোবর গবর্ণর জেনরল রেঙ্গুণ, মুল মিন ও ব্লেয়ার বন্দর দর্শনার্থ গমন করিবেন। তিনি একমাসের অধিক কাল রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকিবেন না।

এবৎসর ৬০ জন সিবিলিয়ান এদেশে আ- সিতেছেন। ইঁহাদিগের বয়স ১৯। ২০।২১ বৎসরের অধিক নয়।

শীকদিগের গুরু বিক্রমান সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৪৫ অব্দে শীক দিগের সহিত কোম্পানির যুদ্ধ হয়। বি ক্রমান সিংহ সবিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করি য়াছিলেন, যুদ্ধের পর তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পেন্সন

ভারতবর্ষীয় সভা, তাঁহার প্রতিবাদ গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছেন [illegible] রা ঐ বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করি- নিমিত্ত কমিসন নিযুক্ত করিবার অনুরো [illegible] ছেন। সভা আরও বলেন এইব্যয় [illegible] রি মিউনিসিপাল কণ্ড হইতে না [illegible] সাধারণ রাজস্ব হইতে প্রেওয়া কর্ত্তব্য। [illegible] সাহেব যীবা এখানে প্রাদেশে যে অ [illegible] র ভূমির অনুমতি দিয়াছেন, তাহার [illegible] ও ভূমির সুব্যবস্থার বিষয়ে অদ্যাপিও [illegible] প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাতে আমরা [illegible] ছিলাম ভারতবর্ষীয় সভা বদ্ধ হইয়া এই আবেদন দেখিয়া সভা আছে, তর- [illegible] ইল।

ইণ্ডিয়ান রিকর্ডর বাঙ্গালী জাতির শারী- দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া [illegible] করিয়া এদেশীয়দিগকে বলণ্টিয়র [illegible] প্রবেশ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এদেশীয়দিগের যদি স্বতন্ত্র বলণ্টিয়র দল [illegible] বদ্ধ করা হউক, ইহাঁরা যে ইউরোপী- [illegible] প্রবেশ করিবেন এরূপ বোধ হয় না। [illegible] রেরা যে কথায় কথায় এদেশীয়দি- [illegible] অপমান করে।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বি- দ্রোহীরা পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের চারিটি ক্ষুদ্র দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। একজন নূতন ফরাশী সৈন্যগণের অধ্যক্ষ আসিতেছেন। পিক্কিনস্থিত [illegible] দৃঢ় পাটবিরিয়া হইয়া ফ্রান্সে প্রত্যা- [illegible] রিতেছেন।

[illegible] এক সম্প্রদায় গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন করিয়াছেন যে তিনি পবলিক [illegible] কর্ম সংক্রান্ত অশুমত সমুদায় টাকা দিবার [illegible] করেন। ভারতবর্ষীয় সভা শিক্ষা সং- [illegible] দান বন্ধের প্রতিবাদ করিয়া আবেদন করেন কেন? এদেশীয়দিগের অভাব্য [illegible] কি উক্ত সভা [illegible]।

ইংলিসমান বলেন, যোধপুরের রাজা [illegible] রেসিডেণ্টকে ডুতা লইয়া [illegible] প্রবে- [illegible] করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এদেশীয়েরা [illegible] এই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন না যে [illegible] লইয়া সে স্থানে যাইতে না [illegible] সেখানে থাকিবেন না।

উক্ত পত্র আরও বলেন গবর্ণমেণ্ট এরূপ আজ্ঞা করিবেন এতদ্দেশীয় কোন রাজা অ- ধিক লোক জন লইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে- ণ্টের সীমায় আসিতে পারিবেন না।

হরকরা লিখিয়াছেন লার্ড এলগিন এই অস্বা- স্থ্যকর বর্ষাকালে বেহারে বদ্ধ না থাকিয়া আপাততঃ মান্দ্রাজে যাইবেন।

বেলগ্রাম ও ধারোয়ারের মধ্যে টেলি- গ্রাফ বদ্ধ হওয়াতে এবার ইউরোপীয় সমাচার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

জোসেফ রবার্টসন দুই জন মুসলমান ভৃত্যকে বেতন না দিয়া ছাড়াইয়া দেন। তাহারা বেতন লইতে আসিবাতে সাহেবের সহিত তাহাদিগের বিবাদ হয়। তিনি তাহাদিগকে তন্নিমিত্ত বাটীর ভিতর আসিতে বলেন, কিন্তু তাহারা প্রহারের ভয়ে তাহা না করাতে সাহেব তাহাদিগের নামে পুলিসে নালীশ করেন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ভৃত্যদিগের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। অবশ্য! কুম্ভীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা হয় না।

৫ই আশ্বিন শনিবার।

এবৎসর বিজয়াদশমীকৃত্য লইয়া মহাগোল- যোগ উপস্থিত হইয়াছে। কতকগুলি অধ্যা- পকে কহিতেছেন, নবমীপূজান্তে বিসর্জ্জন হইবে আর কতকগুলি কহিতেছেন, পরদিন। এই বিষয়ের মীমাংসার্থ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর আপন আলয়ে ২৪এ ভাদ্র এক সভা করেন। সভাস্থলে অনেক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই এক বাক্য হইয়া পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জন ব্যবস্থা দিয়াছেন। কয়টি বিষয় ছিল কেন বিষয়েই প্রায় স- র্ব্বাদিসম্মত হয় না। এবিষয়ে যে সেইরূপ মতভেদ হইয়াছে তাহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন নহি। আমাদিগের বিস্ময়ের বিষয় এই, উল্লিখিত অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয়ের পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, পরে আবার তাহার বিপরীত ব্যবস্থা দেন। অধিক [illegible] এই রূপ হয়। এটী সাকল্যে [illegible] একটী লক্ষণ বটে।

[illegible] শ্রবণ করিলাম, বাবু রমাপ্রসা- দের পদে বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত বসিবে-

[illegible] সভ্য হইবেন। অদ্যাপিও [illegible] বিচারালয়ে এ দেশের কাহাকে বিচারপতির পদে নিয়োজিত করা হইল না।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক [illegible] ভিক্ষা ও অন্য অন্য দ্রব্য [illegible] রা জারি করিয়া দেয়, তাহা [illegible] নিল করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টে [illegible] ক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	১২ [illegible]
৪ টাকার কোম্পানি	[illegible]
৫ টাকার সিক্কা	১ [illegible]
৫ টাকার কোম্পানি	১ [illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

টেলিগ্রাফযোগে আগত।

লণ্ডন ২রা সেপ্টেম্বর। গারিবলডি পরা- জিত ও আহত হইয়া পাবত্তীয় সহচর সহিত [illegible] হইয়াছেন। মহাসভায় তাঁহার বিচার হইবে।

প্রিন্স অব ওয়েলসের ডেন্‌মার্কের রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রিনার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ [illegible] প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামি বসন্তকালে বিবাহ হইবে।

নিউয়র্ক। ২৫এ আগষ্ট। যাকিসন হারিসন [illegible] ঘাট হইতে গমন করিয়া সেনাপতি পোপের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পোপ বর্ণলাইন্সের আশ্রয় লইয়া রাপাহনক নদীর উত্তর পারে অবস্থিতি করিতেছেন। বিদ্রোহীরা দক্ষিণ পারে আছে, এবং তাহারা ৭॥ ক্রোশ পর্য্যন্ত কামান পাতিয়াছে। বিদ্রোহীরা অনেক বার নদী পার হইবার চেষ্টা পায় কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

বিদ্রোহীরা রিচমণ্ড হইতে গবর্ণমেণ্টের দিগে বার জনিবার উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা একত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সেনাগণের পশ্চাতে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। উভয় দলে একটি ঘোর যুদ্ধ হইবার বিলম্ব নাই।

বিদ্রোহীরা কেণ্টকির নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বাটন রোজ হস্তগত করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সেনাদিগে অনেক সেনা আসিতেছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর অবধি অনিযুক্ত বালিকদিগকেও দৈনিক পদে সংগ্রহ করা আরম্ভ হইয়াছে।

...র প্রতি বিশেষ কারণ বশতঃ সবি-
স্নেহ সঞ্চার হয়। স্নেহের স্বভাব এই
অল্পগুণ অথবা নির্গুণ ব্যক্তিকেও মহা
গুণ সম্পন্ন বলিয়া বোধ করাইয়া দেয়,
অপূর্ণ স্থলে নির্গুণ ব্যক্তির হৃদয়েই বিষ-
য়ের কর্তৃত্ব ভার পতিত হইবার সম্ভা-
বনা।

আসাম চা কোম্পানির সভাপতি

মাকে সাহেব।

...কের বেশভূষা সমাধান, ধর্মোপদে-
ষ্টার অধর্মাচরণ, বিচারকর্তার প্রধান
...নিকৃষ্ট বলিয়া দণ্ডের লঘু গুরুকরণ
এবং কুক্রিয়াকারির আত্মসাধুতা প্রতিপা-
দন, এ গুলি কেবল অসঙ্গত নয়, নিতান্ত
উপহাসকর। আসাম চা-কোম্পানির সভা-
পতি মাকে সাহেবের বিষয়ে সম্প্রতি এই
উপহাসকর কাণ্ড ঘটিয়াছে। পাঠকগণের
স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা ২। ৩ বার
লিখিয়াছিলাম, মাকে ও কার্টর সাহেবের
নামে তিনটি বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত
হয়। এক, এই দুই ব্যক্তি উক্ত কোম্পানির
মজুর দ্বারা আপনাদিগের ক্ষেত্রে কাজ ক-
রাইয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয়, উঁহারা উক্ত
কোম্পানির চার বীজ লইয়া নিজ ক্ষেত্রে
রোপণ করিয়াছেন। তৃতীয়, উঁহারা কো-
ম্পানির কাগজ পত্র কৃত্রিম করিয়াছেন।
এই বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ এক কমি-
টি নিয়োজিত হন। তাঁহারা যে রিপোর্ট
করেন, তাহা মাকে সাহেবের অনুকূল হয়
নাই। সেই হেতু মাকে সাহেব আত্মপক্ষ
সমর্থন করিয়া উত্তর প্রচার করিয়াছেন।
সেই উত্তর গুলি এ স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত
করিতেছি। পাঠকগণ তাহা দর্শন করি-
লেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, তদ্দ্বা-
রা মাকে সাহেবের নির্দোষিতা কেমন প্র-
মাণ হইয়াছে।

১। মাকে সাহেব প্রথমাভিযোগের এই
উত্তর দিয়াছেন, তিনি যে সকল মজুরকে
যে সময়ে নিজ ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে-
ন, আসাম চা-কোম্পানির তৎকালে তা-
হাতে প্রয়োজন ছিল না; তাহারা অনি-
যোজিত থাকিলে হয় পলায়ন করিত নতু-
বা কোম্পানিকে তাহাদিগের নিমিত্ত ক্ষতি-
গ্রস্ত হইতে হইত। তিনি মজুর লইয়া বরং
কোম্পানির উপকার করিয়াছেন। এ স্থলে
আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, মজুরে যদি
কোম্পানির প্রয়োজন ছিল না, কোম্পানির
নিয়োজিত লোক তাহাদিগকে সংগ্রহ ক-
রিয়া তথায় আনয়ন করিল কেন? প্রয়োজন
আছে কি না মাকে এ কথা কাহাকে জিজ্ঞা-
সা করিয়াছিলেন? কাহার নিকট হইতে
বা অনুমতি লইয়াছিলেন? ফলতঃ অন্যে-
র কর্মকর্তা হইয়া স্বয়ং ব্যবসায়ী হইলে
প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।

২। দ্বিতীয় অভিযোগের এই উত্তর
প্রদত্ত হইয়াছে, মাকে চার বীজের জন্য
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ঐ
চার বীজ বিক্রয় করাতে কোম্পানির লা-
ভ হইয়াছে। বেদ ব্রহ্মকে যেমন
ভোজ্য ও ভোক্তা, হব্য ও হোতা, কার্য্য
ও কর্ত্তা বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন, মা-
কের বিষয়েও সেইরূপ ঘটিয়াছে। মাকে
স্বয়ং আবেদন করিয়াছিলেন, আবার ডি
রেক্টরের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই আ
বেদন গ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

ফলতঃ মাকে সাহেবকে চার বীজ বি
ক্রয় করা কর্তব্য কি না, যৎকালে এই বি
বেচনা হয়, তৎকালে ডিরেক্টর সভায়
মাকে, কার্টর ও এক জন সেক্রেটারি মাত্র
উপস্থিত ছিলেন। মাকে এইরূপ সৈ...
মত লইয়া কি সাহসে চার বীজ ক্রয় করি-
লেন? কি রূপে তিনি স্থির করিলেন যে
তাঁহাকে চার বীজ বিক্রয় করিবার বিষয়ে
কোম্পানির মত হইয়াছে? তিনি ও কা-
র্টর এই দুই জনেই কি কোম্পানি? ...
[illegible]

ডিরেক্টর তৎকালে ...
তা বলিয়া তাঁহারা ... তা
ধেয় হইতে পারে না
সভা আহ্বান করা ...
বশতঃ কোম্পানির চার
বার প্রথা নাই। একপ
বিষয়ের নিষ্পত্তি করা বে
নুগত হয় নাই। বিরুণ ক
রীতি এই, তাহারা এব
অধ্যক্ষ সভায় উপস্থি
মন্দ কোন মতই দেন ন
কোম্পানির চার বীজ ...
আছে, তখন তদ্বিক্রয় ...
লাভ জ্ঞান সম্ভাবনা কি?

৩। মাকে সাহেব ...
বিষয়ে বলেন কোম্পা...
কৃত্রিম করা হয় নাই, ...
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মা...
জন ভদ্র লোক, তিনি যে
পত্র পত্র কৃত্রিম করিয়াছে
আমাদিগের নিতান্ত ধৃষ্ট
তবে কেবল ২১৪টী
২৫বের পরিবর্তে ১২৫ ই
নিয়ম ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে

পতিত জমি কি

গত ...
কাতে আ...
করিতে প...
র্শন করি...
দেশের ...
শস্যোৎপ...

ধারণের ...
নিতান্ত ...
দূর হইতে
পায়ের তা...
তৎকাল...

সোমপ্রকাশ।

৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার।

মারীভয়।

বিধাতার সৃষ্টির এই কি নিয়ম যে ম[illegible] নিঃশঙ্ক হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিবে না? আমরা প্রায়ই দেখিতে পাইতেছি, এক একটি ভয় তাঁহার পিছনে লাগিয়া আছে। বঙ্গদেশীয়েরা এত দিন দস্যু তস্করাদির ভয়ে নিঃশঙ্ক [illegible] ছিলেন। সে ভয়টি যেমন কিছু কমিয়া আসিয়াছে, তেমন এদিকে মারীভয় বাড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রাম ও জনপদ বিশেষের মারীভয়ের কথা প্রায়ই আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বারাসত প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম যমের বাস্তভূমি হইয়া উঠিয়াছে বলিলে হয়। জ্বর ক্রমশঃ বহু[illegible] স্বাধিকার বিস্তার করিতেছে। পাণ্ডু[illegible] সন্নিহিত গ্রাম সকলের [illegible] জ্বরের কথা পাঠকগণ ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন, এদিকে নদীয়া জিলার অন্তর্গত দেবগ্রাম [illegible] প্রভৃতি [illegible] সংখ্য গ্রামে অত্যন্ত মারীভয় হইয়াছে। এই মারীভয় সংক্রান্ত এক খানি প্রেরিত পত্র পাঠকগণ যথাস্থানে দর্শন করিবেন।

মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মারীভয় উপস্থিত হইলে তৎকালে কোন কোন স্থানে আপাততঃ তৎপ্রতীকারের কিছু কিছু চেষ্টা হইয়া থাকে কিন্তু তাহা সম্যক ফলোপধায়ী হয় না। বিশেষতঃ তাহার ভাবি মারীভয় [illegible] কোন ক্ষমতা নাই। যাহাতে [illegible] মারীভয় না হয়, সেই সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মারীভয়ের [illegible] অনেক গুলি কারণ আছে। [illegible] বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অজ্ঞাত কারণ গুলির আবিষ্ক্রিয়া এবং জ্ঞাত [illegible] নিরাকরণ চেষ্টা করিলে মারীভয়ের [illegible] শান্তি হইবার সম্ভাবনা [illegible] গবর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের উভয়েরই সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত, অন্যথা কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবনা নাই। যে অংশে গবর্ণমেণ্টের আর যে অংশে দেশের লোকের যত্ন আবশ্যক, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

বর্ষাবসান সময়েই প্রায় পল্লীগ্রামে জ্বর বিকারাদির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার কারণ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় নহে। অনেক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাস্তা, ঘাট ও সরোবরাদি নাই। চতুর্দ্দিক বনে ও জলে পরিপূর্ণ হয়। লতা পাতা প্রভৃতি পচিয়া উঠে। গৃহস্থেরা কর্দ্দমের ভয়ে অধিক দূরে গমন করে না, রথ্যা ও গৃহের পার্শ্বেই জঞ্জাল ও মলনিক্ষেপ করে। পথ সকল কর্দ্দমে ও দুর্গন্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকে, গমন কালে তাহা হইতে অতি অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত বায়ু নিঃসৃত হয়, তাহার আঘ্রাণমাত্রেই মস্তিষ্কে সাতিশয় ক্লেশ ও বিকার জন্মে। এই সকল কারণে পীড়া না হইবে কেন? পীড়া হইলে তাহার প্রতীকারের ও [illegible] উপায় নাই। অনেক স্থলে সুচিকিৎসক নাই, যাহারা চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের দ্বারা পীড়ার শান্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং আরো বৃদ্ধি হয়।

উপরে পীড়ার যে কারণ গুলি বর্ণিত হইল, গ্রামের লোকের ও রাজকর্ম্মচারিদিগের যদি সবিশেষ যত্ন থাকে, তাহার নিরাকরণ দুঃসাধ্য হয় না। গ্রামের প্রতি গৃহস্থ যদি যথাসম্পত্তি অবং উচিতে কিছু কিছু দান করিয়া গ্রামে রথ্যা সরোবরাদির উৎকর্ষ সম্পাদন চেষ্টা করেন, তাহা সহজেই সম্পন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোকের এমনি কুসংস্কার যে সে চেষ্টা দূরে থাকুক, অপরের নিকট হইতে [illegible] ক্রিয়াকলাপে বৃথা, বৃথা ব্যয় করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অতঃপর তাঁ[illegible] এই কুচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের রাস্তা, ঘাট ও পুষ্করিণী প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন করিবার এবং বন প্রভৃতি কাটিয়া পরিষ্কার করিবার পারেন এবং যাহাতে গ্রামের মধ্যে চিকিৎসক ও উত্তম ঔষধ প্রাপ্ত হন, তাহারও চেষ্টা করুন।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই, [illegible] রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি দৃ[illegible] এই আজ্ঞা প্রদান করেন [illegible] মধ্যে যে স্থানে বন ও জঙ্গল [illegible] তাঁহারা কাটাইয়া দেন এবং [illegible] প্রভৃতি অপরিষ্কৃত দৃষ্ট হইলে তাহা পরিষ্কার করান। রথ্যাদি সংস্কার ক্রিয়ার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট [illegible] গ্রহণ করিতেছেন তাহা এব[illegible] টাক্সে যাহা উত্থিত হইবে [illegible] কার্য্যে বিনিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। [illegible] যেমন পুলিসকর্ম্মচারিদিগের [illegible] তেমনি কর্ত্তব্য বোধে তাঁহারা যদি এই [illegible] অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে [illegible] সিদ্ধির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট [illegible] চিকিৎসালয় [illegible] তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। [illegible] স্থানের লোকেরা [illegible] সেই সেই স্থানেই নূতন চিকিৎসা[illegible] গুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে [illegible] গবর্ণমেণ্টের সাহায্য [illegible] দাতব্য চিকিৎসা[illegible] প্রতিষ্ঠিত করিবার যে রীতি আছে [illegible] পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। [illegible] প্রায় [illegible] অর্দ্ধ দিবার নিমিত্ত চিকিৎসালয় [illegible] স্থিত করা হইয়া থাকে। এ নিয়ম পরিবর্ত্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট অধিক ভার গ্রহণ ক[illegible] এবং ঐ ভার গ্রহণ করিয়া গ্রামস্থ [illegible] কের স্কন্ধে অপরাপর নিক্ষেপ কর[illegible] চতুর্থ, যখন যে স্থানে মারীভয় উপস্থিত হইবে, মেডিকেল কমিসন নিয়োগ [illegible] তাহার নিদান নির্ণয় করিয়া তৎপ্রতীকার চেষ্টা করা আবশ্যক।

বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর হইয়াছিল। বাদশাহকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করাতে মনোদুঃখেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস কহেন লাঙ্কেসায়ারের মজুরদিগের সাহায্যার্থ বোম্বাইয়ে ২ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরো কহেন কাদাপার সারজন ডুইল সাহেবের প্রস্তাবে তথায় ১৪ টি স্ত্রীলোক প্রসব করাইবার বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া পরীক্ষা দিয়াছে। ইহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, ঐ ডাক্তারের অনুরোধে যত দিন উহাদের সমাপ্ত না হয় গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের মধ্যে ৩ জনকে মধ্যে মধ্যে ৩।০ টাকা করিয়া দিবেন আজ্ঞা করিয়াছেন। এখানেও এইরূপ দাইদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদের মূর্খতা নিবন্ধন অনেকের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে।

সিটন নামে এক খানি জাহাজের চোং ফাটিয়া এমজাদ আলি নামে এক ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে আর ৩ জন এখন চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতেছে।

৩০এ আশ্বিন বুধবার।

মান্দ্রাজ টাইমস রেঙ্গুণের সংবাদ দাতার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন পেগু পুলিসের অধ্যক্ষ লেপ্টেনণ্ট মেকেঞ্জি সাহেবের নামে পুলিস সেনারা এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে তাহারা ছয় মাসের বেতন প্রাপ্ত হয় নাই। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য টাকারও হিসাব পাওয়া যায় নাই। তিনি ধৃত হইয়াছেন ত্বরায় বিচার হইবে।

খসিয়ারা এখনও ক্ষান্ত হয় নাই, পুনরায় উৎপাত করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে তাহারা কহে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া না দিলে তাহারা ক্ষান্ত হইবে না। রাজ্য একবার লইলে কি আর দেওয়া যায়।

ফিনিক্সের একজন সংবাদ দাতা কহেন মধ্য ভারত বর্ষে অধিনায়ক টেম্পল সাহেবের যত্নে তথাকার সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। তিনি রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। সৎ লোকের এ[illegible]

[illegible] সংবাদ দাতা কহেন মাঙ্গরায় এক ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে প্রথমত কয়েক দিন অতিশয় বৃষ্টি হইয়া ছিল, পরে প্রচণ্ড ঝটিকা হইয়া বৃক্ষ ও গৃহাদি ভগ্ন হইয়াছে এবং অনেক মনুষ্য ও পশু হত্যা হইয়া গিয়াছে

উক্ত পত্র আরো কহেন প্রধানতম বিচারালয়ে আর দুই জন জজকে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়া প্রধান বিচার পতি গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া কহেন জহরল হোসেন নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ কালে ৯ জন ইউরোপীয়কে ধৃত করিয়া লখনৌয়ের বেগমের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, বেগম তাহাদের জীবন নাশ করেন, জহরল হোসেন আপন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিথুক হোসেন নাম গ্রহণ করিয়া নিজামের অধীনে এক তালুক দারের নিকট কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে নিজামের অনুমতি লইয়া কাপ্তেন মেডোস এবিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সে ব্যক্তি এই সমাচার পাইয়া প্রস্থান করে তাহার ভৃত্য ও স্ত্রী ধৃত হয়, পশ্চাৎ অনেক অনুসন্ধানের পর সে ব্যক্তি ও ধৃত হইয়াছে অতি শীঘ্র বিচার হইবে।

ওবারলাণ্ড নিউস পত্রে দৃষ্ট হইল ইংলণ্ডে এক কাগজের কারখানায় আগুন লাগিয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় ৭০০০০ টাকার সামগ্রী অগ্নিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

অপর এক জন স্ত্রীলোক আপনার ২ টি শিশু সন্তান লইয়া আপন ইচ্ছায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রথমতঃ সন্তান দুটিকে জলে নিক্ষেপ করে পরে আপনি গিয়া পড়ে, সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির হইয়াছে যে ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী তাহাকে অতিশয় কষ্ট দিত সেই দুঃখে সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ নৃশংস অনেক আছে?

আর একটি স্ত্রীলোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার স্বামী তাহাকে কয়েক দিন আহার দেয় নাই। সে ক্রমে মৃতপ্রায় হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে আপন বাটিতে লইয়া যায় কিন্তু তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

৩১এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

হরকরা কহেন যে সর ডেভিস আউটরাম অত্যন্ত পীড়িত হইয়া [illegible] অবস্থিতি করিতেছেন।

আলাহাবাদ গেজেট কহেন [illegible] অলিগড় হইতে হাথ্রাস পর্য্যন্ত এক [illegible] রেইলওয়ে খুলিবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কহেন [illegible] সাহায্যার্থ মৌলমিনে ৩৯৪৫০ এবং [illegible] ৩১৫০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

হরকরা কহেন বোম্বাইয়ের পূর্ব্বতন গবর্ণর সর জর্জ ক্লার্ক স্কটলণ্ডে অবস্থিতি [illegible] অনেক সুস্থ হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড কহেন কোচিনে বজ্রাঘাতে [illegible] দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

আলাহাবাদ গেজেট কহেন সাহারাণ[illegible] এক জন মুসলমান এক ইউরোপীয় সেনার মুখে [illegible] দিয়াছিল বলিয়া সৈনিক মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১ বৎসরের নির্দিষ্ট কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন [illegible] কার জজ সাহেব সে আজ্ঞা রহিত [illegible] ছেন। প্রধান সেনাপতি ইহা [illegible] গবর্ণর সাহেবকে লিখিয়াছেন [illegible] বের এতাদৃশ চরিত্র [illegible] উপর দৃষ্টি [illegible] রেন। সৈনিকদিগের [illegible] দণ্ডাজ্ঞা আবশ্যক [illegible] এ সেরূপ হইতে পারে না।

১লা কার্ত্তিক [illegible]।

ফিনিক্স কহেন, [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছেন যে গারো পাহাড়ের পাহাড়ীয়ারা যেরূপ এক বার গোলযোগ করিয়াছিল, পুনরায় সেরূপ করিতে না পারে এমত একটা উপায় করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সাংসারিক ব্যাপারে কার কি অসুবিধা আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাও কি অবধারিয়া দিবেন? এক গাড়ি কোম্পানি [illegible] সেই ক পাহাড়ীয়াদের গর্ব্ব চূর্ণ হয়

আক্রাব পেপার কহেন দুই বৎসর বয়সের একটি বালক করাচিতে জলমগ্ন হইয়াছিল, তাহার মাতা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনি জলে ঝম্প দিয়া পতিত হইল, দুয়ের প্রাণ নাশ হইয়াছে।

বিচারের এবং মুন্সেফদিগের প্রতি প্রথম হইতেই ফৌজদারী এবং কালেক্টরী সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারের ভারার্পণ করা হয়, তবে ঐ সকল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এবং মুনসেফেরা সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া পরিণামে সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য ও পারদর্শী হইতে পারেন এবং তাহা হইলে ভবিষ্যতে কেবল দেশেরই উপকার নহে গবর্ণমেন্টও আবশ্যক মতে সকল সময়ে সকল বিষয়েরই যোগ্য পাত্র অনায়াসে পাইতে পারেন। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে এরূপ নিয়ম হইবার সম্ভাবনা নাই তজ্জন্য ইহাও জানাইতেছি যে একণে প্রত্যেক জিলাতে প্রায় ৪।৫ টি করিয়া সব ডিবিজন হইয়াছে। ভবিষ্যতে সেই সকল সব ডিবিজান ভিন্ন অন্য স্থানে মুন্সেফের কাছারি হইবেক না। সব ডিবিজনের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটেরা ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত মকদ্দমা সকল মুন্সেফদিগের নিকট অর্পণ করিলে মুন্সেফেরা অনায়াসেই তাহার বিচার করিতে পারেন। আর যে সকল ব্যক্তির হস্তে পোলিসের ক্ষমতা থাকে ১০ আইন সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারের ভার তাঁহাদিগের প্রতি অর্পণ হইলে কি জানি যদি তাঁহারা তাহাতেও পোলিসের ক্ষমতা প্রকাশ করেন বোধ করি ঐ আশঙ্কা ক্রমে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে শেষোক্ত মকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা দেন নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা কেবল মনুষ্যের চরিত্রের প্রতি নির্ভর করে, প্রথম সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী দিগের উপর গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই অথচ অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি সে সন্দেহ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। বিশেষতঃ একণে অনেক জিলাতেই স্বতন্ত্র পোলিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়াতে পোলিসের প্রতি ফৌজদারী বিচারকদিগের কর্তৃত্ব নাই।

৪। একণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরদিগের [illegible] পরীক্ষায় [illegible] নিযুক্ত [illegible] রীতি আছে, [illegible]

পরীক্ষা দিয়াও উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, অপযশ যেন তাঁহারে পদচ্যুত করিতেছে হইল. ইহাতে কেবল সেই ব্যক্তিরই বিশেষ ক্ষতি ও অপমান এমত নহে লোকে নিয়োগকর্ত্তাদেরও এজন্য নিতান্ত অবিবেচক বলিতে পারে অধিকন্তু সেই অযোগ্য পাত্রের কৃত কার্য্য দ্বারা বাদী প্রতিবাদিদিগের যেরূপ অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। যদি ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং মুন্সেফ ও উকীলদিগের পরীক্ষার একই নিয়ম করা হয় তবে ভবিষ্যতে আর উক্ত প্রকার ঘটনা হইবার সম্ভাবনা ও বারংবার পরীক্ষা লইবার প্রয়োজন থাকে না। মুন্সেফদিগের যোগ্যতা দৃষ্টে জজেরা উত্তম রিপোর্ট করিলে যেমন তদ্দৃষ্টে তাহাদিগের পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে তেমনি কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটেরা ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য দৃষ্টে তদ্রূপ রিপোর্ট করিলে তাঁহাদিগেরও পদ বৃদ্ধি হইতে পারে, একণেও তাহা না হইতেছে এমত নহে। গবর্ণমেন্ট যদি বলেন সময়ে সময়ে অধিক পরিমাণে ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু এরূপ পরীক্ষা লইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা সেরূপ না হইতে পারে এমত নহে, দেখা যাইতেছে যে মুন্সেফি কি অন্য যোগ্য পদ না পাওয়াতে পরীক্ষোত্তীর্ণ অনেক ব্যক্তিকে নানা আদালতে ওকালতি করিতে হইতেছে অথচ সেই সকল আদালতে এত অধিক উকীল আছেন যে উকীলের সংখ্যা কমিয়া গেলে আদালতের কর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই তবে বিশেষ কারণে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির অনটন হইলে অর্থাৎ কখন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক বাছনি করিয়া বিনা পরীক্ষায় কোন কোন ব্যক্তিকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলে কোন হানি হইতে পারে না।

৫। যে সকল ব্যক্তি [illegible] কার্য্য করেন [illegible] কেবল [illegible] পরীক্ষা দিয়া কি [illegible]

এরূপ নিয়ম [illegible] রীক্ষোত্তীর্ণ ব্য[illegible] আদালতের উকি[illegible] সেরেস্তাদারের [illegible] মতের হেড ক্লার্[illegible] কেও অনুবাদক এ[illegible] ন্যের কে ঐ এক [illegible] র কার্য্যের ভার এ[illegible] করি তাঁহাদিগের অধিক অবিচার।

৬। বিশেষ [illegible] বিনে আদালতের কোন ব্যক্তি [illegible] হইতে পারেন [illegible] বিক নাই, [illegible] প্রতি বিচারের [illegible] চারুরূপে [illegible] সন্দেহ কি [illegible] যোগ্য ব্যক্তি [illegible] রাজত্বের বিক[illegible] সম্প্রতি যে [illegible] জোতাবে [illegible] মকদ্দমের [illegible] ইহারা [illegible] দিগের প্রতি [illegible] কারণ এই যে [illegible] আইন [illegible] তাহা [illegible] হার [illegible]

[illegible] যোগ্য উকীলদি[illegible] নিয়োগ করা [illegible] নাই, কোন [illegible]

উক্তসংখ্যা ডেপুটী,
ইহারা ... এক
... আদা-
... প্রতিমাসে
... বায় শত
... কালে
... তাঁহারা ঐ
রা মুনসেফের কি
স্বীকার করিবেন
আদালতের কোন
র্য্য স্বীকার করি-
র্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে
লা আদালতের
তাঁহাদিগকে স
আপিসের মধ্যে
যাঁহারা ঐ কর্ম্ম
। এমত স-
পদ না দেও
এক্ষণে আ-
করিতে হইবে
আদেশ করা
তাহাদিগের,
ন এবং প্রধান
ব্যক্তি নিযুক্ত
লিদিগের, সম-

আজ মত সং-
এক্ষণে
বিষয়

১০০ টাকা
জিলায় পোষ্ট
, এক্ষণে প্রত্যে
। সংখ্যা অধিক
পোষ্ট আপ
ক করিতে হয়,
কোন পোষ্ট
[illegible]

আপিস তত্ত্বাবধান করিয়া ওবেলা দ্বিতীয় পোষ্ট আপিসে উপস্থিত হন, প্রায় বারমাস ত্রিশ দিন পথে পথে ভ্রমণ করেন, কখন কখন দৈব দুর্য্যোগে নিরাশ্রয় গাছতলায় বসিয়া রাত্রি প্রভাত করেন, এই কর্ম্ম বাঙ্গালি ও ফিরিঙ্গি ব্যতীত ইউরোপীয় কোন ভদ্র সন্তানকে স্বীকার করিতে দেখা যায় না, বোধ করি এই কারণেই উক্ত ব্যক্তিদিগের বেতন অত্যল্প হইয়াছে। ইনিস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারদিগের ন্যায় পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন কর্ম্মচারীর দে[খা] যায় না, পোষ্ট আপিসের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদিগের স বিবেচনার প্রতিও দৃষ্টি করুন। ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টারদিগের প্রমোসন পাইবার সময় উপস্থিত হইলে বাঙ্গালি বাবুরা বিশেষ যোগ্য ও পরিশ্রমশালী হইলেও ফিরিঙ্গিরা অগ্রে প্রমোসন পাইয়া থাকেন কএক ব্যক্তি বাঙ্গালি ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টরের সহিত আমার পরিচয় আছে। তাঁহারা ভদ্র সন্তান অতি সচ্চরিত্র এবং এরূপ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান যে তাঁহাদিগের ন্যায় যোগ্য লোক অতিকম পাওয়া যায় ও বোধ করি সধায় পৈতৃক ধনসম্পত্তি না থাকাতেই ঐ ভদ্র সন্তানেরা অত্যল্প বেতনে এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ইহাঁদিগের অন্য কোন পদ পাইবারও প্রত্যাশা নাই, বিচার কার্য্য ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের অন্য যে সকল কর্ম্ম আছে, তাহা ইহারা না পান কেন? যাহা হউক ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া অতি কর্ত্তব্য। স্কুলের ডেপুটী ইনিস্পেক্টিং দিগের পরিশ্রম ও ক্লেশ ইনিস্পেক্টর পোষ্টমাষ্টারদিগের সহিত প্রায় তুল্য। ইহাঁদিগের দ্বারা দেশের বড় উপকার হইতেছে গবর্ণমেণ্টের অন্য কে [illegible] সে রূপ হইবার নহে, ডেপুটী ইনিস্পেক্টরেরা সকলেই বিদ্বান এবং কার্য্যে অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্যলোক প্রায় নাই। ইহাঁরা মাসক ১০০ একশত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন; ইনিস্পেক্টর সাহেবদিগের মাসিক বেতন ১২০০ [illegible] টাকার ন্যূন নহে, [illegible]

[illegible]

এবং মধ্যে মধ্যে ডাইরেক্টর জেনেরলকে পত্র লিখিয়া এই অধিক বেতন পরিশোধ করিয়া থাকেন. স্কুলের যে কিছু ভাবুক কি উন্নতির চেষ্টা তাহা সমুদয় ডেপুটী ইনিস্পেক্টরেরা করেন। এমত ব্যক্তিদিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে? সম্পাদক মহাশয়। এক্ষণে এতদ্দেশীয়দিগের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের ও প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারকের পদ পর্য্যন্তও পাইবার নিয়ম হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কালেজের বাঙ্গালি শিক্ষকদিগের ভাগ্য কি বরাবরই এক রূপ থাকিল? প্রিন্সিপালের পদ পাওয়া দূরে থাকুক এপর্য্যন্ত কোন এক ব্যক্তি বাঙ্গালি শিক্ষককে কলেজের হেড মাষ্টরের পদ পাইতেও দেখা গেল না অথচ ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কখন ইনিস্পেক্টর কখন কলেজের প্রিন্সিপাল কখন বা হেড মাষ্টর হইতে দেখা যায়, ফিরিঙ্গিরা কি বাঙ্গালি শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বিদ্বান ও শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে যোগ্য।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ কার্ত্তিক সোমবার।

গেজেটে প্রকাশ হইয়াছে, বাবু রামগোপাল ঘোষ বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্যপদে নিয়োজিত হইয়াছেন। রাম গোপাল বাবুকে প্রথমে ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ না করাতে আমাদিগের যে মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছিল, তাহা দূর হইল। ইনি এক জন যথার্থ যোগ্য পাত্র। ইহাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ও বক্তৃতা শক্তি [illegible] বঙ্গদেশের হিতসাধনের আন্তরিক ইচ্ছা আছে। উক্ত সভা বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ও প্রয়োজন বুঝিয়া এদেশীয় সভ্যগ্রহণ করিতেছেন না কেন?

[illegible] একটি ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] বাবু [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible]

সোমপ্রকাশ

" সবর্ণনী [illegible] মুনিজননী [illegible] ।"

৪ ভাগ ।
৫০ সংখ্যা ।

সন ১২৬৯ । ২৫ কার্ত্তিক । ইং ১৮৬২ । ১০ নবেম্বর

[illegible] মূল্য
বার্ষিক [illegible]

বিজ্ঞাপন ।

গ্রাহকগণের প্রতি

গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে আশ্বিন মাস অতীত হওয়াতে অনেকের প্রদত্ত সোমপ্রকাশের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, কার্ত্তিক মাস অতীত হইলেও অনেকের মূল্য শেষ হইবে, অতএব তাঁহারা ত্বরা করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দেন। উক্ত মূল্য কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে আমাদিগের নামে পাঠাইলেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে ও শীঘ্র পাইব।

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়
প্রণীত পুরাণ সংগ্রহের
অষ্টম খণ্ড ভীষ্ম পর্ব্ব

প্রচারিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকগণ তাহা গ্রহণ করুন। যে সকল মহাশয় প্রথম, দ্বিতীয়, বা তৃতীয় খণ্ড মাত্র লইয়া ছিলেন আর আর খণ্ড লন নাই, তাঁহারা শেষ সকল সত্বরে গ্রহণ করুন নতুবা পরে কোন [illegible] আর পাইবেন না।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো [illegible] ২১ কার্ত্তিক সন ১২৬৯ । শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন প্রধান বিতরিতা

সোমপ্রকাশ ।

২৫এ কার্ত্তিক সোমবার ।

[illegible] বেদান্তবাগীশ ২৯ এ কার্ত্তিক বৈদিক শ্রেণীর কুলসম্বন্ধ ঘটিত [illegible] প্রেরিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, আমরা [illegible] ও সোমপ্রকাশে প্রচার করিলাম না। তাহার কারণ এই, আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আর পাঠকগণের বিরাগ উৎপাদন করিব না। বেদান্তবাগীশের যদি এ বিষয়ের মীমাংসা করা অভিপ্রেত হয়, আমরা একটী সৎপরামর্শ বলি, শ্রবণ ও গ্রহণ করুন। উভয়ের ঐক্য বাক্য হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের [illegible] জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই কয় মহোপাধ্যায় মহাশয়কে মধ্যস্থের পদে বরণ করা হউক। ইহাঁরা উভয়ের প্রদর্শিত শাস্ত্র ও যুক্তি শ্রবণ করিয়া যে মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহাই আমরা সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া দিব এবং তদনুসারী কার্য্যের আচরণে পরাঙ্মুখ হইব না। উপসংহার স্থলে পুনরায় কহিতেছি, রূথা বিচারে ফল নাই।

মারীভয় ।

পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানের মারীভয় সংক্রান্ত দুই খানি পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে, যথাস্থানে উহা প্রকটিত হইল। অনন্তর পত্র প্রেরক পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ পাঠাইবা দিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিকটে [illegible] টাকা পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পীড়িতসাহায্যকারিণী [illegible] নাই, প্রতিষ্ঠিত হয়ও নাই, কোথায় পাঠাইব [illegible] প্রেরয়িতার নিকটে প্রতি [illegible] গতবারে কলিকাতা ব্রাহ্ম [illegible] এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশব [illegible] বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়া [illegible] এবারে কাহাকে উদ্যোগী [illegible] দেবেন্দ্র বাবু এখানে [illegible] পীড়িত।

পত্র প্রেরকেরা [illegible] ছেন, অনেক স্থানে যথার্থ [illegible] উপস্থিত হইয়াছে [illegible] সব শক্তি অনুসারে [illegible] সাহায্য দান করা [illegible] কলিকাতা ও অন্য [illegible] এক্ষণে লাটসাহেবের [illegible] মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি [illegible] করিয়া সেগুলি পীড়িত স্থানে [illegible] রেন, তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার হইবে। আমরা পূর্ব্বেও কহিয়াছিলাম পুনরায় কহিতেছি, পত্র প্রেরকেরা [illegible] স্থান হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, করুন, কিন্তু তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে যে স্থানে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, তত্রত্য লোকদিগকে এই পরামর্শ দেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া ডাক্তর [illegible] করিবার এবং গ্রাম পরিষ্কৃত রাখিবার [illegible]।

লাটসাহেবের সাহায্যার্থ টৌনহালের সভা ।

টার সাহেবে অত্রত্য টৌনহালে এক বৃহতী সভা হইয়া গিয়াছে। সভার উদ্দেশ্য লাঙ্কেসায়েরের সাহায্য দান। মিলেটারি, সিবিল সিবিলিয়ন, বণিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ইউরোপীয় ও এদেশীয় হিন্দু, মুসলমান পারসী প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর জেনরল ও

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও আসন সভাকে অলঙ্কৃত করিয়াছি প্রধান লোক গমন করাতেই ...াত্তা হইয়াছিল, এরূপ নহে, ...বিধ রঙ্গিল বসন ও কৃত্রিম ...জ্জিত হইয়াছিল।

...থমে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত ...াহার পর ক্রমে ক্রমে লার্ড ...চভিকন্স গ্রাণ্ট ও তক সাহেব ...র্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণের দয়া ও বদান্যতাশক্তির সমুদ্দীপন করাই সেই সেই বক্তৃতার মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। সকলেরই মনে তৎকালে লাঙ্কেসায়েরের বিপন্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখে দুঃখ বোধ ও তদ্দুঃখ বিনাশের ইচ্ছা জন্মে। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হন। লার্ড এলগিন বক্তৃতাকালে এই অনুরোধ করেন যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সময়ে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার অবশিষ্ট যে টাকা আছে, তাহা লাঙ্কেসায়েরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর চাঁদার বহি প্রেরণ করিয়া ধন সংগ্রহের প্রস্তাব এবং সেই ধন র... কার্য্য করণের ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ...রের পর সভা ভঙ্গ করা হইল।

... চারলস উডকে একখানি অভিন... ...পত্র ... ...

...ঠকগণের গোচর করিয়াছি। সর চারলস উডকে পদচ্যুত করা "শ্রীবৃদ্ধিকারি দলের" একান্ত পণ হইয়াছে। ফলতঃ ঐ দল তাঁহাকে "পেচাকেও" করিয়া তুলিয়াছেন। উঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইংলণ্ডের অনেক প্রধান লোকেরও এই রূপ সংস্কার হইয়াছে যে ভারতবর্ষস্থ কি ইউরোপীয় কি এ দেশীয় সকল লোকে রই সর চারলস উডের কার্য্যের প্রতি আন্তরিক বিরাগ জন্মিয়াছে। এরূপ সংস্কার জন্মিবার একটী বিশিষ্ট কারণও আছে। চারলস উড মহীসুরের রাজকুমারদিগকে ৫০ লক্ষ টাকা দিলে পর এ দেশীয়েরা শ্রীবৃদ্ধিকারিদলপ্রতারিত হইয়া টৌনহালের সভায় ঐকমত্যে ঐ কার্য্যের যে প্রতিবাদ করেন, চতুর শিরোমণি শ্রীবৃদ্ধিকারি দল এক্ষণে তাহাই এ দেশীয়দিগের বিরাগ লক্ষণ বলিয়া প্রমাণ দিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইংলণ্ডের প্রধান ব্যক্তিদিগের উল্লিখিত অমূলক সংস্কার থাকা ভাল হইতেছে না। তাহাতে ভারতবর্ষের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যাহাতে ঐ সংস্কারটি দূরীভূত হয়, এরূপ চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক। ভারতবর্ষের সমুদায় প্রেসিডেন্সির লোকে এই সময়ে একবাক্য হইয়া সর চারলস উডকে অবিলম্বে এক খানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করুন। তাহা হইলেই এ দেশের লোকেরা উক্ত সেক্রেটারির প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত ইংলণ্ডীয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

সর চারলস উড এ দেশীয়দিগের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও অভিনন্দন পত্র লাভের যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে অনায়াসে অত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ হইয়াছেন, সে, কাহার অনুগ্রহে? ইহাঁরা যে ... ...

লেন, তাহার অনুকূল কারণ কে? কোন্ ব্যক্তি যত্নবান হইয়া এতদ্দেশীয়দিগকে বহু অনর্থমূল কণ্ট্রাক্ট বিল হইতে রক্ষা করিতেছেন? এদেশীয় পদচ্যুত রাজগণ ও প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রার্থিত পূরণ করিয়া মনঃক্ষোভ দূর করা প্রধান উদ্দেশ্য কাহার? নীলকর বিবাদ কালে কোন ব্যক্তি প্রজাদিগের বক্তৃতা করিয়াছিলেন? ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, এ আন্তরিক ইচ্ছাটী কার? পতিত ভূমি বিক্রয় সম্বন্ধে এ দেশীয়দিগের সহজে স্বত্বলোপ ও অনিষ্ট হইবার যে সম্ভাবনা হইয়াছিল, কে বা তন্নিবারণ করিয়াছেন? এক সর চারলস উডের নাম নির্দেশ করিলেই এই প্রশ্ন গুলির সদুত্তর হইবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এ দেশের এমন হিতৈষী, তিনি কি অভিনন্দন পত্র লাভের যোগ্য পাত্র নহেন?

সর চারলস উড ও কণ্ট্রাক্ট বিল

যে ব্যক্তি সুরাপানাদিরূপ অন্যতর ব্যসনে আসক্ত হয়, গুরুজনের গঞ্জনাদি কারণ বশতঃ তাহার তৎ পরিত্যাগ চেষ্টা জন্মিলে সে যেমন এককালে তত্ত্যাগে সমর্থ না হইয়া একবার এ মাদক দ্রব্য সেবন একবার ও মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া অস্থিরচিত্ততা প্রদর্শন করে, কণ্ট্রাক্ট বিল লইয়া অত্রত্য কতকগুলি ইউরোপীয়ের সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। ঐ বিল তাঁহাদিগের ব্যসন স্বরূপ হইয়াছে। উঁহারা কোনরূপেই উহার মোহিনী শক্তি বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না। সর চারলস উড বীডন সাহেবের কণ্ট্রাক্ট বিল অগ্রাহ্য করিলেন, রিচি সাহেব তাহাকে তৎক্ষণাৎ দেওয়ানী সংক্রান্ত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাহাও সর চারলস উডের শাণিত অস্ত্রের মুখে পতিত হইয়াছে। তিনি তাহা ... ... খণ্ড খণ্ড ক-

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৫ ভাগ।—[illegible] } সন ১২৬৯। ৩ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৬২। ১৭ নবেম্বর { বার্ষিক মূল্য [illegible]
১ সংখ্যা। ২১ } { [illegible]

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

গ্রাহকগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, আশ্বিন [illegible] অতীত হওয়াতে অনেকের প্রদত্ত সোমপ্রকাশের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, কার্ত্তিক [illegible] অতীত হইলেও অনেকের মূল্য শেষ [illegible], অতএব তাঁহারা দয়া করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দেন। উক্ত মূল্য কলিকাতা সংস্কৃত [illegible] আমাদিগের নামে পাঠাইলেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে ও শীঘ্র পাইব।

বিজ্ঞাপন।

চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশিখর সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত কালীকুমার সিংহ অদর্শন হইয়াছে। ইহার বর্ণ গৌর বয়ঃক্রম ২২ বৎসর, দক্ষিণদিগের জুলপির নিকট একটি ছোট আবচিহ্ন আছে। যদ্যপি কেহ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট সংবাদ দিতে পারেন, তাঁহাকে ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ।

৩ অগ্রহায়ণ, সোমবার।

অদ্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার এবং পাঠকগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার দিন উপস্থিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের কৃপা ও পাঠকগণের উৎসাহ দানে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সোমপ্রকাশ অদ্য পাঁচ বৎসরের হইল। আমরা অনেকে ইহার আয় ব্যয় ও উন্নতি প্রকৃতির বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক দেখিতে পাই। পাঠকগণের সেই কৌতূহল বিনোদন করাও আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আয়গণনায় সম্পাদকের সবিশেষ যত্ন নাই। আয় অধিক হউক, আর অল্প হউক, সম্পাদক সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া যাবজ্জীবন সোমপ্রকাশ প্রচারণরূপ অঙ্গীকৃত ব্রত প্রতিপালন করিবেন, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। অতএব আয়ের বিষয় জানিয়া পাঠকগণের বিশেষ ইষ্টলাভ নাই। তবে তাঁহারা এই মাত্র জানিয়া রাখুন, যত আয় বৃদ্ধি হইবে, ততই ইহার শ্রীবৃদ্ধি তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইবে। ব্যয়ের বিষয়ে বক্তব্য এই, সোমপ্রকাশের নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্যয় নিতান্ত অল্প নহে। গ্রাহকগণের কৃপায় সচ্ছন্দে তাহা চলিয়া যাইতেছে। বোধ হয়, এবিষয়ে কোন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র সোমপ্রকাশের ন্যায় সৌভাগ্যশালী নয়। এস্থলে গ্রাহকগণের একটী গুণের বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ না করিয়া সৌভাগ্য জ্ঞাপন করা বিধেয় হইতেছে না। সোমপ্রকাশের গ্রাহকদিগের প্রায় কেহই মূল্যদানে কাতরতা, কৃপণতা অথবা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না। এ স্থলে আর একটী গুণেরও উল্লেখ করা আবশ্যক, যাঁহারা একবার গ্রাহক হন, তাঁহারা আর ইহাকে প্রায় পরিত্যাগ করেন না।

উন্নতি বিষয়ের বিচারকর্ত্তা আমরা নহি. সূক্ষ্মদর্শী অপক্ষপাতী পাঠকগণই তাহার যথার্থ বিচারকর্ত্তা। তাঁহাদিগের এ বিষয়ের বিচারের অধিকারও আছে। [illegible] আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, [illegible] প্রকাশ্য বেদমাত্র কীটের ন্যায় [illegible] বংশী ও ব্যাধিপীড়িতের [illegible] ন্যায় চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল নহে। [illegible] সকল দিনদিন বর্দ্ধিত ও সুরূপ [illegible] লক্ষিত হইতেছে। ইহা যে [illegible] পদারূঢ় হইবে, তাহার সম্পূর্ণ [illegible] রাছে। পাঠকগণ যদি উন্নতি [illegible] স্বীকার করিতে চাহেন, আর একটী [illegible] তিলক্ষণ এই, অনেকে ইহার উন্নতি [illegible] করিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। [illegible] সর্ব্বদাই দোষানুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে অভিপ্রায়ে দোষ সন্ধান করেন [illegible] তাহা মহোপকারের নিমিত্ত হইয়াছে। ইহা কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া সেই সব দোষের যত সংশোধন চেষ্টা করিতেছে ততই ইহার উন্নতিলাভ হইতেছে। অপর উন্নতি লক্ষণ এই, সোমপ্রকাশে যখন যে বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়, তাহা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারেই ব্যক্ত করা হইয়া থাকে, তাহাতে ব্যক্তি, সম্প্রদায় অথবা জাতিবিশেষের অনুরোধ বা মুখাপেক্ষা নাই। তাহাতে অনেকে সোমপ্রকাশের উপর যার পর নাই কুপিত হইয়াছেন ইহা অনাদরের হইলে কখন লোকে কোপে পতিত হইত না। লোকের কোপ উন্নতির লক্ষণ, ইহা অপ্রসিদ্ধ বাক্য নহে

করেয়া ঐ সব কতকগুলি ইউরোপীয়কে ...টি টাকা। ছয়ারা দেখা যায় ...থাপি তাহাদিগের ... হইয়াছে, সোম- এই বৎসর লণ্ডনস্থ সম্বাদদাতা একবার ...সর চাহিয়েন এবং ইণ্ডিয়ান মিররের ও খণ্ডস্থ সম্বাদদাতা সে দিন লিখিয়াছেন, ...র্ণমেণ্টস্থ ইউরোপীয়ে ও লণ্ডনস্থ ইউরো- ...জা ... বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। এ দেশে ...র্যে ...রা আইসেন, তাহার অধিকাংশ ভারত ...াইন ... পদার্পণ করিয়াই নিতান্ত দুরা ...রা ...ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। এদে- ...চা... লোকের প্রতি তাহাদিগের গর্ব্বিত ...বং ...রু ও রূঢ় ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণা জন্মে। ...ভাবে, ইউরোপখণ্ডে ইহার সম্পূর্ণ বৈ- ...ত্যর দৃষ্টিগোচর হয়। তত্রত্য ইউরো- ...লক্ষণাক্রান্ত অমায়িক ভাব; শান্ত প্রকৃতি ...র ব্যবহার দর্শন করিয়া অন্তঃকরণ ...সে একান্ত আর্দ্র হইয়া যায়।

...রূপ বিপরীত ভাব দর্শনের কারণ ...? ইউরোপখণ্ড কি স্বর্গ ধাম? মনুষ্য- ...চের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল কি তথা হই- ...অন্তর্হিত হইয়াছে? তথায় কি কেবল ...নিত্য আনন্দ ও অমায়িক ভাবের স্রোত ...বাহিত হইতেছে? বিধাতা অন্য অন্য ...দেশের লোককেই কি কেবল নৈসর্গিক ...গুণ সকলের অধিকারী করিয়াছেন? ...হাদিগকে তাহার অংশ ভাগী করেন ...ই? তাহাদিগের হৃদয়দেশ দ্বিতীয়া চ- ...ন্দ্রের ন্যায় কি নিষ্কলঙ্ক বিধাতা যদি তাহা ...দিগকে এইরূপ দেবতুল্য করিয়া সৃষ্টি ক- ...রিয়া থাকেন, ভারতভূমিতে পদার্পণ মাত্র ...হারা অন্যবিধ ... কেন? ...ভারতবর্ষে কি ঐন্দ্রজালিক ... ...মণির ন্যায় এমন কোন গূঢ় পদার্থ আছে ...সংস্পর্শ মাত্র ইউরোপীয়দিগের স্বভা- ...পরিবর্ত্ত হইয়া যায়?

কেহ কেহ ইহার এই কারণ নির্দেশ ...রেন, ইউরোপ খণ্ডের যত অপকৃষ্ট ও ...লোক ভারতবর্ষে আইসে, তাহাদি- গের সহিত এদেশীয় লোকের অধিক সংসর্গ হয়, তাহারা দীর্ঘকাল নিজ স্বভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। তাহাতেই ইউ- রোপীয়দিগের দুরাত্মভাব সচরাচর আমা- দিগের নয়ন গোচর হইয়া থাকে। এই ব কোর যাথার্থ্য স্বীকারে আমরা সম্মত নহি। এদেশে ভদ্রলোক আইসেন না এ রূপ নয়, ইউরোপখণ্ডে অভদ্র নাই এমনও নয়। উল্লিখিত বিপরীত ভাব দর্শন করি- বার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। এদেশী- য়দিগের দোষই সেই কারণ।

ইউরোপখণ্ডে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে স্বা- ধীনতা রমণতা নিত্য বিরাজমান। প্রতি- বেশীরা পরস্পরকে আত্মসম রূপে সৃষ্ট স্বা- ধীন জীব বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। সু- তরাং কাহারও উপরে কাহার অসঙ্গত প্রভু- ত্ব করিবার ইচ্ছা নাই। কেহ সে ইচ্ছা করি- লেও ... তাহার প্রতিফল পাইয়া থাকে, কাজে কাজেই ইচ্ছা-নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এখানে সেরূপ হয় না। ইউ- রোপীয়েরা বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয়েরা এদেশে উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের অন্তঃকরণে এদেশীয়দিগকে নিকৃষ্ট ও অধীন প্রজা এবং আপনাদিগকে প্রধান ও প্রভু বলিয়া এক টী বিজাতীয় অভিমান জন্মে। এদেশীয়ে- রাও আপনাদিগের পদ ও গৌরব বিস্মৃত হইয়া অনার্য্য কার্য্য ও আচরণ দ্বারা সেই অভিমান বহ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া দেন। শেষে এই ফল হয়, ইউরোপীয়েরা দুরাত্মা হইয়া উঠেন, এদেশীয়দিগকে সেই দৌ- রাত্ম্য সহ্য করিতে হয়।

ইউরোপীয়দিগের প্রধান ও প্রভু ব- লিয়া অভিমান জন্মিবার এবং তাহাদিগের অগ্রে এদেশীয়দিগের দীন আচরণ করি- বার কয়েকটী কারণ আছে। ইউরোপীয় দিগের পক্ষে কারণ এই— ইংলণ্ডীয়েরা মনে করেন, তাহারা রাজজাতীয়, ভারতবর্ষ তাহাদিগের করলব্ধ এবং ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদিগের অধীন প্র- জার ন্যায় থাকিবে। প্রভুরা গালি দিন আর প্রহার করুন, তাহারা বিরুক্তি করি- তে পারিবে না; বিরুক্তি করিলেই অনর্থ। অত্রত্য শাসন প্রণালীর দোষে সেই অন- র্থের সম্যক নিবারণ হয় না, সুতরাং উত্ত- রোত্তর তাহাদিগের দৌরাত্ম্য ও প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইংলণ্ডীয়দিগের মনে এই রূপে যে অভিমান বর্দ্ধিত হয়, অন্য অন্য ইউরোপীয়ের মনে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

এ দেশীয়েরা ইউরোপীয়ের অগ্রে যে দীন আচরণ করেন, তাহার মুখ্য কারণ ইহাদিগের ভীরুতা ও কাপুরুষতা। শ্বেত মূর্ত্তি ও পেণ্টুলন পরিধান দেখিলেই ই- হারা দেব জ্ঞান করেন। দেবতা রুষ্ট হই- লে আর নিস্তার নাই, এই ভাবিয়া সবি- শেষ আনুগত্য দ্বারা তাহাদিগের চিত্তকে সন্তোষিত রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা। পান; অপমানই হউক, আর লাঞ্ছনাই হউক, তাহাতে উত্তর করা নাই। সাহেবেরা রা- জার জাতি, তাহাদিগের কৃত অপমানের পরিশোধ চেষ্টা করিলেও ইষ্টলাভ সম্ভা- বনা নাই। একে ত আপনারা হীনবল ও ক্ষীণদেহ, তাহাতে আবার রাজপুরুষেরা উহাদিগের পক্ষ, কি করিতে গিয়া কোন বিপদে পড়িব, অগ্রে এই চিন্তাই উপ- স্থিত হয়। সুতরাং ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্র- তীকার চেষ্টায় প্রবৃত্তি জন্মে না।

এদেশীয়েরা কি এইরূপে ইউরোপীয়- দিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়া নিতান্ত কাপু- রুষের ন্যায় চিরকাল উহাদিগের অত্যা- চার সহ্য করিবেন? ইহার কি প্রতীকারের উপায় নাই? লাঠীর বদলে লাঠী, ইটের বদলে ইট, ও ঘুসির বদলে ঘুসি কি সেই প্রকৃত উপায় নয়? যদি ইহারা হীনবীর্য্যতা ও ক্ষীণসাহসতা হেতু সেই প্রকৃত উপায়ের অবলম্বনে সমর্থ হন না, রাজদ্বার ত উদ্ঘা- টিত আছে। দাঁত থাকিয়া কীল চুরি করি- বার প্রয়োজন কি? রাজজাতীয় হউন,

উপদেশ দিতেছি। আমাদিগের সে উদ্দেশ্য নহে। প্রার্থনা দ্বারা আত্মার উন্নতি হয় কি না, সেই বিচার উপস্থিত হইয়াছে। যদি কেহ আত্মার, বল, সাহস, ও উৎসাহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে চাহেন করুন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রার্থনা দ্বারা আত্মার উন্নতি অথবা জগতের শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবনা নাই; আমরা পূর্ব্বে এ কথা কহিয়াছিলাম, এখনও কহিতেছি। [illegible] ফলোপধায়িনী হয়, এরূপ দৃঢ়তর [illegible] থাকিলে বরং আত্মার ও জগতের অনুন্নতিরই সম্ভাবনা। সমুদায় শীতার্ত্ত ব্যক্তি তূল সংগ্রহ পূর্ব্বক বস্ত্রবয়নের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া যদি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইত "হে করুণাময়! আমাকে এই দুঃসহ শীত যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর" তাহা হইলে কি বস্ত্রের সৃষ্টি হইত? মানুষ যদি গৃহ নির্ম্মাণ চেষ্টা করিয়া শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা না পাইয়া নিরন্তর ঈশ্বরের প্রার্থনা-পরায়ণ হইত, এরূপ উৎকৃষ্ট অট্টালিকা সকল কি আমাদিগের নয়ন গোচর হইত? "জগদীশ্বর! আমাকে ক্ষণেক মধ্যে কাশীতে লইয়া যাও" এই প্রার্থনা করিলে যদি মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ হইত, কখন রেলওয়ের সৃষ্টি হইত না।

আত্মার ও জগতের উন্নতির কারণ স্বতন্ত্র, প্রার্থনা সে কারণ নহে। প্রার্থনা সে কারণ হইলে মূর্খ, নীচপ্রকৃতি, ও ক্রুর জঘন্য ব্যক্তিদিগেরও আত্মার উন্নতি দৃষ্ট হইত। ক্রূরস্বভাব খলস্বভাব মূর্খ লোকে কিরূপ প্রার্থনা করে? "শত্রু নিপাত হইয়া আমার প্রভাব ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হউক" এই কি তাহার প্রার্থনীয় নয়? সেই বিষ [illegible] প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা আছে? প্রার্থনা দ্বারা আত্মার উন্নতি হয় না, বরং উহা দ্বারা আত্মার উন্নতি ও অনুন্নতি জানা যাইতে পারে। যাহার আত্মা উন্নত না হয়, জগতের মঙ্গল হউক

তাহার মুখ হইতে কি কখন এরূপ প্রার্থনা নির্গত হয়? ফলতঃ যেরূপ বিচার করা গেল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রার্থনা আত্মার উন্নতি সাধিকা নয়, উন্নতির অনুমাপিকা।

অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের প্রতি অনুকূল আজ্ঞা।

প্রথমে সর্ব্বস্ব বিনাশের সম্বাদ পাইয়া অর্দ্ধ বিনষ্ট হইয়াছে এই সম্বাদ শ্রুতি গোচর হইলে যেরূপ মনের ভাব হয়, বৃহস্পতি বারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রচারিত সর চারলস উডের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া পদচ্যুত অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইবে। গবর্ণমেণ্ট আফিসের ব্যয় সংক্ষেপ হওয়াতে অনেক কর্ম্মচারী পদ চ্যুত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ক্রমে সর চারলস আজ্ঞা দিয়াছেন, যাঁহাদিগের ২০ বৎসর কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাঁহারা অপারগতা বিষয়ে চিকিৎসকের সর্টিফিকেট দিন আর না দিন প্রার্থনা করিলেই পেন্সন পাইবেন।

আমাদিগের প্রস্তাবে বেদান্তবাগীশের অসম্মতি।

আমরা মধ্যস্থ মানিয়া বেদান্ত বাগীশের সহিত বিবাদের মীমাংসার যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আপনার বক্তব্য লিখিয়া তিনি আমাদিগের নিকটে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ যোগ্য বোধ না হওয়াতে গ্রহণ করিলাম না। বেদান্তবাগীশ আমাদিগের মানিত মধ্যস্থের প্রতি মীমাংসা ভার সমর্পণ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত মধ্যস্থদিগের মধ্যে তিন ব্যক্তি তিন শ্রেণীর লোক, তাঁহারা বৈদিক শ্রেণীর কুল-সম্বন্ধ সংক্রান্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহেন। দ্বিতীয়, মধ্যস্থেরা আমাদিগের [illegible] এই দুটী আপত্তিই অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান [illegible] বুদ্ধিমান্ লোকে যে বিষয়ের [illegible] অবগত নহেন, তাঁহারা সে [illegible] সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তাহা [illegible] থবা বুঝিতে পারেন না, ইহা শু[illegible]লাম। আমরা জানিতাম, বুদ্ধিম[illegible] কিছুই অবিষয় নাই। বাগ্দানের এ[illegible] ল কোন্‌টী? এবং কৃতদার পাত্রে [illegible]দান প্রতিষিদ্ধ কি না? এই দুটী [illegible] মীমাংসার্থই মধ্যস্থ মানা হইতেছে [illegible]স্থেরা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে তাহার [illegible]চার করিয়া মীমাংসা করিয়া দি[illegible] শ্রেণীবিশেষের ব্যবহার জানা না [illegible] লে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তদ্বিষয়ে অসমর্থ [illegible] ইবেন, এবম্বিধ বাগ্‌বিন্যাস কি রূপে না[illegible] সিদ্ধ হইতেছে? এ যুক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপক আবশ্যক হয়। এদেশে কি শ্রেণীবিশেষের ব্যবস্থাপক বিশেষ নিরূপিত আছেন? যুক্তি ও শাস্ত্র এ উভয়ই বৈদিকশ্রেণীর অনুগত নহে।

দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি [illegible] ধ্যস্থেরা আমাদিগের সহিত আত্মীয়তা [illegible]সূত্রে পাছে পক্ষপাত করেন, বেদান্ত-বাগীশ এই শঙ্কা করিয়াছেন, এ শঙ্কা কিরূপে মনোমধ্যে উদিত হইল? উদৃশ বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা মধ্যস্থদিগের কেবল অবমাননা করা হইয়াছে। সামান্য ব্যক্তির উপরেও যদি কোন বিষয়ের মধ্যস্থতা ভার সমর্পিত হয়, তৎকালে তাঁহারও মনে পক্ষপাত প্রবৃত্তি জন্মে না, আর তাদৃশ মহোপাধ্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের তাদৃশ দুষ্প্রবৃত্তি জন্মিবে, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? বিশেষতঃ তাঁহাদিগের কৃত মীমাংসা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইবার কথা আছে। অযথাকৃত মীমাংসা প্রচারিত হইলে কি তাঁহাদিগের সুখ্যাতি হইবে? বেদান্তবাগীশের [illegible]

.গর হৃদয়ে তাহার প্রাদু-
.্দাভর্ব কি তন্নিবারণে সমর্থ

বোগীশ বৈদিক শ্রেণীর মধ্য হ-
স্থ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন,
যাহারা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারে
বিচারে পারগ, তাঁহারা যে শ্রে-
ঠন, তাঁহাদিগকে মধ্যস্থ পদে বরণ
র বিষয়ে আমাদিগের আপত্তি না-
এবিষয়ে আমাদিগের এই মাত্র বক্ত-
আমরা যে চারি ব্যক্তিকে মধ্যস্থ পদে
.নীত করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের স-
সপণ্ডিত লোক চাই, আর কোন আ-
ত্তি নাই।

পুস্তকপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করি
ছি, নিম্ন লিখিত পুস্তকগু.. প্রাপ্ত হই-
.ছি।

১। ফৌজদারী গাইডের প্রথম ভাগ।

গোরক্ষপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যো-
পাধ্যায় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে
...৬২ অব্দ পর্য্যন্তের দণ্ডবিধি, ফৌজদারী
অন্য অন্য বিশেষ বিশেষ আইন
এবং কলিকাতা ও আগরার সদর আদাল-
তের সরকুলার প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।
কলিকাতা ভি রোজারিয়ো কোম্পানি ইহা
মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

২। কুমুদিনী উপাখ্যান।

ইহা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণসখা [illegible]
প্রণীত। গুপ্তপ্রেস গোষ্ঠীর যন্ত্রে এতদ্[illegible]
প্রচারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন উহার মূল্য
ছয় আনা অবধারিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্য
ও পদ্য উভয়ই আছে। গদ্য অপেক্ষা পদ্য
গুলি কিঞ্চিৎ মিষ্ট হইয়াছে। গদ্যের এই এ
কটী বিশেষ দোষ ঘটিয়াছে অনেক দুরূহ সং-
স্কৃত শব্দ ব্যবহৃত ও অস্থানে প্রযুক্ত হই-
য়াছে। সংস্কৃত [illegible] বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইয়া
সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে চেষ্টা পাইলে প্রায়ই এই
রূপ ঘটিয়া থাকে।

৩। পুষ্পমালা।

ইহা সংস্কৃত গ্রন্থ। চানক নি-সী শ্রীযুক্ত
বংশেটাম শিরোমণি ইহার রচনা করিয়া-
ছেন। ইহাতে নন্দদুলাল নামক বিগ্রহের
শ্লোকদ্বারা কয়েকটী স্তব করা হইয়াছে। শি-
রোমণি স্বয়ং তাহার টীকাও করিয়াছেন।
শ্লোক গুলি বড় মন্দ হয় নাই। এখন সংস্কৃত
গ্রন্থ লিখিয়া কৃতার্থতা লাভ সহজ নহে।

৪। মণিহরণ।

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের
অন্তর্গত মণিহরণের উপাখ্যান ভাগ ইহাতে
সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা গৌরীশযন্ত্রে মুদ্রিত
ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা
নিরূপিত হইল।

৫। পাষণ্ড দলন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় এই
গ্রন্থ খানি প্রেসিডেন্সিপ্রেসে মুদ্রিত ও প্র-
চারিত করিয়াছেন। ইহাতে গৌরাঙ্গ ও নি-
ত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত এবং নেড়া
নেড়ি ও কর্ত্তাভজা প্রভৃতির বিষয় লিখিত
হইয়াছে। আমরা গ্রন্থকারকৃত বিজ্ঞাপনের
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ
তদ্দ্বারা গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পা-
রিবেন। সে এই:—

"এক্ষণে এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম দ্বারা যে কত
প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে বোধ হয় তাহা সক-
লেই অবগত আছেন। নিত্যানন্দ এই ধর্ম্মের
প্রবর্ত্তয়িতা। তিনি গৌরাঙ্গের একজন পরম ব-
ন্ধু ছিলেন। সার্দ্ধ ত্রি শতাব্দী অতীত হইল.এই
ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। ইহার যত শ্রীবৃদ্ধি হই-
তেছে, ততই দেশের অনিষ্ট ঘটিতেছে; তাহার
কারণ এই, অধিকাংশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ অলস ও
সমাজচ্যুত ব্যক্তিরাই আপন আপন বাসনা চ-
রিতার্থের নিমিত্ত ইহার আশ্রয় লইতে অগ্রসর
হয়। তাহারা "পরিশ্রম করা বৈষ্ণবধর্ম্মের বি-
রুদ্ধ কর্ম্ম" এই বলিয়া তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়
এবং ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভি-
ক্ষার দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় ব-
লিয়া তাহের অন্নচিন্তা থাকে না, সুতরাং তি-
নে সকলের নিকট সমাদৃত হইব, কিসে তাহা-
দের মূল মুখে দরিব এবং কি [illegible] তাহা-
দিগকে প্রতারিত করিয়া আপন মনোরথ সিদ্ধ
করিব এই চিন্তায় সতত রত থাকে এবং মূর্খ,
ভীরু ও কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগকে [illegible]
[illegible] পূর্ণ করে।"

৩৫০ বৎসর অতীত হইল, গৌরাঙ্গ নব
দ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচী দেবীর
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় বি
শুদ্ধচরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাকে
অলোক সামান্য গুণ সম্পন্ন দেখিয়া অনেকে
নারায়ণের অবতার বোধ করিয়া তাঁহার অ
নুচর হয়। দেশ যখন অজ্ঞান অন্ধতমসে আ
চ্ছন্ন থাকে, তখন কোন অসামান্য লোককে
একপ জ্ঞান করা অসম্ভাবিত নয়। আমরা
ভিন্ন ভিন্ন দেশে যত অবতারের কথা শুনিতে
পাই, এইরূপে সে সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।
গৌরাঙ্গ সাতিশয় বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। তাঁ-
হার সময় অবধি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব
হয়। প্রাথমিক বৈষ্ণবেরা বিশুদ্ধ চরিত ও
যথার্থ ধার্ম্মিক ছিলেন। কিন্তু অধিকসংখ্য
মূর্খ লোকে ঐ সম্প্রদায়প্রবিষ্ট হওয়াতে এ-
ক্ষণে উহার অতিশয় জঘন্য দশা উপস্থিত
হইয়াছে। যে সম্প্রদায় হউক, তন্মধ্যে অধিক-
সংখ্য কৃতবিদ্যলোক না থাকিলে কখনই
তাহার গৌরব ও উন্নতি হয় না। খৃষ্ট ধর্ম্মের
এত উন্নতি হইয়াছে কেন? ইউরোপ খণ্ডের
বিদ্যাপ্রভাবই কি তাহার অসাধারণ কারণ
নয়? ধর্ম্ম মূর্খ লোকের হস্তে পতিত হইলে যে
তাহার অধোগতি হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সং-
শয় নাই। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই,
মসনরা কোন কোন পল্লীগ্রামের যাবতীয়
মূর্খ ইতর লোককে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়া
ছেন। কিন্তু উহাদিগের হইতে খৃষ্ট ধর্ম্মের
উন্নতি দূরে থাকুক, কেবল অবমাননাই হই-
তেছে। মূর্খ ইউরোপীয়েরাও ইহার একটী
অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থল।

অপর, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকের প্রকৃত মত
বিশুদ্ধ ছিল না। ইহাও ঐ সম্প্রদায়ের অপ
কর্ষের একটী প্রধান কারণ। গৌরাঙ্গ সংসারে
বিরক্ত হইয়া দণ্ড গ্রহণ করেন। গৃহী হইয়া
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অনুমোদিত
ছিল না। তাঁহার অনেক অনুচরও তৎপথের
পথিক হইয়াছিলেন। যদি অনুধাবন করিয়া
দেখা যায়, ইহাই ঐ সম্প্রদায়ের যাবতীয়
অনর্থের মূল হইয়াছে।

[illegible] আধ্যাত্মিক [illegible] ও শারীরিক উ-
[illegible] এই উভয়-

বিধ মঙ্গলার্থ ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম যে আমাদিগকে ঐহিক সুখে বঞ্চিত করিয়া সৃষ্টি লোপ ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করিবে, ইহা কোন ক্রমেই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বর্ত্তমান সময়ের যাবতীয় পুরুষ সংসারে বিরক্ত হইয়া গৌরাঙ্গের ন্যায় যদি দার পরিত্যাগ ও দার পরিগ্রহ না করেন, জগদীশ্বরের সৃষ্টি কি স্বল্পকাল মধ্যে বিলোপ প্রাপ্ত হয় না? এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়া মানুষের কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা কি? বৈষ্ণবেরা যত দার সংসর্গ পরিত্যাগী হইতে লাগিল, ততই ঐ দলে ধর্ম্মনীতির বন্ধন শ্লথ হইতে লাগিল। এক গীতে অনুরক্ত থাকিয়া বিশুদ্ধ সাংসারিক সুখ ভোগ দূরে গেল, ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করিল। পশু ব্যবহারও ঐ সম্প্রদায়ের অনেকের দুর্ব্ব্যবহারের নিকটে লজ্জা পাইতে লাগিল। অধিকের মধ্যে এই হইল, অনেকে কপটাচার শিক্ষা করিলেন। প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইয়া বিকৃত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলে যে এইরূপ ঘটনা হয় ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা। রোমান কাথলিকেরাও যৎকালে পাদরি দলে পরিণয় প্রতিষেধ প্রথা চালাইয়াছিলেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এরূপ বিশৃঙ্খল ব্যবহার উপস্থিত হইয়াছিল। কৌপিন উপপত্নী রাখা ঐ দলের প্রায় স্পষ্ট প্রথাই হইয়া উঠিয়াছিল।

ফলতঃ পাষণ্ড দলনকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে এ দেশের যে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যত দূর তাঁহার স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, তাঁহার এক অংশও অত্যুক্ত নহে।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের গুণ দোষ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, অনেক স্থলে গ্রন্থকারের অযত্ন লক্ষিত হইল। তন্নিবন্ধন গ্রন্থমধ্যে অনেক গুলি ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে। রচনা উৎকৃষ্ট না হউক, নীরস ও বাঙ্গলা ভাষার রীতিবিরুদ্ধ হয় নাই।

প্রাপ্ত।

বেথুন সোসাইটি।

তিন বৎসর কাল নয়নের অন্তরালে থাকিয়া সুসজ্জিত বেশ ভূষায় পুনর্ব্বার বেথুন সোসাইটি আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রিয় সুহৃদ অনেক দিবস দূর দেশে থাকিলে যেমন বন্ধু বান্ধব তাঁহার দর্শনার্থ ব্যাকুল হন, এবং তিনি উপস্থিত হইলে প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবমান হন, কলিকাতা বাসিরা বেথুন সোসাইটির নিমিত্ত এত দিন সেইরূপ উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং গত বৃহস্পতিবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়নের কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। এই সভা কাহারও অপ্রীতি ভাজন নহেন। গবর্ণর জেনেরলের প্রকাণ্ড সভা তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন নাই, বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপকেরাও অবজ্ঞা করেন নাই; কাশী, মহারাষ্ট্র ও কলিকাতার রাজারাও তাঁহার সম্মান বর্দ্ধনে ত্রুটি করেন নাই, মিসনরিরা তাঁহাকে পার্থিব ও অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করেন নাই, সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও তাঁহাকে অপ্রীতিকর বলিয়া হেয়জ্ঞান করেন নাই, অন্য অন্য লোকের ত কথাই নাই।

রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সভার নিয়মিত কর্ম্ম সমাপন হইলে ডাক্তর নর্ম্ম্যান চিবর্স একটি বক্তৃতা করিলেন। শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান শাস্ত্রের প্রাধান্য প্রতিপাদন করাই বক্তৃতার মুখ্য উদ্দেশ্য। চিবর্স আমাদিগকে নূতন কিছু শিক্ষা দিতে পারেন নাই বটে কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে অনেক গুলি মহোপকারি বিষয় আমাদিগের স্মৃতিপথে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্ন থাকা, নির্ম্মল বায়ু সেবন করা এবং নির্ম্মল জল পান করাই আমাদিগের শারীরিক সুস্থ থাকিবার প্রধান উপায়। কিন্তু কলিকাতা যেমন অপরিষ্কার হইয়াছে, ইহার জল বায়ুও তেমনি মন্দ হইয়াছে। জল লবণাক্ত হওয়াতে জ্বর, উদরের পীড়া, কাশী প্রভৃতি রোগ কলিকাতায় মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। বায়ু দুর্গন্ধ পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া নাসা রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া পীড়ার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে। কলিকাতাতে যত জলাশয় আছে, তাহার একটিতেও উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যায় না। [illegible] লবণাক্ত জল অন্তরে অন্তরে কোন পুষ্করিণীতে পতিত হয়, [illegible] পুষ্করিণীতে বা দুর্গন্ধ মর্দ্দামার [illegible] পড়ে। পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী খনন করা কর্ত্তব্য এবং সেই পুষ্করিণীতে যাহাতে বিস্তীর্ণ মাঠ দিয়া বৃষ্টির জল আসিয়া পতিত হয় এরূপ উপায় করা আবশ্যক। তৎপরে তিনি বলেন এই সকল বিষয়ে মিউনিসিপল কমিসনরদিগের ন্যায় কলিকাতাবাসিদিগেরও সম্পূর্ণরূপ মনোযোগী হওয়া উচিত। কলিকাতাবাসীরা যদি কারণ অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইতে আমার বাক্যের তাৎপর্য্য তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন কলিকাতার মধ্যে ভয়ানক মারীভয় কি নিমিত্ত উপস্থিত হয়? ইংলণ্ডেই বা এত অল্প সংখ্য লোকের মৃত্যু হয় কেন? কোন্ রোগে কত লোক প্রাণত্যাগ করে তাঁহারা প্রথমে ইহার নির্ণয় করুন, তাহার পর তন্নিবারণের উপায় অবলম্বন করিবেন।

ডাক্তর চিবর্সের প্রস্তাব পাঠ সমাপন হইলে পর রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং রাজা দিনকর রাও প্রস্তাব লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পশ্চাৎ বাবু কালীকুমার দত্ত, চিবর্সের সপক্ষতা করিয়া এই একটি অধিক কথা বলিলেন যে স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগ আমাদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনের একটি প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। তিনি এই বাক্যটি বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সকলের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। তাহার পর রেবরেণ্ড লালবিহারী দে ডফ সাহেবের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া এতৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু কহিলেন। শেষে ডফ সাহেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। তাঁহার গত সেসনের বক্তৃতার সহিত এ বক্তৃতার বড় ইতর বিশেষ নাই। সুতলের মধ্যে কেবল এই মাত্র শুনা গেল আকাশ প্রদীপে বাঙ্গলা দেশে অধিক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

বিবিধ সংবাদ।

২৫এ কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম,

গীচরণ ও গিরিধারী এক শত টাকার খানি নোট চুরি করাতে তাহাদিগের সর মেয়াদ হইয়াছে।

রাচাঁদ মাল এক বেশ্যার কয়েক খানি ার অপহরণ করাতে তাহাকে তিন বৎ- রাগারে থাকিতে হইবে।

হরিদাস নামক একব্যক্তি এক জনের বাটী দ দেওয়াতে তাহার ১১ বৎসর দ্বীপা বাসের আদেশ হইয়াছে।

াম নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি অলঙ্কার কনিয়া নফর নামক অপর এক ব্যক্তিকে য়। তন্নিমিত্ত প্রথম ব্যক্তির এক বৎসর ও তীয়ের তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

আনন্দ দাস এক ছড়া সোনার চেন চুরি রিয়া বেণীমাধব চৌধুরীকে দেয়। তন্নিমিত্ত াহার ৭ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের ও বেণীমা বের এক বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হই াছে।

মনমনি শাহ, নেওয়াবি মল্লিক ও খেদা একখানি কাঞ্চনি মসলন চুরি করাতে াহাদিগের দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

দিননাথ সেন ১০০ টাকার নোট চুরি ক- রিয়াছিল বলিয়া তাহার দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

নেপলস ১৩ই অক্টোবর।

অনেক পাদরী ও বোরবন পক্ষীয়েরা রাজা বিক্টর ইমানিউএলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ধৃত হইয়াছে। যে সকল কাগজ পত্র পুলিশদ্বারা ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা রোমীয় গবর্ণমেণ্টের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ই অক্টোবর।

মাকিলন পটমাক নদীতে এক সেতু করিয়া লারপার ফেরিতে পার হইবার চেষ্টায় আছেন। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে বিরত হইয়া তাঁহার প্রতিরোধ করিবার চেষ্টায় একত্রিত হইয়াছে।

নিউকাসলে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন বিদ্রোহী সভাপতি ডেবিস সেনা ও রণতরিদল সংগ্রহ করিয়াছেন, অতএব তিনি শীঘ্র স্বা- ধীন হইবেন। এরূপ জনশ্রুতি যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণ- মেণ্ট শীঘ্র দক্ষিণ বিভাগকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিবেন।

লণ্ডন ১৮ই অক্টবর—আমেরিকা ও ইটালি- বিষয় বিবেচনার্থ এক বিশেষ মন্ত্রিসভা হয়।

২৫এ অক্টবর—৮ই কেণ্টকিতে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে। বিদ্রোহীরা অনেকে হত ও পরাজিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ৩০০০ লোক হত হইয়া- ছে। বিদ্রোহীরা পটমাক পার হইয়া চেম্বর্সবর্গ অধিকার করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হার্পি উপনিবে- শের অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্রোহিদিগের প্রতি গারিবালডি সমাজ তাঁহাদিগের রাজ্য বিষয়ক কে বলিয়াছেন যে তিনি বলপূর্ব্বক দশ হা- ক তুলার বস্তা ইউরোপে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ ক- রেন।

নিউইয়র্ক ১৭ই অক্টোবর। নিউইয়র্কে সাধারণ লোকদিগের এক সভা হইয়াছিল। সভাপ- তি লিঙ্কলনের ঘোষণা পত্রের প্রতি দোষারো- প কর হইয়াছে। বিদ্রোহীরা পেনসিলভেনি- য়ার বড় রেইলওয়ে নষ্ট করিয়াছে।

প্যারিস ২৭এ অক্টবর—ডি. লাটোর অবার্গান রোমে, টার্গিয়া বার্লিন ও লার্টজেস টিউ- রিণে দূত হইয়াছেন। রাটেজি ইটালীয় মন্ত্রি বর্গের মধ্যে রহিলেন।

গারিবলডি অনেক সুস্থ হইয়াছেন। গ্রীসে বিদ্রোহ হইয়াছে। ইহাতে মহা বিপদ আশঙ্কা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ই অক্টবর—থুবেনেল পদত্যাগ ক- রিয়াছেন। ড্রুহেন ডিলুইস তদীয় পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোলত ও পার্সিগনির পদ ত্যা- গের সম্ভাবনা।

প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার আয় ব্যয়ের হিসাব পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। মহাসভা তা অগ্রাহ্য করাতে রাজা সভা বন্ধ করিয়াছেন গারিবালডি অল্পে অল্পে আরোগ্য হইতেছেন। তিনি সুস্থ হইলে ইংলণ্ড দর্শন করিবেন।

বিদ্রোহীরা করিন্থের নিকটে গবর্ণমেণ্ট সে- নাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু দুই দিবস ভয়ান ক যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়াছে। বারকেন হে- তে সম্প্রতি গারিবালডির বিরুদ্ধে এক সভা হইয়া ভয়ানক দাঙ্গা হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট লণ্ডন ও ম- হানগরের প্রকাশ্য স্থানে সভা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩রা নবেম্বর। নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা আপন আপন জেলার ফৌজদারি কমিটির মেম্বর হইবেন।

মেজর এ. এস. প্যাটর্শন, পাটনার পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবে

কাপ্তেন রিবাল চিহুতের	ঐ
কাপ্তেন, সিবাই সাহাবাদের	ঐ
কাপ্তেন সি. ডি.এম ক্লার্ক, বেহারের	ঐ

লেপ্টেনাণ্ট আর. এম.ক্লিমার সারণের সহকা- রী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

৪ঠা নবেম্বর। সালকীয়ার মুন্সেফ বাবু ন- রোত্তম মল্লিক বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ৬ আইন অনুসারে হাওড়ার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন

৫ই নবেম্বর। যতদিন ডাক্তার ক্র্ না আসি- বেন ততদিন সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন বাবু দ্বার- কানাথ ভট্টাচার্য্য ভাগলপুরের বিলরেক্টারের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

৫ই নবেম্বর। আর, জে, রিচার্ডসন বেহারের সিবিল ও সেসিয়ান জজ হইবেন কিন্তু যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় রাজসাহীর প্রতিনিধি কমিসনর থাকিবেন।

পাটনার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ান জজ ই. এফ. লাটোর সাহেব তথায় সম্পূর্ণ সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ. আর. টমসন সাহেব হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যতদিন অন্য কো- ন আজ্ঞা না হয় নদীয়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

এচ. সি. ফাউল সাহেব রাজসাহীতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু যতদিন অন্য কোন আজ্ঞা না হয় সাহাবাদের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

জে. আর. মসগ্রাট সাহেব রাজসাহীর প্রতি- নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

এচ. সি. সদরলণ্ড রাজসাহীর প্রতিনিধি জা- ইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

বাবু দিগম্বর বিশ্বাস মুরসদাবাদের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইয়া উক্ত জেলা- র সদর আমীনের ক্ষমতা পাইবেন।

পাটনার ছোট আদালতের জজ ডবলিউ, নাইট সাহেব নিজ কর্ম্মাতিরিক্ত কুমার খালের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

রেবরেণ্ড আর মু. ও মনড়মার পুরোহিত হই- বেন।

রেবরেণ্ড উইলিয়ম এয়ারষ্ট গৌহাটির পু- রোহিত হইবেন।

পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সর- জন পি. এফ. বিল সাহেবের উক্তস্থানে সম্পূর্ণ পদস্থ হইবেন। ময়মনসিংহের প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সরজন আর. বানরমি সাহেব তথায় সম্পূর্ণ পদস্থ হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সরজন বাবু অন্নদাচরণ কা- স্তগিরি বরিসালের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

১লা নবেম্বর—লেপ্টেনাণ্ট এফ হেগুসন পঞ্জাবের বিবাসন লা অবধি কামরূপের রি- জিমেণ্টের প্রতিনিধি এডজুটাণ্ট হইয়াছেন।

আসামের অন্তঃপাতী বেলগটার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর এ. সি. কাম্বেল সাহেব সদর আমিনের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী গোলাম সফদর নিজ স্মল কজকোর্টের বিচারের ক্ষমতা প্রা- প্ত হইয়াছেন।

৭ই নবেম্বর—মেজর আর এল টমসন ১ প লিস বঙ্গদেশীয় পুলিস সেনাদলের অধ্যক্ষ হই য়াছেন।

পাটনার [illegible] ডেপুটি ইনি স্পেক্টর জে- নরল [illegible] বাবু পিউ ভাগলপুরেরও জে- নরল হইবেন।

[illegible] হে বঙ্গদেশে প্রথমশ্রেণী- [illegible] ইণ্টেণ্ট হইবেন।

লোক [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট ওয়েস্টরল সাহাবাদে বদলী হইয়াছেন।

সোমপ্রকাশ

" সবর্ণানাং মন্তশিল্পিনাথ পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং। "

৫ ভাগ। ২ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ১০ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৬২। ২৪ নবেম্বর | প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১০ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

ওয়ায়ফিয়ার বিদ্রোহ।

ঢাকা নিউস লিখিয়াছেন জয়ন্তিয়ার বিদ্রোহীরা অদ্যাপিও অস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই। গ্রাণ্ট সাহেব পূর্ব্বে ক্ষমা প্রদর্শন ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, বীডন, সাহেবও স্বয়ং আসামে গমন করিয়া সরদারদিগকে এক দরবারে আহ্বান করেন এবং পুনর্ব্বার ক্ষমা প্রদর্শন ঘোষণা করিয়া দেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রায় দশ সহস্র বিদ্রোহী সমবেত হইয়া আছে। তাহারা গবর্ণমেণ্টের বাক্যে বিশ্বাস করিতেছে না। তাহারা কহিতেছে, গবর্ণমেণ্ট যদি নিম্নলিখিত চারিটী প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহারা শস্ত্র ত্যাগ করিবে।

প্রথম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের হস্তে তাহাদিগের শাসনভার সমর্পিত না হইয়া সরদারদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে।

দ্বিতীয়, সর্ব্বপ্রকার কর উঠাইয়া দিতে হইবে।

তৃতীয়, তাহাদিগের দেশের মধ্যে সিপাহী থাকিবে না।

চতুর্থ, গবর্ণমেণ্টকে তাহাদিগের হস্তে দারগাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে।

তাহারা যে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের মনের ভাব ও বিদ্রোহ প্রবৃত্তির কারণ স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের করগ্রহণপ্রয়াস এবং তাহার তদানে অসম্মত হইলে কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার করিয়া তদাদানচেষ্টা এই দুটী তাহাদিগের হৃদয়ে বিদ্রোহবহ্নি প্রদীপিত করিয়া দিয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের যদি অত্যাচার না থাকিবে, গবর্ণমেণ্ট দারগাদিগকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন, তাহারা এরূপ অনুরোধ করিবে কেন? অপর, তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের শাসনাধীন থাকিতে চাহিতেছে না বা কেন? গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা যে তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্র সন্দেহ জন্মিতেছে না। অত্যাচার করা উঁহাদিগের একটী রোগ আছে, তাহা আমাদিগের অবিদিত নাই।

উল্লিখিত বন্যজাতীয়েরা এক প্রকার স্বাধীনতা লাভের প্রার্থনা করিয়াছে। এ প্রার্থনা অনৈসর্গিক নহে। মানুষের এক স্বাভাবিক স্বাধীনতা প্রবৃত্তি আছে। উহা যখন অনাকৃষ্ট অত্যাচাররূপ বায়ুদ্বারা [illegible] কৃত হয়, উদ্দীপিত হইয়া উঠে। [illegible] গবর্ণমেণ্ট যে উঁহাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণে সমর্থ হইবেন, বোধ হইতেছে না। যদিও তাঁহারা দুষ্ট সদৃশ উদার্য্য ও [illegible] শীলতা স্বীকারে উন্মুখ হন, [illegible] তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবে না। ভারতবর্ষে তাঁহারা বরাবর [illegible] পরাভাই সন্ধিনিয়ম প্রস্তাব করিয়া [illegible] সহিত সন্ধি করিয়া আসিয়াছেন, [illegible] যে তাঁহারা শত্রুকৃত নিয়ম প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধি করিবেন, কোন ক্রমেই [illegible] বিত নহে। বিশেষতঃ খসিয়ারা অতি [illegible] মান্য শত্রু।

এই বিষয় লইয়া সমাচার পত্র [illegible] দক মহলে তুমুল আন্দোলন [illegible] হইয়াছে। অনেকে উক্ত বন্য [illegible] গণকে এককালে উন্মূলন করিবার [illegible] দিতেছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অসহ্য

... কল্পনা করিয়া হেতুবাদ স্থলে ... প্রদর্শন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সেই অলীক বাক্যে ভীত হইবেন, এত অসার নহেন। ত্রিপুরাগণ ব্রিটিস জাতির নিকটে খদ্যোত স্বরূপ। তাহাদিগের না ... হে অস্ত্রবল, না আছে শিক্ষা নৈপুণ্য, ... আছে সেনাপতি; তাহারা কতক্ষণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে?

গবর্ণমেণ্ট অনুদারচিত্ত অসৎপরামর্শিদিগের বাক্যে একটী জাতিকে যে উন্মূলন করেন, ইহা কোন ক্রমেই আমাদিগের অনুমোদিত নহে। তাঁহারা আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া উল্লিখিত বন্যজাতীবদিগকে আংশিক স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক যাহাতে বিবাদের শেষ করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করুন। তাহাতে তাঁহাদিগের মহত্ত্বের বৃদ্ধি বিনা হ্রাস হইবে না। যদি তাঁহাদিগের এরূপ শঙ্কা থাকে যে বন্য জাতীরা সময়ে সময়ে ব্রিটিস অধিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপদ্রব করিবে, রাজ্যের সীমায় নিয়মিত সৈন্য রাখিয়া দিলেই সে শঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে। অন্যের রাজ্য অধিকার করিয়া স্বাধিকার বৃদ্ধি করা এবং অন্য অন্য জাতির উন্মূলন চেষ্টা করা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত নহে। এতৎ কার্য্য দ্বারা গুরুতর অনর্থ ঘটনা হইয়া থাকে। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বহু ... তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ ... বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুগামী হইয়া ... কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ... তাঁহারা সঙ্কট হইতে পারিতে ...

... অত্যাচার করিবার ... উপায়।

... সৈন্যের যাত্রা ... ও খাদ্য দ্রব্যাদির আহরণার্থ ... পর নাই অত্যাচার করে। এতৎ সংক্রান্ত যে আইন আছে, তাহা ত... নিবারণ বিষয়ে পর্য্যাপ্ত হয় না। এতন্নিবন্ধন চতুর্দ্দিক হইতে করুণ ও আর্ত্ত বিলাপ ও আবেদনধ্বনি সতত শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে। রাজপুরুষেরা এত যে অনামনস্ক, তথাপি ঐ করুণধ্বনি তাঁহাদিগের শ্রুতি পথের উদ্বেগকারী হইয়াছে। গত ১৫ই নবেম্বরের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঐ কথা উত্থাপিত হইয়া পূর্ব্ব আইন সংশোধন পূর্ব্বক একটী নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে এবং ঐ পাণ্ডুলেখ্য সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার্থ সমর্পিত হইয়াছে। আডবোকেট জেনরল, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৌলবী আবদুল লতীফ এবং আলেন সাহেব ইহাঁরা সিলেক্ট কমিটির অন্তর্নিবেশিত হইয়াছেন। আলেন সাহেব এই আইনের প্রস্তাবকর্ত্তা। প্রস্তাবিত আইনের তৃতীয় ধারায় এই বিধান করা হইয়াছে যে কর্ম্মচারী আইনের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিবেন, তাঁহার ২০০ টাকা অথবা দুই মাস কারাবাস দণ্ড হইবে। বিদ্রোহাদি কালে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক শকটাদির আহরণ প্রস্তাবিত আইনের অননুমোদনীয় নহে।

সৈনিক পুরুষেরা মফস্বলে যে প্রকার অত্যাচার করে, তাহা কাহার অবিদিত নাই। তাহার পরিচয় প্রদানার্থ অধিকতর প্রয়াস পাইতে হয় না। গোরার পল্টন আসিতেছে শুনিলে গ্রামের লোকেরা গৃহদ্বার রুদ্ধ করে এবং দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়া পলায়নপর হয়। ইহাই ঐ অত্যাচারের উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরও উহার বিষয় সভার গোচর করিয়াছেন। সৈন্য মধ্যে এই নিয়ম আছে, সৈন্যের যাত্রাকালে কোয়ার্টর মাষ্টর ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর অগ্রে যান। যে দিবস যে স্থানে ছাউনি হইবে, তিনি তাহা ... করিয়া সৈন্যের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী ... সংগ্রহ করেন। সেই সংগ্রহ কালটী অত্যাচার হইবার একটী প্রধান কাল। কোয়ার্টর মাষ্টরের অনুচরেরা ঐ সময়ে স্বাং প্রবৃত্তিকে সুন্দররূপে চরিতার্থ করিয়া লন। তাহাদিগের তৎকালীন ব্যবহার এমনি মনোহর যে তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বোধ কর, তাহাদিগের শকট প্রয়োজন হইয়াছে, তাহারা তজ্জন্য ধরাধরী হইয়া বহির্গত হইল; কিন্তু দেখিল, কয়েকখানি শূন্য শকট ও কয়েকখানি দ্রব্যপূর্ণ শকট যাইতেছে; সেই পূর্ণ শকটের দিকেই সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইবে; তদবরোধার্থই তাহারা নিতান্ত ব্যগ্রমনা হইবে; শূন্য শকট চলিয়া গেল গেল, তাহাতে তাহাদিগের ক্ষতি নাই। পূর্ণ শকট রুদ্ধ হইলে তৎস্বামিরা কাতর হইয়া তাহাদিগের শরণাগত হয়, এবং তাহাদিগের প্রসাদন ও প্রীতিসম্পাদনের যে উপায় আছে, তাহা করিয়া মুক্তি লাভ করে। দ্রব্যপূর্ণ শকট দৃষ্টিপথে পতিত হইলে উক্ত অনুচরদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। উহা দ্বারা তাহাদিগের রসরঙ্গ প্রবৃত্তি ও অর্থলোভ উভয়েরই চরিতার্থতা হয়।

কোয়ার্টর মাষ্টরের অনুচরদিগের গুণ ত এই বর্ণিত হইল, তাহার পর প্রকৃত সৈনিক পুরুষেরা আছেন। তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ শ্বাপদের ন্যায়। স্বল্পমাত্র কাল স্বাধীনতা লাভ হইলে তাহারা দীর্ঘ কালের নিরুদ্ধ মনোরথ পূর্ণ করিয়া লয়। তৎকালে প্রজাগণের ধন, মান ও প্রাণ রক্ষা সংশয় স্থল হইয়া উঠে। পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে যাহাতে সৈনিকদিগের অত্যাচার নিবারিত হয়, আফিসরদিগের সে চেষ্টা নাই, সে চেষ্টা বিলক্ষণ আছে। সৈন্য সংক্রান্ত আইন ও দণ্ডশাসন রীতি অত্যন্ত কঠিন। আফিসরদিগের ... অত্যাচারকারী ...

চরিত্র ব্যক্তিদিগের আবেদন তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচর হইবার একটী মহান্ অন্তরায় আছে, তাহাতেই অত্যাচারকারিদিগের সকল সময়ে প্রতিফল হয় না। আফিসরেরা সকলের অধিগম্য নহেন। প্রথমতঃ গ্রামালোকেরা শিবির প্রবেশে সাহসী হয় না; যদিও কেহ সাহস করিয়া যায়, প্রহরীরা তাহাদিগের গমনের অবরোধ করে।

সৈন্য সংক্রান্ত কর্মচারিরা যে অধিকতর অত্যাচার করিবে, তাহা তাদৃশ বিস্ময়ের বিষয় নহে, রাজ্য রক্ষা করিতেছে বলিয়া তাহাদিগের একটী বিলক্ষণ অভিমান আছে; আফিসরেরাও সময় বিশেষে তাহাদিগকে অসঙ্গত প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ফলতঃ সৈন্য সংক্রান্ত অত্যাচারের বিষয় সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব জাতিতে চির প্রসিদ্ধ আছে। কি প্রাচীন, কি নব্য, যাবতীয় ইতিহাসই এতদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। যে দেশে বিশুদ্ধ ইতিহাস নাই, সে দেশের কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিলেও ইহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুপাল বধের একস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, কৃষ্ণ যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যান, তৎকালে অসংখ্য সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল, কিন্তু সেনাগণ কোন গ্রামের কোন অনিষ্ট সাধন করে নাই।

নিঃশেষমাক্রান্তবতীতলা জলৈ
রুচলন সমুদ্রোঽপি সমুজ্ঝতি স্থিতিং।
গ্রামেষু সৈন্যৈরকরোদবারিতৈঃ
কিমব্যবস্থাং চলিতোঽপি কেশবঃ।

সমুদ্র প্রলয় কালে যখন চলিত হয়, জল দ্বারা সমস্ত মহীতল সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করিয়া বেলা রূপ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে, কিন্তু কৃষ্ণ অসংখ্য সেনা দ্বারা ভূতল ব্যাপিয়া যাইতেছেন তথাপি গ্রামবাসিদিগের বিষয়ে মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন অর্থাৎ কোন দৌরাত্ম্য করেন নাই।

উপরি লিখিত শ্লোক দ্বারা কৃষ্ণের প্রশংসা করা হইতেছে। প্রশংসা এই, পূর্ব্বকালে এদেশের যে যে স্থান দিয়া সৈন্যগণ গমন করিত তত্রত্য লোকদিগের উপরে দৌরাত্ম্য করিত, কৃষ্ণের শাসন ও নৈপুণ্য বশতঃ সেনাগণ গ্রামীণ ব্যক্তিদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, যে খানে রাজসম্বন্ধ সেই খানেই গর্ব্বিত, উদ্ধত ও অত্যাচারকরিতা ভাব নয়নগোচর হয়। যিনি মজিষ্ট্রেট আদালতের পদাতিকের পদ পাইলেন, তাঁহার মনে মনে এই অভিমান জন্মিল, তিনি যেন ক্ষমতারূঢ় পদ পাইয়াছেন, তাঁহার সহিত তুল্য ভাবে কথা কহে সাধ্য কার? পীড়নকারিতা ও অর্থ সংগ্রহ চেষ্টা তাঁহার গর্ব্বের কোন অংশে ন্যূন নহে। ফলতঃ রাজসম্বন্ধ নিবন্ধন মনে মনে যে গর্ব্ব ও অত্যাচারকারিতা প্রবৃত্তি জন্মে, এটী কিছু নূতন কথা নহে। বড় বড় লোকেরও হইয়া থাকে। হিউম এলিজেবেথের অধিকার বর্ণনাবসরে এক স্থানে লিখিয়াছেন "খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা বহুকালের অধিকার; রাজকর্মচারিগণ ঐ অধিকারের বলে রাজসংসারের নিমিত্ত সন্নিহিত জনপদ হইতে আপনাদিগের ইচ্ছামত খাদ্য সংগ্রহ করিতেন এবং তাহা লইয়া যাইবার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক প্রজার শকটাদি গ্রহণ করিতেন: ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু দ্রব্যস্বামীরা প্রায় মূল্য পাইত না, যে পাইত, সে শীঘ্র পাইত না। * * * প্রজাগণ রাজসংসারের এই অধিকারকে উৎপাত স্বরূপ জ্ঞান করিত, এবং খাদ্য সংগ্রহ রাজকর্মচারিদিগের ঐচ্ছিক হওয়াতে তন্মূলক অনেক বিধ অত্যাচার হইত। ফলতঃ আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এলিজেবেথের কর্মচারিরা তাঁহার অপরিসীম প্রভুশক্তির বলে অত্যাচার করিতেন। শেষে কমন্স হাউসের এতন্নিবারণার্থ একটী আইন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তৃতীয় এডওয়ার্ডের [illegible] নিবারণার্থ দশটী বিধি বিধান [illegible] হইয়াছিল।

সবিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই [illegible] তিন শতাব্দীর পূর্ব্বে যাদৃশ [illegible] র ইতিহাস মধ্যে লিখিত হইয়াছে [illegible] তৎসজাতীয় অত্যাচার বৃত্তান্ত আমাদিগের শ্রুতি পথ প্রবিষ্ট হইতেছে। কোন কালে কি ইহার নিবারণ হইবে না? [illegible] কি ভয়ঙ্কর! যাঁহার যে পরিমাণে রাজসম্বন্ধে প্রাধান্য আছে, তাঁহাকে সেই পরিমাণে অন্যায় ও অত্যাচারপরায়ণ [illegible] পাওয়া যায়। আজি শুনা গেল, [illegible] ফিসর অমুক আদালতের [illegible] লেন, কালি শুনা গেল, অমুক অমুক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে প্রহার করিয়াছেন।

উপসংহার স্থলে আমাদিগের [illegible] এই, রাজসম্বন্ধ যে পরিমাণে রাজকর্মচারিদিগের গর্ব্বিতা, ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারিতার মূল, প্রধান পুরুষদিগকে সেই [illegible] শে প্রয়াসবান্ হইয়া তদুন্মূলন [illegible] তে হইবে। সৈন্য সংক্রান্ত [illegible] কাহার উপর অত্যাচার [illegible] যে ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য হয় [illegible] র গণ্ডায় হিসাব করিয়া [illegible] ধ করিয়া দেন, [illegible] দিগের নাম শ্রবণে [illegible] কেন?

পাতিয়ালার রাজার মৃত্যু ও তৎপরে সভ্য নিয়োগ প্রস্তাব।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, পাতিয়ালার মহারাজ নরেন্দ্র সিংহ [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কাল [illegible] সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তিনি তা[illegible] জানিতে পারিয়াছিলেন। এই [illegible] পূর্ব্বেই ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা[illegible] তে অবসর গ্রহণ করেন। কি[illegible] তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

...করেন নাই। নরেন্দ্র সিংহ ১৮৪৫ ...সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ... বৎসর কাল তিনি স্বীয় রাজ্য সুন্দর ...শাসন করিয়াছিলেন। কুসংস্কার তাঁ-হার ধর্ম্মানধর্ম্মা অন্য অন্য রাজার ন্যায় ... কে সম্পূর্ণ রূপে স্বপরতন্ত্র ...রিয়া রাখিতে পারে নাই। অল্প দিন হইল, তিনি তত্রত্য বিধবাদিগের আংশিক কষ্ট নিবারণের উপলক্ষে যে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের উ-দারত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে তিনি নিজ রাজ্যকে শান্তভাবে রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও প্রভুভক্তির সবিশেষ প-রিচয় হইয়াছে। তিনি অতিশয় বলবান ও ...ছিলেন। সাধুতা ও সরলভাব তাঁহার প্রসিদ্ধ গুণ ছিল। তাঁহার একটি পুত্র ... তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ।

মহারাজ নরেন্দ্র সিংহ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছি-লেন। তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তৎপদ শূন্য ... এক্ষণে কোন ব্যক্তি তৎস্থানে নি-যুক্ত হইবেন? এই প্রশ্নের সমাধান ...ক হইয়াছে। কেহ কেহ রাজা মান-...কেহ বা কপূরতলার রাজাকে ...তেছেন। কিন্তু আমাদিগের মন ... মানসিংহের প্রতি পক্ষপাতী হই-...। কপূর রাজা এক ইষ্ট ...রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ...তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে বলিয়া ...র বিশ্বাস হইয়াছে। এরূপ স্থলে ...বস্থাপক সভা পদ প্রাপ্ত হইলে ... কখন তাঁহাকে সপ্রণয় দৃষ্টিতে দ-...বেন না।

...আমাদিগের আর একটি প্র... প্রস্তাবের অপ্রা... নহে। এই অবসরে উ-... বাঙ্গালা দেশের এক জন প্রতিনিধি গ্রহণ করা অতিশয় আবশ্যক। এতদ্দ্বারা কেবল যে বাঙ্গলা দেশের চিত্ত রঞ্জন ও প্রীতি সম্পাদন করা হইবে এ রূপ নহে, ইহা এই প্রদেশের আন্তরিক ভাব অবগত হইবার এবং অনেকবিধ শ্রেয়ঃ সাধনের দ্বার স্বরূপ হইবে। সভা স্থলে যখন যে প্রদেশের শুভাশুভ সম্বিধান প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তৎপ্রদেশীয় প্রতিনিধিরা কি অশুভ পরিহার ও শুভ সম্বিধানের প্রাণ পণ চেষ্টা পান না? দৃশ অকপট চেষ্টা ব্যতিরেকে কি সম্যক রূপে ইষ্টলাভ সম্ভাবনা আছে? ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে প্রতি জিলার প্রতিনিধি গ্রহণ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কেন? বাঙ্গলা দেশীয়েরা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকে আত্মীয় ভাবে দর্শন না করিয়া উদাসীন ভাবে দর্শন করেন, ইহা কোন ক্রমে প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু যদি প্রতিনিধি গৃহীত না হইল, ঐ সভার প্রতি এ প্রদেশের আত্মীয়াভিমান জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এ স্থলে আর একটি চিন্তা ক-রাও আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা এক্ষণে গবর্ণর জেনরলের নিজ সভা বলিয়া গণিত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। এখন উহার উপরে গবর্ণর জেনেরলের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। উহার এই অবস্থাই কি চিরকাল সমান থাকিবে? ক্রমে যখন উহার উপরে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রভুতা ও আত্মীয়াভিমান জন্মিয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা এই নামটি অন্বর্থ হইবে, তখনও কি বাঙ্গলা দেশ বঞ্চিত থাকিবে? বাঙ্গলা দেশ কি ভারতবর্ষের অংশ নহে? এই সময়ে তাহার সূত্রপাত না হইলে তৎকালে কি অপর ভারতবর্ষীয়েরা বঙ্গ দেশকে উদাসীন দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন না? প্রধান পুরুষেরা বঙ্গ দেশের প্রতি এত নিরনুগ্রহ হইয়াছেন কেন? এখানে যোগ্য প্রতিনিধি দিলে না বলিয়া কি তাঁহাদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে? না, বঙ্গ দেশে গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ নাই, ইহা কেবল উৎপাত স্বরূপ হইয়া আছে, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ইহার উপরে বিরক্ত হইয়াছেন? কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানে বঙ্গ দেশের ন্যায় যোগ্য প্রতিনিধি লাভ সহজ নহে। বঙ্গ দেশ গবর্ণমেণ্টের উপকারী কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই, এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় ব্যয় প্রকাশিত হয়, তৎকালে বঙ্গদেশের আয় সর্ব্বোপরি প্রধান রূপে দেদীপ্যমান হইয়া থাকে।

ডায়মণ্ড হারবর ও খিদিরপুর, রেলওয়ে।

গঙ্গায় চড়া পড়াতে এখন আর বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ কলিকাতায় আসিতে পারে না। এক শত বৎসর পূর্ব্বে রণতরির অধ্যক্ষ ওয়াটসন ক্লাইবের সাহায্যার্থী হইয়া চন্দন নগর পর্য্যন্ত বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ লইয়া গিয়াছিলেন। মির কাসিমের সময়ে মধ্যবিধ সওদাগরী জাহাজ মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু এখন এ কালেও সামান্য বাষ্পীয় জাহাজ চড়ায় আটকিয়া যায়। এই কারণে, যাহাতে হেড লণ্ডনের যেরূপ কলিকাতার এরূপ একটি বাহির বন্দর আবশ্যক হইয়া উঠে মাতলাকে সেই বন্দর করিবার ও তথা হইতে রেলওয়ে দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী আনিবার প্রস্তাব হইয়া রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শুনা যাইতেছে, এই জানুয়ারি মাসে মাতলা পর্য্যন্ত গাড়ি চলিবে। এ দিকে জাহাজের অধিক আমদানী দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবর পর্য্যন্ত একটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে

এ বঙ্গদেশীয় [illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের দুই প্রকার মত হইয়াছে। গ্রাণ্ট সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে সোনাপুর হইতে মতলা রেলওয়ের এক শাখা বাহির করিয়া কুল্পি, অথবা ডায়মণ্ডহারবর পর্য্যন্ত ঐ রাস্তা লইয়া যাওয়া হয়। সোনাপুর হইয়া ডায়মণ্ডহারবর পর্যন্ত রেলওয়ে করিলে ১৮ ক্রোশ পথের অধিক দূর হয় না, আর কুল্পি পর্য্যন্ত করিলে ২২ ক্রোশ হয়। বীডন সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া কলিকাতা হইতে এককালে ডায়মণ্ডহারবর পর্য্যন্ত একটি স্বতন্ত্র রাস্তা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবর ১৪ ক্রোশ মাত্র। সোনাপুর হইয়া যাইতে গেলে ১৮ ক্রোশ। বীডন সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইলে চারি ক্রোশ পথ কমিয়া যায়। এক্ষণে এই উভয়বিধ প্রস্তাবের গুণ দোষ বিবেচিত হইতেছে।

আমাদিগের মতে সোনাপুর হইয়া কুল্পি পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার প্রস্তাবটিই সমধিক যুক্তিসহ বোধ হইতেছে। এ দিকে যেমন পথ কিছু অধিক হয়, তেমন এ দিকে লাভ অধিক হইবে। এই দিকেই অধিক লোকের বসতি। লোক সকল নিতান্ত নিরন্নও নহে। আরোহী ও অন্য অন্য বাণিজ্য দ্রব্য, উভয়েরই প্রাচুর্য্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে, কলিকাতা হইতে সরল রেখায় এককালে ডায়মণ্ডহারবরে রাস্তা করিলে নিঃসংশয় এ লাভ [illegible] হইবে। [illegible] রেলওয়েতে গমনাগমন করিবার যোগ্য লোক অধিক নাই। অপর, কুল্পিতে বন্দর হইলে তথায় বড় বড় জাহাজ আসিতে পারিবে, ডায়মণ্ডহারবরে সেরূপ হইবে না। সেখানে জল [illegible]।

আমরা [illegible] গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব বাঙ্গলার রেলওয়ের [illegible] শাখা করিবেন। মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত শাখা করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে এবং তদর্থ ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি নিয়োজিত হইয়াছেন। যশোহর হইয়া ফরিদপুর পর্য্যন্ত শাখা প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব হয়, তাহার কি হইল? কুষ্টিয়ার সম্মুখে চড়া পড়িয়াছে ঢাকা ও আসামের বাণিজ্য ফরিদপুর ও যশোহর দিয়াই করিতে হইবে। এ দিকে শাখা না করিলে রেলওয়ে কোম্পানির লাভ হইবে না। কলিকাতার বার আনা তমাক ও গুড় বারাসত হইতে আইসে। যশোহর হইতে ধান্য, তমাক, গুড় সর্ষপ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী হয়। যদি ঢাকার বাণিজ্য পূর্ব্বের ন্যায় জলপথে হইতে থাকে এবং লোকেরা গরুর গাড়িতে করিয়া বারাসাত ও যশোহরের দ্রব্যের আমদানী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব বাঙ্গলার রেলওয়ে কোম্পানি কি কেবল রাজসাহী, নদীয়া ও পাবনার দ্রব্যে লাভ করিতে পারিবেন?

—•◦•—

পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।

এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সন্নিবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] পরিদর্শকের আয়ের স্বল্পতা দর্শন করিলে তিনি ক্ষোভশান্ত হইবেন, সে সম্ভাবনা বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সম্পাদন সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। প্রথমাবধি কয়েক খানি পরিদর্শক নিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলাম, যে যে ভাব লিখিত হইয়াছে, তাহার দায় গুলি অতিশয় হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরিতৃপ্ত আছি। এবিষয়ে সাপ্তাহিক [illegible] ন্যায় পরিদর্শক যে পরোক্ষ [illegible], ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। [illegible] মফস্বলে ও হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে সম্বাদ সংগ্রহার্থ লোক নিয়োজিত করুন, এই আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ। প্রথম দিবসের পরিদর্শকের প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, সম্পাদক সেইটী স্মরণ করিয়া কার্য্য করেন, আমাদিগের বাসনা। তাহা হইলে যে যে আমরা পরিতোষ লাভ করিব এমন নয়, বঙ্গদেশের মুখও উজ্জ্বল হইবে।

"অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদ পত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে তার কলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে [illegible] সংবাদ পাঠে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী পত্র পাঠেই [illegible] দিগের সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য [illegible] ইংরাজী পত্র না পাইলেও তাঁহারা [illegible] পাঠ করিতে তৃপ্তি [illegible] না। [illegible] এই যে, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের অধিকাংশ অসার ও [illegible], কেহ কেহ ইংরাজী হইতে [illegible] পুরাতন সংবাদ [illegible] করিয়া থাকেন, কে[illegible] সংবাদ পত্র কোন একখানি [illegible] অনুবাদ মাত্র [illegible] কোন সম্পাদ[illegible] কেবল পাঠকগণ [illegible] আছেন। ইংরাজী

কী নহে একপ বাজালা সংবাদ পত্রে বিশেষতঃ ইংরাজি পত্রের যত দূর সংগ্রহ ও যতদূর সুবিধা হয়, বাজালা তত দূর সংবাদ সংগ্রহ ও সুবিধা হই পায় নাই, ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ অধি ব্যক্তিই উক্ত কারণে বাজালা সংবাদ ত্রে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করেন না। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম কারণ বা দিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সমুদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা ব্যাপারকে নিতান্ত রমণীয় অথবা আদরণীয় বিবেচনা করেন, হয় ত আমরা দেশ ও অবস্থা ভেদে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ অমুক জাহাজ অমুক স্থানে আসিয়াছে অমুক দিন অমুক জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে ইংরাজী পত্রে এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের [illegible]চার হয় বটে কিন্তু তাহাতে বাজালির [illegible]পকার হইতে পারে? ফলতঃ বাজালা বাজালির উপযোগী যত উত্তম উত্তম বি[illegible] প্রকাশিত হয়, ইংরাজি পত্রে তত দূর [illegible]শা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা [illegible]লিদিগের ন্যায় বাজালির রীতি নীতি প্রকৃতি অবগত নহেন সুতরাং দেশহিতৈ[illegible]জালি সম্পাদক বাজালিদিগের মন যত [illegible] আবর্জ্জিত করিয়া সৎপথে স্থাপন করি[illegible] পারেন ইংরাজেরা তত শীঘ্র পারিয়া না। বিশেষতঃ যে ভাষা সাধারণের [illegible]ম্য হইতে পারে, সেই ভাষাতেই সং[illegible]ত্র প্রচার করা উচিত, কারণ কোন এ[illegible]তকর প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাধার[illegible]হা অবিলম্বে অভ্যুক্রম করিয়া দোষ গুণ [illegible] করিতে পারেন। অধুনা বঙ্গদেশে যে [illegible]খানি বাজালা পত্র প্রচার হইতেছে [illegible]হসমুদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র সুতরাং [illegible] পত্রের উপযোগী সমুদায় [illegible] হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। [illegible] আমরা এই পরিবর্ত্তনের সংকল্প [illegible]। বাজালিদিগের উপ[illegible] [illegible] অন্যান্য ক্ষুদ্র বাজালা [illegible] উচিত না। তাহাও ইহা[illegible] [illegible] [illegible] অনেক কারণে বাজালা পত্রে সাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণ রূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য পথ হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের অতিরঞ্জন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক কখন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কুসংস্কার রাশি নিরাকৃত হয় তদ্বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকব, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, অজ্ঞানান্ধ অজ্ঞগণকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করা, পরাপকারি ও প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ এই সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি, আমরা শিশুকাল হইতে বাজালি সাহিত্যের যার পর নাই সেবা করিতেছি পরন্তু তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে এই মাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে যদ্যপি দেশহিতৈষী মহাশয়গণ আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে অধিক কাল বিলম্ব হইবে না। *

প্রাপ্ত।

হুগলি জেলার অন্তর্গত দামোদর নদের পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী এবং শিলাবতী নদীর পূর্ব্বদিকবর্ত্তী লোকদিগের দুর্দ্দশা।

দামোদর নদ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। রেলওয়ের রক্ষার জন্য ইহার পূর্ব্বপার্শ্বে দৃঢ়রূপ বাঁধ হইয়াছে, পশ্চিম পার্শ্ব একেবারেই বাঁধ শূন্য। মধ্যে মধ্যে যদিও কোন কোন স্থানে বাঁধ ছিল, পাছে রেলওয়ের বাঁধের ব্যাঘাত হয় এজন্য গবর্ণমেন্টের লোকেরা তাহা একেবারেই নির্মূল করিয়াছে। শীলাবতীও বড় সামান্য নদী নহে, ইহার পশ্চিম পার্শ্বে গবর্ণমেন্ট বিলক্ষণরূপে বাঁধ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বপার্শ্বে কিছুই নাই। সুতরাং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী [illegible] [illegible]র লেখনী লিখিতে কোনরূপেই সমর্থ হয় না।

এই মধ্যবর্ত্তী স্থানটী বর্ষাকালে প্রায় জলপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায় কোন রূপ শস্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অতি সামান্য বন্যা হইলেও ইহা প্লাবিত হইয়া যায়। বর্ষা চারিমাস প্রায় কেহ কাহারও বাটীতে জলযান ভিন্ন যাতায়াত করিতে পারে না। এখানকার অধিকাংশ গো বৎসাদি পশু অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাও কোন কোন সময়ের প্রবল নদীজলে গ্রাস করিয়া লয়। মনুষ্যদিগেরও ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। এখানে শস্য না হওয়ার আর কি পরিচয় প্রদান করিব, প্রায় কোন গৃহ তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত নহে। প্রতিবৎসর বর্ষাতে প্রায় সকলকেই আপন আপন বাস্তুভিটা দুই এক হস্ত উচ্চ করিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। তাহাও কেবল বেনা ও তালপাতা দ্বারা আচ্ছাদিত। যদিও কোন কোন সময়ে প্রজারা কায়ক্লেশে ধান্য ব্যতিরিক্ত অন্যান্য কোনরূপ শস্যোৎপাদন করে, তাহাও দুর্দ্দান্ত জমিদারেরা সমুদায় আত্মসাৎ করিয়া লয়। [illegible] যাহা উৎপাদন করে, তাহারা তাহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রাপ্ত হয় না। জমীদারেরা প্রজাদিগের শিরে শত, পাঁচ শত, হাজার প্রভৃতি বাকি করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং তাহাদিগের সেই সমুদয় পরিশ্রম বাকি টাকার সুদেরও উপযুক্ত হয় না। এখানে জমীদির আইন স্থান পায় না। এই সকল কারণে প্রজারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি জমীদারেরা তাহাদিগকে ছাড়েন না। বাবুরা একপ্রকারে নীলকরদিগের সহোদর হইয়া পড়িয়াছেন।

এই প্রদেশের অতি অল্পস্থানে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে যোর ধান্য হইয়া থাকে জমীদারেরা মনোযোগ করিলে আরো অনেক স্থানে উক্ত ধান্য হইতে পারে। বাবুরা যদি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার এবং অর্থ ব্যয় করিয়া নদীর জলের দ্বারা প্রজাদিগকে বোর ধান্য চাষ করান, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও লাভ হইতে পারে এবং [illegible] দেরও [illegible] [illegible]। জমীদার বাবুরা তাহা করিবে পারিবেন না। [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] দিয়া থাকি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

যাহা হউক, আমরা যেন স্বীকার করিলাম, ইনকম টাক্স ঘটিত মিনিট প্রচার করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি কলঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে সেই কলঙ্ক ক্ষালনে সমর্থ হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার অন্তঃকরণ স্বাধীনবৃত্তি। কার্য্যকালে তাঁহার স্বাধীনতা বৃত্তিই বলবতী হয়। তন্নিবন্ধন উ[...] কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পুনরায় অসৌ[...]র অসম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ, উপরি বর্ণিত কারণ[...]র একটিও আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম [...]তেছে না। আমাদিগের এই বোধ হইতেছে, তিনি অসামান্য প্রতিভাগুণ সম্পন্ন লোক; তাঁহার অসাধারণী উদ্ভাবনী শক্তি ও ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে। তাঁহার সেই শক্তি ইচ্ছা ও চেষ্টা সফল ও পূর্ণ করিবার প্রকৃত স্থান ভারতবর্ষ। তদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি এ দেশে আগমন করিতেছেন।

সর চারলস ট্রিবিলিয়ানের নিয়োগ ভারতবর্ষীয়দিগের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের কেন, সকল শ্রেণিই আহ্লাদিত হইবেন। বুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য্যদক্ষতা, ভারতবর্ষের অবস্থাজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতা বিষয়ে সর চারলস ট্রিবিলিয়ান ভারতবর্ষস্থিত কোন কর্ম্মচারির নিকৃষ্ট নহেন। তিনি মান্দ্রাজে পনর মাসের অধিক ছিলেন না, তাহার মধ্যে তাহার অনেকবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইনাম ভূমির বন্দোবস্ত, গোদাবরীর [...] বৃদ্ধি, বিচার প্রণালীর উৎকর্ষ, বিদ্যা শিক্ষা, নগর পরিষ্কৃত রাখা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে তিনি বিশেষরূপে যশোলাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় জমীদার ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে পদস্থ রাখা তাঁহার একা[...] তিনিই প্রথমতঃ লার্ড কানিঙের [...] সংক্রান্ত প্রস্তাব করেন। [...]নকম টাক্স প্রবর্ত্তিত হইলে [...] কর [...] হইবেক [...]লিয়া

[...]সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় তিনি যে বাক্যের উপন্যাস করিয়া যান, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এই দূষিত কর নিবন্ধন বিদ্রোহ ঘটনা হয় নাই, যথা বটে কিন্তু সকল শ্রেণী ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন। আসেসরেরা যেরূপ অত্যাচার করেন, বিদ্রোহ শান্তির অব্যবহিত উত্তর কাল বলিয়াই পুনরায় বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই।

সর চারলস ট্রিবিলিয়ান এ দেশে ইউরোপীয় উপনিবেশের এক জন প্রধান সপক্ষ, কিন্তু এ দেশীয়েরা [...]রোপীয়দিগের দাস হইয়া থাকেন, অথবা উৎসন্ন হইয়া যান, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সে অভিপ্রেত হই[...] তিনি কর্ত্তৃক বিলে[...] প্রদর্শন [...]। ইউরোপীয় মূল ধন বিনিয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তিনি উপনিবেশের সপক্ষতা করিয়া থাকেন। তাঁহার এতদ্বিষয়ক মত ভ্রমাত্মক কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অসৎ নহে। যাহা হউক, শ্রীবৃদ্ধিকারিরা তাঁহার নিকট যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু লেও সাহেবের ন্যায় তিনি নীলকরদের [...] করিবেন না। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি ও ভারতবর্ষীয়দিগের কল্যাণ সাধন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। বোধ হয় ইনকম টাক্স যে স্থান হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, চারলস ট্রিবিলিয়ানের শুভাগমনে তাহাকে সেই জন্মস্থানই আশ্রয় করিতে হইবে। আগামি এপ্রেল মাসের বজেটের পর আর আমরা তাহাকে দেখিতে পাইব না। যাহা হউক, কালের কি ঘটনা! যে উইলসন সাহেবের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি পদচ্যুত হইয়াছিলেন তিনি সেই উইলসনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। যে কর রহিত করিবার জন্য তিনি পূর্ব্বে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন, এক্ষণে সেই কর উঠাইয়া [...] তাঁহারই

সোমপ্রকাশ

সর্ব্বদা সত্যবিচ্ছিন্নাথ দৰ্থিনঃ বয়স্কৰী বুদ্ধিমতী ন যৌবনা।

৫ ভাগ। ৩ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ১৭ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৬২। ১ ডিসেম্বর } বার্ষিক

সোমপ্রকাশ।

১৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

কি কি রূপে হইলে কি রেলওয়ের পাপীরা নিস্তার পাইত।

ক্ষয় রোগ যেমন অন্য অন্য বহু রোগের আশ্রয়, পবলিক ওয়ার্ক বিশেষতঃ রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট তেমনি বহু দোষের আশ্রয় স্থান হইয়াছে। এখানে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম নীতি ক্ষীণবল হইয়া একান্ত দীন ভাবে আধিপত্য করিতেছেন। সামান্য চৌর্য্য অবধি করিয়া ব্রহ্মহত্যা পর্য্যন্ত লঘু গুরু যাবতীয় পাতকেরই এ ডিপার্টমেণ্টের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ আছে। অধিকতর খেদ ও বিস্ময়ের বিষয় এই, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এই ডিপার্টমেণ্টের প্রধান পাপীরা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতিরূপ কঞ্চুক দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বিলক্ষণরূপে আপনাদিগের অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়া থাকে, কেহ তাহাদিগের কার্য্যের প্রতি সংশয়ও করিতে পারে না।

রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের আচরণ ও ব্যবহার বৃত্তান্ত সতত আমাদিগের শ্রুতি পথে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, অমুক কর্ম্মচারী অমুক মাসের অমুক তারিখে রেলওয়েতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অল্প কালের মধ্যে এত টাকা সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত ডিপার্টমেণ্টে অর্থ অপহরণ করিয়া [illegible] রিবার বিলক্ষণ [illegible] উপায়ও আছে। এক গুণে ত্রিগুণ [illegible] লিখিয়া দিলেও কেহ সহসা ধরিতে পারেন না, ধরিবেই বা কে? উহা যাহাদিগের সম্পত্তি, তাঁহারা কখন চক্ষে দেখেন না; কর্ম্মচারিদিগের উপরেই নির্ভর। প্রধান কর্ম্মচারী যদি কৃতঘ্নতা দোষে দূষিত হইলেন, তাহার ত কথাই নাই।

কৃতঘ্নতার ন্যায় আর একটি দোষের সমধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের অনেকের কার্য্য ও ব্যবহার দ্বারা বোধ হয়, তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট সত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা স্বয়ংই অনুগ্রহ ও নিগ্রহ কর্ত্তা। এক জন সামান্য অপরাধ করিয়াছে, হয় ত তাহাকে গুরুতর দণ্ড করিলেন, কেহ বা গুরুতর অপরাধ করিয়া সামান্য দণ্ডে নিষ্কৃতি পাইল। দণ্ডিত ব্যক্তির ঐ বিষয় বিচার পতির কর্ণগোচর করিয়াও প্রায় কৃতার্থতা লাভ হয় না। রেলওয়ে দ্বারা দেশের অধিকতর কল্যাণ হইতেছে, অতএব তৎকর্ম্মচারির দণ্ড বিধান [illegible] পাছে রেল

ওয়ের কোন অনিষ্ট [illegible]
না হউক, অথবা [illegible]
আনুগত্য কি নিবন্ধন [illegible]
ক্রেট ও মাজিষ্ট্রেট [illegible]
যোগ করেন না। [illegible]
রিদিগের নিকটে [illegible]
থাই বিফল হইয়াছে [illegible]
যখন স্বয়ং অপরাধি [illegible]
ল, তখন গবর্ণমেণ্ট [illegible]
কৈ? রেলওয়ে [illegible]
ষ্ট আছে, এ সং [illegible]
স্বয়ং দণ্ড বিধানে [illegible]
দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তি [illegible]
হইয়া গবর্ণমেণ্ট [illegible]
করিল, সে [illegible]
রাধে অপরাধী [illegible]
আদালতে তাহার [illegible]
কিন্তু যে কারণে [illegible]
পাইল, তখন গবর্ণমে [illegible]
লাভ হইল? গবর্ণমে [illegible]
দোষই বা প্রকাশ [illegible]

রেলওয়ে সম্বন্ধে [illegible]
কেন? এক্ষণে অনেকে [illegible]
করিতে পারেন। ইহা [illegible]
রণ আছে, তন্মধ্যে [illegible]
রেলওয়েতে ছোট [illegible]
থিক, ছোট লোক [illegible]
কর্ম্ম করিতে [illegible]
কাংশ মূর্খ। ধর্ম্ম ও [illegible]
নিকটে অধিকার [illegible]

নহে? নীল উৎসন্ন হইল কেন? ছিলন সাহেব প্রতি ব্যক্তিকে আট আনা দিতে চাহিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না কেন? পরিশ্রমের এক রূপ বেতন ও বিক্রেয় দ্রব্যের এক প্রকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখাই অন্যায়। এক্ষণে প্রতি বৎসর উত্তরোত্তর শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যে মজুরকে প্রত্যহ ছয় পয়সায় খাটান হইয়াছে, সে এক্ষণে প্রতি দিন চারি আনা উপার্জ্জন করিতেছে। এরূপ স্থলে মূর্খ ও নির্ব্বোধ ব্যতিরিক্ত কোন ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের জন্য একবিধ বেতনে বদ্ধ থাকিতে অভিলাষী হইবে? শেষে নীলকরদিগের ন্যায় ঘটনা হইবে সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আইন ও আদালত ও যুক্তাযুক্ত কার্য্য বুঝিতে পারিতেছে। কুলিরা যতদিন নিতান্ত মূঢ় থাকিবে, ততদিনই চা-করদিগের লাভ, কিন্তু তাহাদিগের দীর্ঘকাল বিমূঢ়তা দর্শন সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবিত হইলেও কি তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য? এক জন বুদ্ধিমান মজুর দুই জন অজ্ঞ মজুরের কাজ করিতে পারে। বেতনের নিয়ম একবিধ থাকিলে আসাম প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধিমান মজুরের গমন সম্ভাবনা কি? আমাদিগের মতে কর্ম্ম স্থানে অবস্থানের কাল নিয়ম করা বিধেয় নহে এবং যে বৎসর যেরূপ বাজার হইবে, তদনুসারে মজুরদিগের বেতন নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এই নিয়ম গুলি না হইলে উল্লিখিত প্রস্তাবিত বিলের সোক্তমাজ ও সাজ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরাও ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারেন না।

২৭এ নবেম্বরের পেল মেল গেজেটে [illegible] রাজা দিনকর রাওয়ের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সৎ পরামর্শ [illegible] এই শিরোনামের একটী প্রস্তাব দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের উদয় হইল। আহ্লাদ জন্মিবার কারণ এই, রাজা দিনকর রাও একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী। হিতৈষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির রাজ্যের হিতার্থ গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ পরামর্শ দেওয়া উচিত, রাজা দিনকর রাও সেই প্রকার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন "এক শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশীয় রাজগণ লোক রঞ্জন করিয়া প্রজা পালন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ আকবরের প্রতি সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল। আকবর ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; অন্যবিধ কর কমাইয়া দিয়াছিলেন; এবং পঞ্চাইত প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করি[illegible]ন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ত[illegible] দর্শিত পথের পথিক না হওয়াতে [illegible]রা অসন্তুষ্ট হইল; অসন্তুষ্ট হইয়া [illegible] রাজদিগকে রাজ্যরক্ষার্থ আহ্বান ক[illegible] ইংরাজদিগের শাসন প্রণালী প্রজা[illegible] অপ্রীতিকর নহে। ইঁহাদিগের রাজস্ব ক্রান্ত বন্দোবস্ত উত্তম; দস্যুতস্কর[illegible] দণ্ড দানের রীতি উৎকৃষ্ট; কালেজ স্কুল প্রভৃতি অনেক হইয়াছে; রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও খাতাদি খনন করা হইয়াছে; এবং ইহাদিগের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন বিষয়ে দৃঢ়তা আছে।" যে যে কারণে এদেশীয়দিগের ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ জন্মিয়াছে, দিনকর রাও তাহার কয়েকটীরও উল্লেখ করিয়াছেন। সে কয়েকটী এই—ইনকমটাক্স, [illegible] অপ্রভু ভক্ত উভয়বিধ লোকের নিকট হইতেই তুল্য রূপে অর্থ গ্রহণ এবং অনবহিত হইয়া দিন দিন আইন পরিবর্ত্তন।

বিস্ময়ের বিষয় এই, আমাদিগের দেশের নির্ব্বোধ ও সামান্য লোকেরাও

সংবাদ বিরহে মদীয় লেখনী এতকাল বিশ্রা-
ম করিয়াছে, অধুনাও কোন অসামান্য ব্যা-
পার উপস্থিত নাই, তথাপি সন্নিহিত নগর
ও পল্লী হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি,
তাহা অবলম্বে প্রেরণ না করিয়া ক্ষান্ত
থাকিতে পারিলাম না। যেরূপ দুঃসময় পড়ি-
য়াছে, কে জানি আমার কোন পার্থিব অমঙ্গল
ঘটিয়াছে এরূপ সংশয় মহাশয়ের মনে উদয়
হয় কিম্বা আলস্যপরতন্ত্র হইয়া মহাশয়ের
পাঠকবর্গকে এদেশীয় কোন কৌতুকজনক বা
হিতকর ব্যাপারের জ্ঞানলাভ হইতে বঞ্চিত
রাখিয়াছি মনে করেন, সেই আশঙ্কায়
আমি অসময়ে লেখনী ধারণ করিলাম। এবং
পর অন্যান্য দেশের প্রতি ধর্ম্মরাজের যে
রূপ দৃষ্টি, এদেশের প্রতিও তদ্রূপ। ধর্ম্মরাজ,
জ্বর ও বিকারাদি প্রিয়বয়স্যগণকে সহায়
করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন, নিজ
কোট চাঁদপুর যদিও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত
হয় নাই কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তিপল্লীসমূহে তাঁহার
[illegible]ার দয়া। গত দুইমাসের মধ্যে কত পরি
[illegible]যে ছারখার হইয়াছে, কত রমণী অনা-
[illegible]ইয়াছে, কত পতি প্রাণাধিকারূপ প্রতি
[illegible] মনের শান্তিসহ বিসর্জন দিয়াছে, কত
[illegible]র ক্রোড় শূন্য হইয়াছে, কত পিতার
[illegible]ত্র আশা ও অবলম্বন উচ্ছিন্ন হইয়াছে,
[illegible]র আর সীমা নাই। মহাশয়! দৌলতগঞ্জ
[illegible]ানপুর ও বজরাপুর গ্রামে নিরন্তর হাহা-
কার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। মৃত্যু গৃহস্থের
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে, সকল গৃহেই তা
হার ষোড়শোপচারে অতিথি সৎকার হইতে
ছে, তথাপি তাহার বৃকোদর পূর্ণ ও জঠরানল
নিবৃত্তি হইতেছে না।

গত বুধবার রজনী দ্বিপ্রহর সময়ে এস্থা-
নের এক ক্রোশ অন্তরে ভৈরবী নদীতে এক
খানি ক্ষুদ্র তরী জলমগ্ন হইয়া একটী স্ত্রীলোক
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ তরীতে কোন ভদ্র
লোকের পরিবার যাইতেছিল। ৩ টী কুলকা-
মিনী ৩ টী ২। ৩ বর্ষবয়স্ক শিশু দুইজন যুবা
পুরুষ তন্মধ্যে ছিল। পোতবাহীর অবিমৃষ্য-
কারিতা দোষনিবন্ধন পোত জলমগ্ন হয়।
জলমগ্ন হইবামাত্রই উল্লিখিত শিশুদিগের
গর্ভধারিণী [illegible] মৃৎপিণ্ডের ন্যায় নদীতলশায়ী হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু ভাগ্যক্রমে
তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহাদের জ-
ননী অপত্যস্নেহে মুগ্ধ হইয়া আপন জীবনের
মমতা পরিত্যাগ করিয়া বালকগুলিকে বক্ষ-
স্থলে স্থাপন করিয়া কেবল পদসঞ্চালনের
দ্বারা সন্তরণ দিয়া নিরাপদে কূলে উপস্থিত
হয়েন। কয়েক দিবস অতীত হইল খালকুল্যা-
নিবাসি কালীকুমার সরকার নামে এদেশের
একজন প্রসিদ্ধ জালব্যবসায়ী এখানকার ডিপু-
টী মাজিষ্ট্রের কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যশোহরের সেশন
জজ সাহেবের বিচারে সমর্পিত হয়। জজ সা
হেব তাহার ৭ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়া
ছেন। এখানে এরূপ জনশ্রুতি যে উক্ত কালী
কুমার বিস্তর লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং
ঐ রূপ নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নি-
র্ব্বাহ করিত একথাও মিথ্যা নহে কিন্তু উপস্থি-
ত বিষয়ে সে দণ্ডার্হ হয় না। তাহার
সহিত অভিযোক্তার বিষম শত্রুতা ছিল, সেই
ষড়যন্ত্রে তাহাকে বিপাকে ফেলিয়াছে। যে
সকল কৃত্রিম মোহর, তুলিকা, মস্যাধার প্রভৃতি
দ্রব্য তাহার গৃহ হইতে বাহির করা হয় ও যা-
হার বলে তাহার কারাবাসের আদেশ হইয়া
ছে, সে সমুদয় তাহার নিজের নহে, নিজের
হইলে সে বিলক্ষণ সাবধান করিয়া রাখিত,
বহির্ব্বাটীস্থ গোগৃহের কোন প্রকাশ্য স্থানে
রজ্জু বদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিত না। তাহা-
র বিপক্ষ বৈরনির্য্যাতনমানসে সেই সকল য-
ন্ত্রাদি কৌশল ক্রমে পূর্ব্বাহ্নেই তথায় রাখিয়া
আসিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার
নামে অভিযোগ করে। পশ্চাৎ তাহাকে
সঙ্গে লইয়া গিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়া
দেয়। যে সূত্রে হউক অপরাধীর শাস্তি হও-
য়াই আহ্লাদের বিষয়। গত পরশ্ব রজনী-
যোগে এক জন মিথ্যাবাদি চরের বাক্যে বি-
শ্বাস করিয়া ডেপুটি অপর এক জন জালব্যব-
সায়ীর অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিলেন।
তথা হইতে একটি ক্ষুদ্র মোহর একটি নরুণ
ও একটী জীর্ণ পেন্ আনিয়াছেন। এই তিন
টি দ্রব্য তাহার চণ্ডীমণ্ডপের কোণে এক
ঝুড়ির ভিতর ছিল, শুনিতেছি এব্যক্তি
অতি ভদ্রলোক, কোন কালে ইহার এরূপ
আখ্যাতি নাই, তাহার এক জন প্রতিবাসী

... নিয়ম করিয়াছেন এবং লেডি ... বাক্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত ... দেখাইয়াছেন। এখন ... কোন ... অবলম্বন করিবেন? ... লস উদের কার্য্য প্রণালীর প্রতি ... এই আছে। তাঁহার কার্য্যের প্রতি ... র ভারতবর্ষীয়দিগের স্বার্থ পরি... রিয়া শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের স্বার্থ স... অনুরোধ, এ দুইই এক কথা। অত... উডের বিপক্ষতা করিতে ... বর্ষীয় বিপক্ষতা করা হইবে। শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের সপক্ষতা না ... গালি খাইতে হইবে। তাঁ... বেন, এদেশীয়েরা আজিও ... শক্তি লাভ করিতে পারেন ... ইহাঁদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ... আজিও অকৃতজ্ঞতা ইহাঁদি... ইতে দূরীভূত হয় নাই, ইহাঁ... তির প্রসাদে মানুষের মত হন, তাহারই বিপক্ষতাচরণ করি... । যাহা হউক, বাবুরা এই গালির ... সর চারলস উডের বিপক্ষতাচরণ ... স্বজন্ম ভূমির অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত ... ন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কেহ কেহ বলেন, এখন যেমন ষ্টেট ... টারির ভারতবর্ষের কার্য্যে সর্ব্বময় ... তা আছে, এরূপ না থাকিয়া যদি ই... অম্পতা হয় ভারতবর্ষের সবিশেষ ... ল হইতে পারে। লেও সাহেব সেই ... বি কল্যাণ লাভের প্রমাণ স্থলে লাই... ন্স ও ইনকমট্যাক্সের কিয়দংশ পরিত্যা... কে উদাহরণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে... । ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যত স্বাধীনতা ... , ততই ভারতবর্ষীয়দিগের কল্যাণ ... ভের সম্ভাবনা, আমরা বহুবার একথা ... কার করিয়াছি। কিন্তু এস্থলে আমাদি... র একটি বক্তব্য আছে, যেখানে শ্রীবৃদ্ধি কারিদলের সহিত এদেশীয়দিগের স্বার্থ এক রূপ হইবে, সেই স্থানেই সেই কল্যাণ লাভ হইতে পারে, কিন্তু পরস্পরের স্বার্থ ভেদ স্থলে ... অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ... বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি কারিদলের মতই ... গবর্ণমেণ্টের নিকটে সমধিক ... । সেই মত প্রচারের প্রবল যন্ত্র আছে। সে যন্ত্র ইংরাজী সমাচার পত্র। ... পুরুষদিগের অনেকে এদেশীয়দিগের মতে আস্থা করেন না। অনেকের একপ সংস্কারও আছে যে এদেশীয়দিগের একটি সাধারণ মত নাই (এটি সামান্য মূর্খতার কথা নহে, আমরা দেখিতে পাইতেছি এই সাধারণ মতের উপরে সমাজের অনেক শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে) তাঁহারা শ্রীবৃদ্ধিকারি দলের মতানুসারে চলিবেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে এদেশীয়দিগের ইষ্ট ... ও স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা কি?

যে মত যখন প্রবল হয়, তদনু... রে কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। ইংলণ্ডের অধীশ্বর সপ্তম হেনরির সময়ে এম্‌সন ও ডডলি নামে দুই জন কর্মচারী রাজানুমোদিত হইয়া প্রজা পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। প্রজারা তাহাদিগের উপরে খড়্গহস্ত ছিল, অষ্টম হেনরির রাজত্ব হইলে তাহাদিগের দণ্ডবিধান চেষ্টা হয়। কিন্তু পীড়নকারী বলিয়া তাহাদিগের নামে অভিযোগ করিয়া তাদৃশ কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা না থাকাতে এই বলিয়া কল্পিত অভিযোগ করা হইল যে তাহারা সপ্তমহেনরির মৃত্যুর পর অষ্টম হেনরির প্রাণসংহার করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। এই অভিযোগের বিচার হইয়া তাহাদিগের দণ্ড হয়। জুরিরাও তাহাদিগের দণ্ড হওয়া সকলের অভিমত দেখিয়া ঐ কল্পিত দোষে তাহাদিগকে অপরাধী করিয়াছিলেন। আজিও ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয় অপরাধীর যথাবিধি দণ্ড হয় না, তাহারও কারণ এই। ইউরোপীয়েরা ... পাছে অসন্তুষ্ট হন, গবর্ণমেণ্ট এই ভয় করেন। অতএব যাবৎ এদেশীয়দিগের মত ইউরোপীয়দিগের তুল্য ভাবে আদৃত না হইতেছে, তাবৎ ষ্টেট সেক্রেটরির ক্ষমতার হ্রাস করিবার চেষ্টা ভদ্র সাধক নহে।

অন্য অন্য কালেজেও বি এ উপাধি লাভের পরীক্ষা গ্রহণ রীতি প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

সম্প্রতি ১৮৬০। ৬১ অব্দের এডুকেশন রিপোর্ট প্রচারিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার স্থূল মর্ম প্রস্তাবান্তরে দর্শন করিবেন। ইহা আটকিন্সন সাহেবের দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যের বিবরণ। এই দুই বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবিধ ইষ্ট ফল লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু অনেক বিষয়ে পূর্ণমনোরথ হইতে পারি নাই। তবে তাঁহার বিষয়ে এককালে হতাশ হওয়াও হয় নাই। বোধ হয়, তিনি দীর্ঘকাল আর আমাদিগকে ক্ষোভ প্রকাশের অবসর প্রদান করিবেন না। অদ্য আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে দুই একটি সৎপরামর্শ দানে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশে যত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, যে পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের মনে বিজ্ঞান, নীতি, ধর্মনীতি, পদার্থ বিদ্যা ও বার্ত্তাশাস্ত্র প্রভৃতি দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত কল্যাণ লাভ সম্ভাবনা নাই। সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া বিশেষ ইষ্ট লাভ সম্ভাবিত নহে, বরং তাহা অনিষ্টেরই হেতু হয়। এক জন সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন:—

> অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ
> সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
> জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং
> ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।

মূর্খকে অনায়াসে সন্তুষ্ট করা যায়; বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ... সহজে ... ।

সহজ কর্ম; কিন্তু যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ জানে, ব্রহ্মাও তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারেন না।

পোপও এক স্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন;

অল্পজ্ঞান অনর্থের কারণ, পেরিয়ান নির্ঝর জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান না করিলে উন্মাদ জন্মে।

ফলতঃ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভারতবর্ষের উন্নতি লাভের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসী অধিকাংশ লোকের অল্পজ্ঞতা নিবন্ধন যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, আমরা অনুক্ষণ তাহা অনুভব করিতেছি। তবে অল্পজ্ঞ হইতে এতদিন গবর্ণমেণ্টের কিছু উপকার লাভ ছিল বটে। কেরাণীগিরি প্রভৃতি কয়েকটি কর্ম্ম অনায়াসে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের সর্ব্বত্র প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সে উপকারও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য এ দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির সমধিক প্রাদুর্ভাব হইবার উপায় কি? প্রথমতঃ এতদ্দেশীয়দিগের যত্ন, অর্থ সাহায্য দান, এবং গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য। যাঁহারা বঙ্গদেশকে উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এদেশীয়েরা আজিও এতাদৃশ ক্ষমতাপন্ন হন নাই যে এবম্বিধ বৃহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে অনেক বিপর্য্যয় হইয়াছে, একথা আমরা অস্বীকার করি না। গবর্ণমেণ্ট অনেককে সুশিক্ষিত করিয়াছেন; অনেকে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। ভারতবর্ষকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। অনেকে সেই চেষ্টানুরূপ কার্য্যও আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের সাহায্য দ্বারা সবিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই চেষ্টাকারিদিগের মধ্যে তাদৃশ ধনী লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ইদানীন্তন ধনিদিগের অনেকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে একটি আসবাবের মধ্যে বোধ করেন। ফলতঃ এ দেশীয়েরা আজিও বহুব্যয়ায়াসসাধ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির অনুশীলনার্থ বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অধিক নয়। যে দুই একটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বল্প কাল মধ্যে তাহাতে আশাধিক ফললাভও হইয়াছে। এই সময়ে আমাদিগের বিজ্ঞতম ইয়ঙ সাহেবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। ইয়ঙ সাহেব তিন বৎসর পূর্ব্বে সাউথ কলিন্স ষ্ট্রিটে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি এক্ষণে শিক্ষা দান কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন, ক্ষতি হইবে না, বাঙ্গালিরা এক্ষণে বিদ্যার রসজ্ঞ হইয়াছেন এবং তাহার ফলোপধায়িতা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং শিক্ষাকার্য্যে দীক্ষিত হইতে পারিবেন। বোধ হয়, ইয়ঙ সাহেব ভ্রমেও কখন চৌরঙ্গির সীমা অতিক্রম করিয়া সীমালঙ্ঘন দোষে দূষিত হন নাই। এ দেশে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন না হওয়াতে এ দেশের কত অনিষ্ট ও গবর্ণমেণ্টের কত ক্ষতি হইতেছে, যাঁহারা মফস্বল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন।

আমরা বাহ্যরূপে যে যে বিষয়ের শিক্ষা দান প্রস্তাব করিতেছি, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজ কেবল এক তদুপযোগী আছে। গবর্ণমেণ্টের অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন হউক, অথবা শিক্ষাকার্য্যের কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা বশতঃ হউক, অন্য যে কয়েকটি মফস্বল বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কালেজের সমকক্ষতা লাভার্থ উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদিগের উন্নতিপথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। পাছে মফস্বল বঙ্গদেশের বৃত্তি [illegible] সেই গুলি পুনরায় [illegible] ত হয়, এই শঙ্কায় তাহারা [illegible] বৎসরই তাহার মূলে [illegible] আঘাত করিয়া থাকে। [illegible] বার স্থান নাই, মফস্বলে [illegible] একদা প্রেসিডেন্সি [illegible] হিন্দুকালেজকে স্পর্দ্ধা উত্তেজনা করিয়াছিল, [illegible] অগ্রবর্ত্তি হও [illegible] ড়িয়া দাও। পাঠকগণ [illegible] করিয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্য্য[illegible] কৃষ্ণনগর ও হুগলী কালে[illegible] ষা ছিল, একবার দর্শন [illegible] ১৮৫০ অব্দে ৯ জন প্রথম [illegible] পান, তন্মধ্যে ঢাকার ৩ [illegible] ২ জন, হুগলীর এক জন [illegible] জের ২ জন। ১৮৫১ অব্দে [illegible] ঢাকার ২ জন, হুগলীর [illegible] ৪ জন এবং হিন্দু কালেজ [illegible] বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮[illegible] মধ্যে ঢাকার ২ জন, [illegible] হুগলীর ৪ জন এবং হি[illegible] কালেজের [illegible] জন পরীক্ষাতে [illegible] হইয়াছিলেন। ১৮৫৩। ৫৪ [illegible] ১ জন, [illegible] ৪ জন, এবং কলিকাতার ৭ [illegible] ১৪ জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন।

এতদ্দ্বারা [illegible] হইতেছে, [illegible] স্বলের কালেজ [illegible] কালেজের [illegible] তবে [illegible] বিদ্যালয় [illegible] হ্রাসপ্রাপ্ত [illegible] কেন। গবর্ণমেণ্টের অবস্থা ও কৃপণতা [illegible] ইহার [illegible] বটে। গবর্ণমেণ্ট যেন [illegible] অর্থের [illegible] অল্প কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন সে পথও রুদ্ধ হইয়াছে।

১৮৬০। ৬১ অব্দে এই বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের ১৩ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষা কার্য্যে কেবল ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে

অন্য শ্রেণীর যে কেহ কোন কাজ করুন, তাঁহাকে অবশ্যই কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ [illegible] করিতে হইবে। উদৃশ সুলভ জীবিকা সত্ত্বে [illegible] .. শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কি? বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ বরং অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তথাপি স্বহস্তে হল চালন করিবেন না। কেহ ব্রাহ্মণের হল চালন প্রসঙ্গ করিলে তাঁহারা সহস্র মুখ হইয়া শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় দানে উৎসুক হন, কিন্তু তাঁহাদিগের অনুষ্ঠীয়মান শাস্ত্রনিষিদ্ধ অন্যবিধ ব্যবহার বিষয় প্রসঙ্গ হইলে মূক হইয়া থাকেন

ইংরাজ সংসর্গ ও ইংরাজী বিদ্যার প্রভাব বলে দিন দিন হিন্দুধর্ম্মে লোকের অনাস্থা, ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা ও তাঁহাদিগের বিলাসপরতার বৃদ্ধি হওয়াতে ব্রাহ্মণ জাতি শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ আর একটী যে নূতন জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেও বলবীর্য্যকর শ্রমের নাম গন্ধ নাই। সে জীবিকা চাকরী। তাহাতে দিন দিন বল বীর্য্যের ক্ষয় সম্ভাবনা বিনা বৃদ্ধি সম্ভাবনা নাই। কায়স্থদিগেরও চাকরী উপজীব্য। তাঁহারাও বলবীর্য্যকর শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

অন্য অন্য শ্রেণীর শারীরিক শ্রম অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের ভূমি উর্ব্বর বলিয়া জীবিকা সুলভ হওয়াতে তাহাও যথোচিত নহে। বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই আমাদিগের বক্তব্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথমতঃ এতদ্দেশীয় কৃষিকার্য্যোপযোগী হল প্রভৃতি দ্রব্য জাত অতি সামান্য ও নিতান্ত লঘুভার। তাহার পরিচালনায় শ্রমের তাদৃশ আবশ্যকতা হয় না। ভূমি অল্প প্রযত্নেই প্রচুর শস্য প্রদান করে। যখন এরূপ সুবিধা রহিয়াছে, তখন কৃষকেরা আলস্যপর না হইবে কেন? আলস্যের অগ্নি ও শরীরচালনাশূন্য লোকদিগের [illegible] [illegible] পথ বিশুদ্ধ থাকে না। মন্দক্ষুধ ব্যক্তির অধিক পরিমাণে দ্রব্য ভোজন সম্ভাবিত নয়। যাহার আহার অল্প, সে অল্পবীর্য্য না হইবে কেন? অল্পবীর্য্যের সাহস অল্প হওয়াও অনৈসর্গিক ও অসঙ্গত নহে। আমরা বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এই বাঙ্গলাদেশের যে যে স্থানের ভূমির কৃষি [illegible] অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য, সেই সেই স্থানের লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক ভোক্তা ও অধিকবীর্য্য। এই বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ দর্শন কর; পূর্ব্ব ভাগের অপেক্ষা পশ্চিম ভাগের লোকেরা বলবীর্য্যাদি বিষয়ে বিলক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাহারা অধিক শ্রম করে, অধিক আহার করে, সুতরাং তাহাদিগের বীর্য্য বল ও সাহসাদি সকলই অধিক। শ্রম, আহার ও বল বীর্য্য সাহসাদি পরস্পরসাপেক্ষ। শ্রম অধিক থাকিলে ক্রমে সারবান দ্রব্য ভোজনের প্রবৃত্তিও প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে, বঙ্গদেশের কৃষকাদি শ্রমজীবি লোকদিগের যথোচিত [illegible] না থাকাতে বল বীর্য্য সাহসাদি বিষয়ে ন্যূনতা জন্মিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রবলের কৃত অত্যাচার সহিষ্ণুতা ও চিরপরাধীনতা প্রভৃতি আর কয়েকটী এই ন্যূনতার কারণ আছে। কৃষকদিগকে [illegible] চির পরাধীন হইয়া বরাবর প্রবল ব্যক্তিদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের ঈশ্বর দত্ত যে কিছু নৈসর্গিক সাহসাদি গুণ ছিল, তাহা উদ্যম প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে যে সময়ে তাহাদিগের সাহসাদি গুণ জন্মোন্মুখ হয়, প্রবলেরা অমনি ক্রকুটীরূপ জলসেচন করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যেমন কেহ যদি কেহ একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভিত্তি নির্ম্মাণ ও উপরে ছাদ করিয়া দিয়া তাহা [illegible] করিয়া দেয়, সে বৃক্ষ [illegible] লেও কি আপনার [illegible] দ্বারা আপন স্বভাবের [illegible] হইবে?

পাঠকগণ আমাদি[illegible] পাঠ করিয়া এরূপ ম[illegible] বঙ্গদেশের জলবায়ু[illegible] একথা বলা আমাদি[illegible] দ্য আমাদিগের বক্তব্য [illegible] শ্রমশীল অধ্যবসায়[illegible] স্পন্ন হইয়া সেই [illegible] রিয়া বঙ্গদেশকে উন্নত করিবার চেষ্টা পাই, কৃত[illegible] নাই। আলস্য পরিত্যাগ[illegible] সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

৪৮

ভারতবর্ষের শিল্প ও বা[illegible]

অল্প দিন হইল মা[illegible]

"মেনেজারিস ইন্সিটি[illegible] [illegible] কোম্পানী। আহ্লক কোম্পানির বা[illegible] রত্ন দিবসে ফরাসী ব[illegible] কার্য্যকারক মজুর [illegible] দশ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] যে [illegible] দিক্য ছিল, এক্ষণে তাহার সেই [illegible] ধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইউরোপ [illegible] রিক, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ চায়[illegible] স্য বণিকেরা ইংরাজ বণিক[illegible] কোন কোন স্থলে [illegible] অধিক[illegible] রতেছেন। যে [illegible] বৎসর পূর্ব্বে শিল্পের [illegible] অবস্থা ছিল, [illegible] এক্ষণে বস্ত্র ও লৌহ প্রভৃতি বিষয়ে— বিলাস দ্রব্যের ত কথাই নাই, — ইংলণ্ডের সমকক্ষ না [illegible] অধিক [illegible] নহে। যে দেশে দশ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] ক্রোশ মাত্র রেইল [illegible] ছিল, তাহা [illegible] লৌহময় [illegible] পরিশেষে [illegible] মানকারিস [illegible] স্পানি [illegible] দর্শন [illegible]

১৩ই নবেম্বর—ডবলিউ, জে, আলেন্ সাহেব ১৮৬০ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে কলিকাতার এক জন বিশেষ কমিসনর হইবেন।

ই, জে, সটন ওয়ার্থ সাহেব বাঁকুড়ার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কমিটির এক জন সভ্য হইবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের ১০৪ ধারানুসারে ক্ষমতা পাইবেন:—

বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ। বাজ', ঢাকা।

বাবু রামকুমার পাল চৌধুরি। বাজিতপুর ময়মন সিংহ।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসক সারদাপ্রসাদ গুপ্ত শ্রীহট্টের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসক শীতল সিংহ নবগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

১৫ই নবেম্বর—এচ,আর মাভকস সাহেব মেদনীপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

টি,ই, রেবেন্‌স সাহেব সাহরণের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন; কিন্তু যত দিন মেজর বিবর না আইসেন তত দিন দক্ষিণ পশ্চিম সীমার এজেন্সীর ভার প্রাপ্ত হইবেন।

এ,বি, কক্স সাহেব ঢাকার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডি, এ, হমফ্রি সাহেব চট্টগ্রামের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

আসামের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে ক্ষমতা পাইবেন।

সহকারী কমিসনর

লেপ্টনাণ্ট ই,এ, কাম্বেল গোয়ালপাড়া।

লেপ্টনাণ্ট ডবলিউ, সি,এস, ক্লার্ক নবগ্রাম। এ,এস ফিলিপস দুবং।

জে,গ্রিগরি—শিবসাগর।

এস,লইস—দিবরুগড।

অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া গোয়ালপাড়া

অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর এচ, জোন্স সাহেব শিবসাগর

শিলাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামচন্দ্র নাথ ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

৭ই নবেম্বর—জে,পি, গ্রাণ্ট সাহেব লবণের চৌকির প্রতিনিধি কণ্ট্রোলার হইয়া ১৮৩৮ অব্দের ১৯ আইনের ৩৩ ধারানুসারে ক্ষমতা পাইবেন। ছোটনাগপুরের সহকারী কমিসনর লেপ্টনাণ্ট আর,সি. মনি পালামাউ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টনাণ্ট ই এ, ফিলিপস ছোটনাগপুরের একজন সহকারী কমিসনর হইবেন।

প্রেরিত

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এত দিনের পর আমাদের গ্রামের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন হইবেক তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দর্শিত হইতেছে, যথা কিয়দ্দিন গত হইল আমি মহাশয়ের পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম যে এখানকার চৌকিদারেরা প্রায় চৌকিতে আইসে না, কিন্তু পুলিস আসিষ্টেণ্ট সুপারিন্টেণ্ডাণ্ট রোজ সাহেবের শুভাগমনাবধি এখানকার চৌকিদারেরা ও অন্যান্য পুলিস সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা স্বীয় স্বীয় কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন।

কিছু দিন গত হইল মাজিষ্ট্রেট হগ সাহেব এখানে আসিয়াছিলেন, এবং আসিয়া এখানকার দাতব্য ডিস্পেন্সরির দুরবস্থা অবগত হইয়া অতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক তৎসম্পর্কে এক সভা করিয়া এবং আপনিই ঐ সভার সভাপতি হইয়া যদ্দ্বারায় শীঘ্র ডাক্তরখানার খরচ পত্র সুচারুরূপে চলে তাহার বিশেষ রূপ উপায় করিয়া গিয়াছেন।

এখানকার রাস্তা ঘাটের যে কি আওহাল, এবং বর্ষাকালে এপল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গমনা গমন করিতে হইলে যে কি ক্লেশ ভোগ করিতে হয় তাহা মহাশয়কে আমি বর্ষাকালের প্রারম্ভেই অবগত করাইয়াছিলাম। কিন্তু মহাশয় আমরা ভরসা করি যে অনতি বিলম্বেই রাস্তা ঘাটের দুঃখ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, কারণ এখানকার অনারারি মাজিষ্ট্রেট মহাশয় এবং উল্লিখিত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রোজ এই দুই মহাত্মা রাস্তা মেরামত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। মহাশয়, এখানকার জীর্ণ রাস্তার সংস্কার হউক বা না হউক ইহার আন্দোলন হওয়াতেই আমরা পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, যেমন লোকে বলিয়া থাকেন, "যে ঘুঁটি থাকা হউক বা না হউক [illegible] ভাল"।

এক্ষণে এখানে শীতের অধিক্য [illegible] হইয়াছে বটে তথাপি জ্বরের অধিকার কিছু হ্রাস হয় নাই। বরং বৃদ্ধি হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটী ওলাউঠায় কাল প্রাণ ত্যাগ করিতেছে।

২৭এ নবেম্বর কৃষ্ণনগরের এখানকার ফ্রি চর্চ্চ মিসন সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাংবৎসরিক পরীক্ষা হইবেক, এবং এরূপ জনরব হইয়াছে যে, ডাক্তর ডফ সাহেব ঐ পরীক্ষা কর্ম্ম সমাধা করিবেন। মহাশয়, এই জনরবটি যদি সত্য হয় তাহা হইলেই আমাদের সাতিশয় আনন্দের বিষয়।

ও সাহেবের পরিবর্ত্তে এখানে এক নূতন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আসিয়াছেন, আমরা ভরসা করি ইনি প্রতাপ বাবুর মতন মিথ্যা কার্য্যে সময় ব্যয় না করিয়া প্রজাদিগের মঙ্গল চেষ্টা পাইবেন সন্দেহ নাই

খালনা
২৬এ নবেম্বর। ১৮৬২ } এক পাঠক

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সাজিহানপুর। ১২৬৯। ১৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০। ১৫ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কোং ১০ টাকা

শ্রীযুক্ত বাবু রাম গোপাল মিত্র। নমি[illegible] ১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ১০ ঐ

" টমস ক্লার্ক লক্ষ্মী ভগবান গোলা ১২৬৯ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত। কোং ৫ টাকা

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খাগড়িয়া। ১২৬৯ পৌষ হইতে জৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কোং ৫ টাকা

শ্রীযুক্ত বাবু রাম লোচন ঘোষ কৃষ্ণনগর। ১২৬৯ আগষ্ট হইতে ৬৩ জুলাই পর্য্যন্ত ১০ ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল সাহা কৃষ্ণনগর। ১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত। কোং ১০ টাকা

" মুন্সী বজেলে আলী দারোগা রঙ্গপুর। ১২৬৯ আষাঢ় হইতে ৭০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত। ১০ ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত সিউরিওরান লাইব্রেরি কোং ১০ টাকা

শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ সিমুলীয়া ১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত। কোং ১০ ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী ভাদুড়ি হাবড়া ১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত

এই পত্র কলিকাতায় [illegible] মার্কস জৈনদের বৃদ্ধি [illegible] বিদ্যারত্নদের কার্য্যাল [illegible]

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে খাশ মহাল ডিহি ৫৫ গ্রামের মধ্যস্থিত নিম্নের লিখিত হোলডিঙ্গের আপন আপন জমার বাকী আদায় না হওয়ায় সন ১৮৩৫ সালের ৮ আইন ক্রমে সন ১৮৬২ সালের ১০ ডিসেম্বর মোং ১২৬৯ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ বুধবার মোকাম আলিপুরের ডেপুটি কালেক্টরি কাছারিতে নিলাম বিক্রয় হইবেক যে খরিদ করিতে মানস রাখে তাহারা ঐ তারিখে হাজির হইয়া নিলাম ডাক করিতে পারে আর প্রকাশ থাকে যে যে নিলাম খরিদ করিবেক তৎক্ষণাৎ শতকরা ১৫ টাকার হিসাবে দাখিল করিয়া অবশিষ্ট পণ নিলামের তারিখ হইতে দিন দুই প্রহরের সময় দাখিল করিতে হইবেক।

তৌজিজান নম্বর	সব তৌজিজান নম্বর	জোতজিৎ নম্বর	বাকি দারের নাম	মালগুজারি জমা	মোট বাকি মালগুজারি	তৌজিজান নম্বর	সব তৌজিজান নম্বর	জোতজিৎ নম্বর	বাকি দারের নাম।	মালগুজারি জমা	মোট বাকি মালগুজারি
১	২	১২৫	রমানাথ বসাখ	।৶০	।৶০	ঐ	ঐ	১০	মনোহর দাস।	৶৩	[illegible]
ঐ	৩	৫৭	গোবিন্দচন্দ্র বড়াল	৶৬	৶৬	ঐ	৫	৩	নজীমদ্দী আহম্মদ।	২৸৴২	[illegible]
ঐ	৮	১২৩	মধুসূদন হালদার	।/৯	।/৯	ঐ	১২	১২৫	জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়	২৸০	[illegible]
ঐ	ঐ	১৮১	নসিরুদ্দীন সরকার	২৷৶৯	২৷৶৯	ঐ	ঐ	১৪০	ঐ	৩৸৶	[illegible]
ঐ	১২	১১০	মধুসূদন হালদার	৩৷৶৯	৸/৬	ঐ	১২	১৬১	মধুসূদন হালদার	।/৩	[illegible]
ঐ	১৩	১২	যজ্ঞেশ্বর হালদার	১৸/৩	।/৯	৪	এ.	১১৩	সেখ বসীরদ্দীন।	১৸৶	[illegible]
২	১	৩	৺রাধাকান্ত ঠাকুরসেবাৎ বংশীধর মিত্র	১৩৸/০	১৩৸/০	ঐ	ঐ	২৪৪।এ,	বিবি বসীরন্নেছা।	২/৬	[illegible]
ঐ	২	৯	হিরালাল দত্ত দীং	২৲৯	২৲৯	ঐ	বি	১২১	দুধু খানসামা।	৸৶৯	[illegible]
ঐ	ঐ	১৫	ঐ	৪৲৬	৪৲৬	ঐ	ঐ	১৪৬	পীতাম্বর চন্দ্র।	।/৩	[illegible]
ঐ	ঐ	২১	ঐ	৩৷৶৯	৩৷৶৯	ঐ	ঐ	১৬৮	চিন্তামণি দাসী।	১৸৶	[illegible]
ঐ	ঐ	৪৪	ঐ	২।৬	২।৬	ঐ	ঐ	২৬৯	জামির মিস্ত্রি।	৸৶৬	[illegible]
ঐ	ঐ	৪৬	ঐ	৫৸/৩	৫৸/৩	ঐ	ডি.	১২	বলাইচাঁদ বাবু।	[illegible]	[illegible]
ঐ	ঐ	৫২	ঐ	২/৩	২/৩	ঐ	ই,	১৩৫	আনন্দচন্দ্র বসদীং	৪৸৫	[illegible]
ঐ	ঐ	৯১	৺রাধাকান্তঠাকুরসেবাৎ বংশীধর মিত্র	৫৷৶৩	৫৷৶৩	ঐ	এক,	১৬	মধু খানসামা।	৩৷০	৭
ঐ	ঐ	১১৬	হিরালাল দত্তদীং	১৶৬	১৶৬	৪	জী.	১	লক্ষীপ্রীয়া দেবীদীং	৫৸৶২	৫৮
ঐ	ঐ	৮৬	রাধাকৃষ্ণ মিত্র	২৷৶১০	২৷৶১০	ঐ	ঐ	১৩১	মহেন্দ্রনাথ বাবু।	৪৷৶৭	৪৷৶
ঐ	ঐ	৯১	জয়নারায়ণ পরামাণীক	৪৷৶৬	৪৷৶৬	ঐ	ঐ	১৩৭	ঐ	৪৶২	৪৶২
ঐ	ঐ	৪২	বিশ্বনাথ দত্তদীং	১৯৸৶৭	১৯৸৶৭	ঐ	ঐ.	১৪১	ঐ	২৯৷৯	২৯৷৯
ঐ	১০	১১৯	জগৎসুন্দরী দাসী	৩৭৷৶৪	৩৭৷৶৪	ঐ	ঐ	৫০	কালীনাথ দত্ত।	১১৲১০	১১৲১
৩	১	২৭	মধুসূদন হালদার।	৶০	৶০	ঐ	ঐ	১৫৬	রায় বৈকুণ্ঠ নাথ চৌধুরি	৶১০	৶১০
ঐ	ঐ	৯২	ঐ	৶৯	৶৯	ঐ	ঐ	৯৯	সেখ পুটু দরজী।	৶৪	৷৶৮
ঐ	ঐ	৪৩	হরিশচন্দ্র দাসগুপ্ত।	১৲	১৲	ঐ	ঐ	১১৯	বিবি আবর।	৸৶৩	১৷৶৬
ঐ	২	[illegible]	ম তিয়া প্যারী	৩৯৷৬	৩৯৷৬	ঐ	ঐ	১২৬	বিবি কোএনা ওরফে মিএাজান খানসামা।	৶৯	৶৯

নম্বর	সব ডিভিজন নম্বর	ষ্টোজিভিজান নম্বর	বাকিদারের নাম।	বাকিজান জমা	মোট বাকি বাকিজান	ডিভিজন নম্বর	সব ডিভিজন নম্বর	ষ্টোজিভিজান নম্বর	বাকি দারের নাম।	বাকিজান জমা	মোট বাকি বাকিজান
ঐ	আই,	১২৪	কালিমোহন সরকার।	।/৭	৷৶২	ঐ	ঐ	৯০,এ	হুকুমচাঁদ কাঙ্গাল।	।৵৬	৵০
ঐ	কে,	৫৮	বিবি পরান।	৩৶	৬।৵	ঐ	ডি	৮৪	পাতিত কর্ম্মকার।	২ ৭	২ ৭
ঐ	এন,	১৬০	রামধন মিত্র।	২ ৬	২ ৬৩	ঐ	ঐ	২৬২সি	বিশ্বপাই দেব্যা ও	।৶৮	।৶৮
ঐ	ঐ	১৬৭	কাশিনাথ দত্ত।	৸/১০	১৷৶৮				কালিকমল বন্দ্যোপাধ্যায়		
ঐ	ঐ	১৭৫	ঐ	১।৵৫	২৸১০	ঐ	কী	৪।এ,	দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য দিং	২৶	২৶০
৫	এফ,	৪৪	মুনসী ফজলেরহমান	২৷৵৬	২৷৵৬	ঐ	ঐ	৯	ঐ	৪৷৶৪	৪৷৶৪
ঐ	ঐ	৪৭	মুনসী গোলাম রহমান।	৬৸৵৯	৬৸৵৯	ঐ	"	৭০	ঐ	৷৶০	৷৶০
ঐ	এইচ,	১২৩	ভগান ঘোষ।	১৸৵৮	১৸৵৮	ঐ	"	৬৫	ঐ	১৵২	১৵২
ঐ	ঐ	১৪৩	কালীমোহন সরকার।	৷৶৪	১।৵৪	ঐ	জে	২১৭	কৃষ্ণমোহন মিত্র।	৷৵০	৷৵০
ঐ	ঐ	২৩১	মনু খাঁ।	২৷৶৬	২৷৶৬	ঐ	কে	১৬৯	৺শ্রীধর ঠাকুরের সেবাত	৭৸৶৪	৭৸৶৪
ঐ	জে	৯০	প্রসন্নকুমার দে।	১।	১। ৩				কাশীকান্ত চট্টো দিং		
৫	কে,	২৮৩	কার্ত্তিকচরণ বসু।	৪৸৶৫	৸৶৫	ঐ	কীউ	৯৭	রাধানাথ বসু ও হর	১৭/১১	১৭/১১
[illegible]	ঐ	৩২১	মধুসূদন হালদার।	৮।০	১৬৷০				গোবিন্দ পাল।		
	[illegible]	৪৯	কৃষ্ণপ্রসাদ বসু।	২৵৮	২৵৮	ঐ	ঐ	২০৯	কালাচাঁদ মণ্ডল দিং	৫৸৶২	৫৸৶[illegible]
[illegible]	ঐ	১২১	কৈলাসচন্দ্র রায়।	৪ ৯	৸০	ঐ	"	২৪৫	কৃষ্ণপ্রসাদ বসু।	১।৵৩	১।৵৩
[illegible]	পি	৩৯	মনীরুদ্দীন সরকার	৷৶০	৷৶০	ঐ	"	২৭৭	কাশীনাথ ঘোষাল।	।/৩	।/৩
ঐ	আর	৫৩	ঈশ্বরচন্দ্র বসু।	/১১	৶৮	ঐ	ঐ	২৯৪	ছোট নিস্তারিণী দেবী	৬	১২
ঐ	ঐ	৫৮	এলাউল্লা।	১ ৯	১ ৯	ঐ	আব	১১	জগেশ্বর চক্রবর্ত্তি দিং	৷৬	৷৬
ঐ	ঐ	৮৬	সেখ জোনাব আলী।	৪৷৶৩	৪৷৶৩	ঐ	ঐ	৬০	জগেশ্বর চক্রবর্ত্তি নাবা	১৬৷০	১৬৷০
ঐ	ঐ	[illegible]৩৮	সেখ জোবান আলী।	১৵৯	১৵৯				লগের আদি ও খোদ রা		
ঐ	ঐ	১৪৫	মধুসূদন হালদার।	৩।৭	৩।৭				কুমার চক্রবর্ত্তি ও দিগম্বর		
	ঐ	১৬২	রগনাথ ঘটক।	৬।১০	৬ ১০				বন্দ্যোপাধ্যায়।		
	ঐ	১৬	ঐ	২।৵৬	২।৵৬	ঐ	ঐ	৬৩,৬৩এ	রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দিং	২৷৶১	২৷৶১
	ঐ	৬৪	ঐ	৪৷/০	[illegible]	ঐ	"	৬৩বি	ঐ	৷৵৮	।৵[illegible]
	ঐ	২৩।৬	ঐ	।৯	[illegible]	ঐ	ইউ,	৪৩	রামকুমার চক্রবর্ত্তি দিং	৸৶৭	৸৶[illegible]
	ঐ	[illegible]২৪	কৃষ্ণপ্রসাদ বসু।	১।/১	[illegible]	ঐ	ইউ,	৭৯	হাজি [illegible] আলী।	৸৵০	৸৶[illegible]
	[illegible]	২৩৬	মনু খাঁ।	১।৵০	১[illegible]	ঐ	ঐ	১২৯	ভুবন মোহন মণ্ডল।	৩।৮	৩।৮
	[illegible]	[illegible]	সৈএদ গোলাম আলী।	৭।৪	[illegible]৪	ঐ	ঐ	৮	কৈলাসচন্দ্র পাল।	[illegible]	[illegible]

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

৫ ভাগ। ৫ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ১ পৌষ। ইং ১৮৬২। ১৫ ডিসেম্বর } মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, কার্ত্তিক মাস অতীত হওয়াতে অনেকের প্রদত্ত সোমপ্রকাশের মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইলেও অনেকের মূল্য শেষ হইবে, অতএব তাঁহারা ত্বরা করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দেন। উক্ত মূল্য কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে আমাদিগের নামে পাঠাইলেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে ও শীঘ্র পাইব।

—•—

বিজ্ঞাপন।

আমি কাব্য নির্ণয় নামে একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় প্রণয়ন পূর্ব্বক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছি। মূল্য ১ টাকা। কলিকাতা মৃজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে অথবা সংস্কৃত কালেজে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন।

শ্রীলালমোহন ভট্টাচার্য্য।

—•—

বিজ্ঞাপন।

এই যন্ত্রালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

মেঘনাদ বধকাব্য ১ম ভাগ সটীক মূল্য ১।০
ঐ ২য় ভাগ ১
তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ২য় বার মুদ্রিত ৸
বীরাঙ্গনা কাব্য ৷৵০
কৃষ্ণকুমারী নাটক ১
পদ্মাবতী নাটক ৸৵০
বুড় সালিকের ঘাড়ের রোঁ ২য় বার মুদ্রিত ৴৵
একেই কি বলে সভ্যতা ২য় বার মুদ্রিত ॥০
শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ১
সীতাহরণ ১
বাসবদত্তা ৷০
সাহিত্য মুক্তাবলী ৷০
ভূগোল সূত্র ৶১০
আফ্রিকার মানচিত্র ৫
প্রথম পাঠ ৴০
প্রাণিবৃত্তান্ত ॥০
গোলোকের উপযোগিতা ॥০
টেলকমটাকের আইন ৸

ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়
নং ১৮২ বহুবাজার রোড
শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বসু কোং

—•—

বিজ্ঞাপন।

আমার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁহার প্রয়োজন হইবে, আমার নিকট মূল্য (দশ আনা মাত্র) পাঠাইলে অথবা হুগলি প্রেসে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীরামচন্দ্র রায়, ভাটপাড়া।

—•—

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত এবং অপর বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের বালকগণের উৎসাহার্থ গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক যে নয়টি অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন আগামি ২৯এ, ৩০শে ৩১শে ডিসেম্বর সোম, মঙ্গল, বুধবারে কলিকাতার নর্ম্যাল স্কুলে ঐ সকল বৃত্ত্যাকাঙ্ক্ষিদিগের পরীক্ষা হইবেক। ১১ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালকেরা উক্ত পরীক্ষায় গৃহীত হইবেক না।

কলিকাতাস্থ যাবতীয় বাঙ্গালা পাঠশালার বালকগণ উক্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে কেবল তাহাদিগের সচ্চরিত্রের এবং কলিকাতার এক বা একাধিক পাঠশালায় অন্যূন ৪ মাস কাল অধ্যয়নের বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ যাহারা দিতে না পারিবে তাহারা পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

যে বালক দ্রুত লিখনে এবং পুস্তক পাঠে অপারগ হইবে তাহাকে অন্যান্য বিষয় পরীক্ষায় গ্রহণ করা যাইবে না।

যে যে বালক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি পাইবে তাহারা হিন্দুস্কুলে অথবা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বিনা বেতনে পাঁচ বৎসর পাঠ করিতে পারিবে।

কলিকাতা
১৮৬২ সাল মধ্য বিভাগের ইনস্পেক্টর
১১ ডিসেম্বর

—•—

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার মাতুলপুত্র ৺নীলকণ্ঠ সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার পিতামহ ও আমার মাতামহ স্বর্গীয় ৺তারাচাঁদ সেন মহাশয়ের ধন সম্পত্তি ব্যবস্থানুসারে আমার অধিকার হইয়াছে আমি এক্ষণে পরগনে হাবিলিসহর কুমার হট্ট গ্রামস্থিত আমার মাতামহের আসন বসত বাটী পুষ্করিণী ও বাগান ... অগ্রহায়ণ মাহে বার ইংরাজী ৯ ডিসেম্বর উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি ২৬ অগ্রহায়ণ বিক্র

[illegible] রহেছেই [illegible] দিয়াছি। আর উক্ত [illegible] সকল [illegible] অধীরা বিমাতার সহিত [illegible] যে যে ব্যক্তি আমার মাতা- [illegible] এমারত ও ইষ্টকাদি ক্রয় করিয়াছেন [illegible] আমার অজ্ঞাতে তাহা স্থানান্তর করিয়া [illegible] আত্মসাৎ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বা তাঁহা দিগের ওয়ারিসানকে সেই সেই বিষয়ের দাবি [illegible] আমাকে বা আমার ওয়ারিসানকে আইনানুসারে [illegible] দিতে হইবেক। প্রথমতঃ উক্ত [illegible] হইতে ৬/ নীলকণ্ঠ সেনের বিমাতার কোন অধিকার নাই, দ্বিতীয়তঃ [illegible] স্ত্রীলোকের [illegible] বিক্রয়ের অস্বাধিকার নাই অতএব তাঁ[illegible]র বিক্রয় করা নিতান্ত অসিদ্ধ।

শ্রীদ্বারকানাথ রায়

[illegible] ১২৬৮ সাল [illegible] পরিক্ষা

[illegible] অগ্রহায়ণ হিন্দুর, শাস্ত্রের পণ্ডিত।

সোমপ্রকাশ।

১লা পৌষ সোমবার।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা একটী অবশ্যপালন কালন করিলেন।

প্রতিভাগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের লেখ মুখ হইতে সময়ে সময়ে যে সমস্ত ম[illegible] বাক্য বিনিঃসৃত হয়, কোন দেশে ও [illegible] কালে ফলাংশে তাহার অণুমাত্র [illegible]ক্রম হয় না। বরং কখন কখন অধিক [illegible] দৃষ্ট হইয়া থাকে। [illegible] কহিয়া [illegible] বিজ্ঞাভিমানী হইয়া যেমন [illegible] নির্বোধ বোধ করিতে [illegible] রূপ বিজ্ঞ [illegible]ভিমানী [illegible] নির্বোধ [illegible] করিবে। [illegible] সভায় [illegible] মধ্যে [illegible] অনুসারী [illegible] উদাহরণ [illegible] এক[illegible] ব্যবস্থাপক [illegible] বিধির স্রষ্টা [illegible] বোধে যে ব্যবস্থ[illegible] ছেন, আর এক জন [illegible] রহিত করিতেছেন। [illegible] দিন পূর্ব্বে আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব [illegible] গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতির আ-সনে উপবিষ্ট হইয়া, এই আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এক অথবা ক-য়েক ব্যক্তির দোষে যদি কোন গ্রামে দাঙ্গা উপস্থিত হয়, সেই অপরাধে গ্রামের সমুদায় ব্যক্তির দণ্ড হইবে। এক্ষণে বী-ডন সাহেব সভাপতির আসনে আসীন হইয়া ঐ প্রস্তাবটি রহিত করিলেন। গ্রাণ্ট সাহেব যে কি কারণে ও কি যুক্তিতে এ রূপ অন্যায় বিধি বিধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখন সে চিন্তায় আর প্রয়োজন নাই। ব্যবস্থাপক সভা অকীর্ত্তি হইতে এবং বঙ্গদেশীয়েরা অন্যায় দণ্ড হইতে যে রক্ষা পাইলেন, এই সৌভাগের বিষয়।

বি, এ, উপাধির পরীক্ষা

আমরা পুনরায় এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম। হুগলী, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজে বি, এ, উপাধি লাভার্থিদিগের পাঠোপযোগি পুস্তক পাঠনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে ঐসকল বিদ্যালয়ের সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। প্রেসিডেন্সি কালেজের বর্ত্তমান ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ই, বি, কউএল সাহেবের সদৃশ সুপণ্ডিত, সচ্চরিত্র, ধীর প্রকৃতি, দয়াবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যদি অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হন, কোন্ ব্যক্তি তত্তৎ বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে? অধ্যাপকদিগের গুণেই বাহুল্যরূপে ছাত্রদিগের বিদ্যা ও চরিত্র শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণ অর্জ্জিত হয়। আমরা [illegible]রাচর শুনিতে পাই, অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক উভয়ে মিলিয়া অনেক বিদ্যালয়কে উৎসন্ন দিতেছেন। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। ব্যাধিই কেবল সাংক্রামিক নয়, গুণদোষও সাংক্রামিক হইয়া থাকে।

[illegible] রাজপুরুষেরা যদি ব্যয়ের কথা তুলিয়া এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, [illegible] ধেয় হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসম্বন্ধে যে অত্যল্পমাত্র দান [illegible] সকলেই এ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। অন্য কথা কি, শিক্ষা কার্য্যের প্রধানতম অধ্যক্ষ [illegible] কিন্সন সাহেবও গে দিন ১৮৬০। ৬১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট মধ্যে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৫৯। ৬০ অব্দে কেবল এই এক বঙ্গদেশে ১৩ কোটি টাকা আয় ও ৮ লক্ষ মাত্র ব্যয় হইয়াছে। এ আয়ের ত্রয়োদশ অংশও (এক কোটি) যদি শিক্ষাকার্য্যে প্রদত্ত হয়, সমুদায় ভারতবর্ষ কি কৃতার্থ হয় না? গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্ত সঙ্কোচ করা কি ন্যায় সিদ্ধ হইতেছে? যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এদেশের ভাবি সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভের মূল কারণ কি? চীনদেশীয় অন তর সম্রাট যেরূপ এক গৃহস্থকে পুত্র পৌত্র, কন্যা, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি বহুতর পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাকে ভিন্ন স্বভাব অনেকবিধ পরিজন পরিবেষ্টিত দেখিতেছি, অথচ তুমি রূপ সচ্ছন্দে কাল হরণে সমর্থ হইতেছ, ইহার বীজ কি? গৃহস্থ উত্তর দিলেন, সহিষ্ণুতা সহিষ্ণুতা সহিষ্ণুতা; আমরাও সেইরূপ উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্থানস্থলে শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা তিন বার উচ্চারণ করিব।

শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারাও প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যয়ের আনুকূল্য হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে। শিক্ষা কার্য্যে প্রদত্ত অর্থের অধিকাংশ তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যক্ষদিগের উদরসাৎ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস করিয়া সেই উদ্বৃত্ত অর্থ যদি শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের বিষয়ে বিনিয়োজিত করা হয়, কে [illegible] যে আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয় সুসি[illegible] হয় এরূপ নয়, শিক্ষা সংক্রান্ত ডিপার্টমেণ্টেরও একটী মহোপকার সাধ হইতে

। এই ডিপার্টমেণ্টে একটী বিপরীত [illegible] অনুসৃত দৃষ্ট হইতেছে। সামান্য বেতনে সামান্য লোককে (অল্প বেতনে ভাল লোক পাওয়া যাইবে কেন ?) শিক্ষক পদে নিয়োজিত করিয়া অধিক টাকা ব্যয় করিয়া তত্ত্বাবধান ক্রিয়া সম্পাদন করা হইতেছে। যাঁহারা এই ব্যবহারের প্রবর্ত্তন কর্ত্তা, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, তত্ত্বাবধানই শিক্ষা সংক্রান্ত ডিপার্টমেণ্টের জীবন স্বরূপ। বাস্তবিক তাহা নহে। উৎকৃষ্ট শিক্ষক নিয়োগই ইহার জীবন। শিক্ষকগত দোষ থাকিলে তত্ত্বাবধায়কেরা তাহার কত সংশোধন করিবেন ? সে দোষের সংশোধন চেষ্টা করিয়া যে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, অনুদিন তাহার অসংখ্য প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট শিক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগের প্রথা যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তত্ত্বাবধানের বড় অপেক্ষা থাকে না। তাঁহাদিগের হৃদয়ে এক বিশুদ্ধস্বভাব সুক্ষ্মদর্শী তত্ত্বাবধায়ক (অপকৃষ্ট শিক্ষকের হৃদয়ে ঈদৃশ তত্ত্বাবধায়কের প্রায় আধিপত্য থাকে না) আছেন, তিনি নিয়ত কাল সন্নিহিত ও অবহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে প্রেরণ করিতেছেন। বাহিরের তত্ত্বাবধায়কদিগের সেরূপ কার্য্য করাইবার ক্ষমতা নাই। তাঁহারা দূরে থাকেন, সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না, সকলের আবার সুক্ষ্ম রূপে কার্য্য দর্শন করিবার ক্ষমতাও নাই। এই সকল কারণেই যচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল শিক্ষকের আন্তর তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধান নাই, তাঁহারা অবসর পাইলেই প্রায়ই কর্ত্তব্য সাধনে অমনোযোগী থাকেন না। এতদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষের টাকার কত ই-ম ওভ, কত অকারণ ও অসঙ্গত ঘুষে, কতক অসঙ্গত বেতন দানে, কতক চোর কর্মচারিদিগের উদরে, কত অনাবশ্যক সৈনিকদিগের জঠরাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। এই সকল অসঙ্গত ও অপব্যয় নিবারিত হইলে কি রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষীয়দিগের শিক্ষা কার্য্যে দানকালে মুক্ত হস্ত হইতে পারেন না ? ইহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে যথোচিত চেষ্টা পাইয়া সেই সেই অপব্যয় নিবারণ কি বিধেয় নয় ? রাজ পুরুষেরা ভারত ভূমিকে কামদুঘা বোধ করিয়া নিরন্তর অর্থ দোহন করিতেছেন, কিন্তু ইহার সন্তানগণ অজ্ঞান অন্ধতমসে মগ্ন হইয়া বিসন্ন হইতেছেন, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত আরবী ও লাটিন প্রভৃতির বিষয়ে বি, এ, পরীক্ষার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। এক্ষণে ইংরাজীতর ভাষার পরীক্ষার কলাফল বিবেচনা কালে বাঙ্গালা প্রভৃতি চলিত ভাষা এবং সংস্কৃত প্রভৃতি অচলিত ভাষা উভয়ই তুল্যরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় চলিত ও অচলিত উভয়বিধ ভাষার তুল্য সমাদর বিধেয় হইতেছে না। অচলিত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য, চলিত ভাষায় সেরূপ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অতএব উক্ত উভয় ভাষার পরীক্ষাদাতাদিগের ফলাংশে শ্রমানুরূপ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই পুরস্কার দানের দুটী উপায় আছে। এক যে সময়ে পরীক্ষা হয়, পরীক্ষকেরা চলিত বাঙ্গলাদি ভাষায় লিখিত প্রশ্নের উত্তরের সহিত অচলিত সংস্কৃতাদি ভাষায় লিখিত উত্তর তুল্যমূল্য বলিয়া গণনা না করেন। উদাহ. প্রদর্শন দ্বারা আমাদিগের বক্তব্যটী সমধিক পরিস্ফুট রূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যাইতেছে। বোধ করুন, একজন বাঙ্গালা ভাষায় আর এক জন সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিতে গেলেন। পরীক্ষক উভয় পরীক্ষার্থিকে পাঁচ পাঁচটী করিয়া প্রশ্ন দিলেন। উভয়েই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর করিলেন। পরীক্ষক প্রতি প্রশ্নে দশ দশ নম্বর করিয়া দিয়া প্রত্যেককে পঁচিশ নম্বর দিলেন। পরীক্ষক [illegible] তুল্য মূল্য না করিয়া যদি সংস্কৃতে দ্বিগুণ নম্বর দেন, এবং সেই রূপ অন্য অন্য বিষয়ে ক্রটি থাকে তাহা পূরণ করিবার নিয়ম করা হইলেই সংস্কৃতে পরীক্ষা [illegible] হইল।

দ্বিতীয় পুরস্কারদান [illegible] করুন, একবর্ষপ্রার্থী হইয়া দুই জন উপস্থিত হইয়াছেন। দুই জনেই উপাধিধারী। কিন্তু উহাদিগের [illegible] বাঙ্গালায় আর একজন সংস্কৃতে [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে সংস্কৃতজ্ঞকে কর্ম দেওয়াই উচিত। অন্যান্য বৃত্তির বিষয়েও এই নিয়মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে স্বর্ণ মুদ্রা [illegible] বার আ[illegible]

বাণিজ্য ও ব্যবহার কার্য্যে মুদ্রা ও নোট প্রচলিত আছে। প্রয়োজনোপযোগী [illegible] দ্রব্য দ্বারা তাহার মূল্য [illegible] থাকে, তাহার সংখ্যা, [illegible] অথবা আকার দৈর্ঘ্যাদি [illegible] পণ করা হয় না। অনেক [illegible] প্রকার মুদ্রা প্রচলিত আছে। [illegible] প্রকার মুদ্রায় সকল [illegible] না। এই ভারতবর্ষে [illegible] লিত আছে, কিন্তু ইহার আধিক্য অনেক সময়ে অনেক অসুবিধা ঘটে। এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে মুদ্রা লইয়া যাইবার আবশ্যকতা হইলে অনেক প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়। স্বর্ণ মুদ্রার সবিশেষ উপযোগিতা [illegible] কিন্তু ভারতবর্ষে সেই স্বর্ণ মুদ্রা [illegible] নাই। তাহা প্রচলিত করা [illegible] থাক

কালিফর্ণীয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ খনি
…ির হইবার পর অবধি এক ইংলণ্ডে
…তিবৎসর দশ কোটি টাকার স্বর্ণ আ
…সিতেছে! ফ্রান্স ও আমেরিকায় ইহা অ
…পক্ষা অল্প ন্যূন নহে। প্রতি বৎসরই
…র্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক
…র্তাশাস্ত্রবিৎ এই আশঙ্কা করিয়াছিলে…, শেষে স্বর্ণ অল্পমূল্য ও হতাদর হই…বে কিন্তু এক্ষণে এ আশঙ্কা অমূলক বলি…য়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিংশতি বৎসর …র্বে অল্প সংখ্যা স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, …তি বৎসর তিন কোটি করিয়া …তেছে। এক আমেরিকার গৃহ …দ্ধন তথা হইতে ইউরোপে প্রায় …টি টাকার স্বর্ণমুদ্রা আসিয়াছে! যদি বণিক ও সর্ব্বসাধারণের …না হইত, তাহা হইলে কি ইহা চলিত …ত? উইলসন সাহেব বর্ষে স্বর্ণ…া প্রচলনের যে …ব …, তাহার … হইল। এক্ষণে … …প্রায় দুই কোটি টাকার গিনি, প.উ… …রাপী ক্রাঙ্ক প্রভৃতি এদেশে আ…ত- কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা এদেশীয় …গরদিগের চৌর্য্য ও উদরদৌস্য… করিতেছে।

…নোট চালাইবার সময়ে বণিক সম্প্র… টাকার পর্য্যন্ত নোট করিবার আ…ম করেন, কিন্তু নোট সর্ব্বত্র প্রচলিত …ব না, গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবে, এই …করিয়া লেঙ সাহেব তাহা প্রচলিত …তে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু স্ব। মুদ্রার …আশঙ্কা নাই, কি র … …ক্রি মক… …সকল স্থানে ইহা প্রচলিত হইবে …র …প্রচার বিষয়ের কেবল একটী …প [illegible] আছে। ভারত…ীয়…ক [illegible] …বলিয়া … । [illegible] সেই সংস্কারানুরূপ …র প্রতি তাঁহাদিগের স্বাভাবিক আদর …। তাঁহারা … [illegible] …ভজন না করিয়া ইহার এক রতিও গ্রহণ করেন না। স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হইলে ভ… বা বিশেষত বণিকেরা তাহা ভরির দরের হিসাবে লইবেন। পয়সার হিসাবে টাকা, অথবা টাকার হিসাবে নোটের ন্যায় তাহা গৃহীত হইবে না। অতএব গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য নিরূপণ করা অথবা তাহাতে খাদ দেওয়া সাধ্যায়ত্ত হইবে না। কষ্টিনিয়ন, সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান প্রভৃতি কয়েকজন ভূপতি মুদ্রায় খাদ দিয়া শেষে ক্ষতি ও অপমান গ্রস্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, প্রধান প্রধান বণিকদিগকে ডাকাইয়া কত মূল্যের স্বর্ণে মোহর প্রভৃতি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য ইহা নিরূপণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করা উচিত। ঠিক যদি ১৬ টাকার স্বর্ণে মোহর হয়, তাহা লইয়া ১৬ টাকা দিতে কে অসম্মত হইবেন? বাঁটার ভয় করা অন্যায়। টাকারও কি বাঁটা লাগে না? বিশুদ্ধ স্বর্ণের মুদ্রা হইলেও যদি বাঁটা লাগে, তাহাতে ক্ষতি কি? টাকার ন্যায় ইহারও দু আনি পর্য্যন্ত করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা যে বিশেষ উপকার লাভ হইবে, তাহার বর্ণন করা বাহুল্য। এক্ষণে গড়ে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের গাত্রে ৫০ টাকার স্বর্ণ আছে। স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হইলে অলঙ্কারের প্রতি ক্রমে এ দেশীয়দিগের ঔদাসীন্য হইবে, দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে, এবং গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।

দাক্ষিণাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণী পুনর্দ্ধার।

২। ৩ মাস বয়ঃক্রম কালে পুত্রের এবং অশৌচান্তে কন্যার বাগ্দান প্রথা এই শ্রেণীর উন্নতির একটী প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সেই যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ অধমা প্রথার পরিবর্ত্তন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া এই শ্রেণীর মহোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অাংশিক ভ্রম হওয়াতে সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সেই ভ্রম সংশোধিত হইয়া যদি এই শ্রেণীর উপকার সাধিত হয়, এই আশায় আমরা পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাঠকগণ আমাদিগের এ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

৩রা অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে মধ্যস্থ মানিবার বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়, বেদান্তবাগীশ তদনুযায়ী হইয়া ৩০এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার আমাদিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে দৃষ্ট হইল, বৈদিক শ্রেণীর ২৬ ব্যক্তির নাম লিখিত হইয়াছে। বেদান্তবাগীশ উহার মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া মীমাংসক নিরূপণ করিতে কহিয়াছেন। আমরা প্রথমে যে কয় মহোপাধ্যায়কে মধ্যস্থ মনোনীত করিয়াছিলাম, তাঁহারা বেদান্তবাগীশের মনোনীত হন নাই। অতএব আমরা আর মনোনীত করিবার ভার গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি, এ ভার বেদান্তবাগীশের উপরেই সমর্পণ করিলাম। তিনি যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া এবং কোন্ দিন কোন্ স্থানে সভা হইয়া এবিষয়ের বিচার হইবে তাহা স্থির করিয়া পূর্ব্বে পত্র লিখিবেন, আমরা সেই দিন সেই স্থানে উপস্থিত হইব। কিন্তু এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। উপস্থিত বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্র লইয়া বিচার উপস্থিত। যাঁহাদিগের সেই স্মৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও তাহার মর্ম্মগ্রহে সামর্থ্য আছে, তাদৃশ মধ্যস্থ যেন মনোনীত করা হয়। আমরা বেদান্তবাগীশকে বৈদিক শ্রেণীর বাগ্দান বিষয়ে যে পথ … লম্বন করিতে কহিয়াছিলাম, … ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তদিগেরও তাহাই অনুমোদিত … চন্দ্র…

ক্ষমতা করিবেন না। রাজা উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্ন লিখিত টাকা জমা আছে:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের	৫,৭০,২২,০৬৯
বঙ্গদেশীয়	১,৮৩,৩০,৯২৭
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের	২,৪৭,৯৮,৭০০
পঞ্জাবের	৮৬,০৪,৫৬১
বোম্বাইয়ের	২,৬৯,২১,৪০৯
মধ্যভারতবর্ষের	৪০,৭১,৯৯৬
দাক্ষিণাত্যের	১২,৩০,৮৫২
মান্দ্রাজের	২,১৪,০৮,৮৫৬
মোট টাকা	১৫,৯৪,৯৯,০১২

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েক মাসাবধি প্রতিমাসে ৫০ লক্ষ করিয়া লইতেছেন। সম্প্রতি ডবাকার সুদ প্রভৃতির জন্যও কিঞ্চিৎ গিয়াছে। ইহাতেই বোধ হইতেছে হঠাৎ ১৯ কোটি হইতে ১৫ কোটি হইয়াছে। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের ইহার কারণ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন ইউল সাহেব হায়দরাবাদের সান্ধিবিগ্রহিক হইয়াছেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন আগরার সদর জজেরা গাজিপুরের জজের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কি দণ্ড? এতদ্দেশীয় সমাজ কি এই দুর্ব্বৃত্ত সিবিলিয়ান বিচারপতির নিষ্ঠুরতা সহ্য করিবেন?

২৮এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সর বার্ণেস পিকক আপীল সংক্রান্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া সোমবার অবধি অন্য কার্য্য করিবেন। সর চার্লস জাকসন আপীল সংক্রান্ত কার্য্যে যাইতেছেন।

পুনা অবজার্ব্বর বলেন " আফ্রিকায় নিয়ম আছে কোন যুবক যত দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে শত্রুকে বধ করিতে না পারে তত দিন তাহার বিবাহ অথবা তাহাকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইংরেজদের প্রতি কি এ নিয়ম খাটে না? যাহারা ধরা বাঙ্গালির স্বভাব ও ক্ষমতার বহির্ভূত। কিন্তু আমরা প্রস্তাব করিতেছি, যতদিন পর্য্যন্ত নব্য বাঙ্গালী এক মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া জাল দলিল, মিথ্যা সাক্ষী ও নিজে অর্দ্ধেক মিথ্যা বলিয়া যাবতীয় বিচারালয়ে ও আপীল আদালত পর্য্যন্ত জয়ী হইয়া আমলাদিগকে উৎকোচ দিয় নিজে কিঞ্চিৎ লইতে না পারিবেন, তত দিন তাহাকে বিবাহ করিতে দেওয়া উচিত নহে। মিথ্যা করিয়া মকদ্দমায় জয়লাভ করিবার অধিকারটী এতদিন বাঙ্গালিদিগের হস্তগত ছিল যথার্থ বটে পুনা অবজার্ব্বর মিথ্যা বলেন নাই, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি কাবরা বঙ্গদেশে আসিয়া বাঙ্গালিদিগের তুলনায় সহিত এ অধিকারটী হরণ করিয়া লইয়াছেন। পুনা অবজার্ব্বর নীলকমিসনের রিপোর্ট দেখিলেই আমরা সত্য কি মিথ্যা বলিতেছি জানিতে পারিবেন। পুনা অবজার্ব্বর ওরূপ প্রস্তাব না করিয়া যদি এরূপ প্রস্তাব করিতেন যে বাঙ্গালিরা যাবৎ ঘন ঘন ভোজদান ও ছায়ার ন্যায় আনুগত্যাদি দ্বারা বিচারপতিদিগকে ভুলাইতে না শিখিবেন, তাবৎ বিবাহ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ ধন্যবাদ পাইতেন।

গতকল্য টৌনহালে একটী ভোজ ও নৃত্য হইয়া গিয়াছে। প্রায় ছয়শত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। লাকেসায়ারের মজুরদিগের সাহায্যার জন্য এই ভোজ হয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে ৩০ টাকা দিয়াছেন। স্পেন্স ও উইলসনের হোটেল হইতে তাঁহারা বিনা ব্যয়ে আহারীয় দ্রব্য পাইয়াছেন।

ছোট নাগপুর হইতে একজন মিনিক পত্রে লিখিয়াছেন নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশেও কানষ্টাবলরি পুলিস হইতেছে। এদিগে বঙ্গদেশে হাবড়া পর্য্যন্ত উক্ত পুলিস হইয়াছে।

উক্ত পত্রপ্রেরক আরও বলেন ছোটনাগপুরের রাজার ভ্রাতৃপুত্রের সহিত বিবাদ হওয়াতে উভয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। আপনাদিগের গৃহ বিবাদ আপনারা নিষ্পত্তি করিয়া লওয়াই মুখ্য কল্প, তাহা পারিলে মান, মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা প্রভৃতি সমুদায় রক্ষা হয়, তাহা না পারিলে পরস্পর বিবাদ করিয়া উৎসন্ন না হইয়া এই উপায় অবলম্বন করা মন্দ নহে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া কলিকাতার সম্বাদ দাতা বলেন রাজা দিনকর রাও পণ্ডিত সহকারে ইংরেজী অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। রাজা এক্ষণে বাৰ্ত্তা শাস্ত্র ও রাজনীতি বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতেছেন।

মান্দ্রাজ টাইম্স বলেন, সম্প্রতি [illegible] বাজিয়া (ইহারা সকলেই [illegible]) পর্ব্ব উপলক্ষে রাত্রিতে মহাসমারোহে [illegible] শিবির ও নগরদিয় গমন করাতে তাহাদিগের সহিত অন্য অন্য শ্রেণীর লোকের [illegible] হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র [illegible] প্রাপ্তি একণে ধর্ম হইয়া প্রায় বিবাদ হয় না। বঙ্গদেশে কেবল একটী কুস্থান আছে। সর্ব্বসাধারণে শুনিয়া বিস্ময়পন্ন হইবেন শান্তিপুরে, কোন হিন্দু বাজনা বাজাইয়া যাইলেই তত্রত্য মুসলমানেরা দাঙ্গা করেন।

বেথুন সোসাইটীতে গতকল্য বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র [illegible] স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার বিষয়ে এক [illegible] পাঠ করিয়াছেন। প্রস্তাবের কাল উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যের কাল কবে আসিবে?

২৯এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

ফিনিক্স বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আরবদেশ হইতে ২৫টি উত্তম অশ্ব আনিবার জন্য কাপ্তেন কুপার ও একজন অশ্ব চিকিৎসককে প্রেরণ করিয়াছেন। এই সকল অশ্বের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৬৭,৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই অশ্বদ্বারা এদেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব উৎপাদন করা এই চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। এদেশের লোককে বলবান করিবার কি চেষ্টা হইতেছে?

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, তত্রত্য আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরলের উপর সকলে বিরক্ত হওয়াতে উক্ত পদ উঠিয়া যাইবে। অন্যান্য পদ উঠিয়া গিয়া ব্যয় সংক্ষেপ হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের প্রাদেশিক বিচারালয়ের সেসিয়নের কার্য্যারম্ভে সর [illegible] বলিয়াছেন এবার অল্পসময়ের মধ্যে অনেক গুরুতর পাপ [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৫০১৬০ জন লোক [illegible] আছে। এক বেশ্যা ও তাহার উপপতি [illegible] এক ব্যক্তিকে বধ করিয়া তাহার মৃ[illegible] লুকাইয়া রাখে। এক বণিক এক [illegible] টাকা

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

৫ ভাগ। ৬ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ৮ পৌষ। ইং ১৮৬২। ২২ ডিসেম্বর | [illegible] মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

কলিকাতা ——— কোম্পানির নিক-টে আবে দন করিলে সবিব রত্তান্ত জানিতে পারিবেন

সোমপ্রব

৮ই পৌষ

কুম ... চন্দ্রকুমার তর্ক ...প্রেরিত যে ব্যবস্থা ১লা পৌষের ...সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়, ... নচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ ... একখানি প্রেরিত পত্র আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যথারীতি ও সংক্ষেপে লিখিত হওয়াতে আদরপূর্ব্বক গৃহীত ও যথাস্থানে প্রকটিত হইল। তর্কবাগ ...ও বৃথা বাক্‌কলহ না করিয়া যথাশাস্ত্র উত্তর দান করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার সংশয় ছেদ করে বাজাদিগের অনুরোধ।

—

. পৌষ সোমবার বেলা ১০ ঘটি সময়ে নিম্ন লিখিত পত্র খানি আমা হস্তগত হইয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া ...র নাই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। আম ... বিরস ভোগ করিব, ... না, পাঠকগণও তাহার ...ভাগী হউন এবং যাঁহাদিগের হস্তে ... বন্দোবস্ত করিবার ভার আছে, ও দেখুন, কেমন ... অর্জ্জন করিতেছেন। সে পত্র এই—

মহাশয়েষু।

গাগামি শনিবারে ... আমা- ... বিদ্যালয় ... চারি দিনের জন্য ...ইবে, এবং আমিও নিজবাটীতে যাইব। ... আগামী সোমবার হইতে আমার ... সোমপ্রকাশ ...হেরপুরে না পাঠাইয়া ...

আজ ... আরো একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র প্রকাশ করিলাম। যদি এতৎপত্রা ...কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ...কেরর অ- ...দূর হইবে। পত্র এই—

সম্পাদক মহাশয়! পূর্ব্ববাঙ্গলার রেলওয়ে কোম্পানির যে কএকটী দোষ দৃষ্ট হইল, তন্ম ধ্যে প্রধান একটী অদ্য উল্লিখিত হইতেছে, তাঁহারা অবগত হইয়া সংশোধন করুন। যে সমুদায় টিকিট মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে সে সমুদায়ই ইংরেজি ভাষায় সুতরাং সাধারণের বোধগম্য নহে, সময়ে সময়ে টিকিট বিলি কর্ম্মচারিরা দূরের ইষ্টেসনের মাসুল লইয়া নিকটের ইষ্টেসনের টিকিট দিয়া ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া আপনারা বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন। প্রবঞ্চিত লোকেরা তজ্জন্য অপমানিত হইয়া দ্বিগুণ মাসুল দিয়া ত্রাণ পাইতেছে। "ইহাকেই বলে নায়ে কড়ি দিয়া ডুবে পার" এক্ষণে কোম্পানির উচিত, তাঁহারা টিকিট ইংরেজি ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই মুদ্রিত করেন।

কোন আরোহী কুমার খালী

পত্র প্রেরক যে লিখিয়াছেন, এক ইষ্টেসনের মাসুল লইয়া অন্য ইষ্টেসনের টিকিট দেওয়া হয়, একথা অযথার্থ নহে। আমরা সর্ব্বদা রেলওয়েতে গমনাগমন করিয়া থাকি। প্রায়ই দেখিতে পাই, ইংরাজী ...নভিজ্ঞ আরোহীরা, কোন্ ইষ্টেসন হইতে কোন্ ইষ্টেসন পর্য্যন্ত টিকিট পাইলেন, আমাদিগকে টিকিট দেখাইয়া জানিয়া লইয়া থাকেন। টিকিটে যে গোলযোগ হয়, তাহা ও ইহাতে ...স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। তবে ...কর্ম্ম চারিদিগের প্রতি যে প্রবঞ্চনা ...রোপ করিয়াছেন, আমরা তদ্বিষয়ে ...

...পাছি গড়ের পাড়া" ...বেন, তাহা হইলে ...বেদন ইতি। ...বিবার।

জন এখন সাধারণের প্রবঞ্চক নায় ...ত নহে। লোকের ...

হইয়া থাকে। যাহা হউক, পত্রপ্রেরক ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় টিকিট মুদ্রিত করিবার যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। রেলওয়ে কোম্পানিদিগের এ পরামর্শের অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মফস্বলের বিচার কর্ত্তাদিগের কার্য্য ও চরিত্র দর্শনার্থ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আবশ্যকতা।

অদ্য আমরা আরো দুই খানি পত্র এই স্থলে প্রকাশ করিলাম। প্রধান পুরুষেরা অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন যে সমস্ত বিচারকর্ত্তা সচ্চরিত্র, ধীরপ্রকৃতি ও যথাবিধি স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহারা প্রজাগণের কেমন অনুরাগভাজন হইতেছেন, আর যাঁহারা ইহার বিপরীতস্বভাব ও বিপরীতকারী হইতেছেন, লোকে তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ বিরাগ প্রকাশ করিতেছে। প্রজারা প্রাড্‌বিবাকদিগকে যোগ্য গবর্ণমেণ্টের যোগ্য প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে ধন, প্রাণ ও মান সমুদায় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রাড্‌বিবাকেরা যদি ক্রোধাদিরিপুর একান্ত পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের সেই সেই অমূল্য পদার্থের রক্ষণে ব্যগ্রমনা না হইয়া তাহার হন্তা হন, প্রজাগণের বিরাগ ভাজন না হইবেন কেন? অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই বিরাগ কোথায় পর্য্যবসিত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? আর, প্রাড্‌বিবাকেরা ঔদ্ধত্যাদি কারণ বশতঃ প্রজার প্রতি অন্যায় করিলে তজ্জনিত প্রত্যবায়ভাগীই বা কে হইবেন? গবর্ণমেণ্ট কি সেই বিরাগ ও প্রত্যবায়ভাগী নহেন? সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে, অতএব সর্ব্বত্র সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত ... ব্যক্তি নিয়োগ সম্ভাবিত নয়, এক্ষণে ... কার্য্য ...

...থা, রীতি নীতি, বিচার প্রণালী বিষয়ে মি-
...ন্ত অনভিজ্ঞ, তোতা পাখীর ন্যায় আম-
...বাবুর নিকট ... ইয়েছেন। বোধ
...র ইনি ইংলণ্ড হই ... চন আসিয়াছেন।
যাহা হউক আম ... পোহাবারো হই
য়াছে।

...ক যেতাজ প্রধান
...কোন ... এবং তাহারা প্রভৃ
... প্রত্যর্থ ... তার মুখতক্তী করিয়া
... নানা প্র ... বচনে সম্ভাষণ করিয়া
... মুমধুর ... এক সভার রাজা
... কি লো ... এই প্রকার সম্মান
প্রতিও ... তাঁহার দক্ষিণ হস্ত
... কারণে বিশেষ প্রয়ো-
...জন। এই ... স্বাধীন হইতে ইচ্ছা
... তাঁহার ... তি, তাতে আবার
... কেন? আমাদের দয়া
থাকে ... বাহিয়া প্রজারঞ্জন
... বাহিয়া পাঠাইয়া এদেশকে
... হেন। ... তার দিগের আইন
... ইবার সম্ভাবনা আ-
... গ্রহণ করি
... প্রকাশ করিয়াছেন।
... অধ্যায় ... ম, ডাক্তারাই এ
... পরিজোগ হই ... বিচারালয়ে যো
... হাহারা পরীক্ষা
... করিতে ... রিবেন, মাজ্জারী হইতে
দিতে না পারিলে তাঁহারা
পারিজ হইবে ...
... কতিপয় দিবস ... মুক্তাধিপতি গব
... উপাধি প্রাপ্ত
... হইতে রাজা ... বাসাবাটীতে
... ন। তদুপল ... অপরাধ ... হইল।
... ও কা
... সভ্য ... শঙ্কা
... হইবাতে ... হইয়া দিয়াছে।
... অপেক্ষার অভিপ্রায় হইতে
...
... ব্যবস্থাপক সভার
... ধীনতা।
... ব্যবস্থাপক সভা

ইহার স্বাধীনতা বিষয়ে হতাশ হইয়াছি-
লাম। সভ্যেরা বক্তৃতা কালে আসন হই-
তে উত্থিত হইতে পারিবেন না; গবর্ণর
জেনেরল স্বেচ্ছাক্রমে যখন তখন ও যে
খানে সেখানে সভা করিতে পারিবেন.
তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে. কেহ কোন
বিল সভায় অর্পণ করিতে সমর্থ হইবেন
না; ইত্যাদি নিয়ম দর্শন করিয়া অত্রত্য
ব্যবস্থাপক সভাকে স্বাধীন বলিয়া জ্ঞান
করেন, এরূপ মন্দমেধা লোক অতি বির-
ল। যাহা হউক, আমরা ভাবিয়াছিলাম.
প্রথম প্রথম যেরূপ হউক, উক্ত সভা.
ক্রমে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইবেন।
কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, ক্রমে পরাধী-
নতারই শ্রীবৃদ্ধি নয়নগোচর হইতেছে
লার্ড এলগিন সে দিনের সভায় যে বক্তৃতা
করেন, সভার স্বাতন্ত্র্য লাভ প্রসঙ্গ দূরে
থাকুক, প্রত্যুত অবমাননা করাই হইয়া-
ছে। তিনি বলেন "সভার সেসিয়ন
অর্থাৎ নিয়মিত সময়ে অধিবেশন হয়,
পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার এরূপ অভিপ্রেত
নহে। গবর্ণর জেনেরল স্বেচ্ছা ক্রমে সভ্য
গণকে সভাস্থলে আহ্বান করিবেন এই
মাত্র। অবৈতনিক সভ্য গ্রহণ বিষয়েও
মহাসভা কোন স্পষ্ট নিয়ম করেন নাই
* * * * কোন বিল সভায় অর্পণ করি-
বার পূর্ব্বে তাহা গেজেটে প্রকাশ করিবার
ক্ষমতা কেবল গবর্ণর জেনেরলেরই
আছে।"

বাহিরের সভ্য গ্রহণ যদি পার্লিয়া
মেণ্ট সভার অভিপ্রেত না হইল, তাঁহাদি-
গের যদি কোন ক্ষমতাই না রহিল, "ব্য
বস্থাপক সভায় বাহিরের সভ্য গ্রহণ করা
হইয়াছে" বলিয়া একটি অঙ্কুর জন্মিবার
... জন কি? সভ্যগণ আপন আপন
... বিশুদ্ধ জল বায়ু পরিত্যাগ ক
... কার দূষিত জল বায়ু সেবন
... করিতেছেন বা কেন? এই সভার আর্ড
...

গব ... র, অভিপ্রেত? আমরা অধিক
তর ... ত হইলাম যে মেইন সাহেব মন্ত্রী
লার্ড এলগিন উক্ত প্রকার বক্তৃ
সভার অবমাননা করিলেন।
মেইন সাহেব নিজগ্রন্থে আইনের কি ব্যাখ্যা
করিয়াছেন। তিনি কি ঐ বিষয়ে বিখ্যা
ত অষ্টিন সাহেবের অর্থই যথার্থ বলিয়া
গ্রহণ করেন নাই? অষ্টিন সাহেব বলেন
"আইন শব্দে এই বুঝায় – যাঁহাকে অথ
বা যাঁহাদিগকে লোকে দেশের রাজক্ষম
তা দিয়াছেন, তাঁহারা যে বিধি, আজ্ঞা
এবং যাহা প্রচলিত হইবার যোগ্য বোধ
করিবেন, তাহার নাম আইন।" থুবেনে
লের সদৃশ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ও তাঁহার
দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া যাবতীয় ফরাশী
ব্যবহারাজীব এই অর্থের অনুমোদন ও
সমাদর করিয়াছেন।

আইন শব্দের যদি এইরূপ ব্যাখ্যা
হইল, এক্ষণে বিচার্য্য এই, ইংলণ্ডেশ্বরী
ভারতবর্ষের রাজক্ষমতার অধিকারিণী হ
ইয়াছেন। তিনি আবার আর এক জনকে
আপনার প্রতিনিধি করিয়া ভারতবর্ষের
গবর্ণরপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু
সেই প্রতিনিধীভূত ব্যক্তি শাসন
কর্ত্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপ্রণেতৃত্ব উভয় কার্য্যে
সমর্থ না হওয়াতে ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ স্বতন্ত্র
প্রতিনিধির প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব
যখন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি করা হইল, তখন
তাহাকে অপর প্রতিনিধির নিতান্ত পরা
ধীন করিয়া দেওয়া হইতেছে কেন? এরূপ
করিয়া কেবল যে যুক্তির বিপরীত আচ-
রণ করা হইতেছে এরূপ নহে, ব্যবস্থাপক
সভার উন্নতি পথে কণ্টক বিরোপিত হই
তেছে। ব্যবস্থাপক সভার উন্নতি লাভের
প্রকৃত উপায় কি? সে উপায় ঐ সভাকে
স্বাধীনতা প্রদান ... বাহিরের সভ্যগণকে
... গ্রহণ করা হইয়াছে, তেমনি
তাঁহাদিগকে ... স্বাধীনতা দেওয়া
হইবে. ... হইতে আ-

বহুদিনাবধি ছাত্রদিগের মনে বিরাগ বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, সম্প্রতি একটা ঘটনা রূপ বায়ু সহযোগ হওয়াতে সেই অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে ঘটনাটী এই—

বাঙ্গলা ক্লাসের ছাত্রেরা তত্রত্য নিয়মানুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে পর্য্যায় ক্রমে চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হন। ডাক্তরেরা যে ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া স্বহস্তে রোগিদিগকে ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন। ছাত্রদিগকে কৃতকর্ম্মা করাই এ নিয়মের উদ্দেশ্য, ইহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষেত্রের বিষয় এই, কতক গুলি অবিমৃষ্যকারী অভিমানমত্ত ডাক্তর এই উদ্দেশ্যটী বিস্মৃত হইয়া মনে করেন, গবর্ণমেণ্ট ছাত্রগণকে তাঁহাদিগের ও রোগিদিগের পরিচর্য্যার্থ নিয়োজিত করিয়াছেন! যাহা হউক এক দিবস বনমালী চট্টোপাধ্যায় নামে এক ছাত্র আপনার কর্ত্তব্য করিতে যান। ঐ দিবস তত্রত্য এক পরিচারকের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। তিনি চলিয়া আইলে ঐ পরিচারক বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া কয়েক গ্রেন কুইনাইনের একটী মোড়া হস্তে করিয়া প্রথম ইংরাজী ক্লাসের এক যুবকের নিকটে গিয়া কহিল, বনমালী চুরী করিয়া লইবার উদ্দেশে এই কুইনাইন প্রস্তুত করিয়াছিল, লইয়া যাইতে পারে নাই। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কুইনাইন সহিত তাহাকে ধরিলে না কেন?" পরিচারক সদুত্তর দিতে পারিল না। অনন্তর সে সেক সাহেবের নিকটে গিয়া ঐ কথা কহিল। সেকও চীবর্সের ন্যায় বাঙ্গলা ক্লাসের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন নহেন পরিচারকের কথাই তাঁহার বেদজ্ঞান হইল। তিনি বনমালীকে চোর স্থির করিয়া প্রিন্সিপালের নিকটে রিপোর্ট করিলেন "[illegible]!" প্রিন্সিপাল বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া ঐ মকদ্দমাটী পুলিসে পাঠাইয়া দিলেন। পুলিস উক্ত পরিচারক ও সেকের বাক্যে বনমালির দশ দিনের কারাবাস দণ্ড করিলেন। প্রিন্সিপাল যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন বনমালী কখনই দোষী হইতেন না। তিনি তাহা না করিয়া যখন এক ক্ষুদ্রবুদ্ধি পরিচারকের বাক্যে এক জন ভদ্র লোককে বিনা অপরাধে কারা গ্রস্ত করিলেন, তখন কাহার কি দুর্দ্দশা ঘটে, এই শঙ্কা করিয়া এবং বারম্বার অপমান হইতেছে, তাহার প্রতীকার হইতেছে না, এই ভাবিয়া বাঙ্গলা ক্লাসের অপর ছাত্রগণ এক বাক্যে কালেজ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এ যথার্থ বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কোন রূপেই বনমালিকে অপরাধী বলিয়া বোধ হইতেছে না। বনমালির কুইনাইন চুরী করা যদি অভিপ্রেত হইত, তিনি পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়া আসিলেন কেন? পরিচারকেরা তাঁহাকে সেই পুরিয়া সহিত ধরিল না কেন? কেবল এক সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া বনমালির দণ্ডবিধান করা হইয়াছে অতএব আমরা পুলিসের উপরেও সন্তুষ্ট হইলাম না। বনমালী যদি বাস্তবিকই চুরী করিবার অভিপ্রায়ে কুইনাইনের পুরিয়া বাঁধিয়া থাকেন, এবং বিস্মৃতি ক্রমে অথবা সুযোগ না হওয়াতে তাহা কালেজে ফেলিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যখন পুলিস বিশিষ্ট প্রমাণ পাইলেন না, তখন কেবল এক সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড বিধান আইন অনুসারে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। বনমালী যে নির্দ্দোষ, তাহার অপর প্রমাণ এই, সে চোর হইলে ১৫০ ছাত্র তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া কখনই কালেজ পরিত্যাগ করিতেন না। ভদ্র লোকের কথা দূরে থাকুক, চোরের সহিত চোরও সহানুভূতি প্রকাশ করে না; করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বাহিরে প্রকাশ [illegible] পারে না।

যাহা হউক, আমরা উপরে [illegible] পুনরায় কহিতেছি, বনমালির [illegible] দণ্ডটা ছাত্রদিগের কালেজ প[illegible] নিমিত্ত মাত্র। চীবর্সের অসদ্ব্যব[illegible]র বাস্তবিক কারণ। এককালে [illegible] মেডিকাল কালেজের প্রধান[illegible] একদিন একটী কমিটি করিয়া[illegible] বাধ্য বলিয়া সমুদায় ছাত্রের নাম [illegible] তাঁহাদিগের অবধারিত হইয়াছে।

মর্থারু চীবর্স ও ছাত্রগণ উভয়ের [illegible] যাই আমাদিগের নিকটে [illegible] প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা [illegible] জনীন ব্যবহার দেখিতে পাই, [illegible] লেরা ছাত্রগণকে পুত্র নির্ব্বিশেষে [illegible] করেন, কিন্তু চীবর্স তাঁহাদিগকে [illegible] জ্ঞান করিতেছেন। কোন্ [illegible] ধায় কবে কোন্ ছাত্রকে পুলিসে [illegible] ছেন? চীবর্স যে ছাত্রদিগকে [illegible] দর্শন করেন, ইহাই ত তাহার [illegible] ধারণ প্রমাণ। ছাত্রেরা বালক, [illegible] সমুদায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধে [illegible] পদে পদে তাহাদিগের অপরাধ [illegible] সম্ভাবনা আছে। পুলিসে [illegible] কে কি সেই দোষ সংশোধনের [illegible] র নাই? প্রিন্সিপাল পুলিসে [illegible] যদি স্বয়ং অপরাধ [illegible] অথবা নাম কর্ত্তন [illegible] কি সেই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আপন আপন দোষ সংশোধন করিয়া লয়েন না? ভদ্র প্রিন্সিপালেরা কি করেন? কোন বালক অল্প বুদ্ধিতা প্রযুক্ত বুঝিতে না পারিয়া কোন অপকর্ম্ম করিলে তাঁহারা প্রথমে হিতকর উপদেশ দ্বারা তাহাকে সাবধান করিয়া দেন তাহাতে সাবধান না হইলে অর্থদণ্ড অথবা নাম কর্ত্তন করেন, কিন্তু ড্যালরিম্পেল [illegible] প্রকৃতি, দয়ালুস্বভাব, হিতবুদ্ধি [illegible] সাহেব নূতনবিধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া

ছেন। আমরা শুনিয়াছি, চীবর্স সাহেব ছাত্রদিগকে "হারামজাদ, চোর ও হিংসাদি [illegible] প্রবণ মধুর সুললিত বাক্য [illegible] করিয়া থাকেন! যদি এ [illegible] হয়, তাঁহার তুল্য অপকৃষ্ট [illegible] প্রিন্সিপালের মধ্যে দেহ [illegible] আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না। ছাত্রেরা "চোর ও কুলি" তাঁহার এ সংস্কার কোথা হইতে জন্মিল? দুই এক জন ছাত্রের চৌর্য্য দেখিয়া কি তাঁহার এই সংস্কার জন্মিয়াছে? তাহা হইলে ত তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উদার ও বুদ্ধি নিতান্ত তীক্ষ্ণ বলিতে হইবে!! এদেশের যে সকল পণ্ডিত ২।৪ জন ইউরোপীয়কে অসৎ দেখিয়া যাবতীয় ইউরোপীয়কে অসৎ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, চীবর্স তাহাদিগকে কি বোধ করেন? বাঙ্গালা ক্লাসের ছাত্রদিগের [illegible]রও স্বভাবগত দোষ নাই, একথা আমরা কহিতেছি না। কিন্তু আমরা যত দূর জানি [illegible]কণ্ঠাক্ষরে কহিতে পারি উঁহাদিগের অনেকেরই চরিত্র উৎকৃষ্ট এবং অনেকেই ভদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে পিতা মাতার অসঙ্গতি প্রযুক্ত ভাল রূপে লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই, তাই বাঙ্গলা ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

ছাত্রদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, তাঁহারা কালেজ পরিত্যাগ করিয়া গর্হিত কর্ম করিয়াছেন। চীবর্সের অসদ্ব্যবহার যদি তাঁহাদিগের অসহ্য হইয়াছিল, তাঁহারা কালেজে থাকিয়া উপরে জানাইলেন না কেন? তাঁহারা কি এই শঙ্কা করিয়াছিলেন যে উপরের কর্ত্তৃপক্ষ প্রিন্সিপালের বিরোধী বলিয়া তাঁহাদিগের আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন? সেটী তাঁহাদিগের ভ্রান্তি। প্রিন্সিপাল হউন, আর যিনি হউন, আজি কালি কেহ যা ইচ্ছা তাই করিয়া পার পাইতে পারেন না। ইদানীন্তন উপ[illegible]র কর্ত্তৃপক্ষের বিচার [illegible] উ[illegible]টিত আছে। ন্যায্য প্রার্থনায় তাহাতে প্রবেশ দুরূহ নহে। অধ্যবসায় ও উদ্যোগকে সহচর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সকলেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

ইহার চরম ফল কি হইবে, জানিবার নিমিত্ত পাঠকগণ উৎসুক হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু এখন নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে সমুদায় বিষয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে। শুনা গেল ছাত্রেরা আপনাদিগের কালেজ পরিত্যাগের বিষয় জানাইয়া প্রিন্সিপালের নিকটে যে আবেদন করেন তাহা লেপ্টনণ্টগবর্ণরের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ছাত্রেরা এক জন চোরের সহিত সমদুঃখতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে, অতএব তাহাদিগের নাম কাটিয়া দেওয়া গেল। এত লোকে কালেজ পরিত্যাগ করে কেন? ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কেবল যে চীবর্সের বাক্য প্রমাণে বাঙ্গালা ক্লাসের যাবতীয় ছাত্রের নাম কাটিয়া দিতে কহিবেন এবং যত দিন নূতন ক্লাস না হয়, ততদিন অধ্যাপকদিগকে বসাইয়া বেতন দিবেন, ইহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। যদি তিনি অন্যায় অনুরোধবশবর্ত্তী হইয়া প্রিন্সিপালের মানরক্ষার্থ ছাত্রদিগের নাম কর্ত্তনের অনুমতি দেন, অত্যন্ত অন্যায় করা হইবে। এ বিষয়ে মূল দোষী প্রিন্সিপাল, ছাত্রেরা নহেন। যিনি মূল দোষী, তিনি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইয়া বিরাজ করিবেন, আর সেই মূল দোষীর দোষ যাহাদিগকে অনুচিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিল তাঁহারা দণ্ডিত হইবেন, ইহা কি কখন ন্যায়ানুগত হয়? আমাদিগের মতে উভয়েই দণ্ডনীয়। লেপ্টনণ্টগবর্ণর উভয়কে এবার সাবধান করিয়া দিয়া এ বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন, এই আমাদিগের অভিপ্রেত। তাহা না করিয়া যদি ঐ ১৫০ ছাত্রের নাম কাটিয়া দেওয়া হয়, বাঙ্গালা দেশের একটী মহতী ক্ষতি হইবে। উঁহারা শিক্ষিত হইলে বাঙ্গালা দেশের কুচিকিৎসা কষ্টের অনেক নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের যেরূপ অভিলাষ, বাঙ্গালা ক্লাসের ছাত্রেরা তদনুরূপ সুশিক্ষিত না হউন, উঁহারা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছেন, তাহাতেও বাঙ্গালাদেশের অনেক উপকার লাভ হইতেছে। উপকার হইতেছে বলিয়াই আমরা মধ্যে মধ্যে ঐ ক্লাসের উৎকর্ষ সম্পাদনার্থ গবর্ণমেণ্ট, কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণকে উত্তেজনা করিয়া থাকি।

পরিশেষে আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। পরম্পরায় শুনা গেল, এই ঘটনার পর অবধি নার্মান চীবর্স অনেক শিষ্ট হইয়াছেন।

বিধবাবিবাহ।

গত ৩০ অগ্রহায়ণ রবিবারে জাহানাবাদের সন্নিহিত হাজীপুর গ্রামে মহা সমারোহে একটি বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় বর, বরের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর, এই তাঁহার প্রথম বিবাহ। কন্যার নাম শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবী। ৭ সাত বৎসর বয়সে তরঙ্গিণীর প্রথম বিবাহ ও ৮ আট বৎসর বয়সে বৈধব্য সঙ্ঘটন হয় এক্ষণে উঁহার বয়ঃক্রম ১০ দশ বৎসর মাত্র। জিলা বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী পার্ব্বতীপুর নিবাসী নন্দকুমার চৌধুরীর সহিত তরঙ্গিণীর প্রথম বিবাহ হইয়াছিল।

বিধবাবিবাহ নির্ব্বাণ হইয়াছে, উৎপাত গিয়াছে, মনে করিয়া যাঁহারা উল্লাসিত হইয়াছিলেন, অদ্যতনীয় সম্বাদ তাঁহাদিগের বিষাদকর, আর যাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উল্লাসকর হইবে সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে [illegible] বিবাহ [illegible] তখন যে ইহার [illegible]

[illegible] ভাগ্যবলে আর আমাদিগের সংশয় রহিতেছে না। বিদ্যাসাগর [illegible] জীবী হন, তিনি অনেক সজাতীয় বিধবাবিবাহকে পিতামাতার ও বন্ধুবর্গের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও প্রাথমিক বিবাহের ন্যায় সমারোহ সম্পাদিত দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১লা পৌষ সোমবার।

ইংলণ্ডীয় শিল্পপ্রদর্শনী সভা ভঙ্গ হইয়াছে। আক্ষেপের বিষয় এই এ মেলা ১৮৫১ অব্দের মেলার ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হয় নাই।

নদীয়ার একজন নীলকর এক প্রজাকে বলপূর্ব্বক গুদামে বদ্ধ করেন। কৃষক তত্রত্য ইউরোপীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করে। নীলকরও তাহাকে চোর বলিয়া অভিযোগ করে। [illegible] প্রজার নালীশ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে বিদায় দেন। সে সেসিয়ন জজের নিকটে নালীশ করাতে জজ নথী তলপ করেন। ডেপুটি তাহাতে অসম্মত হওয়াতে প্রধানতম বিচারালয়ের নিকটে এবিষয় জানান হয়। প্রধান বিচার পতি তাঁহার পদচ্যুতির অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু বীডন সাহেব তাহা না করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের বেতন ও ক্ষমতার হ্রাস করিয়াছেন। আবার দুইমাস পরে তাঁহার যে পূর্ব্বমত বেতন হইবে একথা বলা বাহুল্য।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গঙ্গার গর্ভ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন। ইহাতে দুটি লাভ হইবে, এক, দামোদরের স্রোত গঙ্গায় পতিত হইলে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অথবা জল প্লাবিত হইয়া যে দেশের অনিষ্ট হইতেছিল তাহার রক্ষা হইবে; দ্বিতীয়, গঙ্গায় যে চড়া পড়িয়াছে, তাহার উদ্ধার হইবে।

পঞ্জাবের [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। এই বিশ্বাসঘাতক রাজা স্বাধীনতা [illegible]

আজামাবাদ [illegible] বলেন, এতদ্দে[illegible] সাহেব পদত্যাগ করিবার সময়ে কয়েক জন সেক্রেটারি ও কোর্ট আদালতের জজের বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন। অনেই জল যায়। মুন্সেফেরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন, উদর পুরিয়া খাইতে পান না কিন্তু কেহই তাঁহাদিগের নাম করেন না।

উক্ত পত্র মানুষের বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির স্বভাব চাঞ্চল্যের একটী উদাহরণ দিয়াছেন। এক ব্যক্তি (ইউরোপীয়) এক যুবতীর পাণি গ্রহণার্থী হইয়া তাঁহার পিতা মাতাকে এবিষয় জানান। তাঁহারা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন, কিন্তু কন্যাটি তৎকালে অনিচ্ছু ছিল। প্রার্থী কিছু দিন ঐ পরিবার মধ্যে বাস করেন, ক্রমশঃ কন্যাটির এমত প্রিয় পাত্র হইলেন যে সম্প্রতি হঠাৎ তাহার পিতা মাতার মত পরিবর্ত্ত হওয়াতে নায়ক নায়িকা গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কোর্টসিপ প্রথা আর পিতা মাতার প্রভুত্ব এ উভয়ের একত্র সমাবেশ হওয়া কঠিন।

অযোধ্যাগেজেট বলেন, বাঁদার বিখ্যাত দস্যু দলপৎ সিংহ হত হইয়াছে। এই ডাকাইত বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশের অরিস্বরূপ হইয়াছিল। সে সম্প্রতি নগার নিকটে নিদ্রিত ছিল, এমত সময়ে কয়েক জন ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট পাতিয়ালার রাজার মৃত্যুর বিষয়ে হিন্দুস্থানি ভাষায় লিখিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, রাজা মৃত্যুকালীন সাত শত কয়েদিকে মুক্ত, এক শত গরু ও দুইসহস্র টাকা ও অনেক মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। দুই গাড়ি চন্দন কাষ্ঠ তিন মণ ঘৃত ও পাঁচমণ নারিকেল দ্বারা শব দাহ হয়। গঙ্গায় রাজার ভস্ম লইয়া গেলে দুই শত জোড়া শাল ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সকলে এরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন যে কেহ তিন দিবস রন্ধন করেন নাই। ঐ কয়েক দিবস বাজারের দোকান বন্ধ ছিল। বিচারালয় ও সরকারী আফিস সকল সাত দিন বন্ধ হয়। রাজা নরেন্দ্র সিংহ যে যথার্থ প্রজাহিতৈষী ছিলেন তাহা এতদ্দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। আমাদিগের অন্য অন্য রাজারা কি এই রূপ প্রজার [illegible]

মান্দ্রাজ টাইম্‌স্ [illegible] লিখিয়াছেন ৪ ঠা ডিসেম্বর [illegible] য়াছেন। আগামি মাসে [illegible] ভবর্ষে আসিবেন। মান্দ্রাজ [illegible] সবিশেষ সমারোহ ও আড়ম্বর [illegible] রিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বার্ত্তা হইতে [illegible] ছেন সম্প্রতি রেলওয়ে সংক্রান্ত [illegible] হইয়াছে। কয়েক খানি গাড়ি [illegible] ভাঙ্গিয়াছে, অন্য কোন অনিষ্ট [illegible] পর, ধানাপুর ও মুঙ্গেরের মধ্যে রেইলওয়ে বসিয়া গিয়াছে।

উক্ত পত্র আসাম হইতে [illegible] য়াছেন, এক জন সহকারী [illegible] মুসলমান দরজীকে একটী [illegible] বলেন, দরজী তাহাতে [illegible] কর তাহাকে এমন প্রহার করে [illegible] থা কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে [illegible] জিয়া গিয়াছে নালীশ করাতে [illegible] টাকা জরিমানা হইয়াছে। দরজির [illegible] অপরাধ সে যে অক্তিম সত্তকে [illegible] এই তাহার ভাগ্য।

ফিনিক্স বলেন, মুন্সেফদিগের [illegible] নাজিরের বেতন স্থির করিয়া [illegible] পদাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার [illegible] তে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে [illegible] গের মত চাহিয়াছেন। প্রস্তাব [illegible] বলেন, সেরেস্তাদারের ৩০ ও নাজিরের ২৫ টাকা বেতন ধার্য্য করা কর্ত্তব্য। সেরেস্তাদারের ৫০ টাকার ন্যূন বেতন হইলে ভাললোক মিলিবে না। তাহা হইলেই সেরেস্তাদারদিগের বৃদ্ধি এদিক ওদিক [illegible] গবর্ণমেন্ট নিয়ে আর কিছু দেন না কেন?

উক্ত পত্রে এক জন চন্দন নগর হইতে লিখিয়াছেন, বারাসতের (জেলা [illegible] মধ্যে) চারি [illegible] এমত বোধ হয় [illegible] হইয়াছে। এই পাপ [illegible] হইতেছে।

ফ্রেন্ড মিরার শ্রবণ করিয়াছেন [illegible] নগরে [illegible] শিক্ষা দিবার জন্য [illegible]

হইবে। রাস্তগফতার সম্পাদক বলিলেন, তিনি যাহা লিখিয়াছেন সে সমুদায় সত্য কিন্তু তিনি যে শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে মাকলিন সাহেবকে গণনা করেন নাই? তাই

স্কটলণ্ডে একটী স্ত্রীলোক [illegible] শিখিবার জন্য আবেদন [illegible] শ্রেণীতে প্রবেশ [illegible] তেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ স্ত্রীলোকটী হইতে একটী সামাজিক প্রশ্নের [illegible] তাহার মীমাংসার আবশ্যকতা [illegible] ছে। প্রশ্ন এই, স্ত্রীলোকেরা চি[illegible] শাস্ত্র শিখিলে স্ত্রীজাতীর সবিশেষ উপকার সাধনে সমর্থ হইবেন কি না? পীড়ার কালে স্ত্রীলোকদিগকে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ চিকিৎসকের হস্তে শরীর সমর্পণ করিতে হয় স্ত্রীলোক চিকিৎসক হইলে সে লজ্জা পাইতে হইবে না।

৬ই পৌষ শনিবার।

গবর্ণমেণ্ট আপনা হইতে কয়েক জন সুশিক্ষিত দরজিকে আলিপুরে আনিবার জন্য সেনাদিগের বস্ত্রের তত্ত্বাবধায়ককে ৪০০০ টাকা দিয়াছেন।

যে সকল পঞ্জাবী সেনা চীনদেশে হত হয় এবং যাহারা তত্রত্য কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগের পরিবার পোষণের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে ১,২০,০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ডাক্তর ফ্রোজিয়রের মৃত্যু হওয়াতে ডাক্তর ইউয়ার্ট মেডিকল কালেজে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

গোলোকদাস তেজপাল ঘটিত বিষয় লইয়া ক্রমশঃ অধিকতর গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। বোম্বাই গেজেটের সম্পাদকের নিকট এক ব্যক্তি ১০০০ টাকা জমা করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় যাবতীয় বণিক তাঁহার তহবিলে অধিক টাকা দিয়া অল্প টাকা লিখাইয়া লন। তিনি বলিয়াছেন, আগামি মেইল জাহাজে যে সকল টাকার বাক্স আসিবে তাহা খুলিলেই দেখা যাইবে, চালান অপেক্ষা বাক্সে অধিক টাকা আছে যদি ইহা না হয়, তাহা হইলে তিনি তত্রত্য বণিক সম্প্রদায়ের নিকটে ঐ টাকা হারিবেন এবং তাহা লাঙ্কেশায়রের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইবে। বণিক সম্প্রদায় যদি আপনাদিগের দোষক্ষালন করিতে চাহেন ঐ পণ রাখিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করুন।

ফিনিকস পত্র বলেন, লার্ড এলগিন দরবারের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় রাজা ও জমীদারদিগকে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা অল্প সহচর লইয়া আইসেন, গবর্ণর জেনেরলের এই ইচ্ছা।

—•••—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

৩রা পৌষ বুধবার

সিলেক্ট কমিটি সভার কার্য্য প্রণালী সংশোধন করিবার বিষয়ে রিপোর্ট করিয়াছেন, সভাপতি তাহা অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, এতদ্বারা সভার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না। রিপোর্ট অনুসারে প্রণালী স্থির হইল।

মেইন সাহেব কমার তহের বিলের প্রতি সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিলেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয়ে উকীলের খরচ লইবার বিধি ১৮৬৩ অব্দের ৩১এ জুলাই পর্য্যন্ত রাখিবার জন্য এক বিল অর্পণ করিলেন। [illegible] সিঙ্গাপুর প্রভৃতিতে মিউনিসি[illegible] মনোনীত করিবার বিল অর্পণ করিলেন।

হারিংটন সাহেব [illegible] দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহ ও আব[illegible] আইন সংশোধন বিষয়ক দুই বিল অর্পণ করিলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ই নবেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলস জন্ম দিবসে যাবতীয় ব্যক্তির উচ্চ পদ পাইয়াছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার যুদ্ধ ছয় মাস কাল বন্ধ করিবার যে প্রস্তাব করেন ইংলণ্ড ও রুশীয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমেরিকার সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক প্রদেশ হইতে সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ১৭ জন ও ১২ জন স তন্ত্র প্রিয় প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। [illegible] [illegible]

হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী উইগুসরে আছেন।

লণ্ডন ২৫এ নবেম্বর। গার্ড্লিন পদচ্যুত হইয়াছেন ও বরখাস্ত তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে লোকে অতিশয় উৎসাহিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সেনারা অদ্যাপিও অগ্রসর হইতেছে। বিদ্রোহীরা মানবিল হইতে গমন করিয়াছে। রাজকুমার আলফ্রেড গ্রীসের রাজা মনোনীত হইবেন, ইহা অনেকে নিশ্চিত জ্ঞান করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গল দেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৭ই নবেম্বর—জে, এস, হ্যাডো, সাহাবাদের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। তিনি ঐ প্রদেশে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। কিন্তু যত দিন অন্য হুকুম না হয় ততদিন ঐ প্রদেশে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন

২রা ডিসেম্বর—বারাসতের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু অভয়চরণ মল্লিক চব্বিশপরগণার সদরষ্টেসনে বদলী হইয়াছেন এবং তিনি কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর—সি, সি, জিঞ্জ বীরভূমের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন এবং ফৌজদারি আইনের (১৮৬১ অব্দের ২৫ আইন) ২২ ধারানুসারে ঐ প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

জে, ওয়েষ্টলাণ্ড যশোহরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন এবং ফৌজদারী আইনের (১৮৬১ অব্দের ২৫ আইন) ২২ ধারানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরনাথ সিংহ ফৌজদারী আইনের (১৮৬১ অব্দের ২৫ আইন) ২২ ধারানুসারে ঐ প্রদেশে প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডি, ওয়েলস মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি মেডিকেল অফিসর হইবেন

১০ই ডিসেম্বর—এল, বি, [illegible] [illegible]

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া পাবনার রামসুন্দর রায়ের পত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কান্দির অন্তঃপাতী গোপীনাথ পুর পরগণা লইয়া মেহিদি আলি খাঁর সহিত নবাব নাজিমের যে বিবাদ দাঙ্গা ও তন্মূলক অত্যাচার হইতেছে তদ্ঘটিত প্রেরিত পত্র এমনি অশুদ্ধ অক্ষরে ও কদর্য্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে তাহা কোন ক্রমেই প্রকাশ যোগ্য বোধ হইল না।

দ্বিতীয়তঃ কান্দির পত্র প্রকাশ করিলে অপর পত্র প্রেরকের সহিত কেবল বিবাদ বৃদ্ধি হইবে।

পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন এক ব্রাহ্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মদিগকে গালি দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার পত্র পরিত্যক্ত হইল। সোমপ্রকাশ কলহ ও বৈরনির্যাতন যন্ত্র নহে।

এনণকাল্লী চাপরাসীর নামে উপরে এক খানি আবেদন [illegible] কেবল তাহার নয় আর কাহার অন্যায় মাশুল লইবার রোগ থাকে, তাহার প্রতীকার হইবে।

কাচিৎ জনস্যোক্তি ও স্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশ করাগেল না। ইহাতে ইনকমটাক্স সংগ্রহকারের অত্যাচারের কথা লিখিত আছে। এ পুরাণ সম্বাদ।

রোসনা নিবাসির পত্র অত্যন্তদীর্ঘ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত শারদীয় পূজার অবকাশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পশ্চাৎ জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতি উলা গ্রামের মহামারীজনিত দুরবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম। মহামারী জন্য ভাগীরথীর উত্তর তীরস্থ শত শত গ্রাম লোক শূন্য ও বনাবৃত হইয়াছে। যে অল্প সংখ্যক লোক আছে, তাহারা ক্ষীণ হইয়াছে। এই সকল শোকাবহ ব্যাপার দেখিয়া যখন উলায় উত্তীর্ণ হইলাম, তখন আমার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। গ্রামখানি অতি বৃহৎ। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে ইহা যে জীবন ও আনন্দে পূর্ণ ছিল, চতুর্দ্দিকে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাইলাম অনুমানে বোধ হয় এক প্রকার নিশ্চয় করিলাম পূর্ব্বে ইহাতে নূন্যাধিক সহস্র বা পঞ্চ সহস্র ঘর লোক বসতি ছিল। রাজপথের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল পূর্ব্বে ইহা অতি পরিষ্কার স্থান ছিল; কিন্তু এক্ষণে চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ বাটী সকল পতিত হইতেছে কোন স্থানে দুই চারি জন মনুষ্য বসিয়া আছে। অপরাপর গ্রামে প্রবেশ করিলে যদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণের ক্রীড়ার উল্লাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই গ্রামের কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। তাহাতে মনে দুঃখ হইতে লাগিল। এক স্থানে প্রায় ৫০/ বিঘা পরিমিত একটী ঘেরা স্থানের মধ্য হইতে কোন প্রাচীন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির পুরাতন অট্টালিকার ভিত্তিমূল ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইতেছে। তাহার স্থানে স্থানে অস্ফুট নবরত্ন পঞ্চরত্ন প্রভৃতি পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এই বাটীর ভিত্তিমূলের চিহ্ন ও অবশিষ্ট অংশ সকল দেখিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। অবশেষে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। এমত সময়ে কোন ভদ্র সন্তান আমাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রত্যুত্তর শ্রবণে তিনি আমাকে "দুঃখ হইবারই বিষয় বটে, কান্দিবারই বিষয় বটে" বলিয়া যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার সহিত আলাপ হইল. দেখিলাম তাঁহার শরীর অস্থি চর্ম্ম শীর্ণ হইয়াছে। পদ ও বাহুদ্বয় ক্ষীণ, উদর স্ফীত ও মুখমণ্ডল কালিমাতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তাঁহার নিকট গ্রামের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের ও বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেক কথা শুনিলাম। শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এই রূপে বেলা একটা অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ দর্শন করিয়া পূর্ব্ব ভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। পূর্ব্ব ভাগের এক স্থানে কিছু ধূম ধাম দৃষ্ট হইল। চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা, তন্মধ্য ভাগ দিয়া প্রকাশ্য রাস্তা। চারিদিকে বৈঠকখানায় লোক গল্প গুজব করিতেছে। দেখিয়া কিছু সাহস হইল। জিজ্ঞাসা দ্বারা জ্ঞাত হইলাম ঐ বাটীর স্বামী এক্ষণে গ্রামের মধ্যে প্রধান ধনী। তাঁহার জমীদারী, বিষয়, বিভব অনেক আছে। শুনিলাম সেই বাটী হইতে ৩৫ জন লোক মহামারীতে বিনষ্ট হইয়াছেন। সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছু [illegible] করিতে করিতে পথি মধ্যে দেখিলাম কতকগুলি ভদ্র সন্তান কোন সভায় গমন করিতেছেন। জানিলাম যে সে দিবস গ্রাম মধ্যে একটী ঔষধালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশে তাঁহারা এক সভা করিবেন। আমি শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলাম যে এত দিন এখানে ঔষধালয় হয় নাই কেন? তাঁহারা কহিলেন, এত দিনের বিপদ এমনি ভয়ানক ছিল ও তজ্জন্য আমরা আপন আপন লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলাম, যে ঔষধালয় কি এক জন কবিরাজ ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইবার অবকাশ কাল পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে মহামারী রূপ প্রবল হুতাশনের কিছু শান্তি হইয়াছে, তাহাতেই আমরা গ্রামের মঙ্গলার্থে এত দিনের পর উদ্যোগী হইতেছি। অতঃপর তাঁহারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আহ্বান করিলে আমি তাঁহার দলের সঙ্গে সেই সভায় গমন করিলাম। উক্ত গ্রামের মুস্তোফী মহাশয়েরদিগের বাটীতে ঐ সভা হইল। মুস্তোফী মহাশয়দিগের নাম আমার পূর্ব্বে শুনা ছিল। একারণ সেই পরিবারের কোন কোন মহাশয়ের সহিত আলাপ হওয়ায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

সন্ধ্যার পর ৭ ঘণ্টার সময় সভা আরম্ভ হইল। কোন এক ভদ্র সন্তান প্রথমে সভাসদ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিলেন তৎপরে গ্রামের পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তৎপরে অপর এক ব্যক্তি এক বক্তৃতা করিলেন। অবশেষে সভার কার্য্যের বিবরণ ও নিয়মাদি লিপি বদ্ধ হইলে পর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল। এই সভার কার্য্য দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আহ্লাদের সঞ্চার হইল। ইহাতে যে সকল যুবক উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহারা আপনারদের সংকল্প সুসিদ্ধ করিতে পারিলে গ্রামের পরমোপকার হইবেক।

আমি যে সকল মহাশয়ের সহিত সভায় গিয়াছিলাম তাঁহারা আমাকে সমাদরের সহিত সে রাত্রি তাঁহারদিগের বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং আমার প্রার্থনা ক্রমে উক্ত বক্তৃতাটী আমাকে আনিয়া দিলে আমি তাহার এক প্রতিলিপি লইলাম। আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত মহাশয়ের অমূল্য সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে পশ্চাৎ মহাশয়ের নিকট ঐ বক্তৃতা পাঠাইব। [illegible] পাঠ করিয়া মহাশয় অবশ্যই [illegible] [illegible] উক্ত গ্রামের যে প্র-

কার মুর্ব্বয়া [illegible] বিভাগে তাহা আবার জৈষ্ঠ্যশী লিখিয়া শেষ করিতে পারে না। অতএব [illegible] মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আ[illegible]র এই পত্র খানি [illegible] প্রকাশ করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন। ইতি।

বর্দ্ধমান
১৫ই অগ্রহায়ণ
১২৬৯
} পথিক

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মফস্বলের ছোটআদালত।

যেখানে যেখানে এই অভিনব বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে, প্রায় সে সমুদায়েরই দোষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার তিনটি কারণ আছে। এক, বিচারপতিগণের শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার প্রবল ইচ্ছা, দ্বিতীয় বিচারপতিগণের স্কন্ধে অনেক কার্য্যের ভার সমর্পিত হইয়াছে, প্রতিদিনের অপরিমিত পরিশ্রমে তাঁহাদিগের চিত্তের স্থিরতার তিরোভাব হইয়া [illegible], সুতরাং অস্থির চিত্তের নিকট কিরূপে সুবিচারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তথাপি যে সে বিচারপতির অধিকাংশ সুবিচার বার্ত্তা আমাদিগের শ্রুতিমূল প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারা অবশ্যই যথার্থ ধন্যবাদের যোগ্য পাত্র। তৃতীয়, ছোট আদালতের কৃত নিষ্পত্তির উপরে আপীল না থাকাতে অনেকানেক বিচারপতি এদিগে বড় একটা মনোযোগী হয়েন না। অন্য অন্য মকদ্দমায় বিশেষ মনোযোগী হইবার স্বার্থস্বার্থরূপ একটী বিশিষ্ট কারণ আছে, তাঁহাদের কৃত বিচার উচ্চ আদালতে অপার বর্ত্তিত হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ ও পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং যে দিগে জল পড়ে সে দিগে ছাতি ধরিতে হয়। এদিগে শীঘ্র শীঘ্র বহু সংখ্য মকদ্দমার নিষ্পত্তি ক[illegible] পারিলেই স্মল কোর্টের বিষয়ে এক প্রকার প্রশংসা লাভ হইয়া থাকে, তবে কে আর তত পরিশ্রম করে। হায় সেই অদূরদর্শী বিচারপতি [illegible] কি বিবেচনা করেন না, যে, ছোটআদালতের পরাজিত ব্যক্তিগণের ধর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ডিক্রিই, তাহাদিগের আর উপায় নাই।

যাহা হউক, গবর্ণমেন্টের এবিষয়ে একটি সদুপায় করা আবশ্যক, আমাদিগের বিবেচনায় বিচার কালে সেই সেই [illegible] মোক্তার [illegible]

[illegible]

ভুক্তিয়া বিচার করিলে সত্যের অপলাপ হইবার বড় সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রী সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয়েষু।

গত ১লা পৌষের সোমপ্রকাশে কুমারখালি নিবাসি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাগ্দান কাল প্রভৃতির নির্ণয় বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি পরিতোষ লাভ করিলাম। আমার অভিলাষ ছিল, কোন প্রধান স্মার্ত্ত অধ্যাপক এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দিলে, আমা[illegible] মনে যদি কিছু ভ্রম হইয়া থাকে তাহা দূরীকৃত হইবে। তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিপি কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে নব্য ও প্রাচীন উভয় স্মৃতি পারদর্শী প্রধান স্মার্ত্ত অধ্যাপক বলিয়া বোধ হইল, অতএব তাঁহার নিকট উক্ত বিষয়ের কোন কোন অংশের প্রশ্ন করিয়া [illegible] দূর করিতে অভিলাষ করি। আমার মানসে যত সকল প্রশ্ন গুলি একেবারে লিখিলে বাহুল্য জন্য পাছে সোমপ্রকাশ সম্পাদক ও তাহার গ্রাহকগণ বিরক্ত হয়েন, এই হেতু সময়ে সময়ে অল্প অল্প লিখিয়া, ক্রমশঃ এক একটা সন্দেহের প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তর্কবাগীশ মহাশয় যেন কৃপাপূর্ব্বক তাহার উত্তর দিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তিনি, তিন বর্ষের পর বিবাহ কালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বাগ্দানের কাল (১) স্পষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করাতে আমার ঐ বিষয়টী নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন নাই। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় ঋতুদর্শনের পূর্ব্ব কালকে যে বিবাহের কাল (২) স্থির করিয়া লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ দূর হয় নাই; কারণ, সেটী অতুর্ত্তুর পূর্ব্বকাল কি প্রথম ঋতুর পূর্ব্বকাল। যদি ঋতুদর্শন এই শব্দটী দেখিয়া প্রথম ঋতুর পূর্ব্বকালকে বিবাহকাল বলিয়া নিশ্চয় করি, তাহা হইলে

(১)—১লা পৌষের সোমপ্রকাশের ৫৩ পৃষ্ঠার ২ স্তম্ভে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের পত্রে লিখিত আছে, "ত্রিবর্ষাৎ পরং বিবাহকালাৎ পূর্ব্বং বিহিতং বাগ্দানং কর্ত্তব্যমিতি স্থিতং"., " বাগ্দান কালো হি চূড়াকালাবধি বিবাহ প্রাক্কাল পর্য্যন্তঃ"., " চূড়াকালাৎ পরং বিবাহকালপর্য্যন্তং বাগ্দানং বিহিতমিত্যাহ"।

(২) " [illegible] প্রাক্কাল [illegible]

সকল কন্যার সমান বয়ঃক্রমে [illegible] [illegible] ঋতু হয় না, সুতরাং কিপ্রকারে বিবাহের কাল নির্ণয় হইবে। অতএব জিজ্ঞাস্য [illegible] স্মৃতি শাস্ত্রে কন্যার কত বয়ঃক্রম [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া নির্দ্দেশ আছে?

এই [illegible] বিষয়টী সর্ব্বসাধারণেরই [illegible] এবং লেখাটীও অ[illegible] হইল, [illegible] ইহাতে সোমপ্রকাশ সম্পাদক বা তাঁহার গ্রাহকগণের বিরক্তির কোন অ[illegible] নাই।

৪ পৌষ বৃহস্পতিবার ১৭৮৪।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

(১) বিগত ১৮ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধি বিষ[illegible] একটী প্রস্তাব দেখিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে ইচ্ছা হইল। মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধি এক প্রকার [illegible] প্রত্যাশার ন্যায় হইয়াছে হউক তাঁহাদিগের কাদা কর্ত্তৃপক্ষের শ্রবণ বিবরে স্থান পায় না! এইক্ষণে কত্তে কাজের ন্যায় তাঁহাদিগের আপীসের সঞ্জাম খরচ[illegible] কাল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বহিতৈষী গবর্ণর জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব বাহাদুর কেবল মাত্র তাঁহার ন্যায় মুন্সেফি আদালতের আমলা দ্বারাইয়া আদালতে বেতন বৃদ্ধি করিতে গিয়া মাসিক ৪ টাকা সঞ্জামি খরচ ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে মাসে ২৫টী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার বিধি ছিল অথচ প্রত্যেক আদালতে দশ টাকা সঞ্জামি ধার্য্য ছিল, এইক্ষণে গড়ে প্রত্যেক মহকুমায় এক শত মোকদ্দমার কম নিষ্পত্তি হয় না। এক্ষণে কি ৪ টাকায় সেই খরচ সংকুলান হইতে পারে?

মুন্সেফি আদালতে ফৈহদিস থাকায় তথায় রীতিমত পাহারা আবশ্যক তাহাতে ক্রমান্বয়ে এক ছটাক তৈলের আবশ্যক ঐ হিসাবে দশ আনার তৈলের কম হইতে পারে না। কাছারি ঘর পরিষ্কার জন্য মেথরকেও এক টাকা দিতে হয়। কালী কলমে ।৶ আনা ব্যয় হয়, নথী গাঁথা সূতা ও লাহ প্রভৃতিতে ৶ আনা এবং কাগজ ৩ টাকার কমে কোন মতেই হয় না ইহার অতিরিক্ত দপ্তর বাঁধাই গড়া আমলাদের বসিবার বিছানা [illegible] বাঁধাইবার খরচ আছে

(১) এই [illegible] বিষয় [illegible] পরিত্যক্ত হইল [illegible] কেবল দকারণ বিবাহে

চীন ধর্ম, রাজনীতি, আইন ও আচার ব্যবহার বিপ্লাবিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পায়। প্রদেশের সীমা বিপর্য্যস্ত করা, সাধারণকে দারিদ্র্যকূপে নিক্ষিপ্ত করা রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অধঃপাতিত করা এই সকল বিষয়েই তারা সতত যত্নবান হয়। যে সকল বিষয় বা ব্যক্তি দ্বারা তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণের সম্ভাবনা থাকে, তাহা উন্মূলন করা তাহাদিগের একান্ত অভিপ্রেত।" এই আমাদিগের রাজাধিকারিদলের কি এইরূপ চেষ্টাময়? তাঁহারা কি এতদ্দেশীয় রাজগণকে পদচ্যুত করিবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অবমানিত করিবার প্রধান উদ্যোগী নহেন? যে সকল রাজারা পদচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ করা কি তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নয়? আমাদিগের দেশীয় ভ্রাতৃগণ ক্রেণ্ডের লিখিত মুরসিদাবাদ ও হায়দরাবাদের নবাবের বিরোধী প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

উল্লিখিত প্রস্তাব লেখক অযোধ্যার ভারতবর্ষীয় সভার প্রশংসা করিয়া তত্রত্য তালুকদারদিগের হস্তে কোন কোন ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "এই সকল লোককে আমরা পূর্ব্বে অপমান করিয়া তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম তথাপি ১৮৫৭ অব্দের ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে যখন আমরা ক্ষমতাহীন ও উপায়হীন হইয়া হতাশ প্রায় হইয়াছিলাম, এই শ্রেণীর মধ্য হইতেই আমরা বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকারী পাইয়াছিলাম।" পাতিয়ালার রাজা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, তথাপি এতদ্দেশীয় ইংরাজী পত্রে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। অনন্তর প্রস্তাব লেখক স্যর চারলস উড়কে অযোধ্যায় ও অন্যান্য স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করিবার অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন "অযোধ্যার তালুকদারেরা যেরূপ গুরুতর বিষয় সকলের তর্ক বিতর্ক করিতেছেন তদ্দ্বারা যদিও বক্তৃতা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় নাই বটে, তথাপি যুক্তিজ্ঞতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে সকল বিষয়ে তর্ক করিতেছেন, তাহা কেবল অযোধ্যার নহে, সমুদায় ভারতবর্ষের শুভকর। যখন এই সভায় এ প্রকারে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তখন আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, ভারতবর্ষীয় উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদিগের এক সভা করিয়া শাসন ও আইন বিষয়ে পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য! ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসনকার্য্যের অংশ ভোগী করিবার আমাদিগের যে ইচ্ছা আছে, তাহা আমরা এই উপায় দ্বারা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব।"

উল্লিখিত প্রস্তাবলেখককে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে। এদেশে একটি জাতি সাধারণ সভা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বারম্বার ইহার প্রস্তাব করিয়াছি। আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই, যখন আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সভা নিদ্রিত আছেন, এবিষয় ইংলণ্ডে আন্দোলিত হইতেছে। যত দিন ইহা না হইতেছে, তত দিন আমাদিগের যথার্থ স্বাধীনতা ও যথার্থ উন্নতি হইতেছে না। সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কেবল আপনাদিগের অলস ও নির্ব্বুদ্ধ স্বভাবের পরিচয় দেওয়া হয় এই মাত্র। চেষ্টা না করিয়া কোন্ দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে? ইংলণ্ড ও ইটালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদিগের বাক্যটী স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদিগের দেশের লোকেরা কি এখনও এই মহাকীর্ত্তি সাধনে পরাঙ্মুখ থাকিবেন?

ভারতবর্ষীয় সভার এত নিদ্রা কেন?

আমরা এবারে ভারতবর্ষীয় সভাকে এত অভিভূত দেখিতেছি কারণ কি? কৈ তাঁহার কোন বাক্য শুনিতে পাইতেছি না কেন? লাগুলোলভর ম[illegible] লাগিয়া কি তাঁহার শরীরকে [illegible] লস করিয়া পরিশেষে নিদ্রাভিভূত করিয়া তুলিয়াছে? বহুকাল হইল, সভার অধিবেশন বার্ত্তা অথবা কার্য্য বিবরণ আমাদিগের শ্রুতিপথপ্রবিষ্ট হয় নাই। সভায় এক্ষণে অনেকগুলি মফস্বলের জমীদার প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাই কি সভার এরূপ ভাবপরিবর্ত্তের কারণ? না আর কোন নিগূঢ় কারণ আছে? জনরবে শুনিতে পাওয়া যায়, সভা পূর্ব্বের ন্যায় কেবল জমীদারদিগের মনোরঞ্জন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, এক্ষণে জমীদারদিগের স্বার্থহানিকর কোন বিষয় উপস্থিত নাই, সভাও নিদ্রিত হইয়া আছেন; তাদৃশ বিষয় উপস্থিত হইলেই সভা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবেন এবং অবোত্থিত সিংহের ন্যায় নূতন বল প্রাপ্ত হইয়া অসীম সাহস সহকারে যুঝিতে আরম্ভ করিবেন। ইহাই কি প্রকৃত কারণ?

যাহা হউক, আমরা সভার পূর্ব্বের ন্যায় তেজস্বিতা ও উৎসাহশীলতা দেখিতে পাইতেছি না। এখন কি তাঁহার উৎসাহ ও তেজঃ প্রকাশের বিষয় উপস্থিত নাই? অনেক আছে। সভা কেবল নিদ্রা বশতঃ তাহা দেখিতে ও জানিতে পারিতেছেন না। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গেল, তথাপি তথায় বাঙ্গলা দেশের প্রতিনিধি গৃহীত হইলেন না, ভারতবর্ষীয় সভা কি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন? স্যর বার্ণেস পিকক ছিল সাহেব ঘটিত কর সংক্রান্ত মকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন সভা কি তাহার প্রতিবাদ করে[illegible] আপনাদিগের যোগ্য বিষয়

বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন না? উহা দ্বারা কি একটি সাধারণ যুক্তির অনুসরণ ব্যাঘাত ও তন্মূলক অধিকসংখ্য লোকের প্রতি অত্যাচার হইবার পথ নিষিদ্ধ হয় নাই? প্রায় [illegible] হইল, বারা[illegible] প্রভৃতি স্থানে মারীভয় হইয়াছে। বিনা চিকিৎসায় অসংখ্য লোকের প্রাণ বিয়োগ ও অবারণ পীড়া ক্লেশ হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সভা কি অকপট চিত্তে তাহার প্রতীকার চেষ্টা পাইয়াছেন? সভা প্রথমে গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ব[illegible] নিয়োজিত করিয়া স্থানদোষের নিদান নির্ণয় করিবেন স্বীকার করিয়াও যখন মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন কি সভা ঐ বিষয় তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন? মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায় সম্প্রদায় লেঙ সাহেবের সহযোগে ভারতবর্ষের হিতৈষী ষ্টেট সেক্রেটারি সর চারলস উডকে অন্যায় করিয়া অপদস্থ করিবার যথোচিত চেষ্টা পাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় সভা কি তাঁহার সহায়তা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন? আমরা তাঁহার কার্য্যের গুণানুবাদ করিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সভা কি তদনুসরণ করিয়াছেন?

এ দেশীয়দিগের [illegible] গমনের অনেক গুলি [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] পরীক্ষা দেওয়া [illegible] এই কারণে অনেক যোগ্য [illegible] বঞ্চিত দেখিতে পাওয়া [illegible] দেশে যদি পরীক্ষাপ্রথাটি [illegible] একটি মহোপকার [illegible] ভারতবর্ষীয় সভা কি [illegible] নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন? [illegible] যদি ভারতবর্ষের [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] কর্তা, ও আর্জেন্ট [illegible] প্রতিনিধি [illegible]র গোচর করিয়া উহা সাধন চেষ্টা করেন, মহৎ ইষ্ট লাভ হয় সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় সভা কি ইংলণ্ডে তাদৃশ প্রতিনিধি প্রেরণের যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছেন? বিচারক ও আমলাদিগের দোষে যে অবিচারস্রোত রুদ্ধ হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সভা যত্ন ও অধ্যবসায়ী হইলে কি তন্নিবারণে সমর্থ হন না? অধ্যবসায়ের নিকটে সকলকেই নত হইতে হয়, সভা ইহা জানেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সভা সচ্ছন্দে নিদ্রা সুখ ভোগ করিতেছেন, আর অধিক আমরা তাঁহাকে অধিক বিরক্ত করিব না।

— • —

সম্ভূয়সমুত্থান।

কি কৃষি, কি বাণিজ্য, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার যে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা করিবে, পাঁচ জনে মিলিয়া না করিলে কখনই তাহার বাঞ্ছানুরূপ উৎকর্ষ লাভ হইবে না। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যে এত শীঘ্র উন্নতি হইতেছে, পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করা তাহার একটি প্রধান কারণ। ঐ ঐ খণ্ডের লোকেরা একটী সামান্য কাজ করিতে হইলেও এক সভা অথবা এক কোম্পানি না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। অধিক লোক একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যে তাহার দ্রুততর সবিশেষ উন্নতি লাভ হইবে, তাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত অধিকতর প্রয়াস পাইতে হয় না। এক হস্তী যে গুরুভার দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে অসমর্থ হয় [illegible] একটাকে তৎকার্য্যে নিয়োজিত করিলে তাহা অনায়াসেই এ [illegible] হইয়া থাকে। এক কার্য্যে অধিক লোকের বুদ্ধি, বিদ্যা, যত্ন ও পরিশ্রম বিনিয়োজিত হইলে স্বল্পকাল মধ্যে তাহার উৎকর্ষ সাধিত না হইবে কেন?

পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিবার রীতি [illegible] এ দেশে ছিল না, এরূপ নয়, এখনও নাই এমন নয়, কিন্তু এক দিন লেখা পড়ার সম্যক্ অনুশীলন না থাকাতে উহা বিশুদ্ধ যুক্তি ও বিশুদ্ধ কার্য্যে[illegible] সাধিনী হইয়া সম্যক্ ফলোপ[illegible] নাই। পল্লীগ্রামে সচরাচর [illegible] যায়, গ্রাম সাধারণে [illegible] হইলে গ্রামবাসিরা একত্র হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করেন; কাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইলে অথবা সমন্বয় করিয়া সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিতে হইলে পাঁচ জনে একত্র হন, কিন্তু সকলে একত্র হইয়া যে গ্রামের কৃষি বাণিজ্যাদির উন্নতি বিধায়িনী সভা করা অথবা অন্যবিধ শ্রেয়ঃসাধন চেষ্টা করা সে সকল নাই। দেখ রাজনীতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ এই দুটি সভা হওয়াতে এ দেশের কত উপকার হইয়াছে। এরূপ কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সভা ও সম্প্রদায় করিয়া যদি কাজ করা যায়, এ দেশের মহোপকার লাভ হইতে পারে। অদ্য বাণিজ্য সংক্রান্ত সভা ও সম্প্রদায় করিবার প্রসঙ্গ করাই আমাদিগের অভিপ্রেত।

এক দিবস দুটি কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহিত আমাদিগের এ বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়। তাঁহাদিগের এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ দৃষ্ট হইল। তাঁহারা বলেন, বাবু রামগোপাল ঘোষের সদৃশ কার্য্যক্ষম ব্যক্তিরা উদ্যোগী ও অধ্যক্ষ হইয়া যদি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, নিঃসংশয় অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এখন অনেকে [illegible] মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছেন। ১০০ টাকার [illegible] একটা অংশ করিলে অনেক অংশী পাওয়া যাইবে। যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে, তাহারও কথা হইল। সম্প্রদায় হইলে পর যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি কার্য্যক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি করিয়া ক্রমে

জর্ম্মণি ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিবেন। এরূপে কার্য্য আরম্ভ হইলে অনেকবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। সেই সেই দেশের সহিত সবিশেষ সম্পর্ক হইলে পর পরস্পর বাধ্য বাধকতা হইয়া উঠিবে; এ দেশে যে যে বিষয়ে ভ্রমাত্মক সংস্কারের প্রাদুর্ভাব আছে, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া আসিবে, লোকের উৎসাহ শক্তি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিবে এবং একমূলক ক্রমে জাহাজ চালান শিক্ষা ও কল প্রভৃতির এ দেশে আনয়ন নির্ম্মাণ ও চালনাদির শিক্ষা কার্য্য সহজে সম্পাদিত হইয়া উঠিবে। অর্থ লাভের ত কথাই নাই। যাঁহাদিগের অর্থ সঙ্গতি আছে, তাঁহারা এত দিন নিরীহ ভাবে কোম্পানির কাগজের সুদ খাইয়া দেশের যে দুর্নাম করিয়াছেন, তাহার আর কথা নাই। কিন্তু এখন আর ঐ রূপে দুর্নাম করা উচিত হইতেছে না। তাঁহারা অতঃপর এবম্বিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অর্থের সহিত আপনাদিগের সাহস উৎসাহ বল বীর্য্য বিক্রমাদির বৃদ্ধি করুন। আমরা অদ্য এবিষয়ে সমুদায় বক্তব্য শেষ করিতে পারিলাম না।

মোগলবংশ লোপ।

মোগলেরা এই ভারতবর্ষে বহুকাল প্রবল প্রতাপ সহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশে শৌর্য্য বীর্য্য শালী অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের গুণেই এই বংশের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু একনায়ক তন্ত্রের একটী মুখ্য দোষ এই, ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিদিগের সংসর্গে রাজশ্রী যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠেন, তেমনি তাঁহাদিগের বিনাশ হইলেই হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। অপকৃষ্ট রাজাদিগের কাপুরুষতা নিবন্ধন ঐ বংশের ক্রমে হীন দশা উপস্থিত হয়। এদেশে ইংরাজেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে পর ঐ বংশের রাজত্ব কেবল নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ ও জাফর বাহাদুর সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে সেই নামমাত্র রাজত্বের সহিত রাজবংশেরও লোপ হইয়াছে। আমরা অদ্য ঐ বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মোগল (১) রাজবংশের আদিম ব্যক্তির নাম বাবর। তিনি সুবিখ্যাত টাইমুর ও জঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভব। তিনি অতিশয় শৌর্য্যশালী, সাহসিক ও অক্ষুব্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁহার নানা প্রকার দশা বিপর্য্যয় হয়। কিন্তু তাঁহার অসামান্য শূরত্ব ও মনস্বিতা এই দুটী গুণ থাকাতে তিনি কখন কোন অবস্থাতেই ভগ্নোৎসাহ ও খিন্নমনা হইতেন না। কখন বহুসংখ্য সেনার অধিপতি হইয়া সুবিস্তৃত রাজ্যে আধিপত্য করিতেন, কখন বা অম্লান বদনে দারিদ্র্য দশার কঠোর ক্লেশ সহ্য করিতেন। তিনি বারম্বার নানা কষ্ট ভোগ করিয়া পরিশেষে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। রাজ্যের অর্জ্জন, বর্দ্ধন, ও রক্ষণ কার্য্যে তাঁহার বল, বীর্য্য, ও অধ্যবসায়াদি যাবতীয় গুণ বিনিয়োজিত হইয়াছিল। বন্ধুদিগের প্রতি তিনি সদয় ও স্নেহবান্ ছিলেন। কঠোর কষ্ট ভোগ কালেও কখন তাঁহার দয়া ও বাৎসল্য ভাবের অণুমাত্র ন্যূনতা দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার দোষের মধ্যে এই ছিল, তিনি সুরাপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু মদ্য পান করিয়া ইদানীন্তন সুরাপায়িদিগের ন্যায় তিনি উন্মত্ত হইতেন না। তিনি নদীতটে, তরুমূলে বা অন্য কোন সুরম্য স্থানে প্রিয় সুহৃদগণ বেষ্টিত হইয়া সুরাপান করিয়া আনন্দ সুখ অনুভব করিতেন। তিনি নিজ হস্তে আপন জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যান। তাঁহার রচনা ললিত ও হৃদয়গ্রাহিণী। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার অধিকার কালে অনেক বাপী কূপ তড়াগাদি খনন করা হয়। ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বাবর মানবলীলা সম্বরণ করিলে পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ভ্রাতৃগণের হস্তে [illegible] দেশ শাসনের ভার সমর্পণ করিয়া সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব [illegible] প্রায় সংগ্রামেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। শেষে রাজ্যচ্যুত হইলেন। তদনন্তর তাঁ[illegible] অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। [illegible] কষ্টের সময়ে জগদ্বিখ্যাত আকবরের [illegible] হয়। ১৬ বৎসর পরে তিনি [illegible] দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। [illegible] পর তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন [illegible] তাঁহার মৃত্যুকালে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খলাবস্থ ছিল। তিনি ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন। এই কাল মধ্যে প্রায় ১৬ বৎসর রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকেন। বদান্যতা মানুষের মনে ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করে, হুমায়ুনের তাদৃশ বিশেষ গুণ ছিল না, বরং কোন কোন বিষয়ে তিনি আপনার মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আকবর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। [illegible] তাঁহার বয়ঃক্রম কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র ছিল। সুতরাং তাঁহার সচিব বৈরম খাঁর হস্তে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য ভার অর্পিত হইল। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে আকবর স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে রাজত্ব বর্দ্ধন সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের পুনরধিকারকরণ, শত্রু দমন ও সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা স্থাপন ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল। তিনি নিজ বুদ্ধিমত্তা, উৎকৃষ্ট ক্ষমতা ও দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমতা গুণে ক্রমে ক্রমে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি জীবনাবসান পর্য্যন্ত নিঃশঙ্ক, নিরাপদ ও সুস্থির হইতে পারেন নাই। কখন অবাধ্য ও ধনলোলুপ পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ, কখন রাজবিদ্রোহিদিগকে দমন, কখন বা পূর্ব্বাধিকৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধারণ ইত্যাদি কার্য্যে জীবনের অধিকাংশ কাল তাঁহাকে ক্ষেপণ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রজাগণের ক্ষেমঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদাসীন ছিলেন না। যুদ্ধ হইতে অবসর পাইলেই তিনি তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন। তিনি যে উপাদানে নির্ম্মিত

(১) ভারতবর্ষবাসিরা আফগান জাতি ভিন্ন উত্তর প্রদেশস্থ যাবতীয় মুসলমানকে মোগল এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাবরের জননী মোগলজাতীয় ছিলেন বলিয়া [illegible] বাবরকে প্রজারা মোগল কহিত।

[illegible]ছিলেন, তাঁহার নিজ পদোপযোগি [illegible]দিগের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান না [করি]য়া অলস হইয়া থাকা মনঃপূত নহে। [illegible] রাজাদিগের অধিকার কালে ধর্ম্মক্রিয়া [illegible] যে সমস্ত কর নিরূপিত হইয়াছিল [তা]হা তিনি রহিত করিলেন। তিনি অতিশয় [illegible]চিত্ত ছিলেন। তিনি কোন ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা অথবা পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে তাঁহার প্রতি গোঁড়া মুসলমানেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। পরমার্থ তত্ত্বরসপানে আকবরের স্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল যে তদুৎপাদিত সুখভোগার্থ তিনি প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে পারিতেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টীয়ান সকল ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া তিনি তাহার সার ভাগ গ্রহণ করিতেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনা বিষয়েও তাঁহার অনুরাগের ন্যূনতা ছিল না। সংস্কৃত হইতে বহুবিধ কাব্য, দর্শন, বীজগণিতাদি পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। গ্রীক ও ইংরাজী ভাষা হইতেও গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ে তিনি যত্নবান্ ছিলেন। এই সকল বিষয়ে ফৈজি ও আবুল ফজল নামে দুই সহোদর তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের ভাবগ্রহণে তিনি যেরূপ সমর্থ হইয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট কতিপয় অযৌক্তিক ধর্ম্ম্য ক্রিয়ার বিলোপ সাধনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হিন্দু [illegible]বাদিগের অমতে স্বামীর জ্বলচ্চিতায় [আরো]হণ এবং অল্পবয়সে স্ত্রীগণের বিবাহ নিষেধ করেন। বিধবাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেও অনুমতি দেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার এই সকল শুভ চেষ্টা তাঁহার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। তিনি যদি [illegible] রূপে বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান করিয়া অধিকাংশ লোকের হৃদয় কন্দর হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় [illegible] সম্পন্ন হইত সন্দেহ নাই। [illegible] তিনি গোঁড়া হিন্দুদিগকে [illegible] পরাঙ্মুখ ছিলেন না। রাজার এরূপ উদার ভাব না হইলে ভিন্ন জাতীয় প্রজার কি কখন সুখ সাধন হয়? সংগ্রাম স্থলেও তাঁহার সকরুণ নেত্র বাষ্প ভরে অবনত হইত। রণস্থলে বন্দীদিগকে গোলাম করিবার প্রথা তিনি রহিত করেন। যাহাতে দুর্গ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ ক্রিয়ার উৎকর্ষ হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল।

আকবর রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের দোষ সংশোধনের যে তিনটী উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিভাশালিতা, উদ্‌যোগশীলতা ও কার্য্যদক্ষতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সে এই—

প্রথম। রাজ্যের সমস্ত ভূমির যথার্থ পরিমাণ।

দ্বিতীয়। কোন ক্ষেত্রে কত শস্য উৎপন্ন হয় ও সেই শস্যের কত অংশ রাজাকে দেওয়া উচিত, তাহার নির্ণয়।

তৃতীয়। রাজার প্রাপ্য শস্যের মূল্য নিরূপণ।

বিচার প্রণালী ও সৈনিকদিগের বেতন দানের রীতি ঘটিত যে সমস্ত দোষ ছিল, আকবর তাহারও সংশোধন বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার সমুদায়েই তাঁহার দয়াগুণের সবিশেষ পরিচয় হইত, কিন্তু একটী বিস্ময়ের বিষয় এই যে কোন কোন অপরাধে তাঁহার অধিকার কালে হস্তপদাদিচ্ছেদন দণ্ডের বিধি উঠিত হয় নাই।

আকবর এইরূপ নানাবিধ কার্য্যে মনোযোগী হইয়া প্রায় ৫০ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার গুণ দোষের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহার সদৃশ ভূপতি ভূমণ্ডলে সচরাচর জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি বিলক্ষণ সুশ্রী ও বলবান্ ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণও নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন না, অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি কখন কখন পদব্রজে ১৫। ২০ ক্রোশ পথ একদিনের মধ্যে চলিতেন অশ্বপৃষ্ঠে ১২০ ক্রোশ পথ দুই দিবসে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দাতা ছিলেন।

শেষ আগামি বারে হইবে।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত দুইখানি পুস্তক ও একখানি পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। সাধুভাষা সুবোধ ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ নন্দী ইহার প্রণয়নকর্ত্তা। গ্রন্থকার পরিশ্রম পূর্ব্বক অনেক বিষয় ইহাতে সমাবেশিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় যে সমস্ত ক্রিয়াপদাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার রূপ ও লক্ষণাদি করা হইয়াছে। অপর বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে অনেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানিলে তাহার সাধন প্রক্রিয়া জানা যায় না, এই বিবেচনা করিয়া সুবোধ ব্যাকরণকার মুগ্ধবোধের অনেক সূত্র অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাকরণের অনেক স্থান আমাদিগের মতে পরিবর্ত্তনীয় ও পরিত্যাজ্য বোধ হইল। গ্রন্থকার এক স্থানে লিখিয়াছেন "শুদ্ধ বর্ত্তমান এবং ভূত সামীপ্য বর্ত্তমান কালে প্রায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; যথা, তিনি খাইতেছেন, আমি লিখিতেছি, তুমি দেখিতেছ, আমি এইমাত্র আসিতেছি।" এই রূপ কয়েকটি সূত্র ও উদাহরণ আছে। বাঙ্গলা ব্যাকরণে এ কেন?

২। পদার্থ তত্ত্ব। ইহা ইংরাজীর অনুবাদ। জিলা হুগলির অন্তঃপাতী বংশবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দাস অনুবাদকর্ত্তা। ইহাতে অনেক গুলি উপকারী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনা নিতান্ত নির্দোষ না হউক, নীরস ও কর্কশ হয় নাই। আমরা কয়েকটি বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম, কোন কোন বিষয় অসম্পূর্ণ ও কোন কোন বিষয় ইহাতে সন্নিবেশের অযোগ্য বলিয়া বোধ হইল। প্রথমে "গর্ভ" এই শিরোনাম দিয়া একটি প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তাহা আরো কিছু বিস্তারিত করিয়া লেখা আবশ্যক ছিল। যৌবনাবস্থা বলিয়া যে প্রস্তাবটি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পদার্থ ঘটিত কথা অল্প ও অন্য কথা বাহুল্য রূপে [illegible] হইয়াছে [illegible] ভাগে [illegible] আছে তাহা

পদার্থ তত্ত্ব গ্রন্থের উপযোগী বলিয়া বোধ হইতেছে না।

৩। ১২৭০ সালের নূতন পঞ্জিকা। ইহা সেণ্ডার্স কোম্পানির যন্ত্রে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি এই পঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা জানি জ্যোতিষশাস্ত্রে শ্রীচন্দ্রের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে।

বিবিধ সংবাদ।

৮ই পৌষ সোমবার।

অযোধ্যার ভারতবর্ষীয় সভা বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে এক মেডাল পুরস্কার দিয়াছেন। সভাপতি রাজা দিগ্‌বিজয় সিংহ প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন, উক্ত বাবুর অযোধ্যায় যাওয়া অবধি তালুকদারেরা ইংরাজ শাসনপ্রণালীর বিষয় অবগত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কার ও রাজনীতি ঘটিত উৎকর্ষ বঙ্গদেশ হইতেই হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, বঙ্গদেশীয়েরা নিজ নিজ জন্ম স্থানে উপস্থিত কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনে সম্যক্ সমর্থ হইতেছেন না।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয় এক জন পারসী গ্রাণ্ড জুরীকে ইংরাজী ভাষা জানেন না বলিয়া বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এক জন বারিষ্টর বলেন উক্ত পারসী ইংরাজী জানেন এবং অনেক স্থলে এই ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। উক্ত পারসী যদি বাস্তবিকই ইংরাজী না জানেন এমন হয়, না জানিয়া তাঁহাকে জুরী করা হইল কেন? আবার অপমান করাই বা কেন?

আমরা দেখিতেছি সর চার্লস ওয়েলস, আর্ফিন ও নূতন সিবিলিয়ানেরা অকারণ ঋণগ্রস্ত হইয়া আপনারা কষ্ট পান ও অন্যের অনিষ্ট করেন বলিয়া ঐ রীতির যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার ফল হইতেছে। মফস্বলাইট বলেন, প্রধান সেনাপতি অশ্বারোহী সেনাদলের আফিসরদিগকে জানাইয়াছেন, যিনি আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন, তাঁহাকে সেনাদলে আর থাকিতে দেওয়া হইবে না। সর [illegible] আফি-

সজ্জের ঋণের এক হিসাব চাহিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাজনদিগের স্বাক্ষর থাকিবে। অনেককে বিপদে পতিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

অদ্য কাশী পর্য্যন্ত রেইলওয়ে খুলিয়াছে।

ফিনিক্স শ্রবণ করিয়াছেন মান্দ্রাজের বণিক সম্প্রদায় বড় দিনের উপলক্ষে আপন২ বাণিজ্য কার্য্য সাত দিন বন্ধ রাখিবেন। কলিকাতার কেরাণীরাও চারিদিন পাইতেছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা কলিকাতার মিউনিসিপাল বিল রহিত করিয়া নূতন আর এক বিল করিতেছেন। ফিনিক্স বলেন তাঁহারা এক জন মেয়র (পূর্ব্বতন সহর কোতোয়ালের ন্যায়) সহকারী মেয়র ও প্রতি বিভাগে এক একজন বৈতনিক কমিসনর হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতার ভাগ্যে এত হওয়া অসম্ভব। সভা নৌকা রেজিষ্টর করিবার বিলও ত্যাগ করিয়াছেন।

লাহোর ক্রণিকেল শ্রবণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি দিল্লী দিয়া না করিয়া মিরাট দিয়া রেইলওয়ে করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। বোধ হয় এ জনরব মিথ্যা, যখন আলীগড় পর্য্যন্ত রেইল বসিয়াছে তখন তাহা তুলিয়া পুনর্ব্বার মিরাটে লইবার কারণ কি?

আলাহাবাদ গেজেট বিখ্যাত দস্যু রাম নারাজ সিংহের সাহসিকতার দুটি উদাহরণ দিয়াছেন। সম্প্রতি পুলিসের ইনস্পেক্টর রামনারাজের এক জন সহচরকে ধৃত করেন। তাহাকে এক দল পুলিস সেনার অধীনে গাজিপুরে প্রেরণ করা হয়। রামনারাজ এই সংবাদ পাইয়া সহচরকে মুক্ত করিবার জন্য এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। এক দিবস এই দস্যু ফকিরের বেশে এক পথে বসিয়াছিল, এমত সময়ে একজন পথিক একটী টাট্টু চড়িয়া যাইতে যাইতে তাহাকে সেলাম করিলেন। ছদ্মবেশী ফকির তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেলাম করিতে বলিল। পথিক তাহা করাতে রামনারাজ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কোমরে কি? পথিক বলিলেন টাকা। রামনারাজ তাহা চাহিলে তিনি বলিলেন ফকিরের অর্থের প্রয়োজন

কি? তখন ছদ্মবেশী ফকির আপনার [illegible] পরিচয় দিল। পথিক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া [illegible] ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। [illegible] পশ্চিমাঞ্চলে আজিও অনেক রজনীতে রবরায় বেড়ে।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি কানপুরের [illegible] কটে রুক্ষা ষ্টেসনে এক জন চতুর্বিংশ [illegible] ল্পীয় শকটে বদ্ধ হইয়াছে। রাত্রি সকলে চরবি দিতেছিল, বাঁশী বাজি সকলে পলাইয়া গেল, এক ব্যক্তি দূরে সে পলাইল না, ইতিমধ্যে গাড়ী চলাতে সে চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়া

দিল্লীগেজেটের লক্ষ্ণৌস্থিত সংবাদ বলেন যে দুই দুর্বৃত্ত আফিসর ক ইজ একটি স্ত্রীলোকের উপর পশুবৎ অত্যা করে, তাহাদিগের রেজিমেন্ট লক্ষ্ণৌ হ স্থানান্তরিত হইয়াছে কিন্তু তাহারা তথায় আবদ্ধ আছে। অযোধ্যার কমিসনর গবর্ণমেন্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন লক্ষ্ণৌ অথবা [illegible] তম বিচারালয়ে কোথায়? ইহাদিগের বিচার হইবে সামরিক বিচারালয়ই তাহাদিগের উপযুক্ত বিচার স্থান।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, ইডেন সাহেব [illegible] গুসন সাহেবের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন বেথুন কালেজের বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকার সংখ্যা কমিতেছে এবং গবর্ণমেন্ট উক্ত বিদ্যালয় উঠাইবেন বলিয়া যে অনুভব হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। গতবর্ষে ৭৯ টি বালিকা ছিল, এবার ৯৫ [illegible]

ঢাকা প্রকাশ বলেন এতদ্দেশ বেশ্যা একটি পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের সাহায্যার জন্য ৩০০ টাকা প্রদান করিয়াছে অথচ তত্রত্য জমীদার এক পয়সাও দেন নাই। ইহার [illegible] আপনা আপনিই প্রকাশিত হইতেছে।

[illegible] প্রকাশের এক জন সংবাদ দাতা বলেন, বশোহরের অন্তঃপাতী কয়েকটী গ্রামে [illegible] জ্বর হইতেছে। একটী গ্রামে প্রায় একশত লোক কয়েক দিবসের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট কমিসনরও বসাই.

না, ঔষধও দিলেন না ! ভারতবর্ষীয় কি নিদ্রা যাইতেছেন? তাঁহারা স্বদেশীয়ের অনুরাগ ভাজন হইবার আর কি সুযোগ পাইবেন?

৯ই পৌষ মঙ্গলবার।

পুনা অবজারবর বলেন, বোম্বাইয়ের রেস্ট হইতে সর্ব্বদা দ্রব্যাদি চুরি যায় তজ্জন্য রেইলওয়ে কোম্পানি গবর্ণমেন্টের পুলিস ত্যাগ করিয়া আপনারা পুলিস নিযুক্ত করিবেন। এটী গবর্ণমেন্টের ...র সন্দেহ নাই। কোন্ দিন আসামের ...গকে লাঠি ধরিয়া খসিয়াদিগকে দূরীভূত করিতে যাইতে হয়।

...গপুরে "মধ্যভারতবর্ষীয় টাইমস্" একখানি সপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ ...ধ্য ভারতবর্ষের উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

অযোধ্যাগেজেট বলেন, আসগর আলী, নামে একজন ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহী লক্ষ্ণৌ নগরে ধৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তি আর তিন জন সহচরের সহিত লিটল নামক একজন ইউরোপীয় কেরাণীর পরিচারককে বধ করিয়াছিল।

এত দিনের পর কলিকাতার অকল্যান্দ কোম্পানির শেষ হইল। টাল সাহেবের সময়ে ইহা যাবতীয় নীলামকারী কোম্পানি অপেক্ষা প্রধান ছিল। অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিদিগের দোষে কয়েক বৎসরাবধি ইহা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। গত কল্য যাবতীয় কেরাণী ও সরকারকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বারিজন মাত্র হিসাব পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত আছেন। কোম্পানির পৌত্তাপোত্তর ভিন্ন তাঁহাদিগের ঋণ নাই। শুনা যাইতেছে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, হীরালাল শীল ও কালীপ্রসাদ ... প্রসাদ পুনর্ব্বার ঐ কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আমরা এবিষয়ে তাঁহাদিগের অনুমোদন করি না, তাঁহারা এ চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটী বস্ত্র প্রস্তুতকারী কোম্পানি করুন। তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে এদেশের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অস্ট্রেলিয়ার নামক বাস্পীয় জাহাজের সংস্কারার্থ ১৯০০০ প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের এইরূপ কার্য্যই অনেক। আজ আর জাহাজ বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেন্ট এক্ষণে পচা জাহাজে তালি দিয়া বৃথা টাকা নষ্ট করিতেছেন।

গেজেটে কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের সিবিল আসিষ্টান্ট সর্জ্জন ডাক্তর বিটসন ও নিমকের সহকারী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ক্রস সাহেব তত্রত্য প্রতিনিধি কমিসনরকে লিখিয়াছেন, চট্টগ্রাম প্রদেশে উত্তম কাফি ও চা জন্মিতে পারে। তথায় কয়েক খানি চার ক্ষেত্র হইয়াছে। এক ক্ষেত্রের চা এমন উত্তম যে লণ্ডনের একজন বিখ্যাত বণিক বলেন, তাহা ভারতবর্ষীয় যাবতীয় চার অপেক্ষা উত্তম। পর্ব্বতের মধ্যে অনেক স্থানে চা আপনি জন্মিয়া থাকে। ডাক্তর বিটসন আরও বলেন, তথায় বন্য আরারুট নামে এক প্রকার মূল জন্মে, তদ্দ্বারা উত্তম কাপড়ের মাড় হইতে পারে।

ফিনিক্স বলেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বোর্ডের অনুরোধ না শুনিয়া ইষ্টাম্প আফিসের খাতাঞ্জির বেতন ২৫০ হইতে ...০০ টাকা করিয়াছেন। বীডন সাহেব বলেন, যখন খাতাঞ্জিকে অধিকতর টাকা জামীন দিতে ও গুরুতর কার্য্যের দায়ী হইতে হইতেছে, তখন তাঁহার বেতন বৃদ্ধি না করা অন্যায়। যথার্থ বিচার!

উক্ত পত্র আরও বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন গবর্ণমেন্টের যত হাতি খাদা আছে তাহা উঠিয়া যাইবে। গবর্ণমেন্ট বাজার হইতে হাতি ক্রয় করিবেন। যত বেশী হাতি আছে সে সমুদায় বিক্রয় করা হইবে। হাতি খাদায় যত ব্যয় হয়, তদনুরূপ লাভ হয় না। আমরা জানি চট্টগ্রামের খাদায় গবর্ণমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে হয়, অথচ চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে প্রধান হাতি খাদা আছে। একেবারে সম্পূর্ণ বিরোধী।

অদ্যকার টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিয়াছে, ইটালির মন্ত্রিবর্গ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ফলতঃ রাটেজি প্রধান মন্ত্রী হওয়া অবধি ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট ক্রমাগত কতকগুলি নির্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছেন। কেবল রাজার দোষে বিদ্রোহ হয় নাই। এই নিমিত্ত সাধারণ লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। কেবুর যেমন ছিলেন তাঁহার তুল্য লোক এক্ষণে ইউরোপে নাই। সম্রাট নেপোলিয়ন নিজে বলিয়াছেন "ইউরোপের মধ্যে যত লোক আছেন তাহার মধ্যে আমি কেবুরকে ভয় করি"। কেবুরের মৃত্যুর পর ব্যারন্ রিকেসোল ইটালির সম্মান অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, ফরাশী ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে পদ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যখন সমুদায় ইটালির লোক ও রাজা একদিগে হইয়াছেন, তখন রাটেজি আর শাসন করিতে পারেন না।

আর একটী সুখের সম্বাদ এই গারিবাল্ডির ক্ষত স্থান হইতে এক জন ফরাশী চিকিৎসক একটী গুলি বাহির করিয়াছেন। সেনাপতি শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ হইতেছেন। ওয়েলিংটন বলিয়াছিলেন, এক নেপোলিয়ন চল্লিশ সহস্র উত্তম সেনার তুল্য, সেই প্রকার এক গারিবাল্ডি অষ্ট্রিয় গবর্ণমেন্টের ভয় ও ইটালির সাহসের কারণ হইয়াছেন।

১০ই পৌষ বুধবার।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট ত্রিবাঙ্কুরের রাজাকে অতিশয় সমাদর সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় সকল শ্রেণী একত্র হইয়া তুল্যরূপে রাজার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। শাসন কর্ত্তা সর উইলিয়ম ডেনিসন স্বয়ং মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান লোকদিগকে রাজার পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। জাতিভেদ যেমন কলিকাতায় প্রবল, এমন কোথাও নহে।

আগামি শুক্রবার ইডেন বাগানে একটী ব্যোমযান উঠিবে। ভিন নামে এক ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিবেন আমরা আরও শুনিলাম, বেথুনের অধ্যক্ষ জনষ্টনের স্ত্রী ঐ সঙ্গে উঠিবেন।

অদ্যকার গেজেটে দৃষ্ট হইল, বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পুনর্ব্বার বঙ্গদেশীয় সহকারী সিবিল পে মাষ্টরের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের সিবিল পে মাষ্টরের পদ শূন্য হইলেই তিনি ঐ পদ পাইবেন।

... সভা ... কীর বিবেচনা করিয়া কোন কোন ...

রার্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা সিটিজিডিপল কমিসনরদিগের হস্ত হইতে রেজিষ্টরের ভার লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গাড়ি নির্ণয়ের বিষয়ে সভার মত। ভারতবর্ষীয় সভার তবে ঘুমি আজি কালি নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, বোধ হয় এখনও ঘুমের ঘোর আছে নতুবা গাড়ি পাল্‌কির ভাড়া নির্ণয় বিষয়ে মত দিলেন কেন?

হোমমিউস্‌ লার্ড রসেলের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইল ফরাশী সম্রাট এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, [illegible] পাততঃ মধ্যস্থ হইয়া ছয় মাস কালের [illegible] আমেরিকার যুদ্ধ বন্ধ করিবার চেষ্টা কর [illegible] লার্ড রসেল তদুত্তরে বলিয়াছেন, [illegible] উত্তর বিভাগের বলক্ষয় ও অনুরাগের হ্রাস হয় নাই, এখন মধ্যস্থ মানিবার প্রস্তাবে ফল দর্শিবে না। আরও কিছু দিন বিলম্ব করিয়া প্রস্তাব করা কর্ত্তব্য। ফরাশী গবর্ণমেণ্ট ট্রেণ্ট জাহাজ ঘটিত বিবাদে ইংলণ্ডের যে সহায়তা করেন, তন্নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ধন্যবাদ পাইয়াছেন। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মধ্যস্থ হইলে তাঁহারা সহকারী হইতে পারেন, কিন্তু সে সময় আইসে নাই। আমেরিকাবাসিরা দেখুন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] হইয়া কার্য্য করেন না। যাহা হউক, ফরাশ সম্রাট এ [illegible] সান্ধিবিগ্রহিকতা[illegible] পামরষ্টনের নিকটে পরাজিত হইয়াছেন।

কল[illegible]র ব্রিজে মুঙ্গেরের নিকট বারিয়ারি ষ্টেসনে মালের গাড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্য [illegible] গাড়ি রাত্রি সাড়ে আটার সময় না আসিয়া সাড়ে তিনটার সময়ে আসিয়াছে। এই শকট দ্বারা অনে[illegible]ও আনা হইয়াছে। একণে ভারতবর্ষীয় কোম্পানির রেইলওয়েতে এসকল দুর্ঘটনা এত ঘটিতেছে কেন?

১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

দিল্লীগেজেট বলেন, লেপ্টনণ্ট জাকসনের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। কোবল মাধব একজন বোম্বাইয়ের বারিষ্টর তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। দুই জন সিবিলি সাক্ষী বলিয়াছেন তাঁহারা [illegible] প্রহা[illegible] দর্শন করিয়া ডেপুটি কমিসনরকে সংবাদ দেন। কিয়ৎদিবসের জন্য বিচার বন্ধ রহিয়াছে।

এক জন ইউরোপীয় করাচিতে মুদ্রা চুরি করিয়া কিছু টাকা [illegible] পলায়ন করিয়া রাজপুতনায় গমন করে। তথায় সে আপনাকে লণ্ডনস্থিত "[illegible] ইলষ্ট্রেটেড্‌ লণ্ডন নিউসের" এক জন সংবাদদাতা ও চিত্রকর বলিয়া পরিচয় দেয়। তন্নিমিত্ত অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোকে তাহাকে সমাদর করেন, এবং কেহ কেহ কিছু টাকাও দিয়াছেন। পরে হঠাৎ করাচি হইতে তাহাকে বন্দী করিবার পরওয়ানা আসিয়াছে। সে আউটরাম পেপর সম্পাদককে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছে "মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া যতদূর পারেন সহায়তা করিবেন। আমি যাহাতে নির্দ্দোষী হই এ চেষ্টা আপনাকে করিতে হইবে। **** যাহাতে আমার বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ে বিচার হয় আমি সে চেষ্টা করিব, কারণ আমি নিশ্চয় জানি তত্রত্য জুরি আমাকে নির্দ্দোষী বলি[illegible]।" ইংরাজী সম্বাদ পত্র [illegible] দোষী ইউরোপীয়দিগের সহায়তা করেন এবং জুরিরাও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, ইহা কেবল যে ইউরোপীয়দিগের পাপক্রিয়া প্রবৃত্তি বৃদ্ধির কারণ এরূপ নহে, এতন্মূলক এদেশীয়দিগেরও এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে রাজপুরুষেরা পক্ষপাত নিবন্ধন ইউরোপীয়দিগের দণ্ড বিধান করেন না।

মফস্বলাইট বলেন, অযোধ্যার কমিসনর উইঙ্গফিল্‌ড্‌ সাহেবের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অযোধ্যা গেজেট বলেন অসগার আলি নামক বিদ্রোহী ও হত্যাকারী এত দিন বে[illegible] শাহ মহলের বাটীর দেওয়ান ছিল। এক্ষণে বেগ[illegible] কিঞ্চিৎ [illegible] হইয়াছে, তিনি এত[illegible] প্রকার লোককে কি জন্য আপন বাটীতে রাখিয়াছিলেন? সদর দরোগাকেও এ নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

মাদ্রাজ টাইম[illegible] [illegible] চিনিবাসানন্দ সমাজের [illegible] জন সাধারণ পাঠালয়ে মহাসমারোহ হইবে। এই [illegible] দান করা হইয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডেশ্বরী, লার্ড এলগিন, সর উইলিয়ম ডেনিসন, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা, কর্ণাটের নবাব ও সর চারলস ট্রিবিলিয়ানের নাম লেখা ও তাঁহাদিগের প্রশংসা করা হইয়াছে। সর চারলস্‌ ট্রিবিলিয়ান [illegible] ও এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণের যথার্থ প্রেম পাত্র।

ফিনিক্স বলেন গত মঙ্গলবার নিমতলায় একজন ধনী ব্যক্তির বাটীর সম্মুখস্থ নরদমায় একটি [illegible] পাওয়া যায়। তাহা খোলাতে এক যুবা পুরুষের মৃত দেহ বাহির হইয়াছে। সে কে, ও কোন্‌ ব্যক্তি তাহাকে বধ করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই। পুলিষ কর্ম্মচারী গ্রিণ সাহেব হত্যাকারীকে ধৃত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

উক্ত পত্র ইংলণ্ডীয় একখানি কাগজ হইতে একটি হিসাব উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন। এখানকার তত্রত্য সংবাদ পত্রের নিমিত্ত অ[illegible] পেক্ষাকৃত অল্প। [illegible] টাইমস প্রভৃতি সকল [illegible] হইয়াছে। দুর্গ ও [illegible] সংবাদপত্রের গ্রাহক অধিক হয়। [illegible] নাই বলিয়া গ্রাহক অল্প। [illegible] যথার্থ, চিকিৎসক উকীল ও [illegible] সম্পাদক প্রভৃতি সকল ব্যবসায়িরই [illegible] কটা মনুষ্যের সময় আছে। [illegible] কার দুঃখ ও গ্রীষ্মের [illegible] তবে গ্রাহক কমিল কেন?

১২ই পৌষ শুক্রবার।

গত রাত্রিতে কলুটোলার বাবু [illegible] হন মল্লিক আপনার ছাদ হইতে [illegible] র পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছেন। চিকিৎসকেরা কহিতেছেন তাঁহার জীবন সংশয়।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, শীঘ্র আগ্রায় ২৫০০ নূতন সৈন্য প্রেরিত হইবে।

উক্ত পত্র আরও বলেন, [illegible] ইউরোপীয় সৈনিকের বন্দী হইয়া গিয়াছে।

উক্ত পত্রখানা আরও জানা গেল [illegible] তথায় একটি সেতু ভগ্ন হইয়া [illegible] করেক জন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে।

ঢাকা নিউস বলেন সম্প্রতি চিরাপুঞ্জির কয়েক জন সর্দ্দার মেজর হটনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধ [illegible] পরিত্যাগ [illegible] কথা বলিয়াছে। যত শীঘ্র এ যুদ্ধ [illegible] শেষ হয়, ততই ভাল।

১৩ই পৌষ শনিবার।

গত শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে ইডেন বাগানে বিজ্ঞাপিত সময়ে [illegible] সাহেব তাহার পুত্র ও ব্যাস মেরিয়ান [illegible] যানে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়াছিলেন [illegible] ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে [illegible] চৌরঙ্গির নিকট [illegible] পতিত হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট বলেন, [illegible] কালে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ১৬০০ মণ বীজ বিক্রয়ের চেষ্টা হয়, কিন্তু কেবল ৫০০ মণ বিক্রয় হইয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজ উহা ক্রয় করিয়াছেন। [illegible] মূল্য ১০৫ [illegible]।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন [illegible] শহীর দুইজন আফিসর [illegible] গিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার লোকে [illegible] কে বন্দী করিয়াছেন। তাহারা [illegible] ভিতরে কাহারও [illegible] অনুমতি নাই। এতন্মূলক বোধ হয় একটি তুমুল উপদ্রব হইতে পারে।

[illegible] গেজেট বলেন [illegible] ও [illegible] সেলর ও কুইন্‌লান নামে [illegible] বন্য [illegible] পাখী মারিতে গিয়াছিল [illegible]

হে, তবে তাহার বিরোধী হওয়া মনুষ্যের স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য সন্দেহ নাই। আর যদি প্রার্থনা স্বভাব সিদ্ধ হয় তবে যে ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই আমাদিগকে প্রার্থনাতে অধিকারী করিয়াছেন এবিষয়েও কোন সংশয় থাকিতে পারে না। যদি [illegible]লের জন্যই [illegible]দিগকে প্রার্থনাতে অধিকারী করিয়া [illegible] তবে প্রার্থনা করিলে [illegible] হইবে [illegible] নাই। ঈশ্বর আমাদিগের [illegible] বুঝিতেই [illegible] নাই। তবে কি না [illegible]দিগকে আবার জ্ঞানও দিয়াছেন যদ্দারা সেই সকলকে যথা যোগ্য রূপে নিয়োগ করিতে পারি। সেইরূপ যদিও তিনি আমাদিগকে [illegible]নাতে অধিকারী করিয়াছেন তথাপি কোন [illegible]র জন্য যে আমরা প্রার্থনা করিব ইহা [illegible]দের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে। বাহ্য[illegible]কে আমরা এক অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাতেই বদ্ধ দেখিতেছি কিন্তু আত্মিক জগতেই কেবল এক প্রীতির ভাব স্বাধীনতার ভাব উপলব্ধি করিতেছি। আত্মাতে স্বাধীন ভাব থাকাতেই একজন স্বাধীন সাধু মনুষ্যের সহিত অপর স্বাধীন সাধু মনুষ্যের যেরূপ সম্বন্ধ পিতা পুত্রে যেরূপ সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও আমাতে সেইরূপ সম্বন্ধ [illegible] হইয়াছে। বন্ধুর নিকটে হৃদয় উদ্ঘাটিত করিলে হৃদয় ভার যেরূপ লঘু হয় ধর্ম্মাত্মা আচার্য্যের নিকটে আপনার পাপভার ব্যক্ত [illegible] [illegible] তাঁহার স্নেহ ময় হস্ত [illegible] পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা [illegible] অধিক হয়, ঈশ্বরের নিকটও যে সেই [illegible] হইতে পারে তাহাতে আর বিচিত্র টা কি। ইহা দ্বারা [illegible] হইতেছে যে আত্মিক রাজ্যে স্বাধীন [illegible] প্রীতির রাজ্যেই আধ্যাত্মিক প্রার্থনা বাস করিতে পারে এবং এপ্রার্থনার ফলও অবশ্যই আছে। যিনি শিশুর ক্রন্দনের উপশমের জন্য মাতার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, যিনি আমাদিগকে ইন্দ্রিয় দিয়া তদুপযোগী বিষয় সৃজন করিলেন, যিনি ক্ষুধা দিয়া অন্নের সৃজন করিলেন, যিনি ভৌতিক শরীরের অভাব মোচন করিতেছেন, তিনি কি আত্মার অভাব, আত্মার ক্ষুধা অর্থাৎ আত্মার প্রার্থনা মোচন করিবেন না? যদি প্রার্থনা স্বভাবসিদ্ধ হয়, তবে ঈশ্বরই প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেছেন, অতএব তিনি আপনি প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেছেন অথচ তিনি তাহা পূর্ণ ক[illegible] ইহা অসম্ভব কথা। তিনি কিছুই [illegible] সৃজন করেন নাই, সুতরাং প্রার্থনাও [illegible] নহে।

[illegible] ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা ভক্তি প্রীতি দেওয়া ও [illegible] নিকটে প্রার্থনা করাই তাঁহার উপাসনা। [illegible] উপাসনা যথার্থ ও আন্তরিক হইলে প্রিয় [illegible] অতএব [illegible]। ঈশ্বর আমার একেবারে [illegible] যে [illegible] করুণা বারি বর্ষণ করিতেছেন [illegible] ইহা মনে [illegible] যখন কৃতজ্ঞতা [illegible] তখন সকলের [illegible] কৃতজ্ঞতা [illegible] দান করিব। [illegible] বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক। [illegible] বিশুদ্ধ ভক্তি তাঁহার [illegible] আবেদন করে।

যখন সেই শুভ্র মঙ্গল স্বরূপের সৌন্দর্য্য আত্মাতে প্রতিভাত হয়, তখন প্রীতি গিয়া আপনা হইতেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করে। যখন প্রীতি তাঁর সৌন্দর্য্যে বিলীন হয়, তখন তাঁর প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমাদিগের হৃদয় ব্যগ্র হয় যখন আপনার মনুষ্যত্ব, বল একত্র করিয়াও তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনে অসমর্থ হই, তখন তাঁরি প্রতি নয়ন উত্তোলন করি, ইহাকেই প্রার্থনা বলে। আমরা যদি ভূয়োভূয় উপদিষ্টও হই যে প্রার্থনা ফলদায়িনী নহে, আর যদি এরূপ অবস্থা ঘটে যে কোন এক ঘোরতর মহাপাপে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই, যদি এরূপ অবস্থা ঘটে যে আপনার যত কিছু বল ঐক্য করিয়াও ঈশ্বরের কোন এক প্রিয় কার্য্য সাধনে অপারগ হই, তখন সহস্র বহুল তর্ক সত্ত্বেও আপনা হইতেই প্রার্থনা আসিবে নাথ! আমি মহাপাপপঙ্কে পতিত হইয়া অন্ধ হইয়াছি আমার পাপ মার্জ্জনা কর, তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে আমি অক্ষম হইয়াছি, কৃপা বিতরণ কর, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমার সমুদায় বল পরাজিত হইতেছে, তোমার উৎসাহ জনন মুখচ্ছবি সম্মুখে প্রকাশ কর আমার হৃদয়ে শতগুণ বলের আধান হইবে আমার চেষ্টা শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এপ্রকার বাক্য স্বাভাবিক উত্থিত হয় কি না। যদি একটি পুত্রের মৃত্যু হয় আর যদি [illegible] বুদ্ধিমান বন্ধুবান্ধবেরা তাহার মাতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে তুমি কেন বৃথা ক্রন্দন করিতেছ, ক্রন্দন করিলেই তো তোমার পুত্র আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, এরূপ যুক্তি দ্বারা কি সেই মাতার ক্রন্দনের উপশম হয়? মাতার তখন এরূপ বলিবার অধিকার থাকে যে তোমাদিগেরও যদি আমার ন্যায় অবস্থা হইত, তবে তুমি তর্কসমেত তোমাদিগকেও এইরূপ বিলাপ করিতে হইত। পুত্রের অভাব জনিত অন্তর হইতে যে রোদন উত্থিত হইতেছে সে কে বন্ধ করিবে। ক্রন্দন কি না আন্তরিক প্রবল কাতরতার প্রকাশ্য ভাব। যখন বালক অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া মাতার নিকটে ক্রন্দন করে তখন মাতা আপনার মুখের অন্নও সেই বালকের মুখে উত্তোলন করিয়া দেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে বালক রোদন করিতেছে, অথচ মাতার নিকটে কিছুই নাই, এস্থলে মাতা যদি পুত্রকে বলেন, যে বৎস আমার নিকটে তো কিছুই নাই, ইহাতে কি পুত্রের কাতরতার অন্ত হইতে পারে, বরং আরো বৃদ্ধিই হয়। তাহার সকল আশা আরো দূরে হয়, তাহার শেষ বিশ্বাসের স্থান চলিয়া যায়। যখন ভিতর [illegible] পাপ বল করিতে থাকে অথচ আমার আত্মিক [illegible] সত্ত্বেও তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইতেছি, তখন স্বভাবতই ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যায়, হে ঈশ্বর! তুমি পতিত পাবন, তুমি আমাকে পাপের দায় হইতে রক্ষা কর এবং তোমার মুখচ্ছবি প্রকাশ করিয়া আমাতে উৎসাহ প্রেরণ কর। যখন আন্তরিক প্রার্থনা স্বভাবসিদ্ধ, তখন তাহা [illegible] সিদ্ধ। পুত্রের রোদন [illegible]

রোদনে অসমর্থ হইলে পার্থিব মাতা যখন স্থির ক্রন্দন করেন, তখন সেই পরম মাতা কি আমাদের ক্রন্দন শুনিয়া আত্মার ক্ষুধা শান্তি করিবেন না? নিজ বলে পাপকে [illegible] করিতে অসমর্থ হইলে তাহাতে কি সহায়তা করিবেন না? সেই পরম মাতাকে দর্শনের জন্য লালায়িত হইলে তিনি কি দর্শন দিবেন না? একপ বাক্য যাহারা বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন, কিন্তু সাধু হৃদয় ইহা একবার ভাবিতেও পারেন না, মাতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য শিশু হস্ত প্রসারিত করিলে মাতা কি তাহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন না, ইহা অপেক্ষা অসুরতা আর কি আছে? কিন্তু আবার দেখ, যতক্ষণ পুত্র মাতার নিকটে যাইতে না অভিলাষ করে, ততক্ষণ তিনি যদি তাহাকে স্নেহের সহিতও ক্রোড়ে লন, সে তখনও মাতার স্নেহ বুঝিতে পারে না, মাতার ক্রোড়ে গিয়া সুখী হইতে পারে না, ক্রন্দনই করিতে থাকে। ঈশ্বর সেই জন্য এমন সময় দেখিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করেন, যখন আমাদিগের হৃদয় মলিন কামনাতে পূর্ণ না থাকে, যখন অমৃতবারি আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে, যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য আমাদিগের অভাব বোধ ও প্রার্থনা উদয় হইতে থাকে। যাঁহারা আন্তরিক প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় না বলেন, যাঁহারা প্রার্থনা বিরোধী হইয়া তর্ক করেন, তাঁহারা মনুষ্যত্ব পরিবর্ত্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা ঈশ্বরের করুণার উপর দোষারোপ করেন। প্রার্থনা যে উপাসনার একটি অঙ্গ ইহা দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা ও সম্বন্ধ হয়। প্রার্থনা আকাশের অতীত ঈশ্বরকে নিকটস্থ করিয়া দেয়। অন্তরে যে সকল স্বাভাবিক ভাব আছে তাহা সহস্র প্রখর তর্ক দ্বারাও অপহৃত হইবার নহে। তর্কেতে পরাজিত হইতে পারি কিন্তু কার্য্যের সময় প্রার্থনা নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিবেই।

কোন এক ব্রাহ্ম।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ — হাবড়া
১২৬৯ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত — ৫ টাকা
„ „ গদাধর রায় — গাজিপুর
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত — ৫ ঐ
„ „ পরতাপ মুন্সী — গাজিপুর
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত — ১০ ঐ
„ „ অমৃতলাল বসু — বহুবাজার
১২৬৯ পৌষ হইতে ৭০ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত — ১০ ঐ
„ „ [illegible]নাথ মজুমদার — [illegible]
১২৬৯ পৌষ হইতে ৭০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত — ৫ ঐ
„ „ গোপাল[illegible] — [illegible]
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত — ৫ ঐ

[illegible] বাক্যে মো[illegible] যথার্থ বুঝ[illegible] লইতেন, তাহা বিস্ময়ের [illegible] বিষয় এই, আমাদিগের [illegible]কারিদল স্বার্থ সিদ্ধির উ[illegible] অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন [illegible] প্রকারে লোককে ভুলা[illegible]ইবার চেষ্টা পাইতেছেন, [illegible] আনুগত্য, অনুরক্তি ও অনু[illegible]বশীভূত করিতেছেন, কত [illegible] পাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই [illegible]তে পারিতেছেন না, তথাপি [illegible]ৎসাহ হইতেছেন না; প্রত্যুত যত [illegible]ভগ্নমনোরথ হইতেছেন ততই তাঁহাদিগে[র] উৎসাহ, অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার বৃদ্ধি হইতেছে।

অপর বিস্ময়ের বিষয় এই, আমাদিগের দেশের লোকেরা অনুক্ষণ এই সকল দেখিতেছেন, তথাপি সুস্থির হইয়া আ[ছে]ন। চালের মধ্যদেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা গৃহ মধ্যে রহিয়াছেন, তথাপি আত্ম রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন না। শ্রীবৃ[দ্ধি]কারিদল জন্ম ভূমির ও বন্ধু বান্ধবের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কত বৃহত্তর নদনদী ও দুস্তর সাগর পার হইয়া এই দূর দেশে আগমন করিয়াছেন; শ্রীবৃদ্ধির নাম করিয়া আমাদিগের ও রাজপুরুষদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া আমাদিগের ভূমি বিনা ব্যয়ে লইবার চেষ্টা পাইতেছেন; কণ্টাক্ট বিল [illegible] করিয়া আমাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন; [illegible] গবর্ণর জেনরলকে স্বাধীন করিয়া তদ্দ্বারা আপনাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া লইবার চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত ও নিস্তব্ধ ভাবে সুখ সচ্ছন্দে বসিয়া আছি; আমাদিগের যেন কোন বিঘ্ন [illegible] উপস্থিত নাই, এই ভাবিয়া সুখে [আ]লস্য নিদ্রার সেবা করিতেছি। আমরা [আ]র কতকাল আলবোলা ফুঁকিয়া ও তাকি[য়া] ঠেস দিয়া নির্জ্জীব পদার্থের ন্যায় কাল হরণ করিব? আমরা আর কত দিনে আপনাদিগের হিতসাধনে সমর্থ হইব? আমাদিগের অঙ্গ সকল কি [illegible] ও চিরশীত পঙ্ক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে? ইহার কি কখন উষ্ণ সক্রিয় ও সতেজ হইবার সম্ভাবনা নাই? বিধাতা কি আমাদিগকে বুদ্ধি দেন নাই? আমরা কি ইংলণ্ডে আমাদিগের প্রতিনিধি পাঠাইয়া আত্মস্বত্ব অন্বেষণ করিতে পারি না? এখনও আমাদিগের দেশের লোকেরা উদ[্]যোগী হউন, নতুবা ইহার পর তাঁহাদিগকে এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের দায়ী হইতে হইবে।

আবকারির উন্নতি।

১৮৬১—৬২ অব্দের রিপোর্ট দ্বারা জানা যাইতেছে, বঙ্গদেশে আবকারির সম্বন্ধে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬১৩৫৯১ টাকা গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আনন্দের বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, আমাদিগের সদৃশ প্রজাহিতৈষী দূরদর্শী গবর্ণমেণ্টের এবম্বিধ অনর্থকর আয় বৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। মাদক দ্রব্য সেবনের তুল্য অপকারজনক বিষয় আর কিছু নাই। বিশেষতঃ উহা এদেশীয়দিগের সর্ব্বাঙ্গীন অমঙ্গলজনক। এদেশ উষ্ণ প্রধান এখানে উক্ত দ্রব্য সেবন কোন ক্রমেই পথ্য নয়; উক্ত দ্রব্য সেবন করিলে কেবল যে শরীর ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠে এরূপ নহে, বল, বীর্য্য, বুদ্ধি প্রবৃত্তিও ক্রমে ভ্রংশ হইতে থাকে। সচরাচর আমরা দেখিতে পাইতেছি, অত্যাধিক মাদক দ্রব্যসেবী দীর্ঘজীবী হয় না। এদেশের যাঁহারা মাদক দ্রব্য সেবন করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা প্রায়ই অল্প পরিমাণে সেবন করিয়া [illegible] তাঁহারা উহাকে নিতান্ত আস[ক্ত illegible] পড়েন। এরূপ আসক্তি [illegible] কারণ আছে। এক, উহা [illegible] আবশ্যক ও শরীর রক্ষা বিষয়ে উপ[illegible] নহে। যাঁহারা উহার সেবা করেন, [illegible] তারা আমোদের নিমিত্তই করিয়া [illegible] সুতরাং তাঁহাদিগের উহার নিয়ম[illegible] সেবন সম্ভাবিত নয়। নিয়মিত বিষয় [illegible] অত্যাস পদবী প্রাপ্ত হয়। [illegible] ক্রমে উহার আমোদজনকী [illegible] হইয়া যায় এবং দিন দিন উহার [illegible] বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়, [illegible] মাদক দ্রব্যসেবিদিগের [illegible] দায়। তাহাদিগের কোন কর্ম তাহারা কেবল মাদক দ্রব্য [illegible] জীবন্মৃত হইয়া অচৈতন্যাবস্থা[য় যাপ]ন করে। এই নিমিত্তই তাহা[দিগের] মাদক সেবন আবশ্যক হইয়া [illegible]। [illegible]য়েরা এক বার মাদক সেবন আরম্ভ করিলে তাহাতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে বলিয়াই এদেশের শাস্ত্রকারেরা তাহার স্পর্শ করা দূরে থাকুক আঘ্রাণ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া [illegible]। [illegible]

[illegible] যে মাদক সেবনের এত অনর্থ কারিণী শক্তি আছে, আমাদিগের হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট যে কি কারণে তদ্ব্যবহারে অনুমোদন করিয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কি অসভ্য রাজগণের ন্যায় কার্য্য বিষয়ে একান্ত অন্ধ তাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাঁহাকে এবিষয়ে অনুৎসাহ দেওয়া হয়, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে এরূপ [illegible] করিয়া আবকারি সংক্রান্ত [illegible] বাড়াইবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। [illegible] এবিষয়ে বাধা নিষ্পত্তি [illegible] না, এই আমরা আর একটী [illegible] দেখিতেছি। কোন রাজকর্ম্মচারী [illegible]কে নিমন্ত্রিত হই

রা যদি কোন পৌত্তলিকের আলয়ে গমন করিয়া প্রতিমা দর্শন ও আহারাদি করেন পৌত্তলিকতায় উৎসাহ দেওয়া হইতেছে বলিয়া তাঁহারা কুপিত হন। অথচ গবর্ণমেণ্ট হিন্দু অথবা মুসলমান দেবতার বিষয়ের বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিলে মিসনরিরা ক্রোধ করেন, বলেন পৌত্তলিকতার উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার এবং তাহার বিক্রয় করিবার অনুমতি দিয়া ধর্ম, ধর্মনীতি, সমাজ ও রাজকৃত যাবতীয় নিয়ম লঙ্ঘন বিষয়ে [illegible] দিতেছেন। আজি সুরাপানে মত্ত হইয়া অমুক রে- [illegible] অমুক জেতির বদন চুম্বন [illegible] গেল, অমুক মদমত্ত [illegible] বলাৎকার করিয়াছে; অ- [illegible] প্রাণ সংহার করিয়াছে। এই কাজ গুলি কি ঈশ্বরকৃত, রাজকৃত ও সমাজ কৃত নিয়মের বিরুদ্ধ নহে? আবকারির উৎসাহ দান দ্বারা কি এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দান করা হইতেছে না? আবকারি উঠিয়া [illegible] এই সকল কুকর্ম্মের অনেক অংশে নিবারণ হয় না? উহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা কি ধর্মপরায়ণ মিসনরিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে?

গবর্ণমেণ্ট [illegible] মাসুল বৃদ্ধি করিয়া মাদক [illegible] লোকের অনুৎসাহ দিবার [illegible] চেষ্টা [illegible] তেছেন. তাহার সকল [illegible] আছে কি না তদ্বিষয়ের [illegible] হইতেছে। ঐ উপায়টি [illegible] অনুমোদিত নহে। উক্ত [illegible] ত্রের মাদক দ্রব্য [illegible] বনা আছে বটে কিন্তু [illegible] হেতু অনেকের অধিকতর [illegible] সম্ভাবনা. তাহাদিগের [illegible] বনা নাই। আমাদিগের মতে এই গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও তাহার মাসুল গ্রহণ উভয় পরিত্যাগ করেন এবং এই নিয়ম করিয়া দেন যে যদি কেহ গোপনে তাহা প্রস্তুত করে, সে দণ্ডনীয় হইবে। ভাটি উঠিয়া গেলে ও দোকান না থাকিলে মাদক সেবন সুতরাং পরিত্যাগ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে যে ক্ষতি হইবে, তাঁহারা যদি ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারেন, পরম মঙ্গলের বিষয়. যদি। একান্ত তাহা না পারেন, বাণিজ্য দ্রব্যের উপরে মাসুল বৃদ্ধি করিয়া তাহা পূরণ করিয়া লউন। এদেশীয়েরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করবৃদ্ধির সম্বাদ শুনিলেই অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু অসাক্ষাৎ করক্লেশকে তাদৃশ ক্লেশ বলিয়া গণনা করেন না।

ইউরোপ হইতে সুরা প্রভৃতির যে আমদানী হয়, সে পর্য্যন্ত রহিত না করিলে আর এদেশে সম্পূর্ণ রূপে মাদক সেবন সম্পর্ক রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট ততদূর পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারিবেন না; তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের কোপে পতিত হইতে হইবে। আমরাও যে অনুরোধ করি না. কিন্তু আমরা যে পরামর্শ দিলাম যদি তাহা অনুসৃত হয়, বাহুল্য পরিমাণে আমাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

সমুদ্র-সমুত্থান।

সমুদ্র-সমুত্থান যে উন্নতির একটী প্রধান সাধন, গত বারে তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পাঠকগণ যদি ইহার মূল যুক্তি অনুসরণ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখেন, ইহার উপযোগিতা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই। সভ্যতার যত শ্রীবৃদ্ধি হয়, ততই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অসঙ্গতির অনুভব এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের লাভে চেষ্টা ও প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতে থাকে। [illegible] কালে এমনি [illegible] উঠে যে [illegible] সাধ্য কার্য্য [illegible] না। সুতরাং [illegible] ব্যক্তির সামবায়িক চেষ্টা [illegible] ক হয়। সেই সামবায়িক চেষ্টা [illegible] অর্থ সংগৃহীত না হইলেও কাঁহা [illegible] তা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। পাঁচ জনে একত্র হইয়া ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক যদি রেল [illegible] প্রবৃত্ত না হইতেন, আমরা আমেরিকা ও ভারতবর্ষকে [illegible] আজ্বয় দেখিতে পাইতাম? [illegible] যে হস্তযোগে পৃথিবী যেন রূপান্তর ধারণ করিয়াছেন; সর্ব্বত্র সজীবতা লক্ষিত হইতেছে; সর্ব্বত্র সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে; সর্ব্বত্র লোকে শ্রমশীল ও কার্য্যদক্ষ হইয়া উপার্জ্জনপটু হইতেছেন; সর্ব্বত্র বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি ও কলমূলক কৃষ্যাদি কার্য্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এসকল কি সংগৃহীত বিশাল মূলধন ও সামবায়িক চেষ্টার ফল নহে? ইংলণ্ডীয়েরা বৃহৎ মূলধন বিনিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রক্রিয়া করিয়াছেন, বহু পরিমাণে তৎকার্য্য সম্পন্ন হইয়াও আসিয়াছে। আমাদের দেশের লোকের এবিষয়ে অল্প মাত্র সম্পর্ক আছে। অল্প মাত্র লোকে উক্ত রেলওয়ের অংশ ক্রয় করিয়াছেন। [illegible] দিগের কি এখন এ সম্পর্কে যাইবার আর উপায় নাই? ইহাঁরা এক এক সম্প্রদায় করিয়া মূলধন সংগ্রহ পূর্ব্বক শাখা রেলওয়ের নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। শাখা রেলওয়ের অনেক আবশ্যকতা আছে। বিদেশীয় লোকেরা যে তৎসমুদায় সম্পাদন করিয়া তুলিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। রেলওয়ে কি লাভকর বাণিজ্য নহে? গবর্ণমেণ্ট [illegible] মুখ চাহিয়া থাকা অপেক্ষা এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধা-

সহস্র [illegible] ! অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ লাভ হইবে এই মাত্র কেবল ইহার ফল এরূপ নয়, রেলওয়েদ্বারা যে যে উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে, যে যে গ্রামের নিকট দিয়া সেই সেই শাখা যাইবে, নিঃসংশয় সেই সেই গ্রামের সেই সেই উপকার লাভ হইবে। আমাদিগের দেশের লোকেরা এবম্বিধ মহোপকারক বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান না করিয়া [illegible] উদাসীন রহিয়াছেন কেন? মনুষ্য সমুদায় বার্ত্তাশাস্ত্রের একটী প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এতদ্দ্বারা জগতের অশেষবিধ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

আমাদিগের দেশের লোকেরা যে [illegible] এবম্বিধ মহোপকারক বিষয়ে উদাসীন ও অননুরক্ত রহিয়াছেন, অনেকে ইহার কারণানুসন্ধানে কৌতুকাবিষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে ইহাঁদিগের ধর্ম্মনীতি বিষয়ে দৃঢ়তা নাই, চরিত্রগত দোষ থাকাতে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বস্ত লোক পাওয়াও দুষ্কর। কিন্তু এ কারণ আমাদিগের অনুমোদিত নহে। যদি কেহ কাহাকে বিশ্বাস না করিতেন, এতদিন ভারতবর্ষে কখন ব্যবসায় চলিত না। এদেশে একটী প্রসিদ্ধ কথাই আছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদিগের [illegible] যা প্রতারণা করুন, মহাজনেরা কখন পয়সার চতুর্থাংশও প্রবঞ্চনা করিবেন না। বিশেষতঃ ইদানীন্তন কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেক বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যায়।

আমাদিগের অনুমোদিত কারণ এই, এতদ্দেশীয়েরা [illegible] কার্য্যের [illegible] অনভিজ্ঞ নহেন। [illegible] না হওয়াতেই তাঁহারা তৎকার্য্যে [illegible] হন। ইহার [illegible] যদি তাঁহাদিগের [illegible] হইত, তাহা হইলে [illegible] হইতেন না।

মোগলবংশের লোপ।

পঞ্চবারের শেষ।

আক্‌বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর (অর্থাৎ ভুবনবিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিলেন। তিনি পিতার যোগ্য পুত্র হইতে পারেন নাই। রাজ্যের প্রারম্ভ কালে তিনি যে কয়েকটী প্রজা হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা তাঁহার সদৃশ সম্রাট দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভাবিত নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কতিপয় বিরক্তিকর শুল্ক, গৃহস্থদিগের বাটীতে রাজপুরুষদিগের বলপূর্ব্বক বাস, মদিরাপান এবং নাসাকর্ণচ্ছেদনের দণ্ড এসমস্ত তিনি এককালে রহিত করিলেন। তিনি প্রজাদিগকে মদিরা পান করিতে নিষেধ করিলেন বটে কিন্তু স্বয়ং অতিশয় সুরাসক্ত ছিলেন; গোপনে প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের সহিত সুরা পান করিয়া আমোদ করিতেন। যদি কেহ সেই আমোদ ঘটিত কোন কথা প্রকাশ করিত, তাহা হইলে তিনি দণ্ডার্হ হইতেন। লোকে ইচ্ছামত রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপন দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিবে এই উদ্দেশে তিনি নিজ আবাস গৃহে কতকগুলি সুবর্ণময় ঘণ্টায় এক শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্ত প্রাসাদের বহির্ভাগে ঝুলাইয়া দিলেন। যাহার যখন প্রয়োজন উপস্থিত হইত, সে সেই শৃঙ্খল নাড়িয়া ঘণ্টাধ্বনি করিত, সম্রাট জানিতে পারিতেন যে কোন আবেদনকারী তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভার্থ আসিয়াছে। তিনি স্বয়ং পিতার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন, খস্‌রু নামে তাঁহার পুত্রও তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে ক্রটি করেন নাই। রাজ্যাভিষেকের কিছু দিন পরে, তিনি নানা কৌশলে বিখ্যাত নূরজাহানের পাণিগ্রহণ করিলেন। নূরজাহান অতিশয় বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন। সম্রাটের সহিত বিবাহের পর তাঁহার নূরজাহান (ভুবনজ্যোতিঃ) এই উপাধি লাভ হয়। সম্রাটের উপরে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল। সম্রাটের নামের সহিত তাঁহার নাম মুদ্রায় মুদ্রিত হইল। অসামান্য রূপের সঙ্গে তাঁহার [illegible] ছিল। তাঁহার

সহিত পরামর্শ না করিয়া [illegible] কার্য্য করিতেন না। তাঁহার [illegible] জীরের স্বভাবের [illegible] ও [illegible] অনেক শান্তি হয়। তাঁহারই [illegible] হইয়া জাহাঙ্গীর এই [illegible] ও নিভৃত স্থান ব্যতিরেকে অন্য [illegible] অন্য স্থানে মদ্য পান করিতেন [illegible] তার সমৃদ্ধিবৃদ্ধি, ব্যয় সংক্ষেপ [illegible] দ্বারা সম্পাদিত হয়। তিনি [illegible] উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধানের [illegible] করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন [illegible] তে. কেহ কেহ বলেন তাঁহার [illegible] ভারতবর্ষে গোলাপ আতরের [illegible]

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে [illegible] সবিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল। [illegible] রো কহেন, তিনি এক দিবস [illegible] কৌতুক স্বরূপ একখান ছবি ও [illegible] দিয়াছিলেন। অদ্যাপি [illegible] ও বান ভুল্য বহু [illegible] গুলি চিত্র ও শব্দ প্রস্তুত হই [illegible] শাসন কালে ভারতবর্ষে [illegible] হার আরম্ভ ও [illegible] রাজত্ব কালে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ [illegible] কিন্তু তাঁহার রণ পাণ্ডিত্যের [illegible] পাওয়া যায় না। তাঁহার [illegible] তাহার অন্যতম পুত্র [illegible] গ্রামে জয় লাভ করাতে [illegible] সাজাহান (ভুবনাধিপতি) [illegible] করেন। সাজাহানের [illegible] বিদ্বেষ ছিল। [illegible] বাণিজ্য করিয়া যুদ্ধ [illegible] সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া [illegible] লেন। এই ঘটনার [illegible] হাঙ্গীর [illegible] করিলেন। তিনি প্রায় ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নূরজাহানের [illegible] তিরোহিত হইল। সাজাহান [illegible] অধীন হইয়া তাঁহার বার্ষিক ২৫ [illegible] বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। অতঃপর নূরজাহান [illegible] জীবিত ছিলেন। সাজাহানের সিংহাসনে আরোহণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দুই ভ্রাতার মৃত্যু হয়, জীবিত ভ্রাতা বিদ্রোহ

প্রবৃত্ত হওয়াতে তিনি তাঁহার প্রাণ সংহারের আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের প্রথম সাম্বৎসরিক দিবসে উৎসব কার্য্যে প্রায় সার্দ্ধ কোটি মুদ্রা বিসর্জ্জিত হয়। প্রায় ৩০ বৎসর রাজ্য শাসনের পর সাজাহান উৎকট রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল, আরঙজেব আপনার বুদ্ধিচাতুর্য্য ও সাহস বলে পিতা ও তিন ভ্রাতা জীবিত থাকিতেও সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পিতাকে [illegible] আগ্রাদুর্গমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বহুগুণশালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রণে পরাজয় করিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে [illegible] দ্বারা সংজ্ঞাবিহীন করিয়া নিগড় [illegible] : দ্বিতীয় ভ্রাতা বঙ্গদেশে [illegible]।

সাজাহান রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। তত্রাবৎকাল আরঙজেব তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সমাদর প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে ভারতভূমি যাদৃশ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছিল, না কোন মুসলমান সম্রাটের সময়ে তাদৃশ সমৃদ্ধিশালিনী হয় নাই। তিনি ভিন্ন২ রাজার সহিত [illegible] সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নিজ রাজ্যে প্রায় কখন শান্তি রক্ষার ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি ব্যসনাসক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু শিষ্টপালনে ও দুষ্টদমনে অনবহিত ছিলেন না। তিনি কখন কখন প্রজার নিপীড়ন করেন নাই। সাজাহানের [illegible] সমৃদ্ধিসম্পন্ন সম্রাট ভারতবর্ষে দৃষ্ট [illegible]। সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরাসন দ্বারা তাঁহার সমৃদ্ধির [illegible] বিলক্ষণ পরিচয় হইতেছে। উক্ত ময়ূরাসন বহুমূল্য হীরক মণি মুক্তাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণের ব্যয় ১৫ লক্ষ টাকা। [illegible] তিনি হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণে প্রচুর অর্থ [illegible]। তিনি দিল্লীতে একটী নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন নগর অপেক্ষা উহার রাজপ্রাসাদ মসিদ ও রাজপথাদি [illegible] উৎকৃষ্ট। মমতাজমহলনাম্নী তাঁহার প্রেয়সী মহিষীর সমাধির জন্য আগ্রানগরে এক অনুপম প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। লোকে তাহাকে “তাজমহল” [illegible] “তাজমহল”-ও অপেক্ষা [illegible] কি ইউরোপ কি আসিয়া কুত্রাপি মনোহর হয় না। সাজাহান রাজ[illegible] শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত অনেক অর্থ [illegible] করিয়াছিলেন। তিনি যখন রাজ্যচ্যুত [illegible] হয়েন তাঁহার ধনাগারে ষাটি লক্ষ, কেহ২ বলেন তাহার চতুর্গুণ নগদ টাকা ছিল। তদ্ভিন্ন মণি, মুক্তা, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি অসংখ্য বহুমূল্য দ্রব্য রাজকোষে সংগৃহীত হইয়াছিল। সাজাহানের অধিকতর প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি এত অর্থ সংগ্রহ করিয়া যান, কিন্তু কেহ তাঁহার উপরে প্রজাপীড়নের দোষারোপ করেন নাই; তিনি নূতন বিধ করেরও সৃষ্টি করেন নাই। কেবল নিয়মিত রাজস্ব হইতে এই অর্থ সঞ্চিত হয়। এইরূপ রাজা ও রাজ্যই প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই।

আরঙজেব সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ছলে ও কৌশলে ভ্রাতৃত্রয়ের জীবন নাশ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হয়। মুসলমানেরা তাঁহাকে মহান্ আকবর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। তিনি শিল্প কার্য্যের ও বিদ্যাবিষয়ের উৎসাহ দাতা ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচার কার্য্যে তাঁহার পক্ষপাত ছিল না। প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি প্রায় চারিদণ্ড বেলার মধ্যে সভামণ্ডপে আসীন হইতেন। তথায় সকল প্রজাই যাইতে পারিত। তিনি সকলেরই অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তি বিচারার্থী হইয়া সভায় আসিয়া যতক্ষণ আবদ্ধ থাকিত, ততক্ষণ কর্ম্ম করিলে সে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিত সম্রাট তাহাকে তদুপযুক্ত অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। তিনি বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়শীল তীক্ষ্ণবুদ্ধি কার্য্যদক্ষ ধৈর্য্যশালী সাহসী প্রত্যুৎপন্নমতি ভক্তিমান্ ও পরিশ্রমী ছিলেন, সেইরূপ যদি উদার সদাশয় উন্নত ও প্রশস্তমনা হইতেন, তাহা হইলে যথার্থই তিনি একজন প্রশংসনীয় সম্রাট হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, তাঁহার চরিত্রে বিশেষ দোষ ছিল। তিনি ধূর্ত্ত ও কপটাচার ছিলেন। তাঁহার অত্যধিক রাজ্যলিপ্সু দুর্ল[illegible] [illegible] তিনি [illegible] সুখ সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ নহে, মোগল রাজ্য বিনষ্ট হইবার সূত্রপাত করিয়া যান। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিদ্বেষ ছিল। অন্যান্য সম্রাটের ন্যায় তিনি তাঁহাদিগকে সম্ভ্রম ও উচ্চপদ দেন নাই। আকবর তাঁহাদিগের নিকট হইতে যে করগ্রহণ রহিত করিয়া যান, তিনি পুনরায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির উপরও মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের নিকট হইতে অধিক শুল্ক গ্রহণের আদেশ দেন। হিন্দুদিগের পৌত্তলিক উপাসনা কালে বাদ্য আড়ম্বরের নিষেধ করিলেন। এই সমস্ত কারণে রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। এই হেতু তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া যথাবিধি আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেন না। এই দোষেই তিনি কাহারও প্রীতিলাভে সমর্থ হন নাই। প্রতারণা তাঁহার আভরণ ছিল। সাহসী হইয়া এরূপ নীচবৃত্তির বশবদ হইতে প্রায় কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রাজত্ব কালের শেষাবস্থায় তাঁহার অর্থের এরূপ অসঙ্গতি হইয়াছিল যে তিনি রীতিমত সেনাদিগের বেতন দানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। সাজাহানকে যে রূপে তিনি রাজ্যচ্যুত করেন পাছে তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহাকে সেইরূপ দুরবস্থান্বিত করে এই আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক ছিল। এই প্রকার যন্ত্রণাকে লোকে “পাপের ফল” কহে। যাহা হউক এইরূপে ৫০ বৎসর রাজত্বের পর তিনি দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি আলমগীর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণ জন্য বোধ হয় মুসলমানেরা তাঁহাকে আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে।

পুস্তকপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, [illegible] লিখিত দুই খানি নূতন পুস্তক [illegible] আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। পিড়ুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কৃত বাঙ্গলা বক্তৃতা। গত ১১ই ডিসেম্বর যে বেথুন সমাজ হয়, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র তাহাতে এ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা ঘটিত একটী প্রস্তাব পাঠ করেন, তৎপ্রসঙ্গে অনেক বক্তৃতা হয়. এ বক্তৃতাটী তাহার অন্যতর। যোগেন্দ্র বাবু সময়োচিত ও সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বিবিধ উত্তেজনাবাক্যে এতদ্বিষয়ে এ দেশীয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু বহুকালের অনুৎসাহ দ্বারা ইহাঁদিগের হৃদয় এমনি শীতল হইয়া গিয়াছে যে অল্প উত্তেজনা বাক্যে উষ্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

২। ঢাকা পোগস বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভারত প্রবন্ধ। হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজদিগের শাসন কালে ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ছিল ও হইয়াছে, ইহাতে তাহার বর্ণন করা হইয়াছে। এপ্রবন্ধটীও ঢাকার শাখা বেথুন সমাজে পঠিত হয়। প্রবন্ধ রচয়িতা সংক্ষেপে সুন্দররূপে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজদিগের অধিকার কালের তারতম্য করিয়া বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। রচনাটীও সরল হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৫ই পৌষ সোমবার।

ফিল্ডীগেজেট বলেন, চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সরজনেরা আপনাদিগের বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে পুনরায় আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক আরো বলেন, গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খাল বন্ধ করাতে তথায় কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মকালে তত্রত্য লোকদিগের অতিশয় জল কষ্ট হয়। তথায় রেলওয়ে হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের খাল পুলের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে না। কেবল এক রেলওয়ের উৎসাহে কৃষিকার্য্যে উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? কৃষিই লোকের উপজীবন বৃত্তি।

সমাচার হিন্দুস্থানী বলেন, অযোধ্যার প্রধান কমিসনর [illegible] সাহেব অচিরাৎ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইবেন। তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইলে তত্রত্য লোকদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকিবে না। উপযুক্ত লোক উপযুক্ত পদ পাইলেই ভাল হয়।

ফিল্ডীগেজেট বলেন, পাতিয়ালার রাজপুত্র যতদিন প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন ততদিন গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত এক জন ইউরোপীয়ের হস্তে তাঁহার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার সমর্পিত থাকিবে। সেই নিয়োগটী যেন তাঁহার ধনক্ষয়ের আর একটি দ্বারস্বরূপ না হয়।

লক্ষ্ণৌ প্রদেশের অন্তঃপাতী যোধপুরের এক জন সম্ভ্রান্ত তালুকদারের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার স্ত্রী সহগমনের উদ্যোগ করেন। পুলিস কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই।

সোলাপুর হইতে হায়দরাবাদ পর্য্যন্ত নূতন রেলওয়ে হইবার নিমিত্ত ভূমি জরীপ করা হইয়াছে।

গত শনিবার ই এচ লসিংটন সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইডেন সাহেবও তাঁহার পূর্ব্বকর্ম্মে গিয়াছেন।

হরকরা সম্পাদক বলেন, বঙ্গদেশের এক জন অচিহ্নিত সদর আমীন আপন কর্ম্ম যথাবিধি সম্পাদন করিয়া পেন্সন লইয়া ছিলেন, পেন্সনের টাকায় তাঁহার পরিবার ভরণ পোষণ না হওয়ায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। গবর্ণর তাঁহাকে অন্য এক মফস্বল কোর্টের উকীলের পদ প্রদান করিয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া অপর পেন্সনধারীরা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন। এই ত রোগ।

শুনা যাইতেছে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে মুক্ত করিবার উদ্দেশে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার চেষ্টায় আছেন। এখন চেষ্টা সফল হইবারও সম্ভাবনা আছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, এক জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এই প্রস্তাব করিয়াছেন, [illegible] লাতে শব দাহ না হইয়া বাগ্‌বাজারের ঘোড়া ঘাটে হয়, নিমতলা পর্য্যন্ত বসত হইলে [illegible] হইলে কুমিল্লাংশের লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইবেক।

উক্ত সম্পাদক আরো বলেন [illegible] র ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু কাশীশ্বর [illegible] বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত নিযুক্ত [illegible] নীলকর মহাশয়েরা ইহার প্রতি [illegible] ন। গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল তথায় এক [illegible] নীলকরসহায় জজকে পাঠাইয়া [illegible]।

ঢাকা প্রকাশের খুলনার সংবাদ [illegible] ন, তত্রত্য কতকগুলি [illegible] রোগধারা গোহত্যা করিতে আরম্ভ [illegible] ছে, এক জন ধৃত হইয়াছে, অনুসন্ধান [illegible] লে অন্যান্য পাপাত্মারাও ধৃত হইতে [illegible] গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ [illegible] য়া হত্যাকারিদিগের [illegible] কর্ত্তব্য। আমরা মধ্যে [illegible] শ্রবণ করিয়া থাকি। এ [illegible] মূল নয় ত?

১৫ ১৬ই পৌষ মঙ্গলবার।

সাগরপ্রদেশে দিনদিন ডাকাইতির অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ডাকাইতেরা দুর্গম জঙ্গলমধ্যে অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইয়া পথিকদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক বনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। [illegible] কের বিদ্রোহিপ্রধান দেবীসিংহ ইহাদিগের অধ্যক্ষ। পুলিস কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

পুনা অবজারবর বলেন, সোলাপুর, বেলগাঁ ও ধারওয়ারে বোম্বাই ব্যাঙ্কের শাখা সংস্থাপিত হইবার কল্পনা আছে।

পরিদর্শকে দৃষ্ট হইল, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের নদীতে রাত্রিকালে যে সকল জাহাজ ও নৌকা থাকিবে বা গমনাগমন করিবে তাহার [illegible] আলো না দিলে নাবিকদিগের এক এক শত টাকা জরিমানা হইবে।

উক্ত পত্র আরও বলেন, যে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পিতার মৃত্যুদিন অবধি [illegible] দিন পাদুকা পরিত্যাগ, উত্তরীয় ধারণ, কম্বলে শয়ন ও হবিষ্যান্ন ভোজন, ফলতঃ হিন্দুদিগের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে চলিয়া একাদশ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ [illegible]

কতি ক্রমে আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করির ছেন। অদ্ভুত সমাজ! কৃতবিদ্য যুবকদিগের কাজ কি উপক্রম ও উপসংহারে একরূপ হইবার নহে?

কলিকাতা মেডিকাল কালেজের প্রিন্সি- [illegible] ইংলিসম্যানে এক- [illegible] প্রচার করিয়াছেন। [illegible] হইয়াছে যে উক্ত কালেজের বাঙ্গালি [illegible] ছাত্রেরা কোন কোন [illegible] কুমন্ত্রণায় বিমোহিত হই য়া [illegible] করিয়াছেন। কালে- জের [illegible] দলের প্রতি অসদ্ব্যবহার [illegible] আমাদিগের বড় ক্ষোভ হ ইতেছে, পৃথিবীর সকল লোক চীয়র্স সাহে- বের ন্যায় সরলস্বভাব নহেন, এ কথায় তাঁহা রা বিশ্বাস করিবেন না। ঐ পত্র খানি পাঠ করিয়াই তাঁহাদিগের মনে এই দুটি প্রশ্ন উদয় হইবে যে বিনা কারণে কি কেহ কাহাকে কুমন্ত্রণা দেয়? আর মেডিকাল কালেজের ছা- ত্রেরা কি দুগ্ধপোষ্য বালক যে তাহারা পরের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া আপনাদিগের ভাবি শুভ লাভের আশা পরিত্যাগ করিবেন?

১৭ই পৌষ বুধবার।

আমরা এবারের বাঙ্গালি পত্র পাঠ করি- য়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। [illegible] বলেন, স্বদেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ [illegible] কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের [illegible] স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রের সংযোগ [illegible] আগামি মাস [illegible] হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সৎকার্য্যে [illegible] দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে [illegible] যায়।

[illegible] চীনদেশ হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, সম্রা- টের পক্ষে ক্রমে সুবিধা হইতেছে। বিদ্রোহী- রা সাঙ্গের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে। সৈন্যসকল নানকিন অবরোধ করিবার উদ্দে- শে একত্র হইতেছে। মৃত সম্রাটের অস্থি তাঁহার উদ্দিষ্ট সমাধিস্থানে নীত হইয়াছে। সম্রাটের সেনাগণ বিদ্রোহিদিগের হস্ত হই- তে নিঙপো গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা বড় আনন্দিত হইলাম, অনে- [illegible] পর আজি ? টার সমাজ ভারতবর্ষীয়

১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, উক্ত স্থানে একণে ১,২৩,৫০৩ ব্যক্তির বসতি আছে। ইহার মধ্যে ১৮৩৯ জন ইউরোপীয়, ১১৮৩ ফিরিঙ্গি, ৮৬,০৫৫ হিন্দু ও ৩৪,১৫৬ মুসলমা- ন। তথায় দুইখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। শাখা রেইলওয়ে হইলে ঐ নগরের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

জাপান হইতে যে কয়েক জন দূত ইউ রোপে যান তাঁহারা হলাণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে বলেন জাপান হইতে ২০ জন যুবক তথায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইবেন, রাজা তাঁহা- দিগের ব্যয় দিবেন। তাঁহারা কৃতবিদ্য হই- য়া স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিদেশসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ফরাশী সম্রাট এদেশ হইতে যুবকদিগকে নিজব্যয়ে ফ্রান্সে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লইয়া যাইতেছেন। জাপা নের রাজাও এবিষয়ে বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করি- লেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কেন ইঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এদেশীয়দিগের ইংলণ্ড গমনের পথ মুক্ত করিয়া দিতে ছেন [illegible]

[illegible] ক্রণিকেল বলেন, সম্প্রতি রাউদ [illegible] পালপাল আসিয়া অনেক শস্য বিন- [illegible] করিয়াছে।

[illegible] নিউস বলেন, আসাম, কাছাড় প্রভৃ [illegible] উত্তম রবর জন্মিতে পারে কিন্তু [illegible] পর এই অঞ্চল অদ্যাপিও অবিদিত [illegible] পরীক্ষিত আছে। মণিপুরের রেসিডেন্ট ডাক্তর ডিমিয়ন বলেন, তথায় বিস্তর প্রশস্ত ও উর্ব্বর উপত্যকা আছে। মণিপুরের রাজা কয়েক জনকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ ঐ দেশে প্রে রণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তথায় অনেক বুনো চা গাছ আছে, রবরও বিস্তর জন্মে। তুতবৃক্ষ মণিপুরে যে প্রকার হয় তদপেক্ষা বঙ্গদেশের কোন স্থানে অধিক হয় না। চেষ্টা করিলে অধিক চা রবর ও রেসম [illegible] তে আসিতে পারে।

প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক সাগরে টেলিগ্রাফ হইয়াছে। প্রশান্তমহাসাগর কোম্পানি [illegible] নদী পর্য্যন্ত তার পাতিত করিয়াছেন। রুশীয় সম্রাটের [illegible] অনুসারে [illegible]

হইতে এক তার সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত আনি- তেছেন। তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে ৭০০০ ক্রোশ টেলিগ্রাফ হইবে। রুশীয় গব- র্ণমেণ্ট নিজে ২০০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ করিয়াছেন।

মফস্বলাইটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন রুড় কির নীচে গঙ্গার খালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চা রিদিগে বিস্তৃত হওয়াতে নিকটস্থ শস্য ক্ষেত্রের মহতী ক্ষতি হইতেছে।

১৮৬০ অব্দে সিংহলদ্বীপে বিংশতি লক্ষ লোকের সংখ্যা করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ৫৮৭৮০ জন ভারতবর্ষীয় মজুর তথায় ১০৬ টি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ৫,৮০৭ জন ছাত্র এবং ১৬৭৭ টি আনুকূল্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় আছে। বঙ্গদেশে চারি কোটি লোকের বসতি তথাপি এদেশে গবর্ণমেণ্টের এত বিদ্যালয় নাই।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ দাতা বলেন, আমির দোস্তমহম্মদ খাঁ হেরাটের চ- তুর্দ্দিক বিশেষতঃ পাঁচটি দ্বার একাপে রুদ্ধ ক- রিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছেন যে নগর হই- তে কেহ নির্ব্বিঘ্নে বহির্গত হইতে পারিতেছে না, নগরের মধ্যে বিলক্ষণ খাদ্য কষ্ট হইয়াছে, তথাপি সুলতানজান আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

সবজোয়ারের হাকিম বিদ্রোহী হওয়াতে বোখারার রাজা উক্ত প্রদেশের যাবতীয় লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিবার ঘোষণা করেন। হাকিম কয়েক জন লোককে প্রতিনিধি করিয়া রাজার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করাতে ভূপতি আপনার আজ্ঞা রহিত ও হাকিমকে এক খেলাত পারিতোষিক দিয়া- ছেন! সিরাজ উদ্দৌলা ফিরিয়া আসিয়াছেন না কি?

২২ [illegible] হাইকোর্টের [illegible] কাজাবুদ্দিন [illegible] অতিশয় [illegible] ও অ- ধ্যবসায় প্রদর্শন করাতে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে ধন্যবাদ ও [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মজুর ন হয়, ইহাদিগেরই মতে দল ভারতবর্ষের অযোগ্য নহে। যা আমরা সর্ব্বদা ৫৯ অঙ্কের ১০ ও কৃষকদিগের ভূম্যধিকারীদিগের প্রতি শন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমান কর বিবাদে আমাদিগের মুখ বন্ধ করি তাহাদিগের পরম বন্ধুগণের ? অতী রের ——— আছেন!

... বিলের প্রথম ও দ্বিতীয় ... তৎকালে আমাদিগের এইরূপ হইয়াছিল যে প্রস্তাবকারিরা একটি ক সংস্কারের পরাধীন হইয়াই ঐ ... করিতেছেন। কিন্তু এখন আ- স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহাদি- র মত, যে কোন উপায়ে হউক, কৃ কে (এ দেশে স্বতন্ত্র কৃষক ও স্বতন্ত্র নাই, কৃষকেরাই মজুরী করে) কারা নানাপ্রকারে পীড়ন করিয়া নীল চাস করিয়া লেওয়াই তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি। নচেৎ কি জন্য গ্রিচি সাহে লের মৃত্যুর পর ক্ষণেই ১৩ আইন ঃ চা প্রধান প্রদেশে প্রচলিত করা হে? বিশেষ আইনের আবশ্যকতা ধারণ দণ্ডবিধি দ্বারা কি চরিতা ...র সম্ভাবনা নাই? এতদিন উল্লি দশ সকলে এই আইন প্রচলিত নাই, এতদিন কি তত্তৎ প্রদে শের কর্ম্ম বন্ধ ছিল? যদি বল ইংল ... কেরা বড় উৎপাত করে; একটী আইন না করিলে ভারতবর্ষেও ঐ ... উঠিতে পারে। এ স্থলে আ ... প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য এই ইংলণ্ডের ... ভারতবর্ষের মজুর কি সম ... প্রভুরা মজুরদিগকে নীলকর ... চা-মজুরের ন্যায় কি ... দাসে ... রিয়া প্যাবচাঁদ আরো ... গাজন রব? দুর্ব্ব্যবহার করিলে ভারত ...কেরা প্রায় প্রভুর সহিত অসদ্ব্য কখন কখন স্থান বিশেষে ২। ৫

জনকে যে ছুটি পাইতে পাওয়া যায়, জ মীদারের গমস্তা প্রভৃতির দোষই তাহার অধিকাংশের কারণ ... করে না। ভারত বর্ষের কৃষকেরা অম্পস্থুখে নীলকরদিগের বিরোধী হয় নাই; তাহারা বহুকাল অস- হ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া শেষ নীলকর স ম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছে। নিউপোর্ট, গ্লাসগো প্রভৃতি নগরে মজুরেরা বেতন বৃদ্ধির আশয়ে একবাক্য হইয়া যে প্রকার প্রভুদিগের বাটী বন্ধ ও প্রভুপক্ষ অপর মজুরদিগের প্রাণবধ করিয়া ভয়ঙ্কর অত্যা চার করিয়াছে, তাহা এ দেশের লোকের কখন শ্রবণ ও নয়ন পথে অবতীর্ণ হয় নাই। এখানে কোন দল অত্যাচার সহ্য করে? নীল কমিসন, এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র, মিসনরিরা কোন্ দলের অত্যাচা রের কথা বলিয়া থাকেন? নীলকর ও চা-করেরাই যে অত্যাচারকারী গবর্ণমেণ্ট কি এ কথা অস্বীকার করিতে সাহসী হই- বেন? কোন্ চা-কর বা নীলকর এ পর্য্যন্ত নিজ কৃষক অথবা মজুরের নিকটে প্রহার সহ্য করিয়াছেন? কোন্ নীল বা চা-ক্ষেত্র মজুরদিগের অসঙ্গত বেতন প্রার্থনায় উৎ- সন্ন হইয়াছে? নীল চাষ পরিত্যক্ত হইল কেন? কৃষকের দোষ না নীলকরের অত্যা- চার তাহার কারণ? যখন শ্রীবৃদ্ধিকারী দলে রই অত্যাচার সপ্রমাণ হইতেছে, যখন কৃ ষক ও মজুরদিগকে ভয়ানক অত্যাচার হ ইতে মুক্ত করিবার প্রার্থনায় চতুর্দ্দিক হ ইতে করুণ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যেখানে অম্প অত্যাচার হইলেই গবর্ণর জেনেরল পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ জানিতে পারেন, সেই কলিকাতায়ও যখন আইন দোষে সময়ে সময়ে মহান্ অপকার হইতেছে, তখন গব র্ণমেণ্ট কি সাহসে নির্ব্বান্ধব নীল প্রদেশে ঐ আইন প্রচলিত করিলেন? ভাল! গ বর্ণমেণ্ট মজুরদিগের দুরবস্থার বিষয় যেন চিন্তা না করিলেন, সর চার্লস উডের ... ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি কিরূপে এড়াইবেন?

তিনি যে সেই উচ্চ আসন হইতে ভারত বর্ষের সুব্যবহার কার্য্যই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন।

ঢাকা নিউস ও এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রাদির স্বাধীনতা।

বিদ্রোহের বিশেষতঃ নীলঘটিত গো লযোগের পর অবধি অনেকের এই সং স্কার জন্মিয়াছে এতদ্দেশীয়েরা, বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগের অতিশয় শত্রু হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন ইং রাজী সংবাদ পত্রে এই ভাব প্রকটিত হয়। সম্পাদকেরা কখন কখন এ দেশীয় দিগকে বিদ্রোহানুরাগী ও ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি প্রভুভক্তিশূন্য বলিয়া অন্যায় বক নে গালি দিয়া থাকেন। আমরা এত দিন কতিপয় ইউরোপীয়ের বিদ্বেষবিজৃম্ভিত বলিয়া এ বিষয়ে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন এই সংস্কার ইউরোপীয়দিগের মনোমধ্যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে তখন ইহার প্রতিবাদ করিয়া এ দেশীয়দিগের অভিপ্রায়ের সাধুতা সপ্রমাণ ও ইউরো পীয়দিগের কুসংস্কার দূর করা অবশ্য ক র্ত্তব্য হইয়াছে।

গতসংখ্যা ঢাকা নিউসে এক খানি বাঙ্গলা পুস্তকের সমালোচন কালে বলা হইয়াছে, বাঙ্গালীরা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহা দিগের প্রণীত ও প্রচারিত সংবাদ পত্রে সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয়। আর এক স্থলে টিবর্স সাহেবের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, ইউরোপীয় কর্ম্মচারি দিগের দোষ দর্শন করিলেই এতদ্দেশীয় যাবতীয় সম্বাদ পত্র তাহাকে বিপাকে ফে লিবার চেষ্টা পান। ঢাকা নিউস কোন্ চক্ষে ও কিরূপ অবস্থায় এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সকলকে বিদ্রোহানুরাগী ও প্রভুভক্তি শূন্য দেখিলেন? গবর্ণমেণ্ট এদেশী য়দিগের অনিষ্ট ও অপ্রিয় কার্য্যের অনু ষ্ঠান করিলে তাহার প্রতিবাদ করা কি

১ সভাপতি
বলিয়া যে
হিত করা
বের ব্যয়ও
হইবে। ই
১৮ সভাপ
লিপ্ত হন উত্তর
বশ হওয়া দুরূহ

ই মহাসভার
যে যে বিষ
তি লিঙ্কলন
র সহিত সন্ধ
লন পূর্ব্বের
হ নাই বটে
প দুরবস্থা
আমেরিকার
চছেন তাহা
র ক্রীতদাস
যে সন্ধি
তি সন্ধে
বিভাগের
লিলেন দেড়
এককালে রুদ্ধ
াবনা ছিল না.
ভ্রান্তী জাহাজ
করিতে সমর্থ
টের বিস্তর যুদ্ধ
বাণিজ্য জা
১।

যুদ্ধ উপলক্ষে বিস্তর ব্যয় আবশ্যক হও য়াতে গবর্ণমেন্ট নোট প্রচলিত করেন। ঐ নোট গবর্ণমেন্ট চলিত টাকার ন্যায় নিজে কর স্বরূপ গ্রহণ করাতে তাহার মূল্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বরা বর কাগজ প্রচলিত রাখা যুক্তি সিদ্ধ নয় বলিয়া তিনি নগদ টাকা আদান প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন, অথবা বলিলেন মুদ্রাযও কিছু পরিবর্ত্ত করা হইবে। এক্ষণে আমেরিকায় প্রতি বৎসর ১১৬ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। সভাপতি শাসন প্রণালী বিষয়ক কয়েকটি পরিবর্ত্তেরও প্রস্তাব করিলেন।

দাসদিগের বিষয়ে লিঙ্কলন বলিলেন যাহারা এই যুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতা লাভ করিবেন, তাঁহারা তাহা চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন। দেশের যে সকল প্রদেশে দাস রাখিবার প্রথা ১৯০০ অব্দ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে উঠিয়া যাইবে, তত্ত্য লোকদিগকে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ গবর্ণমেন্টের কাগজ অথবা নগদ টাকা দেওয়া হইবে। এ প্রস্তা বে, লিঙ্কলনের ঔদার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি অদ্যাপিও দক্ষিণ বিভাগের মুখাপেক্ষা করিতেছেন। তাহার প্রমাণ এই, তিনি বলিলেন, যাহারা গবর্ণমেন্ট কাগজ লইয়া দাসদিগকে মুক্ত করিবেন, তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার ঐ প্রথার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যে কাগজ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে ইহার অর্থ কি? তবে কি দাসদিগকে নিরুপাধিক স্বাধীনতা প্রদান সভাপতির অভিপ্রেত নয়? আর মুক্ত দাসদিগকে জনপদের বাহিরে স্থান প্রদান প্রস্তাবটিও আ...গর নিকটে ন্যায়ানুগত বলিয়া প্রতী...তেছে না।

আমেরিকার ১১২,০০,০০,০০০ হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হ হইবার সম্ভাবনা ...

১০৪ খানি পাল্লি দেওয়া জাহাজ আছে। লৌহাবৃত জাহাজ ও বিস্তর কামানের নৌকা প্রস্তুত হইতেছে। আট লক্ষ সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। এত টাকা, এত জাহাজ ও এত সৈন্য থাকাতেও গবর্ণমেন্টের পরাজয় হইতেছে কেন? তাহার কারণ গবর্ণমেন্টের এক জনও উত্তম সেনাপতি নাই। তাহা হইলে দক্ষিণ বিভাগ এতদিন নিঃসংশয় পরাজিত হইত। নেপোলিয়ন নিজে এক কালে এত সৈন্য রণক্ষেত্রে কখন লইয়া যান নাই। সভাপতি বিদ্রোহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বিদ্রোহিদিগের গুরুতর দণ্ড বিধান করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত।

সভাপতি লিঙ্কলনের বিপক্ষেরা যেরূপ বলুন, আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তিনি এক জন যথার্থ উপযুক্ত লোক। কিন্তু তাঁহার অধীনে উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞ অথবা সেনাপতি নাই। গারিবল্‌ডি, মার্শাল ডিবি, লার্ড ক্লাইভ অথবা মার্শাল পেলিসিয়ারের ন্যায় এক জন সেনাপতি থাকিলে আমেরিকাকে এ গৃহ যুদ্ধে এত কাল দগ্ধ হইতে হইত না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবন্ধ।

বঙ্গদেশে কেবল বেদপাঠনা বেদোক্ত যাবতীয় ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আর সে দর্শপৌর্ণমাস যাগ নাই, সে অগ্নিষ্টোম নাই, সে বাজপেয় নাই, সমুদায় লোপ পাইয়াছে। কিন্তু কতিপয় ব্রাহ্মের যত্নে সেই শ্রুতির পুনঃ প্রচার হইবার উপক্রম দৃষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি, ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের (যিনি ব্রহ্মানন্দ উপাধি পাইয়াছেন) পুত্রের জাতকর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। জাত কর্ম্ম বঙ্গদেশকে পরিত্যাগ করিয়া এত দূর প্রস্থান করিয়াছে যে অনেকে কেশব বাবুর আলয়ে এই ক্রিয়ার উপস্থিতি দেখিয়া যথার্থই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। অধিক কথা কি হবিষ্যান্ন মিষ্টান্ন ও আমাদিগের ... শাস্ত্রকের নিকট জাত কর্ম্ম শব্দ লিখি-

ক লোকেরা আমাদিগের এই ভ্রম জন্মিয়া ছিল যে ইহারা ভ্রম প্রযুক্ত অন্ন প্রাশন পর্য্যন্তে জাতকর্ম্ম শব্দ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, আমাদিগেরই ভ্রম হইয়াছিল, কেশব বাবুর গৃহে জাতেষ্টির পুনঃসংস্থান হইয়াছে।

আমাদিগের অপরাধ নাই, আমরা এই বঙ্গদেশের কাহাকে জাতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে দেখিতে পাই না। বয়সের মধ্যে আমরা শুনিয়াছিলাম, কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার কয়েক বার জাতকর্ম্ম করিয়া কয়েকটী পুত্র হারাইয়াছিলেন। যেরূপ হউক, আমাদিগের পাঠকগণের অনেকে জাতকর্ম্ম করিতে গিয়া বিদ্যালঙ্কারের পুত্র বিনাশ হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছেন না। শাস্ত্রে আছে নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে জাতেষ্টি করিতে হয়, যতক্ষণ ঐ ক্রিয়া সমাপ্ত না হয় ততক্ষণ সন্তানকে স্তনপান করাইবার নিষেধ আছে। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের আরব্ধ ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইতে বিলম্ব হওয়াতে অচিরজাত শিশুরা অধিক ক্ষণ স্তন্য দুগ্ধ না পাইয়া গলা শুকাইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। অতএব যে ব্রাহ্মগণ ঈদৃশ সুখের জাতকর্ম্মের পুনঃ সংস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকটে বঙ্গদেশের শত শত বার যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মেরা আর একটী কাজ করিয়া বঙ্গদেশের যে উপকার করিয়াছেন, বোধ হয় বঙ্গদেশ কোন কালে সে উপকারঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। শাস্ত্রে নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে জাতেষ্টির বিধি থাকাতে সন্তানের অকাল মৃত্যু রূপ যে অনিষ্ট শঙ্কা ছিল ব্রাহ্মেরা তাহা দূর করিয়াছেন। ত্রয়োবিংশ দিবস বয়ঃক্রম কালে কেশব বাবুর পুত্রের জাতকর্ম্ম হইয়াছে। অহহ! ব্রাহ্মেরা কত সুবিধা করিলেন। অতএব তাঁহারা কাহার ধন্যবাদের পাত্র না হইবেন॥

আমরা গত সপ্তাহে ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধ ঘটিত দুইখানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা এ সপ্তাহে যথা স্থানে প্রকটিত হইল। একখানি কেশব বাবুর পুত্রের জাতকর্ম্ম ঘটিত, আর একখানি অন্যতর ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ পাকড়াশীর পিতৃশ্রাদ্ধ ঘটিত। শেষোক্ত পত্র প্রেরক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন অঘোরনাথ বাবু ব্রাহ্মণ। তিনি দশ দিন কাল উত্তরীয়ধারণ ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া একাদশদিনে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারী পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ঐ রূপ বৈশ্য ব্রাহ্মেরা কি পনর দিন এবং শূদ্র ব্রাহ্মেরা কি একমাস অশৌচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন? যাহা হউক আমাদিগের ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রণালীকে ক্রমে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিতেছেন অতএব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা বেদান্তাদি দর্শনকে দুর্ব্বোধ করিয়া যেমন ঋষি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন আমাদিগের ব্রাহ্মেরাও সেইরূপ অনন্ত্যবংশ্যদিগের নিকটে ঋষি নাম প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই॥

এবম্বিধ মহার্থ বিষয় লইয়া আর অধিক ক্ষণ পরিহাস করা বিধেয় হইতেছে না। কতিপয় ব্রাহ্মের আচরণ ও কার্য্য দেখিয়া আমরা যথার্থই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যাহাদিগের কিছুমাত্র চৈতন্য আছে, তাহারা কখন এরূপ যুক্তি ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। বোধ হয় ইহারা মনে করেন সচরাচর লোকে ক্রিয়ানুষ্ঠানহীন ধর্ম্মোপাসনায় সমর্থ হয় না। এই ভ্রমাত্মক সংস্কার মনে প্রবল হওয়াতে ইহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অবিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ মিশ্রিত করিয়া ঐ পবিত্র ধর্ম্মকে দিন দিন অপবিত্র ও অদ্ভুত করিয়া তুলিতেছেন। প্রাচীন কালে যাহাদিগের মনে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রথম প্রতিভাত হয়, তাঁহারাও কি উল্লিখিত [illegible] দিগের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়া [illegible] প্রবর্ত্তিত করেন নাই। এক জন [illegible] কবি কহিয়াছিলেন।

অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে
[illegible] কিং ন কৃতং ময়া।
বানরীমিব বাগ্দেবীং
নর্ত্তয়ামি গৃহে গৃহে॥

এই পোড়া উদরের জ্বালায় আমি কি কি না করিলাম, আমি সরস্বতীকে লইয়া বানরীর ন্যায় গৃহে গৃহে নাচাইয়া বেড়াইতেছি।

ব্রাহ্মেরাও ঐরূপ বিশুদ্ধ যুক্তিপথভ্রষ্ট হইয়া আর কত নির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্মকে বানরের ন্যায় [illegible]। অনেকে [illegible] থাকেন [illegible] লোক নাই, ব্রাহ্মেরা উহাদিগের বিরুদ্ধ [illegible]
[illegible] পারাই [illegible]
ফলতঃ এই [illegible]
ধর্ম্মের উন্নতি [illegible]

বঙ্গবাসিদি [illegible]

বাঙ্গালাতে বঙ্গবা [illegible]

আমরা অহোরাত্রই। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণকার শ্রীবৃদ্ধি! এ কথা আমরা [illegible] উন্নতি [illegible] পারি, কারণ এখন চেষ্টা করিতেছি, [illegible] পাঠশালা স্থাপিত হওয়াতে [illegible] অজ্ঞান [illegible] প্রায় [illegible] হইয়াছে [illegible] রাজী পাঠশালা [illegible] এবং [illegible] বিদ্যায় [illegible] দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। [illegible] পরিশ্রম [illegible] শিক্ষা [illegible] দুই একটী [illegible] বালিকা বিদ্যালয় ; আর [illegible] মহিলাগণের বিদ্যায় [illegible] বালক [illegible] দৃষ্ট হইতেছে [illegible] আছেন, [illegible]
[illegible] বিদ্যা
[illegible]
হইতে আরম্ভ [illegible]
[illegible] পূর্ব্বের [illegible]
[illegible]
হইলে বোধ হয়, [illegible]
তে উন্নত হইবেন [illegible]
এক উত্তম অবসর। [illegible]
[illegible]
উন্নতি [illegible]
[illegible] হইলে [illegible]
ভাবনা [illegible]
এ দেশ [illegible]
[illegible]
[illegible]
আর লোকে [illegible]

করিয়াছেন, এক জন অধিকারী কয়েক জন অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোককে কলিকাতার নিকটবর্ত্তি একস্থান হইতে বলপূর্ব্বক আনিয়া নিজ চাকেরে রাখিয়া ছিল। ঐ অধিকারির প্রেরিত এক জুয়াচোর তাহাদিগকে নদী পার করিবার ছলে নৌকায় তুলিয়া এক বাষ্পীয় জাহাজে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। পরে তাহাদিগকে চট্টগ্রামের এক পর্ব্বতে রাখে চা-ক্ষেত্রের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে এ কার্য্য করা হইয়াছিল। এক জন দারোগা কার্য্যস্থানে তথায় গিয়া এই বৃত্তান্ত জানিয়া রিপোর্ট করেন। স্ত্রীলোকেরা মুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ক্রমশঃ দক্ষিণ কারোলিনা হইতে চলিলেন, যদি সমাচার সত্য হয় তাহা হইলে চা-করের যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া কর্ত্তব্য। দুরাত্মার এরূপে গুরু দণ্ড না হইলে সকল ইউরোপীয়ের প্রতি ভারতবর্ষবাসিদিগের অবিশ্বাস জন্মিবে।

৮ ই মাঘ মঙ্গলবার।

ফ্রিন্ড শুনিয়াছেন ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের অধীন কয়েক থানায় মাসিক ১৫ টাকা বেতনে কতকগুলি ডাকমুন্সি নিযুক্ত হইবেন। সর্ব্বস্থলেই এই রূপ হইলে ভাল হয়।

বোম্বে সাটার্ডে রিভিউ বলেন যে ২ রা প্রস্তাবি বিদ্রোহী ফিরোজসাহ ধরা পড়িয়াছেন। শেষে নানা সাহেবের ধরা পড়ার ন্যায় না হয়।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন তথায় গবর্ণমেন্ট অট্টালিকা ও টেলিগ্রাফ আফিস নির্ম্মাণার্থ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট ১৬ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন

তিনি আরও বলেন যে আগরা পোষ্ট অফিসের কয়েক জন বাবু দ্বিগুণ মাশুল লওয়া ও অন্যান্য অপরাধে কারা রুদ্ধ হইয়াছেন চৌম্যাই প্রায় কতক গুলি অসাধু লোকের বাবুগিরির উপায় হইয়া থাকে। এই সকল মহাপুরুষই এদেশের কলঙ্কের কারণ হইয়াছেন।

আমরা অদ্য নিম্ন লিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া বক্তৃতা অংশটী পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে গ্রহণ করিলাম। আমি সাতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে বর্ত্তমান মাসের ২১ এ পৌষ বাগআঁচড়া মহকুমায় আকেশিয়ার প্রদেশীয় দুঃখি লোকদিগের সাহায্য জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে এক সভা হয়। তাহাতে প্রায় ৫০০ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ সভায় অত্রত্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ যে বক্তৃতা পাঠ করেন তাহার সারাংশ পাঠাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাশয়ের বিখ্যাত পত্রিকাপার্শ্বে স্থান দান করিলে যথোচিত বাধিত হইব। নিবেদন।

মফস্বলবাসিরা এই রূপে স্থানে স্থানে সভা করিয়া আপনদিগের পরদুঃখকাতরতাদি-গুণের পরিচয় প্রদান করুন।

৯ ই মাঘ বুধবার।

ফ্রিন্ড বলেন লার্ড এলগিন ও লেডি এলগিন উভয়ে একটী সভা করিবেন। ২৯এ রাত্রি ৯ টার সময় ঐ সভার অধিবেশন হইবে।

তিনি আরও বলেন ফেনান্সিয়াল মেম্বর সর চারলস ট্রিবিলিয়ান শনিবার মিলিটরি ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষদিগের আফিস দেখিতে গিয়াছিলেন সোমবার কষ্টম হাউস দেখিতে যাইবেন।

আউধ গেজেট বলেন যে, এলাহাবাদের লকমোটিভ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট, ডবলিউ ডবলিউ ক্যাম্পবেল সাহেব এলাহাবাদ ও জবলপুর রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টরদিগের নিকট হইতে মাসিক ২০০০ টাকা বেতনে এজন্ট ট্র্যাফিক ম্যানেজরের আফিসে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তিনি আরও বলেন ম. আহামদ আলির বিপক্ষে হত্যাকারি বলিয়া যে অভিযোগ হইয়াছিল এক্ষণে লক্ষ্ণৌর ডেপুটী কমিসনর কাপার সাহেবের উপর তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের ভারার্পণ হইয়াছে, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

তিনি আরও বলেন যে মারকুইস ব্রিডালবেনের মৃত্যুর পর লেপ্টনেণ্ট জেনিরেল সি কাম্পবেল সাহেব তাঁহার পদের ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তিও কম নয় ১৫০০০০ টাকার অধিক হইবে। কাম্পবেল সাহেব এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া [illegible]

হন, এই [illegible]

ফিল্ডি [illegible]

৫ টার সময় [illegible]

স্থিত হইয়া [illegible]

লাড় ফি-প্যাট্রিক [illegible]

সাহেবও সেইসময় [illegible]

কিন্তু সার হোপ গ্র্যাণ্ট [illegible]

বলিতে পারিনা। [illegible]

টাইমস অব ইণ্ডিয়া [illegible]

মহম্মদ বাসাদি [illegible]

নামক তিন জনে [illegible]

রা মৃত হইয়াছে, এক্ষণ [illegible]

নাই, আমরা [illegible]

পাই। গবর্ণমেণ্ট [illegible]

নিতান্ত আবশ্যক। [illegible]

এক জন মাজাজবাসী [illegible]

টাকা লইবার উপক্রম [illegible]

ছিল পরে আহাকে পুলিসের [illegible]

সে ব্যক্তি পুলিস হইতে [illegible]

ইহাদেত পুলিস কর্ম্মচারী [illegible]

ব্যতীত আর কি বলা যাইতে [illegible]

১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

মাদ্রাজে একটী নূতন [illegible] হইয়াছেন; তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের [illegible] নিকটে মাটী প্রস্তুত [illegible] বেন। তাঁহাদিগের ২ [illegible] প্রতি অংশ এক শত [illegible] অকটরলনী গবর্ণমেণ্টে [illegible] লণ্ডনে ইহার জন্য গব [illegible] ভারতবর্ষ ও সিংহলে [illegible] বে। পরস্তিক ওয়ার্ক [illegible] অনেক শকুনীর মাজাজ [illegible]

মাদ্রাজ একজা [illegible] রাজা মাদ্রাজে আসিতেছেন।

উক্ত পত্র আরও লিখিয়াছে [illegible] ব্যবস্থাপক সভার এক জন নিযু [illegible] বেন।

[illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible]

[illegible] দিয়াছেন [illegible] মূল ধনে [illegible] না হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ব্যয়ের [illegible] কিছু টাকা দিবেন। [illegible]

করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার বিচার হইতেছে।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া অনুমান করেন সমুদায় ভারতবর্ষের জন্য এক প্রকার দেওয়ানী আইন করিবার যে কমিসন হন তাঁহারা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার আগত অধিবেশনে আপনাদিগের রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন। ভারতবর্ষের এক প্রকার দায় ভাগ হওয়া অসম্ভব তবে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রচলিত করিতে পারিলে এক দিন সম্ভাবনা থাকে।

ইঙ্গলিশম্যান সর চারলস উডের সিবিলিয়ানদিগে, ভূমি ও ব্যবসায়ের বিষয়ে আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর চারলস উড যাহা করিবেন শ্রীরামপুরের মহামতি তাহার কিছুই ভাল বলিবেন না। প্রধান কথা।

ফিনিক্স বলেন রেবিনিউ বোর্ডের হস্তে ইনকম টাক্সের কার্য্য যাইতেছে। কলিকাতার কমিসনর বর্গ বিদায় পাইবেন এবং তাঁহাদিগের সেক্রেটারির পদ উঠিয়া যাইবে। কোন ক্ষতি নাই।

উক্তপত্র বিশেষ কারণে বলিয়াছেন সর চারলস ট্রিবিলিয়ান শীঘ্র ইনকমটাক্স উঠাইয়া দিবেন। ভারতবর্ষ তাঁহার নিকটে এই প্রত্যাশা করেন।

১১ ই মাঘ শুক্রবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুরোধানুসারে সর চারলস উড আজ্ঞা দিয়াছেন ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আলাহাবাদে নূতন আফিস প্রভৃতি হইবে। কাপ্তেন পাইল এই ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নূতন কণ্ট্রাক্ট কোম্পানি বাটী প্রস্তুতের ভার লইবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সদর দেওয়ানী আদালত আজ্ঞা দিয়াছেন যে কোন বিচারপতি কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে দৃষ্ট করিবেন, তাহাকে হয় মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করিবেন নচেৎ নিজে অনুসন্ধান করিয়া সেসিয়নে সমর্পণ করিবেন। সকল সময়ে একাজ হয় তবেইত।

ইংলিসম্যান নিশ্চয় রূপে অবগত হইয়াছেন এডমণ্ড ষ্টোনসাহেব পদত্যাগ করিলে হারিংটন সাহেব তদীয় পদে নিযুক্ত হইবেন আমাদিগের ইচ্ছা ও তাই।

রিকর্ডার বলেন মঙ্গলবার এক জন মাত্রা স্ত্রী ভৃত্যের মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিতেছিল? তাহাকে হত করা হইয়াছে এমত বোধ হইয়াছিল।

উক্ত পত্র লণ্ডন হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সর হিউরোজকে পদচ্যুত করা হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতির পদ উঠিয়া যাওয়া সম্ভব। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সির এক এক প্রধান সেনাপতি হইবেন। সর রবার্ট নেপিয়র যুদ্ধ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি স্বরূপ সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিবেন। কেম্ব্রিজের ডিউক যদি সর হিউরোজকে বিচারের ভ্রমের জন্য যদি পদচ্যুত করেন তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় সেনাদল এক জন বীর হারা ইবেন। কুলী ও ক্রিষ্টলী ঘটিত বিষয় যদি এত দোষের হয়, ডিউক অব কেম্ব্রিজ ইহা অপেক্ষা গুরুতর দোষ করিয়াছেন। ধর্ম্মনীতির বিষয়ে ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি বিখ্যাত নহেন অধিক কি রাণীর পিতৃব্য না হইলে তিনি নিজে এত দিন পদচ্যুত হইতেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন দলীপ সিংহের তত্ত্বাবধায়ক সার জন লোগিন বোম্বাইতে আসিয়াছেন।

ফিনিক্স বলেন কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের এজেন্টের আফিসে এক সভা হয়। তথায় চতুর্থশ্রেণীর শকটের আবশ্যকতার বিষয়ে তর্ক হওয়াতে অধিকাংশ সভ্য ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রেইলওয়ে কোম্পানি আপনাদিগের পায় আপনারা কুঠার মারিতেছেন।

রেইলওয়েতে স্ত্রীলোকদিগের শকটে বেশ্যাদিগকে যাইতে দেওয়া উচিত নহে আমরা এই বলিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম ইণ্ডিয়ান রিকর্ডার তাহা কৌতুক ও হাস্যের উপযুক্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "কে বেশ্যা, কে ভদ্রমহিলা, ইহা কিপ্রকারে জানা যাইবে? আর ভাড়াদিলে বেশ্যারা কিজন্য না অন্য অন্য স্ত্রীলোকের সহিত" এক শকটে যাইতে পারিবে? রিকর্ডার এ প্রশ্ন এতদ্দেশীয় সমাজ নব ইউরোপীয় দিগকে করিয়াছেন? ইউরোপে যাহা হউক এদেশে বেশ্যা ও ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিবা মাত্র জানা যায় যদি ভাড়া দিলে এক প্রকার সম্ভব হয় তবে স্ত্রীলোকদিগের জন্য ভিন্ন শকটের আবশ্যকতা কি? সমাজের কি শেষ অবস্থায় ... শকট যখন আবশ্যক, তখন বেশ্যা দিগকে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব অসঙ্গত নহে। ইণ্ডিয়ান রিকর্ডার জানিবেন আমরা বিশুদ্ধ ... বটে, কিন্তু আমরা এক কালে ... ঘৃণা ও অসঙ্গত বোধ করি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার ডিরেক্টরের নিকট হইতে বর্ত্তমান বর্ষের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ... গের দুইখানি হিসাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ... ২৪ জন সিনিয়র ও ১৭০ জন জুনিয়র ... বৃত্তি পাইয়াছে। সিনিয়র শ্রেণীতে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধিকাংশ ছাত্র আছে, ... য়ের কলুটোলা বিদ্যালয় ও হুগলী কালেজ প্রধান। হিন্দুকুল ... কয়েকটি উত্তম বিদ্যালয় এবার অনেক ... হইয়াছে। আমরা আটকিনসন সাহেবকে ... জ্ঞাত করিতেছি, বিদ্যাশিক্ষার সাম্বৎসরিক রিপোর্ট ও অন্য অন্য কাগজ আমাদিগের নিকটে নিয়মানুসারে প্রেরণ করা হয়।

নিম্নলিখিত ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ... পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১ ম শ্রেণী।

রাসবিহারী ঘোষ	প্রেসি ডেন্সি কলেজ।
কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সংস্কৃত কলেজ।
কেশবনাথ বিশি	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
চন্দ্রনাথ বসু	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
চন্দ্রকুমার দাস	প্রেসিডেন্সি কলেজ।
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ফ্রিচর্চ ইনষ্টিটিউসন
ভুবনমোহন পোদ্দার	ফ্রিচর্চইন্ষ্টিটিউসন
গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	প্রেসিডেন্সি কলেজ

২ য় শ্রেণী।

কলিকাতাবিভাগ

বেণীমাধব দে	প্রেসিডেন্সি কলেজ
হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সংস্কৃত কলেজ।
ডবলিউ, জে, সিমন্স	ডবুটন কলেজ
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সিকলেজ
শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী	প্রেসিডেন্সি কলেজ

হুগলি বিভাগ।

কেশবচন্দ্র রায়	হুগলিকলেজ।
যোগেশ্বর, চন্দ্র	ঐ
রমাপ্রসন্ন সিংহ	

কৃষ্ণনগর বিভাগ।

হেমন্ত কুমার হার্ড — কৃষ্ণনগর কলেজ
শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — কৃষ্ণনগর কলেজ
অক্ষয়কুমার রায় — কৃষ্ণনগর কলেজ
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় — কৃষ্ণনগর কলেজ

বহরমপুর বিভাগ।

ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় — বহরমপুর কলেজ

ঢাকাবিভাগ।

গোচরণ চক্রবর্ত্তী — ঢাকা কলেজ
প্রমোহন সেন — ঢাকা কলেজ
দীননাথ সেন — ঢাকা কলেজ

নিম্নলিখিত ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোবরমেণ্টের বৃত্তি পাইয়াছেন।

১ম শ্রেণী।

অন্নদাচন্দ্র সরকার — হুগলি কলেজ
জি, ডবলিউ, ডেহি — ডবটন কলেজ
রাধাচরণ মিত্র — কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল
প্যারীলাল বসাক — কলিকাতা ফ্রিচর্চইনষ্টিটিউশন
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল
যোগেন্দ্রনাথ বসু — ঐ
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — হাবড়া স্কুল
শারদাপ্রসাদ রায় — ঢাকাকালেজিয়েট স্কুল
বঙ্কুলাল চট্টোপাধ্যায় — হুগলি কালেজিয়েট স্কুল
আনন্দমোহন বসু — ময়মনসিং স্কুল

২ য় শ্রেণী।

কলিকাতা বিভাগ।

আব্দুল উজিন — কলিকাতা মাদ্রাসা
রাসবিহারী মল্লিক — ফ্রিচর্চইনষ্টিটিউশন
ত্রৈলোক্যনাথ বসু — ঐ
উপেন্দ্রলাল বসু — কোলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল
গিরিশচন্দ্র দে — ডবটন কলেজ
পূর্ণচন্দ্র বসু — কোলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল
ভূবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — জেনারেল এসেম্বিজ ইনষ্টিটিউশন
মতিলাল রায় চৌধুরী — কোলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল
যদুনাথ মিত্র — ফ্রিচর্চ ইনষ্টিটিউশন
হরিবল্লভ বসু — হিন্দুস্কুল
গোবিন্দ প্রসাদ রায় — ঐ
প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ — ঐ
এস, আর, আপকারকিন — ডবটনকালেজ
প্রসন্নপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় — কোলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল
গোপাল লাল মিত্র — ওরিএণ্টেল সেমিনারি
রজনীকান্ত গুপ্ত — কলিকাতাট্রেনিং স্কুল
জয়গোপাল সিংহ — ফ্রিচর্চইনষ্টিটিউশন
চার্লস পিটরসন — সেণ্টপালের স্কুল
আব্দুর রজাক — কলিকাতা মাদ্রাসা

হুগলিবিভাগ।

করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় — উত্তরপাড়াস্কুল
সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় — হুগলিব্রাঞ্চস্কুল
আমিরআলি — হুগলি কলেজিয়েট স্কুল
বরদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — উত্তর পাড়া স্কুল
বিরাজপ্রসাদ বসু — টাকি এডেড স্কুল
নকরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — হুগলি ব্রাঞ্চস্কুল
বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় — হুগলি কলেজিয়েটস্কুল
কিশোরীলাল চৌধুরী — জনাইট্রেনিং স্কুল
অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বলাগড়িয়া এডেড স্কুল
দেবেন্দ্রলাল সোম — হুগলি কলেজিয়েট
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় — উত্তর পাড়াস্কুল
কেদারনাথ দাস — ত্রিবেণীট্রেনিং ঐ
চুনিলাল দাস — হুগলি কালেজিয়েট স্কুল
মহেন্দ্রলাল গুপ্ত — সৈয়দপুর এডেডস্কুল

কৃষ্ণনগরবিভাগ।

শ্যামলাল দত্ত — নড়াল এডেড স্কুল
গিরিশচন্দ্র সিংহ — কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল
কেদার নাথ ঘোষ — যশোহর স্কুল
রামযদু বন্দ্যোপাধ্যায় — শান্তিপুর এডেড স্কুল
মোহিনচন্দ্র সরকার — পাবনা স্কুল
ক্ষেত্রগোপাল রায় — ভগবানপুর স্কুল
কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল — রাজসাহি স্কুল

ঢাকাবিভাগ।

ললিতমোহন রায় — ঢাকাপগোজ স্কুল
মোহিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কালিপাড়া এডেডস্কুল
সেরাজুল ইসলাম — ফরিদপুর ঐ
বঙ্কুবিহারি গুপ্ত — ঢাকাপগোজ ঐ
রাজমোহন দে
শ্যামাচরণ সেন — ঢাকাকলেজিয়েট ঐ
বৈকুণ্ঠনাথ রায় — টাঙ্গাইল এডেড ঐ
কালীপ্রসন্ন বসু — বরিশাল ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা — ঢাকাপগোজ ঐ
তারানাথ চক্রবর্ত্তি — ফরিদপুর ঐ

৩য় শ্রেণী।

কলিকাতা বিভাগ।

প্রিয়নাথ মল্লিক — কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল
এচ, এ, জিউএট — ডবটনকালেজ
তুলসীদাস শীল — কলুটোলাব্রাঞ্চস্কুল
বেণীমাধব দত্ত — কলিকাতা ট্রেনিংস্কুল
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় — ঐ
মতিলাল দত্ত — ফ্রিচর্চইনষ্টিটিউশন
হিরালাল বিশ্বাস — কলুটোলাব্রাঞ্চস্কুল
হৃদয়নাথ বন্দ্য — ফ্রিচর্চ ইনষ্টিটিউশন
কেদারনাথ বসু — কলুটোলাব্রাঞ্চস্কুল
কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস — শাসন ফ্রিকলেজ
ডব্লিউ, স্মিথ কোলিন্স — ডবটনকালেজ
কালীপদ সেন — কলুটোলাব্রাঞ্চস্কুল
শ্যামচরণ ঘোষ — কলুটোলাব্রাঞ্চস্কুল
গোবিন্দলাল মল্লিক — ফ্রিচর্চ ইনষ্টিটিউশন
বঙ্কিমবিহারী বিশ্বাস — জেনেরল এসেম্বিজ কালেজ
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — সংস্কৃতকালেজ
সতীকান্ত মল্লিক — কলিকাতাট্রেনিংএকাডেমি
উপেন্দ্রচন্দ্র বসু — ফ্রিচর্চ ইনষ্টিটিউশন
গুরুদয়াল চৌধুরী — কলুটোলাব্রাঞ্চ
কেশবচন্দ্র ঘোষ — হিন্দুস্কুল
নিমাইচন্দ্র বসু
নাগ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী — শ্যামবাজার এংলোভারনাকিউলার
কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — জেনেরল এসেম্বিজ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীনাথ মিত্র — কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমি
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — শাসন ফ্রিকলেজ
ত্রৈলোক্যনাথ পাল — কলিকাতা ট্রেনিংএকাডেমি

হুগলি বিভাগ।

কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় — সৈয়দপুর এডেড স্কুল
সারদাপ্রসাদ সেন গুপ্ত — বাঁশবেড়িয়া স্কুল
রাজকৃষ্ণ ঘোষ — হুগলি কালেজিয়েট স্কুল
পূর্ণচন্দ্র মিত্র — [illegible] এডেড স্কুল
গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় — [illegible] এডেড স্কুল
রসিকলাল ঘোষ — হুগলি কালেজিয়েট স্কুল
প্রসন্নকুমার সেন — কোন্নগর এডেড স্কুল
কর্‌লীচরণ সরকার — মেদিনীপুর স্কুল
গোপালচন্দ্র দত্ত — সোদপুর এডেড স্কুল
মহেন্দ্রনাথ বসু — হুগলি কলেজিয়েট স্কুল
কালীকুমার সেন — ঐ
রসময় সুর — বাঁকিপুর স্কুল
কার্ত্তিক চন্দ্র পাল — হুগলি ব্রাঞ্চস্কুল
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — [illegible] এডেড স্কুল
রজনী নাথ মিত্র — হুগলি কলেজিয়েট স্কুল
গিরিশচন্দ্র রায় — [illegible] এডেড স্কুল
সুধাংশুভূষণ রায় — কাশিপুর এডেডস্কুল
প্রসন্নকুমার রায় — সালকে এডেড স্কুল
অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — হাবড়া স্কুল
বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায় — শ্রীরামপুর কলেজ
শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — জনাই এডেডস্কুল
যদুনাথ বসু — বারাকপুর স্কুল
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — বারাসতস্কুল
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় — খোরাএডেডস্কুল
বিপিনবিহারী দত্ত — মেদিনীপুরস্কুল
নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — ইলছোবাসওলাই এডেডস্কুল

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীমহেশচন্দ্র প্রামাণিক স্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল না, পত্রপ্রেরক কিছু দিন দেখুন যদি পুনরায় উপদ্রব করে, পুনরায় রাজগোচর করিবেন, অবশ্য প্রতীকার হইবে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ,, এই স্বাক্ষরিত পত্রের লিখিত বিষয় সোমপ্রকাশের উপযোগী নহে।

" শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়ের " প্রেরিত পত্রের বক্তৃতা অংশ অতি দীর্ঘ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল এবং মূল পত্র বিবিধসম্বাদ স্থলে গৃহীত হইল

যে অযথার্থ কহিতেছেন, নিশ্চয় করিতে না পারিয়া " শ্রীকালীকমল রায় , এই স্বাক্ষরিত পত্র প্রকটিত হইল না

বটব্যালের পত্র প্রকাশ করা গেল না, তাহার কারণ এই, তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলের অনুমোদিত হইবে না।

ইলছোবা মণ্ডল ই সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ঘটিত পত্র যে উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে, সম্বাদ পত্রে প্রচার করা, অপেক্ষা মাজেষ্ট্রেটদিগের গোচর করিলে তদ্বিষয়ে অধিক উপকার দর্শিবে।

ভারতবর্ষীয় সভা সংক্রান্ত পত্রে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদায়ই সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, তবে পত্রপ্রেরক শাখা সভার বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় না বলিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে, শাখা সভার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করা অতিশয় আবশ্যক।

কালিশঙ্কর বিশ্বাস প্রভৃতি বক্তব্য এই, চৌকিদারী টাক্স হইয়া যদি সেই অর্থ রাজকোষ গত না হইয়া গ্রামের উন্নতির নিমিত্ত ব্যয়িত হয়, এ টাক্স হওয়া অসঙ্গত নয়। তবে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে বলিয়া পত্রপ্রেরক যে কোন লিখিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর করিলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে।

প্রেরিত

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ
সম্পাদক মহাশয়েষু।

আপনার প্রায়ই ব্রাহ্মদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকেন ও আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে ব্রাহ্মদিগের দ্বারা, এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, প্রায় কখনই ব্রাহ্মদিগের নিন্দা কিম্বা কুৎসা আপনকার পত্রিকায় দেখিতে পাই নাই। এই সকল কার্য্য দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে আপনি আধুনিক ব্রাহ্মদিগের অনুরাগ করেন ও ব্রাহ্মদিগের এক জন বন্ধু। আমিও পূর্ব্বে আপনকার মতপ্রবিষ্ট ছিলাম, সম্প্রতি বিলক্ষণ অনুধাবন করিয়া দেখিলাম যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমাদের দেশে কিছু করিতে পারিতেছে না, ও ব্রাহ্মদিগের কার্য্য সকল আমার অল্প বুদ্ধিতে সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। কিছু দিন হইল অযোধ্যানাথ পাকড়াসি কি প্রণালীতে পৈতৃক শ্রাদ্ধ করিলেন তাহার তত্ত্ব আমি জানিতে পাইলাম না। সম্প্রতি কেশব বাবুর পুত্রের জাত কর্ম্ম দেখিতে গিয়াছিলাম সেখানে 'শিশুর আয়ুদেও শ্রীদেও ইত্যাদি' প্রার্থনা শুনিলাম কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে পড়িয়াছিলাম যে " আমরা পৌত্তলিকদিগের মত আয়ু দেও ধন দেও ইত্যাদি প্রার্থনা করি না। অন্তর কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যে দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে ব্যাখ্যান দিতে দিতে উক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তিনিই আবার কেশব বাবুর পুত্রের জাত কর্ম্ম উপলক্ষে এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলেন আমি যখন এই সকল চিন্তায় ব্যাকুল আছি তখন আবার কেশব বাবুর পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি আমাকে সমাচার দিলেন যে "প্রিয়তম বাটিতে এই সকল ধুমধাম দেখিতেছ কিন্তু বাটীর ভিতর পৌত্তলিক ক্রিয়া অনুসারে ষষ্ঠী পূজা সম্পন্ন হইয়াছে " এই বাক্য শুনিয়া আমার কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, ভাবিলাম ব্রাহ্মদিগের সকল কার্য্যই কপট দেখিতে পাই।। কেশব বাবু—যাঁহাকে আমরা নির্ম্মল চরিত্র ব্রাহ্ম বলিয়া জানি, তাঁহার বাটীতে এই প্রকার ব্যবহার হইল। আবার মনে করিলাম, অন্য বাবুর পুত্রের যে দিন অন্নপ্রাশন ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে হইয়াছিল তাহার দিন দুই পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া কেশব বাবু স্বাভাবিক অপত্যস্নেহে বশীভূত হইয়া ষষ্ঠী পূজা করাইলেন এবং বাহিরে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান করিলেন।

৪ঠা মাঘ } শ্রীদিননাথ শর্ম্মা।
১৮৬৩

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহোদয়েষু।

মহাশয়! আপনার ২২শ পৌষের সোমপ্রকাশে বিবিধ সংবাদ মধ্যে একটী অদ্ভুত সংবাদ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু অযোধ্যানাথ পাকড়াসি মহাশয় তাঁহার পিতার মৃত্যু দিবসাবধি দশ দিন পর্য্যন্ত উত্তরীয় ধারণ, পাদুকা পরিত্যাগ, কম্বলে শয়ন, হবিষ্যান্ন ভোজন প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মতে পিতৃ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এক অদ্ভুত সংবাদ সন্দেহ নাই। হায়! পাকড়াসি মহাশয় দুই দলের মনোরক্ষা করিতে গিয়া কি নির্ম্মল ব্রাহ্ম ধর্ম্মে কলঙ্কারোপ করিলেন? তিনি যদি লোকভয়ে এতই ভীত হইয়া ছিলেন, তবে ব্রাহ্ম মতে শ্রাদ্ধ করিতে গেলেন কেন? ব্রাহ্মেরা কি দশোরাত্রি বিভাগ করিবার জন্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মেরা কি অদ্যাপিও লোকভয়ের এত দাস? সম্পাদক মহাশয়! যদি পাকড়াসি মহাশয় (যেহেতু ইনি জাতিতে, ব্রাহ্মণ) দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিলেন তবে ইহার মতে বৈদ্য ব্রাহ্মেরা ১৫ দিন, শূদ্র ব্রাহ্মেরা এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিবেন, ইহার অনুরোধে ব্রাহ্মদিগকে জাতিভেদ স্বীকার করিতে হইল। বড়ই আক্ষেপের বিষয়। সম্পাদক মহাশয়! মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মদিগের এপ্রকার কার্য্যের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অনেকেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন, উপাসকের দোষে কখন ধর্ম্মের দোষ হয় না।

অবশেষে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে কিছু না বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। যাহাতে আর উপরি উক্ত ঘটনা না হয় এজন্য ব্রাহ্মদিগের সাবধান থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২রা মাঘ } কোন এক জন
১২৬৯ ব্রাহ্ম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ২২শে ডিসেম্বর সোমপ্রকাশে অনুগ্রহ করিয়া আমার যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার লিখিত প্রতিজ্ঞা অনুসারে উলাগ্রামের মারীভয় নিবারণী সভার বক্তৃতার তাৎপর্য্য নিম্নে লিখিলাম। প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

" উলা " এই গ্রামের নাম বোধ হয় সকল বঙ্গবাসিগণই শুনিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব সুখসৌ-

সোমপ্রকাশ

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

৫ ভাগ। ১০ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ২১এ মাঘ। ইং ১৮৬৩। ২ ফেব্রুয়ারি { [illegible]িক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশের অবয়ব বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

আজি অবধি সোমপ্রকাশের আর এক ফরম বৃদ্ধি হইল। অতঃপর যাঁহারা মাসিক মূল্য দান করিবেন, তাঁহাদিগকে ১৷৷০ দেড় টাকা দিতে হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা অপরিবর্ত্তিত রহিল। মফস্বলের গ্রাহকদিগকে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে। বার্ষিক ডাক মাশুল ৩৷৷০ হয়, কিন্তু যাঁহারা মূল্য প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠি রেজেষ্টরী করিয়া দিবেন, তাঁহারা তাহার ব্যয় চারি আনা) বাদ পাইবেন। যাঁহারা খত ডাক মাশুল দিতে অসমর্থ হইবেন, জানাইবেন আমাদিগের হৃৎপ্রত্যয় হইলে তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

মুদ্রারাক্ষস।

১৮৬২র এক্টেন্সের নিমিত্ত মুদ্রারাক্ষস পুনঃ শোধিত হইয়া কলিকাতা মৃজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে ১ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। বিদেশীয় গ্রহীতাগণ তথায় বা সংস্কৃত কালেজে শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট পোষ্টেজ ও মূল্য পাঠাইলে পাইবেন প্রত্যেক পাচ খানার একখান এক সের।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা

বিজ্ঞাপন।

বিচার পদ্ধতি।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বিচারালয়ের বিচার প্রণালী দৃষ্টে যে সকল বিচার পদ্ধতি প্রকটিত হইয়াছে, বিশেষতঃ মহামান্য জে ডবলিউ স্মিথ সাহেবের প্রণীত যে বিচার পদ্ধতি প্রধান প্রধান আদালতের ব্যবহারার্থ ইংরাজী ভাষায় বিরচিত হইয়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইতে এ প্রদেশের ব্যবহার উপযোগী ও প্রয়োজনীয় এবং যদ্দ্বারা বিচারের নিয়ম বোধ গম্য হয়, এমত বিবিধ বিধান ঢাকার ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু গৌরমোহন দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ আমাদিগের গ্রন্থালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

গুপ্ত ব্রাদর্স

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী

১৫ই জানুয়ারি ১৮৬৩

বিজ্ঞাপন।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী বাটিকেমারি মহব্বতপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লইবার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি কলিকাতার জাডিন স্কিনর কোম্পানির নিকটে আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশ।

২১এ সোমবার।

আমরা গত বারে কোন কারণ বশতঃ সোমপ্রকাশের সমুদায় কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারি নাই, কেন কোন বিষয়ে সহকারিদিগের উপরে ভারার্পণ [illegible] হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অনবধান[illegible] গত বারের সোমপ্রকাশের কতিপয় [illegible] হেয়ালিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] তন্নিমিত্ত যার পর নাই ক্ষুব্ধ [illegible] বোধ হয় পাঠকগণ আপনাদিগের [illegible] গুণে এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

বোম্বাইয়ের রামচন্দ্র বালকৃষ্ণ [illegible]ণ্ডে গমন করিবার সঙ্কল্প করি[illegible] আমরা গতবারে এ সমাচার পাঠক[illegible] গোচর করিয়াছিলাম, [illegible] আত্মীয়ের নিকটে তাঁহার ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্যাদি শ্রবণ করিলাম। তিনি [illegible] মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। বোম্বাইয়ের কয়েক জন পারসী তাঁহাকে এজেণ্ট করিয়া পাঠাইতেছেন। শুনা গেল, কলিকাতার কোন কোন বণিকও তাঁহার [illegible]সাহ দানে উন্মুখ হইয়াছেন। [illegible] আনন্দের সম্বাদ। এদেশীয় লোকেরা যত দিন এই রূপ এজেণ্ট ও প্রতিনিধি হইয়া ইউরোপ খণ্ডে গমন পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ না করিবেন, তত দিন এদেশের কাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট লাভ সম্ভাবনা নাই। আমরা এবম্বিধ বিষয়ের নিমিত্ত দেশীয় লোকদিগকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিয়া থাকি।

রামচন্দ্র বালকৃষ্ণ উপযুক্ত লোক। ভারতবর্ষের অবস্থা সংশোধন বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ যত্ন আছে। তাঁহার অন্তঃকরণ উদার। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করি-

...কেবল বাণিজ্য বলিয়া ... ভারতবর্ষের অনেক বিষয়েই শ্রেয়োলাভ সম্ভাবনা আছে।

—•—

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কারাবাস হইতে মুক্তি লাভের সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আমরা যে মন হৃষ্ট হইয়াছিলাম, তেমনি আর একটী জনশ্রুতি শুনিয়া অনাহ্লাদিত হইলাম। শুনা গেল কারাবাস দণ্ড এখনও তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দমন কার্য্যে আচার্য্যতা করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; এখনও তিনি বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; এখনও তিনি অসত্তের পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া বিপক্ষগণকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। যাহা হউক, এসম্বাদ যদি সত্য হয়, অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। ক্ষোভের কারণ এই, জয়কৃষ্ণ বাবু কেবল মনুষ্য সমাজের কণ্টক স্বরূপ অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ নহেন। তাঁহাতে পদার্থ আছে। তাঁহার তুল্য অধ্যবসায়শীল চতুর ও দক্ষ লোক এদেশীয় জমীদারবর্গে অল্প দৃষ্ট হন। তিনি দেশহিতকর অনেক সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার যদি দুই একটী প্রধান দোষ না থাকিত, তিনি এক জন মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। ঐ দোষ দুগ্ধকুম্ভে বিন্দু মাত্র গোমূত্রের ন্যায় তাঁহার সমুদায় সৎক্রিয়ানুষ্ঠানকে বিফল করিয়া তুলিয়াছে।

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দ্বীপান্তরবাসী হইয়াছেন, তাহার নিমিত্ত আমরা ক্ষণকালও কাতর হই না। কারণ তিনি কেবল মনুষ্য সমাজের কণ্টকস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হইতে দেশের উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগের দোষ দুর্নাম শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে অতিশয় ব্যথা জন্মে। আমরা মধ্যে এক দিবস শ্রবণ করিলাম, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের চীৎপুরের বাগানে এক ব্যক্তি মদ্যে নেশা হয় না বলিয়া তাহাতে মরফিয়া (অহিফেনসার) মিশ্রিত করিয়া খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তৎসংক্রান্ত এইরূপ একটী ভয়ঙ্কর জনরবও উঠিয়াছিল যে কালীপ্রসন্ন বাবু রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত মদে মরফিয়া মিশাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সম্বাদ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র আমাদিগের অন্তঃকরণ যৎপরোনাস্তি পরিতাপিত হইল। পরিতাপের কারণ এই, কালীপ্রসন্ন বাবু হইতে বঙ্গদেশের অনেকবিধ উপকার লাভ হইতেছে, তাঁহার আলয়ে একপ একটী অনর্থকর কুৎসিত ঘটনা হইল। শান্তিরক্ষকেরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করাতে তাঁহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনাও হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে তিনি নির্দ্দোষী হইয়াছেন।

যাহা হউক, অদ্য এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার তাৎপর্য্য এই, এদেশের ভাগ্যবানদিগের অনেকের অসৎসংসর্গ প্রভাবে অনেক দোষ ও অপবাদ ঘটিয়া থাকে। তাহাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সে সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সংসর্গশুদ্ধ হন এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। আমাদিগের অন্তঃকরণ তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ শ্রবণেই সমুৎসুক, নিন্দাবাদ শ্রবণে নহে।

•

কলিকাতার কয়েক জন ব্রাহ্মণই যে কেবল মনু... দেখাইতেছেন একপ নয়, আর এক দল ক্ষেপিয়াছেন। কয়েক জন সুবর্ণবণিক যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বৈশ্য হইবার চেষ্টা পাইতেছেন। অনেক দিন অবধি এ বিষয়ের গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। এতৎসংক্রান্ত একটী ব্যবস্থাও প্রকটিত হইয়াছে। এই সপ্তাহে আমাদিগের এক আত্মীয় এক খানি ব্যবস্থা পত্র আমাদিগের হস্তে আনিয়া দিলেন। তাঁহার মানস এই, আমরা এই বিষয় ... কিছু আন্দোলন ও বিচার করি; কিন্তু সুবর্ণবণিকেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে জগতের যে কি ইষ্টলাভ হইবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না, সুতরাং এবিষয়ের বিচারে প্রবৃত্তি জন্মিল না। অনুরোধকারী আত্মীয়ের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, অনেক জুটিয়াছে, আমাদিগকে এই দলে ফেলিয়া আর দল ভারী করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রস্তাবটী লিখিতে লিখিতে আমাদিগের একটী ভাবনা উপস্থিত হইল, যে কালে যে বিষয়ের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়, সে কালের এক একটী বিশেষ বিশেষ নাম হইয়া থাকে, যথা—"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি" ইত্যাদি ইংরাজী ভাষায় গোল্‌ডেন এজ, আইরন এজ প্রভৃতি আছে, কলিকাতার এই বর্ত্তমান অবস্থাসূচক তেমন একটী কি নাম দেওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের উপরেই সেই নামটী মনোনীত করিবার ভার অর্পণ করিলাম। আমাদিগের মনে যে নামটী উদয় হইয়াছে, আমরা তাহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলাম না।

সর চার্লস ট্রিবিলিয়ানকে অভিনন্দন পত্র দান।

কমস চেম্বরের সভাপতি জে, এন বুলেন সাহেব প্রভৃতি বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া ১০ই মাঘ শনিবার এবং ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর প্রভৃতি এদেশীয়দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ১৩ই মঙ্গলবার সর চার্লস ট্রিবিলিয়ানকে সম্ভাষণ করিয়া এক এক অভিনন্দন পত্র দান করিয়াছেন। ঐ উভয়বিধ অভিনন্দন পত্র অনুবাদিত হইয়া স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

সর চার্লস ট্রিবিলিয়ান উভয় যথাযথ উত্তর দান করিয়া অভিনন্দন পত্রদাতৃগণের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন। উভয় পত্রেই অভিনন্দন কর্ত্তা ও উত্তরদাতা উভ

য়েরই যোগ্য ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পঁচিশ বৎসরেরও অধিক হইবে সর চারলস ট্রিবিলিয়ান সিবিলিয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে রাজা রাধাকান্তদেব ও কালীকৃষ্ণদেব বাহাদুরের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। বহুকালের পর পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ হওয়াতে সেই পূর্ব্ব ভাব স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। কিয়ৎক্ষণ পরস্পর আলাপ সুখ অনুভব করিয়া প্রীতি লাভ করেন। এদেশের প্রতি চারলস ট্রিবিলিয়ানের যে অকপট স্নেহ আছে, তাহা এই আলাপক্রিয়া ও তিনি অভিনন্দন পত্রের যে উত্তর দান করেন তদ্দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

সর চারলস ট্রিবিলিয়ান এদেশে আগমন করাতে অভিনন্দন পত্রদাতৃগণ কেবল যে অকৃত্রিম আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ নয়, তাঁহা হইতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মহাভীষ্ট লাভের যে সম্পূর্ণ আশা আছে, তাহাও প্রকাশ করা হইয়াছে। কাহার কি বাঞ্ছিত বিষয়, অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে তৎপরিচয় লাভ দুরূহ হয় না। বাণিজ্য দ্রব্যের কর কমিয়া যায় এবং রাস্তা ঘাট প্রভৃতি সুন্দররূপ হইয়া উহার সবিশেষ উন্নতি হয়, ইহাই বণিক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রার্থিত বিষয়। ভারতবর্ষীয় সভা এদেশের প্রতিনিধি; ইনকম টাক্স এদেশীয়দিগের বিষম বিদ্বিষ্ট পদার্থ; ঐ টাক্সটী রহিত হয়, ইহা যে ঐ সভার প্রতিনিধিগণের প্রধান প্রার্থনীয় হইবে একথা বলা বাহুল্য।

চারলস ট্রিবিলিয়ান হইতে উভয়বিধ অভিনন্দন পত্রদাতৃগণেরই যে মনোরথ পূর্ণ হইবে তাহার বিলক্ষণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া অবধি সুস্থির নহেন, বিশেষ বিশেষ কার্য্যালয় দর্শন করিতেছেন। কষ্টম হউস ও ইনকম্ টাক্স আফিস উভয় স্থলেই তাঁহার তুল্যরূপে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। তিনি ত স্বয়ংই ইনকম টাক্সের প্রতিবাদী, অতএব তাঁহার যে তদুন্মূলন চেষ্টা জন্মিবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে, বাণিজ্য দ্রব্যকে করগ্রহ হইতে মুক্ত করাও তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি ভারতবর্ষীয় সভার প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তর দান কালে স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, অন্য সমুদায় শ্রেণীর বিষয় তিনি তুল্যরূপে দর্শন করিবেন।

যে উপায় দ্বারা এতদ্বিষয়িণী অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, জনরবে শুনা যাইতেছে, তিনি তদবলম্বন চেষ্টায় উদাসীন নহেন। মান্দ্রাজে জনরব উঠিয়াছে, সৈন্য কমাইয়া দেওয়া হইবে, এখনেও অনেকে কাণাকাণি করিতেছেন যে সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইবে। আর পরিত্যাগ চেষ্টা করিতে গেলে ব্যয় সংক্ষেপ ব্যতিরেকে তদ্বিষয়ে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা কি? প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্য ও সিবিলিয়ানদিগের মোটা বেতনই ভারতবর্ষীয় কোষগৃহ শুষ্ক ও শূন্য করিতেছে। আমরা বরাবর সৈন্য সংক্রান্ত অনাবশ্যক ও অসঙ্গত ব্যয়ের বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। চারলস ট্রিবিলিয়ান যদি পবলিকওয়ার্কের বিশেষতঃ রেলওয়ের ডাকাইতদিগের বিষয়ে কিছু মনোযোগ করেন, অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আনিতে পারিবেন।

হিলির মকদ্দমা, সাক্ষির জবান বন্দী ও বিচার।

১৪ই মাঘ সোমবার হিলির বিচার আরম্ভ হয়। যাবতীয় পেটিজুরি, বিস্তর দর্শক ও অন্য অন্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১ ঘটিকার পর বিচারপতি সর চারলস জাকসন আসন পরিগ্রহ করিলে ক্লার্ক হিলির অপরাধবৃত্তান্ত পাঠ করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী বাদিনী; হিলি প্রতিবাদী। ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ উকীল আডবোকেট জেনেরল ও গ্রেহাম সাহেব, প্রতিবাদীর পক্ষ উকীল ডইন ও পাল সাহেব। বাদীর উকীল আডবোকেট জেনেরল কাউই সাহেব প্রথমে নিম্ন লিখিত বক্তৃতা করিলেন:—

জুরি মহাশয়গণ! আমি আপনাদিগকে যে মকদ্দমার বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা অতি গুরুতর। সাধারণ বিষয়ে যে কোন বৈলক্ষণ্য থাকুক না কেন এবং সংবাদ পত্রাদিতে যে কিছু বলা হউক না কেন, আমি প্রার্থনা করি আপনারা যথার্থ প্রমাণ গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষরূপে আত্মমত প্রকাশ করিবেন। হিলির বিষয়ে আপনাদিগের বিচার্য্য এই— ঐ ব্যক্তি রুহিমুল্লাকে বধ করিয়াছে কি না? ১৮৬১ অব্দের ২৬এ নবেম্বর শেষ রাত্রিতে কতকগুলি লোক এক [illegible] হইয়া বড়াখালি গ্রাম আক্রমণ করে। আক্রমণকারিদিগের বিশ ত্রিশ জনের হস্তে বন্দুক ছিল। তাহারা প্রথমে এক বার গুলি করাতে দুই তিন জন আহত হয়। রুহিমুল্লাও ঐ সময়ে আহত হয়। সে আহত হইয়া (সাক্ষিরা যেমন বলিয়াছে আমি কেবল তদনুসারে বলিতেছি) আপন অন্তঃপুরে গমন করে। তথায় তাহার বক্ষঃস্থলে এক গুলি লাগাতে তাহার মৃত্যু হয়, পরে তাহার মৃত দেহ এক নৌকাতে করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার মৃত দেহ অদ্যাপিও পাওয়া যায় নাই। অতএব প্রথমে এই প্রশ্ন হইতেছে সে যথার্থ প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না? কিন্তু তাহার এক জন নিকট আত্মীয় বলে বন্দুকের গুলি লাগিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এক জন ইউরোপীয় তাহাকে বধ করিয়াছে ইহাও সাক্ষিরা বলিয়াছে কিন্তু সেই ব্যক্তি হিলি কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে হত্যাকারী

বলিয়া কেবল অপরাধী করিতেছেন। সে যে আক্রমণের সময় ছিল, এবং অন্যকে হত্যা ও লুঠ প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি দেয়, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বাদী নহেন। অতএব আপনারা যদি দেখেন সে নিজে হত্যা করিয়াছে, তবে তাহাকে দোষী বলিবেন, নচেৎ এককালে মুক্ত করিবার অনুরোধ করিবেন।

কাউই সাহেব তৎপরে লুঠ প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিলেন কিন্তু স্পষ্ট বাক্যে হিলির প্রতি কোন দোষারোপ করিলেন না। পরিশেষে বলিলেন হিলি মুক্ত হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। আরো তিনি এ কথাও বলিলেন সাক্ষিদিগের বাক্যে বহু [illegible] আছে এবং সাক্ষিদিগের সকলে হিলিকে স্পষ্ট হত্যাকারী প্রমাণ করিতে পারে নাই। তৎপরে নিম্ন লিখিত সাক্ষিগণের জবানবন্দী হইল।

হিলির ভগিনীপতি ক্রান্সিস বিয়ার বলিলেন হিলি এই দেশে জন্মিয়াছে, তাহার মাতা পিতা উভয়ে আয়রলণ্ডের লোক, আগামী এপ্রেলে তাহার ২১ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। পরে এক জন এতদ্দেশীয় সাক্ষী বলিল গত বৎসর ১২ই অথবা ১৩ই অগ্রহায়ণে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে রহিমুল্লার পায়ে প্রথমে গুলি লাগে, পরে সে বাটীর ভিতর পলায়ন করিলে বাহিরের দ্বার হইতে হিলি স্বহস্তে তাহার বক্ষঃস্থলে গুলি করে। তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। এই সেই হিলি তাহার সন্দেহ নাই। সে তখন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। জুরিগণ সাহেবের প্রশ্নানুসারে সে বলিল হিলি শরীরে রক্ত দেয় নাই এবং সে তার বা[illegible] ও রক্ত মাখা দেখে নাই।

অপর সাক্ষী সমিরুদ্দিও ঐ প্রকার [illegible] দিয়া হিলিকে যথার্থ হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। সে দাঙ্গার সময় রহিমুল্লার নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। [illegible] পূর্ব্ব সাক্ষীর ন্যায় স্পষ্টোক্তি ধানে বলিল, সে মরেল সাহেবের কয়েক জন লাঠিয়াল ও সিপাহীকে দর্শন করিয়াছিল। আর একজন সাক্ষীও এরূপ শপথ পূর্ব্বক হিলিকে হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল এবং হিলিকে চিনিয়া দিল। ঔষী বলিল, আমি রহিমুল্লার বাটীতে থাকিতাম। হিলি স্বহস্তে রহিমুল্লাকে বধ করে, পরে তাহার মৃত দেহ ও আমাকে এক নৌকায় লইয়া যায়। হিলি প্রথমে সেই নৌকায় ছিল। হিলি যাবতীয় দস্যুকে লুঠ ও বধ করিতে উৎসাহ দেয়। বড়ু ও ঐ প্রকার সাক্ষ্য দিল। রহিমুল্লার স্ত্রী কলগা বিবি বলিল, আক্রমণকারিরা বাটীর নিকটে আসিলে রহিমুল্লা গবর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডেশ্বরীর দোহাই দিয়া হিলিকে বলিল "আমাকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া চল কিন্তু আমাকে প্রাণে নষ্ট করিও না, আমার অনেক পোষ্য পরিবার আছে, আর যদিও আমাকে বধ করা তোমাদিগের একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, দোহাই ঈশ্বরের আমার পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের কোন প্রকারে অপমান করিও না।" হিলি স্বহস্তে রহিমুল্লাকে গুলি করে। পশ্চাৎ তাহার আজ্ঞানুসারে আমাকে ও মৃত ব্যক্তির দেহ অন্য অন্য ব্যক্তির সহিত লইয়া যাওয়া হয়। রহিমুল্লার একটি পুত্র ও কয়েকটি স্ত্রীলোক গুলি দ্বারা আহত হয়। কোন প্রকারে হিলির লোকেরা বিষয় শ্রবণ করে নাই। সে সময়ে আমি এমনি ভীত হইয়াছিলাম যে হিলির কি প্রকার বস্ত্র তাহা দর্শন করি নাই।

তোবি বিবিও ঐ প্রকার বলিল। সে হিলিকে চিনিতে পারেনা, কিন্তু নিশ্চয় রূপে বলিল এক জন ইউরোপীয় তথায় উপস্থিত ছিল। সেখচাঁদও ঐ রূপ বলিল। বিশেষের মধ্যে এই বলিল যে হিলির মুখের কিয়দংশ সে দেখিয়াছে, এবং সে যে মরেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সাউদ্দি বলিল, সে হিলিকে স্বহস্তে গুলি করিতে দেখে নাই, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া একথাও বলিতে পারে না যে হিলি হইতে একাজ হয় নাই। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিলেন আমি গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে বড়খালির দাঙ্গার কথা শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিয়াছিলাম। তিন জন সাক্ষীর জবানবন্দি লই, তাহার মধ্যে এক জন মৃত প্রায় ছিল। ১২ই ডিসেম্বর খুলনিয়ায় হিলির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। মরেলের কয়েক জন প্রজার উপর সন্দেহ হওয়াতে আমি হিলিকে তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে বলি। হিলি বলিলেন তাহারা নির্দ্দোষী। হিলির নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাহা বলিলেন না। মরেলের বাটীর ভিতর হইতে দুই ব্যক্তিকে বাহির করা হয়। ৬ই ডিসেম্বর হিলিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিয়াছিলাম। হিলির এক জন বন্ধু গত জুলাই মাসে বলেন যাহাকে হিলি বলিয়া ধৃত করা হইয়াছে সে বস্তুত হিলি নহে। হিলি যে হত্যাকারী একথা অনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে বলিয়াছে।

পুলিষ জমাদার দীনবন্ধু সিংহ বলিল, আমি হিলিকে স্বচক্ষে দাঙ্গাস্থলে দর্শন করিয়াছি। তাহার পর সে হিলিকে চিনিয়া দিল। কুন্দর্ৎ চৌকিদারও ঐকথা বলিল। হেনেরি লুই মিচেল হিলিকে আসামে ধৃত করেন। যখন সে ধৃত হয়, তখন সে প্রথমে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল। শেষে সে আপনাকে হিলি বলিয়া পরিচয় দেয়। [illegible]কীর জবানবন্দি শেষ হইলে যিনি জুরিদিগের প্রধান, তিনি বলিলেন হিলির পক্ষ সমর্থন কারী উকীলের বাক্য শ্রবণের আবশ্যকতা নাই। বাদী তাহার দোষ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। অনন্তর জুরিরা সকলে তাহাকে একবাক্যে নির্দ্দোষী বলিলেন। বিচারপতি তাহাতে সম্মতি দেওয়াতে তাহাকে তৎক্ষ

দাহ যুক্ত করিলেন। বুধবার জৌরজুলমার শেষ হইয়াছে।

কি কারণে হিলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল বুঝা গেল না।

পাঠকগণ! আপনারা কি নূতন সম্বাদ শ্রবণোৎসুক হইয়া সোমপ্রকাশের পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন? সোমপ্রকাশ প্রতি সপ্তাহে যথাশক্তি নূতন সম্বাদ দিয়া আপনাদিগের কৌতূহল পূর্ণ করিয়া থাকে বটে কিন্তু অদ্য যে একটী অত্যদ্ভুত নূতন সম্বাদ দিতে চলিয়াছে, ঈদৃশ সমাচার কখন আপনাদিগের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে নাই, শ্রবণ করা দূরে থাকুক এমন আশ্চর্য্য সম্বাদ কখন যে আপনাদিগের শ্রবণ পথের অতিথি হইবে, আপনারা একপ কখন মনেও করেন নাই। সে সম্বাদ এই—ভেনিস হিলি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে!!! গত বুধবারের সায়ংকালে এই সমাচার যখন নগরময় হইল, নগর বিস্ময়, রোষ, ক্ষোভ, ও ভয়ের একান্ত পরাধীন হইয়া রূপান্তর ধারণ করিয়াছিল। যাঁহারা স্বকর্ণে আজ্ঞাদান শ্রবণ না করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে ইহাতে বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহাদিগের অবিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হিলির দুরাচারতার বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না; তাহাকে বরাখালির অরাজক কাণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদিগের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহার অপরাধও বহুতর সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, অথচ সেই দুরাত্মা অব্যাহতি পাইল! এ সম্বাদ শুনিলে সত্য বলিয়া তাহাতে কাহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে? যাহা হউক, ঐ বুধবার সদ্বিচার, আইন, ঈশ্বরের নিয়ম ও ভারতবর্ষের স্বত্ব এ সমুদায় পাপের নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। সামান্য মুটিয়া অবধি ধনবান বণিক পর্য্যন্ত সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা অপরাধ করিলে দণ্ড হয় না বলিয়া এদেশীয়দিগের যে সংস্কার ছিল, গত বুধবার তাহা লোকের হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। নেপোলিয়নের পতন কালে তাঁহার সেনারা যেরূপ দুঃখিত ও রোষপরবশ হইয়াছিল, বরাখালির অরাজক কাণ্ডকারীর মুক্তি শ্রবণে এদেশীয় সমাজ ততোধিক দুঃখিত হইয়াছেন। হায়! ভারতবর্ষ কি দুরবস্থাতে পতিত হইলেন!

জুরিরা যেরূপ মত প্রকাশ করুন না কেন, আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি হিলি হইতে বরাখালির হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। সাক্ষিদিগের বাক্যে আমাদিগের অণুমাত্র সংশয় জন্মিতেছে না। এ প্রকার অত্যাচার, এরূপ নৃশংস মানবস্বভাব, এরূপ অনুচিত ব্যবহার অন্য কোন দেশে কখন দৃষ্ট হয় নাই। ফরাসী বিদ্রোহে সহস্র সহস্র লোক এক এক স্থানে হত হইয়াছেন যথার্থ বটে, কিন্তু প্রগাঢ় শান্তির সময়ে কোন সভ্যদেশে ও সভ্যতম গবর্ণমেণ্টের অধীনে দুর্ব্বল ব্যক্তির উপরে এরূপ অত্যাচার হইয়াছে, ইহা কখন শ্রবণ করা যায় নাই। ইতিহাস এরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন না। অত্যন্ত অসভ্য কালের বিচারও ইহার নিকটে লজ্জিত হইয়াছে। মনুষ্য ক্রোধ লোভ স্বার্থপরতা ও বৈরনির্য্যাতনলিপ্সাদি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে সমস্ত কুক্রিয়া করিয়া থাকে, সে সমুদায় এক হিলির দ্বারা এক পদে সম্পাদিত হইয়াছে। হিলি গৃহদাহ গৃহবিলুণ্ঠন হত্যা বলাৎকার ভ্রূণ হত্যাদি কোন পাপ ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতে বাকি রাখে নাই। ভয়ানক যুদ্ধের পরও জয়শীল সেনাগণ শত্রু দলের মৃত ব্যক্তিদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে দেয় নিতান্ত দুরাত্মা হিলি রহিমউল্লাকে এ সম্মানও প্রদান করে নাই।

কি প্রমাণ ও কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া জুরিরা হিলিকে মুক্ত করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা আমাদিগের বুদ্ধিপথের অতীত হইতেছে। সাক্ষীরা কি বলিয়াছে? তাহারা কি বলে নাই যে এক জন ইউরোপীয় দাঙ্গার সময়ে উপস্থিত ছিল? সকলেই কি স্পষ্টাক্ষরে কহে নাই যে মরেলের লোক হইতে ঐ কাণ্ড হইয়াছে? অধিকাংশ লোকে কি হিলিকে হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই? রাত্রিকালে দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল; বৃদ্ধ রহিম উল্লার নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা সকলে শপথ পূর্ব্বক বলিয়াছে যে তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে হিলি বন্দুক দ্বারা তাহার প্রাণ বধ করিয়াছে। যাহারা দূরে ছিল তাহারা যথার্থ যাহা দেখিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে, অর্থাৎ এক জন ইউরোপীয় দাঙ্গায় ছিল, কিন্তু সে হিলি কি আর কেহ তাহা তাহারা অন্ধকার ও দূর প্রযুক্ত স্পষ্ট দেখিতে পায় নাই। হিলির পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণের বিষয়েও সাক্ষিদিগের বাক্যের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তবে বৈলক্ষণ্যের মধ্যে এই হইতেছে কেহ বলে তাহার হাতে বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহা ছুড়িতে দেখে নাই, কেহ বলে বন্দুকে সঙ্গীণ ছিল, কেহ বলে তাহা ছিল না। এই বৈলক্ষণ্য দেখিয়াই জুরিরা কি সাক্ষিবাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছেন? এরূপ হওয়া কি নৈসর্গিক নয়? সেই দারুণ দাঙ্গার সময়; লোক হত ও আহত হইতেছে; দুরাত্মারা স্ত্রীলোকদিগের অবমান না করিতেছে, ও দিকে গৃহ দাহ হইতেছে; সে সময়ে কি সকলের চিত্ত সমান অবস্থায় থাকা সম্ভাবিত? চিত্তবিহ্বলতা হেতু কি দৃষ্টিবিভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই? সকলেই কি সমান স্থানে ও সমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল? ঐ রূপ সামান্য বৈলক্ষণ্য হওয়াতেই সাক্ষিবাক্য যে সত্য তাহাই কি সপ্রমাণ হইতেছে না? সাক্ষিরা শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের বাক্যের বৈল

ক্ষণ্য হইবে কেন? কোন সাক্ষী তাহাকে চিনি বলিয়াছে, কেহ বা বলিয়াছে চিনি না; তাহাতে কি হিলির অপরাধের ন্যূনতা হইতে পারে? অনেকে কি হিলিকে স্পষ্ট বাক্যে হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই? অনেকে কি তাহাকে আদালতে চিনিয়া দেয় নাই? হিলির কি মরেলের সহিত পরিচয় নাই? সে কি মুরুলিয়াতে কখন যায় নাই? তবে যে কাল ও দূরতা ঘটিত যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, কৃষকদিগের সেরূপ হওয়াই নৈসর্গিক। আমরা অনেক কৃষককে দেখিয়াছি, তাহাদিগের কাল ও দূরত্বের জ্ঞান নাই। বিশেষতঃ এত অধিক দিনের পর তাহাদিগের সকল বিষয় স্মরণ থাকা কি সম্ভাবিত? যখন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বঙ্কিম বাবু সন্দেহ করিয়া হিলিকে ধরিতে যান, সে বারবার আপনার নাম ভাঁড়াইয়াছিল কেন? সে দোষী না হইলে নাম ভাঁড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা শুনিয়াছি যখন বঙ্কিম বাবু তাহাকে চিনিতে পারিয়া গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা পান, তখন ঐ দুর্বৃত্ত বলিয়াছিল "যে মরেলগঞ্জের উপরে পদার্পণ করিবে, আমি তাহাকে গুলি করি[ব]" আর হিলি যদি দোষী না হইবে, সে কি জন্য পলায়ন করিল? যখন আসামে ধৃত হয়, তখন তাহার সহিত প্রায় ১৫০ টাকার অহিফেন ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া ব্রহ্ম ও চীনদেশে যাইবে সে এই সঙ্কল্প করিয়াছিল।

এই সমস্ত দেদীপ্যমান প্রমাণ থাকিতে যদি হিলির অপরাধ প্রমাণ না হইল, কিসে যে প্রমাণ হইবে, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আদালতে বহুসংখ্য সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দুই চারি জনের বাক্যের আংশিক কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য হয়, কিন্তু অনেকের বাক্যের বৈলক্ষণ্য হয় নাই। যাদিগের বাক্যের বৈলক্ষণ্য হয় নাই, যদি কেবল তাঁহারা মাত্র সাক্ষী থাকিত, তাহা হইলে জুরিরা কি করিতেন? কাউই সাহেব বা কিরূপে বলিতেন যে সকল সাক্ষী হিলির দোষ প্রমাণ করিতে পারে নাই? যে স্থলে অনেক সাক্ষী থাকে, সেখানে সকল সাক্ষীর দ্বারা কি সকল বিষয় প্রমাণ হয়? এক জন ইউরোপীয় দাঙ্গা স্থলে ছিল, কতকের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে; সেই ইউরোপীয় মরেলের লোক কতকগুলির দ্বারা ইহা প্রমাণ হইয়াছে; আর কতকগুলির দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, মরেলের সেই লোক হিলি ও সেই হিলিই রহিমউল্লার প্রাণ বধ করিয়াছে। বাস্তবিক রহিমুল্লার প্রাণহন্তা ও দাঙ্গাকর্ত্তা কে, জুরিরা যদি পক্ষপাতশূন্যচিত্তে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা রীতির অনুসারে প্রমাণের বলাবল ও সত্যাসত্যতা বিচার করিতেন না? তাহা হইলে কি হিলিকে যথার্থ দোষী বলিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত না? তাঁহাদিগের বাস্তবিক সে সকল চেষ্টা ছিল না, কেবল ব্রত রক্ষা করা হইয়াছে এই মাত্র। তাঁহারা হিলিকে অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন কি না, সে বিষয়ের বিচারে আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

ভাল আমরা যেন স্বীকার করিলাম জুরিরা যে বিচার করিয়াছেন, তাহাই ঠিক, হিলি দোষী নহে, কিন্তু মনুষ্য হত্যা ও অগ্নিদাহাদি যে সমস্ত বিষম কাণ্ড ঘটিল, সে কে করিল? গবর্ণমেণ্ট কি স্থির করিয়াছেন? ভেবিলে কি অদৃশ্য রূপে ঐ সকল কাজ করিয়াছে? মাকিএবেল বলিয়াছেন কোন পাপক্রিয়ার অনুসন্ধান করিতে হইলে অগ্রে আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা করা কোন্ ব্যক্তির স্বার্থ?" এ যুক্তির অনুসারে রহিমউল্লাকে হত্যা করা স্বার্থ কাহার অগ্রে এই বিবেচনা করা আবশ্যক। এই ঘটনার পূর্ব্বে মরেলের সহিত রহিমউল্লার দুই একটি দাঙ্গা হইয়া যায়। তাহাতে মরেলের অধীনের কয়েকজনের মেয়াদ হয়। মরেল তাহাতে আত্মমন্যু হন। রহিমউল্লাকে জব্দ করা বরাবর তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল, সে সেই জন্য আপনি গাভি জমা প্রভৃতি দুম্বিদিগকে বিক্রয় করিয়া সামান্য কৃষিকার্য্য অবলম্বন করেন। দাঙ্গার সময়ে যে মরেলের তরফ লোক তন্মধ্যে ছিল তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই, এক জন ইউরোপীয় যে তথায় ছিল, ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে সে ইউরোপীয় কে? ধন্য ইউরোপীয় চাতুরী! আপনি দাঙ্গাস্থলে উপস্থিত থাকিলে পাছে উত্তরকালে কোন বিপাকে পড়িতে হয়, এই ভাবিয়া মরেল স্বয়ং স্থানান্তরস্থ হইয়া অধীনস্থ লোক দ্বারা কি কাজ শেষ করিয়া লয়েন নাই? হিলি কি তাঁহার অধীন লোক নহে? পৌলত চৌকিদার মৃত্যুকালে কি বলিয়াছিল? হিলি হইতে রহিমউল্লার সর্ব্বনাশ হইয়াছে এই কথা কি সে বলে নাই? এরূপ প্রমাণ সত্ত্বেও যে হিলি নির্দ্দোষ হইল, আমরা কোন ক্রমেই ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইউরোপীয়েরা এপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়দিগকে বধ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত দুষ্কর্ম করিয়া যে হিলি মুক্তি লাভ করিবে তাহা স্বপ্নের অগোচর। ভাল সে যেন রহিমউল্লার হত্যাকারী বলিয়া দণ্ডিত না হইল, সে যে দাঙ্গার সময়ে উপস্থিত ছিল, তাহার কি হইল? তাহার দণ্ড কোথায়? আমাদিগের সূক্ষ্মমতি বিচারপতি ও জুরিরা যাহার অধ্যক্ষতা ও উৎসাহ দানে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে কি দোষী জ্ঞান করেন না? এখন অবধি কি এই নিয়ম হইবে যে যাহার উপরে যাহার রাগ থাকিবে, সে স্বহস্তে তাহার প্রাণ বধ না করিয়া অন্য দ্বারা করাইয়া বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাই[বে]

যে ? আমরা স্পষ্টাক্ষিধানে বলিতেছি, আডবোকেট জেনরল হিলিকে দোষী করিবার চেষ্টা পান নাই। জুরির নিকটে তিনি যে প্রকার বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বাদীর ওকালতী করা না হইয়া হিলিরই ওকালতী করা হইয়াছে। তিনি মরেলকে সাক্ষী মানিলেন না কেন ? কেম্প সাহেব এক বার মরেল ও রহিমউল্লা ঘটিত মোকদ্দমার বিচার করেন, তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন না কেন ? তাহার বক্তৃতা মধ্যে উৎসাহের নাম গন্ধ ছিল না। যিনি এইরূপে কাজ করেন, তিনি কি গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতা হইবার যোগ্য লোক ? গবর্ণমেণ্ট বাদী হইয়া আর একটা অন্যায় করিয়াছেন। মর্গান সাহেবের নিকটে যশোহরে হিলির বিচার হইবে যে কথা ছিল তাহা হইল না কেন, তথায় কসাইটোলার মহামতিরা নাই বলিয়া কি হইল না ? এবিচার যে অতিশয় অন্যায় হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ অবিচার সুপ্রিমকোর্টেও হয় নাই।

—•—

হিলির মকদ্দমা বৃত্তান্ত ইংলণ্ডের লোকের গোচর করা কর্ত্তব্য।

আমরা কহিতেছি, হিলি রহিমউল্লার ধন প্রাণ জাতি, ও মান এ সমদায়ের সংহার কর, কসাইটোলার মহাপুরুষেরা কহিতেছেন তাহা নহে। এখন এবিষয়ের মীমাংসা কোথায় হয়। হাইকোর্টেও হইল না। হাইকোর্টকে কসাইটোলারই "কেনা বেচার" মধ্যে হইয়াছেন। কলিকাতায় উচ্চতম আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমরা যে উচ্চতর আশা করিয়াছিলাম, তাহা ত বালুকাময় সেতু স্বরূপ হইল। হিলির মকদ্দমা দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে উচ্চতম আদালত এদেশের উচ্চতম অনিষ্ট সাধনের নিমিত্তই হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ এবং এবিষয়ের মীমাংসা স্থান। দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়পরতা, অপক্ষপাতিতা যেখা হইতে অন্তর্হিত নহে। যেখানে কসাইটোলার মহামতিদিগের আধিপত্য নাই। তত্রত্য লোকেরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যাবতীয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া থাকেন। তাহাদিগের নিকটে এবিষয়ের যথার্থ মীমাংসা হইবে সন্দেহ নাই।

এবিষয় ইংলণ্ডেশ্বরীর গোচর করিবার আর একটী কারণ আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী মনে করিতেছেন, ভারতবর্ষের আধিপত্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তপারভ্রষ্ট হওয়াতে সেই সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার ও অবিচারাদি সমুদায় প্রশম ন করিয়াছে। তিনি দেখুন, ভারতবর্ষবাসীরা কেমন স্বচ্ছন্দে আছেন। মফস্বলবাসিদিগের ধন, প্রাণ, মান কেমন নিরাপদে রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ অর্থবল থাকিলে এখানে না চলে এমন কর্ম্মই নাই। এখানে যেমন পুলিস তেমনি বিচারকর্ত্তা, তেমনি জুরি সকলই সমান। প্রবল ব্যক্তির বিশেষতঃ ইউরোপীয়দিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া অপক্ষপাতে কেহই প্রায় কাজ করিতে পারেন না। রাজ্ঞী ইউরোপীয়দিগকে দুর্দ্দম দারুণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ছাড়িয়া দিয়া এদেশীয়দিগকে উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত কি ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন ? জগদীশ্বর কি এই নিমিত্ত ইংরাজজাতিকে দুস্তর সাগর পার করিয়া এদেশে আনিয়াছেন ? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই কি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ? যদি উল্লিখিত প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া অমনি অমনি গেল ভারতবাসিদিগের ধন প্রাণাদি রক্ষার আর স্থান, কি ? আমরা এত দিন যে যবনাধিকারের নিন্দা ও ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতাম সে প্রশংসা ও গর্ব্ব কোথায় রহিল। যবনাধিকারেও এরূপ ঘটনা বিরল ছিল। দোষী কে ? যে অর্থ দ্বারা সেখানকার অপরকে কুক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করে সেই কি প্রধান দোষী নহে ? তাহার দণ্ড না হইলে কি কুকর্ম্মের নিবারণ সম্ভাবনা আছে ? উপস্থিত বিষয়ে তাহা হৈ হইল ? সকল ব্যক্তির দণ্ড হইয়াছে, তাহাদিগের দোষ কি ? তাহারা এইমাত্র বিবেচনা করে অর্থ পাইলাম, দাঙ্গা করিলাম, পরে যদি কোন উৎপাত উপস্থিত হয়, সাহেব রক্ষা করিবেন। অপক্ষুণ্ণিতা প্রযুক্ত সাহেবের ভরসায় তাহারা অর্থ লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কিন্তু সেই মূল দোষ সংশোধনে যত্নবান নহেন।

উপস্থিত বিষয়টী ইংলণ্ডেশ্বরীর গোচর করিবার স্থলে আর এক বিষয় তাঁহাকে জানান আবশ্যক। জুরি প্রথাটী যেন আর এদেশে না থাকে। জুরি প্রথা প্রজাগণের স্বাধীনতা ও সদ্বিচার মূল যথার্থ বটে, কিন্তু যখন তাহার এই রূপ দুর্দ্দশা হইল, তখন তাহা এদেশ হইতে যত শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

উপস্থিত বিষয় যেরূপে ইংলণ্ডের গোচর করিতে হইবে, আমরা তাহারও প্রকার ভেদ কহিয়া দিতেছি। সর মরডান্ট ওয়েল্সের বেলায় যেরূপ আবেদন করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রয়োজন নাই। হিলির মকদ্দমার যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান লোকের নিকটে প্রেরণ করা উচিত। তাহাতে জুরির বিচারের কথা যেন বিশেষ করিয়া লিখিত থাকে। যত দিন আমরা ইউরোপীয়দিগের তুল্যকক্ষতা লাভে সমর্থ না হইব, এবং যত দিন ইউরোপীয়দিগের সমসংখ্য এদেশীয় লোক জুরির পদে প্রতিষ্ঠিত না হইবেন, তত দিন জুরি প্রথা দ্বারা এদেশের অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ সম্ভাবনা নাই। কসাইটোলার জুরিদিগের যে কেমন গুণ, তাহা অনরেবল ইডন সাহেবের একটী সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা পরিচিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "অপরাধ করিয়া যদি আমার অব্যাহতি পাইবার আশা থাকে, তাহা হইলে আমি সুপ্রীমকোর্টের বিচারই মনোনীত করিব।"

সুপ্রীমকোর্টের প্রসঙ্গ হওয়াতে হাইকোর্টের সহিত উহার তারতম্য করিবার একটী ইচ্ছা আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হইল। সদ্বিচার প্রদানকল্পে ঐ উভয় আদালতের কেহই কম নহেন। রেবরেণ্ড লঙ সাহেব বাঙ্গালাদেশের নীলকরপীড়িত প্রজাগণের দুরবস্থার বিষয় সাধারণের গোচর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে ভূতপূর্ব্ব

সুপ্রীমকোর্ট তাহার কারাবাস দণ্ড করেন। আর হাইকোর্ট প্রজার সর্ব্বস্বাপহারী ডুরাত্মাকে দেদীপ্যমান প্রমাণ সত্ত্বেও বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দিলেন! হাইকোর্ট হওয়াতে ভারতবর্ষের যে মহোপকার লাভ হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের লোকেরা তাহাও জানিতে পারিবেন

প্রস্তাবিত পুস্তক মধ্যে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করাও আবশ্যক। বঙ্গদেশের প্রজারা বন্দুক ও অস্ত্রাদি প্রয়োগে পটু নন, এবং তাঁহাদিগের গৃহে অস্ত্রাদি থাকিবারও যো নাই! পক্ষান্তরে বঙ্গদেশবাসী ইউরোপীয়েরা সচ্ছন্দে স্বগৃহে বন্দুকাদি রাখিতে পারেন, তাহার প্রয়োগ বিষয়ে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ নৈপুণ্য ও আছে, এতন্মূলক মফস্বলে সময়ে সময়ে মহতী অনর্থ ঘটনা হইয়া থাকে মরেলের লোকদিগের যদি বন্দুক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে কি গুলির দ্বারা রহিমউল্লার প্রাণবধ সম্ভাবনা থাকিত? উভয় পক্ষে তুল্য ব্যবহারই উচিত। হয় এককালে সকলেরই অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হউক, নয় বা সকলেরই অস্ত্র ব্যবহার অনুমত হউক। নিরস্ত্র প্রজামণ্ডলীর মধ্যে অস্ত্রধারী ইউরোপীয়ের বাস কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়?

প্রাপ্ত।

১। এখানে একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভ অতি অল্প দিন হইয়াছে, বলিতে কি অদ্যাপি মাসাধিক হয় নাই। আগামী কল্য মঙ্গলবার ইহার চতুর্থ অধিবেশন হইবে। অতিশয় আহ্লাদের বিষয় এই যে বিরুদ্ধমতাবলম্বী মহাপুরুষেরা ইহার অনুষ্ঠাতৃগণকে অদ্যাপি কোন বিভীষিকা প্রদর্শন করেন নাই। এত অল্প দিনেই পরীক্ষা হয় না সত্য বটে কিন্তু অনুসন্ধানে যেরূপ পরিজ্ঞান লাভ করা গিয়াছে এবং অত্রত্য গোঁড়া মহাশয়গণের যেরূপ বিচিত্র চরিত্র, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইহাঁদের যেরূপ একান্তিক অশ্রদ্ধা, তাহাতে সভ্যগণ যে এতদিবস একত্র উপবেশন করিয়া ঈশ্বরোপাসনা কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিবেন এরূপ বড় ভরসা ছিল না। প্রথম সংস্থাপিতদিবস হইতেই কেহ কেহ এসভায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন এবং কোন সভ্যকে সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী জানিয়াও কেহই প্রকাশ্যে কোন বিরাগ প্রদর্শন করিতেছেন না, ইহা কি অত্যন্ত আহ্লাদের নহে? হে! জগদীশ। এ তোমারই অপার মহিমা!! এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জয়পতাকা এখানেও যে উড্ডীন হইবে ইহা কে জানিতে পারিতেন!

২। এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয় বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ও কয়েকবৎসর যাবৎ গবর্ণমেন্টের অনুকূল্যও প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তাহার শ্রীবৃদ্ধি কিছুই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যুত দিনদিন ইহার মূলক্ষয়ই হইতেছে। ইহা কেবল সাহায্য কারিগণের যত্নশীলতার অভাব কোন হিতকারী কার্য্য অযত্নে সিদ্ধ হয় না। এই বিদ্যালয়টির যে যে দোষ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ হইতেছে, সমুদয় কি আংশিক মাত্রও যদি গবর্ণমেন্টের কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে কি আর তাহারা ইহার সাহায্য দানে শ্রদ্ধা রাখিবেন? প্রত্যুত সাহায্যদান রহিতই হইবে। অতএব স্কুলটির কার্য্যকারক হেড মাষ্টার প্রভৃতির সকলকেই আমার সাদুনয় নিবেদন এই যাহাতে ইহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধিত হয় তাহার প্রতি কাহারই অযত্ন না থাকে।

৩। অল্পদিন হইল এখানকার মুন্সেফীটি উঠিয়া গিয়া আপাততঃ ঘোষ গাঁদের চৌকী ভুক্ত হইয়াছে। এটি বড় ভাল হয় নাই। এই সেরপুর স্থানটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এখানে মহাসম্ভ্রান্ত কয়েকটি জমিদারের অধিবসতি, ইহাদের নিকটস্থ না থাকিয়া মুনসেফী চৌকীর চিরস্থায়ী হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত বোধ হইতেছে।

৪। এখানকার থানাটি মন্দ নয়, আধুনিক দারগা সাহেবও হিতৈষী ও সদুৎসাহী বটেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! একটি বিষয় এক্ষণও উল্লেখ করি নাই সেইটি আমার অদ্যকার প্রধান উদ্দেশ্য, সে এই যে এখানে আসিয়াই শুনিয়াছিলাম এক্ষণে ২০ আইনানুযায়ি চৌকীদারি ট্যাক্স বসিয়াছে এবং পুলিষ নামধারি কতিপয় চৌকিদার রক্ষক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এক্ষণে সকল বিষয় ভাল করিয়া দেখা গেল, এ কেবল নামে গোয়াল আমানি ভক্ষণ। বিখ্যাত (পুলিষ) পুলিষদের কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা নিবন্ধন অত্রত্য জনগণের বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশই সহ্য করিতে হইতেছে অধিকন্তু ভ্রমক্রমে উহাদের কাহাকে "পুলিশ" না কহিয়া "চৌকীদার" বলিলে তাহাকে বেণীগারদে যাইতে হয়। ভূতপূর্ব্ব জ্বা. ইন্টমাজিষ্ট্রেটের নিকটে উক্তরূপ একটি মোকদ্দমা হইয়া অত্রস্থ কয়েকজন জেলভোগ করিয়াছে।

পুলিষগণ (উক্ত নাম ধারী চৌকীদারগণ) কেনই যে তাহাদের কর্ত্তব্যের প্রতি মনোযোগী না হয় তাহা বুঝিলা উঠাও মহাদায় এক্ষণে জামালপুরের জাইণ্ট (এক্ষণে ডিপুটী) সাহেবের এবিষয়ে মনোযোগ করা অতিশয় কর্ত্তব্য হইয়াছে ইহাদের (পুলিষদের) অমনোযোগিতায় এক্ষণে রাস্তা দিয়া মুখ নাক ঢাকা না করিয়া চলিবার যো নাই।

এই ট্যাক্স (চৌকীদারি ট্যাক্স) নির্দ্ধারিত করিবার সময়েও কয়েকজন পঞ্চাইত পক্ষপাতে বৈষম্য নির্দ্ধারণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন যে কত গরিব বেচারা মারা যাইতেছে তাহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই। ডি, মাজিষ্ট্রেট সাহেবও বাছিয়া বাছিয়া পঞ্চাইত নিয়োগ করেন, আমরা আর কি বলিব?

যাহা হউক ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী সাহেব রাস্তা গুলির সংস্কার করান আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু তাহার কার্য্য, জানি না কেন মধ্যে মধ্যে স্থগিত থাকে স্থানীয় জনগণ তো ট্যাক্স দিয়ে তিলার্দ্ধও সৌখ করিতে পারেন না, পুলিসগণ ট্যাক্স আদায় কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, এখানে পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হওয়া অবধি চুরি ডাকাইতিরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, হইয়াছে পূর্ব্বে সম্পন্ন ব্যক্তিগণ লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী বরকন্দাজ চাকর রাখিয়া প্রহরীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কেহ কেহ অদ্যাপি ধন প্রাণের ভয়ে তাহাই করিতেছেন।

৫ ৵১০ আনির জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি একটি ফটোগ্রাফ আনাইয়া অত্রস্থ ব্যক্তিদিগের

ছবি ফুলা ধুয়ে পাড়িয়াছেন। যাহা হউক তিনি এই নিরিক্ত সকলের ধন্যবাদার্হ বটেন।

সেরপুর
১২৬৯। ১ মাঘ।

বিবিধ সংবাদ।

১২ ই মাঘ সোমবার।

গত মঙ্গলবার লেপ্টনন্ট গবর্নর বাঁকীপুরে এক দরবার করেন। ঐ সময়ে বেহারের যাবতীয় তালুকদার ও সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। লেপ্টনন্ট গবর্নর বেহারের নূতন পুলিষ দর্শন করিয়া গবর্নর জেনরলের সহিত কাশী পর্যন্ত গমন করিবেন।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, সাভারের এক জন ব্রাহ্মণ এক স্বর্ণকারের পুত্রকে হত্যা করিয়া বিচারালয়ের গুণে অব্যহতি পাওয়াতে থাম রাইয়ের যাবতীয় অসৎ লোক কুকর্ম্মে উৎসাহী হইয়াছে। তাহারা প্রকাশ্যরূপে বলিতেছে যখন এক ব্যক্তি হত্যা করিয়া মুক্তি লাভ করিল তখন সামান্য চুরি করিলে কাহারও দণ্ড দিবার সম্ভাবনা নাই। যথার্থ কথা, বিচারালয়ের দোষ সমাজে বর্ত্তায়, কলিকাতার জুরিগণের বিচার দোষে ইউরোপীয় দিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট শ্রবণ করিয়াছেন মার্চমাসের শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য চলিবে। ইহার মধ্যে সরচারলস ট্রিবিলিয়ান ১৮৬৩।৬৪ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব অর্পণ করিতে পারেন।

উক্তপত্র বলেন, কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ট্রেবর ও মর্গান সাহেব বাবু দিগম্বর মিত্রের মোকদ্দমায় জমীদারের নায়েবেরা মৌরসী পাট্টা দিলে তাহা সুসিদ্ধ হইবে বলিয়া যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন প্রধানতম বিচারপতি সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। জন, জৈলর সাহেব নামক এক জন জমীদার নায়েবের মৌরসী পাট্টা দিবার ক্ষমতার বিষয়ে আপীল করাতে বাবু দিগম্বর মিত্রের মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইতেছে। এ আজ্ঞাটি রহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যথা প্রতারক নায়েবের হাতে পড়িয়া অনেক জমীদারের সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা।

অদ্য টৌনহালে ওকালতির পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ট্রেবর, গুডিব, [illegible] ডিকন্স, ও বোকোর্ট সাহেব পরীক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের নিজামত আদালত আজ্ঞা দিয়াছেন যেন সরাই বা হোটেলে কোন ব্যক্তি অত্যাচার করিলে অধ্যক্ষেরা তাহাকে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন। যদি তিনি সহজে চলিয়া না যান তাহা হইলে পুলিসের লোকেরা তাঁহাকে দূর করিয়া দিবে। এই আজ্ঞা বলবতী করা উচিত তাহা হইলে আর হোটেলের শান্তিভঙ্গের কথা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইবে না।

দিল্লীগেজেট খাইরাবাদের মেলার শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল এই মেলা আরম্ভ হইয়াছে। এবৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ১৫২,৮৪৮ টাকার দ্রব্যের বাণিজ্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩২।৫১ টাকার গো মহিষ অশ্ব প্রভৃতি বিক্রীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ না থাকিলে বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বকালে মিসরদেশে বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত কিন্তু রাজা টলেমির উৎসাহ দানে বাণিজ্যের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে কেবল তাহার শুল্কে শাসনের ব্যয় চলিত। এই সকল কারণেই আমরা সর্ব্বদা বলিতেছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি যথোচিত উৎসাহ দেন ভারতবর্ষ আসিয়ায় বস্ত্রের বাণিজ্য [illegible] টিয়া করিতে পারেন।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, আপাততঃ উক্ত নগরে এত লোকের আমদানি হইয়াছে যে হোটেলে স্থান হয় না। কাশী পর্যন্ত রেলওয়ে খোলাতে বিস্তর লোক কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়াছেন।

উক্তপত্রের এক জন সংবাদ দাতা বলেন বাঁদায় জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তথায় যমুনার তীরে একটি নূতন ট্রানওয়ে হইয়াছে।

১৩ ই মাঘ মঙ্গলবার।

ইংলিসম্যান মরিসস হইতে সংবাদ পাইয়াছেন তথায় বিস্তর চিনি প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু সে সমুদায় বিক্রীত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। মরিসস ক্রমশঃ একটি ধনশালী উপনিবেশ হইয়া উঠিতেছে।

[illegible]লের এক জন জমীদার দরবারে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তথায় পতিত ভূমি বিক্রয় হইবার সময়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র লাট প্রতি একরে [illegible] নীলাম হইয়াছে। কিন্তু [illegible] একরের একটি বৃহৎ লাটের প্রতি একরে [illegible] টাকার অধিক লাভ হয় নাই, তাহার কারণ এই এক ব্যক্তি প্রথমে তাহার জন্য আবেদন করেন। অপর এক জন আবেদন করিয়া বিক্রয়ের সময়ে আপন আবেদন পত্র ফিরাইয়া লন। নিয়ম হইয়াছে যে ভূমির দ্বিতীয় আবেদনকারী উপস্থিত না থাকেন তাহার নীলাম হয় না। সুতরাং উক্ত ৩০০ একার প্রতি একারে ২॥ টাকায় বিক্রীত হয় পত্রপ্রেরক অনুমান করেন আবেদন কারীরা এক পরামর্শী হইয়া এই প্রকারে গবর্ণমেণ্টকে ঠকাইয়াছেন, সবে ফকির কারস্ত।

ফিনিক্স বলেন, বিজয়নগরের রাজা [illegible] কলিকাতা হইতে কাশী গমন করিয়াছেন।

উক্ত [illegible] সংবাদ দাতা বলেন, [illegible]বাদের নূতন আফিস [illegible] প্রস্তুত ও লোকদিগের [illegible] নির্ম্মিত হইতেছে। [illegible] দোষ কিছু করিতে না পারে এই প্রকার [illegible] হইতেছে। [illegible] ১৬ লক্ষ টাকা দিয়াছেন তাহার সাত লক্ষ টাকায় [illegible] বার্ষিক হইতেছে। বার্ষিক [illegible] কত টাকা ব্যয় হইবে। [illegible] অর্থের [illegible] করুন

খলিস্য হইতে টেলিগ্রাফে [illegible] যাছে ১১ ই জানুয়ারি জেনিরল [illegible] বিদ্রোহীদিগকে [illegible] করিয়া [illegible] নগর হইতে [illegible] লেপ্টিনণ্ট [illegible]

[illegible] সাহেবের প্রশংসা [illegible] ল কমেল [illegible] তাহাদিগের [illegible] যুদ্ধ করে।

১৮৬২ অব্দের শীতকালে কলিকাতায় প্রত্যা গমন করিবেন। ' ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল দিগের কি অতঃপর এই কাজ হইবে ?

উক্ত পত্র বলেন বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সনন্দ অদ্যাপিও আইসে নাই ; আপাততঃ তাঁহার ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ বাসের ন্যায় হইয়াছে। তিনি বিচার কার্য্য অথবা ওকালতি এতুইয়ের কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ষ্টেট সেক্রেটারি ভাবিয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিয়োগপত্র প্রদান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে ক্ষমতা না থাকাতে ইংলণ্ডে এ বিষয়ের নিমিত্ত লেখা হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার পারিসস্থ সংবাদ দাতা বলেন যদিও ফরাশীসম্রাট প্রতি বৎসর নিজ ব্যয়ের জন্য এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার ও রাজ্ঞীর এত ব্যয় যে ইহাতে কুলায় হয় না, মধ্যে মধ্যে ইহুদিদিগের নিকটে কর্জ্জ করিতে হয়। সম্রাটের ১৩ টি বাটী ও বিস্তর অশ্ব আছে। রাজ্ঞী বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতিতে ভয়ানক ব্যয় করেন। লুই নেপোলিয়ন যেমন রাজনীতিজ্ঞ তেমন অর্থশাস্ত্রজ্ঞ নহেন।

মান্দ্রাজের বিচারালয়ে এক জন গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি যাবতীয় মোকদ্দমার বিবরণ লিখিয়া প্রকাশ করিবেন। আমরা এ ব্যাপারের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। সংবাদ পত্রের রিপোর্টরেরা তবে কি করেন ?

কাথলিক দল বহিষ্কৃত এক ব্যক্তি সম্প্রতি ব্যাইপিনের কাথলিক গিরজায় প্রবেশ করাতে গিরজার যাবতীয় লোক তাঁহাকে ভয়ানক প্রহার করেন। পুলিষের লোকেরা যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত না হইলে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। গিরজার পুরোহিতই বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দুই শত টাকা জরিমানা ও দুই শত টাকার মুচলকা লওয়া হইয়াছে। যে ধর্ম্ম যে পরিমাণে আস্তিকতাকূল তদবলম্বিদিগের সেই পরিমাণে অসভ্যতা দৃষ্টিগোচর হয়।

১৮ই মাঘ শুক্রবার।

মিউনিসিপাল কমিসনরেরা কলিকাতার দুর্গন্ধময় প্রণালীর (ড্রেনের) জন্য আট লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভা [illegible] বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা যে কমিসন প্রার্থনা করেন, তাহার কি হইল।

হরকরা দুর্গ [illegible] হিলিকে নয় মাস [illegible] রাখা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন ! তিনি যশোহরের মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দোষারোপ করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন [illegible] হার মতে ইউরোপীয়দিগের মফস্বলে থাকিবার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য দশ পনর জন এতদ্দেশীয় [illegible] কে বধ করিয়া আবার হাজত কি ! [illegible] লর্ডস সভাকে এবিষয়ে আবেদন করিতে বলা হউক।

সিন্ধুদেশস্থ হায়দরাবাদ নগরে গবর্ণমেণ্ট গুদামে ৬০০ টাকার অহিফেন রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি বাক্স খুলিয়া দেখা গিয়াছে, তাহা কেবল ধূলিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। পিপীলিকা অহিফেন খাইয়া কি ধূলি ভরিয়া রাখিয়াছে ?

পুনা অবজারবর বলেন অপদিন হইল [illegible] নাতে পুলিষের লোকের সহিত কয়েক জন আফিসরের এক দাঙ্গা হইয়াগিয়াছে। [illegible] দলের এক মেসেডার স্ত্রী এক হিন্দুর পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল পুলিষ কর্ম্মচারিরা যাবতীয় মেসেডা ও অশ্ব কয়েদ করে। আফিসরেরা মেসেডাদিগের পক্ষ হইয়া দাঙ্গা করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করেন। তৎপরে [illegible] পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কয়েদ করিবার আজ্ঞা দেওয়াতে পুলিষের সহিত আফিসরদিগের ভয়ানক দাঙ্গা হয়। আফিসরেরা পুলিষ [illegible] কিদারদিগের লাঠির সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ ধৃত হইয়াছেন। এক জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। মন্দ ব্যাপার নয়।

সমাচার হিন্দুস্থানী বলেন লক্ষ্ণৌর মুসলমানেরা জনরব তুলিয়া দিয়াছেন নেপালের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শীঘ্র এক যুদ্ধ হইবে। তাঁহারা আরও বলেন মহারাজ দিগ্বিজয় সিংহ নেপালে গমন করাতে জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়াছেন। অথচ দিগ্বিজয় সিংহ জঙ্গ বাহাদুরের সহিত শীকার করিতেছেন ; এই সকল জনরব দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের মনের ভাবের বিলক্ষণ পরিচয় হয়।

[illegible] বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন এখন অবধি যাহারা সর্প বধ করিবে [illegible] প্রতি সর্প [illegible] আনা পুরস্কার না দিয়া দুই আনা দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে ইহার জন্য ১০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। আজি কালি মৌজন সাহেবের [illegible] জাতীয় সর্পের উপর সক্রোধ হইয়াছে।

১৯এ মাঘ শনিবার।

[illegible] একখানি আমেরিকান জাহাজের কাপ্তেন এক জন নাবিকের (মালাই বোধ হইতেছে) উপর বিরক্ত হইয়া এক [illegible] দ্বারা তাহার পায়ে আঘাত করে। [illegible] বধ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল। অনন্তর কাপ্তেন গবর্ণমেণ্টের লোক দ্বারা ধৃত হয় [illegible] ৮০,০০০ ডলার জামীন দিয়া মুক্ত হয়। রাত্রিযোগে কয়েক জন নাবিক কাপ্তেনের উৎসাহে আহত নাবিককে বলপূর্ব্বক চিকিৎসালয় হইতে জাহাজে লইয়া যায়। কিন্তু তাহাকে পুনর্ব্বার পাওয়া গিয়াছে। যাহাহউক, গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তি অধিকতর নিরাপদ করিতেছেন।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, কাশী ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে ওলাউঠারোগবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯২ । ৯২৷৹
৫ টাকার কোম্পানির	৯৪৷ । ৯৪৸৹
৫ টাকার সিক্কা	১০৪৬ । ১০৫
৫৷ টাকার কোম্পানি	১১২৬ । ১১২৷৹

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

২৮এ জানুয়ারি বুধবার।

[illegible] সাহেব ফরিদপুর জেলার [illegible] ও [illegible] পরগণা সাধারণ আইনের অধীনস্থ করিবার বিলের প্রস্তাব করিলেন এবং কহিলেন ঐ বিল সিলেক্ট কমি

না। এক দিবস উক্ত দল মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি মজুমদোচিত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উক্ত রাজার নিকট আসিয়া ব্যক্ত করে যে, আমাকে নিকট ৬০ বা ৭০ হাজার টাকা দিলে আমি কোন দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়া দিতে পারি। রাজা বিশ্বাসী লোকদিগকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ ব্যক্তিকে এত টাকা দেওয়া যাইতে পারে কি না এবং বর্ত্তমান সময়ে আমার সমুদায় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় আছে, সুতরাং তাহা হইতেও বর্ত্তমানে কোন কার্য্যের নিমিত্ত টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই। লোকেরা সাহস দিয়া কহিল যে, এই ব্যক্তিকে ৫০। ৬০ হাজার টাকা কি ৫০। ৬০ লক্ষ টাকাও বিশ্বাস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এক্ষণ সময়ে, টাকা নাই। আমরা বিবেচনা করি ইহার একটী সদুপায় আছে, যদ্যপি ঐ ব্যক্তি এ কার্য্যে সম্মত হয়, তাহা হইলে বিনা ব্যয়েই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। আপনি ঐ ব্যক্তিকে এক খণ্ড হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিন।

রাজা বিশ্বাসী লোকদিগের পরামর্শানুসারে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃত বাবু [illegible] এই দিয়া আনিতে পারিয়া বাবু চন্দ্রশেখর লোকে অতি সাবধানে রাখিয়াছেন এবং [illegible] সমুদায় বিষয়ের [illegible] বন্দোবস্ত করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। তিনি এক্ষণে যাদৃশ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে অবশ্যই বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে লোকের বিষয় লিখিয়া ছিলাম, এই বিষয়টী তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ। অদ্য এ বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য নাই। সময়ান্তরে বিবেচিত হইবে।

পাঠক [illegible]

জমিদারী ডাক।

যখন জমিদারী ডাকের পূর্ব্বতন নিয়ম পরিবর্ত্ত করিয়া অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তন করা প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন আমরা বলিয়াছিলাম প্রতিবৎসর যত টাকায় জমিদারী ডাকের কার্য্য সুশৃঙ্খলমত চলিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট অগ্রে তাহা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তৎপরে ডাক সমুদায় জমিদারের নিকট হইতে হারাহারিমতে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। জমিদারী ডাকের বার্ষিক ব্যয় নির্দ্ধারণ করে বর্ষে বর্ষে কত টাকার প্রয়োজন, জমিদারগণের প্রতি [illegible] নিরূপণ কর ধার্য্য করিলে তাহা ঠিক ঠিক উঠিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ইহার কিছুই বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা সাধারণতঃ এইরূপ নিয়ম প্রচার করিয়া দিয়াছেন, ৫০ টাকার অধিক সদর মালগুজারদারের শ্রেণীস্থ সমুদায় জমিদারকেই শতকরা ২ টাকা করিয়া ডাক কর দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট কোন্ সদ্বিবেচনানুসারী হইয়া এরূপ অসঙ্গত নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শতকরা ২ টাকা করিয়া লইলে বৎসর বৎসর যত টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহার সমুদায়ই কি ডাকখরচায় পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। অন্যান্য স্থানের কথা দূরে থাকুক, আমরা কেবল ঢাকার জমিদারী ডাকের আয়ব্যয় বিবেচনা করিয়াই এতৎ প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছি। ঢাকায় বৎসর বৎসর ৯ লক্ষ টাকা সদর মালগুজারী আদায় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৫০ টাকার অনধিক মালগুজারদারগণের মালগুজারীর সংখ্যা আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা ধরিয়া লইলাম। ঐ ৯ লক্ষ টাকা হইতেই ৪ লক্ষ বাদ দিলে ৫ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকে। শতকরা ২ টাকা হারে ডাক-কর গ্রহণে এই ৫ লক্ষ হইতে বৎসর বৎসর ১০০০০ টাকা সংগৃহীত হইবে। ইহাই ঢাকার জমিদারী ডাকের আনুমানিক বার্ষিক আয়। এক্ষণে ব্যয়ের বিষয়েও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। সম্প্রতি ঢাকায় ১৪ টী থানা (?) আছে। আমরা ২০ টী ধরিয়া লইলাম। প্রত্যেক থানায় দুই দুই জন হরকরা নিযুক্ত রাখিলেই সুন্দররূপ কার্য্য চলিতে পারে। এই সকল হরকরার প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৫ টাকা করিয়া ধরা যাউক ইহাতেও প্রতিবৎসর ৬০০০ টাকা ব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ অবান্তর খরচের নিমিত্ত আমরা ইহাতে আরো অতিরিক্ত ২০০০ টাকা যোগ করিয়া ৮০০০ করিলাম। ইহাই ঢাকার জমিদারী ডাকের আনুমানিক বার্ষিক ব্যয়। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, ইহার অপেক্ষা অল্প ব্যতীত কদাচ অধিক ব্যয় লাগিবে না। পূর্ব্বস্বীকৃত আনুমানিক আয় ১০০০০ হইতে এই আনুমানিক ব্যয় ৮০০০ বাদ দিলে অবশিষ্ট ২০০০ টাকা থাকে। অন্যান্য জেলার জমিদারী ডাকের আয় হইতেও ব্যয় বাদে বর্ষে বর্ষে এরূপ কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তৎসমুদায় একত্র করিয়া ঠিক দিলে অন্ততঃ ৫০০০০ হাজার টাকার ন্যূন কদাচ হইবে না। বৎসর বৎসর এই অতিরিক্ত টাকাগুলি দিয়া গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন?

লার্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর কেবল সরকারি পুলিস ও পত্রাদি প্রেরণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে জমিদারী ডাককরের সৃষ্টি করেন। তদ্দ্বারা অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করা অথবা অন্যকোন কাজ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাহা যুক্তি সিদ্ধও নহে। তবে আধুনিক কর্তৃপক্ষীয়েরা কি নিমিত্ত সেই জমিদারী ডাককর ব্যয়ের অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? তাঁহাদিগের এই অন্যায় ব্যবহার নিবন্ধন জমিদারগণের মনে বিলক্ষণ অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। [illegible] অসন্তোষ ভালরূপে দূরীভূত হইয়া থাকিতে [illegible] ইতে আবার জমিদারিডাককর উপলক্ষে জমিদারদিগকে তাদৃশ অসন্তুষ্ট করিয়া তুলা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি তাঁহারা সম্প্রতি যেনিয়মে জমিদারী ডাককর সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা শীঘ্রই রহিত করিয়া ফেলুন এবং প্রত্যেক জেলার জমিদারি ডাকখরচের নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে কত টাকার আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখুন। তৎপরে তাহা জমিদারগণের নিকট হইতে হারাহারিমতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে আর আমরা জমিদারদিগকে এক্ষণকারন্যায় এরূপ অসন্তুষ্ট দেখিতে পাইব না। আর যদি গবর্ণমেণ্ট সমুদায় ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াই শতকরা ২ টাকা হারে ডাককর গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতে বৎসর বৎসর যত টাকা সংগৃহীত হইবে তাহা হইতে [illegible] উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা না থাকে, গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে তাহার হিসাব প্রদর্শন করিতেছেন না কেন? আমাদিগের [illegible] শীঘ্রই জমিদারি ডাকের আয় ব্যয়ের একটা হিসাব প্রচার করিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা যতদিন এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন ততদিন জমিদারগণের মনের উক্তরূপ অসন্তোষ কদাচ দূর হইবে না, আমরাও তাঁহাদিগের (গবর্ণমেণ্টের) প্রতি দোষারোপ করিতে ত্রুটি করিব না!

জমিদারী ডাকের অন্য একটী [illegible] জমিদারদিগের নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইতেছে। নিয়ম হইয়াছে, যাঁহারা নিয়মিত [illegible] এক মাসের মধ্যে [illegible] ডাক করের টাকা আদায় না করিবেন, তাঁহাদিগের মালখোলা ক্রোক করিয়া নির্দ্ধারিত করের দ্বিগুণ টাকা আদায় করা যাইবে। এক শরীকের কর বাকী থাকিতে অপরাপর শরীকেরা কর আদায় করিতে পারিবেন না

দারের যত বিবাদ বিসম্বাদ হয়, এই বাজে আদায়ই তাহার একটী প্রধান কারণ।

বাজে আদায় যে প্রজাদিগের অধিকতর ক্লেশকর হয়, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। ঐ অর্থ কেবল জমীদারের কোষগৃহভুক্ত হয় না, নায়েব গমস্তা প্রভৃতি উহার আরো অনেক অংশী আছেন। বোধ কর, জমীদার পিতার আদ্য কৃত্য উপলক্ষে প্রজার নিকটে একটি চাঁদা করিলেন। যে প্রজাকে সেই চাঁদায় এক টাকা দিতে হইবে, সে গমস্তাকে টাকা প্রতি ন্যূন কল্পে ৵০ আনা না দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ঐরূপ নায়েব ও পদাতিক প্রভৃতিরও অংশ আছে

এস্থলে নায়েব ও গমস্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াও অতিশয় আবশ্যক হইতেছে, তাহা হইলে পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপ অদ্ভুত প্রণালীতে জমীদারীর কার্য্য চলিতেছে। নায়েব ও গমস্তা জমীদারের কর্মচারী। তাঁহারা মফস্বলে থাকেন। প্রজার সহিত তাঁহাদিগেরই সতত ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গমস্তা খাজনা আদায় করেন। তাঁহার অধীনে এক এক জন পাইক থাকে। নায়েব গমস্তাদিগের কার্য্য ও জমীদারদিগের মফস্বল সংক্রান্ত অন্য অন্য কার্য্য দর্শন করেন। এক এক নায়েবের অধীনে ৫। ৭ জন বা তাহারও অধিক গমস্তা থাকে। গমস্তা ও নায়েবদিগের ক্ষমতা ও বেতনের [illegible] করিলে ইহার অনভিজ্ঞ পাঠক [illegible] হইবেন। ২৪ পরগণায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, গমস্তারা [illegible] টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, [illegible] অন্য জিলায় ২ ও ১ টাকাও আছে। নায়েবের বেতন সচরাচর ২০। ২৫ টাকাই হইয়া থাকে, ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪০। ৫০ টাকা। পাঠকগণ কি বিবেচনা করিতেছেন, ইহাঁরা কি এই অল্প বেতনেই পরিতুষ্ট থাকে? ইহাতেই কি ইহাঁদিগের দিন নির্ব্বাহ হয়? ইহা অপেক্ষা কি ইহাঁদিগের আর অধিক উপার্জ্জন নাই? আমরাই উত্তর দিতেছি, আরো অনেক উপার্জ্জন আছে। এক টাকা মাসিক বেতন পাইয়া কি এক জন গৃহস্থের কখন চলিতে পারে? গমস্তারা উদাসীন নহেন, তাঁহাদিগের পুত্র কলত্রাদি আছে, তাঁহাদিগের গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, কোন কোন ব্যক্তি দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা প্রভৃতিও করেন। এ সকল কি ব্যয় বিনা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে? নায়েবেরা উচ্চ পদস্থ, তাঁহাদিগের আবার সেই পরিমাণে ঐ সকল কার্য্যে অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। সে সমুদায় ব্যয়ই তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লন। জমীদার ও নায়েবদিগের ন্যায় গমস্তাদিগেরও আবরাব আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের একটী নির্দ্দিষ্ট আয় আছে। তাহারা বার্ষিক যত টাকা আদায় করেন, তাহার প্রতি টাকায় হিসাব আনা বলিয়া ৵০ আনা করিয়া লইয়া থাকেন।

পাঠকগণ গমস্তাদিগের যেমন সামান্য বেতনের কথা শুনিলেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা কিন্তু তেমন সামান্য নয়। তাঁহাদিগের ক্ষমতার সীমা নাই, তাঁহারা আইন ও আদালত মানেন না। যে প্রজা খাজনা অর্থ বা গমস্তাদিগের প্রাপ্য দিতে বিলম্ব করে, তাহাকে (গমস্তারা ইতর লোককেই এইরূপ প্রহারাদি করে, ভদ্র প্রজার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে সাহসী হয় না) উপানৎ প্রহার করা গমস্তাদিগের সহজ (এখন অনেক কমিয়াছে বটে তথাপি অদ্যাবধি পর্য্যন্ত) কথা। প্রজারা তাঁহাদিগকে যম স্বরূপ দেখে। তাঁহাদিগের হাতের ন্যায় মুখেরও বিলক্ষণ গুণ আছে। মুখ এমনি পবিত্র যে প্রজাদিগের সহিত ব্যবহার কালে তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিলে কর্ণে হাত (গমস্তারা প্রায় অশিক্ষিত, তাহাতে সতত ইতর লোকের সহিত সংসর্গ, এরূপ হওয়া বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়) দিতে হয়। নায়েবদিগের ক্ষমতা আবার ইহার বহু গুণে অধিক। এক এক নায়েবের অধীনে ৫। ৭ জন গমস্তা থাকে। সেই ৫। ৭ জন গমস্তার প্রত্যেকের যত ক্ষমতা, তাহা একত্র করিয়া যত হয়, এক নায়েব তত ক্ষমতা ধারণ করেন

গমস্তা ও নায়েবদিগের বার্ষিক আয় কত, অবিদিতবৃত্তান্ত পাঠকগণ বোধ হয়, এখনও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। গমস্তারা সচরাচর বার্ষিক ২। ৩ শত এবং নায়েবেরা ২। ৩ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। ইহা ন্যূন কল্প উপায়। কোন কোন গমস্তা ও নায়েবের ইহা অপেক্ষা অধিক হয়। জমীদারদিগের ন্যায় নায়েবেরাও প্রজাদিগের নিকট নজর পান, এবং পুত্রাদির অন্নপ্রাশনাদির কালে চাঁদা করিয়া থাকেন।

আমরা সংক্ষিপ্ত স্পষ্টরূপে বাজে আদায়ের স্বরূপ পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত গমস্তা ও নায়েবদিগের বৃত্তান্ত এত বিস্তারিত করিয়া লিখিলাম। এক্ষণে যে যে বাবে জমীদারদিগের বাজে আদায় হইয়া থাকে, তাহার একটী ফর্দ্দ দেওয়া যাইতেছে।

১। প্রজায় প্রজায় বিবাদ করিয়া জমীদারের নিকট উপস্থিত হইলে জমীদার যাহাকে অধিক অপরাধী বোধ করেন, তাহার অর্থ দণ্ড (জমীদারের নিকটে শরীরাদি দণ্ডের অপেক্ষা অর্থ দণ্ডেরই প্রাধান্য) করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের লোভ রিপুটী কিঞ্চিৎ প্রবল, তাঁহারা উভয়ের নিকট হইতেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করেন।

২। উৎসব, পিতৃ মাতৃ কৃত্য অথবা পুত্রাদির অন্নপ্রাশনাদির উপলক্ষ করিয়া চাঁদা

৩। পতিত ভূমির ঘাসের জমা।

৪। বাজের জমা।

৫। কোন কোন জমীদার, লোক

য় প্রবন্ধ রচনা করা সুকঠিন।” এই রূপ গ্রন্থকার কৃতার্থতা লাভ বিষয়ে আশা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার আশাধিক ফল লাভ হইয়াছে। তাঁহার রচনা তাঁহার উত্তম শক্তিরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা অনেক স্থলে তাঁহার রচনা শক্তির উৎকর্ষ দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিলাম। কয়েক স্থানে তাঁহার বর্ণনা উপমা ও উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের সুতনত্ব দর্শন করিয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইলাম। তিনি নিজ রচনাকে অন্য অন্য অলঙ্কার দ্বারাও অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইংরাজদিগের দেশের আচার ব্যবহার ও রীতির অনুযায়ী হইলে যত দূর নৈসর্গিক অদ্ভুত ঘটনার কল্পনা করা যাইতে পারে, গ্রন্থকার তাহার ত্রুটি করেন নাই। যে সময়ে বিজয়বল্লভের প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, নৈসর্গিক উপায় দ্বারাই তিনি সে সকল হইতে উদ্ধার হইয়াছে। আমাদিগের নব্য গ্রন্থকার এদেশের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের ন্যায় নিজ গ্রন্থের নায়ককে আত্মরক্ষার্থ অলৌকিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করান নাই।

চম্পকলতা গ্রন্থের নায়িকা। যে কারণে ও যেরূপে বিজয়বল্লভের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তা যে রূপ সাবধান হইয়া তাহার অনুরাগ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তিনি এদেশীয় আদিরস গ্রন্থকারদিগের ন্যায় নিজ গ্রন্থকে লজ্জা দোষে দূষিত করেন নাই। চম্পক যদি কেবল বিজয়বল্লভের বাহ্য রূপ দর্শন করিয়াই বিমোহিত হইতেন, তাহা হইলে আমরা গ্রন্থকর্ত্তার সহৃদয়তার প্রশংসা করিতে উৎসুক হইতাম না; যে কারণে উচ্চবংশীয় স্ত্রীজাতির প্রতি প্রণয় দৃঢ়তর বদ্ধমূল হয়, গ্রন্থকার তাহার দুটী প্রধান কারণ ঘটাইয়া দিয়াছেন। বিজয়বল্লভ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে চম্পকলতাকে রক্ষা করেন এই এক কার্য্য দ্বারাই চম্পকলতার প্রণয় সঞ্চারের দুটী কারণ উপস্থিত হয়। এক, বিজয়বল্লভের শৌর্য্য; দ্বিতীয়, প্রাণ রক্ষা দ্বারা মহত্তর উপকার সম্বন্ধ। মহাবংশ প্রসূত রমণীগণ বীর পুরুষেই অধিকতর অনুরক্ত হইয়া থাকেন।

গ্রন্থের উপসংহারটীও মনোহর হইয়াছে। কয়েকটী স্থানে কেবল কিছু কিছু পুনরুক্ত দোষ দৃষ্ট হইল। যে যে স্থলে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করা হইয়াছে তাহা তত বিস্তারিত করিয়া না বলিয়া সংক্ষেপে বলিলে সমধিক ফলপ্রদকারী হইত সন্দেহ নাই। বিজয়বল্লভের বিমাতৃবিদ্বেষ ও সোমদত্তের অসাধুতাই বিজয়বল্লভের যাবতীয় দুর্গতির কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বহু বিবাহকে বহু অনর্থের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লিখন ভঙ্গী দ্বারা বোধ হইতেছে, ইহার দোষ কীর্ত্তন করিয়া এতদ্বিষয়ে লোকের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেওয়া প্রস্তাবিত কথার একটী প্রধান উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিল, বিজয়বল্লভে কিলডিভের টিমজোজ নামক নবলের অনেক অনুকরণ আছে। উভয় নায়কের জন্ম বৃত্তান্ত প্রথম অবিদিত ছিল; উভয় নায়কেই অসামান্য উদার্য্য ও সাহসাদি গুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; যে কারণে উভয় নায়িকার উভয় নায়কের প্রতি প্রণয় সঞ্চার হয়, তাহাতে সৌসাদৃশ্য আছে; যে কারণে উভয় নায়িকার পিতা উভয় নায়ককে কন্যাদানে অসম্মত হন, তাহারও এক রূপতা আছে; গ্রন্থের উপসংহারও প্রায় এক রূপে করা হইয়াছে, তবে কোন কোন বিষয়ে বিজয়বল্লভের উৎকর্ষ আর কোন কোন বিষয়ে [illegible] নয়ন গোচর হইতেছে। টিম জোজের চরিত্র দোষ ছিল; বিজয়বল্লভ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এটী “কথার” একটী প্রধান প্রার্থনীয় গুণ। কথা পাঠে লোকের মন যেমন মোহিত ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে, এমন আর অন্য কিছুতে হয় না; কথাপাঠকদিগের মধ্যে দুর্ব্বলচিত্ত লোকই অধিক দৃষ্ট হয়; এরূপ স্থলে যাহাতে নায়ক ও নায়িকার চরিত্র গত দোষ বর্ণিত বর্জন করিয়া পাঠকগণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল সঙ্কুচিত হইয়া তদনুকরণ প্রবৃত্তি না জন্মে, গ্রন্থকারের এরূপ চেষ্টা পাওয়া অতিশয় উচিত। বিজয়বল্লভগ্রন্থমধ্যে এ গুণটী বাহুল্য রূপে লক্ষিত হইল।

কিলডিভ নায়িকার পলায়নাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া নিজ গ্রন্থকে যেমন অধিকতর মনোহারী করিয়াছেন, বিজয়বল্লভকার সেরূপ পারেন নাই। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহমধ্যেই রুদ্ধ থাকেন, তাঁহাদিগের প্রস্থানাদি বর্ণিত হইলে পাছে অনৈসর্গিক হয়, গ্রন্থকার বোধ হয়, এই শঙ্কা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এরূপ শঙ্কার কোন কারণ দেখিতেছি না। অন্যতর সংস্কৃত মহাকবি মালতীমাধবকার ভবভূতি মালতীর প্রস্থান বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অনৈসর্গিক বর্ণনাকারী বলিয়া উপেক্ষিত হন নাই।

অনুচিত অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগের পক্ষ সমর্থন।

১লা ফেব্রুয়ারির ইণ্ডিয়ান মিরর পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইলাম। বিস্ময় ও ক্ষোভের কারণ এই— প্রথম, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের যে যে ব্যক্তি ভ্রম প্রযুক্ত অনুচিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সম্পাদক তাঁহাদিগের ভ্রম সংশোধন চেষ্টা পাননাই প্রত্যুত তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া সেই ভ্রম তাঁহাদিগের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিতে-

ছেন; ইহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথাচরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, এ পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা তিনি যথোচিত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন নাই। তাহা হইলে তিনি কখন এরূপ লিখিতেন না যে আমরা প্রেয়ারকে অধন্য ও অপার বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাহাতে লোকের বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা পাইতেছি। আমরা সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছি, সোমপ্রকাশের যে যে স্থলে প্রার্থনা ঘটিত প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তাহা উদঘাটন করিয়া দেখিবেন, দেখিতে পাইবেন, আমরা স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছি প্রেয়ারের উপাসনাংশ ফলোপধায়ী, প্রার্থনাংশ ফলোপধায়ী নহে উপাসনা নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, না করিলে প্রত্যবায় জন্মে, প্রার্থনা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে তাহা করিলে পাপ জন্মেনা, কিন্তু উহাতে অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, যদি কেহ উৎসাহ ও আত্মবল লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে চাহেন, করুন তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই।

তৃতীয়, সম্পাদক ব্রাহ্মদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য বোধে সমর্থ হন নাই। ব্রাহ্মেরা সমাজে বসিয়া বিশুদ্ধ প্রণালীতে অদ্বিতীয়ের উপাসনা করুন এবং গৃহে বসিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নির্দিষ্ট রীতিক্রমে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করুন, এরূপ উপদেশ দেওয়া কোন ক্রমেই আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। অপর, আমরা ব্রাহ্মদিগের পরম স্নেহাস্পদ পরিজনগণমধ্যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবাদী নহি। আমাদিগের একমাত্র বক্তব্য ব্রাহ্মেরা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসরণ করিয়া গৃহে ও বাহিরে সর্ব্বত্র সমভাবে সেই অদ্বিতীয়ের আরাধনা করেন। তাঁহাদিগের মিশ্রভাব দর্শনেই আমাদিগের অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের আর কোন কোন বিষয়ে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসরণ করিতেছেন। আমরা এস্থলে কেবল বাবুর ঐ সব জাতকর্ম্ম বিষয়টী দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ

পূর্ব্ব করিলে। জাতকর্ম্ম করিতে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ী কোথা হইতে প্রবৃত্তি? বিশুদ্ধ যুক্তি কি এ সংস্কার জন্মাইয়া দিতেছে? ইহা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইলে অন্য অন্য জাতিতেও এ ব্যবহার দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাশী ও মুসলমান প্রভৃতি কি জাতকর্ম্ম করিয়া থাকেন? এটী বেদোদিত কর্ম্ম, পুত্রে জাতে জাতেষ্টিং কুর্য্যাৎ, এই শ্রুতি আছে। ব্রাহ্মেরা এ কর্ম্মটী বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কালে বেদোক্ত অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া যুক্তির অনুসরণ করিয়াছেন (১)। এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, যাঁহারা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের এরূপ স্বভাব কেন? তাঁহাদিগের অবলম্বন কি? বেদ না যুক্তি? যদি প্রথমটী অবলম্বন হয়, তাহা হইলে তদনুসারী অনুষ্ঠান না করিতেছেন কেন? আর যদি যুক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, জাতকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করুন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগকে কহিতেছি, এরূপে কার্য্য করিলে তাঁহারা কাহারও প্রীতি ও ভক্তির ভাজন হইতে পারিবেন না। যাঁহাদিগের বেদে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা বেদোদিত অনুষ্ঠানের দেখিলেই তাঁহাদিগকে (ব্রাহ্মদিগকে) নাস্তিক জ্ঞান করিবেন, আর যাঁহাদিগের বেদে বিশ্বাস নাই, যাঁহারা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারী হইয়া এই প্রকৃতিরূপ মহাপুস্তক হইতে সেই অদ্বিতীয়ের উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে অনুচিত অনুষ্ঠানকারী ও কপট বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবেন। অনুচিত অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মেরা মনে করেন, উভয় পক্ষই রক্ষা করিবেন, কিন্তু ইহা কখন সম্পাদিত হয়? প্রসিদ্ধ কথাই ত আছে "যে ব্যক্তি সকলের মনোরঞ্জন করিতে যায় সে কাহারই মনোরঞ্জন করিতে পারে না।"

অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগের যদি এরূপ সংস্কার থাকিয়া থাকে যে প্রথমে কোন নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সাধারণ লোকের মনের গতি বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ কপট [illegible]

কালের যাবতীয় [illegible] এইরূপ করিয়াছেন। [illegible] প্রবর্ত্তয়িতা মহম্মদ [illegible] পরতা দর্শন করিয়া [illegible] পূর্ব্বক বহু বিবাহের [illegible] ঐরূপ আমাদিগের [illegible] কর্ম্মের অনুষ্ঠান, [illegible] আছে, অতএব ব্রাহ্ম [illegible] মিশ্রিত করিলে তাহা [illegible] হইবে—তাহা হইলেও [illegible] পতিত হইয়াছেন, [illegible] রা কৃতকার্য্য হইবার [illegible] এখন সরল ভাব অবলম্বন [illegible]

ব্রাহ্মেরা যদি অনুচিত [illegible] গ করিয়া যেরূপ পূর্ব্ব [illegible] হইয়া ভক্তিভাবে সেই [illegible] আরাধনা করেন, তাহা [illegible] কার্য্য অনুষ্ঠান করা [illegible] উপাসনা দ্বারা কি [illegible] ভাবনা আছে [illegible] চিত্তে বিবেচনা করিয়া [illegible] উপাসনা বিধিই কি সকলের [illegible] উদ্রেক করিয়া দিতে সমর্থ [illegible] হইবে না? অনুষ্ঠানের [illegible] সম্বন্ধ নাই। অনুষ্ঠানের [illegible] ক্রিয়া। আবার [illegible] পরিণাম দারুণ হইয়া উঠে। [illegible] উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] প্রথমে ক্রিয়া [illegible] ম্য ও করেন, তাঁহারা এই [illegible] ছিলেন, [illegible] মেকে সাধারণ লোকের [illegible] বয়সে বড় [illegible] রা নানা [illegible] তাঁহারা এই বুঝিয়াছিলেন যে [illegible] ধর্ম্মচিন্তা হইলেই হইল। ব্রাহ্মেরা [illegible] দিগের এই সংস্কারকে নির্দোষ [illegible] [illegible] এই [illegible] সংস্কার মূলক] হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ দুর্দশা [illegible] অনর্থ [illegible] প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্মকে কি [illegible]

(১) পাঠকগণ ভবদেব ও পশুপতিতে দৃষ্টি করিলে অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া দেখিতে পাইবেন।

[illegible] অবমাননা নহে ? ব্রাহ্মেরাও কি [illegible] আবৃত করিয়া ঐ বিষয়ের মহ-[illegible] করিতেছেন না ? আমাদের সহিত [illegible] বাবুর পুত্র জন্মিয়াছে, [illegible] তত্ত্বানুসারে করিয়া উৎসব করিবার [illegible] হইয়াছিল, ভালই, তিনি কেন আত্মীয় [illegible] স্বজাতীয় ও [illegible] ভোজন [illegible] যদি ইচ্ছা হইয়া [illegible] অনেক শাস্ত্র আছে, তাহাদি-[illegible] করিলেন না কেন ? তদুপলক্ষে [illegible] আরাধনা করিতেই বা [illegible] নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ? তাঁহারা [illegible] একটী আড়ম্বর করিয়া লো-[illegible] চেষ্টা করিলেন কেন ? যাঁ-[illegible] উপলক্ষে ঈশ্বরের আরাধনা [illegible] উল্লেখ করিয়া লোকপ্রীত্যর্থ [illegible] একটী অর্থশূন্য ক্রিয়ার অনু-[illegible] যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া [illegible] তাঁহাদিগের রাধাকৃষ্ণের [illegible] রাখিয়া ঈশ্বরের আরাধনা ক-[illegible] কি ? যুক্তি উভয় স্থলেই তুল্য [illegible] কেবল আড়ম্বর কিছু [illegible] উপাসনাই সার ইহা বুঝিয়াও [illegible] কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হই-[illegible] এই রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি কিছু নয় ঈশ্বরের [illegible] সার এই বিবেচনা করিয়া লোক [illegible] রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্ব-রারাধনা করাতেই দোষ কি ? যাঁহারা [illegible] মূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারা কি মনে [illegible] যে আমরা এই মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের [illegible] করিতেছি ?

[illegible] পরম্পরা শুনিতে পাই, অনুষ্ঠা-[illegible] আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে [illegible] প্রকার কল্পনা করেন। যা ক-[illegible] কণ্ঠে কহিতেছি, আমরা তাঁ-[illegible] নহি। তাঁহারা এদেশের এ-[illegible] উন্নতিসাধন বিষয়ে হস্তক্ষেপ [illegible] অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে-[illegible] তাঁহাদিগের উপরে আমাদিগের [illegible] স্নেহ আছে। সেই স্নেহ থাকাতেই [illegible] যখন তাঁহাদিগকে [illegible] পতিত [illegible] পাই, অভি[illegible] প্রাণ-পণে তাহা সংশোধন চেষ্টা পাইয়া থাকি আমাদিগের সঙ্কল্পিত ব্রত এই, যিনি হউন, যখন যাঁহার ভ্রম দেখিব, তৎক্ষণাৎ আমরা তৎসংশোধন চেষ্টা করিব, তাহাতে কেহ রুষ্ট হউন, আর তুষ্ট হউন, তাহাতে আমাদিগের ক্ষোভ নাই।

এই প্রস্তাবটি ক্রমে অসঙ্গত দীর্ঘ হইয়া উঠিল, ইণ্ডিয়ান মিররের অন্য অন্য বাক্যের উত্তর দানে অদ্য আমরা বিরত রহিলাম। সম্পাদকের নিকটে আমাদিগের অনুরোধ এই, আমাদিগের অন্যথাভূত অভিপ্রায় তিনি অন্যথারূপে লোকের গোচর করিয়া সাধারণকে ভ্রমে পতিত করিয়াছেন, অতএব তিনি এই প্রস্তাবের মর্ম্মটি অনুবাদ করিয়া সাধারণের ভ্রমভঞ্জন করিয়া দেন।

উপসংহার স্থলে আমরা পুনরায় অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগকে বিনয় বাক্যে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে অধঃপতিত না হন। তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৃহ ধর্ম্ম করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, আমরা ভ্রমেও কখন তাহার প্রতিবাদী নহি। আমাদিগের দৃঢ়তর সংস্কার এই, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম যাবৎ এদেশের গৃহধর্ম্ম না হইবে, তাবৎ এদেশের সম্যক উন্নতি লাভ প্রত্যাশা নাই। তাঁহারা যে অনুচিত অনুষ্ঠানকে গৃহ মধ্যে প্রবেশিত করিয়া পরিজন গণের চিত্তের লঘুতা ও নীচতা সম্পাদন চেষ্টা পাইতেছেন, আমরা তাহারই কেবল প্রতিবাদী। ফল কথা এই, ঈর্ষ্যান্বিত পতি নিজ পত্নীর পুরুষান্তরের সহিত রহস্য আলাপের ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্বন্ধ সহিতে পারেন না।

বিবিধ সংবাদ।

২১এ মাঘ সোমবার।

মান্দ্রাজের হলওয়ে সাহেব তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন জজ হইয়াছেন।

ডাক্তর উইলিয়মস ও ডাক্তর উইলসন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করাতে তাঁহারা এক বৎসরের জন্য নিজ নিজ কর্ম্ম হইতে রহিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে মকদ্দমার ব্যয় দিতে হইবে। তাঁহারা প্রিবিকৌন্সিলে এবিষয়ের আপীল করিবেন।

কমিসরিএট কমিসন বসাতে সাধারণ রাজস্ব হইতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

সম্প্রতি সর চারলস ট্রিবিলিয়ান ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যদিগকে আহ্বান করিয়া ইনকমটা-ক্সের কার্য্যপ্রণালীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বোধ হয় ইনকমটাক্সের অন্তিম কাল উপস্থিত।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন ঢাকায় কয়েকজন খোরাসানবাসী স্ত্রীলোক, পুরুষ ও বালক বালিকা আসিয়াছে। বাহিরে তাহারা বাণিজ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করে কিন্তু গোপনে তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা খানদানীর ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলাপ করে। যখন পুরুষেরা বাটী না থাকেন, তখন তাহারা নানা প্রকার ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিতে থাকে। এক দিকে দুই এক জন ঐপ্রকার করে, আর দিকে দুই এক জন সিন্ধুক বাক্স ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করিবার চেষ্টা করে। সম্প্রতি ঢাকার দারগা তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়া বিস্তর টাকার অলঙ্কার প্রভৃতি বাহির করিয়াছেন। খোরাসানের লোকেরা দস্যু। আফগানেরাও তাহাদিগকে ডাকাইত বলিয়া ঘৃণা করে।

উক্ত পত্রের চট্টগ্রামস্থ সংবাদদাতা পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ক্রীত দাসী রাখিবার প্রথার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফতে আলি খাঁ নামক এক জমীদারের এক বাঁদী পলায়ন করাতে ফতে আলি ছোট আদালতে এই ভাবে এক প্রতিজ্ঞা পত্র দাখিল করিয়া নালীশ করেন যে প্যারী (দাসী) তাঁহার নিকটে ৪৫ টাকা নগদ ও ৫০ টাকার গহনা লইয়া স্বীকার করে, সে যাবজ্জীবন তাঁহার বাটীতে থাকিবে আর সে যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা তাঁহাকে দিবে। বিচারপতি বাবু কালীকিঙ্কর রায় এ নালীশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যখন বাঁদী রাখিবার প্রথা সংবাদ পত্রে আন্দোলিত হয় [illegible] লিখিয়াছিলাম পূর্ব্ববাঙ্গলায় [illegible]

লোক [illegible] দাবী রাখিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট কি এবিষয়ে অমনোযোগী হইবেন কেহ কেহ তাহাতে আমাদিগের উপরে খড়্গ হস্ত হবে? যাহা হউক, না? ঢাকাপ্রকাশ উ-দ্যোগী হইয়া কিজন্য এবিষয়ের একটি আ-বেদন না করেন?

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন সর হোপ গ্রাণ্ট মাথর ও আকমারী পর্ব্বতে সেনাদলের এক আতুর নিবাস স্থাপিত করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন। সর ইউলিয়ম ম্যান্সফিল্ড রাজপুতনার পর্ব্বতের শিখরে ২ ভ্রমণ করিতেছেন। এসকল বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা একপে অতিশয় অন্যায়।

দিল্লীগেজেট বলেন ৭ই ফেব্রুয়ারি কাশীর রেইলওয়ে ষ্টেশনে একটি ভোজ ও নৃত্য হইবে। গবর্ণর জেনরল তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

উক্তপত্র আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত একটি শাখা রেইলওয়ে হইবে। তাহা হইলে বাহাদুর কাষ্ঠের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে।

আলাহাবাদ গেজেটের এক জন সংবাদ দাতা বলেন রেওয়া জরিপ করিতে গিয়া জরীপকারিরা রাজার নিকটে যথোচিত সহায়তা পাইতেছেন না। রাজবাটী জরীপ করা আবশ্যক হওয়াতে রাজা ভাবিয়াছিলেন কর্ম্মচারীরা তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে চাহেন। রেসিডেণ্ট কোলন সাহেব এই ভ্রম দূর করিবার উদ্দেশে রাজার নিকটে গমন করিয়াছেন।

সম্প্রতি মাগদে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হইয়াগিয়াছে। কপোত ডিম্বাকার এক একটী শিলা পতিত হইয়াছে।

ছোট আদালতের প্রধান জজ বুলনর সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার পীঠ-কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম কেপান সাহেব পুলিসে প্রত্যাগমন না করি- পুনর্ব্বার এক জন বারিষ্টর হইতেছেন। পীঠ সম্বন্ধে বারিষ্টরদিগের অন্ন প্রায় উঠিয়াছে। অতএব কেপান সাহেব কি আশায় পুনর্ব্বার বারিষ্টর হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

[illegible] বরিশালের সংবাদ দাতা বলেন সম্প্রতি তত্রত্য কারাগার হইতে চারজন কয়েদি পলায়ন করে। কিন্তু তাহারা ঢাকার অলিমিয়ার এক মায়েব কর্তৃক ধৃত হইয়াছে। আত্মন ৩০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। বরিশালের জেল হইতে সর্ব্বদা কয়েদি পলায়ন করে, আমরা শুনিয়াছি তাহারা যখন মল কাটিতে যায় সেই সময় দুই এক জন বনের মধ্যে প্রস্থান করে, কিন্তু প্রা গিয়া বাঘে খাইয়াছে ওজর করিয়া রক্ষা পাইয়া থাকে।

চীনদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে সম্রাটের সেনারা ইউরোপীয় আফিসরদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া যুদ্ধ বিষয়ে বিলক্ষণ পারগ হইতেছে। সেনাপতি বরগাইন পদচ্যুত হইয়াছেন। চীনদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয়দিগের সহিত ক্রমশঃ সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। অহিফেনের মূল্য অল্প হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সংবাদ গুলি হিন্দুপেট্রিয়ট হইতে গৃহীত হইল।

গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষার্থ কয়েকটি বাঙ্গালা আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত ও তদ্বিষয় এক জন বিশেষ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবেন।

মৌলবী আবদুল লতিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন সভ্য হইতেছেন।

কলিকাতার আবকারীসুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হ-প্‌টিন সাহেব গত ইষ্টাম্পঘটিত জুয়াচুরি সংক্রান্ত কয়েকটি নূতন বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

মৃত জেনরি রিকেট্‌স সাহেবের এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে রাখা হইয়াছে।

পরিদর্শক বলেন এক ব্যক্তি ওকালতির পরীক্ষা দিবার জন্য ভবানীপুরে বাসা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার দিবস গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

২২ এ মঙ্গল বার।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বারুইপুরে সম্প্রতি লাক্ষাশায়ের দুর্ভিক্ষবিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ এক সভা হয়। সভা স্থলে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই কিছু কিছু দিয়াছেন, বাবু রাজকুমার রায়চৌধুরী ১০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। এরূপবিধ বিষয়ে [illegible] লের কথা শুনিলে আমাদিগের অতিশয় আহ্লাদ হয়।

বাজিতে টেম [illegible] কর্ম্মচারিদিগের [illegible] দিব কর্ম্মচারীরা [illegible] যেরূপ পরিশ্রম [illegible] আর মনঃস্থির [illegible] বাজিতে উপর ও [illegible] কো আড়কিলবাট [illegible] পান, তবেই যদি [illegible]

ইংলিশম্যান বলেন [illegible] টেম্যারন ইন্সিপুর ১৫ পণ্ডিত টেমারলেন [illegible] শ দিয়াছেন। [illegible]

আলাহাবাদ গেজেট [illegible] চারী মেজর্স [illegible] ইত্ত হাজপাল [illegible] স্থানান্তরিত হইয়াছে।

তিনি আরও [illegible] পিত হইয়াছে, তথায় [illegible] হ হইবে এবং [illegible] নাই, কার্য্যও শীঘ্র হইবে।

উক্ত পত্র আরো [illegible] যেমন আকবর বাটীতে [illegible] লোপযোগী ও [illegible] এখন দেশজর্ষ [illegible] শিত হইল।

কলিকাতার পথে [illegible] হইয়াছে। ঐ দেশ যাপ [illegible] অপর সরকিউলার রোড [illegible] হইতে বেলুরাবাজার [illegible] সেইখান হইতে একটি [illegible] আর একটী উত্তর দিকে [illegible] যেমন অনেক উপকার [illegible] বনাও তেমনি কারণ যে রাস্তা চলিবে সেখানে অন্য বাণিজ্য বন্ধ হইবার অধিক সম্ভাবনা। [illegible] মধ্যে জমির মূল্যও অনেক [illegible] কলিকাতায় অনেকের ক্ষতি [illegible] হইবে।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান উন্নতি [illegible] রের সন্তোষ সূচক হইতেছে [illegible] উন্নতির চেষ্টা [illegible] পতিত ভূমি আছে [illegible] লোক

সংযুক্ত করিয়াছেন। গত শনিবার ৪০টি মোকদ্দমার অধিক নিষ্পত্তি হইয়াছে, এতদ্ব্যতিরিক্ত শতাধিক সাক্ষ্যের জবানবন্দি হইয়া গিয়াছে, ইহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার হইতেছে বিচারক্ষম ব্যক্তিদিগের বিদিত হইবেক। এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যার কোড়া তার ভোগ বৈদ্যের কি, আমাদের দ্বার মুক্ত আছে। ইংলণ্ডের দোষি সংখ্যার বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতে মানস করিয়াছি। তাহা এই, ইংলণ্ডে ১৮৬১ অব্দে প্রতিশত কারা অপরাধির মধ্যে ২৮টি স্ত্রীলোক, ইহাতে প্রত্যেক ৪ব্যক্তি অপরাধির মধ্যে ১টি স্ত্রীলোক হইতেছে। গুরুতর অপরাধে দোষী সংখ্যা ১১৩৪৯ পুরুষ এবং ৩৯৭৭ স্ত্রীলোক, অর্থাৎ স্ত্রী সংখ্যা ৩১ ৫০০, ভ্রূণ হত্যাব্যতিরিক্ত অন্যবিধ দোষগ্রস্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোক সংখ্যা মোট ৫৯৯৮১ অর্থাৎ ইংলণ্ডের সমুদয় স্ত্রী সংখ্যা মধ্যে ৮৯৬০৩ জন অপরাধী অর্থাৎ প্রত্যেক ১০৯ জনের এক জন দোষী।

প্রাংকস্য
মোং আমতা

শ্রীযুক্ত সর চারলস্ ট্রিবেল্যান মহোদয় প্রতি নিবেদন।

শুন ট্রিবেলন মহামতি।
কত আশা করি তোমা প্রতি।
হও তুমি মহাশয়, বিচক্ষণ মহোদয়,
ভারতের হিতকারী অতি ॥ ১ ॥

তুমি হে অশেষ গুণধাম।
পূর দীনভারতের কাম।
কাতরে ভারত চায়, যদি তার ভর পায়,
চিরকাল রবে তব নাম ॥ ২ ॥

নিরীহ ভারতবাসিগণ।
কত দুখ সহে অকারণ।
মুকৈতে বিদ্রোহ করে, শিক্টে কত প্রাণে মরে,
শিক্টে কত সহিছে এখন ॥ ৩ ॥

প্রবলের কত অত্যাচার।
সহিছে ভারত অনিবার।
আবার শ্রীকরগণ, লয়ে নাম সম্বোধন,
ছল বল করিছে বিস্তার ॥ ৪ ॥

আর এক হয়েছে বিষম।
কাল ইনকম অসাগম।
দুঃখ অধি লোকে কয়, বিক্রমে সামান্য নয়,
দুর্ভিক্ষের নহে ছোট যম ॥ ৫ ॥

দুঃখের একে কম আয়।
তাহাতে ইনকম কিবা দায়।
অনটন যার মাস, এবে পাড়ে যায় মাস,
অনাহারে শেষেতে ঠেকায় ॥ ৬ ॥

কত লোকে ইনকম ডরে।
গোপের কতই স্তুতি করে।
ছেলের দুধের দেন, কাপড় ধারেতে কেনা,
খিল দিয়ে বোসে থাকে ঘরে ॥ ৭ ॥

পাঁচ শত দুশ আয় যার।
বটে পাপ মুক্ত দেহ তার।
কিন্তু কত সিভিউল, চক্ষে তার বর্ষে শূল,
কেরে ফেলে অশেষ প্রকার ॥ ৮ ॥

সত্য বটে যাঁরা ধনিবর।
ইনকমে নাহি পান ডর।
কিন্তু আয় জানাইতে, সেই হারে শুণে দিতে,
মর্ম্মান্তিক তাঁর ও কাতর ॥ ৯ ॥

এত কষ্ট সহে কি কারণ।
ভারতবর্ষের প্রজাগণ?।
সিন্ধু সম রাজ আয়, ইনকম বিন্দু প্রায়,
কিসে ঘোচে তাতে অনটন? ॥ ১০ ॥

রাজার সংসারে মিছা ব্যয়।
জান তুমি কতই তা হয়।
সেই ব্যয় প্রশমনে, ছাড় দুঃখি প্রজাগণে,
ছুঁচোমেরে হাতে গন্ধ কয় ॥ ১১ ॥

আর এক আছে নিবেদন।
বিদ্যা দানে দাও তুমি মন।
সাধারণ জনগণ, যাতে পায় বিদ্যাধন,
তাতে ধন কর বিসর্জ্জন ॥ ১২ ॥

কস্যচিৎ দুঃখিবাঙ্গালিজনস্য
সাং কলিকাতা

মূল্যপ্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য বাকুড়া
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত
কোং ৫।০ টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মল্লীক পটলডাঙ্গা
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ পৌষ পর্য্যন্ত
কোং ১০
„ ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইসলাবাদ
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
কোং ১০
„ তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় বড়ীশা
১২৬৯ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ৩
„ নবীনচন্দ্র সিদ্ধান্ত ব্রজপুর
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ পৌষ পর্য্যন্ত কোং ১০
„ রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ কটিহারা
১২৬৯ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে লওয়া যায় না।

যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য ষ্টাম্প টিকিট পাঠান তাঁহারা এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট না প্রেরণ করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া দেন।

পূর্ব্বপ্রদত্ত মূল্যের কাল অতীত হইলে মূল্য পাঠাইতে কেহ যেন অসঙ্গত বিলম্ব না করেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া যাইবে, সঙ্গতমত সময় প্রতীক্ষা করিয়া প্রথমে সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া তাহার পর চিঠি লিখিয়া জানান হইবে, যদি তাহাতে কোন উত্তর অথবা মূল্য না পাওয়া যায় কাগজ বন্ধ হইবে। মূল্যের নিমিত্ত চিঠি বেয়ারিং পাঠান হইবে। কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে আমাদিগের নামে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহার যখন সোমপ্রকাশ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইবে চিঠি লিখিয়া না জানাইলে তাহা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার /১০ আনা করিয়া দিতে হইবে তাহার পর /০ আনা করিয়া লওয়া যাইবে।

মফস্বলের যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র ডাকমাশুল দিতে হইবে

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্বভাগস্থ চেতলরহে সোমাপ্রকাশ যন্ত্রে দক্ষিণকালিকাগ্রামের শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ব্যতিক্রম প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন [illegible]।

১৪সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ৫ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৬৩। ১৬ ফেব্রুয়ারি { মাসিক মূল্য ১ [illegible] বার্ষিক অগ্রিম ১[illegible]

[illegible] সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

আজি অবধি সোমপ্রকাশের আর এক করমা বৃদ্ধি হইল। অতঃপর যাঁহারা মাসিক মূল্য দান করিবেন, তাঁহাদিগকে ৫।০ সাড়ে পাঁচ টাকা দিতে হইবে, বার্ষিক অগ্রিম মূল্য (১০ টাকা) অপরিবর্ত্তিত রহিল। মফস্বলের গ্রাহকদিগকে স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে হইবে। বার্ষিক ডাক মাসুল ৩,০ [illegible] [illegible] যাঁহারা মূল্য প্রেরণ [illegible] চিঠি রেজেষ্টরী করিয়া দিবেন, তাঁহারা তাহার ব্যয় (চারি আনা) বাদ পাইবেন। যাঁহারা স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে অসমর্থ হইবেন, জানাইবেন, আমাদিগের হৃৎপ্রত্যয় হইলে তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী বাটকেমারি [illegible]হব্বতপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লইবার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি [illegible]লিকাতায় জার্ডিন স্কিনর কোম্পানির নিকট আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে [illegible]

বিজ্ঞাপন।

পোর্টকমিশনারদিগের আজ্ঞা

বিজ্ঞাপন।

পোর্টফণ্ড।

[illegible] জলপথে কলিকাতার সীমানায় [illegible]

সরকার বাহাদুরের হুকুমানুসারে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য তারিখ অবধি স্লুপ, জাহাজ, মালবোট, ভড়, বজরা, এবং উপর মুলুকের নৌকা সকল এই হুগলি নদীতে রাত্রিযোগে কলিকাতা সীমা মধ্যে যাতায়াতকালীন সম্মুখে লাণ্ঠানের ভিতর আলো রাখিবেক অর্থাৎ সে স্থানে রাখিলে দূর হইতে স্পষ্ট দৃষ্টি হয়, যদ্যপি উক্ত নিয়মের অন্যথা হয় তবে একশত টাকা (১০০) জরিমানা দিতে হইবেক।

ইং১৮৬৩।

জলপথে প্রবেশের নিয়ম কর্ত্তা।

কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

রামবাবু, হরু ঠাকুর, রাসু নৃসিংহ, গৌর কবিরাজ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের উত্তম উত্তম গানগুলি সংগৃহীত ও একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য [illegible]

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রিট ।৬ নং বাটী।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে যে, কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত এবং অপর বঙ্গ বিদ্যালয়ের বালকগণের উৎসাহার্থ গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক যে ৯ টী বৈতনিক ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তৎ[illegible] [illegible] বর্ত্তমান বৎসরে নিম্ন লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইবেক।

দশবৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকদিগের নিম্নলিখিত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে [illegible]

বাঙ্গালাসাহিত্য।

চারুপাঠ ১ম ভাগ, [illegible] [illegible]হার, কবিতাপাঠ, [illegible]

ব্যাকরণ।

সন্ধি, লিঙ্গ, ক্রিয়া, কারক।

ভূগোল।

পৃথিবীর চারি প্রধানখণ্ডের ও [illegible] মানচিত্র লিখন।

ইতিহাস।

বাঙ্গালা ইতিহাস ২য় ভাগ [illegible]

অঙ্ক।

ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত।

১১, ১২, ১৩, অর্থাৎ [illegible] [illegible]বৎসর বালকগণকে নিম্নলিখিত [illegible] [illegible]ক্ষা দিতে হইবেক যথা।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

নব প্রবন্ধসার, চৌদিবেকস ১ম ভাগ, [illegible] [illegible]ঠ, প্রশ্নলিখন ও [illegible]।

ব্যাকরণ।

সন্ধি, লিঙ্গ, ক্রিয়া, কারক, সমাস,

ইতিহাস।

[illegible]লা ইতিহাস ২ য় ভাগ ও কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের [illegible] [illegible]রতবর্ষের ইতিহাস।

ভূগোল।

তারিণীচরণকৃত ভূগোলবিবরণ [illegible] [illegible]থিবীর চারি প্রধানখণ্ডের ও এশিয়ার [illegible]য় দেশের মানচিত্র লিখন।

অঙ্ক;

সামান্য ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

বালক ক্রতুলিগনে এবং বাঙ্গাল পুস্তক অপাবগ হইবে তাহার অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষাগ্রহণ করা যাইবে না। যে যে বালক প রীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি পাইবে তাহারা হিন্দু বা অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বিনা বেতনে পাঁচ বৎসরকাল পাঠ করিতে পারিবে। ১৮৬৩ সাল। তারিখ ২৩এ

এইচ উড্রো

বাঙ্গালা মধ্যবিভাগের স্কুল

সমূহের ইন্‌স্পেক্টর।

সোমপ্রকাশ।

৫ই সোমবার।

মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সোমপ্রকাশের মফস্বল গ্রাহকগণের কেহ কেহ বিস্মৃতি ক্রমে মূল্য প্রেরণ করিতে অসঙ্গত বিলম্ব করেন, তাহাতে আমাদিগের নিয়ম ব্যাঘাত ও অসুবিধা ঘটে। এই নিমিত্ত আজি অবধি এই নিয়ম করা যাইতেছে, যে মাসে যে যে ব্যক্তির মূল্য কাল অতীত হইবে, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ "প্রাপ্য মূল্য" এই শিরোনাম দিয়া তাঁহাদিগের নাম, বাসস্থান ও মূল্যনিঃশেষকাল লিখিয়া দেওয়া হইবে। তাহার পরও যিনি অসঙ্গত বিলম্ব করিবেন, তাঁহাকে আর একবার জানান হইবে, তাহাতেও যদি মূল্য অথবা চিঠি না আইসে, তাঁহার সোমপ্রকাশ লওয়া অভিপ্রেত নয় বিবেচনা করিয়া কাগজ বন্ধ করা হইবে।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই ভরসা ছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে। ইংরাজী সমাচার পত্রাদির ন্যায় সমাচার পত্র পাঠের মর্ম্মজ্ঞ ও তৎপাঠে অনুরক্ত লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আজিও অধিক হন নাই যথার্থ বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাঁহাদিগের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দোষক্ষেপ কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালিদিগের দিন দিন পাঠক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু সেই বুভুক্ষার অনুরূপ ভোজ্য লাভ না হওয়াতে তাহার আবার মান্দ্য হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ আমাদিগের সংস্কার এইরূপ, সম্পাদকদিগের যথারীতি পত্র সম্পাদন ক্ষমতা বিরহ বাঙ্গলা সমাচার পত্রের উন্নতির সমধিক প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। ভাল সমগ্রী প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলে কাহার তাহাতে লোভ না জন্মে? ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন, এখন এরূপ অনেক লোক হইয়াছেন। আমরা সম্পাদকের একটী সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে? যে যে রূপ ব্যবহার করুক না কেন? সম্মুখে যত কেন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না, সমুদায় অতিক্রম করিয়া সৎকর্ম্মসাধন করিব, মহতের এইরূপ মহতী প্রতিজ্ঞা চাই। অল্পে ভগ্নোৎসাহ হওয়া আমাদিগের একটী নৈসর্গিক দোষ, তাহাতেই এদেশের উন্নতি এত পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়াছে।

বহু দিন হইল, অচিহ্নিত কর্ম্মচারিরা আপনাদিগের পেন্সন বিষয়ের সুবিধার্থেবী হইয়া সর চার্লস উডের নিকটে এক আবেদন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, সেই আবেদন পত্র তাঁহার অনুমতি সহিত রাজধানীতে উপনীত হইয়াছে কিন্তু আজিও গেজেটে প্রচারিত দৃষ্ট হয় নাই। আবেদনকারিদিগের পাঁচ বৎসর করিয়া লাভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ২০ও ৩০ বৎসরে স্ব স্ব বেতনের তৃতীয় ও অর্দ্ধ অংশ পেন্সন পাইবার নিয়ম ছিল, এখন ১৫ ও ২৫ হইতেছে। কিন্তু এই ১৫ ও ২৫ বৎসরে পেন্সন লইতে হইলে ডাক্তরের সর্টিফিকট দিতে হইবে। ৩০ বৎসর হইলে আর সর্টিফিকটের প্রয়োজন হইবে না। অন্য কারণে হউক আর পীড়া নিবন্ধন হউক, কোন ছুটিই কর্ম্ম কালের মধ্যে পরিগণিত হইবে না, কেবল গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া প্রিবিলেজ লীভ বলিয়া যে ছুটি দিয়া থাকেন, তাহা পরিগণিত হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ বৎসর করিয়া যে লাভ করিলেন, ইহা সামান্য লাভ নহে, তবে আকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা নাই, এই ইচ্ছা হইতেছে, যদি বিনা ডাক্তরের সর্টিফিকট ২৫ বৎসর, আর সর্টিফিকটে ২০বৎসর পর্য্যন্ত পেন্সনের নিয়ম হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। ভারতবর্ষে অবিচ্ছেদে অভগ্ন শরীরে ২৫ বৎসর কর্ম্ম করা সহজ কথা নয়, অনেকের অদৃষ্টে ইহা ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। একটী বিষয়ে অতিশয় অন্যায় আজ্ঞা হইয়াছে, পীড়া কালকে কর্ম্মকাল মধ্যে গণনা করা অতিশয় উচিত ছিল।

যে বিষয় যাহার নিতান্ত প্রিয় ও অভীষ্ট হয়, অনর্থ ঘটনাকেও সে তদনুকূল বলিয়া গণনা করে; আমরাও সেইরূপ সর চার্লস ট্রিবিলিয়ানের যাবতীয় চেষ্টাকে ইনকমট্যাক্সের উন্মূলন বিষয়ে অনুকূল বলিয়া গণনা করিতেছি। শুনিলাম, চার্লস ট্রিবিলিয়ান অধিক পরিমাণে

নোট প্রচলিত করিবার চেষ্টায় আছেন আমাদিগের বোধ হইল, ইহা ইনকমটাক্স উঠাইবার পূর্ব্ব আয়োজন। ইনকমটাক্স উঠাইতে হইলে যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, অধিক পরিমাণে নোট প্রচলিত করিয়া আয় বৃদ্ধি করা তাহার অন্যতর। এ উপায়ে কোন শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কাহার প্রতি অত্যাচার হওয়াও সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার যদি বিশ্বাস থাকে, এ উপায়দ্বারা অর্থলাভ দুরূহ বোধ হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে প্রজার প্রিয় ও অভীষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা অনুরাগ ও বিশ্বাস ভাজন ও হইয়া উঠিতেছেন। যদি কোষ গৃহে নগদ টাকা অল্প সঞ্চিত থাকে, আর অধিক পরিমাণে নোট প্রচলিত হয়, আকস্মিক দুর্ঘটনা কালে গবর্ণমেণ্টের বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, এই বলিয়া অনেকে যে আশঙ্কা করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগের নিকটে যুক্তিসহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট নিরবলম্বন ও নিঃসহায় নহেন, ইংলণ্ডের প্রসাদে ইহাঁরা ক্ষণমাত্রে ইউরোপ খণ্ড হইতে অসংখ্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন। গত বিদ্রোহই ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

এতদিনের পর বুঝি বিধাতা হতভাগ্য মুন্সেফদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এত দিনের পর তাঁহাদিগের বেতনের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বাঙ্গালি সম্পাদক শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুই শ্রেণী হইবে। প্রথম শ্রেণীর ৩০০ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ২০০ টাকা বেতন হইবে। সদর আমিনের পদ উঠিয়া যাইবে, মুন্সেফেরা সেই কর্ম্ম করিবেন। শ্রমানুরূপ পুরস্কার লাভ না হওয়াতে কেবল যে মুন্সেফেরা ভগ্নোৎসাহ ছিলেন এরূপ নয়, অল্প বেতন দেখিয়া লোকের ও তাঁহাদিগের প্রতি তাদৃশ গৌরব ছিল না। বিশেষতঃ ইহা এতদিন গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনায় একটী সাক্ষি স্বরূপ ছিল।

হিলির কি সহিষ্ণুতা গুণ!

বিধাতার চরিত্র অতিশয় দুর্ব্বোধ, কখন্ কোন্ কার্য্য কারণভাবে কি ঘটনা হয়, সমুদায় সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। বুঝিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক প্রয়াস পাইতে হয়। আমাদিগের আদালতের গতি ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুর্ব্বোধ হইয়াছে। অসামান্য পরিশ্রম সহকারে ইহার কার্য্য কারণভাবের বহুতর অনুসন্ধান করিয়াও বহু সময়ে নিতান্ত বিফলচেষ্ট হইতে হয়! সম্প্রতি যে হিলির মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারাই আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে। বিধিসৃষ্টি এই, জলে নামিয়া মাছ ধরিতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে, কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মাধিকরণ বিড়ম্বনানাটকের নায়ক হিলি সমুদায় সরোবর আলোড়ন করিয়া মৎস্য ধরিলেন, কিন্তু গাত্রে অণুমাত্র পঙ্কস্পর্শ হইল না! বিধিসৃষ্টি এই, দুষ্প্রবেশ কণ্টকবনে প্রবেশ করিয়া ফল আহরণ করিতে গেলে শরীর কণ্টক দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হয়, কিন্তু আমাদিগের দয়ার্দ্রচিত্ত হিলি দুর্গম কণ্টকবনে প্রবেশ করিলেন, স্বচ্ছন্দে ফল আহরণ করিলেন, কিন্তু গায়ে একটী আঁচড়ও লাগিল না!

এস্থলে হিলির অসামান্য সহিষ্ণুতা গুণের উল্লেখ না করিলে আমাদিগকে পাতকী হইতে হইবে! জুরিরা তাঁহাকে "নট গিল্টি" করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এমনি সুজন যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিনাপরাধে এতদিন যে কারাক্লেশ দিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি গবর্ণমেণ্টের নামে নালীশ করিলেন না। তাঁহার যদি এরূপ অসামান্য সহিষ্ণুতা গুণ না থাকিত, আমরা এত দিন লর্ডসাহেবের সময়ে গ্রাণ্টসাহেবের ন্যায় বীডন সাহেবের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত দেখিতে পাইতাম! বীডন সাহেব নীলকর দলের প্রিয় বলিয়া কখনই ক্ষমা পাইতেন না! অন্যায় দণ্ডকারির প্রতি আবার প্রেম ও স্নেহ কি?

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের দেশের লোকের নিরীহতা ও সুস্থিরহৃদয়তার প্রশংসা করিবার অবসরটি পরিত্যাগ করাও বিধেয় হইতেছে না! হিলির মকদ্দমায় ইউরোপীয়েরা জুরি হইয়াছিলেন, ভাল তাঁহারা যেন এদেশের কৃষকদিগের সরলতা ভীরুতা ও অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয় অবগত নহেন, সুতরাং সাক্ষির জবানবন্দী দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন (তাঁহারা হিলিকে অপরাধী জানিয়াও ছাড়িয়া দিয়াছেন, একথা অবিমৃষ্যকারি লোকেরাই বলে) কৃষকেরা মিথ্যা কহিতেছে, কাজে কাজেই তাঁহারা হত্যাভিযোগ হইতে হিলিকে মুক্ত করিলেন। কিন্তু হিলি যে দাঙ্গাস্থলে উপস্থিত ছিল, তাহার উৎসাহদানে যে হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণাদি ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কাউই সাহেব কৌশল ক্রমে অভিযোগ কালে সে অংশ যে পরিহার করিলেন, আমাদিগের দেশের লোকেরা সে বিষয়ে মৌনাবলম্বী হইয়া রহিলেন কেন? এক জন অন্যায় অত্যাচার ও অরাজক কাণ্ড করিতেছে জানিতে পারিয়াও, যদি অপর কেহ তাহার অর্থী না হয় গবর্ণমেণ্ট কি অন্যায়কর্ত্তাকে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দিবেন? এ প্রশ্নটার মীমাংসা করিয়া লওয়া কি আমাদিগের দেশের লোকের কর্ত্তব্য নহে? এ প্রশ্নের যাবৎ মীমাংসা না হইবে, তাবৎ এদেশের লোকের ধন প্রাণাদি রক্ষার আশ্বাস কি? সকল অত্যাচারে যে অর্থী পাওয়া যায় না, হিলির মকদ্দমাই ত তাহার একটী উদাহরণস্থল। এতদ্ভিন্ন অর্থী না হইবার ধন লোভাদি অনেক কারণ আছে।

উপসংহার স্থলে আমরা এতৎসংক্রান্ত আর একটী বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেছি। বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিলাম, ইংলিশ বিষয় লেখাতে বাঙ্গালি সম্পাদকের নামে লাইবেল নালীশ করিবার ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। সম্পাদক এখন কি করিবেন? আপনার বাক্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইবেন? না, আর কোন উপায় অবলম্বন করিবেন? দেখিবেন যেন গৌড়দেশ না হাসে।

সিবিল সর্বিসের পরীক্ষা ভারতবর্ষে না হওয়া অন্যায় হইতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী একজন এতদ্দেশীয় ব্যবহারাজীবকে প্রধানতম বিচারালয়ের প্রাড়্বিবাক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে এই কথা জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পক্ষপাত দূষিত যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি নিজে সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে পক্ষপাত সম্বন্ধ থাকিবে না। এতন্মূলক একটী গুরুতর প্রশ্ন সমাধান নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রশ্ন এই—

এতদ্দেশীয়েরা যখন দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিপদ লাভের যোগ্য হইলেন তখন তাঁহারা কি জন্য মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সেসিয়নজজ ও সেক্রেটারির কর্ম্ম প্রাপ্ত না হন? তাঁহারা প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারাসনে আসীন হইয়া জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল শ্রবণ, ও তন্ন তন্ন করিয়া তদ্বিষয়ে বিচার এবং যুক্তি ও আইন বিরুদ্ধ হইলে সেই আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদিগের পদ পাইতে পারিবেন না, ইহা সামান্য বিস্ময়কর যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার নহে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বারম্বার বলিয়া আসিতেছেন উপযুক্ত হইলে তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া সকলকে তুল্যরূপে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বয়ংও নিজ ঘোষণা মধ্যে শপথ পূর্ব্বক এবিষয়ের অঙ্গীকার করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে এ প্রতিজ্ঞাত বাক্য প্রতিপালিত হইতেছে না, কারণ কি? ইংলণ্ডেশ্বরীর ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কি আমাদিগের প্রতি স্নেহ নাই? তাঁহারা কি অন্তরের সহিত আমাদিগের উন্নতি সাধন চেষ্টা করেন না? এদেশে হৃদয় শূন্য এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যে এবিষয়ে সন্দেহ করিবেন। তবে যে আমরা মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতির পদ পাইতেছি না, তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। ইংলণ্ডে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা গ্রহণ রীতিই সেই কারণ। ঐ রীতি আমাদিগের অভীষ্ট লাভ পথের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে। উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রার্থনায় এদেশীয়েরা বারম্বার তারস্বরে চীৎকার করিয়া পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ অচলবৎ অবিচলিতচিত্ত রহিয়াছেন, এ বিষয়ের কোন সদুপায় করিলেন না। এদেশীয়েরা কি অসঙ্গত প্রার্থনা করিতেছেন? পরীক্ষা যে স্থানে হউক না কেন, যে ব্যক্তি আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তিনিই পদস্থ হইবেন, এই নিয়মই ন্যায়ানুগত হইতেছে, নতুবা পরীক্ষা স্থান ভেদ করিয়া অকারণ এদেশীয়দিগের উন্নতি প্রতিবন্ধকতাচরণ বিধেয় হইতেছে না। কেহ কেহ বলেন, এদেশীয়েরা কূপমণ্ডূক স্বরূপ, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পদক্ষেপ করিতে হইলে ইহাঁদিগের প্রাণান্ত বোধ হয়, ইংলণ্ডে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার নিয়ম হওয়াতে ইহাঁদিগকে অগত্যা ভিন্নদেশে গমন ও তত্তদ্দেশ দর্শন করিতে হইবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দর্শন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা আমরা অস্বীকার করি না, তদ্ব্যতিরেকে এদেশীয়দিগের বহুজ্ঞতা লাভ ও সাহসাদি গুণের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নয়। কিন্তু এই কারণ প্রদর্শন করিয়া যে এদেশে পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করা আমাদিগের মতে কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। এদেশীয়দিগের ইংলণ্ডাদি গমনের অনেক গুলি মহান্ প্রতিবন্ধক আছে, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দানের লোভ তদতিক্রমে সমর্থ নহে। তাহা হইলে এতদিন অনেকে ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিতেন। সে প্রতিবন্ধক গুলি অন্য অন্য কারণ যোগে কোন ক্রমে অন্তরিত হইবে। যাহা হউক, সদির জপুরুষেরা একান্তই নিতান্ত মধুর ও অগ্রগুনীয় যুক্তির অনুসারী বোধ করিয়া আপনাদিগের অবলম্বিত মত পরিত্যাগ না করেন, অগত্যা এই রূপ করুন।

সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার উপযোগী যে যে পুস্তক ও ভাষার পাঠ আবশ্যক এই দেশেই তদধ্যয়ন নিয়ম হউক। পরীক্ষার্থিরা পাঠ সাঙ্গ হইলে ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন। বিদ্যালয়ে সিবিল ও বারিষ্টর পদ লাভের উপযোগী বিষয় সকল অধীত হইবে। এস্থলে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এরূপ করিলে বিশিষ্ট ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা কি? দুটী লাভ আছে। এক, যেসকল ব্যক্তির ইংলণ্ড গমনের অন্য কোন প্রতিবন্ধক নাই, কেবল একমাত্র প্রতিবন্ধক এই যে তাঁহারা ইংলণ্ডে দীর্ঘ কাল বাস করিয়া আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ পূর্ব্বক অধ্যয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা ইংলণ্ডে যাইতে ও অসমর্থ হইবেন তাঁহাদিগের সুশিক্ষানিবন্ধন গুরুতর

কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা জন্মিবে; তাঁহাদিগের দ্বারা অল্প ব্যয়ে অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। এদেশে উল্লিখিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে অধিকতর ব্যয় সংগ্রহ যেমন আবশ্যক তেমন পরিণামে সিবিল সংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপের সম্ভাবনা। ঐ বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা কার্য্যক্ষম হইলে অধিক বেতন দিয়া আর এদেশে সিবিল সর্ব্বাণ্ট আনিতে হইবে না।

আমেরিকার যুদ্ধের যথার্থ কারণ কি?

আমেরিকার বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধের মূল কারণ কি? ইহার নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে একটী প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। উহার সহিত অত্রত্য জাতীয় সম্মান, বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি এবং মানব মণ্ডলীর সুখ অনুস্যূত রহিয়াছে। তাহা এই—আমেরিকার ক্রীত দাসত্ব অব্যাহত থাকিবে কি না? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অসম্মতিতে বল পূর্ব্বক কোন কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন না, এই যুক্তির বলবত্তা সভ্যজাতিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইচ্ছাতে হউক আর লজ্জায় পড়িয়া হউক, ইউরোপ খণ্ডের যাবতীয় প্রদেশ ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, উল্লিখিত ঈশ্বরকৃত নিয়মানুসারিণী বিশুদ্ধ যুক্তি অগ্রে জাজ্বল্যমান থাকিতেও আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগে কেবল যে এই জঘন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে এমন নহে, তথায় এই প্রথাটী যাবতীয় সুখের মূল ও ঈশ্বরের নিয়মানুগত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সত্য বটে আসিয়ার কোন কোন স্থানে ক্রীত দাস প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহাদিগের অবস্থার সহিত কারোলিনার ক্রীতদাসদিগের অবস্থার তুলনা করিলে সমুদ্র ও গোষ্পদে যত প্রভেদ, তত প্রভেদ বোধ হয়। পারস্য, চীন ও তুরস্কদেশীয় প্রভুরা দাস দাসীদিগকে পরিজন বলিয়া গণনা ও জ্ঞান করেন, তাহাদিগের সন্তানাদি হইলে তাহারা অনেক স্থলে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, এবং প্রভুর ঔরসে কোন দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান জারজ হইয়াও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে দাসদিগের কিছু কিছু স্বত্ব ও অধিকার আছে, প্রভুরাও তাহাদিগকে সহজে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু আমেরিকার দাসদিগের তাহার কিছুই নাই। তাহাদিগকে গোমেষমহিষের তুল্য জ্ঞান করা হয়, অতি সামান্য দোষে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ডও হইয়া থাকে। অত্রত্য দাস ঘটিত আইনের বিষয় কে না অবগত আছেন? অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অত্রত্য পাদরিদিগের অনেকেও এই জঘন্য প্রথাকে বাইবলের অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। আমেরিকার দক্ষিণদেশ কি সভ্যতম প্রদেশ মধ্যে পরিগণিত নহে?

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। উত্তরাংশের সভাপতি লিঙ্কলন কি উদ্দেশে গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আমেরিকার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে যাঁহারা কাতর, তাঁহারা লিঙ্কলনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতাকেই যুদ্ধ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন লিঙ্কলন রাজ্য লোভে অন্ধ হইয়া এই অকার্য্য করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দাসত্ব প্রথার রহিত করিবার চেষ্টাই উহার মূল। উত্তর বিভাগের লোকেরা বরাবর দাসত্বের প্রতি ঘৃণা ও উহার প্রতিবন্ধকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এত দিন মহাসভায় দক্ষিণ বিভাগের প্রতিনিধিগণের অধিক ক্ষমতা থাকাতে তাঁহারা এই জঘন্য প্রথার উন্মূলনে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে লিঙ্কলন সভাপতি হওয়াতে তাঁহাদিগের প্রাধান্য হইয়াছে। দক্ষিণ খণ্ড তদ্দর্শনে দাসত্বের বিঘ্ন সম্ভাবনা করিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অদ্য এতৎ প্রস্তাবোত্থাপনের কারণ এই, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি মাঞ্চেষ্টরের প্রধান প্রধান লোকেরা শ্রমজীবিদিগের সহিত একত্র হইয়া এক সভা করিয়া সভাপতি লিঙ্কলনকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। জন, ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন হিতৈষী ব্যক্তির যত্নে এই সভা হয়। সভ্যেরা বিদ্রোহিদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ ও লিঙ্কলনের সপক্ষতা করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষিথানে কহিয়াছেন, "দাসত্ব উঠাইবার চেষ্টাই বিদ্রোহের কারণ।" সভাপতি আমেরিকার সমুদায় অংশ একত্র করিয়া রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, রাজ্য লোভের জন্য নহে। দাসত্ব উঠাইয়া দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সভাপতি লিঙ্কলন এ চেষ্টা করিয়া পৃথিবীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইংলণ্ড বাসিদিগের অনেকে দাসাধিকারিদিগের প্রতি যে সমদুঃখদুঃখতা প্রদর্শন করেন তন্নিমিত্ত সভা আক্ষেপ করিয়াছেন। পরিশেষে সভ্যেরা, সভাপতি শীঘ্র বিদ্রোহিদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, নিউইয়র্ক প্রভৃতি উত্তর বিভাগের নগর সমূহে লাঙ্কেসায়ায়ের দুর্ভিক্ষ বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সহায়তার জন্য বিস্তর টাকা সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু দক্ষিণ বিভাগে এক পয়সাও হয় নাই। সভা এ বিষয়টি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিলেন।

আমেরিকার যুদ্ধ সম্পর্কে ইংলণ্ডে একটী আশ্চর্য্য ব্যবহার নয়ন গোচর হইতেছে। নিম্ন লোকেরা উত্তর বিভাগের শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু সংবাদ পত্র মাত্রেই বিদ্রোহিদিগের সহায়তা করেন। অপর ইংলণ্ডীয় সাধারণ লোকে দাসত্বের প্রতি ঘৃণা প্র-

কাশ করিয়া থাকেন। এখন কি আর সম্পাদকেরা মাঞ্চেষ্টরের লোকদিগের এই প্রশংসনীয় কার্য্য দর্শন করিয়া সৎপক্ষের সপক্ষতা করিবেন না? আমরা আর একটি বিষয়ে অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন বিধেয় হইতেছে না। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে যে স্থানের লোকেরা ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হইয়া ও লিঙ্কনের সপক্ষতা প্রস্তাব করিয়া আপনাদিগের অননুকরণীয় ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন, সেই স্থানের লোকেরাই আবার ভারতবর্ষে কণ্ট্রাক্টবিল বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়া কৃষকদিগকে নীলকর ও তূলকরের দাস করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন! আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এবিষয়ে তাঁহাদিগের দোষ নাই, ভারতবর্ষের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানা না থাকাতেই তাঁহারা দুষ্টাশয় লোকদিগের কুহকে পড়িয়া ঐরূপ করিতেছেন।

পুলিস চৌকিদারদিগের অত্যাচার।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতি রাজপুরের উত্তরাংশে "বসু পুকুর" নামে একটী প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী আছে। তাহার দক্ষিণ তীরে এক পঞ্চানন ঠাকুরের স্থান আছে। শনি ও মঙ্গলবারে তথায় তাঁহার পূজার সমারোহ ও ছাগ বলি হইয়া থাকে। গ্রামের অল্পবয়স্ক যুবকেরাই প্রায় সেই বলীকৃত ছাগ বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া প্রীতি ভোজন করে। ছাগ ছিনিয়া লইবার সময়ে কখন কখন কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি ও দণ্ডাদণ্ডি হইয়া থাকে। গত পূর্ব্ব শনিবার পাঁটা লইয়া ঐ রূপ কাড়াকাড়ি হয়। কিন্তু এবারে একটী মহান্ কৌতুক বিস্ময় ও অত্যাচার কর ব্যাপার ঘটিয়াছে। পাঠকগণ দেখিয়া, শুনিয়া ও ভুক্তভোগী হইয়া জানিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই, বাঙ্গলাদেশের অনেক স্থানে নূতন পুলিস চৌকিদার সৈন্য হইয়াছে। রাজপুর এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হন নাই। গত মঙ্গলবার সেই চৌকিদারমহারথিদিগের হউক, আর তাহাদিগের নিয়োজয়িতা মহারথির হউক, ছাগ মাংসে লোভ দৃষ্টি পতিত হয়। সুতরাং কয়েক জন চৌকিদার সুসজ্জ হইয়া পূজা স্থলে উপস্থিত হয়। পূজার শেষ না হইতে হইতে পাঁটা কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। এক দিকে চৌকিদার দল আর দিকে গ্রামের কয়েক জন উদ্ধত স্বভাব যুবক। কিয়ৎক্ষণ পরেই হস্তাহস্তি আরম্ভ হইল। গ্রামের যুবকদিগের মনে মনে অহঙ্কার এই, আমরা বরাবর ছাগল ছিনিয়া লইয়া থাকি, আজি চৌকিদার লইয়া যাইবে ইহা ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে চৌকিদারেরা ভাবিল, আমরা একে পুলিসের লোক, গ্রামের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাহাতে আবার নূতন ক্ষমতা পাইয়াছি, আমাদিগের হস্ত হইতে যদি অন্যে পাঁটা ছিনিয়া লয়, আমাদিগের জীবনে ও পদে প্রয়োজন কি? এই রূপে উভয় দল মদমত্ত ও বদ্ধপরিকর হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈদৃশ সময়ে যেরূপ ফল লাভ হয়, উভয় দলই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহা লাভ করিলেন। তবে চৌকিদারেরা দলে কিছু পাতলা ছিল, সুতরাং তাহাদিগের তৎকালে কিছু ক্ষত্যাধিক্য হইল! কিন্তু পশ্চাৎ তাহারা সে ক্ষতি কতক অংশে পূরণ করিয়া লইয়াছিল। পশ্চাৎ তাহারা বিপক্ষ দলের যে দুই এক ব্যক্তিকে দল ভ্রষ্ট ও পৃথক দেখিতে পায়, তাহাদিগের উপরে আশা পূর্ণ করিয়া বৈর নির্য্যাতন করে।

এবিষয়ের ত এই পর্য্যন্ত গেল, পাঠকগণ অপর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। চৌকিদারেরা এদিকে এই কাণ্ড করিয়া গিয়া বারুইপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযোগ করিল। ডেপুটি সাহেব সত্বে অমিনে তদারক করিয়া আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিলেন। চৌকিদারেরা এককালে সিংহপ্রতাপ হইয়া উঠিল। এই সময়ের অরাজক কাণ্ডের কথা শুনিলে পাঠকগণ এককালে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। চৌকিদারেরা কেবল যে বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া আসামীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল এরূপ নহে, তাহাদিগের উপার্জ্জন স্পৃহাও বলবতী হইয়া উঠিল। তোমরা আসামী লুকাইয়া রাখিয়াছ বলিয়া ছল করিয়া ভদ্রলোকের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার উপদ্রব করিল, স্ত্রীলোকেরা মাননাশের ভয়ে মহাকাতর হইলেন; অন্তঃপুর মধ্যে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল; কেবল এই মাত্র নয়, ঐ দুষ্টেরা অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। আজিও পল্লীগ্রামের যেরূপ অবস্থা আছে, পল্লীগ্রামবাসিরাই তাহা ভাল বুঝিতে পারেন। ঐ টানাটানিতে নিরীহ ভীরুস্বভাব গ্রাম্য লোকেরা ভয়াভীত হইয়া কিছু কিছু দিয়া পাপ বিদায় করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, চৌকিদারেরা শান্তি সংস্থাপনার্থ নিয়োজিত হইয়াছে, তাহারা পাঁটা কাড়াকাড়ি করিতে গিয়া শান্তি ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইল কেন? যদি বল তাহারা দাঙ্গা করিতে যায় নাই, দাঙ্গা নিবারণ করিতে গিয়াছিল (আমরা ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি, বাস্তবিক তাহা নহে) যাঁহা হইলেও তাহাদিগের দাঙ্গায় লিপ্ত হওয়া বিধেয় হয় নাই। যখন তাহারা দেখিল, দাঙ্গা নিবারণ করিতে পারিতেছে না, তখন তাহাদিগের থানায় সম্বাদ দেওয়াই উচিত ছিল, তাহারা তাহা করিল না কেন? তাহারা কোন্ আইন অনুসারে এই রূপ মকদ্দমার আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত সহসা অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিল? সহসা স্ত্রী

লোকের বাসস্থানে প্রবেশ করা সকল জাতির নিষিদ্ধ, তাহারা সেই সাধারণ নিষেধের উল্লঙ্ঘন করিয়া ভদ্রলোকদিগের অবমাননা করিল কেন? কোন্ আইনে ও যুক্তিতে তাহাদিগকে আসামী গ্রেপ্তার ছল করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে কহিয়াছে? আমরা এবারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই প্রশ্ন গুলি করিয়া ক্ষান্ত হইলাম, আমরা পুনরায় এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

নূতন গ্রন্থ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ই, বি, কাউএল সাহেব বেথুন সোসাইটির "ইতিহাসের প্রামাণ্য সংস্থাপন ও ভারতবর্ষবাসী যুবকদিগের তৎপাঠের আবশ্যকতা" বিষয়ক যে উপদেশ দেন, তাহা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে, আমরা উহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। কাউএল সাহেব এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও ইতিহাসজ্ঞ, যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে তাহাতে গ্রন্থকারের অন্য গুণের পরিচয় দিবার অগ্রে ইতিহাস বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানই সবিশেষ আবশ্যক। অনেকে ইতিহাস বিষয়ে দ্বিতীয় আরনল্ড বলিয়া তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্বারাই পাঠকগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। অদ্য আমরা যে পুস্তকের প্রসঙ্গ করিতেছি, তাহা অবয়বে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু গুণে ক্ষুদ্র নহে। পাঠকগণ ইহা হস্তে পাইলে এক ঘণ্টাকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, গ্রীস দেশীয় হিরোডোটস ইতিহাসের জন্মদাতা। তাঁহার পূর্ব্বে লোকে কেবল কবিদিগের কল্পিত বর্ণনাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। যথার্থ বৃত্তান্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন না। ভূতপূর্ব্ব বংশীয়েরা কি করিয়াছেন, তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা, কার্য্য ও শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া কিরূপ নীতি শিক্ষা করিতে হইবে, এবং কোন্ গর্হিত ব্যাপার হইতেই বা বিরত থাকিতে হইবে, হিরোডোটসের পূর্ব্বের লোকেরা এ সকল বিবেচনা করিতেন না। দেবতাদিগের প্রণয় ও কলহ প্রভৃতি অনৈসর্গিক বর্ণনাই কেবল তাহাদিগের সাতিশয় প্রীতিকর হইত। হিরোডোটস খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮৪ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সময় অবধি যথার্থ ইতিহাস আরম্ভ হয়। তিনি ইতিহাস শব্দে অনুসন্ধান অর্থ বুঝিয়া লন। কাউএল সাহেব সেই অর্থেই অনুমোদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অতি দূর অতীত কালের ঘটনার যথার্থ বৃত্তান্ত জানিতে হইলে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অনিবার্য্য অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। কিন্তু ইদানীন্তন কালে ইতিহাস শব্দের উদার ও গভীরতর অর্থ হইয়াছে। ডায়নিশিয়স ইহাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দর্শন শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাবীর নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনার কারাগৃহে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সশোক অহঙ্কার পূর্ব্বক বারম্বার বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যবংশীয়েরা আমার বিষয়ের যথার্থ বিচার করিবেন।" সম্রাট স্বসময়কালের লোকদিগকে অনাদর করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগকে আপনার আশাযষ্টি করেন। তিনি নিজে এক জন প্রগাঢ় ইতিহাস পাঠক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন। তাঁহার মতে ইতিহাস ভবিষ্যবংশীয়দিগের বিচার বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে। অনন্তর বংশ্যেরা কি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই বিচার করিবেন, এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। কাউএল সাহেব তন্নিমিত্ত স্বসময়কালের ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অল্প বুদ্ধি পাঠকেরা কেবল ঘটনার বর্ণনা পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করিতেই সমধিক ব্যগ্র হন পক্ষান্তরে বুদ্ধিমানেরা সময়ে সময়ে সামান্য বর্ণনা পাঠে বিরক্ত হন। কিন্তু এটি উভয়েরই ভ্রম। কাউএল সাহেব গিবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, মধ্যকালে (মিড্ল এজে) গ্রেগরি নামক এক জন উদাসীন যে এক ইতিহাস লেখেন, তাহা ইংলণ্ডীয় প্রধান ইতিহাসবেত্তা নীরস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অথচ ফ্রান্সের বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মসুর গুজো তাহা হইতে অনেকবিধ নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। বিশপ থর্লওয়াল ও গ্রোট সাহেবের কৃত গ্রীসের ইতিহাস গাঢ়তর অনুসন্ধান ক্রিয়ার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাহার পূর্ব্বে লোকের এই সংস্কার ছিল, উক্ত দেশের ইতিহাস লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। তথায় আর কিছু নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিবার নাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যক্তিরা প্রগাঢ়তর অনুসন্ধান দ্বারা যাহা করিতে পারেন, থর্লওয়াল ও গ্রোটের গ্রন্থই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

হিরোডোটস ইতিহাস লিখিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া গেলে পর ইউরোপে ক্রমান্বয়ে অনেকসংখ্য ইতিহাসবেত্তা আবির্ভূত হন। গ্রীসের জেনোফন, থিউসিডাইডিস, পলিবিয়স এবং রোমের সালষ্ট, লিবি টাসিটস প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইতিহাস প্রণয়ন করেন। রোমরাজ্য অসভ্যদিগের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলেও ইতিহাসের গৌরব তিরোহিত হয় নাই। তৎকালে বিদ্যার প্রভা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেক উদাসীন ও পাদরি প্রভৃতি নিজ নিজ কালের যথাযথ বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিতে উদাসীন ছিলেন না। কাউণ্ট মণ্টালাম্বার্ট আরব্ধকৃত "প্রতীচ্য (খৃষ্টীয়) প্রব্রাজকদিগের ইতিহাস গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন বর্ত্তমান সভ্যতা বিজন ধর্ম্ম মন্দিরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রব্রাজকেরা পুরাতন ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতি যত্ন করিয়া না রাখিলে এবং তৎকালের ইতিহাস না লিখিলে ইদানীন্তন কালের পণ্ডিতেরা পূর্ব্বকালের ঘটনার প্রমাণ পাইতেন না। যত সময় অতীত হইতে লাগিল, ততই ইতিহাসের গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই উপায় দ্বারা ভবিষ্যবংশীয়েরা আমাদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া আত্ম মত প্রকাশ করিবেন।"

ইউরোপে যত ঘটনা ঘটিয়াছে তন্মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের যত ইতিহাস ও জীবনচরিত প্রভৃতি পাওয়া যায় অন্য কোন কালের এত পাওয়া যায় না। ঐসময়ে সমুদায় পৃথিবী যেন উৎসাহ পূর্ণ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফরাসী জাতি সাধারণ কর্ত্তৃক রাজার মস্তক ছেদন ইউরোপের [illegible] যুদ্ধ, নেপোলিয়নের সমররূপ রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহার অদ্ভুতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রহিত বিগ্রহ, জয়, ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য অতি অল্প কা-

...ের মধ্যে হইয়াগিয়াছে। এই সময়ে অনেক স্বহস্তে আপন আপন জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। নেপোলিয়নের বিপত্তি ঘটনার পর যে ত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহা ইতিহাস ও জীবনচরিতের কাল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই রূপ ইউরোপে ক্রমশঃ ইতিহাসের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু যখন আমরা ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তৎকালে সমুদায় অন্ধকারময় দৃষ্টিগোচর হয়। কাউএল সাহেব এ স্থানে অতিশয় আক্ষেপ করিয়াছেন। সত্য বটে সকল দেশের প্রথমকার ইতিহাস গল্প পরিপূর্ণ, কিন্তু অন্য দেশে ক্রমে যথার্থ ইতিহাসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার বিপরীত ঘটনা হইয়াছে। কবিগণ প্রথমে যে উপাখ্যান রচনা করেন, অদ্যও তাহা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। পুরাণ প্রভৃতি অদ্ভুত কাল্পনিক ও অলৌকিক বর্ণনেই পূর্ণ। তাহা হইতে যথার্থ ইতিহাসের আবিষ্ক্রিয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। কাউএল সাহেব এস্থলে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহার হতাশ হওয়া অসঙ্গত নয় বটে কিন্তু আমরা একবারে ভগ্নোৎসাহ হইতেছি না। ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে ভ্রমণ করিয়া গাঢ় অনুসন্ধান করিলে অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে। মুসলমানেরা এদেশে আসিলে পর যথার্থ ইতিহাস আরম্ভ হয়। তৎপরে ফেরেস্তা, আবুল ফজল প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক বাস্তবিক বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। কাউএল সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন এই সকল ইতিহাস মুদ্রিত করিয়া ও ইউরোপ হইতে ভারতীয় ইতিহাস আনয়ন করিয়া এদেশে একটী পুস্তকালয় করা কর্ত্তব্য। এ প্রস্তাবটী উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। এসিয়াটিক সোসাইটি মুসলমান ইতিহাস সকল অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] সম্পূর্ণরূপে এতদ্দেশীয় ধনী লোক ও গবর্ণমেণ্টের [illegible]র উপর নির্ভর করিতেছে।

আমরা কাউএল সাহেবের বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া এদেশীয় সুশিক্ষিত [illegible]কে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ইতিহাস পাঠ ও তাহার রচনা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়া আমাদিগের দেশের একটী অভাব দূর করেন। এদেশের একজন গ্রন্থকার এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে "অস্মদ্দেশীয় প্রধান পণ্ডিতেরা সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় এই একটি মাত্র বিষয়ের অভাব আছে। এক্ষণে সেই কর্ম্ম আমাদিগের উপরে পড়িয়াছে। ঐ বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ইতিহাস হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র। মূল গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্তি না জন্মিলে ইতিহাসের উন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নয়।

প্রাপ্ত।

বর্দ্ধমান কৃষ্ণনগর ও যশোহর গুরু ট্রেণিঙ স্কুল।

সোমপ্রকাশ পাঠক বর্গ অবগত আছেন যে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দেশীয়ভাষার উন্নতির নিমিত্ত ইং ১৮৬২ ও ৬৩ সালে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিয়া যান। সেই টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইয়া সাধারণের বিদ্যা শিক্ষা হইবে এই চিন্তায় ডাইরেক্টর, ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি মহোদয়েরা বহুদিবস চিন্তাকুল ছিলেন। ক্রমে ক্রমে উহার ২। ১ টী প্রণালী উদ্ভাবিতও হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ফলোপধায়িনী হইল না দেখিয়া এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গত জুন মাসে শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেব বিলাত গমন করিলে বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের নূতন ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জে জি মেড্লিকট সাহেব প্রতিনিধি রূপে উড্রো সাহেবের কার্য্য ভারগ্রহণ করেন এবং শ্রীযুত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সেই কার্য্যের সহকারিতায় নিযুক্ত হয়েন। উক্ত দুই মহোদয় প্রথমাবধিই পূর্ব্বোলিখিত ৩০ হাজার টাকা কি প্রকারে যথোপযুক্ত রূপে বিনিয়োজিত হইবে তচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভূদেব বাবু প্রায় ১৫ বৎসর কাল শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, বিশেষতঃ তিনি প্রায় ৭ বৎসর কাল হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি দেশীয় লোকদিগের কিরূপ অনুরাগ, কিরূপ বাঙ্গালা শিক্ষা দেশীয়লোকেরা প্রার্থনা করে, এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া তাহাদিগকে আবশ্যক এবং দেশের অবস্থা এবং লোকের অনুরাগ অনুসারে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলেই বা তাহা সংসাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয় অনেক অবগত হইয়াছেন। তিনি বিদ্বান বুদ্ধিমান চতুর ও আমাদের দেশীয় লোক। দেশীয় লোক ব্যতিরেকে ইউরোপীয়েরা কখনও এ দেশের সম্যক অবস্থা অবগত হইয়া প্রকৃতরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। মেডলিকট সাহেব ইনস্পেকটর পদ প্রাপ্তির সময়ে কিছুমাত্র বাঙ্গলা জানিতেন না এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য তাঁহার নিয়োগের সময়ে অনেকের সন্তোষ জন্মে নাই। কিন্তু উক্ত মহোদয় কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ দক্ষতা প্রবীণতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে লোকের সে অসন্তোষ বোধ হয় অনেক অংশে অপগত হইয়াছে। ইন্স্পেকটরদিগের নানারূপ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে হয় এবং নানারূপে লোকদিগকে অভিমতবিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের অপরাপর গুণের সহিত লোকপ্রিয়তা নিতান্ত আবশ্যক. মেডলিকট সাহেবের এই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়, যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তাঁহারই তাঁহাকে উদারাশয় মহান ও ইনস্পেকটরের উপযুক্ত লোক বলিয়া, বোধ হয়, সংস্কার জন্মিয়াছে। যাহা হউক, উক্ত সাহেব মহোদয় ও ভূদেব বাবু একত্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ের যে প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়া কিয়দ্দিন হইতে যাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোহর এই তিন স্থানে এক একটী ট্রেণিঙ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ২০ টাকা পাথেয় ব্যয় সমেত মাসিক ১০০ টাকা বেতনে তিন জিলার জন্য তিন জন সব ডেপুটি ইনস্পেকটর নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব জিলার মধ্যে গ্রামে গ্রামে পরি

ভ্রমণ করত ঐ সকল শিক্ষিত ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। ছাত্রগ্রহণের নিয়ম এই যে, গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা * মের পাঠশালার গুরু মহাশয়কে অথবা যদি তিনি শিক্ষাগ্রহণের অনুপযুক্ত বয়স্ক হয়েন তবে তাঁহার পুত্র, ভ্রাতা বা অন্য কোন সম্পৃক্ত লোক অথবা যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ট্রেণিং স্কুলে প্রেরণ করিবেন. কিন্তু তাহাদিগকে এরূপ এক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে তাঁহারা যে ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ট্রেণিং স্কুলে প্রেরণ করিবেন তিনি তথায় অধ্যয়ন করিয়া প্রশংসাপত্র সহকারে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহারা তাহাকে পাঠশালার শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা পাঠশালার শিক্ষোপযোগী বিষয় সমস্ত সন্তান সন্ততির শিক্ষা নির্ব্বাহ করাইবেন, কোন মতে তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না। যদি করেন তবে ঐ ব্যক্তিকে ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত সরকার বাহাদুরের যত টাকা ব্যয় হইবে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে কোন মতে আপত্তি করিবেন না।

জিলার সব ডেপুটি ইনস্পেকটরও ঐ অঙ্গীকার পত্রে এক জন সাক্ষী থাকিবেন, তাঁহার স্বাক্ষর সমেত ঐ পত্র লইয়া ছাত্রেরা আসিলে ট্রেণিংএর প্রধান শিক্ষক তাঁহাদিগকে এইরূপ এক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন যে তিনি যে গ্রাম হইতে মনোনীত হইয়া আসিয়াছেন এখানে অধ্যয়ন করিয়া সার্টিফিকেট গ্রহণ করত সেই গ্রামের পাঠশালায় যাইয়া শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিবেন এবং গবর্ণমেন্ট যত দিন বৃত্তি বা পুরস্কার স্বরূপ মাসিক পাঁচ টাকা তাঁহাকে প্রদান করিবেন তত দিন তিনি উক্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

প্রথমে অনেকের শঙ্কা হইয়াছিল এরূপ অঙ্গীকার পত্রে গ্রামস্থ লোকেরা ও ভাবী গুরুমহাশয়েরা কখনই স্বাক্ষর করিবেন না, কিন্তু সে শঙ্কা অনেকাংশে অপগত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রামস্থ লোকেরা গবর্ণমেন্টের এই সানুগ্রহ কার্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিতেছেন গবর্ণমেন্ট কেবল অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সন্তানগণের শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের জন্য গ্রামে গ্রামে এক একটি পাঠশালা করিয়া দিতেছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে নূতন রূপ কোন ব্যয় দিতে হইবে না। পূর্ব্ব গুরু মহাশয়দিগকে তাঁহারা যেরূপ বেতন দিয়া আসিতেছিলেন এক্ষণকার শিক্ষিত নূতন গুরুমহাশয়কেও সেইরূপ বেতন দিলেই চলিবে, কেবল তাঁহার পাঠশালার ছাত্র সংখ্যার যাহাতে বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিবেন এই মাত্র। এরূপ অঙ্গীকার করণে তাঁহাদের শঙ্কার বিষয় কি?

ভাবী গুরু মহাশয়েরা অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাস্তবিকই অনেকে ভীত হইয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের ভয়ের বিষয় কিছুই দেখা যায় না। কারণ তাঁহারা যাবজ্জীবন আবদ্ধ হইলাম ভাবিয়া ভীত হইতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি যাবজ্জীবন তাঁহাদিগকে ৫ টাকা করিয়া দিবেন এরূপ অঙ্গীকার করিতেছেন? কিন্তু যদি তাহা না হইল তবে আর শঙ্কা কি? গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে ৫ টাকা দেওয়া যদি রহিত করেন এবং তাহাদের অন্য কোন কার্য্যের সুবিধা হয় তৎকালে অনায়াসে তাঁহারা উহা ত্যাগ করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেন্ট কতদিন ঐ টাকা দিবেন তাহার স্থিরতা নাই কিন্তু গুরু মহাশয়েরা দেখিবেন যে গবর্ণমেন্ট বরাবর তাহাদিগকে ৫ টাকা করিয়া দেন পরে ইহা তাহাদিগের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিবে। কারণ তখন তাঁহারা দেখিবেন যে তাঁহারা যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহার আয় নিতান্ত কম হইবে না। গবর্ণমেন্ট হইতে নিয়মিতরূপ ৫ টাকা পাওয়া যাইবে, ছাত্রদত্ত বেতন ও স্থান বিশেষে ৫-৭-৮ ও ১০ দশ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। বিনা বাসা খরচ বাটীতে পরিবারের মধ্যগত থাকিয়া তাঁহারা এ কার্য্য সমাধা করিবেন। তদ্ভিন্ন কৃষি তেজারতি প্রভৃতি আর যাহা কিছু তাঁহাদের ব্যবসায় থাকে তাহাও অবিরোধে চালাইতে পারিবেন। প্রায় এইরূপ নিয়মে, বঙ্গ যে সকল লোককে শুদ্ধ ১৫ টাকা বেতনের উপর নির্ভর করিয়া পরিবারাদি ত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমন করিতে হয়, গুরুমহাশয়েরা বিবেচনা করুন তাহাদিগের কার্য্য উল্লিখিত লোক সকলের কার্য্য অপেক্ষা কতগুণে সুখকর.

যাহা হউক শ্রীযুক্ত মেডলিকট সাহেব ও ভূদেব বাবু উভয়ে মিলিত হইয়া এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও ভূদেব বাবু দেশীয় লোক সুতরাং ইহার অধিকাংশই যে তাঁহার বুদ্ধিবিজৃম্ভিত ইহা অনায়াসেই অনুমেয় হইতেছে। যে কোনরূপ নূতন প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত করা যায় প্রবর্ত্তয়িতাকে সাবধান হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হয়, এরূপ হইলে সেই প্রণালীর যে অংশ সদোষ বা অসম্পূর্ণ থাকে, ক্রমে তাহা দোষশূন্য ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। ভূদেব বাবু পূর্ব্বোক্ত নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তক অতএব গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে নূতন ইনস্পেক্টরী পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করিবার যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রকৃত বিবেচনার কার্য্যই হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও আপনাদিগের মধ্যে এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে ইনস্পেক্টরীপদে আরোহিত দেখিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিতেছি ভূদেব বাবুর ঐ নূতন পদের নাম "স্পেশিয়ল ইনস্পেক্টর" হইবে। ঐ নামটি এক কালে আমাদের সাতিশয় প্রিয় ছিল কিন্তু এক্ষণে উহা আমাদিগের পক্ষে সিন্দুরে মেঘের তুল্য হইয়াছে। অতএব গবর্ণমেন্ট উহার নামান্তর প্রদান করিলে অধিক সুখের বিষয় হইত ইতি।

—•—

সবিনয় নিবেদন —

মহাশয়! এস্থানে (মেহেরপুরে) আপনার কোন সংবাদদাতা নাই দেখিয়া অত্রত্য সংবাদ লিখিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। কিন্তু উহা কতদূর সফল হইবে বলিতে পারি না। তাহা আপনার ও ভবদীয় পাঠকগণের বিবেচ্য রহিল।

। এই স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ (২৮ মাইল) উত্তরে অবস্থিত. ইহার পশ্চিম পার্শ্বে ভৈরব নামক এক ক্ষুদ্র শাখানদী প্রবাহিত। উক্ত ভৈরবের জল নিতান্ত নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু এই গ্রামের সমুদায় লোক তাহার জল ব্যবহার

করিতে পারেন না। কারণ ইহার পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে উহা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। পূর্ব্ব পল্লীতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার জল দ্বারাই উক্ত পল্লীর প্রায় সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। এই স্থানে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যবংশীয় জমিদার বসতি করেন।

২। এখানে একটী ইংরেজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়, একটী পোষ্ট আফিস, ও একটী থানা অনেক দিন অবধি অবস্থিত আছে। সম্প্রতি কিছু দিন পূর্ব্বে দুইটী মুন্সেফের কাছারি, একটী ডিপুটি মেজিষ্ট্রেটের ধর্ম্মাসন, তিনটী ডিপুটী কালেক্টরের বিচারালয়, এবং একটী ছোটআদালত নূতন সংস্থাপিত হইয়াছে। শুনিতে পাই যে, স্কুলটী পূর্ব্বে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আর ইহার তাদৃশ উৎকর্ষ দৃষ্ট হয় না। পরন্তু এক্ষণে সেরূপ সমৃদ্ধি নাই যথার্থ বটে; কিন্তু বিদ্যালয়টীকে নিতান্ত নিকৃষ্টও বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বালক সংখ্যা ৮০। ৯০টী হইবে।

৩। প্রায় ৭। ৮ বৎসর হইল এখানে একটী ডাকঘর ছিল। তখন এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত বিচারালয় সকলের একটীও সংস্থাপিত হয় নাই। মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বোধ হওয়াতে উহা এবালিশ হইয়া যায়। পরে অত্রত্য জমিদারগণ সকলে ঐকমত্যাবলম্বন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন যে, পুনর্ব্বার এখানে একটী পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হয়, এবং যদি ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয়, তবে আমরা ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব। তদনুসারে ডাকঘর পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তদবধি উহা চলিতেছে। এক্ষণে মেহেরপুরে অনেক গুলি বিচারালয় হওয়াতে উহার কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবার কথা উঠিয়া যাইবার আর সম্ভাবনা নাই। পোষ্টমাষ্টার (ডাকমুন্সি) বাবুটী ও অতি ভদ্রলোক। বিচারালয় সকলের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

৪। সম্প্রতি কিছু দিন পর্য্যন্ত এখানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে। ৪। ৫ দিনের মধ্যে একটী ছাগল, একটী গোবৎস, ও একটী মেষ, ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়াছে। মধ্যে দন্তাঘাতে ও নখরাঘাতে এক ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ঐ ব্যক্তির একটী ছাগল ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়াছিল। সে তাহার ছাগলের উদ্ধারার্থে যাওয়াতে ঐরূপ দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছে। যদি নিকটে লোক না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই উহাকে ব্যাঘ্রের গ্রাসে পতিত হইতে হইত। নিকটবর্ত্তী লোকেরা তাড়াতাড়ি করাতে ব্যাঘ্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। আবার অন্য চারি দিন হইল, ৩ জন কৃষক রাত্রিতে মাঠে তাহাদিগের শস্য ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। এমত সময়ে এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণের উপক্রম করিলে দুই জন একবারে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিল, একব্যক্তি মাত্র অগ্নি জ্বালিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিল। উহাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া নিকটবর্ত্তী লোকেরা সমাগত হওয়াতে ব্যাঘ্র তাহাদিগের কিছুই করিতে পারে নাই। লোকে বলিয়া থাকে যে, মধ্যে মধ্যেই এই রূপ ঘটনা ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রূপ দেখিয়া শুনিয়াও অত্রত্য অধিবাসীর মধ্যে কেহই ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন না।

৫। এই গ্রামের অগ্নিকোণে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে কোলা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাতেও এক বৃহৎ পুংশৃগাল অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছে। ঐ শৃগালের এরূপ সাহস যে, রাত্রিযোগে জননীর ক্রোড় হইতে লইয়াগিয়া দুইটী বালককে হত্যা করিয়াছে, ৩টীকে আহত করিয়াছে। উহা যুবা ব্যক্তিকে দংশন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। ফলতঃ এক সামান্য শৃগালে উক্ত গ্রাম নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উহার দ্বারা এই রূপ অত্যাচার হওয়াতে কয়েক ব্যক্তি উহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সকল প্রযত্ন হইতে পারে নাই। কারণ শৃগাল তাহাদিগের এই রূপ চেষ্টা দেখিয়া কোথায় পলায়ন করিল, যে কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। এই রূপ যখন উদ্যোগ করে, তখনই প্রায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। এখানকার যে রূপ অবস্থা, তাহাতে যেমন ব্যাঘ্রের ভয়ের ন্যায়, সেখানকার লোকেরা শৃগালের ভয়েও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়াছে। অধিক কি সন্ধ্যার পর আর কাহার জন্য কেহই বাহিরে থাকিতে পারে না।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ মাঘ সোমবার।

নদীয়া বিভাগের কমিসনরের প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বারাসত প্রভৃতি স্থানে ১৮৫৭ অব্দের ১৭ আইন প্রচলিত করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের জ্ঞানগম্য হইয়াছে অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী প্রভৃতিই জ্বরের প্রধান কারণ। এই আইন প্রচলিত হইলে গ্রামবাসিদিগকে আপন আপন বাটী ও পুষ্করিণী পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে। বারাসতের শাখা জ্ঞানতত্ত্ববর্দ্ধিনী সভার উত্তেজনাই এতদনুষ্ঠানের মূল কারণ। অন্য অন্য গ্রামেও এই আইন প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

রেবরেণ্ড এ, জি, মটলর অধ্যক্ষ হইয়া পুনর্ব্বার হালিবরি কালেজে গিয়াছেন। তাহারা, বর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিয়া এই স্থানে অধ্যয়ন করিবেন। হালিবরির নাম শুনিলে সিবিল সর্ব্বিসের একচেটিয়ার কথাটী আমাদিগের স্মৃতি পথে উদিত হইল।

ডাউলিন্স সাহেব সর চারলস উডকে বলিয়াছেন গত শিল্পপ্রদর্শনী সভায় ভারতবর্ষীয় রাজা ও সর্দ্দারগণ যথোচিত উৎসাহ সহকারে দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাহার কারণ এই তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। তিনি তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন যাঁহারা দ্রব্যাদি প্রেরণ করিবেন তৎপরবর্ষে তাঁহাদিগকে বিলাতীয় দ্রব্য উপঢৌকন দেওয়া উচিত। সর চারলস উড উহাতে সম্মত হইয়াছেন। এইরূপ বস্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প কার্য্যে উৎসাহ প্রদত্ত হইলে ভারতবর্ষে ঐ সকল বিষয়ের আদানপ্রদান মধ্যে সবিশেষ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

লাঙ্কেসায়েরের মজুরদিগের সাহায্যার্থ জয়পুরের রাজা ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

আমেরিকায় কমিসরিএট ইজারদারেরা ভয়ানক জুয়াচুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছেন।

এক ব্যক্তি এক রেজিমেণ্ট সেনার সমুদায় জুতা দিয়াছে। কিন্তু এক খানিতেও স্তকতলা প্রেক নাই। রুটি প্রভৃতিতে অন অন্য দ্রব্য বাহির হইয়াছে। কন্ট্রাক্টের অবস্থা সর্ব্বত্রেই সমান।

ঢাকা প্রকাশ সম্পাদকের নামে মাণিক গঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট লাইবেল বলিয়া ফৌজদারিতে নালীশ করিয়াছেন। এইরূপ দুইএকটি লাইবেল মকদ্দমা হওয়াও ভাল, তাহা হইলে বিচারপতিদিগের চৈতন্য হয়।

উক্তপত্র তথায় জুয়াচোরদিগের দিশেষ প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। এক ব্যক্তি চাকরীর লোভে এক জাল জমীদারের সহিত তাস খেলিতে গিয়া কয়েকটি টাকার জল দিয়াছেন। ধূর্ত্তেরা নানা ছলে টাকা লইয়া থাকে। কলিকাতার জুয়াচোরের দিন কত বড় জাঁক হইয়াছিল কিন্তু ওয়াকোপ সাহেবের প্রসাদে তাহা এখন কমিয়া গিয়াছে।

দিল্লী ইনষ্টিটিউট জর্ণাল বলেন সম্প্রতি তথায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া[illegible] ...ক্ষে বড় সুবিধা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে কোম্পানি হঠাৎ আপনাদিগের মত পরিবর্ত্ত করিয়া কল্প[illegible] করিয়াছেন দিল্লী হইয়া রেলওয়ে যাইবে না। আমরা কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এইরূপ একটি জনরব শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহাতে বিশ্বাস না[illegible] নাই কিন্তু ইহা এক্ষণে সত্য হওয়াতে দিল্লী[illegible] এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় অধিবাসীরা [illegible] চারলস উডের নিকটে এক আবেদন করি[illegible] কোম্পানির এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি[illegible]ছেন। এরূপ মত পরিবর্ত্তের বিশেষ কা[illegible] কি তাহা না জানিয়া এবিষয়ে আমাদি[illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করা বিধেয় হইতেছে না।

সম্প্রতি পাটনায় যে দরবার হয়, তাহাতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লো[illegible] দিগকে বলিয়াছেন "লোকের উৎসাহ না থাকিলে কোন গবর্ণমেণ্ট কোন দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না। আপনারা যদি নি[illegible] বিদ্যা শিক্ষা না করেন, ও নিজ নিজ সন্তান দিগকে তাহা না করান তাহাহইলে গবর্ণমেণ্টের কালেজ ও স্কুল স্থাপন করা অনর্থক। উক্তভর ভারাক্রান্ত কার্য্যের উপযুক্ত না হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহা প্রদান করিবার ইচ্ছা [illegible] সাধ নিষ্ফল হবেক সাধারণ বিচারালয়ে [illegible] পের প্রতি বাদ হইলে কাজ হইবে না। [illegible] সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্মনীতি জ্ঞান দ্বারা [illegible] র নিবারণ করিতে হইবে। আমি [illegible] আপনাদিগকে এবিষয় গুলি বিবেচনা [illegible]

বিষয়ে মত জানিতে চাহি না। তাহা যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। অন্য কিছুর অভাব থাকিলেও, আপনাদিগের স্বার্থ ইহার প্রতিভূ হইবে। বীডন সাহেব যথার্থ কথাই কহিয়াছেন। আপনাদিগের কাজ আপনারা না করিলে কখন সে কাজের সম্যক উন্নতি হয় না কিন্তু যতদিন সে কাজটী অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এদেশীয় দিগের বোধ না হইতেছে, ততদিন গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না।

দিল্লীগেজেট বলেন, ১৫ ই ফেব্রুয়ারি [illegible] দিগড় পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিবে

আলাহাবাদ গেজেট বলেন, রেইলওয়ের কর্ম্মচারীরা বিনা মূল্যে বাষ্পীয় শকটে যাইবার স্বত্বহইতে বঞ্চিত হইতেছেন। কোম্পানির কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে তাহাদিগকে বিনামূল্যে যাইতে দেওয়া হইবে না। কর্ম্মচারিদিগের পক্ষে [illegible] সন্দেহ নাই।

ফিনিক্স বলেন ইনকম টাক্সের আসেসরদিগের পদ উঠিয়া যাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পূর্ব্বকার পদে ফিরিয়া যাইবার অনুজ্ঞা দেন। কিন্তু অনেকের পূর্ব্ব পদ ব্যয় সংক্ষেপ উপলক্ষে উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহারা বসিয়া আছেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে তাঁহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিবেন তা বিবেচিত হইতেছে। আমাদিগের মতে তাহাদিগকে অন্য কোন কর্ম্ম দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কয়েক মাস তাহারা বসিয়া আছে তাঁহারা তাহার বেতন পাইতে পারেন, তবে যাঁহারা এককালে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইতেছেন তাঁহাদিগকে পেন্সনের যোগ্য হইলে পেন্সন নচেৎ ছয় মাসের বেতন পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন রাজকুমার গোলাম মহম্মদের অন্যায় নিন্দাকরাতে ইংলিসম্যান সম্পাদকের নামে প্রধানতম বিচারালয়ে নালিশ [illegible]

২৯ এ মাঘ মঙ্গলবার।

ইংলিসম্যান বলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও লাটিন শিক্ষাদানের প্রস্তাব হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন রাজপুতনায় সব[illegible]র দিগের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে বি[illegible]হ আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

তিনি আরও বলেন জানুয়ারি মাসের মধ্যে কলিকাতায় ১০০৫৬২৬ টাকা আয় হইয়াছে তম্মধ্যে ১০৮৫৫ টাকা অন্যান্য [illegible]

তিনি আরও বলেন ১৮৫৮ অব্দের মোহিরা লায়লয়া বাদে খণ্ড হইয়াছে। [illegible] প্রমাণ হওয়াতে তত্রত্য বিচারপতি তাহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট বলে বড়কেলে [illegible] বসিয়া প্রবেশ করিয়া লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের একদল সৈন্য যাওয়াতে তাহারা পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।

ফিনিক্স বলেন রঙ্গপুরের রাজা এত দিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিলেন, এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ গমনে অনুমতি পাইয়াছেন। যত দিন না তাঁহার বয়ঃপরিণাম ও কর্ম্ম কুশলতা না হয় তত দিন এক জন কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী রাখা হইবে স্থির হইয়াছে। মুরশিদাবাদের এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মাসিক ২০০ শত টাকা বেতনে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন।

হরকরা বলেন সি এস জাকসন সাহেব ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং লেডিজ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন ৩১ এ জানুয়ারি জলন্ধরে ভয়ঙ্কর বরফ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এমন কি বৃক্ষের পত্র সমূহে পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

রোসন্তমিঞা নামে যিনি এক [illegible] কাবুলীয়ের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে ঐ ব্যক্তি আমার সাল চুরি করিয়াছে কিন্তু কাবুলবাসী বলিল আমি পাঁচ আনার পয়সা পাইব বলিয়া সাল কাড়িয়া লইয়াছিলাম তাহাতে মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

৩০এ ম বধবার।

ফিনিক্স বলেন বাঙ্গালার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাশীহইতে আলিপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, তত্রত্য এলফিনিষ্টোন কালেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ প্রস্তাব হইতেছে। অনেক দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ প্রস্তাব হইয়া তাহা মিবিয়া গিয়াছে।

হরকরা বলেন পাতিয়ালার নূতন মহারাজ তাঁহারদিগের ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি চিন গবর্ণমেণ্টে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

হাওলদার কালীচরণ আসামের অন্তর্গত বড়পোথার গ্রামে এক দল নাগার সহিত যুদ্ধ কালে বিশেষ সাহস প্রদর্শন করাতে তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর সম্মান চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

পারস্যদেশ ক্রমশঃ সভ্যতর হইতেছে। মাহমুদ খাঁ টিহরণ হইতে লণ্ডনে দূত হইয়া গমন করিতেছেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি

...শ্বরের অভিপ্রেত। রাজসভার অধ্যক্ষ ... ইষ্টুয়ার্ত সিরজার যত্নে উক্ত দেশে রেই... ও টেলিগ্রাফ হইতেছে।

... ওয়ারে বোম্বাই পক্ষের এক শাখা ... তুলার ... সাধন এই শাখা মুখ্য উদ্দেশ্য।

... নউস বলেন গবর্ণমেণ্ট এক লাকটাকা কার ... ক্রয় করিয়াছেন। তথায় ...গর বাণিজ্য হইবে।

... টেলিগ্রাফে সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়া... তে জানা যাইতেছে সর চারলস উড ... লার্ড হইতেছেন। আমেরিকার বি... ইংলণ্ডের উপর কুপিত হইতেছেন। ...হার কারণ এই তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ... হইতে মধ্যস্থ হইয়া তত্রত্য গৃহবিবাদে ... করিতে চাহেন নাই। এদিকে উত্তর ... লোকেরা লাঙ্কেসায়েরের জন্য ... করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকের প্রীতি ভাজন হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পত্র সকল গবর্ণমেণ্টে... নোটের বিষয়ে বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। তথায় গবর্ণমেণ্ট নূতন নোট সরা... প্রতিভু স্বরূপ লইতে চাহেন না। যদি এই ... হয় যথার্থই বিরক্তি জন্মিতে পারে।

১ লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

বেজর বিবর আরব জাতির সহিত সন্ধি করিয়াছেন। তাহারা আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সীমা মধ্যে আসিয়া লুঠ করিবে না, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে আপনাদিগের দেশে যাইতে দিবে। তাহারা স্বেচ্ছা ক্রমে ব্রিটিশ অধিকার মধ্যে বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য আসিতে পারিবে, কিন্তু এমত সময়ে তাহারা ... অস্ত্র লইয়া আসিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট নিজ সীমাতে কেল্লা করিতে পারিবেন, এবং আরবেরা আপনাদিগের সীমায় পুলিষ করিবে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর তাহাদিগের পুলিষ ব্যয়ের জন্য ১০০ কোদালী, ৩০ মণ লবণ, ৮০ বোতল রম, ২ সের অহিফেন, এবং ১ মণ তমাক দিবেন। তাহারা প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটি শূকর ও মুরগী দিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে ...রা এই প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইবে কি না?

ইংলিসম্যান বলেন, সম্প্রতি কোহাট উপত্যকায় ১ গণিত পঞ্জাব পদাতিক ... আফরিদির সহিত দাঙ্গা হইয়াগিয়াছে। ... বৃত্তান্ত জানা যায় নাই।

উক্ত পত্র বলেন আলগদহের লাইটহৌস ... কাপ্তেন শেক্সপীয়র কর্ণেল বীডনের ... বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কসের সেক্রেটারি হইতেছেন। কর্ণেল বীডল ভারতবর্ষীয় ... পবলিক ওয়ার্কসের সেক্রেটারি হইবেন।

ফিনিক্সের রাজনীতির সংবাদ দাতা বলেন মৃত রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের অ... পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতার ওয়ার্ডস গৃহে প্রেরণ করা হইতেছে। কিন্তু তত্রত্য কালেক্টর ও ঐ বালকের মাতা তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে অনিচ্ছু। তাঁহারা বলেন যাঁহারা ওয়ার্ড গৃহ হইতে প্রতিগমন করেন, তাঁহারা নানা প্রকার দুষ্কর্ম শিখিয়া যান। এক জন (দেবেন্দ্রনাথ রায়) সুরাপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ... লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে ওয়ার্ড গৃহে বালকদিগের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না তন্নিমিত্ত তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবেন। যদি ওয়ার্ড গৃহে বস্তুত, এ প্রকার হয়, তাহা হইলে ত ইহার সুখ্যাতি বড়।

গত দেউলিয়া আদালতে কয়েক জন ধূর্ত্ত ধরা পড়িয়াছে। দুই এক ইংরাজ বণিক ইহার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মহীসুর বংশীয় রাজকুমার ... উদ্দীন সিংহ হইয়াছেন। ইনি ৫০ ... টাকা ঋণ দায়ে দেউলিয়া হইবার চেষ্টা পান কিন্তু সর মর্ডণ্ট ওয়েলসের উত্তেজনায় মহাজনদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত ছয়মাস সময় দেওয়া হইয়াছে। সর চারলস উড টিপুবংশীয়দিগকে যে ৭২ লক্ষ টাকা দেন তন্মধ্যে ফকিরুদ্দিনকে ৫০০১ টাকা দেনা পরিশোধের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তাহা বিবাহ ও আমোদে ব্যয় করিয়া মহাজনকে ডুবাইবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর মর্ডণ্ট ওয়েলস তন্নিমিত্ত বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন আমরা এ বিষয়ে বিচারপতির কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। কবে এই সকল নির্ব্বোধ রাজকুমারের চৈতন্য হইবে।

নিম্ন লিখিত সংবাদ গুলি বেঙ্গল ইণ্ডিয়া হইতে গৃহীত হইল। বাবু ... লীল ... বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়া তাহা ... পাঠাইতেছেন। এতদ্দেশীয় বণিকেরা ... পারসীদিগের দৃষ্টান্তানুসারে ... বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাই... ...

২ রা ফাল্গুন শুক্রবার।

... বেথুন সোসাইটী সভায় সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল ই. বি. কাউএল সাহেব উপাখ্যানের ... প্রবেশ বিষয়ক একটী ... দিয়াছেন। তাহার পর বোম্বাইয়ের ... ক্যামজী খরসেদ জী বক্তৃ... বক্তৃতা করেন। সমুদয় সক... লেই তাহাদিগের বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

হরকরা বাঙ্গালি জুরিদিগকে গালি দিয়া একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আগামি বারে আমরা এবিষয়ে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বীডনসাহেব বাঙ্গল, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিদিগের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, তাহারা যখন প্রধানতম বিচারালয়ের জজ দিগকে পত্র লিখিবেন, তখন যেন সমধিক সম্মান সহকারে লিখেন। আমরা মনে করিতাম, অজ্ঞ ব্যক্তিরা রাজসম্পর্ক হইলেই উদ্ধত হইয়া লোকের সহিত রূঢ় ব্যবহার করে তাহা নয় রাজসম্পর্ক বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও চিত্তকে বিকৃত করিয়া তুলে। এই নিমিত্ত আমরা সচরাচর দেখিতে পাই মফস্বল আদালত অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও লিখিয়া থাকেন "তোমাকে লেখা যায় তুমি আদালতে হাজির হইয়া" ইত্যাদি। বীডনসাহেব এই অবকাশে এ বিষয়েও কিছু মনোযোগ না করেন কেন?

উক্তপত্রে আরো বলেন, গবর্ণর জেনেরল একদিন কাশীতে বাস করিয়া আলাহাবাদে গমন করিয়াছেন। পরদিন তথা হইতে কানপুরে যান ১২ই তথা হইতে আগরায় গিয়াছেন। সেই খানে কিছুদিন থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচন করিবেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মহারাজ দলীপ সিংহ বিলাতে সরজন স্পেন্সরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

৩রা ফাল্গুন শনিবার

ফিনিক্স বলেন সরচারলস উড কণ্ট্রাক্ট বিলের বিধিবদ্ধ করিবার বিরোধ বিষয়ক পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংলণ্ডস্থিত ভারতবর্ষীয় বন্ধুগণ সরজন লরেন্স সর ফ্রেডরিক করি এবং ফিনাত প্রভৃতি অনেকে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। পক্ষপাত শূন্য দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই প্রশংসা করিবেন সন্দেহনাই।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন গবর্ণর জেনেরল তথায় উপনীত হইয়া তত্রত্য বারাক নির্ম্মাণের ভূমি দর্শন করিতে গিয়াছেন যেহেতু কার্য্য দেখিবার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সময়াভাবে তাহা সম্পন্ন হয় নাই।

উক্ত পত্র আরো বলেন কর্ণেল স্ট্রেচি ... নিম্মাণের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সর অর্থর কটন ও ... তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন।

অযোধ্যাগেজেট বলেন মাজপুরনাথ অধ্যক্ষ ... গত সপ্তাহে লক্ষ্ণৌতে আসিয়াছিলেন পরে কাশীতে গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

সমাচার হিন্দুস্থানি বলেন ১০ ই প্রধান সেনাপতি সর্ব্ব সমেত সীতাপুরে গিয়াছেন, এবং সেখা হইতে গবর্ণর জেনেরলের ... করিবার মানসে কাণপুরে গমন ...

উক্ত পত্র আরো বলেন সেণ্টজন কালেজে মেথরের সন্তান প্রবেশ করাতে তত্রত্য ছাত্রেরা অপমান বোধ করিয়া ইতিপূর্ব্বে কালেজ পরিত্যাগ করেন। সম্প্রতি তাহারা ভিক্টোরিয়া নামে একটী কালেজ স্থাপন করিয়াছেন।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল বৈষ্ণবঘাটা য় একটী ইংরাজি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর অনুকূল হইয়া তাহাদের মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে আরো বলেন, মহারাজ মানসিংহ গত কল্য লক্ষ্নৌ পৌঁছিয়াছেন তথা হইতে গবর্নর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ মানসে কানপুরে যাইবেন

দিল্লীগেজেট বলেন কাপ্তেন আবনট্‌ দুর্গা হইতে পতিত হইয়া ৩ ঘণ্টার মধ্যে কবাল কালে পতিত হইয়াছেন। ও লেডি আরবনট্‌ও অত্যন্ত আহত হইয়াছেন কিন্তু বাঁচিতে পারেন

—০—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯এ জানুয়ারি। ইটেন্স কিংদস্তী যে লার্ড পামরষ্টন, সর চার্লস উড ও ইলিস, স্কটের রমন্স, ওয়েটওয়ার্থ, বেরোন্ট এবং কাপ্তেন হেনার বাইট এই কয় ব্যক্তিকে পীয়র প্রদানার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়র জেনেরল টুর্নীন সাহেব চান্সেলর [illegible] [illegible] হইয়াছেন। সর চার্লস উড ইণ্ডিয়া [illegible] একটী [illegible] করিয়াছেন। সনিটর বলেন আমেরিকা [illegible] হইতেছে। অবজারবর বলেন [illegible] আমেরিকার সহিত [illegible] যে জন্য হয় ত [illegible]। আমেরিকার উত্তরাংশের [illegible] ও দুই মহাজনের এক্টীমাজনি ও জুইসন মধ্যস্থিত [illegible] [illegible] ১০০০ টাকার [illegible] নষ্ট হইয়াছে এবং [illegible] ১২০০০ লোক বিনষ্ট হইয়াছে।

[illegible] কাহাজ [illegible] কাহাজ [illegible] [illegible] করিয়াছে [illegible] কোথায় যাইবে তাহার নিশ্চয় নাই। জেনরল [illegible] [illegible] সাহেবের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিয়াছেন, [illegible] লোকারণ্য মানিটর নামে [illegible] চট্টানস বন্দরে জলমগ্ন হইয়াছে। [illegible] [illegible] ঘোষণায় [illegible] অনাদর প্রকাশ করিয়াছে এবং অনেক অফিসর আপন আপন পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ওহাইয়োর প্রতিনিধি কংগ্রেস সভায় বিদেশীয়দিগের মধ্যস্থতা বিষয়ের আনুকূল্যে একটী বক্তৃতা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। ফরাসির। পিউএবলা অধিকার করিয়াছে। স্পেনে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় হইয়াছে। প্রসিয়ার সভার অধিবেশন হইয়াছে। রাজা আপনার অবলম্বিত রাজনীতির অনুসরণেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কোবর্গের ডিউক গ্রীসের সিংহাসন গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। ইটালির সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য বিষয়ক যে সন্ধিপত্র হয় তাহাতে স্বাক্ষর করা হইয়াছে। ইজিপ্টের গবর্নর কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

—•—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

বুধবার ১১ই ফেব্রুয়ারি।

অনরেবল হারিংটন সাহেব গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার বিলে সিলেক্ট কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট প্রদান করিলেন এবং [illegible] জেলার অন্তর্গত মেহরা ও [illegible]পুর সাধারণনিয়মাধীন করিবার বিলে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সভায় অর্পণ করিলেন।

অনরেবল মেইন সাহেব সিঙ্গাপুর প্রভৃতির মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার বিল সভায় উপস্থিত করিলেন। তিনি আরও অপরাধী ব্যক্তিদিগকে হরিণবাটী বা সাধারণ জেলে বদ্ধ করিতে পারিবার বিষয় রেগুলেশনের প্রধান সদর নিজামতের জজদিগের ও অন্যান্য বিচারপতিদিগের ক্ষমতা দিবার এক বিল সভায় অর্পণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

অনরেবল হারিংটন সাহেব বলিলেন এদেশীয় রাজাদের রাজ্যের অপরাধি ব্যক্তিদিগের কারাবাস বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ বিলে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহার বিষয় বিবেচনা করা হয়। অনন্তর উক্ত সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবস্বরূপ সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল। আরো তাঁহার প্রস্তাবক্রমে দেওয়ানি আইন সংশোধন বিষয়ক বিল সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবানুরূপ সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল।

অনরেবল মেইন সাহেব বলিলেন দার্জিলিঙ প্রদেশের বিচার [illegible] সংশোধন করিবার বিলে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বিবেচিত হউক। অনন্তর উহা সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞা

বাঙ্গলাদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২১এ জানুয়ারি—বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় পাঠশালার এডিসনাল ইনস্পেক্টর হইবেন।

৩১এ জানুয়ারি—বাবু অতুলকৃষ্ণ [illegible] ১৮৩৩ অব্দের ১৫ আইনের অনুসারে [illegible] ভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি ও [illegible] ৩৩ অব্দের ৯ নিয়মানুসারে তথাকার ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং বাল্লেশ্বরে থাকিয়া ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইনের ২২ ধারা অনুসারে, তথাকার ২য় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি—পাবনার ছোট আদালতের জজ, ডবলিউ, রাইট সাহেব কিছুদিনের [illegible] ঐ জেলার দলিল দস্তাবেজের প্রতিনিধি রেজিষ্টর হইবেন।

ডবলিউ কিগার্ট সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাসের ও বার্ত্তাশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক হইবেন।

দক্ষিণ বিভাগের রেভিনি বি, স্মার্ট সাহেব ১৮৩৩ সালের ৯ নিয়মানুসারে ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

গড়বেতার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু কমলাকান্ত বসাক বদলি হইয়া বেহারে গিয়া মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

গড়বেতা বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর সি, জি, ডিবেটস সাহেব বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী ওয়াজি উল্লা ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৩৩ সালের ৯ম নিয়মানুসারে তথাকার ডেপুটী কলেক্টর হইবেন এবং ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেটেরও সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী আজিজুদ্দিন মহম্মদ ঢাকায় বদলি হইয়াছেন।

মৌলবী অনোরুদ্দিন মহম্মদ পূর্ণিয়ার ডেপুটী কলেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেম্‌স হিউম সাহেব ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইনের ২২ ধারানুসারে ২৪ পরগণায় ১ম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

র যদি ব্রাহ্মদিগের আন্তরিক ইচ্ছানুসারেই এরূপ হইয়া থাকে, আর যখন বাটীতে ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ ছিল না, তখন কেই বা পত্রপ্রেরক দীন বাবুকে “প্রিয়তম” সম্বোধনে পূজার সংবাদ দিতে আসিবে। এরূপ স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া কেশব বাবুর নির্ম্মল অকপট চরিত্রে দোষারোপ করিবার অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না। অনেক ভাবিয়া দীন বাবু বৈরনির্য্যাতনের উত্তম উপায় আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই তো চাই। নানা স্থানে নানা প্রকার আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে, বাঙ্গলাদেশে কি কোন আবিষ্ক্রিয়াই হইবে না।

দীন বাবু লিখিয়াছেন যে “সেখানে (কেশব বাবুর বাটীতে) ‘আয়ু দেও [illegible] দেও’ প্রার্থনা শুনিলাম” কিন্তু “জাতকর্ম্ম” পুস্তক খানিতে তো ইহার বিন্দু বিসর্গও দৃষ্ট হইল না। যদি মুদ্রাঙ্কনের সময় দেবেন্দ্র বাবু বা কেশব বাবু পাঠত, করিয়া থাকেন, জাতকর্ম্মে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা [illegible] কিছুই শুনেন [illegible] “আশীর্ব্বাদ” এক স্থানে আছে “তিনি (জগদীশ্বর) যেমন [illegible] এই শিশুকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, ও তৎপরে যেমন স্বয়ং ধাত্রী হইয়া ইহার প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি মাতার ন্যায় ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন, ইহাকে ক্রমে শ্রী, সৌন্দর্য্য ও সাধুগুণে বিভূষিত করুন”। বোধ হয় দীন বাবু ইহাকেই “আয়ু দেও শ্রী দেও” শব্দে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কি ক্ষোভের বিষয়! প্রিয়বর! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল কার্য্য দেখিয়া যখন প্রার্থনাকারী মনোদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রার্থনা করেন, তখন একপ প্রার্থনা সহজে নির্গত হয় কি না? স্পষ্টই দেখিতেছি যে জগদীশ সকলকেই সর্ব্বদা যেস্তরে রক্ষা করিতেছেন, এবং তাহাদিগের মঙ্গল সাধনে যত্নবান রহিয়াছেন য.হা.ত তাহাদের সাধুতার বৃদ্ধি হয় তাহাই বাঞ্ছা করিতেছেন, তখন যে তিনি শিশুকে রক্ষা করিবেন ও তাহাকে শ্রীমান্ করিয়া তাহার সাধুভাব প্রস্ফুট করিবেন তাহার আর সন্দেহ কি? শরীর যতই দৃঢ় হয়, যতই প্রফুল্ল হয় মনও তত উন্নত ও তত ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। রুগ্ন, অন্ধ, বধির, অথর্ব, পঙ্গু ব্যক্তি যত দূর অধ্যবসায়শীল হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তদ্বিষ্ঠ বলিষ্ঠ, সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট ব্যক্তি চেষ্টা করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবেন, ইহা তো এক প্রকার নির্দ্ধারিতই আছে, তবে [illegible] একপ্রকার প্রার্থনায় হাসি [illegible] প্রার্থনা [illegible] দিগের নিকট “প্রার্থনা, [illegible] প্রার্থনা, যে তাহাদিগের অপ্রীতিকর হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাই বলিয়াই প্রার্থনা বিরোধিদিগের মিথ্যা কথা প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক এরূপ কার্য্যে দীন বাবুর কোন স্বার্থ সাধন হইবে না বরং একারণ তিনি সাধু সমাজে ঘৃণিত হইবেন। প্রিয়বর সম্পাদক! সাধু ব্যক্তির অকপট চরিত্রে অকারণে দোষারোপ দেখিয়া দুঃখিতান্তরে এত লিখিলাম একারণ বিরক্ত না হইয়া ভবদীয় বিখ্যাত সোমপ্রকাশে এই ক্ষুদ্র পত্র খানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা) ৫ কার্ত্তিক বাধ্য
২ ফেব্রুয়ারি) শ্রীঅনাদিমোহনাক্ষস্য

প্রাপ্য মূল্য।

নিম্ন লিখিত মফস্বল গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্য মাঘ মাসে নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায় বর্দ্ধমান মণিরাম বাটী
" রাজা কালীপ্রসন্ন দাস গজেন্দ্র মহাপাত্র জমীদার মেদিনীপুর গড়্‌হওাই
" নাটোর [illegible]কালের সম্পাদক নাটোর
" যোগেন্দ্রচন্দ্র সিকদার ফরিদপুর
" শ্যামাকান্ত চৌধুরী ঢাকা
" হ[illegible] দয়াল সিংহ মুরশিদাবাদ
" হরিকৃষ্ণ মল্লিক জেলা নদীয়া মেহেরপুর
" গোকুলনাথ গুহ বহরমপুর সৈদাবাদ
" ভুবনমোহন চৌধুরী পূর্ব্ব কাছাড়
" রূপনারায়ণ দাস সিরাট মুক্তমালা ইংরাজী স্কুল

প্রাপ্তমূল্য

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মৈত্র শান্তিপুর
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ৫ টাকা
" " গোবিন্দচন্দ্র বসু শান্তিপুর
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ৫ ঐ
" " নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ৬৫০
" " রাজীবলোচন রায় কলিকাতা
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ পৌষ পর্য্যন্ত ১০
নর্ম্মাল স্কুল কলিকাতা
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ১০
সম্বাদ পত্রিকা গ্রহণ প্রবর্ত্তক সভা রঙ্গপুর
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ৫॥
" " দুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ি[illegible]
১২৬৯ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৫॥
" " দ্বারকানাথ বসু খলীসানী
১২৬৯ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা, ইহার ন্যূনে লওয়া যায় না।

যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য ষ্টাম্প টিকিট পাঠান তাঁহারা এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট না প্রেরণ করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া দেন।

পূর্ব্বপ্রদত্ত মূল্যের কাল অতীত হইলে মূল্য পাঠাইতে কেহ যেন অনর্থক বিলম্ব না করেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া যাইবে, সম্ভবমত সময় প্রতীক্ষা করিয়া প্রথমে সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া তাহার পর চিঠি লিখিয়া জানান হইবে, যদি তাহাতে কোন উত্তর অথবা মূল্য না পাওয়া যায় কাগজ বন্ধ হইবে। মূল্যের নিমিত্ত চিঠি বেয়ারিং পাঠান হইবে। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে আমাদিগের নামে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহার যখন সোমপ্রকাশ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইবে চিঠি লিখিয়া না জানাইলে তাহা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা দ্বিতীয় বার ৴১০ আনা তৃতীয় বার ৴০ আনা দিতে হইবে। তাহার পর ১২॥০ টাকা কমিসন বাদ দেওয়া যাইবে।

মফস্বলের যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র ডাকমাশুল দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

এদেশীয়দিগের ভাগ অধিক হইবে। এ
সম্বাদটী কেবল প্রীতিকর নয়, এদেশের
ও গবর্ণমেণ্টের সকলেরই শ্রেয়স্কর। এতদ্দ
দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ সহকারে এদেশের স
বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যখন
ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের সমতা বিধান প্র
স্তাব লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়, তৎকা
লে লার্ড ষ্টানলি ব্যয়সংক্ষেপের এই উ
পায় উদ্ভাবন করেন। ইহা কেবল ব্যয়সং
ক্ষেপের নয়, এদেশীয়দিগের অনুরাগ
লাভেরও অব্যর্থ উপায়।

ব্যয়সংক্ষেপ কাল!

চতুর্দ্দিকে যেরূপ জনরব শুনা যাই-
[illegible] তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে,
ভারতবর্ষে নূতন নূতন টাক্সের উদ্ভাবন
[illegible]কাল অতীত [illegible]য়া ব্যয়সং
[illegible] ব্যয়ের [illegible] এ বিধানবাক্য
উদ্ভাবিত হইয়াছে। জগতে যদি এরূপ
তর্কই চিরকাল আধি[illegible], ইহার
[illegible] গবর্ণমেণ্ট
বাণিজ্য সম্বন্ধেও অনেক ভূমি অধিক
[illegible]বাণে কর গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারি
দেরই আবার [illegible] কেবল শূন্য
[illegible]দের কার্য্য নহে? সেই প্রজাক্লেশ
[illegible] সকল অর্থ কি কাজে ব্যয়িত হই
তেছে, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলেও ঐ ভ্রম
[illegible] প্রতীয়মান হইবে। সেই অর্থ লইয়া
অসঙ্গত ও অনাবশ্যক ব্যয় করা হইতেছে।
[illegible] পরিবর্ত্ত বিষয়ক জনরব আমাদিগের
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে. পাঠকগণ শ্র
বণ করিলেই সেই অসঙ্গত ও অনাবশ্যক
[illegible]য় কি তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম [illegible] এই. গবর্ণমেণ্টের [illegible]
[illegible] হইয়াছে, তাহা উঠিয়া যাইবে।
[illegible] [illegible], গবর্ণমেণ্টকে বিবি
[illegible] হইল। এক, যে
সম্পন্ন হইত, তাহাতে অ

দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে ও তাহার তত্ত্বা
বধায়ক ও কার্য্যকারকদিগের বেতন দিতে
অকারণ কতকগুলি অর্থ নষ্ট হইয়া গেল
দ্বিতীয় জনরব, ইনকমটাক্স আফিস, রেবি
নিউ বোর্ড, অডিটর জেনরল, সিবিল পে
মাষ্টর ও আক্কাউণ্টেণ্ট জেনরলের আফি
স এবং মিলেটারি ফাইনান্স আফিস উঠি
য়া যাইবে। ঐ সকল কর্ম্মচারিদিগের কা
র্য্যভার অপর কর্ম্মচারিদিগের হস্তে সমর্পি
ত হইবে। যথা— বেঙ্গাল আক্কাউণ্টেণ্ট
সিবিল পেমাষ্টরের কাজ করিবেন, ফি
নান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্ট আক্কাউণ্টেণ্ট ও
অডিটর জেনরলের কার্য্য ভার গ্রহণ করি
বেন, এবং রেবেনিউ কমিসনর রেবিনিউ
বোর্ডের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। মিলিটরি
সেক্রেটরির আফিস হইতেই মিলিটরি ফি
নান্স আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।
এবং কলেক্টরদিগের উপরে ইনকমটাক্সের
ভার সমর্পিত হইবে। পোষ্ট আফিসের ডা
ইরেক্টর জেনরলের পদও [illegible]ঠিয়া যাইবে।
ঐ পদগুলি কি এতদিন অকারণ গবর্ণমে
ণ্টের অর্থরাশি আত্মসাৎ করে নাই?

সরচার্লস উডের অভিনন্দন।

আমাদিগের দেশের লোকেরা দেখুন
তাঁহারা দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিয়া অ
ভিনন্দন পত্রদান দ্বারা সরচার্লস উডের
কার্য্যে অনুমোদন না করিতে করিতে ইংল
ণ্ডে সে অনুমোদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।
অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, এদে
শের লোকেরা শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের ভ্রূকু
[illegible]ত ভীত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে সাহসী
হইতে পারেন না। সরচার্লস উডকে অ
ভিনন্দনপত্র দিবার নিমিত্ত বহুদিনাবধি
কি আমরা এদেশীয়দিগকে উত্তেজনা ক-
রিতেছি না? এটী কি ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য
কাজ নয়? বিজ্ঞাপন ও নয়ন মর্দ্দন করিয়া
ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে ইংলণ্ডে
এই [illegible]

[illegible]বের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য ইংলণ্ডীয়েরা হরণ
করিয়া লইলেন। গতসংখ্যা হিন্দুপেট্রি
য়টে আমরা ইংলণ্ডের একটি সভার কার্য্য
বিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ লাভ
করিয়াছি। সভ্যদিগের উদ্দেশ্য, মনোগত
ভাব ও ভারতবর্ষের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি, এই
গুলি আমাদিগের অনির্ব্বচনীয় হর্ষের
কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি লণ্ডনে সর জন
লরেন্স, সর ফ্রেডরিক হালিডে, বর্দ্ধমা
নের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর ইলিয়ট সাহেব
কৃষ্ণনগরের মিসনরি সর সাহেব, চর্চ্চমিস
নরি সোসাইটির সেক্রেটারি ও আর ক
য়েক জন ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান ও ভদ্র লো
ক এক বাক্য হইয়া কণ্ট্রাক্ট বিলের প্রতি
বাদ করিবার নিমিত্ত এক [illegible]
ছিলেন। তাঁহারা সকলেই একমতে স্ব
[illegible] করিয়াছেন. ঐ আইন অত্যন্ত
অনিষ্টকর। যে সর জন লরেন্স শ্রীবৃদ্ধিকারি
দলের দেবতা স্বরূপ, তিনিই বলিয়াছেন
এপ্রকার আইন করিলে [illegible] বিদ্রোহ
ঘটনা ও ইংরাজদিগের নামে কলঙ্ক রটনা
হইবে। আরো তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলে
ন নীলকর প্রভৃতি প্রজাদিগের উপরে অ
ত্যাচার করেন, অতএব যদি [illegible] আইন
বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক হয়, তাহা [illegible]
অত্যাচারের সহায়তার জন্য না [illegible]
[illegible]দিগকে পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার
জন্য করাই কর্ত্তব্য। হালিডে সাহেব [illegible]
স্পূর্ণ রূপে ইহার পোষকতা করিয়া বলি
লেন, ১৮[illegible] অব্দ অবধি ১৮৩৫ অব্দ পর্য্য
ন্ত এই প্রকার ফৌজদারি দণ্ড বিধায়ক
কয়ার ভঙ্গের আইন ছিল, কিন্তু তদ্ঘটিত
ভয়ানক অত্যাচার হওয়াতে ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করেন। ১৮[illegible]
অব্দে [illegible] ছয় মাসের জন্য যে আ
ইন [illegible], তৎকালে স্পষ্টাভিধানে ব[illegible]
হইয়া[illegible]য় আইন আর হইবে না
অতএব [illegible] কণ্ট্রাক্ট বিলের [illegible]
করাতে [illegible] [illegible] আপ

ক্রুত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে। অন্য অন্য সভ্যেরাও নীলকরদিগের দেশের ও প্রজাদিগের নির্দ্দোষতা বিষয়ে উল্লেখ করিয়া শেষে এক বাক্যে এই প্রস্তাব করিলেন যে, সর চার্লস উড দুই বার ঐ আইন রহিত করিয়া যথার্থ রাজনীতিজ্ঞতা প্রদর্শন ও ন্যায়ানুগত কার্য্য করিয়াছেন। অতএব তাঁহার কার্য্যের অনুমোদনার্থ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সর জন লরেন্স পুনরায় বলিলেন যদি সর চার্লস উড এ কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইবার যোগ্য হইতেন না। সভ্যেরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্ট আইনের প্রস্তাব করিয়া অতিশয় অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশের লোকেরা যেন এই শুভ সংবাদটি শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় সুখশয্যা সেবন করেন না। কণ্ট্রাক্ট বিলের এখনও অন্তিম কাল উপস্থিত হয় নাই। ইহা লইয়া একটি ঘোরতর বাগ্যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। এক দিকে ম্যাঞ্চেষ্টরের ও ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধিকারি দল এবং ইংলণ্ডীয় টোরি দল, অন্য দিকে সর চার্লস উড ও হুইগ দল বদ্ধপরিকর হইবেন। এদেশীয়দিগের কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পাইয়া সর চার্লস উডের দলের বল বৃদ্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হরকরা ও এতদ্দেশীয় জুরি।

এক ব্যক্তি ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়ার প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করিয়া ধৃত হইলে সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য রাজ্ঞীর প্রাণ সংহার চেষ্টা করিয়াছিলে। সে অম্লানবদনে বলিল "বিখ্যাত হইবার জন্য।" এইরূপ হরকরার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কর্ণেল সাহেব এতদ্দেশীয়কে ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা পাইয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ভজন সম্পাদকও এই পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এতদ্দেশীয় জুরিদিগের বিরুদ্ধে হরকরায় এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

সম্পাদক প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয়দিগের অসভ্যতা, ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাজনীতি সংক্রান্ত নিকৃষ্টতার প্রসঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, "যে রূপ (জুরি) ইংলণ্ডে জন্মিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে হইতে পারে না; এদেশীয় লোকেরা যেরূপ ভয়ানক অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, তাহাতে কাহার সাধ্য যে দূর করিতে, বরং দর্শন মাত্র হতাশ্বাস হইতে হয়; যখন কোন জাতি সভ্য অবস্থা হইতে পতিত হন, তাহা হইতে তাঁহার পুনরুত্থানের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।" সম্পাদক যদি যথার্থ রূপে ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি বিষয় জানিতে পারিবেন, কেহ কখনই অপরকে গালি দিয়া আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা কেবল পরাজিত জাতি জেতৃগণকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস সভ্যতাদির বিষয় লইয়া সম্পাদকের সহিত আমাদিগের বৃথা বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। সম্পাদকের প্রতি আমাদিগের এক মাত্র বক্তব্য এই, যে দেশ পূর্ব্বতন উন্নততর অবস্থা হইতে অধঃপতিত হয়, তাহার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা আছে কি না, বর্ত্তমান ইটালিই তাহার নিদর্শন স্থল। তথায় কি সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ও নানাপ্রকার শিল্প বিদ্যাদি নবীভাব প্রাপ্ত হয় নাই? তথায় কি স্বাধীনতা প্রবৃত্তি বলবতী হয় নাই? গ্রীসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, আর এক দৃষ্টান্ত দর্শন করিবে। তবে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাবস্থা লাভ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভের বাধা কি? হরকরা সম্পাদক বলেন সম্পূর্ণ বাধা আছে। শ্রীবৃদ্ধিকারিদল কি সেই বাধা? গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশীয়দিগের শিক্ষা দানে কৃপণতা না করেন [illegible] ঐ বাধা

[illegible] জুরির [illegible] এতদ্দেশীয়েরা [illegible] উপদেশ, [illegible] রূপ বরণ [illegible] বৎসর [illegible] হইয়াছে [illegible] লোককে [illegible] কারিতে [illegible] ন্যায় অন্যায় বিচার [illegible] দূরতর উচ্চ শিক্ষিত [illegible] কে পারেন নাই! [illegible] এক জন ইউরোপীয় [illegible] এতদ্দেশীয়দিগের [illegible] রণ করা উচিত তাহার [illegible] এক জুরি ([illegible]) [illegible] কে এক [illegible] দুর্দ্দশা করিয়াছে [illegible] হিতৈষী [illegible] আমাদিগের পাঠকবর্গ [illegible] পাত করিলে অবশ্যই বিস্ময় [illegible] জুরিদিগের উপর দুই [illegible] সম্পাদক [illegible] সম্পাদক কি ভাবেন না যে [illegible] স্বীকার করেন, [illegible] ইউরোপীয় ছিলেন [illegible] ধীয় জুরির পক্ষ সমর্থন [illegible] এখন কেহই তাঁহার প্রতিবাদ [illegible] করেন নাই, বরং তাঁহারই প্রশংসা করিয়াছেন তখন তদ্বিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক। হরকরা বাঙ্গালি জুরিদিগকে গালি দিয়া ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি জুরিদিগের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা পাইতেছেন কি? এ কৌশল নয়! কিন্তু কোন [illegible] এই [illegible] আর এ বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। এখন আর সে বাঙ্গালি নাই, সে গবর্ণমেণ্ট নাই, সে সিবিল [illegible] এখন হরকরা ও ইংলিসম্যান [illegible]

তাঁহাদিগের অদ্ভুত বাক্যে যুক্ত করিয়া লোক অল্প করেন।

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার প্রস্তাব ও আবশ্যকতা।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা কতকগুলি উৎকৃষ্ট আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন। কলিকাতার লোক সংখ্যা করা তাহার উদ্দেশ্য। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টও শীঘ্র এই রূপ এক বিল তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিবেন। মধ্যে মধ্যে লোক সংখ্যা করা অতি আবশ্যক। তদ্দ্বারা দেশের সভ্যতা বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিমত্তার বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হওয়া যায়। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর মধ্যে অত্যল্প লোকের বাস থাকে, সভ্যতা ও তাহার সহচরী কৃষি ও বাণিজ্যের যত উন্নতি হয়, ক্রমশঃ সর্ব্বস্থানে অধিক লোকের বসতি হইয়া উঠে। চীনদেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক, তত্রত্য সভ্যতাও অল্প নহে। সম্প্রতি ইউরোপ খণ্ডে এত লোক বৃদ্ধি হইয়াছে যে প্রতিবৎসর গড়ে বিংশতি লক্ষ লোক তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়া উপনিবেশ করিতেছে। সভ্যতার সহিত লোক বৃদ্ধির এক বৈকট্য সম্বন্ধ যে সে দিবস সভাপতি মিকলন মহাসভায় বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে গণনায় আড়াই কোটি লোক ছিল, তিনি অনুমান করেন, এই ঊনবিংশ শতাব্দী মধ্যে দশ কোটি পারিবে।

মধ্যে মধ্যে লোক সংখ্যা করা যাবতীয় সভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। পৃথিবীর ইতিহাস আরম্ভ হইবার পর অবধি প্রথমে যে জেবকে লোক সংখ্যা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মিসর দেশে ইহুদিগণ ... এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। আলেকজণ্ডর ঐ বিষয়ে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার অকালে মৃত্যু হওয়াতে তিনি এই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। রোমকেরা এবিষয়ে সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। লোক সংখ্যা দ্বারা শ্রেণী বিভাগাদি তাঁহাদিগের শাসন কার্য্যের সহিত গ্রথিত ছিল। তাঁহাদিগের সেন্সর বলিয়া এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন, লোক সংখ্যা করা তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। রোমীয় সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পশ্চাৎ আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে যখন সহস্র সহস্র লোক ঐ খণ্ডে বাসার্থী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন তৎকালে ইউরোপীয় রাজগণ লোক সংখ্যা করা আবশ্যক বোধ করিলেন। সেই অবধি এপর্য্যন্ত ঐ খণ্ডে এই প্রথা অবিচ্ছিন্ন দৃষ্ট হইতেছে। ইহার দ্বারা দেশের ধন, শিল্প বাণিজ্য, এবং সমাজ, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত উন্নতির বিষয় সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের গত লোক গণনায় জানা গিয়াছে, তথায় নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যা জারজ। ফ্রান্সে ধর্ম্মনীতিবর্দ্ধনের তাদৃশ চর্চ্চা না থাকাতে অন্য অন্য দেশ অপেক্ষা তথায় লোক অল্প জন্মিতেছে। সম্রাট এই নিমিত্ত কৃষক ও শ্রমজীবি লোকের শিক্ষাদান কার্য্যে সমধিক যত্নশীল হইয়াছেন।

যে লোক সংখ্যার এত উপকার করিতা শক্তি আছে, ভারতবর্ষে নিয়মিতরূপে তাহা সম্পন্ন হইতেছে না, বড় ক্ষোভের বিষয়। যখন এদেশ হইতে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র শ্রমজীবি ব্যক্তিকে নানা উপনিবেশে প্রেরণ করা হইতেছে; যখন প্রতিবৎসর নানা প্রকার পীড়ায় অধিক সংখ্যক লোকের অকাল মৃত্যু হইতেছে; এদেশে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তখন লোক সংখ্যা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। তাহা হইলে কেবল যে দেশের প্রকৃত অবস্থা উত্তমরূপ জানা যাইতে পারিবে এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টেরও শাসন ও ব্যবস্থাপন কার্য্যে সবিশেষ অনুকূল লাভ হইবে। আর একটী এই বিশেষ লাভ হইবে, যদি কোন প্রদেশে অনুন্নতি লক্ষিত হয়, সভ্য গবর্ণমেণ্টের আপনা হইতেই তাহার কারণানুসন্ধান করিয়া তৎপ্রতীকার চেষ্টা জন্মিবে। তন্নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় না হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ের এক বিল হয় এবং কেবল মাজিষ্ট্রেট ও থানার উপরে নির্ভর না করিয়া কয়েক জন যোগ্য কমিসনর নিয়োজিত হন, লোক সংখ্যা কালে তাহাদিগের ব্যবসায়াদি বিষয় এবং পূর্ব্ব অবস্থার সহিত তারতম্য করিয়া অবস্থার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিষয়টি বিশেষ রূপে নির্ণয় করা আবশ্যক।

গুরুচণ্ডালী ।

এই শিরোনামের একখানি প্রাপ্ত পত্র গতবারের সোমপ্রকাশে প্রচারিত হইয়াছে। এবিষয়ে আমাদিগের কিছু কিছু বক্তব্য আছে। তদর্থ অদ্য পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করা গেল। এদেশের সমাজ শরীর ও রাজনীতি সংক্রান্ত উন্নতি লাভ বিশুদ্ধ বিদ্যার বাহুল্য রূপে অনুশীলন ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, একথা কেবল সাধারণে নয় গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়াছেন। এই নিমিত্তই বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অধিকতর যত্ন ও অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। এই নিমিত্তই উড সাহেব ভারতবর্ষের শিক্ষা কার্য্যে ২১ লক্ষের পরিবর্ত্তে ৫০ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ... যে এক একটী ... তাঁহারা যে

ব্যবস্থাপক সভা।

৭ ই ফাল্গুন বুধবার।

অনরবল মিঃ সেসিল বিডন [illegible] ও সভাপতি হারিংটন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের দশ আইন সংশোধন বিষয় বিলের উপর সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিলেন। ইহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের সীমার মধ্যে প্রচলিত হইবে। তিনি আরো আকায়াব রেঙ্গুন ও মুলমীনে ছোট আদালত স্থাপন বিষয়ক বিলে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিলেন। আবকারী আইন ১৮৫৬ অব্দের ২১ আইন ও ১৮৬০ অব্দের ২৩ আইনের সংশোধন বিষয়ক বিলের উপর সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহাও প্রদান করা হইল।

হারিংটন সাহেব পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিল অর্পণ করিবার অনুমতি চাহিলেন। ইহা দ্বারা এই স্থির করা হইয়াছে ভূমি বিক্রীত হইলে পর আর কাহার ও তাহার উপর স্বত্ব থাকিবে না। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে নিম্ন লিখিত বিল বিধিবদ্ধ হইল। দেওয়ানী আদালতের পেয়াদাদিগের বেতনের বিল. আর মার্শিদাবাদ [illegible] পুরের বেহলা ও ভৈক্তপুর পরগণা পুনর্ব্বার নিজামতের অন্তর্গত অর্পণ [illegible] পরিগণিত করিবার বিল।

মেইন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত বিল বিধিবদ্ধ হইল। বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিরা যোগ্য জ্ঞান করে [illegible]দিগকে হয় সাধারণ জেলে অথবা হরিণবাড়িতে কয়েদ রাখিবার অনুমতি করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের

আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৩ই ফেব্রুয়ারি—উত্তরকাছাড়ের প্রতিনিধি সহকারি কমিসনর কেপ্টেনাণ্ট ডবলিউ, সি, এস, স্টার্ক সাহেব এই জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি—মৌলবী আবদুল আ[illegible] অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ১৮৩৬ অব্দের ১৫ আইনের অনুসারে ত্রিপুরার ডেপুটী মাজি[illegible]ষ্ট্রেটের প্রতিনিধি ও ১৮৩৩ অব্দের [illegible] নিয়মানুসারে তথাকার ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং যেপর্য্যন্ত অন্য কোন অনুমতি না হয় ততদিন ১৮৬১ অব্দের

২২ ধারার অনুসারে ২য় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এইচ ই.স্মিথ সাহেব রাজসাহীর স্পেশিয়াল কর্ম্মচারির প্রতিনিধি হইবেন।

এইচ, সি, বোলার সাহেব বাঁকুড়ার স্পেশিয়াল কর্ম্মচারির প্রতিনিধি হইবেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি—বর্দ্ধমানের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এম সিটন সাহেব হাবড়ায় থাকিয়া ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইনের ২২ ধারানুসারে তত্রত্য প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ভবানীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবি মহম্মদ উক্ত আইনের অনুসারে ও ১৮৫৪ অব্দের ৯ আইনের ১ম ধারানুসারে রঙ্গপুর, বগুড়া ও দিনাজপুরের ১ম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন, এবং উক্ত আইনের ৩৮ ধারার অনুসারে প্রধানতম বিচারালয়ে আসিবার উপযুক্ত মকদ্দমা বা দোষী নির্ণয় প্রথম তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রঙ্গলাল ঘোষ বাখরগঞ্জে বদলি হইয়াছেন এবং ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইনের ২২ ধারার অনুসারে তথাকার ১ম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতা পাইবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অভিলাচরণ রায়চৌধুরী বদলি হইয়া দিনাজপুরে গিয়াছেন, এবং উক্ত আইন অনুসারে তথাকার ২য় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার সহিত কার্য্য করিবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহে গিয়া উক্ত আইনের অনুসারে তথাকার ২য় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

মেদিনীপুরের ছোটআদালতের জজ বাবু দেবীপ্রসাদ সোম হুগলীর ব্যবস্থাপক সভার ৬ আইন এবং ১৮৫৯ অব্দের ৯ আইনের অনুসারে তথাকার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কুলদীপ নারায়ণ সিংহ পাটনায় বদলি হইয়া তথাকার মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছেন।

আসামের প্রতিনিধি কমিসনর উইলিয়ম এ[illegible] সম্পূর্ণ সেসনজজের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

[illegible] বিষয়ে [illegible] রোগ[illegible]

[illegible]

১৩ই [illegible]

বর্দ্ধমানে [illegible] লেপ্টনেণ্ট [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বিভাগের [illegible] হন [illegible]

বর্দ্ধমানের ২য় শ্রেণীর [illegible] সেসনজজ [illegible] হয়ে [illegible] সেবার [illegible] ১ম শ্রেণীর [illegible]

[illegible] শ্রেণীর [illegible]

রাজসাহীর ১ম [illegible] বি বাবার সাহেব [illegible] ছেন।

নদীয়ার মহকারী [illegible] ক্রমে সাহেব বিষয়ে [illegible] কি হইবেন।

[illegible] পুরের ২য় [illegible] হইবেন।

[illegible] ২য় শ্রেণীর [illegible]

২০৭

[illegible] গৌরীশ্বর [illegible] এবং [illegible] প্রতিষ্ঠা ও [illegible] কিন্তু [illegible] দিগের [illegible] তাহাকে [illegible] স্বর্গ [illegible] যে [illegible] [illegible] হইল না ?

[illegible] যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহা, এক [illegible] কি না তাহা [illegible] তাহার পত্র প্রকাশ করা গেল।

"কোন এক ব্যক্তি [illegible] আসন হইয়াছে) [illegible] করিয়াছেন "—[illegible] দিগের [illegible] [illegible]

[illegible]

মিদনীপুরে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের যথার্থ সহৃদ দব মাত্রতা বাজালা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় আন্তরিক যত্ন সহকারে সর্ব্ব প্রথমে এই মেদিনীপুরে আপন কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ দেন। বিবাহ দিয়া, সমাজচ্যুত হওয়াবধি, তিনি পরিবারের গঞ্জনা ও গ্রামস্থলোকের ভর্ৎসনা এবং জ্ঞাতি কুটুম্বের দাসত্ত্বাদি সহ্য করিয়া অতি কষ্টে নানাপ্রকার বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া প্রায় দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। হৃদয় বাবু অর্থলোভে অথবা অন্য প্রকার প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি কেবল দেশের উপকার সাধনোদ্দেশেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ এই রূপ মহৎ ব্যক্তিদের নিকটেই অধিক প্রত্যাশা করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। ইনি যখন এই মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন ইঁহার প্রধান আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় ইহার উত্তম পোষক হইয়াছিলেন। পরে কার্য্য শেষ হইলে, যখন বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল সেই অবসরেই শ্রীযুক্তকেদারবাবু ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিলেন। কেদার বাবু এক জন ভক্তিসুশিক্ষিত লোক। একণে ইনি, মক্রতা পেটীকোর্ট দেড় শত টাকা বেতনে হেড কেরাণীর পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি ইঁহাদের জাতির মধ্যে এক জন প্রধান লোক। এবং অনেকেই ইঁহার অনুগত। ইনি যে, কি অভিপ্রায়ে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইতি পূর্ব্বে কেদার বাবু ব্রাহ্মসমাজেও যাইতেন এবং সকলের নিকট ব্রাহ্ম বলিয়াও পরিচয় দিতেন কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অবধি, তিনি এখন প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আর ব্রাহ্মসমাজে বড় যান না। বরং মধ্যে মধ্যে গোড়াদের হরিসংকীর্ত্তনের দলেই অধিক উৎসব প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংকালে যে মেদিনীপুরের বিধবা বিবাহের সংবাদ আপনকার সোমপ্রকাশে প্রকাশ হয়, হয়, তৎকালে [illegible] বাবুর গুণ সবিশেষ না জানিয়াই তাঁহার প্রশংসা লিখিয়া আপনার সোমপ্রকাশকে অপবিত্র করা হইয়া ছিল। যাহাহউক, এক্ষণে বিধবাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়া, জ্ঞাতি, কুটুম্বাদি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া হৃদয় বাবুর যে কষ্ট হইতেছে সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির কিছু সাহায্য করা আবশ্যক। এক্ষণে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, জগদীশ্বর হৃদয় বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন এবং হৃদয় বাবু যে রূপ উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেইরূপ যেন শেষ পর্য্যন্তও রক্ষা হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১৮৬৭। ২রা ফেব্রুয়ারি
মেদিনীপুর। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ

প্রাপ্ত মূল্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল সেন [illegible]
[illegible]

„ „ [illegible]নাথ সাহা, [illegible]
১২৭৩ সাল [illegible] হইতে ১০ আষাঢ় পর্য্যন্ত [illegible]
„ „ দুর্গাচরণ গুপ্ত ডিপুটি ইন্সপেক্টর [illegible]
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ১০ বৈশাখ পর্য্যন্ত [illegible]
„ „ ঈশ্বরচন্দ্র রায় [illegible]
১২৭৩ মাঘ হইতে ১০ আষাঢ় পর্য্যন্ত ৩॥৹
„ „ মদনমোহন ভেওয়ারি বর্দ্ধমান
১২৭৩ মাঘ হইতে ১০ পৌষ পর্য্যন্ত ১৩,
„ „ চন্দ্রকান্ত সেন [illegible]
১২৭৩ পৌষ হইতে ১০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৫,
„ „ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible]
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ১০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৭,
„ „ রাধাধন কবিরাজ [illegible]
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ১০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৩।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং বাণ্মাসিক ৫॥ টাকা, ছয় মাসের ন্যূনে মূল্য লওয়া যায় না।

যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য স্ট্যাম্প টিকিট পাঠান তাঁহারা এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট না প্রেরণ করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া দেন।

পূর্ব্বপ্রদত্ত মূল্যের কাল অতীত হইলে মূল্য পাঠাইতে কেহ যেন অসঙ্গত বিলম্ব না করেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া যাইবে, সঙ্গতমত সময় প্রতীক্ষা করিয়া, প্রথমে সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া তাহার পর চিঠি লিখিয়া জানান হইবে, যদি তাহাতে কোন উত্তর অথবা মূল্য না পাওয়া যায় কাগজ বন্ধ হইবে। মূল্যের নিমিত্ত চিঠি বেয়ারিং পাঠান হইবে। কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে আমাদিগের নামে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহার যখন সোমপ্রকাশ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইবে চিঠি লিখিয়া না জানাইলে তাহা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা দ্বিতীয় বার ৵১০ আনা তৃতীয় বার ৴০ আনা দিতে হইবে। তাহার পর ১২৷০ টাকা কমিসন বাদ দেওয়া যাইবে।

মফস্বলের যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র ডাকমাসুল দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব আড়িয়াদহ [illegible] সো
[illegible] মুদ্রিত [illegible]
[illegible]

সোমপ্রকাশ

" সৰ্ব্বদৈব প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ম হীয়তাং। "

৫ ভাগ। ১৬ সংখ্যা। { সন ১২৬৯। ১৯এ ফাল্গুন। ইং ১৮৬৩। ২ মার্চ্চ। { মা-

সোমপ্রকাশের অবয়ব বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

অদ্য অবধি সোমপ্রকাশের আর এক ফরমা বৃদ্ধি হইল। অতঃ পর যাঁহারা ষাণ্মাসিক মূল্য দান করিবেন, তাঁহাদিগকে ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা দিতে হইবে, বার্ষিক অগ্রিম মূল্য (১০ টাকা) অপরিবর্ত্তিত রহিল। মফস্বলের গ্রাহকদিগকে স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে হইবে। বার্ষিক ডাক মাসুল ২।০ কিন্তু যাঁহারা মূল্য প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠি রেজেষ্টরী করিয়া দিবেন, তাঁহারা তাহার ব্যয় চারি আনা) বাদ পাইবেন। যাঁহারা স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে অসমর্থ হইবেন, জানাইবেন, আমাদিগের হৃৎপ্রত্যয় হইলে তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী বাটকেমারি মহম্মদপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লইবার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি কলিকাতায় জার্ডন স্কিনর কোম্পানির নিকটে আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

রামবাবু, হরু ঠাকুর, রাম নৃসিংহ, গৌর কবিরাজ, নিত্যানন্দ বৈরাগী কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের উত্তম উত্তম গানগুলি সংগৃহীত ও একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রিট ৭৬ নং বাটী।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং

বিজ্ঞাপন।

মৃত মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা গ্রন্থ কেহ ছাপাইতে পারিবেন না। কারণ তদীয় পিতৃব্য ৺ রামরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উক্ত পুস্তক তিনি দান করিয়াছেন। তৎসূত্রে আমরা তাঁহার পিতৃব্যের উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান আছি। আমরা ভিন্ন বাসবদত্তার দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকার অন্য কাহারও নাই। অতএব শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় শিথিল প্রযত্ন হউন এই আমাদিগের অনুরোধ।

শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়

১২৬৯। ৯ ফাল্গুন কুমিল্লা

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তর হানিগ বর্জর সাহেবের প্রসিদ্ধ ওলাউঠার ডিস্পেন্সরি এক্ষণে ধর্ম্মতলা বাজারের উত্তরে সাহাজাদার মসজিদের নিকট পশ্চিমে কসাইটোলা ষ্ট্রিটের ৩৬ নং বাটীতে স্থাপিত হইয়াছে। যাহার ঔষধ কিম্বা ওলাউঠা রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন হইবেক উক্ত বাটীতে আমার নিকট আইলে অথবা সংবাদ পাঠাইলে অবিলম্বে এবং অল্প মূল্যে ঔষধ চিকিৎসা ও তা-
...ের বহি পাইবেন ই।

কলিকাতা সংস্কৃ
...ণিক প্রভৃতি অধ্যাপ
তাঁহাদিগকে এবিষ
কেন? আমাদি এই বি
উপস্থিত হইয়াছে।
কিন্তু ইহার মীমাংসা
একটী বিবেচনীয় বি
হার এক পক্ষে যুক্তি,
তন সংস্কার, এ উভয়ে
যুক্তি কাহারো প্রতি
রুদ্ধ করিতে কহিতে
সংস্কার সকলকে প্র
তেছে না। [illegible]
বলা কার? আজি কা
রূপ একাধিপত্য রে
তেছে, তাহাকে প্রত্যা
পক্ষ ব্যক্ত হইবে,
লক্ষিত হইতেছে না।
হার পূর্ব্বে কালেজে
তাঁহার কার্য্যও যুক্তি
তেছে।

প্রথম যখন সংস্কৃ
হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণ

রবার ... ের উচিত বিবেচনা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

... ৩। পশ্চাৎ রবিবারের কালেজ হয়। যখন নিয়ম দ্বার উদ্ঘাটিত হই ... ার আংশিক রুদ্ধ ... নৃশংস ব্যবহার বিবেচনা কী। আব ... ের বেদপাঠ নিষেধ ... বলিয়া তৎপা ... । কিন্তু যখন সেই কায়স্থ প্রভৃতিকে ... জাতিকে লওয়া না ... । শূদ্রের পদ স্পর্শ ... স্থানাতিরেক করেন ... নীচে হউক, আর উভয় স্থলেই তুল্য ... বনা। যাহা হউক, ... প্রভৃতি ... একটী উদ ... হইয়াছে, ... মেণ্টের নিষ্কপ

...

... করা উত্তর পশ্চিমা ... র্ণর পদের যথেষ্ট ... সতেছিলেন। ইচ্ছা ... বকে, কেহ হারিঙ্ ... বা অন্যকে ঐ পদ ... ছলেন। আমরা নি ... বর্ষীয় প্রধান কৌন্সিল ... নিয়মিত সভ্য হারিঙ্ ... ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ... দেশে অনেক দিন ... বাবুর অনেক বিধ ... ছন; তাঁহার কার্য্যেও ... ছে। অতএব তাঁহাকে ... পদ দান করা গবর্ণমে

কন্যা বিক্রয় নিষেধক একটী আইন হওয়া উচিত।

এদেশের উন্নতির অন্তরায় গণনা করিতে গেলে বহুবিবাহ প্রধান পদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই কুৎসিত প্রথা নিবন্ধন এদেশের যে যে অপকার হইতেছে, অনেকে অনেক বার তাহার গণনা করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের নূতন বক্তব্য নাই। বিদ্রোহ ঘটনার পূর্ব্বে এই জঘন্য প্রথার উন্মূলনার্থ এক বার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হয় নাই। সম্প্রতি এদেশীয় এক জন প্রধান সমাজ সংস্কারক পুনরায় এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য এতৎসংক্রান্ত এক বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকেরা রাজসহায়তার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং সমাজ দোষ সংশোধন করিবেন, আজিও এরূপ আশার অবকাশ হয় নাই। রাজবিধি দ্বারা বলপূর্ব্বকই ইহাঁদিগকে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এ বিষয়টী অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধ নয়। অতএব ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণ প্রজার বিদ্বেষ ভাজন হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে কেবল যে আমাদিগের সমাজ একটী মহত্তর অপকর্ষ হইতে মুক্ত হইবে এরূপ নয়, অনেকসংখ্য হতভাগ্য রমণী অসহ্য যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন সন্দেহ নাই। সেই যন্ত্রণা এক বিধ ও একজাতীয় নহে। অনেকে এককালে স্বামি সৌভাগ্য ও সংসার সুখে বঞ্চিত হয়। অনেকে চিত্ত দৌর্ব্বল্য হেতু আপনাকে ও পিতৃ কুলকে চির কলঙ্কিত করে। সেই সেই হতভাগ্যাদিগের জন্য পিতামাতাকে অসংখ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অদ্য আমাদিগের এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য এই, এই সঙ্গে সঙ্গে কন্যা বিক্রয় নিষেধক একটী আইন করা আবশ্যক।

বহু বিবাহের ন্যায় কন্যা বিক্রয় বিষয়েও রাজ হস্তক্ষেপ অবৈধ হইতেছে না। সমাজের অনিষ্ট ও নিকর্ষকারিতা পক্ষে বহু বিবাহের ন্যায় ইহারও বিলক্ষণ সপক্ষতা আছে। ইহা কেবল হিন্দুশাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ নয়, এদেশীয় ভদ্রলোকদিগেরও নিতান্ত বিদ্বিষ্ট। যে বিষয়ে অধিকাংশ লোকের ও ধর্ম্মের বিদ্বেষ আছে, তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে বিরাগ ভাজন হইবার সম্ভাবনা কি? কন্যা বিক্রয়ের দোষ এক গুণ নহে। প্রথম, পিতামাতা কন্যাকে অর্থ লোভে গো মেষ মহিষের ন্যায় বিক্রয় করেন, কিন্তু সেই বিক্রয় যে কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়, পিতামাতার কন্যার উপরে প্রভুত্ব আছে যথার্থ বটে কিন্তু সেই প্রভুত্ব বলে এক স্বাধীন জীবকে স্বেচ্ছামত বিক্রয় করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। যাহারা কন্যা বিক্রয় করে, তাহাদিগের বরের রূপ গুণ ও অর্থ সম্পত্তির বিষয় বিবেচনা করা নাই, পরিণামে কন্যার কি দশা হইবে, তাহাও এক বার বিবেচনা করা হয় না, যে অধিক টাকা দিতে পারে সেই বিক্রেতার প্রিয় পাত্র হয়। একটী প্রসিদ্ধ কথাই আছে, কন্যা বিক্রয়কারির কন্যা জন্মিলে তাহার এক তালুক লাভ হইল, জ্ঞান হয়।

কন্যা বিক্রয়কারিরা সচরাচর যে সকল ব্যক্তির হস্তে কন্যা সমর্পণ করে, তাহার দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই ইহার অনর্থকারিতা পরিস্ফুট রূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বোধ কর এক ব্যক্তির ৫ বিঘা মাত্র ব্রহ্মোত্তর জুটিয়াছিল। সে তাহা বিক্রয় করি

য়া বিবাহ করিল। তাহার যত উপার্জ্জন ক্ষমতা, বিদ্যা ও বুদ্ধি, এক ভুমি বিক্রয় দ্বারাই সে সমুদায়ের পরিচয় হইল। তাহার নিজের উপার্জ্জন ক্ষমতা নাই; তাহার যে পৈতৃক সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ অ ন্নের সংস্থান ছিল, তাহাও গেল। এখন সে কি রূপে আপনার ও পরিবারের প্রতি পালন করে? কিরূপেই বা তাহার সন্তান সন্ততির লেখা পড়া হয়? উহারা যে পরিণা মে পরের গলগ্রহ হইয়া উঠিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ফলতঃ এইরূপে যে বি বাহ নির্ব্বাহ হয়, তজ্জাত সন্তানগণের প্রায় লেখা পড়া হয় না। তাহারা পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে কেবল পিতার নিঃস্বতা ও মূর্খতার অধিকারী হয়। এতন্মূলক নিবিড় মূর্খতা অনেক গৃহকে অধিকার করিয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে কন্যা বিক্রয় কেবল কন্যার সাংসারিক সুখের কণ্টক নয়, সমাজেরও একটী বিষম কণ্টক স্বরূ প হইয়া আছে। যে কন্যা বিক্রীত হয়, সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় তাহাকে অনন্ত দুরবস্থা ভোগ করিতে হয়, বোধ হয়, অনেকে স্বচক্ষে ইহা দর্শন করি য়াছেন। ২০৭

অপর, কন্যাবিক্রয় বার্ত্তাশাস্ত্রের এ কান্ত অননুমোদিত। বার্ত্তাশাস্ত্র সকল কে শ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে কহে, কিন্তু কন্যা বিক্রয়কারির তাদৃশ জী বিকা অর্জ্জনে প্রয়োজন হয় না। কন্যাই তাহাদিগের জীবিকা, কন্যাই তাহাদিগের সম্বল। যে কন্যা বিক্রয়ের এত দোষ, তন্নি বারণার্থ রাজ বিধির দারুণ হস্তাবলম্বন কি আবশ্যক নয়? উপসংহার স্থলে আমরা ব্যবস্থাপকগণকে এই মাত্র অনুরোধ করি তেছি, তাঁহাদিগের কন্যা বিক্রয়ের অন্যা ন্য দোষানুসন্ধানে প্রয়োজন নাই, তাঁহারা কেবল এই বিষয়টী বিবেচনা করুন, পি তামাতার লোভ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্ত কন্যার যাবজ্জীবন সাংসারিক সুখে বিসর্জ্জন হয় কেন? তাদৃশ কন্যাগণ আমাদিগের সমাজ সংস্কর্ত্তা ও ব্যবস্থাপ কগণের কি কৃপার পাত্র নহে? আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, বহু বিবাহ বি লের পরেই যেন কন্যাবিক্রয় বিল ব্যব স্থাপক সভায় প্রবেশিত হয়। ২০৭

ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃত পথ কি?

আজি কালি "ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ শাসন" ও "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন" এই দুটী মনোহর বাক্য অনুক্ষণ আমাদি- গের শ্রবণ গোচর হইতেছে। অনেকে ব্যা ধের মধুর সংগীত দ্বারা মৃগবশীকরণের ন্যায় এই দুই মনোহর বাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চা রণ দ্বারা লোককে মোহিত করিয়া স্বার্থ সাধন করিতেছেন। অধিক ক্ষোভের বিষয় এই, ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রকৃত পথের আবিষ্করণে অল্প লোককে উন্মুখ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধ- নের প্রকৃত পথ কি, তন্নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই- তে হইলে, অগ্রে ভারতবর্ষ শব্দের অভি- ধেয় নির্ণয় আবশ্যক। এস্থলে ভারতবর্ষ শব্দে ভারতবর্ষবাসী লোক বুঝাইতেছে। ভারতবর্ষে এক্ষণে অনেকবিধ লোকের বসতি হইয়াছে, সে সমুদায়ই ভারতবর্ষ শব্দের বাচ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন শ্রী- বৃদ্ধির অন্বেষণ করা হইতেছে, তখন তা- হাদিগের মধ্যে যাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধির অ- ল্পতা আছে, তাহারাই এস্থলে ঐ শব্দের মুখ্য অর্থ। এইরূপে মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে অত্রত্য হিন্দু ও মুসলমানেরাই নিঃসংশয় শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্য হয়, ইউরোপীয় ও আমে রিক প্রভৃতি লক্ষ্য হয় না। কারণ যে- যে-স্থ ব্যক্তিরা শ্রীবৃদ্ধি শোভিত হইয়া এ- দেশে আসিয়াছে, বিশেষতঃ এ দেশে তা- হাদিগের ভাগ অতি অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়। সেই অল্প সংখ্যা লোকের (৫০ বা ৬০ হা- জারের) নিমিত্ত অধিকসংখ্যা লোকের কার্য্যে বিশৃঙ্খলতার [illegible] সেই ১৮ কোটির শ্রীবৃদ্ধির [illegible] সেই ৫০ বা ৬০ হাজারের [illegible] করা হইতেছে।

পতিত ভূমি বিক্রয় হইবে [illegible] শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কথা উঠিল; [illegible] বিক্রয়ের নিয়মাবলি প্রকাশিত [illegible] সেই বিক্রয় কার্য্য দ্বারা বিলা[illegible] বা ইউরোপীয় কে অধিকতর [illegible] হইলেন। ভারতবর্ষে বাঙ্গাল [illegible] তুলার চাষ হইলে ভারতবর্ষের [illegible] হইবে, কথা উঠিল; তুলোৎপাদক [illegible] মি অর্পিত হইল, চাষ আবাদ [illegible] সম্বন্ধে রাস্তা ঘাট প্রভৃতির [illegible] হইতে লাগিল, তাহাতে অধিকতর [illegible] বান কে হইল? ভারতবর্ষীয়েরা [illegible] সম্বন্ধে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, কর্ম্মচারি দিগের বিধিবদ্ধ করিলেন; [illegible] সেই উদ্দেশে তাহাদিগের [illegible] এই ভাণ করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ চেষ্টা হইল, ষ্টেটসেক্রেটারি [illegible] ভিযোগী হইলেন, তৎকর্ণাধ [illegible] পদচ্যুত করিবার উদ্দেশে "[illegible] ভারতবর্ষশাসন" সুর উঠিল [illegible] চেষ্টা হইতে লাগিল, যদি [illegible] সফল হয়, কে তদ্দারা অধিক [illegible] বান্ হইবেন? ভারতবর্ষে [illegible] ভির সহিত [illegible] বিরোধ [illegible] স্থলে ছোট আদালত হইলে তা[illegible] শ্রীবৃদ্ধি হইবে, জল্পনা হইল; স্থানে ছোট আদালত প্রতিষ্ঠিতও হই[illegible] তদ্দ্বারা কে অধিকতর [illegible] সিবিল সর্বিসের পরীক্ষার [illegible] করিয়া ইংলণ্ডে তদনুরূপ রীতি হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হই[illegible] হইল; তৎপ্রথা তথায় প্রবর্ত্তিত তদ্দ্বারা কে সমধিক লাভবান্ এস্থলে অনেকে

. ইউরোপীয়েরা কি এদেশীয়দি-
উল্লিখিত বিষয়ের ফল ভোগ ক-
5 নিবার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন ? কেহ
দেশীয়দিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে তত্তৎ বি
রে ফল ভোগ নিষেধ করেন নাই যথার্থ
ই, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে নিষেধ করা
য়াছে ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের
পক্ষা অনেক বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করি
ছেন, াহাদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহা
দের ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাঁহাদিগের অনেক
বধা াছে; অতএব তাঁহাদিগের সহিত
দিগের প্রতিযোগিতা হইলে এদে
যে ফলভোগে বঞ্চিত হইবেন স
ভিন্ন কতকগুলি বিষয় কেবল
াপীয়দিগের সুবিধা উদ্দেশ করিয়াই
হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা এদেশের আনু
যে যৎকিঞ্চিৎ উপকার লাভ হয়,
।

যে বিষয় দ্বারা এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি
বনা আছে, তত্তদ্বিষয়ে দেশী
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত করা,
সেই বিষয়ে ইঁহাদিগকে শিক্ষা
হ দেওয়াই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সা
প্রকৃত পথ। এদেশে রেলওয়ে হই
কন্তু এদেশীয়েরা আরোহণাদিরূপ
সামান্য ফল বিনা মুখ্য ফল ভোগে
ধারী হইতে পারেন নাই; রেলওয়ে
দেশে হয় নাই, ইঁহারা কল প্রভৃতির
ও চালনাদি বিষয়ে তখন যেমন অন
ছিলেন, এখনও সেইরূপ রহিয়া
১১। ১২ বৎসর হইল, এদেশে
র হইয়াছে, এপর্য্যন্ত এদেশের
লোকে কয় খান কল প্রস্তুত করি
এদেশের কয় জন লোকে শকট
াছেন? এদেশের কয় জন লোকে
জ শিখিয়াছেন? একে ত এদে
সহজে আলস্য শয্যা পরিত্যা
শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে
া, তাহাতে আবার কাহার উৎ

সাহ দেওয়া নাই, প্রত্যুত অনুৎসাহ দেও আছে। এদেশীয়েরা তত্তৎকার্য্যে সমর্থ হইবেন না বলিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার বুদ্ধি আছে, তাহাকে শিখাইলে শিখিতে পারে না, এ কিরূপ কথা? শিক্ষা ও কাজ না করিলে কি কখন কাহার বুদ্ধি মার্জ্জনা, শরীর পাটব, সাহস ও বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়? রেল গাড়ির কল ও তদুপকরণ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়, আর এখানে প্রস্তুত হইতে পারে না, ইহা বুঝিয়া লওয়া সহজ নহে। চেষ্টার অসাধ্য কোন্ কর্ম্ম আছে? এদেশে চেষ্টা নাই বলিয়া সমুদায় বিষয়েরই অসঙ্গতি। বাজালিরা যে যে কারিক্রিয়া করিতে পারেন, সাঁওতালেরা কি তাহা করিতে সমর্থ? তাহাদিগের সে অসামর্থ্যের কারণ কি? তাহাদিগের শিক্ষা ও চেষ্টা নাই। এদেশে তুলা জন্মিতেছে, কিন্তু সে তুলা ইংলণ্ডে গিয়া সূত্র ও বস্ত্র হইয়া আসিতেছে, গতায়াতের জাহাজ ভাড়া লাগিতেছে; এদেশীয়েরা কেবল মজুরী করিয়া তাহার উৎপাদন করিতেছেন মাত্র, সেই তুলার প্রকৃত ফলভোগী হইতে পারিতেছেন না। এদেশে তুলা জন্মিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেল, তাহাতে এদেশের কি শ্রীবৃদ্ধি হইল? এদেশীয়দিগের মজুরী লাভ, ইহাই কি স্বাধীন শ্রীবৃদ্ধি? এদেশীয়েরা কি তুলা পরিষ্কার করিবার ও বস্ত্র প্রস্তুত করিবার কল করিতে শিক্ষা করিয়াছেন? ইঁহারা কি সেই কল দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন? এদেশে সেই কল প্রস্তুত করিলে এবং ইঁহাদিগকে সেই কল প্রস্তুত করিতে শিখাইলে কি এদেশের মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইত না?

আমরা উপরে উদাহরণস্বরূপ কেবল কয়েকটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম, এদেশীয়দিগকে কাজে প্রবর্ত্তিত করিবার শিক্ষা দিবার অনেক বিষয় আছে, ইঁহারা যাবৎ সেই গুলি স্বয়ং ও স্বহস্তে সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইবেন, তাবৎ এ দেশের সমৃদ্ধ শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্টের যে তত্তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান ও উৎসাহ দানের ভার, সেকথা বলা বাহুল্য। পিতাই পুত্রদিগের শিক্ষাদান ভার গ্রহণ করেন। যে পিতা স্বয়ং পণ্ডিত হন, তিনি কখন পুত্রকে অজ্ঞান, জড় ও দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া নির্বৃত্ত হইতে পারেন না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি অজ্ঞ হইতেন, আর এদেশীয়েরা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেন, আমরা তাঁহাদিগকে উত্তেজনা করিতাম না। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এ দেশের শিক্ষা, রক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই ভারগ্রহণ করিয়াছেন। এখন সেই গৃহীত ভারোচিত কার্য্য না করিলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যের অননুষ্ঠান জন্য প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে।

এম, এ, উপাধিধারিরা প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন কি না?

সম্প্রতি সর বার্ণেস পিকক এই প্রশ্নটী উত্থাপিত করিয়াছেন, যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এল, এবং এল, এল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ওকালতি করিতে আসিতেছেন তাহাদিগের উভয় শ্রেণীকে একবিধ স্বত্ব ও ক্ষমতা দিয়া প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতী করিতে দেওয়া উচিত কি না? এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া অনেক বি, এল, সমব্যবসায়ী এল, এল, উপাধিধারিদিগের বিরুদ্ধে চিৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন তাঁহারা প্রথমে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আইনের পরীক্ষা দিয়া বি, এল, উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু এল, এলেরা কেবল এল, এ, পরীক্ষা দিয়া ব্যবস্থা অধ্যয়ন করেন। পরীক্ষার নম্বরও সমান নহে। বি, এলদিগের প্রতি বিষয়ে সমুদায়ের অর্দ্ধেক নম্বর লইতে হয়, পক্ষান্তরে এল, এলেরা তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইলেই প্রশংসা পত্র পাইয়া থাকে

ন। এদিকে এক বৈলক্ষণ্য কিন্তু ফলাংশে বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব সেই ফলাংশে বৈলক্ষণ্য হওয়া উচিত।

এই সকল ব্যক্তির স্বার্থপরতা আমাদিগের চিত্ত বিরাগ উৎপাদন করিয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিকে অসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। পরীক্ষা অংশে যখন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, তখন ফলাংশে বৈলক্ষণ্য হওয়াও উচিত সন্দেহ কি? পুরস্কার গত ইতর বিশেষ না থাকিলে লোকে সচরাচর অধিকতর শ্রম স্বীকারে উন্মুখ হইবে কেন? ফলতঃ বি, এল ও এল,এল, উভয়ের স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকা অসঙ্গত নয়। কিন্তু এলএলদিগের প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতী করিবার পথ রোধের যে চেষ্টা হইতেছে, আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। এল, এলেরা যদি প্রধানতম অদালতে নিয়মানুরূপ স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা কি রূপে ন্যায়ানুগত হইতে পারে? বি, এলদিগের সম্মানমার্থ শ্রেণী ভেদ করিলেই হইতে পারে।

এস্থানে আমরা এল, এলদিগকে একটা পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা তাহার অনুসরণ করুন। তাঁহারা মফস্বল আদালতে উন, তথায় তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা লাভ কারে বিলক্ষণ অর্থ লাভ হইবে সন্দেহ াই। তথায় অজ্ঞ অথবা অল্পজ্ঞ উকীলগণেরই একাধিপত্য। এল এলেরা তায় উপস্থিত হইলে (অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ উকীলেরা) নিঃসংশয় আপনাদিগের রাজত্বকে স্থির পদ রাখিতে পারিবেন না, সুরাজ লাভে প্রজাগণের ন্যায় মফস্বলেরা বিদ্রোহী হইবে সন্দেহ নাই। মফস্বল আদালত সকলেরও কিঞ্চিৎ আলোক লাভ হইবে।

পতিত ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত আইন।

১৪ ই ফাল্গুনের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় হারিংটন সাহেব পতিত ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। উহা অবিলম্বে বিধিবদ্ধও হইয়াছে। পতিত ভূমি বিক্রীত হইয়া বনপূর্ণ ভূমি পরিষ্কৃত ও তথায় নানাবিধ শস্য ও চা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, গবর্ণমেণ্টের এই নিতান্ত অভিলাষ। তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রণালীর দোষে গবর্ণমেণ্টের সেই উৎকৃষ্ট মনোরথ সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। লোকে তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছেন না। পাঠকগণ কি মনে করিতেছেন, আমরা এই কথা বলিতেছি যে এদেশের অধিকাংশ ভূমি বন পূর্ণ থাকুক? না, আমাদিগের সে ইচ্ছা নয়। আমরাই সমুদয় ভূমি লইব, অন্য জাতিকে বিশেষতঃ ইউরোপীয়দিগকে এ দেশে কৃষি কার্য্য করিতে দিব না ইহাও আমরা এক দিনের জন্য মনে করি না। ইউরোপীয়েরা আসুন, কৃষকদিগকে উৎকৃষ্টরূপে কৃষি কার্য্য প্রভৃতির শিক্ষা প্রদান করুন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধে হউক দেশের ধন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করুন এ ইচ্ছা কোন্ ভারতবর্ষীয়ের না হইবে? এস্থলে আমাদিগের কেবল বক্তব্য এই, এদেশীয়দিগের উপরে তজ্জন্য অত্যাচার না হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট নিজে অবিচার না করেন। ২০৯

হারিংটন সাহেবের বিলের মর্ম্ম এই, পতিত ভূমির উপর কাহার স্বত্ব থাকিলে তিনি তাহা বিক্রীত হইবার অনতিপূর্ব্বে জেলার কালেক্টরের নিকটে জানাইবেন। কালেক্টর সে বিষয়ের শীঘ্র (সমারি) বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। অর্থী যদি তাহাতে অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন। ঐ বিচারার [illegible] তি সেই আপীলের [illegible] দিগের আজ্ঞাই [illegible] হারা যদি কোন বিচার [illegible] বোধ করেন, প্রধান [illegible] দালতের মত গ্রহণ [illegible] এই [illegible] ক্রয় হইলে যদি কেহ [illegible] করেন, আর তাঁহার [illegible] সিদ্ধ ও তাঁহার [illegible] হয়, তথাপি তিনি [illegible] হইবেন না; গবর্ণমেণ্ট [illegible] তাহার মূল্য প্রদান [illegible]

যে যে কারণে সর [illegible] কানিস্তের পতিত ভূমি [illegible] পরিবর্ত্ত করেন, তন্মধ্যে [illegible] একটা প্রধান। উক্ত [illegible] অন্য অন্য সম্পত্তির ন্যায় [illegible] স্বত্বও আমাদি আইনে [illegible] কর্ত্তব্য। হারিংটন সাহে [illegible] দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বলেন, [illegible] ব্যক্তি টাকা দিয়া ভূমি [illegible] ঐ কার্য্যাতে মূলধন বিনিয়োগ [illegible] বতী করিয়া তুলিলেন, [illegible] তাহা হইতে বঞ্চিত হন, [illegible] র অতিশয় কষ্টের হইবে [illegible] যাহার যে সম্পত্তির [illegible] স্বত্ব আছে, সে তাহা [illegible] করিলেও যদি তাহাতে তাহার অধি না দেওয়া হয়, সেটী কি তাহার অধি কষ্টের হইবে না? তাহা কি যুক্তি [illegible] ব্যবহার নয়? সর্ব্বদেশে চি[illegible] এই নিয়ম হইয়া আসিতেছে, আদৌ যাহার স্বত্ব প্রমাণ হইবে, সে বস্তু তাঁকে অবশ্যই দিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কিছু লওয়া আর না লওয়া তাঁহার ইচ্ছা কোন দেশের কোন ব্যবস্থাপক সহ[illegible] অনাগমোপভোগের প্রমাণ্য [illegible] রেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছামত এতৎপরিবর্ত্তে

র্জনরে ভিন জন। কথানুরো থাকুক, ষু থ্যবলম্বন করিবেন ৷ তাহাও অবলম্বন রীতি হইবে। ...কলিকাতার মধ্যের মীমাংসা ...হইয়া যুক্তিও ...সির অথবা সকল লোকে ...প্রহণ করিবেন। ...কের আপত্তি ...এক ৮ হাঁ ...আপত্তি ...করিলা বাও ...আদীশ করি ...বাঁধ করিল, তখন ...বেকা ...যদি তোমার তা ...বেন। ... কিন্তু আমি তোমা ...উচ। আমার সে কথা সংক্রান্ত ...জদারী আদালত আ ...বর্ণকারী বলিয়া চো রী বলিয়াছি ত? দেওয়ানী আদা ...য় করিবেন ত? তাহা র ...গবর্ণমেন্ট কি যুক্তিতে ব ...ক্রয় করিতে বোধ কর ... প্রবৃত্ত ক্রয় করিলে সাধারণ লোকের করিয়া তাহা গবর্ণমেন্টের পক্ষে ...হারপর যদি এস্থলে ইহাও বিবেচ তাহা হইলে যথার্থ অধিকারির এমা । সত্য কথা; ক্রেতার অসন্তোষ ভয়ে র চিরকালের লইয়া স্বাধীনতা. ...সহজ, অথবা যিনি অ আগমে পরের ভূমি ক্রয় করিয়া মূলধন বিনিযোগ ও পরিশ্রম ...তাঁহার সেই বিনিয়োজিত ...পরিশ্রমের পুরস্কার লইয়া ...সহজ? ক্রেতা যদি এ অসু সহ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে ...ই স্বত্ববিক্রয় করিবার পূর্ব্বে বিশে ...না কর্ত্তব্য এতাবিত ভূমির ...আছেন কি না? তাঁহার ...হইলে কি যথার্থ অধিকারী ...করিবেন? যাহার ক্রয়, ...ই ক্ষতি হয়, ইহাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু যাহার ক্রম, তাহার লাভ, অন্যের ক্ষতি একথা আমরা এই নূতন শুনিলাম।

এই বিলের প্রতি আমাদিগের আর এক বিশেষ আপত্তি আছে, অদ্যাপিও আমাদিগের বিচারালয়ের অবস্থা উত্তম হয় নাই। মাজিস্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতিও অনেক সময়ে পক্ষপাত প্রাদুর্ভাব ও জাতি বৈর প্রেরিত হইয়া কার্য্য করেন আমাদিগের ত কথাই নাই। টাকা ব্যয় করিলে এক ব্যক্তি অনায়াসে একজনের নামে ডিক্রী লইতে পারেন, অথচ প্রত্যর্থী ডিক্রীজারির পূর্ব্বে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন না। এরূপ স্থলে গোপনে লোকের সম্পত্তি বিক্রয় হওয়া অসম্ভাবিত নয়। বিশেষতঃ দরিদ্র, বিদেশবাসী, স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদিগকে নিঃসংশয় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। অপর, স্বত্বাপত্ত্বের মোকদ্দমার বিচার ভার কালেক্টরদিগের হস্তে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এতাদৃশ মোকদ্দমা দেওয়ানি আদালতেরই অধিকার। দেওয়ানী আদালত ব্যতিরেকে অন্যত্র এবম্বিধ মোকদ্দমার যথার্থ ও সূক্ষ্ম বিচার হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এক্ষণে অতিশয় অন্যায় করিতে চলিলেন। কণ্টাক্ট বিল রহিত হইবার পর অবধি তাঁহারা নানা কৌশলে ইউরোপীয়দিগের সহায়তা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদর্থ তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি অবিচার করিতেও ভীত ও সঙ্কুচিত নহেন। তাহার এই পক্ষপাত প্রভাবে মোহিত হইয়াই বারম্বার ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন। যাহা হউক তাঁহারা কি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট কি তাঁহাদিগের কৃত এই পক্ষপাত দূষিত ব্যবস্থার অনুমোদন করি... কণ্ট্রাক্ট বিলের ন্যায় কি ইহার দুর্দ্দশা হইবে না? দেখা যাউক, সর চার্লস উড কি করেন।

কলিকাতা ওয়ার্ড।

সমাচার পত্রে দৃষ্ট হইল, কলিকাতা ওয়ার্ডস্থ অপ্রাপ্ত ব্যবহার রাজকুমারদিগের তত্ত্বাবধান জন্য ৫ জন অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে রমানাথ ঠাকুর ও হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এদেশীয়, আর ৩ জন ইউরোপীয়। আমরা অনেক দিন অবধি ওয়ার্ডের দুর্নাম শ্রবণ করিতেছি, অনেক অর্থ ও জজ কালেক্টর প্রভৃতি এই স্থানে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছু হইয়াছেন। তাঁহাদিগের অনিচ্ছা নিষ্কারণ নহে। যাহা হউক গবর্ণমেন্ট যে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতেছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তত্ত্বাবধায়কেরা বালকদিগের চরিত্র শিক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদিগের চরিত্রগত গুণ দোষের উপর অনেক এদেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। এখন ত এই রূপ একটী জনরব উঠিয়াছে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজকুমারেরা ওয়ার্ডে কেবল আবকারির শ্রীবৃদ্ধি শিক্ষা করিতে আইসেন। আমাদিগের দেশের জমীদার ও রাজকুমারেরা যদি অপদার্থ ও অবিমৃশ্যকারির ন্যায় ইন্দ্রিয় সেবা ও আলস্যের হস্তে মন সমর্পণ না করিয়া কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র হইয়া স্বদেশের প্রতি স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন; শ্রীবৃদ্ধি কি প্রাভাতিক অরুণকিরণাবলী সৌধরাজির ন্যায় ভারতবর্ষের প্রতি গৃহের আরশোভা সম্পাদন করিতে কি দীর্ঘকাল উদাসীন থাকিত?

বাঙ্গালিদিগের অধিকতর দৃঢ়কায় হইবার উপায় কি?

বীর্য্যহীনতা আলস্যের এক প্রধান কারণ।

বীর্য্যবান্ [illegible] [illegible] উদ্যমশালী, [illegible] [illegible] পারে না ? কি ইউরোপ, কি আসিয়া, কি আমেরিকা, পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে শ্রমশীল জাতি নয়নগোচর হয়, সেই জাতিই সৌভাগ্যরূপ [illegible] হয়। যে স্থানে সৌর্য্যহীন জাতির বাস, তথায় আলস্য ও বিরুদ্ধমত্যাদির অসুখকর অবয়বকৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। ইংরাজ ও বঙ্গদেশবাসিদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে পাঠকগণ আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বোধে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ইংরাজদিগের সৌর্য্য জগদ্বিখ্যাত, এবং তাঁহাদিগের শ্রমানুরাগ বিস্ময়াবহ (১) বাঙ্গালিদিগের বীর্য্যহীনতা ও তন্মূলক আলস্যপরতাই বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। আমাদিগের এ কলঙ্কের কি দূরীভূত হইবার উপায় নাই ? আছে। পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, নিয়মিতরূপে ব্যায়াম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, কার্য্যে সতত অভিনিবেশ এবং উন্নত বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া তৎসাধন চেষ্টা, এইগুলিই সেই উপায়। যাঁহারা শীত প্রধান প্রদেশে বাস করেন, তাঁহাদিগের প্রায় স্বভাবতঃ এই গুলি হইয়া থাকে, আমাদিগকে চেষ্টা পাইয়া এই গুলি করিতে হইবে।

এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তিনি বলেন, তথায় অবস্থিতি কালে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে পারিতেন, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রম করিতে পারিতেছেন না। আর এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতার অপেক্ষা তথায় ইংরাজেরা দ্বিগুণ, ও ত্রিগুণ অধিক পরিশ্রম করিতে পারেন। কলিকাতার অপেক্ষা লণ্ডনে বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অধিকতর শ্রমশক্তি জন্মিবার কারণ কি ? পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন ও নিয়মিত ব্যায়ামাদির অনুষ্ঠান বিষয়ে বরং শিথিলতাই তাহার কারণ। ইংরাজ, ফরাসী রুসিয়, পাঠান, শিখ, প্রভৃতি জাতিরা কি কারণে এতাদৃশ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হয় ? তাহারা শীত প্রধান স্থানে বাস করে, ইহাই কি এক মাত্র কারণ ? উল্লিখিত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন ও ব্যায়ামাদির কি কারণতা নাই ? শীত প্রধান প্রদেশবাসিরা যদি বাঙ্গালিদিগের ন্যায় অনায় ও অল্প পরিমিত দ্রব্য ভোজন ও নিশ্চিন্ত ও নিরীহ হইয়া কাল হরণ করে, তাহারা কি ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া যায় না ? তাহাদিগের বংশে কি আর তাহাদিগের ন্যায় সবল ও দৃঢ়কায় লোক জন্মে ? তাহাদিগের বংশ্যলোকদিগকে কি ক্রমে আর তজ্জাতীয় বলিয়া বোধ হইবে। শীত প্রদেশের লোকেরা আহারাদির ব্যতিক্রম করিলে যদি তাহাদিগের বলবীর্য্য সাহস ও অধ্যবসায়ের ব্যতিক্রম ঘটে; তবে বঙ্গদেশ বাসিরা আহার ও ব্যায়ামাদির উৎকর্ষ সাধন করিলে, ঐ সকল বিষয়ে উৎকর্ষ সাধিত না হইবে কেন ? আমরা বলকর উপায় অবলম্বনেরই প্রস্তাব করিতেছি, স্বাস্থ্যকর উপায়াবলম্বনের প্রসঙ্গ করিতেছি না। পরিষ্কৃত স্থানে বাস করিলে ও নিয়মিতরূপে আহার, পান ও পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ হয় বটে, কিন্তু বলিষ্ঠ হয় না। এক ব্যক্তি কলিকাতায় সন্নিকর্ষে কোন উদ্যানে বাস করিয়া নিয়মিতরূপে আহার পান ও পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি পুষ্টিকর ও অধিক পরিমিত দ্রব্য ভোজন ও ব্যায়ামাদি না করেন, তাঁহার শরীর কখন বলিষ্ঠ হইবে না। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি লণ্ডন বা মিরটের কোন মনোরম স্থানে গিয়া বাস করেন, তাঁহার শরীর যে কেবল সুস্থ হইবে এরূপ নহে, বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি লণ্ডন বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, পশ্চাৎ চর তাঁহাদিগের শরীর সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা এই উভয় গুণে সুষিত দৃষ্ট হয়। এবম্বিধ বৈলক্ষণ্য কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে উদ্ভিজ, [illegible] [illegible] [illegible] হুখার সমধিক [illegible] অধিক পরিমিত দ্রব্য [illegible] হইয়া উঠে। অধিক [illegible] পরিপাক করিতে [illegible] ন হয়. তাহার [illegible] বল সঞ্চার পদার্থ [illegible] বলিষ্ঠ হইলেই [illegible] নাই, কিন্তু উভয়ের [illegible] একের সহায়তা [illegible] হয় না। [illegible] কার হইবার [illegible] সেও কোন [illegible] রূপে [illegible] (২) [illegible] রক্ষা করিতে সমর্থ হয় [illegible]

আমরা [illegible] [illegible] কার অস্বাস্থ্যকর [illegible] যে ব্যক্তি সুবলকায়, [illegible] সুদৃঢ় ও মেদের [illegible] ব্যক্তিই উক্ত প্রকারে [illegible] রাও দুর্ব্বল শরীরী [illegible] অধিক কাল থাকিতে পারে।

উপরে যে রূপ [illegible] স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে [illegible] আহার পানাদি নিয়ম [illegible] সেই মনুষ্য কৃত [illegible] বিধানবিৎপণ্ডিত [illegible] পুষ্টিকর [illegible] ও ব্যায়ামাদি রূপ [illegible] শরীর বলিষ্ঠ ও দৃঢ় [illegible] কার করিতে পারেন না। [illegible] সেই পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন ও ব্যায়ামাদি বৃত্তি স্বভাবতই [illegible], আর কোন তাহা রত্ন পাইয়া করিয়া লইতে হয়। [illegible], রুসিয়া আফগান, প্রভৃতি শীতল [illegible] বাসিরা পুষ্টিকর আহার ও কোন না কোন প্রকার ব্যায়ামাদি রূপ শ্রমকর কার্য্যে [illegible] হয় কিন্তু তাহারা শারীরিক নিয়ম সংক্রান্ত-

(১) এতন্নগরস্থ দুই সুশিক্ষিত ব্যক্তি লণ্ডনে উপনীত হইয়া ইংরাজদিগের শ্রমানুরাগ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বৃথা গল্পাদিতে কাল হরণ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। প্রতি নিয়ত তাহারা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে তাহাদিগের মত শ্রমশালী, বোধ হয়, আর কোন জাতি পৃথিবীতে নাই।

(২) এতদ্দেশীয় মোট বাহক, দাঁড়, বাহকাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করিলে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে।

ম্বাদে তাঁহার [illegible] ক্স, সেই পরম পিতাকে কখন [illegible] তাঁহার আশ্রয়ে অমৃত [illegible] করিয়া [illegible] (প-রমেশ্বর [illegible] তিনিই তোমার জীবন, সেই প-রম বন্ধুকে কখন হৃদয় হইতে অন্তর করিও না! হে বঙ্গবাসিনি! তুমি এই পুস্তকে আমার বক্ষে সমর্পণ করিয়াছ; ইহার যথার্থ মঙ্গলের প্রতি যেন সর্ব্বদাই তোমার দৃষ্টি থাকে, তুমি ইহার কোমল হৃদয়ে বিরাজ কর।

৪। আরিয়াটোলার গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বঙ্গ বিদ্যালয়ের তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা বিবরণ। এই বিদ্যালয় ১৮৫৯ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

আগত।

২৮এ মাঘ সোমবার।

জেলা নদীয়া।

অদ্য রাণাঘাট হইতে কুষ্টিয়াতে আসিবার সময় ১ মধ্যো, ২ কৃষ্ণগঞ্জ, ৩ রামনগর, ৪ চুয়াডাঙ্গা, ৫ আলমডাঙ্গা হইয়া কুষ্টিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহার মধ্যে যে কএকটী গোলা আছে, তন্মধ্যে একটী গোলা অতিবৃহৎ। কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে অনেক অকৃষ্ট পতিত ভূমি আছে। শুনিলাম নীলকর মহাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যই ভূমি পতিত হইবার প্রধান কারণ। কৃষ্ণগঞ্জ হইতে আলমডাঙ্গা পর্য্যন্ত খেজুর, ধান্য, যব, ও নানা প্রকার কলাই সরিষা লঙ্কা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এবং স্থানে স্থানে ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মধ্যে দুই একটী নীলকুঠীও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রজারা নীল বুনন না করাতে উহার অনেক গুলি অদ্যাপি পতিত রহিয়াছে।

কুষ্টিয়া।

এই কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত কলিকাতা হইতে এস্থান ৫৫ ক্রোশ। এই নর উত্তরে গড়ুই নদী। ঐ নদী আম-[illegible] বিল হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে। সুতরাং ইহাকে কেহ কেহ পদ্মাও করিয়া থাকে। একণে এই স্থান পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিতেছে। যদিও পদ্মা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত বক্রভাব ধারণ করিয়াছে। উহার উত্তরে কুষ্টিয়া নামক একখানি গ্রাম আছে। ঐ স্থানে একটী থানা ছিল। থানা দক্ষিণ পারে আসাতে এক্ষণে এই স্থানকেই প্রায় সকলে কুষ্টিয়া এবং সামান্য লোকে ছোট কলিকাতা কহে। ইহাতে বোধ হয় এই স্থান সময় ক্রমে ছোট কলিকাতা নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারিবে। এস্থানের উত্তর ও পশ্চিম সীমা গড়ুই নদী (এই নদী এখানে অতি অপ্রশস্ত, ইহার পশ্চিমে কমলাপুর গ্রাম) দক্ষিণ মহজমপুর। পূর্ব্বে বাহাদুরখালি গ্রাম। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে এই স্থান পাবনা জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে নদীয়ার সামিল হইয়াছে। পদ্মা অতি ভয়ানক নদী। ইহার গর্ভে অনেক স্থান প্রবিষ্ট হইয়া অনেকের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখন এই নদীতে স্থানে স্থানে জল অতি অল্প। ইষ্টেসন হইতে ঈশান কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন বালুকাময় মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে এবং ঐ সকল চড়ার মধ্যে মধ্যে কৃষকেরা ধান্য রোপণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে কাটিতে উপক্রম করিবেক। উক্ত চড়া বর্ষাকালে প্লাবিত হইয়া সাগরের ন্যায় আকার ধারণ করিবেক। ২২৩

কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তি গ্রাম।

ইষ্টেসনের উত্তর পুরাতন কুষ্টিয়া, জুকদেবপুর, গোপীনাথপুর ও শিয়ালদহ। এই সকল গ্রামে কামার কুমার চাষাধোপা শুঁড়ি কৈবর্ত্ত প্রভৃতিই অধিকাংশ। ইহার মধ্যে কুষ্টিয়াতে ৩। ৪ ঘর ব্রাহ্মণ আছে। পশ্চিমে গড়ুই নদীর উত্তর তীরে মজমপুর হরেকৃষ্ণপুর কড়াজিনগর সাকটে ও উজিরবাড়ি। এই সকল গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ তেলি ও শুঁড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার জাতি বাস করে। তন্মধ্যে উজিরবাড়িতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। দক্ষিণে চোড়হাঁস ও থানাডী। এই দুই গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও তেলি প্রভৃতি সকলই কিছু কিছু আছে। তাহার মধ্যে কায়স্থের ভাগ অ-

দিক। পূর্ব্বে [illegible] এই দুই গ্রাম [illegible] গোয়ালাদি [illegible] মধ্যে মধ্যে মুসলমান

মজমুয়া কুষ্টিয়া [illegible] এক ক্রোশ [illegible] বাজার বস [illegible] ৬.... টাকার হইবে লোকদিগের অবস্থা-র স্বভাব অতি রুক্ষ। থানকার লোকদিগের কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষদিগের বিষয়ে তত বাহুল্য বিবেচনার সহিত ব থাকে। ২,১৬

এগ্রামকার ভূমি নীল, তিসী, সর্ষপ, প্রভৃতি নানাবিধ শস্য রিবেন ও গুবাক ব [illegible] বাবু বিস্তার আ- যোগাকর্ষণ শক্তি অল্প হইতে পারে না। পুষ্ক-রিণী পাওয়া যায়, বি-পারে না, নদীর মধ্যে সুতরাং সকলেরি নদী হয়। এই সকল গ্রা বাবু রামরত্ন রায়ের, ২ লকর কেনি সাহেবের নীলকর কেনি সাহেবে সুখ সচ্ছন্দে প্রজারা তাহা বর্ণন করা বাহুল্য সাহেবের অনর্থের ভূমি এই নীল প্রদেশের জমি অবলোকন করিলে মা অন্তঃকরণে ক্ষোভ ও তাহার সন্দেহ নাই। সাহেব প্রজাদিগের উপ-[illegible] করিতে ত্রুটি করিতে ছোট আদালতের জজ নীলকরদিগের প্রতি পু-ছিলেন, বোধ করি তাঁহার হইয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব

দিকে চাহিতেছেন।
লোক বলেন, এখানে
াল হয়। এখানকার
।। তিনিও মাজেষ্ট্রি
াকেন। যাহা
হিত প্রজাদিগের
ৎ. প্রজাদিগের
ন, তাহা কি বুঝিয়
কোন লোকের ভূমি
বাদা ও বিদ্যালয়
অপেক্ষা আদরে ব-
মূল বাসা করা ভাল।
। বিশেষতঃ প্রামাণিক
।এ জজ সাহেব নীল
তি করিতেছেন, যদি
াছে সন্দেহ নাই।
সও মাজিষ্ট্রেট ও ডে-
ুরি এবং থানা ডাকঘর
লা বিদ্যালয় আছে।
ই এখানকার লোক
ছটি কলিকাতা কহে।
ত ভাল নহে। দেশীয়
আছে কিন্তু অর্থ স
লায় ডিঃ মাজিষ্ট্রেটের
হ। ইন্স্পেক্টরের এ-
ন থাকা উচিত।

ংবাদ।

। সোমবার।

। অযোধ্যার তালুকদা
ন্দন পত্র প্রকাশ করি
পুরে লার্ড এলগিনের
অযোধ্যার সভার কথা
জনরল সন্তোষ প্রকাশ
কে বলিলেন আপনারা
ৎকর্ম সাধন করিয়াছেন,
কন্যাকে বধ করিবার
। বিশেষ সৎকার্য্য করি-
এজাবিল বাবু দক্ষিণা
বলিলেন তাঁহার চেষ্টায়
উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে
র জেনরল। অতিশয়
সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল কলিকাতা-
য় প্রত্যাগমন করিবার সময়ে লক্ষ্নৌ দর্শন
করিয়া আসিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের এক জন পত্র প্রেরক রাম
পুরনিবাসী বণিকদিগের অসঙ্গত লাভ করি-
বার চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কলিকাতা-
য় যে সকল দ্রব্য ২০০ টাকায় পাওয়া যায় তা-
হা তথায় ১৪০০ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে।
তত্রত্য রাজারা এই সকল ধূর্ত্তদিগের দ্বারা
প্রতারিত হন। এতদ্দেশীয় রাজারা বিবেচনা
করেন, উচ্চমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করা মহত্ত্বের কার্য্য।

দিল্লীগেজেট বলেন, পঞ্জাবের রেইল ও-
য়েকর্ম্মচারিরা অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ
করিয়াছেন। ইহাঁরা সকল স্থানেই সমান মূর্ত্তি
ধারণ করিয়া থাকেন।

মফস্সলাইট বেগার ধরিবার প্রতিবাদ করি-
য়াছেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সেনাগণকে স্থানা
ন্তরিত করিবার সময়ে মুটিয়া ও গরুর গাড়ির
গাড়োয়ানদিগকে অতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে
হয়, অথচ তাহারা উচিত ভাড়া পায় না।
এই জন্য প্রথাটী ক্রমশঃ অসহ্য হইতেছে।
বেগার নিবারণের জন্য যে বিল অর্পণ করা
হয় তাহার কি হইল?

পুনা অবজারবর বলেন যে সূত্রধরকে
স্মোট আদালতের জজ কারারুদ্ধ করিয়াছি-
লেন সে আপীল করিয়া মুক্ত হইয়াছে। পুনা
র সেসিয়ন জজ বারণ লার্পেন্ট কারারুদ্ধ অ
ত্যাচারের বিষয় প্রধানতম বিচারালয়কে অ-
বগত করিয়াছেন। ইনি না ঐ অঞ্চলের এক
জন উপযুক্ত বিচারপতি?

আলাহাবাদ গেজেট বলেন টেম্পল সাহে-
ব মধ্যভারতবর্ষের ভূমির বন্দোবস্ত শেষ করি-
য়াছেন। তিনি এক্ষণে নাগপুরে আছেন।

বিলাত, জেনবা, ডিউব্লিন প্রভৃতি স্থানে
মৃত কাউণ্ট কেবরের একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূ-
র্ত্তি হইতেছে। ডিউব্লিনে উক্ত রাজনীতিজ্ঞে-
র স্মরণার্থ আরও একটি বাটী হইতেছে।
আমরা অদ্যাপিও হরিশের স্মরণার্থ একটী সা
মান্য বাটী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইলাম না।

প্রদেশীয় রাজস্ব সমাজের মূলধনের অভা-
ব হওয়াতে তাঁহারা সাধারণের কাছে টাকার
প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সমাজ দেশের হিত-
র উপকার করিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগের
সাহায্যার্থ সকলেরই কিছু কিছু দেওয়া উচিত।

ফিনিক্সে এক জন লেখক লিখিয়াছেন তত্রত্য বন্যেরা বাঙ্গালী কয়েদি-
দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্র-
তি কয়েক জন ইউরোপীয় ও বাঙ্গালী ও এত-
দ্দেশীয় কয়েদি এক স্থান পরিষ্কৃত করিতে
গমন করে। প্রথমতঃ বন্যেরা অতিশয় বন্ধুতা-
ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের সহায়তা করি-
য়াছিল কিন্তু হঠাৎ এক জন বাঙ্গালী হস্ত হও-
য়াতে কয়েক জন বন্যকে গুলি করা হয়। তা-
হারা তদবধি অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করি-
য়াছে। হত্যাকারিকে ধৃত করিতে না পারিয়া
তাহার সহচরদিগকে বধকরা অতি অন্যায়
হইয়াছে। এরূপ করিলে বন্যেরা কখনই বন্ধু-
ভাব প্রকাশ করিবে না।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন বিক্রমপুর নিবাসী
সার্ব্বভৌম উপাধিধারী এক পণ্ডিত স্বীয়
পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পাদনার্থ একটি ব্রাহ্মণ
কন্যাকে চুরিকরিয়া আনাতে দারগার নিকটে
তাহার আত্মীয়েরা নালিস করেন। ব্রাহ্মণ
তদবধি সেই কন্যাকে তাঁহাদিগের হস্তে
সমর্পণ করিতে বাধিত হন। ঢাকাপ্রকাশ ব-
লেন যে কেবল ঘৃণিত পণগ্রহণ প্রথাই সার্ব্ব-
ভৌম মহাশয়ের তাদৃশ অসদাচরণের মূল
কারণ। আমাদিগের মতে সমুদায়ের মূল
কৌলীন্য।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হই
লাম চট্টগ্রামের বিদ্যালয়ের অধিকাংশ
ভগ্ন হইয়াছে। বিস্তর বেঞ্চ কেদারা প্রভৃত
নষ্ট হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ পুস্তকালয়টি
রক্ষা পাইয়াছে।

১৩ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

ঢাকা নিউস বলেন রোটাস দুর্গের ৩।১
ক্রোশ দক্ষিণে শোণ নদের এক ইষ্টকময়
সেতু নির্ম্মিত হইবে, ইহাতে দুইলক্ষ টাকা
ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ইহার
কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

শোণনদের নিকট প্রস্তরময় পথ মা
র্চ্চমাস পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইবে।

দিল্লীগেজেট বলেন একটি ১০ বৎসরের
অপ্রাপ্তব্যবহার বালক আর একটী বালকের সহিত

[illegible] তাহার প্রাণ-
[illegible] এক বালকের পি
তা [illegible] আবেদন করিলে-
গবর্নর [illegible] পরামর্শ করিয়া বলিলে-
ন, [illegible] করিব মনে করিয়া অপর বা-
লকের প্রাণ [illegible] করে নাই, অতএব উহার
প্রাণ দণ্ড না হইয়া ১০০০ টাকা দণ্ড হউক্ যে
ন। গবর্নর ঐ শিশুর পিতৃসম্পত্তি আনয়ন
করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করিতে কহিলেন।
এক ভাগ [illegible] শিশু তাহাকে দেওয়া
হইল। আর এক ভাগ হত্যাকারি বালকের
পিতার রহিল। আর এক ভাগ রাজ ভাণ্ডারে
প্রেরিত হইল। শিশুর অপরাধে শিশুর পিতা
র সম্পত্তি গেল! এই চমৎকার বিচার।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন ঢাকায় অ-
[illegible] বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ফিনিক্স বলেন পোষ্ট আফিসের যে নূতন
বাটী হইবার কথা আছে, তাহা এবৎসর
আরম্ভ হইবে না। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষটাক
ব্যয় হইবে।

তিনি আরো বলেন, ১১ ই ফেব্রুয়ারি গ
বর্নর জেনেরল আগরায় একটি দরবার করি-
য়াছিলেন। তথায় গোয়ালিয়রের মহারাজ
প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, জয়পুরের মহারাজ
আপন মন্ত্রী ও অনুচরগণের সহিত কলিকা
তায় যাত্রা করিয়াছেন। আসিবার সময় আ
লাহাবাদ ও বেনারস দিয়া আসিবেন, এবং
তথা হইতে ফিরিয়ে জগন্নাথ দেখিতে যাই
বেন।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন তথায় নীল
ব্যাঙ্ক খুলিবে। তথায় একটি বৃহৎ কুঠী
আছে, সেই স্থানেই ইহার কার্য্য হইবে।

৫। ৬ জন লোক খিদিরপুর হইতে নৌ
কারোহণে বাগবাজারের ঘাটে যাইতেছিল,
পথি মধ্যে রাত্রি হওয়াতে মাজিরা অন্ধকারে
ঘাট দেখিতে না পাওয়াতে নৌকা ভুসড়ির
দিগে যাইতে লাগিল, তরঙ্গ অত্যন্ত প্রবল
হওয়াতে ঐ নৌকা জল মগ্ন হইল। ঘাটের কা
প্তেনের যত্নে আরোহিরা সকলেই রক্ষা পাই-
য়াছেন। কেবল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পাওয়া
যায় নাই।

১৫ই ফাল্গুন বুধবার।

ফিনিক্স বলেন, লাঙ্কেশায়েরের দুর্ভিক্ষ
নিবারণার্থ কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৮০০০০
টাকারও অধিক প্রেরিত হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরো বলেন, গবর্নর জেনেরলে-
র দরবার দিল্লীতে না হইয়া মিরাটে হইবে।
উহম বিবেচনা হইয়াছে, তথায় দরবার করি-
লে দিল্লীর অবমাননা করা হইত।

উক্ত পত্র অযোধ্যার বিচার কার্য্য সংক্রা
ন্ত প্রচারিত রিপোর্ট দেখিয়া লিখিয়াছেন
১৮৬১। ৬২ অব্দে তথায় পুলিস কার্য্য নির্ব্বা
হার্থ প্রায় ২১১৯৫৩২ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারি সম্রাট নেপোলিয়ন একটী
বক্তৃতা করিয়া ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভার
কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায়
লোকে সন্তোষ প্রকাশ করে নাই।

হাইরল্ড ও বলেন, স্ট্রানেড রোডে
পুরাতন পোষ্ট আফিসের নিকটে প্রধানতম
বিচারালয়ের বাটী নির্ম্মাণ শীঘ্র আরম্ভ
হইবে। কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর অনু
মতি দিয়াছেন যে অদ্যাবধি ১৫ দিনের মধ্যে
তত্রত্য লোকদিগকে উঠিয়া যাইতে হইবে।
গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম বিচারালয়ের জন্য ঐ
ভূমি ক্রয় করিবেন।

উক্ত পত্র ইণ্ডিয়ান ফিল্ড দেখিয়া লিখি
য়াছেন সর বার্নেস পিকক সাহেব ভূতপূর্ব্ব স
দর আদালতের সিরিস্তাদারের পদ উঠাইবার
জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন।

সমাচার হিন্দুস্থানী বলেন গবর্ণর জেন-
রল প্রত্যাগত হইতেছেন। এক দিন রাত্রিতে
তাজমহল আলোকপূর্ণ হইয়াছিল। লার্ড
এলগিন ও লেডি এলগিন তদ্দর্শনার্থ গিয়া
ছিলেন। তথায় অধিক সংখ্য লোকের সমা
গম হইয়াছিল।

তিনি আরো বলেন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট
তন্তুবায়দিগের দুঃখ করুণ আনিবার নিমিত্ত
মন্ত্রিকে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন
এক ডিপার্টমেণ্টে তুলার অভাবে প্রায়
৩৯০০০০ লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া রহিয়াছে।
পারিসে চাঁদায় ৮০০০০ টাকা মাত্র উঠি
য়াছে।

১৬ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

পঞ্জাবের চা করেরা চার বীজ ও চারা
দুতন কৃষক দিগকে বিনা মূল্যে প্রদান করিব-
ন সঙ্কল্প করিয়াছেন, [illegible]
সাহসারে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট [illegible]
র টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছে [illegible]
ছেন। আর একটি আনন্দের [illegible]
তথায় কয়েক জন এতদ্দেশীয় [illegible]
ছেন। কয়েক জন নীলকর [illegible]
বের চাষও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে [illegible]
বিষয় বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র যে হইবে।

বঙ্গদেশে নীলের চাষ এক [illegible]
ছে কলিকাতার নীলকর [illegible]
শে এক জন কর্ম্মচারি [illegible]
তথায় নীল হইতে [illegible]
তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। [illegible]
যে উক্ত প্রদেশে কিরূপ [illegible]
কৃষকদিগের লাভ দেখাইয়া [illegible]
লে নীলকরেরা কোনমতেই [illegible]
পারিবেন না।

আউধ্যার পেপর বলেন, [illegible]
লে এক খানি এতদ্দেশীয় [illegible]
দের স্ত্রীর ও কয়েক জন [illegible]
স্ত্রী আসিতেছিল। [illegible]
নিমিত্ত আকাশ আসাইলে [illegible]
চারিয়া বলপূর্ব্বক যাত্রীদিগের [illegible]
লইয়া লইয়াছিল। এটি [illegible]
তে গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিতেছে-
ন। একণে প্রকাশ পাইল [illegible]
রণীর দোষে এই অত্যাচার [illegible]
ব্যক্তি ধৃত প্রায় হইয়াছে। [illegible]
প্রতি যে আরোপ করা [illegible]

উক্ত পত্র আরও বলেন, [illegible]
র্য্যার পদপালের উপদ্রব হইয়াছে।

মিসর দেশের নূতন পাশা [illegible]
পাশা উভয় রূপে রাজ্য শাসন করিতেছেন।
তিনি যথার্থ যেরূপমত পূর্ব্বাধিপ [illegible]
হইতে টাকা না লইয়া আপনার ব্যয় [illegible]
করিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি বিদেশীয় [illegible]
দিগের অভ্যর্থনা সময়ে তিনি কহিয়া
যে তিনি তিনটি বিশেষ কার্য্য করিবেন
মতঃ নিজের ব্যয় নির্দ্ধারণ, সাধারণ [illegible]
ক্ষেপ, এবং সুলতানের মত লইয়া [illegible]
করিবেন। পাসা বলপূর্ব্বক মজুর খাট
করিয়াছেন। মজুরেরা খাদ্যের নিমিত্ত [illegible]
বিশেষ যত্ন নাই।

লিনার আলিগড় পর্য্যন্ত রেইলওয়ে

...টিল ফ্রিয়ার কানাডার নূতন বন্দর গত দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। রাজ সুন্দিরা বোম্বাই দর্শনের অনু-রাগ হইয়াছেন। লেপ্টেনেন্ট এ, জি, যে রাজ সঙ্গে থাকিবেন।

...জ এথিনিয়ম বলেন, মুজাফরনগর হ-রায়দরাবাদে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ...ওয়ে মিলিত হইবা সম্ভবনা আছে। ...র ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় করা হইয়াছে। এদিকে খন গ্রাম পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইয়াছে। বর্ষাকালের পূর্ব্বে ...রর রেইলওয়ে খণ্ডাপুর পর্যন্ত খুলি...র হইয়াছে। সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে ...ন ও ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে জব্বলপুরে হইবে। মুজাপুর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে যে কথা ছিল তাহার ও যমুনা সেতুর হইল ?

...া হইতেছে পঞ্জাবের সিবিলিয়ানেরা ...র ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার ...ত বৎসর কর্ম্ম করিয়া তিন বৎসরের পাইবেন। প্রথমেই সুন্দর রূপে ব্য... হইয়া নিযুক্ত হইলে কি ব্যয়ের লাঘব ...ও বিচার ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না ?

...র বিখ্যাত বণিক গ্রিণ সাহেবের মৃত্যু ...। তাঁহার তুল্য ধনী বণিক ইংলণ্ডে আছেন।

...পানের ধনী ব্যক্তিরা কয়েক খানি বা-...জাহাজ ক্রয় করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ ক-...রেন। তথা হইতে একণে বিস্তর নীল ...উল প্রভৃতি রপ্তানী হইতেছে। বিদেশে ...পণ্যের আবশ্যক। সকলেই বুঝিতেছেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এবি-ষয়ে বিমান মূর্খ কেবল বঙ্গদেশেই পাওয়া যায়।

ইংলিশম্যান বলেন, গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় প্রেসিডেন্সির মিলেটারি অফিস কও হইতে গ্রহণ করিতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন আরাকাণ, রে-...ণ, ও মৌলমিনের লোকেরা মিউনিসিপাল আইনে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তথায় কলিকা-তার তুল্য বাটীর কর অর্থাৎ শত করা ৭॥ ...ক. লওয়া হইতেছে। রেঙ্গুণের গাড়ীর টাক্স কলিকাতার দ্বিগুণ। নিয়ম কর্ত্তার অবিবেচনা-দোষে অতি হিতকর বিষয়ও লোকের অসন্তোষের হেতু হইয়া উঠে।

...ম্পানির এক জন ইউরোপীয় আপনা... খাতায় জাল খরচ লিখিয়া পলায়ন ...হাকে ধৃত করিবার জন্য পুলিশ ...না বাহির হইয়াছে।

সম্বাদ আসিয়াছে আনামে বিদ্রোহ উপ-স্থিত হইয়াছে। ফরাসীদিগের হস্তে কেবল সেগন নগর মাত্র আছে. বিদ্রোহীরা তাহাও আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ফরা-সীরা ১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্-ণমেণ্টের ন্যায় অতি লোভপ্রযুক্ত এই সঙ্-কটে পড়িয়াছেন।

১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার।

হিন্দিক্স বলেন গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের ব-র্ত্তমান বর্দ্দিতির সৈন্য দিগকে ১৮২৭ অব্দের ২৩ আইনের অধীন হইবার আদেশ করিয়াছেন।

তিনি আরো বলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কারাগৃহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৪১০০০ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে। তথায় প্রায় ১৩টী জেল আছে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন, বরোদা রেইলওয়ে কোম্পানির কন্সল্টিং ইঞ্জিনিয়র ক-র্ণেল কেনেডি আগামি মেলে ইংলণ্ড হইতে আসিবেন।

সিন্দিনেটি ইনকোয়ারর বলেন, ৬৯ বৎ-সর বয়স্ক এক বৃদ্ধা স্ত্রীর গর্ভে একটী সন্তান জন্মিয়াছে। উহার স্বামির বয়স ৭৪ বৎসর। সিন্সিনেটি ইনকোয়াররের বাক্যে সন্দেহ করা আমাদিগের উচিত হয় না, কিন্তু বোধ হয়. অনেকে ঐ কাণ্ডকে অনৈসর্গিক বোধ করিয়া তাঁহার বাক্যে অনাদর করিবেন।

ঢাকাবার্ত্তাপ্রকাশিকা বলেন, মাণিকগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের নামে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে লাই-বেল নালিশ করেন, জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহা-তে সম্পাদকের ১০০ টাকা দণ্ড করিয়াছেন। বার্ত্তাপ্রকাশিকা বলেন, মাজিষ্ট্রেট পক্ষপাত করিয়াছেন। আমরা দূরে আছি, পক্ষপাতের কথার অনুমোদন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা একথা বলিতে পারি, ঢাকাপ্রকাশ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা কেবল দ্বেষমূলক নহে।

১৭ ই ফাল্গুন শনিবার।

চীন দেশ হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, সি-কিয়াঙ্গ প্রদেশে বিদ্রোহিদিগের সহিত রাজ সেনাগণের এক যুদ্ধ হয়। তাহাতে রাজ সে-নাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে। ফরাসী আফিসরেরা রণ স্থলে রাজ সেনাগণকে লই-য়া যান। একটী কামান ফাটিয়া তিন জন আ-ফিসরের প্রাণ বিয়োগ হয়।

গবর্ণর জেনরল স্থানে স্থানে দরবার ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। কিন্তু তাঁ-হার আগরার বক্তৃতাটী আমাদিগের নিতা-ন্ত অপ্রীতিবিধায়িনী হইয়াছে। দেশবিভাগ অথবা প্রজাগণের ... দরবার করিবার উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডীয় প্র-তিনিধি সভাগণকে দরবারে ও রাজসমক্ষ আহ্বান করিয়া সম্মান বর্দ্ধন করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি হইবে ইহাই দরবার করিবার উদ্দেশ্য, কিন্তু গবর্ণর জেনরলের আগরার বক্তৃতা দ্বারা রাজা ও সরদার গণের অবমানা করা হইয়াছে। আগামি বারে আমরা কিঞ্চিৎ বি-স্তারিতরূপে এ বিষয়ের পুনঃ প্রসঙ্গ করিব।

হিন্দিক্স বলেন বোম্বাইয়ের প্রধানতম বি-চারালয়ের কর্ম্মচারিরা পূর্ব্বমত ফী না পাইয়া নির্দ্ধারিত বেতন পাইবেন। টেলর সাহেব মা-সে ২১০০ প্রধান রেজিষ্ট্রার কাপ্টেন লাহে ২৫০০ এবং আপিলিএট কোর্টের রেজিষ্ট্রা-রিসহি ২৫০০ সহকারী রেজিষ্টর মারিয়াট ১২০ টাকা পাইবেন। ইণ্টরপ্রিটরদিগের ও বেতন বৃদ্ধি হইবে।

তিনি আরো বলেন জয়পুরের মহারাজ আপনার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদীন এবং এজেণ্ট কর্ণেল ব্রুক সাহেবের সহিত শনিবার তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কালেজ দর্শন করিয়া শি-ক্ষার উন্নতির নিমিত্ত ১০০০ প্রদান করিয়া-ছেন।

তিনি আরো বলেন বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাজমহলের উ-দ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে প্রায় ৭০০ ৮০০ ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ের সভার সেক্রেটারি জগন্নাথজী সভ্যগণের সম্মতি ক্রমে, সর চারলস ট্রিবি-লিয়নকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ফিনান্সিয়াল মেম্বর হইয়াছেন বলিয়া, একখা-নি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। সর চারলস ট্রিবিলিয়নও সাদরে তাহা গ্রহণ করি-য়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১০ ই ফাল্গুন শনিবার।

আসাম, কাছাড় ও শ্রীহট্টে মজুর প্রেরণের বিলে সিলেক্টকমিটি যে রিপোর্ট করিয়াছেন, ইডেন সাহেব তাহা সভায় অর্পণ করিলেন।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই বিল সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। দুই সপ্তাহ পরে ইহা পুনর্ব্বার বিবেচিত হইবে।

সোমপ্রকাশ

" সর্ব্বত্রা সর্ব্ববিদিতায় পার্থিবঃ বহুজনী মুনিলবলো ন স্বীবনা। "

৫ ভাগ। ১৮ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ২৬এ ফাল্গুন। ইং ১৮৬৩। ৯ মার্চ | মাসিক মূল্য ১ টা বার্ষিক অগ্রিম ১০

সোমপ্রকাশের অবয়ব
সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের আর এক ফরমা বৃদ্ধি হইয়াছে। অতঃ পর যাঁহারা যাণ্মাসিক মূল্য দান করিবেন, তাঁহাদিগকে ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ টাকা দিতে হইবে. বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা ; অপরিবর্ত্তিত রহিল। মফস্বলের গ্রাহকদিগকে স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে হইবে। বার্ষিক ডাক মাসুল ১৷০ কম, কিন্তু যাঁহারা মূল্য প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠি রেজেষ্টারী করিয়া দিবেন, তাঁহারা তাহার ব্যয় (চারি আনা) বাদ পাইবেন। যাঁহারা স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে অসমর্থ হইবেন, জানাইবেন আমাদিগের বিশ্বপ্রত্যয় হইলে তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী বাটকেমারি মহম্মদপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লইবার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি কলিকাতার জার্ডন স্কিনর কোম্পানির নিকট আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

রামবাবু, হরু ঠাকুর রাম নৃসিংহ, গোঁজ কবিরাজ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের উত্তম উত্তম গানগুলি সংগৃহীত ও একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা।
বহুবাজার ষ্ট্রিট ১৭ নং বাটী।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং

বিজ্ঞাপন।

মৃত মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা গ্রন্থ কেহ ছাপাইতে পারিবেন না। কারণ তদীয় পিতৃব্য ৺ রামরত্ন আচার্য্য মহাশয়কে উক্ত পুস্তক তিনি দান করিয়াছেন। তৎসূত্রে আমরা তাঁহার পিতৃব্যের উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান আছি। আমরা ভিন্ন বাসবদত্তার দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকার অন্য কাহারও নাই। অতএব শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় শিথিল প্রযত্ন হউন এই আমাদিগের অনুরোধ।

শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়
১২৬৯। ৯ ফাল্গুন কুমিল্লা

২২১

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তর হানিগ বরজর সাহেবের প্রসিদ্ধ ওলা উঠার ডিস্পেন্সারি এক্ষণে ধর্ম্মতলা বাজারের উত্তরে গালামাদার মসজিদের নিকট পশ্চিমে কসাইটোলা ষ্ট্রিটের ৩৬ নং বাটীতে স্থাপিত হইয়াছে। যাহার ঔষধ কিম্বা ওলাউঠা রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন হইবেক উক্ত বাটীতে আমার নিকট আইলে অথবা সংবাদ পাঠাইলে অবিলম্বে এবং অল্প মূল্যে ঔষধ চিকিৎসা ও ডাক্তর হানিগবরজর সাহেবের বহি পাইবেন ইতি

২২১

আবদুল আজিম
অধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপন।

উইলস্ ক্লার্ক এণ্ড সন্স কোং আমেরিকান মীনবীজ বিক্রয়ের আফেজ্যী কুটী গোলায় হাল আমদানী পশ্চিম ও উত্তম মুতন শ্রীমবীজ বিক্রয়ার্থে আছে যাঁহার যাহা আবশ্যক নিশ্চিত মূল্যে পাইবেন।

ক্লার্ক এণ্ড কোং

সোমপ্রকাশ।

২৬এ সোমবার।

মেডিকাল কালেজের বাঙ্গালা ও মর্গ্যান চীবর্স।

কলিকাতা মেডিকাল কালেজের প্রিন্সিপাল মর্গ্যান চীবর্স তত্রত্য বাঙ্গালা ক্লাসের প্রতি যেরূপ অনার্য্য আচরণ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের স্মরণ আছে সন্দেহ নাই। মেডিকেলের বাঙ্গালা ক্লাসের ছাত্রদিগের পরিত্যাগ সমাচার শুনিয়া অবধি এ বিষয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে প্রিন্সিপাল তাঁহাদিগকে পুনরায় কারণ করেন। কিন্তু তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ পণ রহিয়াছে, তিনি কোন রূপে সে দিকে যাইতে চাহেন না। তিনি এত দিন পণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন। অনুরূপ শুনিলাম, আর তাঁহার সে পণ করিয়া সারিবারও পথ বন্ধ হইয়া গেল। সোমবার লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি

পুনঃ প্রবেশিত করেন। পাঠক
সংবাদ শুনিয়া কি মনে করিলেন,
তদিগকে আহ্বান করিয়াছেন?
াহা করেন নাই; এখনও তিনি
খিতেছেন যদি কোন উপায়ে
ট গবর্ণরের আজ্ঞার বৈকল্য স
করিতে পারেন।

ব্যবহার দ্বারা দুটী বিষয় সপ্রমাণ
। এক, প্রিন্সিপালের স্বভাবগত
দোষ আছে, অন্যথা তিনি কেন
লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞার
রণ করিবেন? দ্বিতীয়, তাঁহার
র দোষেই বাঙ্গালা ক্লাসের ছা
ক্লাস পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা
হইবে, তিনি তাহাদিগের প্রতি
প্রদর্শন করিতেছেন কেন?
গব স্মরণ হইতেছে তিনি এক
সমানে লিখিয়াছিলেন, তিনি
ক্লাসের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন
ত্ররা কুলোকের কুমন্ত্রণায় তাদৃশ
করিতেছে। কিন্তু তিনি যদি
না করিয়া থাকেন, ছাত্রদিগের
াহার শত্রুভাব জন্মিবার কোন
য়া যাইতেছে না; ছাত্রেরা নির্ব্বু
ক অন্যের পরামর্শের অনুসরণ
পনাদিগের বালকতার পরিচয়
লি। তাহাদিগের প্রতি করুণাই
ারে, যাহার প্রতি করুণা জন্মে
তি কি নির্দ্দয় ব্যবহার শ্রেয়ঃ
। হউক, নর্মাল টীচর্স এক দুর
যদি গোপনে লেপ্টেনণ্ট গব
প্রায় জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করি
। হইলে নিঃসংশয় মানে মানে
পারিতেন। বোধ হয়, এইবারে
ল হইল, তিনি ইহার পর অবধি
হইয়া কাজ করিবেন। এই
ত্রিত হইবার উপক্রম সময়ে
মলাম গত শুক্রবার ছাত্রদিগকে
আহ্বান করা হইয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের দণ্ড।

মাণিকগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু
শ্যামচাঁদ নাথ উক্ত সম্পাদকের নামে যে
অভিযোগ করেন, তাহাতে সম্পাদকের
১০০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। পাঠকগণ এ
সম্বাদ গত বারের বিবিধ সম্বাদে দেখি
য়াছেন। কিন্তু এবারে আমরা ঢাকাপ্রকা
শে দেখিলাম, তত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট
অন্যায় করিয়া সম্পাদকের দণ্ড করিয়া
ছেন। প্রথম, ঢাকাপ্রকাশ বলেন, শ্যাম
চাঁদ নাথ ঢাকাপ্রকাশের নামে উৎকোচ
গ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগ করেন, কিন্তু
ঢাকাপ্রকাশে শ্যামচাঁদ নাথকে উৎকোচ
প্রার্থী বলিয়া কুত্রাপি লিখিত হয় নাই।
অভিযোগ একরূপ ও বিচার অন্যরূপ এ
সামান্য অদ্ভুত নয়। অথবা অদ্ভুতই বা
কি? অনেক আদালতেই আজি কালি
ঐচ্ছিক বিচার হইতেছে। দ্বিতীয় বিষয়ে
কি হইল? তাহার সাক্ষ্য স্থলে উপস্থিত
থাকিবার অভিযোগ আদালতে উপস্থিতই
হইল না। বিশেষতঃ রাজসংক্রান্ত কর্মচা
রির প্রতি রাজকর্মচারির কিছু স্নেহ হইয়া
থাকে। উপস্থিত স্থলে শ্যামচাঁদ নাথ ডে
পুটি মাজিষ্ট্রেট অভিযোক্তা, আর বিচার
কর্ত্তা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট। তাঁহাদিগের প
রস্পর স্নেহবান হওয়া অযুক্ত নহে। তাঁ
হারা যদি পরস্পরের প্রতি স্নেহশূন্য
হন, অন্যে অনায়াসে পরাভব করিতে
পারে। অপদস্থের নিকটে পদস্থের পরা
ভব কিরূপে সঙ্গত হয়?

দ্বিতীয়, জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ঢাকাপ্রকা
শের বক্তব্য এবং তাঁহার পক্ষসমর্থনকা
রির বাক্য যথোচিতরূপে শ্রবণ করেন
নাই। তিনি পূর্ব্বাবধিই শ্যামচাঁদের দিকে
ঢলিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঢাকাপ্রকাশ
কোনরূপে যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। এই
রূপে যদি বিচার কার্য্য অযথাবিধি নির্ব্বা
হ হয়, সদ্বিচার প্রত্যাশা কি?

গুরুট্রেণিঙ স্কুল।

আমরা ১২ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে
এতৎসংক্রান্ত যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম,
উক্ত বিদ্যালয়-পক্ষপাতী এক ব্যক্তি তা
হার প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র প্রেরণ ক
রিয়াছেন। পত্র যথাস্থানে প্রকটিত হইল।

পত্রপ্রেরক বলেন যে সকল গুরুম
হাশয়ের কোন ক্রমেই উন্নতিবার সম্ভাবনা
নাই, তাহারা প্রস্তাবিত গুরুট্রেণিঙ স্কুলে
অধ্যয়ন করিতে যাইবে না। ১৬। ১৭ বৎ
সর অবধি ৩০। ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক
ব্যক্তিরাই ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন।
আর এক স্থলে লিখিয়াছেন "নর্মাল স্কুল
সকল যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া
থাকে, ট্রেণিঙ স্কুল সকলও সেইরূপ উ
পাদানে নির্ম্মিত হইতেছে। নর্মাল স্কু
লের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকেরাই ট্রেণিঙের শি
ক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।" এত
দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, গুরু ট্রেণিঙ
স্কুলকে রূপান্তর নর্মাল বিদ্যালয় বলিয়া
প্রতিপন্ন করাই পত্রপ্রেরকের অভিপ্রেত।
ইহা যদি রূপান্তর নর্মাল বিদ্যালয় হয়,
তথাপি আমাদের আপত্তি নিরাকৃত হই
তেছে না। স্বতন্ত্র প্রযত্নে প্রয়োজন কি?
যে কয়েকটি নর্মাল বিদ্যালয় আছে তা
হার উন্নতি কল্পে, গুরু ট্রেণিঙ বিদ্যাল
য়ার্থ প্রদত্ত অর্থ (৩০০০০) প্রদান করি
লে ট্রেণিঙ বিদ্যালয় অপেক্ষা বহুগুণে
অধিক ফল লাভ হইতে পারে। গুরু ট্রে
ণিঙ স্কুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ইনস্পেক্টর নি
য়োজিত হইয়াছেন; ইহার নিমিত্ত একটি
অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর পদের সৃষ্টি হই
য়াছে, ইহার গৃহের ব্যয় ও স্বতন্ত্র সর
ঞ্জামি খরচ লাগিবে, অথচ এখানে নর্মা
ল স্কুলের ন্যায় শিক্ষা হইবে না। শেষবা
পত্রপ্রেরক স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন।
এরূপ যদি হইল, স্বতন্ত্র ট্রেণিঙ স্কুল করি
য়া বৃথা অধিক-ব্যয় স্বীকার করিবার প্র
য়োজন কি? অট্টালিকানের ব্যয় ও কাজে

খরচ গুলি প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে প্রদত্ত হইলে অধিকতর উপকারের কি সম্ভাবনা নয়? কলকাতা প্রকাশিত প্রেরিত পত্রখানির আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, পত্রপ্রেরক আমাদিগের প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রকারান্তরে আমাদিগের সপক্ষতা করিয়াছেন। আমরা যে যে আপত্তি করিয়াছিলাম তিনি সে সমুদায়ই প্রায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অল্প ব্যয়ে অল্প কালে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা কি? পত্রপ্রেরক বুদ্ধিমান্ হইয়া কিরূপে তাহার অপলাপ করিবেন?

লার্ড এলগিন ও এতদ্দেশীয় রাজগণ।

প্রধান শাসনকর্ত্তা মধ্যে মধ্যে যদি এতদ্দেশীয় রাজগণ, সর্দ্দার ও জমীদারগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন, অধিকতর উপকার লাভ হয়, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, আমরাও অস্বীকার করি না। প্রধান শাসনকর্ত্তার প্রদত্ত উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া সর্দ্দার ও রাজগণ প্রভৃতির প্রভুভক্তি যে বদ্ধমূল হয় তদ্বিষয়ে কেহই দ্বিরুক্তি করিতে উৎসাহী নহেন। লার্ড কানিঙ এ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহ্লাদের বিষয় এই, এক্ষণে যাবতীয় গবর্ণর ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসরণ করিতেছেন। সে দিবস সর রবর্ট মণ্টগমরি পঞ্জাবের প্রায় ১৫০০ ছাত্রকে পুরস্কার দিবার সময়ে সর্দ্দারদিগকে স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হইতে বলেন; ইহাতে প্রাচীন যোদ্ধাগণ এককালে আনন্দে গদগদ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। অন্য প্রকারে এ অভীষ্ট সাধন সহজ নহে। সম্প্রতি লার্ড এলগিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্থানে স্থানে দরবার করিতেছেন। তাঁহার সকলেরই দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে এবং তাঁহার বাক্যে দেশের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুস্যূত রহিয়াছে। কাশী ও কানপুরে তিনি সর্দ্দারদিগের নিকটে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিতেছি, তাঁহার আগ্রার বক্তৃতা সে প্রকার হয় নাই। ঐ স্থানের দরবারে মহারাজ সিন্ধিয়া, ভূপালের রাণী, রামপুরের নবাব, ভরতপুরের রাজা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রাজগণ সভাস্থ হওয়াতে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া লার্ড এলগিন বলিলেন।

"আমার এ কথা বলা অনাবশ্যক যে সৌভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষে দিন দিন শান্তি বদ্ধমূল হইতেছে। গৃহশত্রুতা দূরীভূত হইয়াছে, এবং বহিঃশত্রুগণ ইংলণ্ডের সেনাগণের প্রভাব ও বলবীর্য্যের মহিমা অবগত হইয়াছে।" তৎপরে তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে বিদ্যা ও সভ্যতা প্রবর্ত্তন এবং সহমরণ ও কন্যাহত্যা প্রভৃতির নিবারণ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া শেষে গবর্ণর জেনরল অহঙ্কার পূর্ব্বক কর সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "ভারতবর্ষের প্রধান অধীশ্বরীর প্রতিনিধি স্বরূপ এদেশে শান্তি রক্ষা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম। ইহার জন্য ইংলণ্ডেশ্বরী আমার অধীনে এক বৃহৎ ও সাহসী সেনাদল রাখিয়াছেন অতএব যে ব্যক্তি অসমসাহস পূর্ব্বক সাধারণ শান্তিভঙ্গ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার দমন ও যাবতীয় বিশৃঙ্খলা নিবারণ বিষয়ে আমি অণুমাত্র বিলম্ব বা সঙ্কোচ করিব না। আবশ্যক হইলে এই সেনাদলকে আমি নিয়োজিত করিব।"

এ কথা কে না জানে? ইংরাজদিগের বল আছে ইহা সকলেই অবগত আছেন। আশী হাজার সেনা ভারতবর্ষীয়দিগকে দমনে রাখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে বেতন পাইতেছে ইহাও কাহার অবিদিত নাই। বিদ্রোহ [illegible]
নীল প্রতিদ্বন্দ্বে কৃশ [illegible]
দিয়াও [illegible]
ভঙ্গ করিয়াছেন? পরিত্রাণ [illegible]
সে কথা এখানে কেন? [illegible]
অপমান করিবার জন্য [illegible]
হইয়াছিল? তাঁহারা ভারতবর্ষ[illegible]
দের দাস ইহা কি তাঁহাদিগকে
বারম্বার না বলিলে নয়? [illegible]
কি প্রভুভক্তির উদ্দীপনের [illegible]
এ দেশের রাজগণ অনেক সময়ে [illegible]
কের দ্বারা অবমানিত হইয়াছেন [illegible]
লার্ড এলগিন আসিয়া যদ্যপি [illegible]
কে ভালরূপ জানিয়া এবং [illegible]
জনীতিজ্ঞ হইয়াও যে একাপ [illegible]
করিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। শ্রীবৃদ্ধি[illegible]
বলেন ভারতবর্ষীয় রাজগণকে [illegible]
ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। লার্ড [illegible]
রাজগণের নিকট বিনয় ও সৌজন্য প্রকা-
শ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীবৃদ্ধিকারী
এক জন রাগান্বিত হইয়াছেন। [illegible]
স্পষ্টাভিধানে এ প্রকার [illegible]
বাদ করিতেছি। অতিশয় দুঃখের [illegible]
এই, ইংরাজেরা যাবতীয় গুণে [illegible]
য়াও পরাজিত শত্রুর প্রতি ঔদার্য্য [illegible]
করিতে জানেন না। নেপোলিয়[illegible]
রীর সৃত বৃদ্ধ ভূপতি ইহার দৃষ্টান্ত [illegible]
গল বংশের শেষ ব্যক্তিকে রেঙ্গুনে কালে
নির্জ্জন কাষ্ঠ কুটীরে অন্ন বিনা প্রাণ[illegible]
করিতে হইয়াছে।

প্রা[illegible]

পত্রে এ[illegible]

—•—

এতদ্দেশীয়েরা কিঞ্চিৎকাল হস্তপদ [illegible]
সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবেন, কে যাই[illegible]
এই ভারতবর্ষ আমাদিগের গোলকো[illegible]
নুধাবন করিয়া দেখিলে আমরাই ঐ
ভূমির প্রকৃত অধিকারী। আমাদিগের
এ দেশের রাজকীয় কার্য্যে বাঁচে। [illegible]
স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমাদিগে[illegible]
দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ইংরাজদিগের

বেশ দেখিতে [illegible] যোগ হইতেছে, এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আমরা কাজ ভাল করি নাই, আমরা তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া দিয়া ইষ্ট সাধন চেষ্টা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমে দেখিতেছি ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই ঘটিয়া উঠিল। যত এ বিষয়ের আন্দোলন করা যাইতেছে, ততই তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভ্রম দৃঢ়তর রূপে বদ্ধমূল হইতেছে। তাঁহাদিগের জানা আছে, "যে বিষয়ে অধিকতর আপত্তি উপস্থিত হয়, পরিণামে তাহারই উন্নতি হইয়া থাকে।" কিন্তু উপস্থিত বিষয় এই বাক্যের উদাহরণ স্থল নহে, তাহা তাঁহারা রণোন্মাদ বশতঃ বুঝিতে পারিতেছেন না। যে যে বিষয় বিশুদ্ধ ধর্ম, যুক্তি ও ধর্মনীতির অনুমোদিত, তাহাই ঐ বাক্যের উদাহরণ। ব্রাহ্মেরা যে অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে কি বিশুদ্ধ ধর্মাদির অনুমোদন পক্ষ আছে? যাহা হউক, আমাদিগের এখন এক এক বার বোধ হইতেছে, আমরা এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে ব্রাহ্মদিগের রণানুরাগ হ্রাস হইয়া হয় ত তাঁহারা ক্রমে আপনাদিগের ভ্রম আপনারা দেখিতে পাইতেন। ফলত আমাদিগের সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মও আমাদিগকে উদাসীন থাকিতে দিতেছে না।

আমরা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে ১লা মার্চের ইণ্ডিয়ান মিরর পাঠ করিলাম স্পষ্ট বোধ হইল, মিরর সম্পাদক কেবল যে আমাদিগের অভিপ্রায় বোধে অসমর্থ (তিনি বুঝিতে পারিলেও অন্যায় রূপে বর্ণন করিয়াছেন একথাটা বলা ভাল দেখায় না) হইয়াছেন এরূপ নহে, [illegible] যে ধর্মের উপাসক বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, সে ধর্মেরও মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বে এই ভাবে লিখিয়াছিলাম, সন্তান জন্মিলে শুভ কর্ম্মই লোকের আনন্দ হইয়া থাকে, লোক যদি তচ্ছপলক্ষে পাঁচ জন বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে চাহেন, করুন, তাহাতে কে নিষেধ করিতেছে; ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেই বা কে বাধা দিতেছে; কিন্তু তন্নিমিত্ত জাতকর্ম নাম দিয়া অত আড়ম্বর করিয়া নিরর্থক একটা অনুষ্ঠান কেন? উহা ধর্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলেই পরিণামে উপধর্মে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই; যেখানে দেখিবে ধর্মে, আমোদে ও অনুষ্ঠানে একত্র মিলিত, সেই স্থানেই উপধর্মের একাধিপত্য। ইণ্ডিয়ান মিরর আমাদিগের এই বক্তব্য পরিস্ফুট রূপে পাঠকগণের গোচর করেন নাই, না করুন, তাহাতে আমরা ক্ষতি বৃদ্ধি জ্ঞান করি না, সোমপ্রকাশ পাঠকগণ আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের এই অধিকতর ক্ষোভের হইতেছে যে সম্পাদক পণ্ডিত ভাবে লিখিয়াছেন "আমোদ প্রমোদ (নির্দোষ সন্দেহ কি?) ধর্মের অংশ।" অপর, "আত্মার যত উন্নত অবস্থা হয়, ততই আমোদ প্রমোদ ও ধর্ম এ উভয়ের যোগ হয়।" ইহাই কি উন্নত বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্মের অনুমোদিত মত? ধর্ম ও আমোদ প্রমোদ উভয়কে একত্র মিশ্রিত করিয়া সম্পাদক কি এক বিকৃত পদার্থ প্রস্তুত করিতে চাহিতেছেন? সম্পাদকের এরূপ অদ্ভুত সংস্কার কোথা হইতে হইল, বোধ হয়, তিনি শুনিয়াছেন, "আমোদ প্রমোদ ধর্ম সম্বন্ধ হওয়া উচিত।" বোধ হয় এতন্মূল হইতেই তাঁহার ঐ সংস্কার জন্মিয়াছে। যাহা হউক, ধর্ম সম্বন্ধ শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। দুগ্ধ জল যোগের ন্যায় এখানে ধর্ম ও আমোদ প্রমোদ উভয়ের মিশ্রণতার অর্থ নয়। উন্নত ধর্মের অভিপ্রেত উন্নত অর্থ এই, যেমন আমাদিগের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ন্যায়পরতা ও হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা শাসিত ও চালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদিগের নৈসর্গিক আমোদ প্রমোদ [illegible] বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে[illegible] লে অর্থ আমোদ প্রমোদের [illegible] তা শক্তি থাকে না। সম্পাদক [illegible] সম্বন্ধ শব্দের এই অর্থ [illegible] বোধ করিতেছেন না? [illegible] আর আমোদ প্রমোদ

[illegible]

চেষ্টা করিতেছেন কেন [illegible]

ইণ্ডিয়ান মিরর আমাদিগের [illegible] নয়ন ল [illegible] ভ্রান্ত প্রশ্নের যে উত্তর [illegible] য়াছেন, তদ্বিষয়ে অধিক বক্তব্য [illegible] স্পাদক যজ্ঞোপবীতের [illegible] হইয়াছেন, কিন্তু আচার্য্যের [illegible] শিক্ষার্থ ধর্মের অনুমতি [illegible] বয়সে ব্রাহ্মেরা শিক্ষার্থী হইয়া [illegible]র নিকটে যাইবেন এবং [illegible] ব্রহ্মচর্য্য করিবেন। সম্পাদক এ[illegible]র ব্যবস্থা করিয়া দিলেই আমরা [illegible] হই। সম্পাদক এস্থলে কিঞ্চিৎ অ[illegible] কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] রিতে পারেন, আমাদিগের [illegible] তিনি বলেন, ব্রাহ্মধর্মের [illegible] স্পষ্টাক্ষরে যজ্ঞোপবীত ধারণের [illegible] আছে, আমরা না দেখিয়া শুনিয়া [illegible] বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। [illegible] অতি যথার্থ। তবে আমরা [illegible] মাদিগের দোষ ক্ষালনার্থ একটী [illegible] উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু [illegible] শিত হইল, ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, আমরা ব্রাহ্মদিগের অদ্ভুত নূতন [illegible]নুষ্ঠান দেখি নাই, তাহাতেই আম[illegible] করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মদিগের পূর্ব্ব পু[illegible]রের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, [illegible] কত্বই গ্রহণ করিয়াছেন, জানি [illegible] তাঁহারা [illegible] সহিত [illegible] মাদিগের [illegible] সম্পর্ক যজ্ঞো[illegible] ধারণ করেন। এই বোধ করিয়া [illegible] ব্রাহ্মদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্বতন দর্শনীয় [illegible] শাক [illegible] করিয়াছিলাম।

সেনাপতিরা যে অনুচিত অনুষ্ঠান প্রব ক করিতেছেন, তাহা যদি সর্ব্বত্র আদৃত শ্রাদ্ধাদিকার ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্ব নিষ্ঠ হইবে বলিয়া আমরা যে আ করিয়াছিলাম, ইণ্ডিয়ান মিরর তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বলিয়াছেন জাতকর্ম্মাদিতে এক পয়সা সম্ভাবনা নাই; সত্য, আমরা বর্ত্ত ব্রাহ্মদিগের বিষয়ে সে শঙ্কা করি নাই। যাঁহারা ত জাতকর্ম্মাদি কিছু নয় ও কেবল লোক মোহনার্থ উক্ত অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। অতএব সাধারণে কেন বৃথা ব্যয় করিবেন? আমরা যে সমস্ত ব্রাহ্মদিগের বিষয়েই সে শঙ্কা করিয়াছিলাম; তাঁহারা অনুচিত অনুষ্ঠান কারিদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না তাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে সমারোহে ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন, সুতরাং বৃথা নাশ হইয়া যাইবে।

র দলের ভ্রান মিরর এক স্থানে লিখিয়াছে মরা বরা বিদ্বেষ বশতঃ ব্রাহ্মদিগকে নুতাপকরিতেছি। যাঁহারা অনুন্নত ও অপক ন অনুষ্ঠানের সপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত উপস্থিত, তাঁহার এরূপ অনুন্নত সংস্কার শ্রেণীর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ বিষয়ে আমরা তুষ্ণীভাব অবলম্বনকেই ও যথার্থ বিবেচনা করিলাম।

শ্রেণী অবশেষে মিররের একটী পরম কৌ রিতেছে বাক্যের উল্লেখ না করিয়া এ প্র স্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে আমি বলেন আমরা প্রাচীন আচার ষ্টানের সপক্ষ, অতএব তৎসংস্কার ম ... র প্রতি আমাদিগের কোন কথা বা হয়, উচিত নহে। এই লেখাটী দেখিয়া ন হিরমাগের একটী গল্প স্মরণ হইল। সময়ে এক উৎসব দিবসে এক জন আধ পাগল পথ দিয়া যাইতেছিল, পথের দুই উৎসব দর্শনার্থ যে সকল লোক দ গুয়মান হইয়াছিল, সে তাহাদিগকে ঠেলি য়া কেলিয়া দিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া এক জন সেই পাগলকে বলিল, কেমন হে তুমি ত বড় খারাব লোক, সকলকে এমন করিয়া কেলিয়া দিতেছ কেন? তাহাতে পাগল উত্তর করিল, উহারা পাগল, আমার কথা শুনে না, তাই আমি ফেলিয়া দিতেছি। আমাদিগেরও সেই রূপ ঘটনা হইয়াছে। যাঁহারা প্রকারান্তরে অনর্থকর অনুষ্ঠান রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সমাজ সংস্কারক ও উদারভাবাপন্ন হইলেন। আর আমরা তৎপরিত্যাগ করিয়া উন্নত ধর্ম্মের অনুমোদিত উন্নত ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন চেষ্টা পাইতেছি, আমরা অনুদার হইলাম!

আর এক স্থলে ইণ্ডিয়ান মিরর কিঞ্চিৎ উপহাস রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলেন, "আমরা (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) বার বার পরাস্ত হইতেছি, তথাপি আবার ভীরু স্বভাব বাঙ্গালি বালকের ন্যায় কহিতেছি, কৈ পরাজয় কর দেখি।" ইহার আর কি উত্তর দিব? যাহারা ঘেঁটু ও মাকাল পূজা করে, তাহাদিগের নিকটে কি আমরা পরাস্ত নই? তথাপি তাহাদিগকে কি আমরা পুনঃ পুনঃ তৎপরিত্যাগ করাইবার চেষ্টা পাইতেছি না? সম্পাদক কি আমাদিগকে মহম্মদের ন্যায় তরবারি ধারণ করিতে কহেন? আমাদিগের সদুপদেশই এক মাত্র অস্ত্র শস্ত্র ও সম্বল।

এস্থলে মিরর সম্পাদকের নিকটে কয়েকটী প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ হইল। যে অনুষ্ঠান দ্বারা জগতের অপকার ভিন্ন উপকার সম্ভাবনা নাই, তাহা বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুমোদিত হইতে পারে কি না? কতিপয় ব্রাহ্ম জাত কর্ম্মাদির যে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জগতের কোন উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে কি না? যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে তাঁহারই এক জন পত্রপ্রেরক ঐচ্ছিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদাচরণের আবশ্যকতা কি? উক্ত বিধ অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মেরা কি কোন উপধর্ম্মাক্রান্ত হিন্দুকে স্বদলে আনিতে পারিয়াছেন?

বঙ্গদেশীয়দিগের সবলকায় হইবার উপায়।

গত বারে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে, মনুষ্য যে দেশে বাস করে, সেই দেশের জল, বায়ু ও মৃত্তিকাদির গুণ দোষ হেতু সবল অথবা দুর্ব্বল হয়। (১) বঙ্গদেশের এই সকল বিষয়ে স্বভাবতঃ দোষ আছে, অতএব (২) বঙ্গদেশবাসিদিগের কি সবলকায় হইবার উপায় নাই? এ প্রশ্নের উত্তর এই হইতে পারে যে বঙ্গদেশের জল বায়ু মৃত্তিকাদির নির্ব্বীর্য্যকর গুণ বিনষ্ট হইয়া যাহাতে বীর্য্য রক্ষিকর গুণ উৎপন্ন হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা বাঙ্গালিদি

---

(১) পশ্বাদিও এই নিয়মাধীন রহিয়াছে। বঙ্গদেশীয় গাভি, ঘোটকাদি অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গাভি, ঘোটকাদি যে অধিকবল ও দীর্ঘকায় হয় ইহা কে না জানে?

(২) বঙ্গদেশের জল বায়ু মৃত্তিকাদি যে নির্ব্বীর্য্যকর, তাহা কাহার অবিদিত নাই। তজ্জন্য তাহা প্রমাণ করা অনাবশ্যক, কিন্তু এ স্থলে আমরা দুটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মার্টিন সাহেব বলেন যে মোগলদিগের রাজত্বকালে কোন কর্ম্মচারী সম্রাটগণের কোপে পতিত হইলে তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য বঙ্গদেশে বাস করিবার অনুমতি হইত!! মোগল সম্রাটেরা বঙ্গদেশকে অতি ভয়ানক স্থান মনে করিতেন। তাঁহাদিগের মতে বঙ্গদেশ "রুদ্ধ কারাগার, প্রেতনিবাস, পীড়ার উৎপত্তি স্থান এবং যমালয়" বলিয়া উক্ত হইত। নর্ম্মান চীবর্স সাহেব কহেন যে বঙ্গদেশকে সুস্থকর করিবার চেষ্টা না করিলে তাহা ভয়ানক মড়ক শয্যা হইয়া উঠিবে ও পৃথিবীর সমস্ত স্থানকে আপন সংক্রামক রোগে ব্যাপ্ত করিবেক।

গের উচিত। ডাক্তার এক, পি, ট্রাজ (৩) প্রকৃতির মতানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে বঙ্গদেশের জল বায়ুর দোষ অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইতে পারে বটে কিন্তু বায়ু দূষিকর গুণের উৎপত্তি হওয়া সহজ নয়। বিশেষতঃ সূর্য্যতাপ ও মৃত্তিকা ঘটিত দোষ দূরীভূত করিবার উপায় এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া কি আমরা হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব? জগদীশ্বর কি আমাদিগের বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধির কোন উপায় করিয়া দেন নাই? তিনি কি আমাদিগের প্রতি এত নিদারুণ হইয়াছেন? যাঁহার অজস্র করুণাবারি আমাদিগের প্রতি অনবরত পতিত হইতেছে, যিনি আমাদিগকে পিতা, মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহের সহিত লালন পালন করিতেছেন, যাঁহার অনুকম্পায় মনুষ্যের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সমান স্থান মধ্যে প্রায় (৪) সমসংখ্যকরূপে সংঘটিত হইতেছে, তিনি কি আমাদিগের বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধির কোন উপায় সংঘটন করিয়া রাখেন নাই?

মনুষ্য স্বভাব ও অভ্যাস এই উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। স্বভাবের শক্তি অত্যন্ত বলবতী, অভ্যাসের শক্তিও বড় ন্যূন নহে। অভ্যাসের বলে মেষ, বৃষ, ও অশ্ব স্বভাবতঃ নিরামিষ (৫) ভোজী হইয়াও মাংস ভক্ষণ করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে, অভ্যাসের বলে সর্ব্বদা পীড়াকর পদার্থের আঘ্রাণ লইয়াও মেথর প্রভৃতি সুস্থকায় দৃষ্ট হয় অভ্যাসের বলেই এতদ্দেশীয় যোগিরা কঠোর যোগ (৬) সাধনে সমর্থ হইতেন, অভ্যাসের বলে পারস্য, চীন, কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা (৭) গভীর সমুদ্রের মধ্যে হস্ত দিয়ে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল নিমগ্ন থাকিয়া মণি, মুক্তাদি সংগ্রহ করিতেছে, অভ্যাসের বলেই এক মনুষ্য শিশু শার্দ্দূল প্রকৃতি (৮) লাভ করিয়াছিল। অভ্যাসের এতাদৃশ পরাক্রম যখন নয়ন গোচর হইতেছে, তখন তাহার শরণ লইলে যে আমরা দৃঢ়কায় হইতে পারিব না, ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? এস্থলে কেবল ব্যায়ামাদির অভ্যাস প্রসঙ্গ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয় পুষ্টিকর আহারাদির অভ্যাস প্রস্তাবই প্রধান রূপে অভিপ্রেত।

নিরামিষ ভোজন অপেক্ষা সামিষ ভোজন যে অধিকতর পুষ্টিকর তাহা প্রায় সমুদায় দেশের সমুদায় শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু মনুষ্য স্বভাবতঃ নিরামিষ ভোজী অথবা নিরামিষ ও আমিষ উভয় ভোজী এতদ্বিষয় লইয়া বহুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিরামিষ ভোজন সম্পর্ক পণ্ডিতবর্গ [illegible] একটী মত (৯) [illegible] সে মতটী এই।—

"সমুদায় দেশের [illegible] ক্ষুধা সম্পাদিক, [illegible] গোপযোগী [illegible] হইয়া থাকে [illegible] গোধূম, [illegible] প্রকার ফল মূল অপর্য্যাপ্ত [illegible] মাংস অপেক্ষা শস্য ও [illegible] রতবর্ষীয়দিগের শরীর সুস্থ ও [illegible] এবং নিরবচ্ছিন্ন মাংসে আহার [illegible] হয়। [illegible] ইংরেজদিগের দেশ [illegible] পেক্ষা শীতল, তথায় [illegible] মহিষাদি পশুই অধিক [illegible] ই তাহাদের প্রধান খাদ্য। [illegible] দেশ তদপেক্ষা উষ্ণতর, [illegible] জন্মে, তেমন পশু হয় না। সেই [illegible] কার লোকে ইংরেজ ও [illegible] অল্প মাংস আহার করিলেই [illegible] কার থাকে। এক জন [illegible] লেন, ইংরেজেরা যত মাংস [illegible] ফরাসিরা তাহার অর্দ্ধ [illegible] উত্তর মহাসাগরের তীরবর্ত্তী [illegible] প্রদেশ অথবা এ মহাসাগরের [illegible] ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয় না। [illegible] কেরা কেবল মাংস ভক্ষণ করিয়া [illegible] করে। তথায় যেমন [illegible] মূলাদি [illegible] সেইরূপ শীতের প্রভাবে লোকের [illegible] রুচিও হয় না। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ [illegible] সকল ব্যক্তি তথায় গমন করিয়াছি[illegible]

(৩) ডাক্তর ট্রাজের কৃত কালকাত্তা টপোগ্রাফি নামক পুস্তক দেখিবেন এবং ডাক্তর মর্গ্যাণ চীভর্স এতদ্দেশস্থ সাধারণ জনগণের শারীরিক দুর্ব্বলতা বিষয়ক যে প্রস্তাব বেথুন সোসাইটিতে পাঠ করেন তাহা দেখিবেন।

(৪) পকক অন লাইফ ইনস্যুরান্স নামক পুস্তক পাঠ করিবেন।

[৫] খাদ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথম ভাগ ২২৮ ও ২২৯ এর পাঠ দেখিবেন।

(৬) যোগীরা যে কেবল অভ্যাসের বলে অদ্ভুত রূপে যোগ সাধনে সমর্থ হইতেন, পশ্চালিখিত গ্রন্থ পাঠে প্রতীয়মান হইবে। "এ, ট্রিটিজ অন দি যোগ ফিলজফি এন, সি পাল সব আসিষ্টাণ্ট সর্জন"।

(৭) ভিল ফিলজফি অফ রিলিজন, পাত ১০২।

(৮) অনেক দিবস হইল আমরা এক সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে এক ব্যাঘ্রী কোন প্রকারে এক মনুষ্য শিশু সন্তান প্রাপ্ত হইয়াছিল। আপন শাবকদিগের সহিত তাহাকে লালন পালন করে। ব্যাঘ্রীর দুগ্ধ পান করিয়া ব্যাঘ্রীর শাবকদিগের সহিত মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া সে বালক ব্যাঘ্রের সমস্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যাঘ্রের ন্যায় হস্ত পদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে পারিত, ব্যাঘ্রের ন্যায় বাক্‌শক্তিহীন মনুষ্যদিগের আক্রমণে তৎপর ও লোমাবৃত হইয়াছিল। কিন্তু লাঙ্গুল বিশিষ্ট হয় নাই। শীকারিরা এই শার্দ্দূল প্রকৃতি প্রাপ্ত নরবালককে ধৃত করিয়া নরব্যালয়ে আনিয়াছিল।

(৯) এই মতটীর উল্লেখ করিবা পর্য্যন্ত এই যে আমরা পূর্ব্বে যেমন বলি[illegible] মনুষ্য যে দেশে বাস করে সেই দেশের বায়ু মৃত্তিকাদির দোষ ও গুণানুসারে [illegible] বা দুর্ব্বলকায় হয়, সেইরূপ এতদ্দ্বারা [illegible] প্রাণ হইবে যে মনুষ্য যে দেশে বাস করে [illegible] দেশের জলবায়ুর উপযোগী উৎপন্ন দ্রব্যাদি [illegible] রিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। এতদ্রূপে [illegible] আহার করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত [illegible] তদ্বিষয়েও আমাদিগের বক্তব্য [illegible] হইবে।

...ানিতজন্তজন্য ফল মূল ও শস্য প্রভৃতি ...র্ত্তিত ক...। কেবল মাংস আহার অবলম্বন ...হয়, ...াছিল। ঐ সকল হিম প্রধান প্র... ...কালে অপর্য্যাপ্ত পশু, পক্ষী ও ...হওয়া যায়। তাহাতেই লোকের ... আহারের সংস্থান হয়। তাহারা ... মেষ ও মাংস যুক্ত করিয়া ... শীতস্থানে তাহা অত্যুপাদের ...কারেরও ভোজন করে (১০)। "এই মত মান ব্রাহ্ম অভিপ্রায়ে নিরামিষ ভোজন নাই, ...। "যে সকল দেশে শস্যাদি ...জন্মিয়া ... না, কৃষি শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধিমান সকল ... সে স্থানে অবস্থিতি করাই বা তাঁহারা ... সিদ্ধ ?" "ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ...্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া সে সকল ...যথায় ভোজী ব্যক্তিদিগের বাস করিয়া ...া ... ভাবিত নহে। এক্ষণেও প্রবর্ত্তন... নামক অতিশয় শীতল দেশের পারিয়া ... আছেন যব, রাই ওট এই ঐ সকল ... এবং গোলআলু যথেষ্ট উৎপন্ন ঢাকা ন... এক প্রকার হরিণ জন্মে, ...ইহা...ও পান করা যায় (১১)।" ... উভয় পক্ষের মত উদ্ধৃত ...বিবাদে আপনাদিগের বক্তব্য ...হইবে।

[...]তন পুস্তক ও পত্রিকা।

[ক]লিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সি[পাল] কাউয়েল সাহেবের কৃত চার্ব্বাক দ[র্শনের] [ই]রাজী অনুবাদ। ইহা মাধবাচার্য্যের [সর্ব্ব]দর্শন সংগ্রহ হইতে সংকলিত ... যে সময়ে দেবগণ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ...তি-নিবৃত্ত হন, তৎকালে কলির অনু... ...তিত দেবতাদিগের সাক্ষাৎ হয়, ...তাবলম্বী উহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার বক্তাদিগের কথোপকথন হয়। ... উভয় নৈষধে চার্ব্বাক মত ভুলি...

...কুমন কন্‌ষ্টিটিউশন অফ ম্যান মা... ...কর্ত্তার এই মত।

...বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির ...ধ্যের তত্ত্ব বিচার। প্রথম ভাগ ২০৩ ...ওয়ামাতপাড়া।

...য়াছেন। কাউয়েল সাহেব স্বকৃত প্রস্তাবের শেষভাগে তাহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চার্ব্বাকেরা পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি ভূত স্বীকার করে। তাহারা বলে এই চারি ভূতের যোগে দেহ সৃষ্টি ও সেই দেহের চৈতন্য শক্তি উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা ও লোকান্তর নাই, এবং যাগযজ্ঞাদি জীবিকার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

বৃহস্পতি দৈত্যদিগের মোহনার্থ এই মতের সৃষ্টি করেন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে "চার্ব্বাক" এটী সাধারণ সংজ্ঞা। এতন্মতাবলম্বী যাবতীয় ব্যক্তিকেই চার্ব্বাক বলা যায় এতৎ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তয়িতা চার্ব্বাক নামে এক ব্যক্তি ছিলেন তাহার নাম হইতেই সাধারণ নাম হইয়াছে।

২। রহস্য সন্দর্ভ। ইহা একখানি মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ভর্ণাকুলর লিটরেচর সোসাইটী ও ভার্নিকিউলার লিটরেচর সোসাটীর আদেশানুসারে ইহা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিবিধার্থ সংগ্রহ রক্ষিত পূরণ করাই পত্রিকা প্রচারকদিগের উদ্দেশ।

প্রথম সংখ্যাটী আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখন ইহার গুণদোষ বিচার করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমাদিগের মতে একখণ্ড দেখিয়াই গুণ দোষ পরীক্ষা সাহস স্বীকার বিধেয় নয়। তবে আপাততঃ আমরা ইহার প্রশংসাস্থলে এই মাত্র বলিতে পারি, লেখকেরা যদি অধ্যবসায় সম্পন্ন হন, ক্রমে ইহা বিবিধার্থ সংগ্রহের পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এস্থলে সম্পাদককে একটী বিষয়ে সাবধান করা আবশ্যক হইল, তাঁহাকে কিছু অতিরচনাপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে। "সুখ কি ?" এইশিরোনাম দিয়া যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এমনি অতিরচনা প্রিয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে মূল কথায় ভ্রম জন্মিয়াছে। প্রস্তাব লেখক সুখাকেই রাজ প্রসাদ নির্ম্মাণ ও রাজ্য জয়াদির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার হেতু স্বতন্ত্র। যেরূপে প্রস্তাবের উপক্রম উপসংহার করা হইয়াছে তাহাতে এখানে সুখ শব্দে ইচ্ছামাত্র বুঝাইতেছে না।

৩। স্তুতিমালা। ইহা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাহসপত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের উপাসনা প্রার্থনা ও স্তুতি প্রভৃতি আছে।

আগত।

২৯এ মাঘ মঙ্গলবার।

জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্টির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে কে না বিস্ময়াপন্ন হয়েন? কুষ্টিয়া হইতে ছাড়িয়া দেখিলাম দ্বীপের ন্যায় এক এক খানি গ্রাম, তদ্ভিন্ন সকলি জল ও মরু ভূমির ন্যায় প্রশস্ত চড়া। এখানে আমাদিগের আর এখন পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদিগের কথা মনে নাই। এখানে এখন কেবল প্রকৃতিদেবীর সহিত পরিচয় হইতেছে। অদ্য আবাধ্যা নামক একটী ক্ষুদ্র বন্দরে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। ৩০এ বুধবার প্রাতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত নাজিরগঞ্জে উপস্থিত হইলাম, তথায় শুনিলাম এস্থল সাহেবের একটী নীল কুঠী এবং নীলকরদিগের প্রথা অনুসারে তাঁহার প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করা আছে। এখানকার জল বায়ু তত উৎকৃষ্ট নহে। ইহার নিকটস্থ কামারহাটি পশ্চিকেউ দেপুর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম নীলকর ও আর একজনকে পত্তনি দেওয়াতে প্রজাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এখানে কৃষক ও সামান্য ব্যবসায়ী অধিক, চাকুরে অতি অল্প। লেখা পড়ার অনুশীলন নাই বলিলেই হয়। বুধবার আমনেড়ে নামক স্থানে অবস্থিতি করা হইল। ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পাবনা ছাড়িয়া যমুনা দিয়া ফরিদপুর ডান হাতে রাখিয়া ঢাকা জেলায় প্রবেশ করিলাম। অদ্য গোয়ালপাড়ায় অবস্থিতি হইল। ২ রা ফাল্গুন শুক্রবার নৌকা ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জে উত্তীর্ণ হইলাম।

এই স্থানের উত্তর সীমা জাগীর, পশ্চিম নবগ্রাম, দক্ষিণ মত্তগ্রাম, পূর্ব্বে ধলেশ্বরী নদী এই নদী যমুনা হইতে নিগত হইয়া সাভার ও কলাবেড়ে দিয়া বুড়ি গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, ভূমি বালুকাময়। বালি সংযুক্ত নদীর জল প্লাবিত হইয়া শস্যোৎপত্তির অত্যন্ত ব্যাঘাত করিয়া থাকে।

চৌকিদারী বহির লিখিত মাণিকগঞ্জ

থানার অধীন ১৭২৮ ঘর বসতি। মনুষ্য সংখ্যা প্রায় ৬১২৭০। চৌকিদারের সংখ্যা ২৮১। এখানে হিন্দু মুসলমান দুই প্রকার জাতি বাস করে। তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ অধিক, কৃষকেরা নিতান্ত পরিশ্রম পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু অর্দ্ধেক লোক ব্যবসায়ী, ৪আনা চাকরে এবং ৪ আনা লোক কৃষি কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখানে অনেক সংস্বভাব লোক আছেন বটে কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদা বাটীতে বাস করিতে পারেন না বলিয়া দেশের সম্যক উন্নতি হইতেছে না। এখানকার অধিকাংশ লোক বিদেশীয়দিগের সহিত কথোপকথন করিতে ভাল বাসেন। রাস্তা ঘাট প্রভৃতি তত উৎকৃষ্ট না হউক কিন্তু গঞ্জে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেকেই আমার হাতের কার্পেটের ব্যাগটি দেখিয়া ইটি কি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে এবং এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।

এই গঞ্জে এবং গঞ্জ হইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত দুটী ইংরেজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। গঞ্জের স্কুলটি অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে স্থাপিত। আমি প্রায় দুই ঘণ্টা বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম বিদ্যালয়টীর সদৃশ উন্নতি সাধন হয় নাই। পূর্ব্বে যে সকল শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদিগের দ্বারা কিছুই হয় নাই তবে এক্ষণে যে দুই জন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা উন্নতি করিলে করিতে পারেন। বিদ্যালয়ে ৫৮ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। অদ্য ৪১ জন আগত ছিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক হইবে ছাত্রদিগের বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বক্তৃতা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। দ্বিতীয় স্কুলটি নিতান্ত মন্দ নহে গঞ্জের স্কুলের শিক্ষকেরা আমার সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিলেন। এখানে এক টী নীল কুঠী আছে। জি পি ওয়াইন সাহেব ইহার কর্ত্তা, ইহার কর্ম্মচারীদ্বারা প্রজাদিগের প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ অত্যাচার হইয়া গিয়াছে এখন তদ্রূপ হয় না। এখানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের কাছারি, ডাকঘর এবং একটি থানা আছে। ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বিপিন সাহেব অতি ভদ্র লোক। ইনি এ স্থানে নূতন আসিয়াছেন। বোধ করি ইহার সুবিচারে ক্রমে সকলেই সন্তুষ্ট হইতে পারে। তবে আমাদিগের (সকলের না হউক) হাতে টক আছে। এখানকার কোতোয়ালীর পেস্কারের কিঞ্চিৎ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। শুনা গেল এখানকার মুন্সেফ তত পাকা লোক নহেন। তাঁহার বিচারে লোকে তুষ্ট নহে। অত্রত্য নায়েব দারোগা হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা আছে। এই মাণিকগঞ্জে প্রায় চল্লিশ বারেরও অধিক হইবে গৃহ দাহ হইয়া অনেকের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখানে শিবরাত্রি উপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে ৮। ১০ দিন পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য বিক্রয় এবং বহুলোকের সমাগম হয়। এখানে রামকৃষ্ণ মুন্সী নামক একজন সম্পন্ন বৈদ্য বাটীতে অতিথি সেবার নিয়ম করিয়া বিদেশে চাকরী করিতে গিয়াছেন, কিন্তু বাটী রক্ষকেরা তাহা সম্পূর্ণ রক্ষা করিতেছে না।

প্রাপ্ত।

মেহেরপুর। ১৩ ই ফাল্গুন, ১২৮৯ সাল।

১। মেহেরপুর প্রসিদ্ধ বলরাম হাড়ির জন্মভূমি। উক্ত ব্যক্তি এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করে। তাহা বলরামচন্দ্রের ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। এরূপ প্রবাদ আছে যে, উক্ত ব্যক্তি, বীরভূম, বর্দ্ধমান, কলিকাতা, নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি অনেক জিলাতে অনেক শিষ্য করিয়া গিয়াছে। প্রায় ৩।৮ বৎসর হইল, বলরাম হাড়ি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বলরাম প্রথমে অতি সামান্য লোক ছিল। এই গ্রামের চৌকিদারী করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অনন্তর কোন কারণ বশতঃ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ইহার মৃত্যুবিষয়েও নানা রূপ আশ্চর্য্য কথা প্রসিদ্ধ আছে। এই ব্যক্তি মরিবার তিন দিন অগ্রে বলিয়াছিল যে, আমি অমুক দিন এতক্ষণের সময় দেহ ত্যাগ করিব। তখন ইহার শরীরে কোন রোগের চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। পরে বাস্তবিকও সুস্থ থাকিয়া পূর্ব্বকথিত সময়ে দেহত্যাগ করিল। তাহার [illegible] শরীর [illegible] [illegible] শিষ্য [illegible] করে মৃতশরীর [illegible] [illegible] রক্ষা করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাখে।

ইহার ধর্ম্ম [illegible] আছে বলিয়া আমরা [illegible] [illegible] উক্ত [illegible] নামক [illegible] জিজ্ঞাসা করি [illegible] বোধ হইল যে, ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করে, [illegible] অস্বীকার করে, এবং [illegible] [illegible] আপত্ত করে। কিন্তু ইহারা [illegible] না। ইহাদিগের মধ্যে [illegible] বিদ্যাশূন্য, এবং [illegible] শ্রবণ করিয়া [illegible] কেই এক মাত্র [illegible] ইহার পৌত্তলিক [illegible] বলিলেও বলা যায়। [illegible] প্রকার [illegible] আর পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক [illegible] বলিয়া পরিচয় দেয় এবং [illegible] অবতার বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে।

২। এক্ষণে অত্রত্য [illegible] হইয়াছে। ১০ই ফাল্গুন রাত্রি প্রায় [illegible] পল্লীতে অগ্নি লাগিয়াছিল। [illegible] প্রায়ই লোকের যথাসর্ব্বস্ব [illegible] বিশেষতঃ এইরূপ অগ্নি রাত্রিতে [illegible] সংঘটিত হওয়াতে অপর কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই কারণ উক্ত সময়ে অধিকাংশ লোকই নিদ্রিত ছিল। সুতরাং লোকাভাবে বারি দিতে না পারাতে সমুদায় জন্য সঞ্চিত গৃহ সম্পূর্ণ ভস্মশেষ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনায় প্রায় ৩।৪০ ঘর পুড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে এক ব্যক্তিরও প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

সম্প্রতি এক ঝাঁক পঙ্গপাল মথুরায় আসিয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে বাতাসের অতিশয় জোর থাকাতে তাহারা শস্য ক্ষেত্রে বসিতে পারে নাই।

ঢাকা নিউস বলেন পোলিস ইনিস্পেক্টর জেনেরল সি, এফ, কার্ণেক সাহেব আগামি মে পর্যন্ত তথায় উপস্থিত হইবেন।

লাহোর ক্রণিকল বলেন মুলতান হইতে একদল পঙ্গপাল আসিয়া লাহোর ব্যাপ্ত করিয়াছে।

তিনি আরো বলেন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তথায় পীড়িত ইউরোপীয়দিগের জন্য একটী চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বাঙ্গলার পোষ্ট মাষ্টার জেনরল কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার দুটী পোষ্ট আফিস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন ঐ আফিস এক্ষণে পরীক্ষা স্থলে থাকিবে, যদি উত্তম রূপে কার্য্য চলে তাহা হইলে চিরস্থায়ী হইবে।

মহীসুর বেকর্ডার বলেন স্কুলের প্রধান লোকেরা তথাকার বালকদিগের পাঠগৃহ নির্ম্মাণার্থ একটী চাঁদা করিয়া ৯০০০ টাকা তুলিয়াছেন, অবশিষ্ট ব্যয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

হরকরার নূতন সম্পাদক হটন সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন। আগামি সোমবার অবধি সম্পাদকীয় কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন। ইনি হরকরার পূর্ব্ব সম্পাদকদিগের পথের পথিক না হন এই আমাদিগের অনুরোধ।

২০এ ফাল্গুন বুধবার।

ফিনিক্স বলেন, ভারতবর্ষের রাস্তা প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত লোকাল ফণ্ড হইতে ১৮৭১ ৭২ অব্দে ৩১৮৮০০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

পুনা অবজারবর বলেন হায়দরাবাদে পুরাতন গৃহাদির সংস্কার ও নূতন গৃহাদির নির্ম্মাণে ২৫৩৭৫১ টাকা ব্যয় হইয়াছে

জর্জ্জ কাবেল সাহেব কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচার পতি হইয়াছেন।

হরকরা বলেন, আগামী মে মাস পর্যন্ত অযোধ্যা প্রদেশের ব্যয় সংক্ষেপ কর হইবে, স্থির হইয়াছে।

তিনি আরো বলেন, মরিসস দ্বীপের নিকটে সি, এল প্রেবাইট নামক জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে ১১০০০ থলিয়া শস্য নষ্ট হইয়াছে।

তিনি আরো বলেন, কাশী পর্য্যন্ত রেলওয়ে যে, হাতে এক দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি হইতে [illegible] কোম্পানি দ্রব্যাদি স্থানান্তর ক[illegible] অসমর্থ হইয়াছেন।

আধা কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের চৌরঙ্গি গেটের নিকটে জনষ্টন সাহেব গোমযানে উথিত হইয়াছিলেন, দুই জন বাঙ্গালি ও এক জন উড়িয়া [illegible] প্রত্যেকে ২০০ টাকা প্রদান করিয়া সেই যানে আরোহণ করেন। বাঙ্গালিরা ক্রমে সাহসের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কর্ণ্ণেল পেকটাল ও আর এক জন কবিরাজ [illegible] জন অহিফেনের বণিকের নিকটে উৎকোচ লইয়া টেলিগ্রাফে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করাতে তাহাদিগের এক বৎসর করিয়া মেয়াদ হয়। তাহারা মুক্ত হইয়া, নীমচাঁদ মেলাপ চাঁদ নামক এক জন বণিকের নামে উৎকোচ দিয়াছে বলিয়া নালীশ করাতে বণিককে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। দেখা যাউক, উৎকোচদাতা অথবা উৎকোচ গ্রহীতা ইহার মধ্যে কাহার দণ্ড গুরুতর হয়।

দক্ষিণ মহারাষ্ট্র নিকৃষ্ট ভূমির বন্দবস্ত শেষ হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি সর বার্টল ফ্রিয়ার তত্রত্য পবলিক ওয়ার্কের অপব্যয় নিবারণার্থ সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। বঙ্গদেশে শতকরা ২৫ টাকা কর্ম্মচারি প্রভৃতির বেতনের জন্য ব্যয় হয়, কিন্তু সিন্ধুর কোন কোন স্থানে শতকরা ৩৪ অবধি ৭৬ টাকা কেবল তত্ত্বাবধারণের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। এই জন্য তিনি কাণ্ট্রাক্টর দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে, কিন্তু পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট অদ্যাপিও যেমন তেমনি রহিয়াছে।

চীনদেশীয় এক পত্র দ্বারা জানাযাইতেছে, কোচিন চীনে ফরাশীরা অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। কোচীন চীনের সম্রাট সন্ধি ভঙ্গ করিয়া সেগন আক্রমণ করিয়াছেন। ফরাশী বণতরির অধ্যক্ষ জলিমস্ত সাহেব হইতে যাবতীয় ফরাশী সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। আমরা যত বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছি, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে ১৮৫৭ অব্দে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের যে প্রকার বিপদ হইয়াছিল ফরাসিদিগের এক্ষণে সেগনে সেপ্রকার হইয়াছে। ফরাশী সম্রাটের উপনিবেশ সংক্রান্ত রাজনীতি উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু একটি প্রধান দোষ লক্ষিত হইতেছে তিনি এককালে ভারতবর্ষের ন্যায় এক বৃহৎ সাম্রাজ্য অধিকার করিতে চাহিতেছেন।

২২এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

বোম্বাই গেজেট বলেন তত্রত্য সত্য প্রকাশের সম্পাদক বাবু করষণদাস মুলজী মহারাজ ঘটিত বিষয়ে অতিশয় সাহস ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করাতে তাঁহাকে কোন স্মরণীয় চিহ্ন প্রদান করা হইবে। তন্নিমিত্ত এক সভা হইয়া তৎক্ষণাৎ ৪০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা আছে। এ সকল বিষয়ে বোম্বাই বঙ্গদেশকে অনেক নীচে ফেলিয়াছেন।

আগরার দরবারে একটি মনোহর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। টিকারির অষ্টম বর্ষীয় বালক রাজা কর উত্তোলন করিয়া লার্ড এলগিনকে বলিলেন, তিনি পিতৃ হীন, অতএব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রক্ষা কর্ত্তা। লার্ড এলগিন বালকের স্কন্ধদেশে সাদরে হস্তক্ষেপ করিয়া বলিলেন গবর্ণমেণ্ট তদর্থ সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবেন। এস্থানে ইহা বলা কর্ত্তব্য টিকারির মৃত রাজা কেবল সাহেবকে বিদ্রোহ কালে রক্ষা করেন, বিদ্রোহিরা বারম্বার তাঁহাকে সমর্পণ করিতে বলাতে রাজা বলিয়াছিলেন "আমি তোমাদিগের হস্তে আমার এক মাত্র পুত্রকে সমর্পণ করিতে পারি কিন্তু শরণাগত ব্যক্তিকে দিতে পারি না।" এই বালক সেই [illegible]

সম্প্রতি জয়পুরের রাজা ও তাঁহার [illegible]ত শিব দীন শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন।

গত বৎসর মাদ্রাজে ১১,৫১,০৭,৮৮৩ [illegible]কার বাণিজ্য হইয়াছে। গত বৎসর [illegible] এবার ১,১৪,১৫,০৬৯ টাকা অধিক হইয়াছে [illegible]

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন কোর্ট [illegible] কর্ণেল ক্লাস ও পেযাটার আফিস [illegible] সর হিউরোজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ [illegible]ছেন। কর্ণেল ক্লাসকে বোধ হয় পদ [illegible]তে হইবে।

লার্ড এলগিন বৃন্দাবনের মন্দির [illegible]দের সংক্রান্ত বহু সকল দর্শন করিতে [illegible]লেন।

বোম্বাই সটর্ডে রিবিউ বলেন কুম্পনীর [illegible] রিবর্তে হায়দরাবাদ হইয়া রেইলওয়ে [illegible] যাইবার বিষয়ে লার্ড এলগিনের [illegible] সর বার্টল ফ্রিয়ার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন [illegible] হায়দরাবাদ হইয়া রেইলওয়ে করিলে [illegible] উপকার হয়।

আমরা শ্রবণ করিলাম সর [illegible] তম হুণ্ডির (নদি অর্ডার সিষ্টেমের) দ্বারা [illegible] উপকার হইয়াছে, জানিতে চাহিয়াছেন [illegible]ত্তি এক শত টাকার ন্যূন হওয়াতে [illegible] সকলেই পূর্ব্বতন কালেক্টরী হুণ্ডির জন্য [illegible] না করিতেছেন।

ইংলিসম্যানের সিরিয়াল [illegible]ন, সম্প্রতি লাইভরপোল [illegible]লিকের সমক্ষে ৩০০০ স্বর্ণ মুদ্রা [illegible]ছে। মুলতান [illegible] হইয়াছে এ [illegible] সস্তা হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া [illegible] নীলকর বাগ্মীয় ম কম [illegible] তাহার দ্বারা ব্যয়ের অনেক [illegible] নাকম ভগ্ন হইলে তাহার [illegible] পাতত্য কিছু কষ্ট হইতেছে বটে, [illegible] শীঘ্র দূর হইবার সম্ভাবনা আছে [illegible] এ উক্তিকে কি সর্ব্বের দ্যাপিনী [illegible] হেন?

উক্ত পত্রের সম্পাদক [illegible] সাহেব কণ্ট্রাক্ট বিলের [illegible] বিষয়ে [illegible] "আমরা এদেশে থাকিয়া [illegible] বুঝিতে পারিতে ছি না [illegible] কি [illegible] হিত যাবতীয় নীলকর, [illegible] ও নিবন্ধী কণ্ট্রাক্ট বিলের [illegible] [illegible] ন। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে আইসেন [illegible] কণ্ট্রাক্ট বিলের কথা বলেন। কিন্তু [illegible] কণ্ট্রাক্ট বিলের বিরুদ্ধ বক্তৃ সমান রহিয়াছে [illegible] বল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় [illegible] দৈর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করিবার [illegible] ধরিয়াছেন। ব্যারেষ্টরের এক্ষণে [illegible] ক্ষমতা নাই, এবং লোকে তাঁহাকে [illegible] না। দেওয়ানী দোষে কোজদারি দণ্ড [illegible] র ভঙ্গকারীকে মেয়াদ দেওয়া, [illegible] আমাদিগের যে সংস্কার হইয়াছে [illegible] ই যাইতেছে না। অপর গবর্ণমেণ্টের [illegible] রুঃশুও অদ্যাপি ভারতবর্ষে থাকার [illegible]

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

[illegible]চন্দ্র [illegible]প্রেরিত পদ্য গুলি আমাদিগের মনোনীত হইল না।

"ব্রাহ্ম" এই স্বাক্ষরিত পত্রে ব্রাহ্মদিগের অসঙ্গত নিন্দা করা হইয়াছে, এই কারণে উহা পরিত্যক্ত হইল।

রামহরিদেবের পত্র আমাদিগের মনোনীত হইল না।

কেদার বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়া মেদিনীপুর হইতে যে পত্র আমাদিগের নিকটে আসিয়াছে আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম না, কারণ কেদার বাবু বিধবা বিবাহ বিষয়ে যথে চিত্ত সাহায্য করেন নাই, পত্রপ্রেরকের এক প্রকার তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহোদয়েষু

মহাশয়! উক্ত পদারূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন মহৎ গুণ দর্শন করিলে মনে একটী অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়। সম্প্রতি "মাতঙ্গীনার" ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যা-[illegible] "[illegible]" উপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি কয়েক ব্যক্তিকে এখানকার স্কুলের কথা বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া এক দিন স্কুলে গিয়া প্রায় [illegible] কাল আনন্দের [illegible] প্রত্যেক বালকের পরীক্ষা লইয়া এখানকার সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি লিখিয়া গিয়াছেন। [illegible]—"আমি অদ্য এই শ্রীপুরের বঙ্গ বিদ্যালয় সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। বালকেরা স্ব স্ব পাঠ্য পুস্তকের যে রূপ [illegible] করিল ইহাতে তাহাদিগের মনোযোগ ও মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল, বিশেষতঃ অনেকেই উত্তম [illegible] দ্বারা শুভঙ্করী উক্ত বিষয় শিক্ষা করার পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রথম শ্রেণীর বালকেরা ব্যাকরণ বিশিষ্টরূপ শিক্ষা করিয়াছে এবং [illegible] বিষয়েও প্রগাঢ় শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিল। নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ বালকই অবিকল স্ব স্ব পাঠ্য পুস্তকের আবৃত্তি করিল. অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই যে একটী বালিকাও ঐ বালকদিগের এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট থাকিয়া স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ দর্শন করাইল। অতএব আমি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible] ও শিক্ষা প্রণালীর প্রচুর প্রশংসা করি পরিশেষে শ্রীপুর গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্র সন্তানদিগকে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সমুচিত যত্ন প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করি ও প্রত্যাশা করি অচিরাৎ এই বিদ্যালয়টী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করুক" [illegible] এই [illegible] পদের জন্য যথার্থ তত্র সমাজ [illegible]। [illegible] ১২৬৯ সাল ২৯এ মাঘ

মহাশয়! ইহা দ্বারা আমাদিগের স্কুলের যে কত উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। নিবেদন ইতি।

সন ১২৬৯ সাল। ৬ই ফাল্গুন

শ্রীনীলকান্ত দত্ত

শ্রীপুর বঙ্গবিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়েষু।

২৬এ ফেব্রুয়ারি বেথুন সোসাইটী সভায় "সেকসনাল মিটিঙ্গের" প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। লোক সংখ্যা বড় অধিক হয় নাই, বড় অল্পও হয় নাই। আট টার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সভা আরম্ভ হইলে ডক্ সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া কহেন "আমরা এত দিন পর্য্যন্ত কোন কোন সভ্যের মৃত্যু, কাহার কাহার পীড়া এবং অপরের স্বদেশগমন হেতু এই সভা আরম্ভ করিতে পারি নাই। যাহা-হউক একণে আমরা সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাদিগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই সেকসনাল মিটিঙ্গের সভাপতি মিং ই, বি কাউয়েল. এম, এ হিন্দু দর্শন বিষয়ক যে প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন, ইহা নিতান্ত উপযোগী ও অতিশয় উপকারজনক।

মহাত্মা কাউএল সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন গত বৎসর এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর সভার যাদৃশ উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল, এ বৎসর তাদৃশ নহে। এই বিষয়ের দোষ আমি নিজ স্কন্ধেই লইব, কেন না আমি কালেজের কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিয়া এবিষয়ে সমধিক মনোযোগ করিতে পারি নাই, কিন্তু এই বলিয়া সভ্যেরাও যে দোষের ভাগী নন এমত নহে, তাঁহাদেরও সবিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। যাহা হউক, আমি এক্ষণে হিন্দু দর্শন বিষয়ক একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা নিতান্ত উপকার জনক, সন্দেহ নাই। ইহাতে শৈব দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞান দর্শন, রসেশ্বর দর্শন, এবং বৈশেষিক দর্শন এই চারিটি দর্শনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই চারিটি বিষয় সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থ হইতে লিখিত। মাধবাচার্য্য নামক এক জন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ মূল সংস্কৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ করেন, একণে সেই গ্রন্থ সংস্কৃত কালেজের দর্শনের অধ্যাপক বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিয়াছেন। এই প্রস্তাব ঐ বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে নীত। মাধবাচার্য্যের বিষয় জানা নিতান্ত আবশ্যক। এবং তিনি কোন সময়ে ছিলেন তাহাও অবগত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনোপযোগী। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত দর্শনের এবং অপরাপর শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন হয়। ভারতবর্ষস্থ সমস্ত অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন লোক সমূহের ন্যায় মাধবাচার্য্যের কেবল নাম মাত্র আছে, তদ্বিষয়ক কোন লিখিত ইতিহাস নাই, কেবল পশ্চাল্লিখিত কিংবদন্তী মাত্র প্রচলিত আছে।

যে সময়ে হিন্দুস্থান যাবনিক সম্রাট তোগ-লক কর্ত্তৃক শাসিত হয়, সেই কালে কথিত সম্রা-টের সাতিশয় প্রচণ্ড [illegible] দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কয়েকটী রাজ বিদ্রোহ ঘটনা হয়। [illegible] একটী মধ্য ভারতবর্ষে এবং আর দুটী [illegible] দক্ষিণ ভাগে। এই শেষোক্ত [illegible] গহ রাজ বিপ্লবে দুটী স্বতন্ত্র রাজ্য [illegible] হয়। তাহার অন্যতর বিজয় নগর। [illegible] নগরের সংস্থাপন কর্ত্তা মাধবাচার্য্য। [illegible] আর একটী নাম বিজয়নন্দ। মাধবাচার্য্য [illegible] ব্রাহ্মণের পুত্র। বাল্যকালাবধি তাঁহার [illegible] লসা অতিশয় প্রবল ছিল। ক্রমে [illegible] হইলে দেখিলেন যে তাঁহার বহু [illegible] অর্থ সমাগম হইল না। ইহাতে [illegible] পরিশেষে তিনি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। এতদবস্থায় [illegible] কাৎ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতে [illegible] করিলেন, মাধব তাহাতে উত্তর দিলেন যে তিনি একণে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন, [illegible] তখন তাঁহার অর্থের প্রয়োজন কি? [illegible] লক্ষ্মী কহিলেন যদি তিনি পুনরায় [illegible] প্রবিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি এক [illegible] লোক হইবেন। ইহাতে মাধব সম্মত হইয়া [illegible] গুলি দিয়া সংগ্রহ করিলেন, এবং [illegible] নাম ধারণ পূর্ব্বক সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সম্রাট তোগলকের [illegible] দক্ষিণদেশীয় সমস্ত লোক তাঁহার [illegible] মুক্তি পাইবার জন্য প্রস্তুত প্রায় ছিল এবং [illegible] ব তাদৃশ জনগণের রাজা স্বরূপ হইয়া [illegible] যাহা হউক অবশেষে বিজয় নগর সংস্থাপন [illegible] স্থির এই নির্দ্ধারিত হইল যে, এক [illegible] মুহূর্ত্ত থাকিতে যে প্রস্তরের উপর প্রথম [illegible] ঠিবে সেই প্রস্তর খানি স্থাপিত করিলে [illegible] তাহা হইলে ঐ নগর চিরস্থায়ী হইবে। [illegible] প্রস্তর খানি স্থাপিত হইলে পর [illegible] ঠিক সময়ে তাহা বসান হয় নাই, [illegible] ব করিলেন ঐ নগর চিরকাল না থাকিয়া [illegible] ল ৩০০ শত বৎসর মাত্র থাকিবে। এইরূপে [illegible] জয় নগর সংস্থাপিত হইল। [illegible] বৈশাখ [illegible] বৃহস্পতি ঐ নগরের জন্ম দিন। [illegible]

বিজয় নগর সংস্থাপন করিয়া মাধব তাহাতে আধিপত্য করিতে না পারেন, এবং নিজ লোকা-ন্তর প্রাপ্তির পর পেকো রাও নামক এক ব্যক্তিকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু অনেক তাম্র [illegible] ধৃতলিখিত শাসন দ্বারা সপ্রমাণ হয়, যে পেকো রাও এবং মাধবাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে এবং অপরাপর প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে মাধবাচার্য্য পেকো রাওকে উত্তরাধিকারী না করিয়া, তাঁহাকে রাজা করিয়া আপনি তাঁহার মন্ত্রিত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য তদ্দ্বারা সাধিত হইত। এই সকল কার্য্যে কালেও তিনি শাস্ত্রালোচনায় যে রূপ রত ছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে যথার্থ [illegible] রাজ্য সংক্রান্ত নিতান্তচিন্তাসঙ্কুল কার্য্য বাহির মধ্যেও তিনি গ্রন্থ লিখিতে সময় পাইয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক যে সকল গ্রন্থ [illegible] ও [illegible] [illegible] হইয়াছিল এবং যাহা [illegible]

. সে সমস্তই নিতান্ত মহোপকারক। তিনি ঋক্ ও সামবেদের টীকা করেন; ব্যবহার ক এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, পাণিনিকবণের টীকা এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ক সমস্ত হিন্দু দর্শনের সার গ্রহণ করিয়া খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রচুর রূপে উৎসাহ ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কালে সংস্কৃত র পুনর্জ্জীবন সঞ্চার হয়। এস্থলে ইহাও গত হওয়া আবশ্যক যে এই সময়ে ১৪০ খৃঃঅব্দ) ইউরোপে সাহিত্যের আলোচনার পুনরারম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপের সমধিক উপকার হয়। তাহার তু এই যে, ভারতবর্ষে বিদ্যাচর্চ্চার পুনরারম্ভ লে পর সেই পুরাতন বিষয়েরই আন্দোলন হইয়াছিল: কোন নূতন ভাবের সমাগম হয় নাই। সুতরাং কোন অভিনব বিষয়ের আবিষ্কার না হইয়া কেবল সেই পুরাতন বিষয় এক নূতন রূপ মাত্র ধারণ করিয়াছিল। ইউরোপে বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে নূতন বিষয়ের ক্রমশঃ সমাগম হইয়াছিল। তাহাদিগের বিদ্যা গ্রীস, , পেলেষ্টিন এবং বোগদাদ নগর হইতে অংশে নীত হইয়াছিল। বার্ত্তাশাস্ত্রে কথিত হু যে, কোন জাতির ধন কেবল দেশীয় উৎকৃষ্ট সামগ্রীর বিক্রয়ে এবং অন্যদেশে প্রেরণে হয় না। অপরদেশীয় উৎপাদিত সামগ্রী দেশে আনয়ন করিতে হয়। বিদ্যাবিষয়েও রূপ। কেবল স্বদেশীয় পুরাতন ভাব সমূহে আলোচনা করিলে বিদ্যার প্রচুর পরিমাণে হয় না। অপরদেশীয় নব নব উৎকৃষ্ট ভাব দেশীয় বিদ্যায় সংযোগ করিতে হয়, তা হইলে দেশীয় এবং অন্যদেশীয় অভিনব একত্র হইয়া তাহার এক নূতন রূপ হয়। দেশে বিদ্যাচর্চ্চার পুনঃসঞ্চার করিবার জন্য পুরাতন বিদ্যা ও ইউরোপীয় অভিনব [illegible] আবিষ্ক্রিয়া সমস্ত সংশ্লিষ্ট করিয়া [illegible] তত্ত্বের উদ্ভাবন বিষয়ে অকৃতী যুবক [illegible] সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিতান্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। তৎপরে [illegible] দর্শন বিষয়ের প্রস্তাবের কিয়দংশ পাঠ [illegible]।

[illegible] বক্তৃতা সমাপন হইলে বাবু কালীকৃ[illegible] একটু বক্তৃতা করিলেন, তৎপরে [illegible] ঐ বিষয়ে কিছু বলিয়া সভা ভঙ্গ [illegible]।

শ্রীরামচন্দ্র হালদার
সাং কালীঘাট

মান্যতম শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

দয়া আমাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তি, এই স্বাভাবিক বৃত্তির অনুগামী হইয়া আমরা ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসুকে জল এবং বিপন্নকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকি। মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্ম এবং বহুবিধ সম্প্রদায় আছে, কিন্তু এমত কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় নাই দরিদ্রকে সাহায্য না করা যাহার উপদেশ। যে যে প্রকার অবস্থার লোক হউক না কেন, তাহার কিঞ্চিৎ দান আছেই আছে, এমন কি ভিক্ষুক ভিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জিত ধন বা সামগ্রীও অন্য দরিদ্রকে দিয়া সাহায্য করিতেছে। অতএব পরের দুঃখ নিবারণ যে মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং এই বিষয় লইয়াও কোন বিবাদ হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে কি প্রকারে দান করিলে যথার্থ দুঃখিদিগের প্রকৃত উপকার হয়? এই প্রশ্ন শুনিতে অতি সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিকে ইহার উত্তর প্রদান করিতে হইলে তাঁহাকে যে কত চিন্তা করিতে হয় তাহা তিনিই জানেন।

এক্ষণে হিন্দু সমাজের মধ্যে দুই প্রকার লোক আছে, শাস্ত্রপ্রিয় প্রাচীনহিন্দু এবং সুশিক্ষিত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত নব্য সম্প্রদায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা শাস্ত্রের দাস হইয়া কেবল ব্রাহ্মণ সেবাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, অন্য জাতীয় লোককে ধনদান করিলে ব্রাহ্মণকে ধনদানের তুল্য ফল নাই এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস, কিন্তু শেষোক্ত বুদ্ধিমান ধীরেরা সকল মনুষ্যই করুণাময় জগদীশ্বরের পুত্র, সকলের সহিতই আমাদিগের ভ্রাতৃ সম্বন্ধ, চণ্ডাল একজন আমাদিগের যেমন আত্মীয়, ব্রাহ্মণ তাহা অপেক্ষা অধিকতর আত্মীয় নহে ইহা জানিয়া কেবল যথার্থ দরিদ্র, যথার্থ অনাথ এবং যথার্থ বিপন্নকে রক্ষা করেন, কে জানে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শূদ্র বা যবন। কিন্তু এই নব্য সম্প্রদায়েরও এই বিষয়ে আমি তাদৃশ মনোযোগ দেখিতেছি না। এই দানক্রিয়া একাকী অপেক্ষা অন্যের সহিত মিলিত হইয়া করিলে যে বিশেষ উপকার হয় তাহা এখনও তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আপনার আপনার সম্মুখে দরিদ্র পতিত হইলে সকলেই সাধ্যানুসারে তাহাকে দান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা সাধারণ ধন হইতে দানক্রিয়া চালাইলে কি অধিকতর শুভকর ফল উৎপন্ন হয় না?

এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে যে তাহাদিগের পরিশ্রমের শক্তি এক বারেই যায় নাই। তাহারা দিবসের ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে পারে না কিন্তু দুই ঘণ্টা কাল যে কোন এক কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু এমত ব্যক্তিদিগকে কে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, সুতরাং তাহারা কিঞ্চিৎ পরিশ্রমশক্তি থাকিতেও কার্য্যাভাবে পরাধীন ভিক্ষুক হইয়া পড়ে। এমত অনেক ভদ্র পরিবার আছে, যাহার কর্ত্তা লোকান্তরিত হওয়াতে তাহার সন্তান সন্ততি এককালে দারিদ্র্য হ্রদে পতিত হয়। অনেক লোককে এরূপ দেখা যাইতেছে যে তাহারা ব্যবসায়ী লোক হইয়াও পুঁজির অভাবে ব্যবসায় চালাইতে না পারিয়া স্ত্রী পুত্র, কন্যাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া নিতান্ত কষ্টে কাল যাপন করিতেছে। এই সকল ব্যাপার কি ভয়ঙ্কর নহে? ইহা স্মরণ করিয়া আমাদিগের মনে কি দুঃখ হয় না? ল্যাঙ্কাসায়েরের মজুরদিগের কর্ম্মাভাব হওয়াতে অন্নাভাবে দারুণ ক্লেশ হইতেছে অতএব তাহাদিগকে এক্ষণে আমাদের সাহায্য করা উচিত, এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছি, উত্তম, ইহা না করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না, কিন্তু ল্যাঙ্কাসায়েরের মজুরদিগের ন্যায় অন্নাভাবে আমাদের দেশের যে কত লোক যাবজ্জীবন যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে তাহার কি হইতেছে? এস্থলে হায় করা উচিত নহে কিন্তু না বলিলেও মনের ক্ষোভ যায় না। বিলাতি দরিদ্র বলে কি এত আদর?

এক্ষণে আমার এত লিখিবার উদ্দেশ্য কি মহাশয় এই প্রশ্ন করিতে পারেন। আমার মতে প্রায় বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ যে রূপ উদ্যোগী হইয়া গ্রামে গ্রামে চাঁদা করিয়া এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন, ধর্ম্মমতি সাধুগণ যেরূপ সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিতেছেন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু মহাশয়গণ (বিশেষতঃ ভূম্যধিকারিগণ) পরস্পরের সাহায্যে মূল ধন সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে দরিদ্র দুঃখ মোচন করুন। কতকগুলি বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র সাধু ঐ রিলিফ ফণ্ড সোসাইটির মেম্বর হউন, এক জন সেক্রেটারি হউন, এবং এক এক গ্রামে এক এক জন পরিদর্শক রূপে থাকিয়া তত্রত্য লোকের অবস্থা সভার জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করুন। যে কোন পরিবারকে ৪। ৫ বা ১০ টাকা করিয়া মাসায়েৎ দিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারে তাহাদিগকে তাহাই দেওয়া হউক যে ব্যক্তি পুঁজির অভাবে কোন কারবার চালাইয়া দিনপাত করিতে পারিতেছে না, তাহাকে উল্লিখিত সাধারণ রিলিফ ফণ্ড হইতে পুঁজি দেওয়া হউক, এই রূপ যাহার যাহা অভাব তাহাকে তাহা সুবিবেচনা ও সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক প্রদত্ত হউক। চাঁদা দ্বারা যে মূল ধন সংগৃহীত হইবে তাহা কোন ব্যাঙ্কে জমা না রাখিয়া তাহা দ্বারা কোন কারবার চালাইলে তদ্দ্বারা অনেক মুনফা প্রতিপত্তি লভ্য হইতে পারে। এইরূপ স্থানে স্থানে রিলিফ ফণ্ড সোসাইটি হইলে পর অনেক লোকের দুঃখরাশি বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়া যায় এবং ইহা হওয়াও দুঃসাধ্য নহে যে হেতু সকলে আপন আপন দান একত্রিত করিলেই প্রস্তাবিত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে ইতি।

২৬এ ফেব্রুয়ারি।
১৮৬৩ সাল।

একান্তবশম্বদ
শ্রীরাধাগোবিন্দ দত্ত।

.বাধ দিতে পারিলাম না। এখানে প্রস্তর ও কছু অধিক থাকায় সচরাচর জুতায় প্রেক্ দিয়া না বাঁধাইলে চলে না। কয়েক দিন হইল ।ইট সাহেবের কাছারির ভিতর দুই জন মোক্তারের ঐ রূপ জুতার ঠক ঠক শব্দ হওয়ায় ইউরোপীয় হলে টেরটা পোড়েন) তাহাদিগকে ৫।৫ টাকা জরিমানা তদভাবে এক এক সপ্তাহ কয়েদের হুকুম দিয়াছেন। আমরা অন্যায় বলিতে পারি না। কাছারি না বখালয়, গুরুতর পাপ না হইলে সেখানে কেহ যায় না। অন্যকৃত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দুঃখীলোকেরা সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে অর্থাৎ বাক্স মধ্যে দিলে, সাহেব কিয়ৎক্ষণ পরে দরখাস্তকারীকে ডুবাইয়া, ডাকিয়া সে যদি বাহিরে থাকে অথবা একটুকু অন্তরে থাকে তবে তাহার শাইতে শাইতে অথবা উপস্থিত হইলেও দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলেন। সাহেব পূর্ব্বে ২।১ টার পর আসিতেন এখন ঠিক দশটায় কাছারিতে আইসেন। কিন্তু যখন আসুন রাত্রি না হইলে আর কুঠিতে গমন করেন না। পর্য্যন্ত থাকিতে ঘরে যাওয়া বোধ করি নিষেধ আছে। কিন্তু দিনের মধ্যে তিনবার বাহিরা কুঠীতে খানা খাইয়া আসা নিষেধ নাই। মহাশয়! একে শীতকাল তাতে বিদ্যানে প্রস্তরাধিক্যে শীতাধিক্য হইয়া থাকে, তাতে আবার দিন দশটা হইতে রাত্রি ৮।৯ টা পর্য্যন্ত অনাহারে ও সামান্য বস্ত্রে থাকা লোকের পক্ষে ত ক্লেশকর। মোক্তার ও আমলা মহাশয়েরা ।কগদের দ্বারা শাল, দোশালা এবং জলখাবার আনাইয়া থাকেন। গরিবের উপায় কি? সা..হেব কখন্ মোকদ্দমা ধরিয়া বসেন এই আশায় ও ভয়ে তাহারা তীর্থকাকের ন্যায় দাঁড়িয়া থাকে। সাহেবের মুখের ভাব দেখিলে যমকে ভুলিতে হয়।

অধিকাংশ মোকদ্দমাই ডিস্ মিস্। আর কথায় কথায় লোকের জরিমানা ও গলাধাক্কা। অন্য বিচারকেরা বিচার দ্বারা শান্তি স্থাপন করিয়া থাকেন ইনি জরিমানায় তাহা সারেন। এত ছোট ছোট, ইহা হইতে বড় বড় ঘটনা হইয়া থাকে। কই এতে ত আমাদের এখানকার একটী চিড়িয়াও অসন্তুষ্ট নহে? এমন কি আমাদের এখানে বিচার কার্য্য একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নূতন লোক। দেখুন আমাদের কত বরদাস্ত। এতেও যদি আপনার কিছু জ্ঞান না হয়, তবে পুনর্ব্বার বাছিয়া বাছিয়া .কর্ত্তারাদি বিচারকদিগের গুণ ব্যাখ্যা ও আপনাদের সহিষ্ণুতা ব্যক্ত করিব।

২। গত সোমবার এক জন গাড়োয়ান গাড়ির উপর একটী বৃহৎ কাষ্ঠ উত্তোলন করিতেছিল, হঠাৎ তাহা সরিয়া তাহার মস্তকোপরি পড়াতে মস্তক চূর্ণ হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। নিবেদন ইতি।

১৮৬৩। ২২এ ফেব্রুয়ারি। একান্তবাধ্য
মেদনীপুর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

গত ২৮এ মাঘের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে যে "লাক্ষেসায়ারের দুর্ভিক্ষ দূরীকরণার্থ বারুইপুরে একটী সভা হয় এবং উক্ত সভায় বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী এক শত টাকা স্বাক্ষরিত করেন।" যে ব্যক্তি আপনার সমীপে ঐরূপ প্রেরিত প্রেরণ করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি রাজকুমার বাবুর বিশেষ অনুগ্রহ পাত্র হইবার জন্য, ঐরূপ লিখিয়াছেন। বারুইপুর বাসী সকলেই ইহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন যে, রাজকুমার বাবু ১০০ টাকা প্রদান করেন নাই। তিনি সভা দিবসে সে স্থলে উপস্থিতই ছিলেন না। অতএব এরূপ মিথ্যা সংবাদ জনসমাজে প্রচার করাতে উক্ত পত্র প্রেরকের কেবল মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। যে কয়েক জন সদাশয় ব্যক্তি "লাক্ষেসায়ারের দুর্দ্দশাপন্ন" মনুষ্যদিগের দুঃখ মোচনার্থ অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ২২এ মাঘের পরিদর্শকে প্রকাশ হইয়াছে; আপনি কি উক্ত দিবসের পরিদর্শক দৃষ্টি করেন নাই? অথবা পরিদর্শকের সংবাদ দাতাকে মিথ্যাবাদী বিবেচনা করিয়াছেন? যাহা হউক, এক্ষণে আপনার সংবাদ দাতার মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ স্বরূপ (১) সেই সকল ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে যথা—

শ্রীযুক্ত বাবু সদানন্দ রায় চৌধুরী বারুইপুর ১০০
" " কৃষ্ণমোহন মিত্র জয়নগর ১০০
" " হরিদাস দত্ত মজীলপুর ১০০
" " নবীনচন্দ্র ঘোষ হরিনাভি ২৫
" " প্যারীচরণ বিশ্বাস গোবিন্দপুর ২৫
" " কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী রাজপুর ১৬

সন ১২৬৯ সাল। ৯ই ফাল্গুন
কস্যচিৎ বারুইপুর নিবাসিনঃ

(১) আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যিনি আমাদিগকে পূর্ব্বে সংবাদ দেন, তাঁহার বালকত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতিকার পত্রপ্রেরকের একটী বিষয় বিশেষ করিয়া না লেখা ভাল হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু সদানন্দ রায় চৌধুরী যদি সরকারী টাকা হইতে দিয়া থাকেন, তাহাতে রাজকুমার বাবুর অংশ আছে। স

—•—

প্রাপ্ত মূল্য।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিকৃষ্ণ মল্লিক জেহের পুর
১২৬৯ ফাল্গুন হইতে ৭০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত

" " শ্রীলক্ষণ বসাক চুঁচুড়া
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ বৈশাখ পর্য্যন্ত ৫
" " টমস ক্লার্ক সন্স ভগবান গোলা
১২৬৯ পৌষ হইতে ৭০ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ১০
" " মুন্সি তহবালী আলীপুর
১২৬৯ ফাল্গুন হইতে ৭০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৫
" " রেবরেণ্ড সেমুএল ডাইসন সাহেব কৃষ্ণনগর
১২৭০ বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৩।০
" " রমানাথ তর্কবাগীশ মেদিনীপুর
১২৬৯ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা, ছয় মাসের ন্যূনে মূল্য লওয়া যায় না।

যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য ষ্টাম্প টিকিট পাঠান তাঁহারা এক অথবা অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট না প্রেরণ করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া দেন।

পূর্ব্বপ্রদত্ত মূল্যের কাল অতীত হইলে মূল্য পাঠাইতে কেহ যেন অসঙ্গত বিলম্ব না করেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া থাকিবে, সঙ্গতমত সময় প্রতীক্ষা করিয়া প্রথমে সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া তাহার পর চিঠি লিখিয়া জানান হইবে, যদি তাহাতে কোন উত্তর অথবা মূল্য না পাওয়া যায় কাগজ বন্ধ হইবে। মূল্যের নিমিত্ত চিঠি বেয়ারিং পাঠান হইবে। কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে আমাদিগের নামে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহার যখন সোমপ্রকাশ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইবে চিঠি লিখিয়া না জানাইলে তাহা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা দ্বিতীয় বার /১০ আনা তৃতীয় বার /০ আনা দিতে হইবে। তাহার পর ১২৷০ টাকা কমিসন বাদ দেওয়া যাইবে।

মফস্বলের যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র ডাকমাসুল দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

" মবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৫ ভাগ। ১৬ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ১৯এ ফাল্গুন। ইং ১৮৬৩। ২ মার্চ্চ | মাসিক মূল্য ১ বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা

সোমপ্রকাশের অবয়ব বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

আজি অবধি সোমপ্রকাশের আর এক ফরমা বৃদ্ধি হইল। অতঃপর যাঁহারা মাসিক মূল্য দান করিবেন, তাঁহাদিগকে ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা দিতে হইবে, বার্ষিক অগ্রিম মূল্য (১০ টাকা) অপরিবর্ত্তিত রহিল। মফস্বলের গ্রাহকদিগকে স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে হইবে। বার্ষিক ডাক মাসুল ৩।০ হয়, কিন্তু যাঁহারা মূল্য প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠি রেজেষ্টরী করিয়া দিবেন, তাঁহারা তাহার ব্যয় (চারি আনা) বাদ পাইবেন। যাঁহারা স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে অসমর্থ হইবেন, জানাইবেন আমাদিগের প্রত্যয় হইলে তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী বাটকেমারি মহম্মতপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লইবার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে তিনি কলিকাতায় জাডিন স্কিনর কোম্পানির নিকট আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

রামবাবু, হরু ঠাকুর, রাসু নৃসিংহ, গোঁর দাস বৈরাজ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের [illegible] উং [illegible] গানগুলি সংগৃহীত ও একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রিট ৭৬ নং বাটী।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং

বিজ্ঞাপন।

মৃত মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা গ্রন্থ কেহ ছাপাইতে পারিবেন না। কারণ তদীয় পিতৃব্য ৺ রামরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উক্ত পুস্তক তিনি দান করিয়াছেন। তৎসূত্রে আমরা তাঁহার পিতৃব্যের উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান আছি। আমরা ভিন্ন বাসবদত্তার দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকার অন্য কাহারও নাই। অতএব শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় নিষ্ফল প্রযত্ন হউন এই আমাদিগের অনুরোধ।

শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়

১২৬৯ ৯ ফাল্গুন কুমিল্লা

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তর হানিগ বরজর সাহেবের প্রসিদ্ধ ওলাউঠার ডিস্পেন্সরি এক্ষণে বৌবাজারের উত্তরে সাহাজাদার মসজিদের নিম্ন পশ্চিমে কসাইটোলা ষ্ট্রিটের ৩৬ নং বাটীতে স্থাপিত হইয়াছে। যাহার ঔষধ কিম্বা ওলাউঠা রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন হইবেক উক্ত বাটিতে আমার নিকট আইলে অথবা সংবাদ পাঠাইলে অবিলম্বে এবং অল্প মূল্যে ঔষধ চিকিৎসা ও ডাক্তর হানিগবরজর [illegible] বের বহি পাইবেন ইতি

[illegible]

সোমপ্রকাশ।

১৯এ সোমবার।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে [illegible] শিক প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে [illegible] তাঁহাদিগকে এবিষয়ে বঞ্চিত করা হ[illegible] কেন? সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া আন্দো[illegible] উপস্থিত হইয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর জিও ইহার মীমাংসা করেন নাই। [illegible] একটী বিবেচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। [illegible]র এক পক্ষে যুক্তি, আর এক পক্ষে [illegible]ন সংস্কার, এ উভয়ের বিরোধ হই[illegible] যুক্তি কাহারো প্রতি বিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিতে কহিতেছে না। [illegible] সংস্কার সকলকে [illegible]প্রবেশ [illegible] [illegible]তেছে না। [illegible]প স্থলে জয় [illegible] [illegible] কার? [illegible] [illegible] যুক্তির সর্ব্বত্র [illegible] [illegible]প একা[illegible] [illegible] দেখিতে পাওয়া [illegible] [illegible]তেছে, তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] পক্ষ ব্যাহত হই[illegible] [illegible] [illegible]র কোন [illegible] লক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ [illegible] হার পূর্ব্বে কালেজের অধ্যক্ষ [illegible] তাঁহার কার্য্য ও যুক্তিরই সপক্ষতা [illegible] [illegible]তেছে।

প্রথম যখন সংস্কৃত কালেজ [illegible] হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতিরিক্ত

জাতিকে কালেজে গ্রহণ করিবার নি .ছিল না। অপর, তৎকালে অষ্টমী ও চপদে কালেজ বন্ধ থাকিত। পশ্চাৎ .য়ন্ত ও নবশাক গ্রহণ ও রবিবারে কালেজ দ্ধ থাকিবার অনুমতি হয়। যখন নিয়ম প অর্গল ভগ্ন হইয়া দ্বার উদ্ঘাটিত হই ছে, তখন আর সেই দ্বার আংশিক রুদ্ধ করিয়া কতকগুলির প্রতি নৃশংস ব্যবহার কন? এস্থলে ইহাও বিবেচনা ক। আব ্যক, শাস্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্রের বেদপাঠ নিষেধ াছে, ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ বলিয়া তৎপা ও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যখন সেই ষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া কায়স্থ প্রভৃতিকে .ওয়া হইল; তখন অন্যজাতিকে লওয়া না য় কেন? শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের পদ মর্য্যা নুসারে নিষেধের ন্যূনাতিরেক করেন াই। জলের এক হাত নীচে হউক, আর . হাত নীচে হউক, উভয় স্থলেই তুল্য প্রাণবিয়োগ সম্ভাবনা। যাহা হউক, বণিক ও সূত্রধর প্রভৃতি কয়েকটী লোক এক্ষণে উদয়শীল হইয়াছে, াদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিষ্কৃপ যা উচিত হয় না।

—•●•—

ক দিন সম্পাদকেরা উত্তর পশ্চিমা ঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদের প্রার্থী বিনিযোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ইচ্ছা কেহ বীডন সাহেবকে, কেহ হারিঙ্‌ সাহেবকে কেহবা অ...কে ঐ পদ দিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা নি শয় শুনিলাম, ভারতবর্ষের প্রধান কৌন্সি [illegible] ত সভ্য হারিঙ্‌ [illegible] পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ...টন সাহেব এদেশে অনেক দিন ...ছেন; এদেশের জল বায়ুর অনেক বিধ পরিবর্ত্ত সহ্য করিয়াছেন; তাঁহার ...ও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা আছে। অতএব তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ এই পদ দান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত বিবেচনা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

—•—

কন্যা বিক্রয় নিষেধক একটি আইন হওয়া উচিত।

এদেশের উন্নতির অন্তরায় গণনা করিতে গেলে বহুবিবাহ প্রধান পদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই কুৎসিত প্রথা নিবন্ধন এদেশের যে যে অপকার হইতেছে, অনেকে অনেক বার তাহার গণনা করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের নূতন বক্তব্য নাই। বিদ্রোহ ঘটনার পূর্ব্বে এই জঘন্য প্রথার উন্মূলনার্থ এক বার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হয় নাই। সম্প্রতি এদেশীয় এক জন প্রধান সমাজ সংস্কারক পুনরায় এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য এতৎসংক্রান্ত এক বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকেরা রাজসহায়তার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং সমাজ দোষ সংশোধন করিবেন, আজিও এরূপ আশার অবকাশ হয় নাই। রাজবিধি দ্বারা বলপূর্ব্বকই ইহাঁদিগকে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এ বিষয়টী অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধ নয়। অতএব ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণ প্রজার বিদ্বেষ ভাজন হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে কেবল যে আমাদিগের সমাজ একটী মহত্তর অপকর্ষ হইতে মুক্ত হইবে এরূপ নয়, অনেকসংখ্য হতভাগ্য রমণী অসহ্য যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন সন্দেহ নাই। সেই যন্ত্রণা একবিধ ও একজাতীয় নহে। অনেকে এককালে স্বামি সৌভাগ্য ও সংসার সুখে বঞ্চিত হয় অনেকে চিত্ত দৌর্ব্বল্য হেতু আপনাকে ও পিতৃ কুলকে চির কলঙ্কিত করে। সেই সেই হতভাগ্যাদিগের জন্য পিতামাতাকে অসংখ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অদ্য আমাদিগের এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য এই, এই সঙ্গে সঙ্গে কন্যা বিক্রয় নিষেধক একটী আইন করা আবশ্যক।

বহু বিবাহের ন্যায় কন্যা বিক্রয় বিষয়েও রাজ হস্তক্ষেপ অবৈধ হইতেছে না। সমাজের অনিষ্ট ও নিকর্ষকারিতা পক্ষে বহু বিবাহের ন্যায় ইহারও বিলক্ষণ সম্পর্কতা আছে। ইহা কেবল হিন্দুশাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ নয়, এদেশীয় ভদ্রলোকদিগেরও নিতান্ত বিদ্বিষ্ট। যে বিষয়ে অধিকাংশ লোকের ও ধর্ম্মের বিদ্বেষ আছে, তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবা বিরাগ ভাজন হইবার সম্ভাবনা কি? কন্যা বিক্রয়ের দোষ এক গুণ নহে। প্রথম, পিতামাতা কন্যাকে অর্থ লোভে গো মেষ মহিষের ন্যায় বিক্রয় করেন, কিন্তু সেই বিক্রয় যে কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়, পিতামাতার কন্যার উপরে প্রভুত্ব আছে যথার্থ বটে কিন্তু সেই প্রভুত্ব বলে এক স্বাধীন জীবকে স্বেচ্ছানুসারে বিক্রয় করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যাহারা কন্যা বিক্রয় করে, তাহাদিগের বরের রূপ, গুণ ও অর্থ সঙ্গতির বিষয় বিবেচনা করা নাই, পরিণামে কন্যার কি দশা হইবে, তাহাও এক বার বিবেচনা করা হয় না, যে অধিক টাকা দিতে পারে সেই বিক্রেতার প্রিয় পাত্র হয়। একটী প্রসিদ্ধ কথাই আছে, কন্যা বিক্রয়কারির কন্যা জন্মিলে তাহার এক তালুক প্রাপ্ত হইল, জ্ঞান হয়।

কন্যা বিক্রয়কারিরা সচরাচর যে সকল ব্যক্তির হস্তে কন্যা সমর্পণ করে, তাহার দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই ইহার অনর্থকারিতা স্পষ্ট স্ফুট রূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বোধ কর এক ব্যক্তির ৫ বিঘা মাত্র ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল। সে তাহা [illegible]

য়া বিবাহ করিল। তাহার যত উপার্জন ক্ষমতা, বিদ্যা ও বুদ্ধি, এক ভূমি বিক্রয় দ্বারাই সে সমুদায়ের পরিচয় হইল। তাহার নিজের উপার্জন ক্ষমতা নাই, তাহার যে পৈতৃক সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ অন্নের সংস্থান ছিল, তাহাও গেল। এখন সে কি রূপে আপনার ও পরিবারের প্রতিপালন করে? কিরূপেই বা তাহার সন্তান সন্ততির লেখা পড়া হয়? উহারা যে পরিণামে পরের গলগ্রহ হইয়া উঠিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ফলতঃ এইরূপে যে বিবাহ নির্ব্বাহ হয়, তজ্জাত সন্তানগণের প্রায় লেখা পড়া হয় না। তাহারা পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে কেবল পিতার নিঃস্বতা ও মূর্খতার অধিকারী হয়। এতন্মূলক নিবিড় মূর্খতা অনেক গৃহকে অধিকার করিয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে কন্যা বিক্রয় কেবল কন্যার সাংসারিক সুখের কন্টক নয়, সমাজেরও একটী বিষম কন্টক স্বরূপ হইয়া আছে। যে কন্যা বিক্রীত হয়, সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় তাহাকে অনন্ত দুরবস্থা ভোগ করিতে হয়, বোধ হয়, অনেকে স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছেন।

অপর, কন্যাবিক্রয় বার্ত্তাশাস্ত্রের একান্ত অননুমোদিত। বার্ত্তাশাস্ত্র সকলকে শ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে কহে, কিন্তু কন্যা বিক্রয়কারির তাদৃশ জীবিকা অর্জ্জনে প্রয়োজন হয় না। কন্যাই তাহাদিগের জীবিকা, কন্যাই তাহাদিগের সম্বল। যে কন্যা বিক্রয়ের এত দোষ, তন্নিবারণার্থ রাজ বিধির দারুণ দণ্ডাবলম্বন কি আবশ্যক নয়? উপসংহার স্থলে আমরা ব্যবস্থাপকগণকে এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদিগের কন্যা বিক্রয়ের অন্যান্য দোষানুসন্ধানে প্রয়োজন নাই, তাঁহারা কেবল এই বিষয়টী বিবেচনা করুন, পিতামাতার লোভ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্ত কন্যার যাবজ্জীবন সাংসারিক সুখে বিসর্জ্জন হয় কেন? তাদৃশ কন্যাগণ আমাদিগের সমাজ সংস্কর্ত্তা ও ব্যবস্থাপকগণের কি কৃপার পাত্রি নহে? আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, বহু বিবাহ বিলের পরেই যেন কন্যা বিক্রয় বিল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশিত হয়।

—•—

ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির
প্রকৃত পথ কি?

আজি কালি "ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ শাসন" ও "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন" এই দুটী মনোহর বাক্য অনুক্ষণ আমাদিগের শ্রবণ গোচর হইতেছে। অনেকে ব্যাধের মধুর সংগীত দ্বারা মৃগবশীকরণের ন্যায় এই দুই মনোহর বাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা লোককে মোহিত করিয়া স্বার্থ সাধন করিতেছেন। অধিক ক্ষোভের বিষয় এই, ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রকৃত পথের আবিষ্করণে অল্প লোককে উন্মুখ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রকৃত পথ কি, তন্নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে ভারতবর্ষ শব্দের অভিধেয় নির্ণয় আবশ্যক। এস্থলে ভারতবর্ষ শব্দে ভারতবর্ষ বাসী লোক বুঝাইতেছে। ভারতবর্ষে এক্ষণে অনেকবিধ লোকের বসতি হইয়াছে, সে সমুদায়ই ভারতবর্ষ শব্দের বাচ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন শ্রীবৃদ্ধির অন্বেষণ করা হইতেছে, তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধির অল্পতা আছে, তাহারাই এস্থলে ঐ শব্দের মুখ্য অর্থ। এইরূপে মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে অগত্যা হিন্দু ও মুসলমানেরাই নিঃসংশয় শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্য হয়, ইউরোপীয় ও আমেরিক প্রভৃতি লক্ষ্য হয় না। কারণ শেষোক্ত ব্যক্তিরা শ্রীবৃদ্ধি শোভিত হইয়া এদেশে আসিয়াছে, বিশেষতঃ এ দেশে তাহাদিগের ভাগ অতি অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়। সেই অল্প সংখ্যা লোকের (৫০ বা ৬০ হাজারের) নিমিত্ত অধিকসংখ্যা লোকের (১৮কোটির) শ্রীবৃদ্ধির উপেক্ষা [illegible] কার্য্য বিপরীতভাব [illegible] সেই ১৮ কোটির শ্রীবৃদ্ধির [illegible] সেই ৫০ বা ৬০ হাজারের [illegible] করা হইতেছে।

পতিত ভূমি বিক্রয় হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কথা উঠিল; অবিলম্বে বিক্রয়ের নিয়মাবলি প্রকটিত হইল। সেই বিক্রয় কার্য্য দ্বারা হিন্দু, মুসলমান বা ইউরোপীয় কে অধিকতর লাভবান হইলেন? ভারতবর্ষে বাহুল্য পরিমাণে তুলার চাষ হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কথা উঠিল; তুলোৎপাদিনী সভা অধিষ্ঠিত হইল, চাষ আরম্ভ হইল, সমস্থলে রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল, তাহাতে অধিকতর লাভবান কে হইল? ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্য সম্বন্ধে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না, কন্ট্রাক্ট বিল বিধিবদ্ধ করিলে সহজে সেই উৎকর্ষ তাঁহাদিগের হইবে এই ভাণ করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইল, ষ্টেটসেক্রেটারি তাহার বিবাদী হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদচ্যুত করিবার উদ্দেশে "ভারতবর্ষে ভারতবর্ষশাসন" রব উঠিল; সেই চেষ্টা হইতে লাগিল, যদি সেই চেষ্টা সফল হয়, কে তদ্দ্বারা অধিক লাভবান্ হইবেন? ভারতবর্ষে নীলকর প্রভৃতির সহিত প্রজার সদা বিরোধ হয়, মফস্বলে ছোট আদালত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, জল্পনা হইল, স্থানে স্থানে ছোট আদালত প্রতিষ্ঠিতও হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা কে অধিকতর লাভবান্ হইলেন? সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ইংলণ্ডে তদ্গ্রহণ রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, প্রবাদ হইল; তৎপ্রথা তথায় প্রবর্ত্তিত হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা কে সমধিক লাভবান্ হইলেন

এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে

ন, ইউরোপীয়েরা কি এদেশীয়দি- ক উল্লিখিত বিষয়ের ফল ভোগ ক- : নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন ? কেহ ীয়দিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে তত্তৎ বি । ফল ভোগ নিষেধ করেন নাই যথার্থ , কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে নিষেধ করা াছে। ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের ক্ষা অনেক বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করি েন, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহা র উৎকর্ষ নিবন্ধন তাঁহাদিগের অনেক খা আছে; অতএব তাঁহাদিগের সহিত শীয়দিগের প্রতিযোগিতা হইলে এদে য়রা যে ফলভোগে বঞ্চিত হইবেন স্ব হ কি ? তদ্ভিন্ন কতকগুলি বিষয় কেবল রোপীয়দিগের সুবিধা উদ্দেশ করিয়াই । হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা এদেশের আনু ঙ্গিক যে যৎকিঞ্চিৎ উপকার লাভ হয়, াত।

যে যে বিষয় দ্বারা এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি ভাবনা আছে, তত্তদ্বিষয়ে এ দেশী কে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত করা, : সেই সেই বিষয়ে ইঁহাদিগকে শিক্ষা উৎসাহ দেওয়াই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সা ধনের প্রকৃত পথ। এদেশে রেলওয়ে হই য়াছে, কিন্তু এদেশীয়েরা আরোহণাদিরূপ তাহার সামান্য ফল বিনা মুখ্য ফল ভোগে অধিকারী হইতে পারেন নাই; রেলওয়ে যখন এদেশে হয় নাই, ইঁহারা কল প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও চালনাদি বিষয়ে তখন যেমন অন ভিজ্ঞ ছিলেন, এখনও সেইরূপ রহিয়া ছেন। ১১। ১২ বৎসর হইল, এদেশে রেলওয়ে হইয়াছে, এপর্য্যন্ত এদেশের কয় জন লোকে কয় খান কল প্রস্তুত করি য়াছেন ? এদেশের কয় জন লোকে শকট চালক হইয়াছেন ? এদেশের কয় জন লোকে ঐ ভের কাজ শিখিয়াছেন ? একে ত এদে শের লোকে সহজে আলস্য শয্যা পরিত্যা গ করিয়া শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে উদ্যত নহেন, তাহাতে আবার কাহার উৎসাহ দেওয়া নাই, প্রত্যুত অনুৎসাহ দেও আছে। এদেশীয়েরা তত্তৎকার্য্যে সমর্থ হই বেন না বলিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রা খিয়াছেন। যাহার বুদ্ধি আছে, তাহাকে শি খাইলে শিখিতে পারে না, একিরূপ কথা শিক্ষা ও কাজ না করিলে কি কখন কাহা র বুদ্ধি মার্জ্জনা, শরীর পাটব, সাহস ও বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয় ? রেল গাড়ির কল ও তদুপকরণ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়, আর এখানে প্রস্তুত হইতে পারে না, ইহা বুঝি য়া লওয়া সহজ নহে। চেষ্টার অসাধ্য কোন্ কর্ম্ম আছে ? এদেশে চেষ্টা নাই বলিয়া সমুদায় বিষয়েরই অসঙ্গতি। বা ঙ্গালিরা যে যে কারিক্রিয়া করিতে পারেন, সাঁওতালেরা কি তাহা করিতে সমর্থ ? তা হাদিগের সে অসামর্থ্যের কারণ কি ? তাহাদিগের শিক্ষা ও চেষ্টা নাই। এদে শে তুলা জন্মিতেছে, কিন্তু সে তুলা ইংল ণ্ডে গিয়া সূত্র ও বস্ত্র হইয়া আসিতেছে, গতায়াতের জাহাজ ভাড়া লাগিতেছে; এ দেশীয়েরা কেবল মজুরী করিয়া তাহার উৎপাদন করিতেছেন মাত্র, সেই তুলার প্রকৃত ফলভোগী হইতে পারিতেছেন না। এদেশে তুলা জন্মিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেল, তাহাতে এদেশের কি শ্রীবৃদ্ধি হই ল ? এদেশীয়দিগের মজুরী লাভ, ইহাই কি শ্লাঘনীয় শ্রীবৃদ্ধি ? এদেশীয়েরা কি তুলা পরিষ্কার করিবার ও বস্ত্র প্রস্তুত ক রিবার কল করিতে শিক্ষা করিয়াছেন ? ইহাঁরা কি সেই কল দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন ? এদেশে সেই কল প্রস্তুত করিলে এবং ইহাদিগকে সেই কল প্রস্তুত করিতে শিখাইলে কি এদেশের মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

আমরা উপরে উদাহরণস্বরূপ কেবল কয়েকটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম, এদে শীয়দিগকে কাজে প্রবর্ত্তিত করিবার শিক্ষা দিবার অনেক বিষয় আছে, ইহাঁরা যাবৎ সেই গুলি স্বয়ং ও স্বহস্তে সম্পাদন করি তে সমর্থ না হইবেন, তাবৎ এ দেশের স ম্যক শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমে ণ্টের যে তত্তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান ও উৎসাহ দানের ভার, সেকথা বলা বাহুল্য। পিতাই পুত্রদিগের শিক্ষাদান ভার গ্রহণ করেন। যে পিতা স্বয়ং পণ্ডিত হন, তিনি কখন পুত্রকে অজ্ঞান তম ও দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া নির্বৃত হইতে পারেন না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি অজ্ঞ হইতেন, আর এদে শীয়েরা শিক্ষা রসজ্ঞ হইতেন, আমরা তাঁহাদিগকে উত্তেজনা করিতাম না। ব্রি টিস গবর্ণমেণ্ট এ দেশের শিক্ষা, রক্ষা প্র ভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই ভারগ্রহণ করিয়া ছেন। এখন সেই গৃহীত ভারোচিত কার্য্য না করিলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যের অননু ষ্ঠান জন্য প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে।

এল, এল, উপাধিধারিরা প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন কি না ?

সম্প্রতি সর বার্ণেস পিকক এই প্রশ্ন- টী উত্থাপিত করিয়াছেন, যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এল, এবং এল, এল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ওকালতি করিতে আসিতেছেন তাহাদিগের উভয় শ্রেণীকে একবিধ স্বত্ব ও ক্ষমতা দিয়া প্রধানতম বিচা রালয়ে ওকালতী করিতে দেওয়া উচিত কি না ? এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া অনেক বি, এল, সমব্যবসায়ী এল, এল, উপাধি ধারিদিগের বিরুদ্ধে চিৎকার আরম্ভ করি য়াছেন। তাঁহারা বলেন তাঁহারা প্রথমে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আইনের পরীক্ষা দিয়া বি, এল, উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু এল, এলেরা কেবল এল, এ, পরী ক্ষা দিয়া ব্যবস্থা অধ্যয়ন করেন। পরীক্ষা নম্বরও সমান নহে। বি, এলদিগের প্রতি বিষয়ে সমুদায়ের অর্দ্ধেক নম্বর লইতে হয়, পক্ষান্তরে এল, এলেরা তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইলেই প্রশংসা পত্র পাইয়া থাকে-

য়। এদিকে এত বৈলক্ষণ্য কিন্তু কলাংশে বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব সেই কলাংশে বৈলক্ষণ্য হওয়া উচিত।

এই সকল ব্যক্তির স্বার্থপরতা আমাদিগের চিত্ত বিরাগ উৎপাদন করিয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিকে অসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। পরীক্ষা অংশে যখন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, তখন কলাংশে বৈলক্ষণ্য হওয়াও উচিত সন্দেহ কি? পুরস্কার গত ইতর বিশেষ না থাকিলে লোকে সচরাচর অধিকতর শ্রম স্বীকারে উন্মুখ হইবে কেন? ফলতঃ বি, এল ও এল,এল, উভয়ের স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকা অসঙ্গত নয়। কিন্তু এলএলদিগের প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতী করিবার পথ রোধের যে চেষ্টা হইতেছে, আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। এল, এলেরা যদি প্রধানতম আদালতে নিয়মানুরূপ স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা কি রূপে ন্যায়ানুগত হইতে পারে? বি, এলদিগের সম্মাননার্থ শ্রেণী ভেদ করিলেই হইতে পারে। ২৫১

এস্থানে আমরা এল, এলদিগকে একটী পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা তাহার অনুসরণ করুন। তাঁহারা মফস্বল আদালতে যাউন, তথায় তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা লাভ সহকারে বিলক্ষণ অর্থ লাভ হইবে সন্দেহ নাই। তথায় অজ্ঞ অথবা অল্পজ্ঞ উকীলদিগেরই একাধিপত্য। এল এলেরা তথায় উপস্থিত হইলে (অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ উকীলেরা) নিঃসংশয় আপনাদিগের রাজ্যকে স্থির পদ রাখিতে পারিবেন না, সুরাজ লাভে প্রজাগণের ন্যায় মফস্বলেরা বিদ্রোহী হইবে সন্দেহ নাই। মফস্বল আদালত সকলেরও কিঞ্চিৎ আলোক লাভ হইবে।

পতিত ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত আইন।

১৪ ই ফাল্গুনের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় হারিংটন সাহেব পতিত ভূমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। উহা অবিলম্বে বিধিবদ্ধও হইয়াছে। পতিত ভূমি বিক্রীত হইয়া বনপূর্ণ ভূমি পরিষ্কৃত ও তথায় নানাবিধ শস্য ও চা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, গবর্ণমেণ্টের এই নিতান্ত অভিলাষ। তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রণালীর দোষে গবর্ণমেণ্টের সেই উৎকৃষ্ট মনোরথ সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। লোকে তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছেন না। পাঠকগণ কি মনে করিতেছেন, আমরা এই কথা বলিতেছি যে এদেশের অধিকাংশ ভূমি বনপূর্ণ থাকুক? না, আমাদিগের সে ইচ্ছা নয়। আমরাই সমুদয় ভূমি লইব, অন্য জাতিকে বিশেষতঃ ইউরোপীয়দিগকে এ দেশে কৃষি কার্য্য করিতে দিব না ইহাও আমরা এক দিনের জন্য মনে করি না। ইউরোপীয়েরা আসুন, কৃষকদিগকে উৎকৃষ্টরূপে কৃষি কার্য্য প্রভৃতির শিক্ষা প্রদান করুন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধে হউক দেশের ধন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করুন এ ইচ্ছা কোন্ ভারতবর্ষীয়ের না হইবে? এস্থলে আমাদিগের কেবল বক্তব্য এই, এদেশীয়দিগের উপরে অজ্ঞনা অত্যাচার না হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট নিজে অবিচার না করেন।

হারিংটন সাহেবের বিলের মর্ম্ম এই, পতিত ভূমির উপর কাহার স্বত্ব থাকিলে তিনি তাহা বিক্রীত হইবার অনতিপূর্ব্বে জেলার কালেক্টরের নিকটে জানাইবেন। কালেক্টর সে বিষয়ের শীঘ্র (সমারি) বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। অর্থী যদি তাহাতে অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন। ঐ বিচারালয়ের বিচারপতি সেই আপীল শ্রবণ করিয়া অর্থীদিগের আজ্ঞাই চূড়ান্ত হইবে। বিচারপতিরা যদি কোন বিষয়ের মীমাংসা দুর্বোধ বোধ করেন, প্রধানতম আদালতের মত গ্রহণ করিবেন। ভূমি বিক্রয় হইলে যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন, আর তাঁহার সেই আপত্তি সিদ্ধ ও তাঁহার স্বত্ব উত্তমরূপে সপ্রমাণ হয়, তথাপি তিনি বিক্রীত ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন না; গবর্ণমেণ্ট কেবল তাঁহাকে তাহার মূল্য প্রদান করিবেন।

২৫২ যে কারণে সর চার্লস উড কানিঙের পতিত ভূমি সংক্রান্ত আইন পরিবর্ত্ত করেন, তন্মধ্যে স্বত্ব ঘটিত একটী প্রধান। উক্ত মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, অন্য অন্য সম্পত্তির ন্যায় পতিত ভূমির স্বত্বও তামাদি আইনের অন্তর্গত কর্ত্তব্য। হারিংটন সাহেব অথবা যাহারা গবর্ণমেণ্ট বুঝেন, বোধ করি ব্যক্তি টাকা দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া উর্ব্বরতী করিয়া তুলিলেন, তাঁহারা পরে তাহা হইতে বঞ্চিত হন, তাহা তাঁহাদের অতিশয় কষ্টের হইবে। সত্য কিন্তু যাহার যে সম্পত্তির উপর চিরস্বত্ব আছে, সে তাহা বহু কষ্টে অর্জ্জন করিলেও যদি তাহাতে তাহাকে অধিকার না দেওয়া হয়, সেটা কি তাহার অধিক কষ্টের হইবে না? তাহা কি যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার নয়? সর্ব্বদেশে চিরকাল এই নিয়ম হইয়া আসিতেছে, আদালতে যাহার স্বত্ব প্রমাণ হইবে, সে বস্তু তাহাকে অবশ্যই দিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কিছু লওয়া আর না লওয়া তাঁহার ইচ্ছা। কোন দেশের কোন ব্যবস্থাপকই সহজে অনাগমোপভোগের প্রমাণ্য সংস্থাপন করেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অং ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছামত এতৎ পরিবর্ত্তে,

র। আইনের কথানুরূপে থাকুক, সু
বা কি বলিতেছে, তাহাও একবার
না করা উচিত। ক্রেতা পাছে অসন্তু
, এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া সুবিজ্ঞ কি
অধিকারির স্বত্ব লোপে সম্মতি দি
হন? এই নিয়ম সকল সম্পূর্ণ উপ
াড়িবে ত? বোধ কর, একজনের এক
ক আমি আর জনকে বিক্রয় করিলা
পরে যথার্থ অধিকারী নালীশ করি
াপনার স্বত্ব সপ্রমাণ করিল, তখন
যদি তাঁহাকে বলি তোমার তা
তুমি পাইবে না, কিন্তু আমি তোমা
ূল্য দিতেছি। আমার সে কথা
হইবে ত? ফৌজদারী আদালত আ
অনধিকৃত অপহরণকারী বলিয়া চো
ও দিবেন না ত? দেওয়ানী আদা
মার সপক্ষতা করিবেন ত? তাহা
া পারেন, গবর্ণমেণ্ট কি যুক্তিতে
পের মিক্রে বিক্রয় করিতে উদ্যত
ং নিয়ম প্রবৃত্ত হইতেছে
ঐ কার্য্য সাধারণ লোকের
স্বাস্থ্যহানি হয়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে
কেন? অপর এস্থলে ইহাও বিবেচ
মাবশ্যক, যথার্থ অধিকারির প্রমা
সত্ত্বেও ক্রেতার অসন্তোষ ভয়ে
ৎকিঞ্চিৎ মূল্য লইয়া স্বাধীনতা
ঞ্চিত হওয়া সহজ, অথবা বিবিধ অ
আগমে পরের ভূমি ক্রয় করিয়া
মূলধন বিনিয়োগ ও পরিশ্রম
ছেন তাঁহার সেই বিনিয়োজিত
ও পরিশ্রমের পুরস্কার লইয়া
রিত্যাগ সহজ? ক্রেতা যদি এ অসু
সহ্য করিতে না চাহেন, তাহা হইলে
রই সম্পত্তিক্রয় করিবার পূর্ব্বে বিশে
প জানা কর্ত্তব্য এতাবিত ভূমির
অধিকারী আছেন কি না? তাঁহার
া প্রকাশ হইলে কি যথার্থ অধিকারী
ার দণ্ডভোগ করিবেন? যাহার ভ্রম
তাহারই ক্ষতি হয়, ইহাই আমরা বরা

বর শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু যাহার ভ্রম, তাহার লাভ, অন্যের ক্ষতি একথা আমরা এই নূতন শুনিলাম।

এই বিলের প্রতি আমাদিগের আর এক বিশেষ আপত্তি আছে।

আমাদিগের বিচারালয়ের অবস্থা হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতিও অনেক সময়ে পক্ষপাত প্রাদুর্ভাব ও জাতি বৈর প্রেরিত হইয়া কার্য্য করেন আমলাদিগের ত কথাই নাই। টাকা ব্যয় করিলে এক ব্যক্তি অনায়াসে একজনের নামে ডিক্রী লইতে পারেন, অথচ প্রত্যর্থী ডিক্রীজারির পূর্ব্বে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন না। এরূপ স্থলে গোপনে লোকের সম্পত্তি বিক্রয় হওয়া অসম্ভাবিত নয়। বিশেষতঃ দরিদ্র, বিদেশবাসী, স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদিগকে নিঃসংশয় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। অপর, স্বত্বাসত্ত্বের মোকদ্দমার বিচার ভার কালেক্টরদিগের হস্তে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এতাদৃশ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতেরই অধিকার। দেওয়ানী আদালত ব্যতিরেকে অন্যত্র এবম্বিধ মোকদ্দমার যথার্থ ও সূক্ষ্ম বিচার হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে অতিশয় অন্যায় করিতে চলিলেন। কণ্টাক্ট বিল রহিত হইবার পর অবধি তাঁহারা নানা কৌশলে ইউরোপীয়দিগের সহায়তা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদর্থ তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি অবিচার করিতেও ভীত ও সঙ্কুচিত নহেন। তাঁহার এই পক্ষপাত প্রভাবে মোহিত হইয়াই বারম্বার ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন। যাহা হউক তাঁহারা কি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাদিগের কৃত এই পক্ষপাত দূষিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিবেন? কণ্ট্রাক্ট বিলের ন্যায় কি ইহার দুর্দশা হইবে না? দেখা যাউক, সর চারলস উড কি করেন।

কলিকাতা ওয়ার্ড।

সমাচার পত্রে দৃষ্ট হইল কলিকাতা ওয়ার্ডস্থ অপ্রাপ্ত ব্যবহার রাজকুমারদিগের তত্ত্বাবধান জন্য ৫ জন অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে রমানাথ ঠাকুর ও হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এদেশীয়, আর ৩ জন ইউরোপীয়। আমরা অনেক দিন অবধি ওয়ার্ডের দুর্নাম শ্রবণ করিতেছি, অনেক অ‍াছি ও জজ কালেক্টর প্রভৃতি এই স্থানে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছু হইয়াছেন। তাঁহাদিগের অনিচ্ছা নিষ্কারণ নহে। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতেছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তত্ত্বাবধায়কেরা বালকদিগের চরিত্র শিক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদিগের চরিত্রগত গুণ দোষের উপর অনেক এদেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। এখন ত এই রূপ একটী জনরব উঠিয়াছে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজকুমারেরা ওয়ার্ডে কেবল আবকারির শ্রীবৃদ্ধি শিক্ষা করিতে আইসেন। আমাদিগের দেশের জমীদার ও রাজকুমারেরা যদি অপদার্থ ও অবিমৃশ্যকারির ন্যায় ইন্দ্রির সেবা ও আলস্যের হস্তে সময় সমর্পণ না করিয়া কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র হইয়া স্বদেশের প্রতি স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন; শ্রীবৃদ্ধি কি প্রাভাতিক অরুণকিরণাবলী শোভারাজির ন্যায় ভারতবর্ষের প্রতি গৃহের বারশোভা সম্পাদন করিতে কি দীর্ঘকাল উদাসীন থাকিত।

বাঙ্গালিদিগের অধিকতর দৃঢ়কায় হইবার উপায় কি?

বীর্য্যহীনতা আলস্যের এক প্রধান কারণ।

বীর্য্যবান্ হইলে মনুষ্য কখন উদ্যমশালী, শ্রমশীল ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইতে পারে না। কি ইউরোপ, কি আসিয়া, কি আমেরিকা, পৃথিবীর যে অংশে শ্রমশীল জাতি নয়নগোচর হয়, সেই জাতিই শৌর্য্যগুণে ভূষিত দৃষ্ট হয়। যে স্থানে শৌর্য্যহীন জাতির বাস, তথায় আলস্য ও নিরুদ্যমতাদির স্ফুর্ত্তিকর অবয়ব দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। ইংরাজ ও বঙ্গদেশবাসিদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে পাঠকগণ আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বোধে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ইংরাজদিগের শৌর্য্য জগদ্বিখ্যাত, এবং তাঁহাদিগের শ্রমানুরাগ বিস্ময়াবহ (১) বাঙ্গালিদিগের বীর্য্যহীনতা ও তন্মূলক আলস্যপরতাই বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। আমাদিগের এ কলঙ্কের কি দূরীভূত হইবার উপায় নাই? আছে। পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, নিয়মিতরূপে ব্যায়াম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, কার্য্যে সতত অভিনিবেশ এবং উন্নত বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া তৎসাধন চেষ্টা, এইগুলিই সেই উপায়। যাঁহারা শীত প্রধান প্রদেশে বাস করেন, তাঁহাদিগের প্রায় স্বভাবতঃ এই গুলি হইয়া থাকে, আমাদিগকে চেষ্টা পাইয়া এই গুলি করিতে হইবে।

এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি লণ্ডনে গিয়াছিলেন তিনি বলেন, তথায় অবস্থিতি কালে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে পারিতেন, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রম করিতে পারিতেছেন না। আর এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতার অপেক্ষা তথায় ইংরাজেরা দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ অধিক পরিশ্রম করিতে পারেন। কলিকাতার অপেক্ষা লণ্ডনে বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অধিকতর শ্রমশক্তি জন্মিবার কারণ কি? পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন ও নিয়মিত ব্যায়ামাদির অনুষ্ঠান নিবন্ধন বলা কি তাহার কারণ। ইংরাজ, ফরাসী রুসির, পাঠান, শিখ, প্রভৃতি জাতিরা কি কারণে এতাদৃশ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হয়? তাহারা শীত প্রধান স্থানে বাস করে, ইহাই কি এক মাত্র কারণ? উল্লিখিত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন ও ব্যায়ামাদির কি আবশ্যকতা নাই? শীত প্রধান প্রদেশবাসিরা যদি বাঙ্গালিদিগের ন্যায় অসার ও অল্প পরিমিত দ্রব্য ভোজন ও নিস্ক্রিয় ও নিরীহ হইয়া কাল হরণ করে, তাহারা কি ক্রমে নির্বীর্য্য ও দুর্ব্বল হইয়া যায় না? তাহাদিগের বংশে কি আর তাহাদিগের ন্যায় সবল ও দৃঢ়কায় লোক জন্মে? তাহাদিগের বংশ্যলোকদিগকে কি ক্রমে আর তজ্জাতীয় বলিয়া বোধ হইবে। শীত প্রদেশের লোকেরা আহারাদির ব্যতিক্রম করিলে যদি তাহাদিগের বলবীর্য্য সাহস ও অধ্যবসায়ের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বঙ্গদেশ বাসিরা আহার ও ব্যায়ামাদির উৎকর্ষ সাধন করিলে ঐ সকল বিষয়ে উৎকর্ষ সাধিত না হইবে কেন? আমরা বলকর উপায় অবলম্বনেরই প্রস্তাব করিতেছি, স্বাস্থ্যকর উপায়াবলম্বনের প্রসঙ্গ করিতেছি না। পরিষ্কৃত স্থানে বাস করিলে ও নিয়মিত রূপে আহার, পান ও পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ হয় বটে, কিন্তু বলিষ্ঠ হয় না। এক ব্যক্তি কলিকাতার সন্নিকটে কোন উদ্যানে বাস করিয়া নিয়মিতরূপে আহার পান ও পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি পুষ্টিকর ও অধিক পরিমিত দ্রব্য ভোজন ও ব্যায়ামাদি না করেন, তাঁহার শরীর কখন বলিষ্ঠ হইবে না। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি লণ্ডন বা সিমলার কোন মনোরম স্থানে গিয়া বাস করেন, তাঁহার শরীর যে কেবল সুস্থ হইবে এরূপ নহে, বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি লণ্ডন বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, সচরাচর তাঁহাদিগের শরীর সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা এই উভয় গুণে ভূষিত দৃষ্ট হয়। এবম্বিধ বৈলক্ষণ্য কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে উল্লিখিত কারণই দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ নাই। লণ্ডন ও সিমলায় ক্ষুধার আধিক্য উদ্রেক হয়, [illegible] অধিক পরিমিত দ্রব্য ভোজন [illegible] হয়। অধিক পরিমিত [illegible] পরিপাক করিতে পারিলে [illegible] হয়। [illegible] বল সমস্ত পদার্থ [illegible] বলিষ্ঠ হইলেই সুস্থ হইবে এরূপ [illegible] নাই, কিন্তু উভয়ের [illegible] একের সহায়তা ব্যতিরেকে [illegible] হয় না। নিরোগী না হইলে [illegible] কার হইবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] লেও কোন কোন শারীরিক নিয়ম [illegible] বশে সকল (২) করিয়াও [illegible] রক্ষা করিতে সমর্থ হন না।

আমরা অল্প অল্প পরিমাণে [illegible] কার অস্বাস্থ্যকর কার্য্য করিয়া থাকি যে ব্যক্তি সবলকায়, তাহার মাংস পেশী সুদৃঢ় ও মেদের আধ অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিই উক্ত প্রকারে অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাও দুর্ব্বল শরীরী অপেক্ষা অধিক কাল থাকিতে পারে। ২৪৩

উপরে যে রূপ প্রদর্শিত হইল স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে নিয়মিত আকার পানাদি নিবন্ধন সুস্থতা লাভ সেই মনুষ্য দৃঢ় ও সবল কায় হয় না। বিধানবিৎপণ্ডিতগণ বলেন পুষ্টিকর ও ব্যায়ামাদি রূপ পরিশ্রমকর কার্য্য শরীর বলিষ্ঠ ও দৃঢ় হয়। কেহই একথা কার করিতে পারেন না। কোন কোন সেই পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন ও ব্যায়ামাদি বৃত্তি স্বভাবতই হইয়া উঠে, অ . কোন তাহা যত্ন পাইয়া করিয়া লইতে হয়। ইংরাজ, রুসিয়া আফগান প্রভৃতি শীতল বাসিরা পুষ্টিকর আহার ও কোন না কোন প্রকার ব্যায়ামাদি রূপ শ্রমকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তাহারা শারীরিক নিয়ম সংক্রা[illegible]

(১) এতদ্দেশীয় দুই সুশিক্ষিত ব্যক্তি লণ্ডনে উপনীত হইয়া ইংরাজদিগের শ্রমানুরাগ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বৃথা গল্পাদিতে কাল হরণ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। প্রতি নিয়ত তাহারা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে তাহাদিগের মত শ্রমশালী, বোধ হয়, আর কোন জাতি পৃথিবীতে নাই।

(২) এতদ্দেশীয় মোট বাহক, তার পা[illegible] কাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করিলে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে

বোপার্জ্জন দ্বারা অবলম্বন করে নাই। নং যখন অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল, বন শারীরিক নিয়মাদির জ্ঞান তৎপ্রদেশী-দের মধ্যে উদিত হয় নাই, তখনও ইং-বাসিরা পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণে ও শ্রমকর প্রবৃত্ত ছিল। অন্যান্য শীতল দেশবা-সিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে ইংলণ্ডবাসিদিগের ন্যায় তারাও শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতগণের দিষ্ট না হইয়াও সবল শরীর হইবার উ-চিত নিয়ম অবলম্বন করিয়াছে।

ফলতঃ জল বায়ু ও মৃত্তিকাদির উপরে ক পরিমাণে আমাদিগের শারীরিক ও ক্ষীণতা যে নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে নাই। শারীর বিধানবিৎপণ্ডিতেরাও রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে স-র জেম্স কোপলাণ্ড সাহেব যাহা বলেন সার ভাগ নিম্নে সঙ্কলিত হইল। লেন "মনুষ্য যে যে দেশে বাস করে দেশের জল বায়ু মৃত্তিকাদির তার-ম্য বাহুল্য পরিমাণে তাহার শারীরি-সিক শক্তির ইতর বিশেষ হয়। , লাপলণ্ড প্রভৃতি দেশে অত্যন্ত এবং প্রতি বৎসর ছয় মাস প্রায় র অভাব নিবন্ধন তদ্দেশবাসিরা ও দুর্ব্বল মাংসপেশী বিশিষ্ট হয়। দি অপেক্ষা অল্প শীতল দেশবা-সাবার বিলক্ষণ সবলকায় ও মানসিক বিশিষ্ট হয়। ৫৫ ও ৬৩ ডিক্রী রেখার মধ্যে স্থাপিত দেশবাসিরা ইহা-দের, তাহারাই পৃথিবীস্থ সকল জাতি পা দৃঢ়ক ও ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষ-যে সক দেশে সমল ঋতু পরিবর্ত্তন তদ্দেশবাসিদিগেরও ভৌতিক ও মান বলের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয় যথা- ডে-, সুইডেন, ইংলণ্ড ও তৎসন্নিহিত জী-দি। * কোপলাণ্ড সাহেব আরো বলেন সকল ভূমি সমুদ্রের অপেক্ষা অধিক ও পর্ব্বতাদির নিকটস্থ, সেই সকল স্থান রা বিলক্ষণ দৃঢ়কায় হইয়া থাকে। তা-। ব্যায়ামাদি শ্রম কার্য্যে বিলক্ষণ রত এবং ও নিম্ন ভূমিস্থ লোকের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী হয়। তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অধিকতর সন্তানপ্রদ ও ধর্ম্ম পরায়ণা হইয়া থাকে।*

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বাস্থ্যকর জল বায়ু মৃত্তিকাদি বিশিষ্ট দেশে বাস করিলে লোকের স্বভাবতই পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অপর, দৃঢ় কায় হয় বলিয়াই তাহারা স্বভাবতঃ (৩) আভ্যাসিক বলোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। তাহা-দিগের যেটী স্বভাবতঃ হয়, আমাদিগকে তাহা চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। কিন্তু কি রূপে সে চেষ্টা করিতে হইবে, আমরা আগা-মি বারে পাঠকগণের গোচর করিব।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

কয়েক সপ্তাহ হইল, কয়েক খানি নূতন পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হই য়াছে। অবকাশ বিরহে আমরা কেবল যে গ্রন্থকার ও পত্রিকা প্রণয়নকারিদিগকে পূর্ণ মনোরথ করিতে অসমর্থ হইয়াছি এরূপ নহে, আপনারাও স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে ঋণ মুক্ত হইতে পারি নাই। অদ্য কিয়ৎ পরিমাণে ঋণ শোধে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। সীতার অন্বেষণ। পদ্যময় গ্রন্থ। ঢাকা বাঙ্গাল বাজার ব্রাহ্ম স্কুলের পণ্ডিত শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত। ইহা ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে রা-মের বিরহ ও বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। আ মরা কয়েক স্থান আনন্দ সহকারে পাঠ করি লাম। রচনা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ হয় নাই ব টে কিন্তু ললিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের কাব্য রচনা শক্তি আছে, তাহা স্পষ্ট বোধ হইল। কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ-কগণ স্বয়ংই কবির সহৃদয়তার পরীক্ষা করুন উদ্ধৃত কবিতা কয়েকটী এই—

কবি রাম ঊর্দ্ধে বিলোকন,
বলে অচেতন মেঘে ভেবে সচেতন,
তুমি হে জীবন দাতা, জীবের জীবন পাতা,
এই বার বাঁচাও জীবন।
আমি নহি ভবের ভিকারী,
মোর নয়নে শত ধারে বহে বারি,
সদা মদাগুণ জ্বলে, কখন নিভেনা জলে,
বরি নীর সহিতে না পারি
তুমি না কি উত্তাপ বারণ?
আমার উত্তাপ কেন কর না মোচন,
তোমার শকতি আছে, প্রিয়া প্রেয়সীর কাছে
জানাইতে দুঃখের বচন।
হে বারিদ! বারি বরিষণ,
কত নদী নদ পূর্ণ কর ক্ষণে ক্ষণে,
মোর বাঞ্ছাপূর্ণ কর, কহিলে ক্লেশ হর,
যাও প্রাণ-প্রিয়ার সদনে।
বিনয়ে বলিও প্রেয়সীরে,
তব প্রেমাধীন সদা ভাসে নেত্রনীরে,
আর কি শিখাব আমি, যা দেখ তাহাতে বারী
তাই বলে এস মেঘে ফিরে।"

২। পদ্য পাঠ প্রথমভাগ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় ইহা-র সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা বালকদিগের পাঠার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে পদ্যগ্রন্থ বিরল প্রচার, যদু বাবুর এই গ্রন্থ অনেক অংশে সেই অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদু বাবু যে গুলি স্বয়ং রচনা করিয়াছেন এবং যে গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, উভয়েতেই তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় হইয়াছে।

৩। ধর্ম্মচর্চ্চা। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম অথবা কোন্ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা লি খিত নাই। বোধ হয়, কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ইহার মুদ্রণ ও প্রচারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ঘটিত কয়েকটী উপদেশ আছে। একটী উপদেশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ।

হে প্রিয়পুত্র! তুমি ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন কর, তিনি তোমার পিতা, মাতা সুহৃদ; সকল স্থানে সকল অবস্থাতে তিনি তোমার একমাত্র সহায় ও গতি, তাঁহাকে স্মরণ কর, সমুদায় জীবন তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ কর, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিও না। তাঁহার জ্যোতি দৃষ্টি করিয়া আপনাকে উজ্জ্বল কর, সর্ব্বদা সেই ভূমানন্দ সম্ভোগ কর, সংসারের কুটিলতা পরিত্যাগ করিয়া সেই পবিত্র স্বরূপের সহিত নিয়ত সম্মিলিত হও। আমি যখন তোমাকে লালন পালন করিয়াছিলাম, তখন আমার মনে এই আশা ছিল, যে পরমেশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তুমি আমার গৃহ উজ্জ্বল করিবে, তুমি সেই আশা পূর্ণ কর। ঈশ্বর ভিন্ন তোমার আর গতি নাই, তিনিই তোমার একমাত্র শরণ, তাহাতে প্রীতি করিবে, অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে, এইজন্য তুমি এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব তাঁহ

* * *

(৩) ব্যায়ামাদি দ্বারা যে বলোপার্জ্জন হয়, তাহাকে আভ্যাসিক বল কহে।

ভাবে তাঁহাকে [illegible] কর, সেই পরম পিতাকে কখন বিস্মৃত হইও না। তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থ কাল থাকিলা উদ্ধার হইতে হইবে তিনিই এ [illegible] মাত্র অবলম্বন, তিনিই তোমার জীবন, সেই পরম সুহৃদকে কখন হৃদয় হইতে অন্তর করিও না। হে পরমেশ্বর! তুমি এই পুস্তকে আমার জন্য সমর্পণ করিয়াছ, ইহার অপার্থ বয়সের প্রতি যেন সর্ব্বদাই তোমার দৃষ্টি থাকে, তুমি ইহার কোমল হৃদয়ে বিরাজ কর।

৬। আহিরিটোলার গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বঙ্গ বিদ্যালয়ের তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা বিবরণ। এই বিদ্যালয় ১৮৫৯ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

আগত।

২৮এ মাঘ সোমবার।

জেলা নদীয়া।

অদ্য রাণাঘাট হইতে কুষ্টিয়াতে আসিবার সময় ১ বগো, ২ কৃষ্ণগঞ্জ, ৩ রামনগর, ৪ চুয়াডাঙ্গা, ৫ আলমডাঙ্গা হইয়া কুষ্টিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহার মধ্যে যে কএকটী পোল আছে, তন্মধ্যে একটী পোল অতিবৃহৎ। কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে অনেক অকৃষ্ট পতিত ভূমি আছে। শুনিলাম নীলকর মহাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যই ভূমি পতিত হইবার প্রধান কারণ। কৃষ্ণগঞ্জ হইতে আলমডাঙ্গা পর্য্যন্ত খেজুর, ধান্য, যব, ও নানা প্রকার কলাই সরিষা লঙ্কা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এবং স্থানে স্থানে ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহার মধ্যে মধ্যে দুই একটি নীলকুঠীও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রজারা নীল বুনন না করাতে উহার অনেক গুলি অমনি পতিত রহিয়াছে। ২৪৫

কুষ্টিয়া।

এই কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে এস্থান ৫২ ক্রোশ। এই স্থানের উত্তরে গড়ুই নদী। ঐ নদী আমলার বিল হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে। সুতরাং ইহাকে কেহ কেহ পদ্মাও বলিয়া থাকে। এক্ষণে এই স্থান দিয়া বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করিতেছে। যদিও পদ্মা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত বক্র ভাব ধারণ করিয়াছে। উহার উত্তরে কুষ্টিয়া নামক একখানি গ্রাম আছে। ঐ খানে একটি থানা ছিল। থানা দক্ষিণ পারে আসাতে এক্ষণে এই স্থানকেই প্রায় সকলে কুষ্টিয়া এবং সামান্য লোকে ছোট কলিকাতা কহে। ইহাতে বোধ হয় এই স্থান সময় ক্রমে ছোট কলিকাতা নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারিবে। এস্থানের উত্তর ও পশ্চিম সীমা গড়ুই নদী (এই নদী এখানে অতি অপ্রশস্ত, ইহার পশ্চিমে কমলাপুর গ্রাম) দক্ষিণ মহজমপুর। পূর্ব্বে বাহাদুরখালি গ্রাম। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে এই স্থান পাবনা জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে নদীয়ার সামিল হইয়াছে। পদ্মা অতি ভয়ানক নদী। ইহার গর্ভে অনেক স্থান প্রবিষ্ট হইয়া অনেকের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখন এই নদীতে স্থানে স্থানে জল অতি অল্প। ইষ্টেসন হইতে ঈশান কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন বালুকাময় মরুভূমি ধুধু করিতেছে এবং ঐ সকল চড়ার মধ্যে মধ্যে কৃষকেরা ধান্য রোপণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে কাটিতে উপক্রম করিবেক। উক্ত চড়া বর্ষাকালে প্লাবিত হইয়া সাগরের ন্যায় আকার ধারণ করিবেক। ২৪৫

কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তি গ্রাম।

ইষ্টেসনের উত্তর পুরাতন কুষ্টিয়া, জুক দেবপুর, গোপীনাথপুর ও শিয়ালদহ। এই সকল গ্রামে কামার কুমার চাষাধোপা শুঁড়ি কৈবর্ত্ত প্রভৃতিই অধিকাংশ। ইহার মধ্যে কুষ্টিয়াতে ৩। ৪ ঘর ব্রাহ্মণ আছে। পশ্চিমে গড়ুই নদীর উভয় তীরে মজমবেড়ে [illegible] পুর কড়াদিনগর সাহেটে ও উদিবাড়ি। এই সকল গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ তেলি ও শুঁড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার জাতি বাস করে। তন্মধ্যে উদিবাড়িতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। দক্ষিণে চোকদাস ও জগতী। এই দুই গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও তেলি প্রভৃতি সকলই কিছু কিছু আছে। তাহার মধ্যে কায়স্থের ভাগ অ[illegible] ([illegible]) পূর্ব্বে [illegible] এই দুই গ্রাম ব্রাহ্মণ [illegible] গোয়ালার অধিক [illegible] মধ্যে মধ্যে মুসলমান [illegible]

বহদূরা কুষ্টিয়া [illegible] এক ক্রোশ অন্তর গ্রাম [illegible] হাজার ঘর বসতি, এবং [illegible] ৩০০০০ হাজার [illegible] লোকদিগের অপেক্ষা [illegible] স্বভাব অতি দুষ্ট। [illegible] খানকার লোকদিগের [illegible] কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষদিগের [illegible] বিষয়ে তত [illegible] নিয়মিত [illegible] থাকে।

এখানকার ভূমি অতি [illegible] ।, তিসী, সর্ষপ, যব এবং [illegible] প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন। [illegible] মিষ্টান্ন ও তামাক প্রভৃতি [illegible] জল বায়ু [illegible] আবাদ [illegible] গোলাকর্ষণ অতি অল্প, [illegible] হইতে পারে না। পুষ্করিণী [illegible] জল পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পারে না, নদীর মধ্যে [illegible] সুতরাং সকলেরই নদীর জল [illegible] হয়। এই সকল গ্রাম কতক বাবু রামলাল [illegible], কতক [illegible] নকর কেনি সাহেবের অধিকারে নীলকর কেনি সাহেবের অধি[illegible] সুখ সম্ভোগে প্রজারা [illegible] তাহা বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। সাহেবের অনর্থের মূল একটি নীল[illegible] এই নীল প্রদেশের দরিদ্র প্রজাদিগের অবলোকন করিলে সহৃদয় ব্যক্তি অন্তঃকরণে শোক ও করুণা [illegible] তাহার সন্দেহ নাই। এখনও [illegible] সাহেব প্রজাদিগের উপর এক [illegible] রি করিতে ত্রুটি করিতেছেন, [illegible] ছোট আদালতের জজ ও ম্যা[illegible] নীলকরদিগের প্রতি পূর্ব্বে [illegible] ছিলেন, বোধ করি তাঁহারাও [illegible] হইয়া; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তত্ত্ব[illegible]

...ন নাং বর দিকে টানিতেছেন। মিতাব্দ বশ লোক বহেন, এক্ষণে করিলে ভাল হয়। এখানকার ...তাঁহার বাঙ্গালি। তিনিও সাহেবদিগের ...তোষামোদ করিয়া থাকেন। যাহা হউক ...ব্যবসায়িদিগের সহিত প্রজাদিগের বিবাদকারকেরা ন্যায়ের প্রজাদিগের প্রতি ...পীড়ন করিতেছেন, তখন কি বুঝিব ...সিয়া গবর্ণমেণ্ট কেন লাটেরবন্ধু ...তেজ গিরিদিগের কথা ও বিচারালয় ...ন্তর পর? ইহা অপেক্ষা প্রান্তরে ব...র প্রজা এবং বৃক্ষমূলে বাস করা ভাল।

...অপেক্ষার নিকট বিশেষতঃ প্রাদেশিক ব... [illegible] হইলাম, জজ সাহেব [illegible] ...হইয়া বিচার করিতেছেন যদি ...নক [illegible] হইতেছে সন্দেহ নাই।

...আদালত মাজিষ্ট্রেট [illegible] ...পা [illegible] কাছারি এবং থানা [illegible] ...রাজি রাজারা [illegible]। এই নিমিত্তই এখান [illegible] ...ডিয়াকে) ছোট [illegible] অবস্থা বড় ভাল [illegible] ও উৎসাহ আছে [illegible] জন্য শুনিলাম [illegible] চলিতেছে। [illegible] ব মনোযোগ থাক [illegible]

বিবিধ সংবাদ।

২ ই ফাল্গুন সোমবার

হিন্দুস্থানী অযোধ্যার [illegible] ও [illegible] অভিনন্দন পত্র [illegible] তাঁহারা কানপুরে লার্ড [illegible] আ. করেন। অযোধ্যার [illegible] টী গবর্ণর জেনরল সম্বোধ [illegible] ...তালুকদারদিগকে বলিলেন আপ[illegible] অধিনের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন [illegible] শক্তি প্রভুভক্তকর্মকে ব [illegible] সন্দেহ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হই[illegible] টো দিয়ে লার্ড এলগিন [illegible] ব্রাত্তব্যারকে বলিলেন তাঁ[illegible] তাহার সকল উৎকর্ষ সাধিত [illegible] তিনি ২(গবর্ণর জেনরল [illegible] সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল কলিকাতা-র প্রত্যাগমন করিবার সময়ে লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়া আসিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের এক জন পত্র প্রেরক রাজপুতনার বণিকদিগের অসঙ্গত ব্যাক করিবার চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কলিকাতায় যে সকল দ্রব্য ২০০ টাকায় পাওয়া যায় তাহা তথায় ১৪০০ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। তত্রত্য রাজারা এই সকল দুর্বৃত্তদিগের দ্বারা প্রতারিত হন। এতদ্দেশীয় রাজারা বিবেচনা করেন, উচ্চমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করা মহত্ত্বের কার্য্য।

দিল্লীগেজেট বলেন, পঞ্জাবের রেইল ও-য়েকর্ম্মচারিরা অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁরা সকল স্থানেই সমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন।

হরকরাইটি বেগার ধরিবার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সেনাগণকে স্থানান্তরিত করিবার সময়ে মুটিয়া ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদিগকে অতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অথচ তাহারা উচিত ভাড়া পায় না। এই জঘন্য প্রথাটী ক্রমশঃ অসহ্য হইতেছে। বেগার নিবারণের জন্য যে বিল অর্পণ করা হয় তাহার কি হইল?

পুনা অবজারবর বলেন যে সূত্রধরকে ছোট আদালতের জজ কানবা রুদ্ধ করিয়াছিলেন সে আপীল করিয়া মুক্ত হইয়াছে। পুনার সেসিয়ন জজ বায়ণ সার্জেণ্ট কানবার অত্যাচারের বিষয় প্রধানতম বিচারালয়কে অবগত করিয়াছেন। ইনি না ঐ অঞ্চলের এক জন উপযুক্ত বিচারপতি;

আল্লাহাবাদ গেজেট বলেন ক্যাম্বল সাহেব মধ্যভারতবর্ষের ভূমির বন্দোবস্ত শেষ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নাগপুরে আছেন।

সিতান, জেনরা, টিউরিণ প্রভৃতি স্থানে বৃদ্ধ কাউণ্টকেবরের একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি হইতেছে। টিউরিণে উক্ত রাজনীতিজ্ঞের [illegible] আরও একটি বাটী হইতেছে। [illegible] আজাপিও হরিদের স্মরণার্থ একটী সা[illegible] বাটী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইলাম না। [illegible] দাতব্য সমাজের মূলধনের অভা[illegible] তাঁহারা সাধারণের কাছে চাঁদার প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সমাজ [illegible]র উপকার করিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ সকলেরই কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।

কিনিকের এক জন লেখক [illegible] হইতে লিখিয়াছেন তত্রত্য বন্যেরা বাঙ্গালী কয়েদিদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক জন ইউরোপীয় বাঙ্গালী এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করে। প্রথমতঃ বন্যেরা অতিশয় বন্ধুতার প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের সাহায্য করিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ এক জন বাঙ্গালী হস্তে হত্যার কয়েকজন বন্যকে গুলি করা হয়। তাহারা তন্নিমিত্ত অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। হত্যাকারিকে ধৃত করিতে না পারিয়া তাহার সহচরদিগকে বধকরা অতি অন্যায় হইয়াছে। এরূপ করিলে বন্যেরা কখনই বন্ধুভাব প্রকাশ করিবে না।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন বিক্রমপুর নিবাসী সার্ব্বভৌম উপাধিধারী এক পণ্ডিত স্বীয় পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পাদনার্থ একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে চুরিকরিয়া আনাতে দারগার নিকটে তাহার আত্মীয়েরা নালিস করেন। ব্রাহ্মণ তন্নিমিত্ত সেই কন্যাকে তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধিত হন। ঢাকাপ্রকাশ বলেন যে কেবল ঘৃণিত পণগ্রহণ প্রথাই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের তাদৃশ অসদাচরণের মূল কারণ। আমাদিগের মতে সমুদায়ের মূল কৌলীন্য।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম চট্টগ্রামের বিদ্যালয়ের অধিকাংশ দগ্ধ হইয়াছে। বিস্তর বেঞ্চ কেদারা প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ পুস্তকালয়টি রক্ষা পাইয়াছে।

১৩ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

ঢাকা নিউস বলেন রোটাস দুর্গের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে শোণ নদের এক উচ্চতর সেতু নির্ম্মিত হইবে, ইহাতে দুইলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

শোণনদের নিকটে প্রস্তরময় পথ মা-র্জ্জাপুর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইবে।

দিল্লীগেজেট বলেন একটি ১০ বৎসরের আফগান বালক আর একটী বালকের সহিত

প্রবাদ করিয়া পারুক। জোয়ান্ ফু হাম্ প্রাণ সংহার করিয়াছে। অধিকন্তু হত বালকের পিতা মাতা গবর্ণরের নিকট আবেদন করিলে-গবর্ণর কাজির সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, [illegible] হত্যা করিব বলে করিয়া অপর বালকের প্রাণ সংহার করে নাই, অতএব উহার প্রাণ দণ্ড না হইয়া ১০০০ টাকা দণ্ড করা গেল গবর্ণর ঐ শিশুর পিতৃসম্পত্তি আনয়ন করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করিতে কহিলেন। এক ভাগ মৃতশিশুর পিতা মাতাকে দেওয়া হল। আর এক ভাগ হত্যাকারি বালকের [illegible]তার রহিল। আর এক ভাগ রাজ ভাণ্ডারে প্রেরিত হইল। শিশুর অপরাধে শিশুর পিতা সম্পত্তি গেল। ঐত চমৎকার বিচার।

উক্ত সম্পাদক আরও বলেন ঢাকায় অ-[illegible]রষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ফিনিক্স বলেন পোষ্ট আফিসের যে নূতন বাটী হইবার কল্পনা আছে, তাহা এবৎসর আরম্ভ হইবে না। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

তিনি আরো বলেন, ১৭ ই ফেব্রুয়ারি গবর্ণর জেনেরল আগরায় একটি দরবার করিয়াছিলেন। তথায় গোয়ালিয়রের মহারাজ প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, জয়পুরের মহারাজ স্বগণ মন্ত্রী ও অনুচরগণের সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন। আসিবার সময় আলাহাবাদ ও বেনারস দিয়া আসিবেন, এবং [illegible] হইতে রিসারে জগন্নাথ দেখিতে যাইবেন।

আলাহাবাদ গেজেট বলেন তথায় শীঘ্র [illegible]ক খুলিবে। তথায় একটি বৃহৎ কুঠী [illegible], সেই স্থানেই ইহার কার্য্য হইবে।

[illegible] জন লোক খিদিরপুর হইতে নৌকারোহণে [illegible]বাজারের ঘাটে যাইতেছিল, [illegible] রাত্রি হওয়াতে মাজিরা অন্ধকারে [illegible] দেখিতে না পাওয়াতে নৌকা স্রোতের বেগে যাইতে লাগিল, [illegible] অত্যন্ত প্রবল [illegible] ঐ নৌকা জল মগ্ন হইল। কাটের কা[illegible]নের গড়ে আরোহিরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছেন। কেবল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পাওয়া যায় নাই।

১৪ই ফাল্গুন বুধবার

ফিনিক্স বলেন, লাঙ্কেসায়রের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৮০০০০ টাকারও অধিক প্রেরিত হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরো বলেন, গবর্ণর জেনেরলের দরবার দিল্লীতে না হইয়, মিরাটে হইবে। উত্তম বিবেচনা হইয়াছে, তথায় দরবার করিলে দিল্লীর অবমাননা করা হইত।

উক্ত পত্র অযোধ্যার বিচার কার্য্য সংক্রান্ত প্রচারিত রিপোর্ট দেখিয়া লিখিয়াছেন ১৮৬১। ৬২ অব্দে তথায় পুলিস কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রায় ২১১৯৫৩২ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারি সম্রাট নেপোলিয়ন একটী বক্তৃতা করিয়া ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উঁহার বক্তৃতায় লোকে সন্তোষ প্রকাশ করে নাই।

হরকরা বলেন, স্প্লানেড রোডে পুরাতন পোষ্ট আফিসের নিকটে প্রধানতম বিচারালয়ের বাটী নির্ম্মাণ শীঘ্র আরম্ভ হইবে। কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর অনুমতি দিয়াছেন যে অদ্যাবধি ১৫ দিনের মধ্যে তত্রত্য লোকদিগকে উঠিয়া যাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম বিচারালয়ের জন্য ঐ ভূমি ক্রয় করিলেন।

উক্ত পত্র ইণ্ডিয়ান ফিলড দেখিয়া লিখিয়াছেন সর্ [illegible] পিকক সাহেব ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের সিরিস্তাদারের পদ উঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন।

সমাচার হিন্দুস্থানী বলেন গবর্ণর জেনরল প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। এক দিন রাত্রিতে তাজমহল আলোকপূর্ণ হইয়াছিল। লার্ড এলগিন ও লেডি এলগিন তদ্দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। তথায় অধিক সংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল।

তিনি আরো বলেন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তন্তুবায়দিগের দুঃখ অবগত হইয়া [illegible] নিমিত্ত মন্ত্রিকে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন এক ডিপার্টমেণ্টে তুলার অভাবে প্রায় ৩৯০০০০ লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া রহিয়াছে। পারিসে চাঁদায় ৮০০০০ টাকা মাত্র উঠিয়াছে।

১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

পঞ্জাবের চা-করেরা চার বীজ ও চারা নূতন কৃষক দিগকে বিনা মূল্যে প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনুসারে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বীজ ক্রেতার টাকা প্রত্যর্পণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আর একটি আনন্দের সংবাদ তথায় কয়েক জন এতদ্দেশীয় চা-কর হইয়াছেন। কয়েক জন নীলকরও হইয়াছেন। নীলের চাষও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। [illegible] বিষয় বঙ্গদেশে সর্ব্বশেষে হইবে।

বঙ্গদেশে নীলের চাষ এক প্রকার বন্ধ হওয়াতে কলিকাতার নীলকর কোম্পানি সিন্ধুদেশে এক জন কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করিয়াছেন। তথায় নীল হইতে পারে কি না ইহা জানা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। আমীরদিগের [illegible]য়ে উক্ত প্রদেশে বিস্তর নীল জন্মিত। যদি কৃষকদিগের লাভ দেখাইয়া না দিতে পারেন নীলকরেরা কোনস্থানেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

আউয়ার পেপর বলেন, মেক্সিকোর উপকূলে এক খানি এতদ্দেশীয় জাহাজ [illegible]ক্সের তার ও কয়েক জন এক্সাল্টেড যাত্রী আনিতেছিল। উপকূলে দ্রব্য নামাইবার নিমিত্ত জাহাজ লাগাইলে টেলিগ্রাফে চারিয়া বলপূর্ব্বক যাত্রীদিগের দ্রব্য [illegible] লইয়া লইয়াছিল। এবিষয়ে মার্কীন [illegible]তে গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিতে [illegible]ন। এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে এক [illegible] স্বদেশীয় দোষে এই অত্যাচার হইয়াছিল। [illegible] মৃত প্রায় হইয়াছে। এখন তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা সহজ নহে কি?

উক্ত পত্র আরও বলেন, সিন্ধুদেশে পুনরায় গজপালের উপদ্রব হইয়াছে।

মিসর দেশের নূতন শাসন কর্ত্তা [illegible] পাসা উত্তম রূপে রাজ্য শাসন করিতেছেন। তিনি স্বব্যয়ার্থ রাজকোষ সাধারণ হইতে টাকা না লইয়া আপনার ব্যয় করিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি বিদেশীয়দিগের অভ্যর্থনা সময়ে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি তিনটি বিশেষ কার্য্য করিবেন যথা নিজের ব্যয় নির্দ্ধারণ, সাধারণ [illegible]কোষ, এবং সুলতানের মত লইয়া রা[illegible] করিবেন। পাসা বলপূর্ব্বক মজুর ধরা [illegible] করিয়াছেন। সুয়েজে খালের বিষয় বিশেষ যত্ন নাই

শনিবার আলিগড় পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হ।

বার্টল ফ্রিয়ার কানাড়ার নূতন বন্দর র গড় দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

হারাজ সিন্ধিয়া বোম্বাই দর্শনের জ... প্রাপ্ত হইয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট এ, জি, মে তাহার সঙ্গে যাইবেন।

ব্রাক এথিনিয়ম বলেন ক্রমাগলে ন হ- হায়দরাবাদে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের লওয়ে মিলিত হইবার সম্ভবনা আছে। বর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার্থ রেণ করা হইয়াছে। এদিকে থল গ্রাম পর্য্য রেইলওয়ে হইয়াছে। বর্ষাকালের পূর্ব্বে পুরের রেইলওয়ে মলকাপুর পর্য্যন্ত খুলি স্থির হইয়াছে। সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে রাজ ও ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ে জব্বলপুরে লত হইবে। মির্জাপুর পর্য্যন্ত রেইলওয়ে নবার যে কথা ছিল তাহার ও যমুনা সে দূর দূর হইল?

কল্পনা হইতেছে পঞ্জাবের সিবিলিয়ানেরা লণ্ডীয় ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার সাত বৎসর কর্ম্ম করিয়া তিন বৎসরের লয় পাইবেন। প্রথমেই সুন্দর রূপে ব্য পক হইয়া নিযুক্ত হইলে কি ন্যায়ের সাধব পরিশুদ্ধ বিচার ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না?

নর বিখ্যাত বণিক গ্রিণ সাহেবের মৃত্যু তাঁহার তুল্য ধনী বণিক ইংলণ্ডে আছেন।

জাপানের ধনী ব্যক্তিরা কয়েক খানি বা- ষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ ক রিয়াছেন। তথা হইতে প্রচুররূপে বিস্তর নীল চাউল প্রভৃতি রপ্তানী হইতেছে। বিদেশে শিল্পের আবশ্যকতা সকলেই বুঝিতেছেন তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এবি র বুদ্ধিমান মূর্খ কেবল বঙ্গদেশেই পাওয়া যা।

ইংলিসমান বলেন, গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় ডেন্সির মিলেটারি অফিস কও বহস্তে করিতেছেন।

... অব ইণ্ডিয়া বলেন আরাকাণ, রে ... মোলমিনের লোকেরা মিউনিসিপাল ... অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তথার কলিকা ... বাটীর কর অর্থাৎ শত করা ৭॥ ... হইতেছে। রেঙ্গুণের গাড়ীর টাক্স ... দ্বিগুণ। নিয়ম কর্ত্তার অবিবেচনা ... অতি হিতকর বিষয়ও লোকের ... র হেতু হইয়া উঠে।

নামক এক জন ইউরোপীয় আপনা খাতার জাল খরচ লিখিয়া পলায়ন তাকে ধৃত করিবার জন্য পুলিশ না বাহির হইয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে আনামে বিদ্রোহ উপ- স্থিত হইয়াছে। ফরাশীদিগের হস্তে কেবল সেগন নগর মাত্র আছে বিদ্রোহীরা তাহাও আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ফরা শীরা ১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গব- ণমেণ্টের ন্যায় অতি লোভপ্রযুক্ত এই সঙ্ক টে পড়িয়াছেন।

১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার।

ফিনিক্স বলেন গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের ব র্ত্তমান বলন্টিয়র সৈন্য দিগকে ১৮৫৭ অব্দের ২৩ আইনের অধীন হইবার আদেশ করিয়া ছেন।

তিনি আরো বলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কারাগৃহের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২১০০০ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে। তথায় প্রায় ১৩টী জেল আছে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন বরোদা রে- লওয়ে কোম্পানির কনসলটিঙ ইঞ্জিনিয়র ক- র্ণেল কেনেডি আগামি মেলে ইংলণ্ড হইতে আসিবেন।

সিন্ধিমেট ইনকোয়ারর বলেন, ৬৯ বৎ সর বয়স্ক এক বৃদ্ধা স্ত্রীর গর্ভে একটী সন্তা ন জন্মিয়াছে। উহার স্বামির বয়স ৭৪ বৎসর। সিন্ধিমেট ইনকোয়াররের বাক্যে সন্দেহ করা আমাদিগের উচিত হয় না, কিন্তু বোধ হয়, অনেকে ঐ কাণ্ডকে অনৈসর্গিক বোধ করিয়া তাঁহার বাক্যে অনাদর করিবেন।

ঢাকাবার্ত্তাপ্রকাশিকা বলেন মাণিকগঞ্জে র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের নামে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে নাই- বেল নালিশ করেন, জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহা তে সম্পাদকের ১০০ টাকা দণ্ড করিয়াছেন। বার্ত্তাপ্রকাশিকা বলেন, মাজিষ্ট্রেট পক্ষপাত করিয়াছেন। আমরা দূরে আছি, পক্ষপাতের কথায় অনুমোদন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা একথা বলিতে পারি, ঢাকাপ্রকাশ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা কেবল দ্বেষমূলক নহে।

১৭ ই ফাল্গুন শনিবার।

চীন দেশ হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, সি কিয়াঙ প্রদেশে বিদ্রোহিদিগের সহিত রাজ সেনাগণের এক যুদ্ধ হয়। তাহাতে রাজ সে- নাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে। ফরাসী আফিসরেরা রণ স্থলে রাজ সেনাগণকে লই- য়া যান। একটী কামান ফাটিয়া তিন জন আ- ফিসরের প্রাণ বিয়োগ হয়।

গবর্ণর জেনরল স্থানে স্থানে দরবার ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। কিন্তু তাঁ হার আগরার বক্তৃতাটী আমাদিগের দিক্ষা র অপ্রীতিবিধায়নী হইয়াছে। দেশবিদ্বেষ অথবা প্রজাগণের হৃদয়ে ভয় প্রদর্শন করা দরবার করিবার উদ্দেশ্য নয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্র তিনিধি সভাস্থলে দরবার ও রাজগণকে আহ্বান করিয়া সম্মান বর্দ্ধন করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি হইবে ইহাই দরবার করিবার উদ্দেশ্য, কিন্তু গবর্ণর জেনরলের আগরার বক্তৃতা দ্বারা রাজা ও সরদার গণের অবমাননা করা হইয়াছে। আগামি বারে আমরা কিঞ্চিৎ বি স্তারিতরূপে এ বিষয়ের পুনঃ প্রসঙ্গ করিব।

ফিনিক্স বলেন বোম্বাইয়ের প্রধানতম বি চারালয়ের কর্ম্মচারিরা পূর্ব্বমত ফী না পাইয়া নির্দ্ধারিত বেতন পাইবেন টেলর সাহেব মা সে ১৭০০ প্রধান রেজিষ্ট্রার কাপ্তেন স ... ২৫০০ এবং আপিলিএট কোর্টের রেজিষ্ট্রার সিনহি ২১০০ সহকারী রেজিষ্ট্রার মারিয়াট ... টাকা পাইবেন। ইন্টারপিটারদিগের ও বেতন বৃদ্ধি হইবে।

তিনি আরো বলেন জয়পুরের ... অ পনার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদীন ... এজেণ্ট কর্ণেল ব্রুক সাহেবের সহিত ... তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কালেজ দর্শন করিয়া ... কার উন্নতির নিমিত্ত ...০ প্রদান করিয়া ছেন।

তিনি আরো বলেন বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ভাউদাজির ... দান দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে প্রা ৭০০ ৮০০ ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ের সভার সেক্রেটারি ... সভ্য গণের সম্মতি ক্রমে, সর চার্লস উ- লিয়মকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ... কিনান্সিয়াল মেম্বর হইয়াছেন বলিয়া একখা নি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। সর চার্লস উড্‌ বিলিয়মও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা

১০ ই ফাল্গুন শনিবার।

আসাম, কাছাড় ও ...... মজুর ... বিলে সিলেক্টকমিটি যে রিপোর্ট করিয়া ... ইডেন সাহেব তাহা সভায় অর্পণ করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই বিল সা ... র গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। দুই সপ্তাহ ... ইহা পুনর্ব্বার বিবেচিত হইবে।

ন্সীর জাহাজ ক্লাইড হইতে যো
গিতেছিল তাহা জলমগ্ন হইয়াছে।
বিকেরা কেহই রক্ষা পায় নাই।
ভ নামক জাহাজ আমেরিকা হই-
তে লাঙ্কেসায়ারের মজুরদিগের
ব্য আনয়ন করিয়াছে। ৯ই জানু-
গবর্ণমেণ্ট ওয়াসিংটনের কর্তৃপ
ন্মা পত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা যদ্য
। সন্ধি করুন, নচেৎ সাক্ষাৎ সম্ব
প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ শেষ করুন।
বিদ্রোহের সম্পূর্ণ বিবরণ জানা

মহাসভার অধিকাংশ রাজার
ন দিতেছেন। রাজা ঐ এডুেসের
াদিগের প্রতিনিধিগণকে গ্রহণ কর
ত হইয়াছেন। উহা একটি সামান্য
র প্রেরিত হইয়াছে। ফরাশী মহাসভা
রভিনন্দন পত্র দিতেছেন, প্রিন্স দে
কেবল তাহাতে অসম্মত। দাঙ্গা উঠা
বোঝবার্থ লণ্ডনের লোকেরা বিশেষ
প্রাশ করিয়াছেন। পিউবেলার সমুখর
রা মেক্সিকীয়দিগকে আক্রমণ করি
হইতেছে। বিস্তর নষ্ট। করা হইয়া

গুলি ধন পরিপূর্ণ জাহাজ ব্রেজিলের
ন্মগ্ন হওয়াতে তত্রত্য লোকেরা তাহ
তমিমিত্ত তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ
ত বিতণ্ডা হইয়াছে; ইংরাজ রণতরির
াচ খানি জাহাজ ধৃত করাতে
র্ণমেণ্ট ক্ষতি পূরণ করিতে স্বী
ক্বত হইয়াছেন। কর্ণেল কাবেল কলিকাতার প্রধান
স্কুলিচ্ছাধিকরের বিচারপতি হইয়াছেন। তার
সহেব বৃদ্ধা উপলক্ষে মাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্র
য় এক নষ্ট করেন। ঐ সভা কলিকাতার গবর্ণ
মেণ্টের বিরুদ্ধ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।
ওয়ার্ড ইন প্র ১) লাণ্ডবরণের আলভারমান হ
লেন। ওয়ার্ড করিটের পরিবর্তে অলডারমা
হন। করিট পদত্যাগ করিয়াছেন। ওয়
তে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৫১ অব্দের
প্রদর্শনী সভার সম্মানার্থ চিহ্ন এই জুন প্রিন্স
কন্সার্টের দ্বারা স্থাপিত হইবে। লক সাহে
দ্বীপের লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন।
[illegible]বের পরিবর্তে রিড সাহেব রণত
[illegible] কার্য্যকারক হইয়াছেন।
[illegible] ২৩এ জানুয়ারি।
[illegible] বৃষ্টি হওয়াতে সর্ণশাইত রাপান
[illegible] হইতে পারেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible] য়ারি—এইচ ক্লার্ক সাহেব বাকুড়ার
[illegible] লোকাল কমিটির মেম্বর হইবে-
ন ইই, জে, সটল ওয়ার্থ সাহেব তাহার সম্পাদ
ক হইবেন।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি—বাবু নবরত্ন মল্লিক ও বাবু
রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুরের শিক্ষা সংক্রান্ত
লোকাল কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি—ডি, এইচ এইচ নর্ট সাহেব
বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
হইবেন এবং ১৮৩১ অব্দের ২৫ আইনের ২২
ধারা অনুসারে তথাকার ২য় শ্রেণীর অধীন মা-
জিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এফ ওয়াস সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন এবং উক্ত আই
ন অনুসারে তথাকার ২য় শ্রেণীর অধীন মাজি
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

আর এ বার্কর সাহেব কাছাড়ের মেডিকেল
কর্ম্মচারী হইবেন।

মেদিনীপুরের ছোটআদালতের জজ বাবু
বেণীমাধব সেন ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইনের
২১ ধারাঅনুসারে প্রথমশ্রেণীর অধীন মাজি-
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

উত্তর বিভাগের রেবেনিউ সরবেয়র আর,
বি, স্মার্ট সাহেব ১৮৩৩ অব্দের ৯ নিয়ম অনু-
সারে তথাকার ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা পাই
য়াছেন।

এফ, জে আলেকজণ্ডর সাহেব কিছুদিনের
জন্য ভগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কলে
ক্টর হইবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি—এফ, সি কাউল সাহেব
রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসন জজ হই-
বেন।

টী জে, সি গ্রান্ট সাহেব পড়্‌বেতার ভার
প্রাপ্ত হইবেন এবং বাকুড়া ও মেদিনীপুরের মা
জিষ্ট্রেট ওডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টনান্ট, এফ কবি সাহেব ডাজিলিং
বাসের অতি রিক্ত সহকারী কমিসনরের প্রতি
নিধি হইবেন।

১৯এ ফেব্রুয়ারি—এইচ, আর মেডকস সাহেব
ভগলপুরের ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর
হইবেন।

এফ, আর কাবেল সাহেব মেদিনীপুরের
মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইবেন।

জি, জে মার্কেঞ্জি সাহেব বেহারের মাজিষ্ট্রে
ট ও কালেক্টর হইবেন।

অস্থায়ী পুলিস সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট
সি ডি ম্যাক্‌সুইনি সাহেব বদলি হইয়া দিনাজ-
পুরে গিয়াছেন।

১৯এ ফেব্রুয়ারি—জে, পারকার সাহেব
পাবনার শিক্ষাসংক্রান্ত লোকাল কমিটির সে-
ক্রেটারি হইবেন।

মৌলবী মহম্মদ ফরিদুদ্দিন খাঁ এবং মুনসি
চিরালাল সারণের শিক্ষাসংক্রান্ত লোকাল
কমিটির মেম্বর হইবেন।

মঙ্গলদিহির অতিরিক্ত সহকারি কমিসনর
সি, প, ক্রস সাহেব ১৮৫৩ অব্দের ৯ আইনের
১ম ধারানুসারিণী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সি, বেথিউন সাহেব ১৮৬২ অব্দের ৫ আ-
ইনের২ ধারা অনুসারে কলিকাতা বন্দরের
বাষ্পীয় নৌকা দেখিবার জন্য প্রতিনিধি সর-
বেয়র হইবেন।

২০এ ফেব্রুয়ারি—প্রতিনিধি অধ্যাপক জে
ইওয়ার্ড সাহেব মেডিকাল কালেজে এনাটমি,
ফিজিওলজি, কম্পারেটিভ এনাটমি, ও জুলজির
অধ্যাপক হইবেন।

ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব সাহাবাদের শি
ক্ষাসংক্রান্ত লোকাল কমিটির মেম্বর হইবেন।

২১এ ফেব্রুয়ারি—বাবু কালীপ্রসন্ন মিত্র কী
কের আফতার ডিস্পেন্সরির প্রতিনিধি সব আ
সিষ্টাণ্ট সরজন হইবেন।

এইচ, এস, টমসন সাহেব দিনাজপুরের ছোট
আদালতের জজ হইবেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য
কোন অনুমতি না হয় তত দিন বাকরগঞ্জের
প্রতিনিধি সিবিল জজ থাকিবেন।

২৪এ ফেব্রুয়ারি—এ, সি, মাঙ্গলস সাহেব
বীরভূমের সরকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হ
ইবেন। ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইনের ২২ ধারা
অনুসারে তথাকার ১ম শ্রেণীর অধীন মাজি
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মাণিকগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কোটচাঁদপুর, ও নড়া
লের প্রতিনিধি জজ এইচ সেন সাহেব বাঁকু
ড়ার ছোট আদালতের জজ হইবেন।

এস, সি, বেলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমে
ণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন

আর, পি, জেঙ্কিন্স সাহেব সাহাবাদের অ
স্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন,
কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য কোন অনুমতি না হয় ত
দিন বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকি
বেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শিবপুর বর পয়ার গুলি উৎকৃষ্ট হয় নাই
ফরিদপুরের সম্বাদটী অতি সামান্য।
সবিশেষ না জানিয়া বারুইপুরে [illegible]
প্রচার করা [illegible] হইতেছে না।
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র প্র[illegible]
যোগ্য নহে।
অবস্থিত বিদ্যার আবিষ্কর্তা [illegible]
মনোনীত হইল না।
পূর্ণচন্দ্র রায়ের পত্র প্রকাশ হয় [illegible]
তেছে না।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহোদয়েষু।

শ্রীরামদাস সেন বহরমপুর [illegible]
ত একটী বিজ্ঞাপন বিগত ৭ই মা[illegible]পনকা
র পত্রের পার্শ্বে প্রকাশিত [illegible] বিস্ময়াপন্ন

বিপরীত ভাব ধারণ করে, ইহাঁ-
যুগান্তর উপস্থিত বোধ হয়
র্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়
কিয়া স্ব স্ব স্বভাবকে মগ্নীভূত
তিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া যথেচ্ছ
হইয়, অ্যায়ঃব্যয় করিতে যেন সংকল্প করিয়া
। হায়! ইঁহাদের কি বিপরীত সংস্কার ঘ-
টিয়াছে!

সম্পাদক মহাশয়! যখন এই বঙ্গবাসিগণ
বরারাধ্য জনক জননীর স্নেহ পাশচ্ছেদ করি-
। প্রণয় ভাজন সুহৃদ বর্গের প্রেম শৃঙ্খল ছেদ
করিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশাভিমু-
খে পদ চালনা করিতে থাকিলেন, তখন ইঁহা
কি মানস করিয়াছিলেন? অর্থোপার্জ্জন ক-
রা পিতামাতার দুঃখ মোচন, স্বদেশের
বৃদ্ধি সাধন, স্বকীয় সৌভাগ্য বর্দ্ধন, অনাথ দ-
রিদ্রের দুঃখ নিবারণ এবংপ্রকার শুভ ইচ্ছা যে
সকালে ইঁহাদের অন্তরে বলবতী ছিল ইহা-
তে বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কি কোতের বি
ষয়! এক্ষণে সে সকল পবিত্র ভাব কেন অন্তর্দ্ধা-
ন হইল? এক্ষণে কি অভিমত অর্থ উপার্জ্জনে
সক্ষম হইয়া তাহার যথার্থ ব্যবহার বিস্মরণ হ
ইয়া তাহাকে মহানর্থের কারণ করিয়া ফেলিলে
ন? বক্তোক্তি মহকারে জ্ঞানোন্নতি হওয়াতে ক-
র্ত্তব্যের জ্ঞান উত্তম রূপে জানিতে পারিয়া তৎসা
ধনে কি [illegible] হইয়াছেন? ইন্দ্রিয় সেবায়
[illegible] কি অর্থের সার্থক্য সাধন হয়?
[illegible] ব্যয় করাই কি যথার্থ মনুষ্য-
ত্ব [illegible] মহাশয়! ইঁহারা বিদেশে আসিয়া
[illegible] প্রকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন,
স্বাধীনতাই ইঁহাদের উল্লিখিত অসৎ কা-
র্য্যের এক প্রকার মূলীভূত কারণ বলি-
য়া বলা যাইতে পারে। সম্পাদক মহাশয়!
আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,
যা নিত্য মনুষ্যের ঈশ্বর-দত্ত প্রধান অধি-
কার সেই স্বাধীনতাই কি এই প্রকার?

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয়েষু।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশে শম্ভুনাথ বাবুর
হাইকোর্টের বিচারাসনে আসীন হইবার সংবাদ
পাঠ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হই-
লাম। হইব না কেন, ইহা অপেক্ষা অহ্লা-
দের আর কি হইতে পারে? বোধ হয়
হাইকোর্টভুক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন সমুদায়
বাঙ্গালি এই সংবাদে আহ্লাদিত হইয়াছেন।
এতদ্দেশীয় [illegible] দ্বারা চিকিত্সিত ও অচিকিত্সিত কর্ম্মচারী
বর্গের একটী গর্হিত ভ্রম আছে, তাহার কি-
ছু হ্রাস হইল বটে, কিন্তু সম্যক প্রকারে দূর
হইল না, বোধ হয় সে আশা পূর্ণ হইবার সময়
এখনও উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, শম্ভু
বাবু সকল সদ্গুণ পরম্পরার অধিকারী হ-
ইয়া কিছু কাল সুখ্যাতির সহিত সদর আদা-
লতে ওকালতী করিয়া উচ্চতম আদালতের বি-
চারপতি হইয়া পাঁচ সহস্র টাকা বেতন পাইতে
লাগিলেন, সেই প্রকার গুণ ও যোগ্যতা বিবেচ-
নায় জেলা আদালতের উকীলেরা এক কালে
প্রধান সদর আমিনী পদ ও চারিশত টাকা বেত
ন না পান কেন? এই বিষয়ে আমি জেলাস্থিত
যোগ্য উকীল গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক এতৎ প্রতি-
কারার্থ নিবেদন করিতেছি, অতঃপর তাঁহারা
সমবেত হইয়া এই বিষয়ের জন্য হাইকোর্টের
দ্বারা গবর্ণমেন্টে প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে
তাঁহাদিগের অভিলাষ সিদ্ধি পক্ষে বড় বিলম্ব
হইবেক না। তদ্দ্বারা দ্বিবিধ উপকার সাধিত
হইবেক। পদোন্নতি অথবা বেতনে অথবা সক
সদর স্থানে যাইতে অনিচ্ছা বশতঃ যে সকল
মহৎ ব্যক্তি সুক্ষেত্রী কার্য্যে বিরত হইয়া জেলা
কোর্টের ওকালতী করিতেছেন, তাঁহারা অসা-
ধারণ গুণজ্ঞ যোগ্য ও বিচারক্ষম হইলেও কখন
বিচারপতি হইতে পারেন না, এই যে অন্যায়
নিয়ম আছে, তাহা রহিত হইলে তাঁহারাও ই-
চ্ছা পূর্ব্বক ঐ পদ স্বীকার করিবেন। এবং বাদি
প্রতিবাদিগণ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজ ও উ-
পায় ন্যায় জেলা কোর্টের উকীল শ্রেণীর গৌরব
বর্দ্ধিত হইয়া জেলাকোর্টের উকীলপদ একটী স-
ম্ভ্রান্ত পদ হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় ("কেবল মা-
মার গুণে পুত্র মুখ দেখার ন্যায়") অনুপযুক্ত
মুন্সেফগণ কেবল আমলার কেহবা উকীলের
কেহবা পক্ষ পক্ষান্তরের অনুরোধের সাহায্যে
বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া গবর্ণমেন্টের চক্ষে
ধূলি দিয়া যে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতেছেন তখন
আর ঐরূপ না হইয়া যোগ্য ও উপযুক্ত পাত্রের
পুরস্কার হইবে।

একান্ত বশম্বদ

৫ ই ফাল্গুন ১২৬৯ — শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর

প্রাপ্ত মূল্য।

শ্রীযুক্ত বাবু ভবতচন্দ্র ঘোষাল — ফতেগড়
১২৭০ বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত কোং ১৩।০

" তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় — পটলডাঙ্গা
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ১০ ঐ

" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — দেবগ্রাম
১২৬৯ ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" দুর্গামোহন দাস — বরিসাল
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে ৭০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কোং ১৩ ঐ

" রাধাগোবিন্দ দত্ত — মকোন্দপুর
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত কোং ৫॥০

" কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় — দিনাজপুর স্কুল
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত কোং ৫॥০

" মহিমচন্দ্র দাস — চুনাগলি
১২৬৯ ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" বৃন্দাবনচন্দ্র রায় — মণিনাম বাটী
১২৬৯ ফাল্গুন হইতে ৭০ মাঘ পর্য্যন্ত কোং ১৩।০

" শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় — শান্তিপুর
১২৬৯ ফাল্গুন হইতে ৭০ মাঘ পর্য্যন্ত কোং ১৩।০

" মেদিনীপুর লাইব্রেরি — মেদিনীপুর
১২৬৯ অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

" মহেশচন্দ্র বিশ্বাস — সংস্কৃত কালেজ
১২৬৯ ফাল্গুন হইতে ৭০ শ্রাবণ পর্য্যন্ত কোং ৫॥০

" শশিভূষণ রায় — জেলা রাজসাহি
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত কোং ৫॥০

" শ্যামাচরণ ঘোষ — যশোহর চৌগাছা
১২৬৯ পৌষ হইতে ৭০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কোং ৫॥০

" কালীকিঙ্কর রায় — চট্টগ্রাম
১২৬৯ মাঘ হইতে ৭০ আষাঢ় পর্য্যন্ত কোং ৫ ঐ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
কাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মা-
সিক ৫॥ টাকা, ছয় মাসের ন্যূনে মূল্য লওয়া
যায় না।

যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য ষ্টাম্প টিকেট
পাঠান তাঁহারা এক অথবা আধ আনার অধিক
মূল্যের ও রসীদের টিকেট না প্রেরণ করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের
মূল্য পাঠাইবেন ডাকে যেন রেজিষ্টারি করিয়া
দেন।

পূর্ব্বপ্রদত্ত মূল্যের কাল অতীত হইলে মূ-
ল্য পাঠাইতে কেহ যেন অসঙ্গত বিলম্ব না
করেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই-
য়া যাইবে, সঙ্গতমত সময় প্রতীক্ষা করিয়া,
প্রথমে সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া তাহার
পর চিঠি লিখিয়া জানান হইবে, যদি তা-
হাতে কোন উত্তর অথবা মূল্য না পাওয়া যায়
কাগজ বন্ধ হইবে। মূল্যের নিমিত্ত চিঠি বেয়া-
রিং পাঠান হইবে। কলিকাতা সংস্কৃতকা-
লেজে আমাদিগের নামে চিঠি আইলে আ-
মরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহার যখন সোমপ্রকাশ পরিত্যাগ করিব
ার ইচ্ছা হইবে চিঠি লিখিয়া না জানাইলে
তাহা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৶০
আনা, দ্বিতীয় বার /১০ আনা তৃতীয় বার /০
আনা দিতে হইবে। তাহার পর ১২।০ টাক
কমিসন বাদ দেওয়া যাইবে।

মফস্বলের যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহা
দিগের স্বতন্ত্র ডাকমাসুল দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সে-
য়ালদহ ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীদ্বারকানাথ
বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

৫ ভাগ। ১৮ সংখ্যা। { সন ১২৬৯ । ৪ ঠা চৈত্র। ইং ১৮৬৩। ১৬ মার্চ্চ } মাসিক মূল্য ১ টাকা। বার্ষিক অগ্রিম ১০।

বিজ্ঞাপন ।

মান্যবর বাবু রামলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু ।

সবিনয় নিবেদন --

কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত (বাসবদত্তা) অতি উত্তম গ্রন্থ বলিয়া আমার কতিপয় বন্ধু কহিয়াছিলেন যে উক্ত পুস্তক লেখকের মৃত্যু হইয়াছে, গ্রন্থকারের পুত্রাদিও কেহ নাই, আত্মীয়গণ যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাঁহারাও এপর্য্যন্ত উহা মুদ্রিত করিলেন না, অতএব আপনি ঐ বহি সাহিত্য সংসারের উপকারার্থে পুনর্ব্বার ছাপাইতে পারেন, ইহাতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের এই অনুরোধে সেই পুস্তক ছাপাইতে দি। ঐ পুস্তক ৫০০ শত খণ্ড মুদ্রাঙ্কনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছি ও উহার ছাপা প্রায় শেষ হইল। আমার সর্ব্ব সমেত ঐ পুস্তকের কারণ ২৩৮।০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আপনারা আমাকে ঐ ব্যয় প্রদান করিলে সমুদয় মুদ্রিত পুস্তক আপনাদিগের নামে সোমপ্রকাশ সম্পাদকের সমীপে পাঠাইব তাহার পর আপনারা পুস্তক বিক্রয়ে যে লাভ হইবেক তাহা গ্রহণ করিতে পারেন কিম্বা আপনারা যদি ঐ পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি ইহা বিজ্ঞাপনে নিবেদন ইতি --

তাং ২১ ফাল্গুন ৬৯ সাল — শ্রীরামদাস সেন সাং বহরমপুর

বিজ্ঞাপন

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী হাটকেমারি মহব্বতপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লইবার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি কলিকাতায় জার্ডিন স্কিনর কোম্পানির নিকটে আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন

বিজ্ঞাপন ।

রামবাবু, হরু ঠাকুর, রাসু নৃসিংহ, গোঁজ কবিরাজ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের উত্তম উত্তম গানগুলি সংগৃহীত ও একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা।

সঙ্কাবাজার ষ্ট্রিট ৭৬ নং বাটী।

শ্রীবসুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং

সোমপ্রকাশ।

চৈত্র সোমবার,

জয়পুরের মহারাজ নিজ মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারি সমভিব্যাহারে ২৭ এ ফাল্গুন কলিকাতা সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কালেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন।

কিছুদিন অবধি কলিকাতার ওয়ার্ড লইয়া গোলযোগ চলিয়াছে। ঐ টী উঠিয়া যায়, অনেকে এরূপ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের মতে এ চেষ্টা ইষ্টফলদায়িনী নহে। এ বিষয়ে হিন্দু [illegible] যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। অল্প বয়স্ক পিতৃহীন ধনি [illegible] যদি পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ আলয়ে [illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহাকে অধিক [illegible] ইউনিসিটির সত্ত্বনা অতিশয় [illegible] ধনিদের বিদ্যা ও চরিত্র [illegible] তক অনেক। উহারা কর্তৃহীন [illegible] সেই প্রতিবন্ধক বাহুল্য পরিহার [illegible] হয়। উহারা চিরমূর্খ হইয়া [illegible] নেকের স্বার্থসিদ্ধির পথ [illegible] মফঃস্বলে শিক্ষার নিয়ম হইলে [illegible] দুরাশয় স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিবে। তাহার হাদিগের নিরন্তর অনুবৃত্তি ও [illegible] তা ঐ অপ্রাপ্তব্যবহার শিশুদিগের পৈতৃক সম্পত্তির মত বিদ্যা ও শিক্ষারও সংহারকারিণী হইবে। [illegible] থকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষা [illegible] নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট নাই। নগরের ন্যায় পল্লীগ্রামে উ [illegible] আলাভ সম্ভাবিত নয়। তবে [illegible] ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধান বিষয়ে [illegible] রাছিলাম, অদ্য তাহার [illegible] তেছি। যাহাতে ওয়ার্ড স্থ বালক রূপে বিলাতী পাপক্রিয়ায় অনুর না করে, সর্ব্বতোভাবে সেই চে ক। সেই পাপ ক্রিয়ায় স্বভাবতঃ বিদ্বেষ আছে, তাদৃশ

ত করা হউক এবং সেই তত্ত্বাবধান ...বিল ভাবে সম্পাদিত না হয়।

...বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রধা... শিক্ষকের অসাধু ব্যবহারের কথা বারম্বার ...মাদিগের শ্রুতি গোচর হইতেছে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিপক্ষ ও সপক্ষ উভয়বিধ পত্রও ...মাদিগের হস্তে আসিতেছে। আম... হাতে অতিশয় অসুখিত হইয়া ...ছি। ...ক প্রধান শিক্ষক এক জন শিক্ষিত ... তিনি যে আপনার শিক্ষার অনুরূপ ... করিয়া বিরূপ আচরণ করিতেছে... ই ... সহৃদয়মাত্রের ক্ষোভের হইবে ... নাই। দুটী বিষয়ে আমরা তাঁহার ...তিশয় অসন্তুষ্ট হইলাম। এক, তি... স্ত্রী বিদ্যালয়ের প্রতি সাতিশয় ...রিয়া থাকেন, এমন কি তাহা উ... নিমিত্ত তিনি আন্তরিক চে...রে। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট বি... পণ্ডিতের প্রতি তিনি নিদারুণ ...রিয়াছেন। শিক্ষিত ব্যক্তির স্ত্রী ...বিরোধী আচরণ, ইহার তুল্য অ...হার অল্প আছে। একে আমরা ...গের স্ত্রীগণের অবস্থা সংশোধ...য় কিছুই করিতে পারিতেছি না, ...ন সদাশয় মহানুভব ব্যক্তি তাহা ...নুষ্ঠান করেন, আমরা তাহারও ...চরণ করিব!! দ্বিতীয় বিষয়ে ...তর বিষয়ে) তাঁহার অসাধু ব্যবহা... আমরা প্রথমে প্রত্যয় করি না ... তাঁহার সপক্ষে যে পত্র আমাদি...টে আসিয়াছে, তদ্দ্বারাই সপ্রমা... তিনি কেবল বিদ্বেষ বশবর্ত্তী ... পদচ্যুতির কারণ হইয়া ...গুনের সোমপ্রকাশে তাঁ... যে পত্র প্রকটিত হয়, তাঁহার ...রিত পত্র দ্বারা প্রতীয়মান হই... মনে করিয়াছেন, সেই পত্র ...য়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক ...তের লিখিত নয়, যিনি সে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আমাদিগের নিকটে আছে। যাহা হউক আমরা তাঁহাকে পুনরায় সাবধান করিয়া দিলাম, তিনি যেন সতর্ক হন।

ইনকম টাক্স ও তাহার শত্রু।

সর চারলস ট্রিবিলিয়ান এপ্রেল মাসে আয় ব্যয় সংক্রান্ত একটী হিসাব প্রদান করিবেন। সেই দিন দিনদিন সমীপতরবর্ত্তী হইতেছে। ইনকম টাক্সের কি দশা হইবে? এই প্রশ্ন লইয়া অনেকবিধ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে অনুমানে অনেক প্রকার সিদ্ধান্তও করিতেছেন। কেহ কহিতেছেন, চারলস ট্রিবিলিয়ান লেঙ সাহেবের ন্যায় এককালে ইনকম টাক্স রহিত না করিয়া আপাততঃ বার্ষিক সহস্র মুদ্রাকে সীমা করিবেন, কেহ কহিতেছেন, এককালে উহা উঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হইতেছে, ট্রিবিলিয়ান সাহেব এককালে উহা উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। ইহার একটী প্রধান শত্রু উপস্থিত। মাঞ্চেষ্টর আমদানী কর রহিত করিবার প্রার্থনায় চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। সর চারলস ট্রিবিলিয়ান যে এক কালে উভয়বিধ কর রহিত করিয়াও রাজ্যের আয় ব্যয়ের সমতা বিধানে সমর্থ হইবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ইনকম টাক্স রহিত করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছার বিষয় হইলেও তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তবে কেহ কেহ লবণের কর বৃদ্ধি করিয়াও যে ইনকম টাক্স রহিত করিবার পরামর্শ দিতেছেন, আমরা কোন ক্রমে তদনুমোদনকারী নহি। কতকগুলি লোকের কষ্ট নিবারণ করিতে গিয়া যাবতীয় প্রজার বিশেষতঃ দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কষ্ট বৃদ্ধি করা বিধেয় নয়। লবণে প্রয়োজন হয় না, এমন কেহই নাই, এবং সেই লবণে পয়সার চতুর্থাংশ অধিক দিতে হইলে অধিকতর কাতর হয় এরূপ বহুসহস্র লোক আছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর।

আমরা পূর্ব্বে হারিংটন সাহেবের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্বাদ দিয়াছিলাম, এবারে আবার তাঁহার তৎপদ অস্বীকারের ও ড্রমণ্ড সাহেবের তৎপদ লাভের সমাচার দিতেছি। তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন নাই, তাহার কারণ এই, তিনি বলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদে অধিক ক্ষমতা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম আবশ্যক করে, কিন্তু তাঁহার শরীর সুস্থ না থাকাতে তাঁহার তাদৃশ যোগ্যতা ও পরিশ্রমক্ষমতা নাই। আজি কালি ভারতবর্ষে এরূপ ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও যথার্থ লোক অতি বিরল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বঙ্গদেশ অপেক্ষা বহুগুণে স্বাস্থ্যকর, পদটী অর্থ (বার্ষিক লক্ষ টাকা বেতন) ও গৌরব উভয় সম্বন্ধেই লোভনীয়। আপনার ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া এ সকল লোভ্য পদার্থের আকর্ষণ ছেদন সহজ নয়। অপর, হারিংটন সাহেবের পরিশ্রম ক্ষমতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ পদে যে যে গুণ আবশ্যক, তদংশে তাঁহার ন্যূনতা নাই। তিনি রাজনীতি ও রাজবিধিতে ... দক্ষ, রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যেও অপটু নহেন। উক্ত কারণে উক্ত পদ পরিত্যাগ করাতেই তাঁহার ন্যায়পরতাদিগুণের সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে।

গেজেট হইয়াছে কিনা, জয়াণ্ট সেক্রেটারি ই. ড্রমণ্ড সাহেব ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি হারিংটন সাহেবের অপেক্ষা সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট। ইনি ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারি ছিলেন বটে, কিন্তু সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাঁর তদ্বিষয়ে তাদৃশ দক্ষতা

নাই। তাদৃশ দক্ষতা থাকিলে ইংলণ্ড হইতে উইলসন, লেঙ ও সর চার্লস ট্রিবিলিয়ানকে আনিবার প্রয়োজন হইত না। আইনেও ইঁহার তেমন নৈপুণ্য নাই। এতদ্ভিন্ন ইঁহার খৃষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাত আছে। যাহা হউক, [illegible] হবের তৎপদ লাভ অত্যাবশ্যকীয় [illegible] অননুমোদনীয় হইয়াছে। [illegible] গেলে, ই. এচ. লসিংটন সাহেব [illegible] সাহেবের কর্ম্মে হইয়াছেন।

এম. এ. উপাধির পরীক্ষা

ফল।

অদ্য বঙ্গভূমি নূতন ভূষণে ভূষিত হইলেন। যে ৭ ব্যক্তি এম এ পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৬ জন পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা সামান্য আনন্দের ব্যাপার নহে। এত দূর ঘটিয়া উঠিবে কেহ এরূপ সম্ভাবনা করেন নাই। বঙ্গভূমি বীর প্রসব করিতে পারেন না বটে কিন্তু বুদ্ধিমান সন্তান প্রসব করেন বলিয়া যে চিরপ্রসিদ্ধি আছে, আজি তাহা বিশেষ রূপে সমর্থিত হইল। যে কয় জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩ জন গণিত শাস্ত্রে, ২ জন ইতিবৃত্ত ও বার্ত্তা শাস্ত্রে এবং ১ জন দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কয়েক জনই বাঙ্গালি ও কয়েক জনই প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্র। ইঁহারা পরীক্ষা দিয়া কেবল যে স্ব স্ব নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এরূপ নয়, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল এবং প্রেসিডেন্সি কালেজের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের বক্তব্য এই, বঙ্গদেশের এই একটী দুর্নাম আছে, বাঙ্গালিরা জ্ঞানের নিমিত্ত অধ্যয়ন করেন না, অর্থোপার্জ্জনার্থই তাঁহাদিগের অধ্যয়ন প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির কথঞ্চিৎ চরিতার্থতা হইলেই তাঁহারা পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা প্রবৃত্তিকেও জলাঞ্জলি দেন। উক্ত এম. এরা বিদ্যা বৃদ্ধিবিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হইয়া সেই কলঙ্ক দূর করুন, এবং যাহাতে স্বদেশীয়দিগের জ্ঞানশীলতা ও বিদ্যানুরাগিতা প্রভৃতি সদ্গুণ শিক্ষার আদর্শ হইতে পারেন, সেই চেষ্টা করুন। পরিশেষে তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের একটি বিশেষ অনুরোধ এই, এ দেশে যে একটী বিশেষ বিষয়ের অভাব আছে, তাঁহারা তাহা দূরীভূত করুন। সে অভাব এই, বাঙ্গলা ভাষা অতি দীন অবস্থায় আছেন, সেই দৈন্য দূর করিয়া ইহাকে উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করুন। স্বদেশের ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে কি কখন কোন দেশ উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

যে কয় ব্যক্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

নীরেশ্বর মিত্র	গণিত।
যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ	
	।
নবীনকৃষ্ণ দুবে	[illegible]ত।
উপেন্দ্রনাথ সি	দর্শন।
প্রসন্নকুমার বসু	ইতিবৃত্ত ও বার্ত্তাশাস্ত্র।
রমানাথ নন্দী	গণিত।

সর চার্লস উডকে অভিনন্দন পত্র দান।

গত ২৪এ ফাল্গুন শনিবার এদেশীয়েরা রাজসম্বন্ধে আপনাদিগের একটী কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। ঐ দিবস সর চার্লস উডকে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে অত্রত্য হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ প্রায় যাবতীয় প্রধান লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বেলা আড়াই ঘটিকার পর অবধি সভা গৃহে লোক সমাগম হইতে আরম্ভ হয়, কার্য্যারম্ভের সময়ে এত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন যে উক্ত প্রশস্ত বাটীতেও স্থান [illegible] ল। [illegible] হইয়া [illegible] পর [illegible] বাবু [illegible] বৃদ্ধ ও মাননীয় রাজা [illegible] পতির আসন গ্রহণ করি[illegible] সময়ে এ দেশে ইংরাজাধিকার [illegible] বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ [illegible] অদ্যাপিও স্মরণ আছে। [illegible] গের রাজ্য অতিশয় [illegible] হে। এদেশে আচার, [illegible] প্রথা গত বহু বৈলক্ষণ্য [illegible] সমুদায় অব্যাহত রাখিয়া [illegible] নির্ব্বাহ করা সহজ কর্ম্ম নহে। [illegible] লের কার্য্য নহে। কিন্তু ইং[illegible] বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি [illegible] লস উড এই দুঃসাধ্য কার্য্য [illegible] নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি [illegible] ক্তে এই ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন [illegible] আঠার কোটি লোক ইংলণ্ডের [illegible] আছেন, তাঁহাদিগের উপকার [illegible] করা আমার সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য। [illegible] যথার্থ কথাই কহিয়াছেন। তিনি জাতি, বর্ণ বা শ্রেণী ভেদ না করিয়া [illegible] পাতে এদেশ শাসন করিতেছেন। এতদ্দেশীয়দিগের রাজনীতি ও [illegible] ক্ষে উন্নতি লাভ হয়, ইহাই তাঁহার [illegible] রিক চেষ্টা; ইহাঁদিগের স্বত্ব [illegible] অব্যাহত রাখা তাঁহার শাসনের [illegible] এক শ্রেণী ইহাতে অতিশয় রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন যথার্থ বটে কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, তাঁহা দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ হিত সাধিত হ[illegible]। বৃদ্ধ রাজা শেষে বলিলেন, সর [illegible] উডের সদ্বিবেচনার বিষয় কালক্রমে [illegible] বিদিত হইবে সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন, সর চার্লস উড ভারতবর্ষ[illegible]

৮। [illegible] নাটক, শ্রীযুক্ত বাবু মণি [illegible] প্রণীত।

আগত।

৪ঠা ফাল্গুন রবিবার।

অদ্য আমি ঢাকায় উপনীত হইলাম। এক্ষণে বাঙ্গালাদেশে যে কয়েকটী প্রধান নগর আছে, কলিকাতা ভিন্ন অনেক অংশে ঢাকার প্রাধান্য স্বীকার করা যায়। কুষ্টিয়া হইতে বালুকাময় মরুভূমি, সাগরের ন্যায় বিস্তৃত নদী ও বংশযোনা জনপদ সকল উত্তীর্ণ হইয়া যে রূপ উৎকৃষ্ট নগরে প্রবিষ্ট হইতে পারিব স্বপ্নেও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই, কেবল ঢাকায় যাইতেছি এই মাত্র জানি। যাহা হউক, যদিও কলিকাতার সহিত ঢাকা সকল অংশে সমান না হউক কিন্তু কলিকাতার ভাব এখানে অনেকাংশে পাওয়া যাইতে পারে।

এই নগরের উত্তর সীমা ভাওয়াল পরগণা। এই ভাওয়াল কেবল জঙ্গলময় ভূমি। ঢাকা হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরে কতকগুলি লোকের বাস ও এক জন জমিদার আছেন বটে কিন্তু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। উপরি উক্ত জঙ্গল ঢাকা হইতে মৈমনসিংহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখান হইতে মৈমনসিংহের সীমা প্রায় ৩০ ক্রোশ হইবেক। জঙ্গলে তাম্র ও কাঁটাল অধিক, এবং উহার মধ্যে ভাকেশ্বরী নাম্নী প্রস্তরময়ী এক প্রতিমা আছে। ঢাকার পশ্চিম সীমা সুলতানগঞ্জ বা নবাবগঞ্জ। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী। এই নদী ধলেশ্বরী নদী হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব দক্ষিণে ঐ ধলেশ্বরীতে পতিত হওয়াতে ধলেশ্বরী এবং বুড়িগঙ্গা বেষ্টিত ভূমিখণ্ড দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে। ঢাকার পূর্ব্ব সীমায় একটি খাল আছে। খালের পূর্ব্বদিকে ফরিদাবাদ ও দয়াগঞ্জ নামক দুই খানি গ্রাম আছে এবং উহার উপরে একটী লৌহময় সেতু আছে। ঐ সেতু সন ১২৩১ সালে মাজিষ্ট্রেট হেনরি ওয়াল্টর সাহেবের যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুটি দেখিতে কলিকাতার [illegible] পোলের ন্যায়।

কলিকাতার বাহিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে যেমন মনোহর উদ্যান ও মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, ঢাকার বাহিরে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, এখানে কেবল নৈসর্গিক উদ্যান মাত্র আছে। কলিকাতা হইতে গঙ্গার পশ্চিম পারে, হাবড়া, শালিকা প্রভৃতি স্থান যেমন উৎকৃষ্ট নগর তুল্য বোধ হয়, ঢাকা হইতে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পারে তাহার কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে কেবল বৃক্ষাদি বেষ্টিত দুই এক খানি খড়ো ঘর মাত্র আছে। কলিকাতার নিকট হইতে গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অর্ণবপোত পরিপূরিত গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করা যায়, বুড়িগঙ্গায় তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল কতকগুলি নৌকার সহিত সন্দর্শন হইয়া থাকে।

ঢাকা পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ প্রায় দুই ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবেক। এই নগর কলিকাতা হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৮০ শত ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

ঢাকার মধ্যে বহু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ছোট ও বড় ইষ্টকালয় আছে যথার্থ বটে, কিন্তু তৃণনির্ম্মিত গৃহও নিতান্ত কম নহে। বৎসর বৎসর ঐ সকল গৃহে আগুন লাগিয়া দোকানদার ও গৃহস্থ লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। সম্প্রতি প্রায় ২০০ শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মত এখানেও খোলার ঘর নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া উচিত।

এখানে হিন্দুদিগের দেবালয় ও মুসলমানদিগের মসজিদ ও মিসনরিদিগের গির্জ্জাঘর আছে। হিন্দুদিগের দেবালয় অপেক্ষা মুসলমানদিগের মসজিদ অধিক, গির্জ্জা ৫টি মাত্র। এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নির্ম্মিত একটি শিবের মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৫০ হাত হইবেক। এখানকার শিবের মন্দির দেখিতে ঠিক (তত উচ্চ না হউক) গৌরের মসজিদ, কোনটা বা মিসনরিদিগের গির্জ্জার ন্যায়। এখানে ঢাকা কালেজ এবং মিটফোর্ড সাহেবের [illegible] উৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় [illegible] আছে। [illegible] নবাবদিগের [illegible] বহুকালের [illegible] এই দুর্গ [illegible] অবস্থিত [illegible] পিও তাহার [illegible] শোভা [illegible] চিকিৎসা করিতে [illegible] মধ্যেই [illegible] অবস্থিতি করিতেছেন। [illegible] একটী প্রশস্ত [illegible] আছে, বোধ হয় [illegible] প্রাসাদ ছিল [illegible] নিচ সুশোভিত [illegible] বাস নাই, সে [illegible] প্রথা এবং ব্যাঘ্র [illegible] মধ্যে বাস করিতেছে। ঢাকার রাজপথ প্রায় নাই। কলিকাতার ন্যায় লেনের (সড়ক) [illegible] আছে, অধিক সকলই [illegible] পথে এইরূপ [illegible] কেবল গাড়ী [illegible] অধিকাংশ স্থানে পারে [illegible] থাকে নরদমা নাই সুতরাং [illegible] হইবার উপায়ও নাই, [illegible] হইতে পারে তাহা বর্ণন [illegible] এখানে রাস্তায় [illegible] নাই। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে [illegible] দেওয়া কর্ত্তব্য। নগর রজনী [illegible] থাকে। অথচ টাকা [illegible] এখানে গাড়ি চড়িলেই ১ টাকা [illegible] পথের পরিমাণ নাই, গাড়ি [illegible] ক্রোশ গমন কর তাহাতে [illegible] ১০ হাত যাও তাহাতেও [illegible] দিবে।

বিবিধ-সংবাদ।

২৬ এ ফাল্গুন সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] ইংলণ্ডেশ্বরীর যে সকল [illegible] পের সীমার মধ্যে উৎ[illegible]

১৬৭

সোমপ্রকাশ

" সবর্ষনা সর্জানিদ্বিতায পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতা ন হীয়তাং। "

৫ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

সন ১২৬৯ । ১১ ই চৈত্র। ইং ১৮৬৩। ২৩ মার্চ্চ

বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা
অগ্রিম [illegible]

বিজ্ঞাপন।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী বাটকেমারি মহব্বতপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা হইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লই বার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি কলিকাতায় জাভ ন ক্রিমর কোম্পানির নিক টে আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

রামবসু, রুক ঠাকুর, রাম্ নিধ সিংহ, গোর কবিরাজ, নিত্যানন্দ বৈরাগী রামমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের উত্তম উত্তম গানগুলি সংগৃহীত ও একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা।
[illegible] ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটী।
শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং

সোমপ্রকাশ।

২ চৈত্র সোমবার।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ছুটির দিন প্রভৃতির গ্রহণানুমতি হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

আমরা অনেক বার সোমপ্রকাশে চির স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করিয়াছি। এক্ষণে এই বিষয় লইয়া অনেক স্থলে আন্দোলন হইতেছে। ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে এ বন্দোবস্ত নাই, সর চারলস উড তত্তৎ স্থলেও ইহা প্রবর্ত্তিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা যে এদেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির একটী প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহা সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইলে গবর্ণমেণ্টও লাভবান্ হইবেন। তা-হাদিগকে মধ্যে মধ্যে কর প্রণালী পরিব-র্ত্তিত করিয়া আপনাদিগের সহিত প্রজাগ ণকে উদ্বেজিত করিতে হইবে না। কিন্তু বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদনকারী নহি। এতদ্বারা আশানু-রূপ ফল লাভ হইতেছে না। জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের ও আপনাদিগের প্রাপ্য সং-গ্রহে যেরূপ যত্নবান্, ভূমির উর্ব্বরতা গুণ বর্দ্ধনে সেরূপ নহেন। প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বিধেয়। তাহাদিগের হস্তে ভূস্বামিত্ব প্রদান উচিত। যুক্তিও তাহাদিগের সপক্ষতা করিতেছে। তাহা-দিগের সহিত বন্দোবস্ত হইলে তাহারা প্রাণপণে আপন আপন ভূখণ্ডকে উর্ব্বর করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত প্রণালী যে কারণে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ো-বোধে লার্ড কর্ণওয়ালিস ও তদানীন্তন ডিরেক্টর সভার একান্ত অনুমোদিত হয়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। তাঁহারা তৎ-কালে এদেশে নবাগত, সুতরাং এদেশের সমুদায় বিষয় সম্যক্ রূপে অবগত ছিলে-ন না। তাঁহারা দেখিলেন ভারতবর্ষে মোগল সম্রাটদিগের সময়ে যে কদর্য্য প্রণালীতে রাজা নির্দ্ধারিত [illegible] হইত, তাহার পরিবর্ত্তন [illegible] করা নিতান্ত আবশ্যক [illegible] ন্যায় তৎকালে [illegible] রাজস্ব সংগ্রহের ভার [illegible] কিন্তু ভূমির উপ[illegible] তাঁ[illegible] কার নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব ছিল [illegible] ভূমির উৎপন্ন তৃতীয়াংশ [illegible] কোন স্থলে অর্দ্ধাংশ রাজস্ব [illegible] ছিল। ভূমির কত রূপ [illegible] রাজ্যের আয় নির্ণীত [illegible] আয় নির্ণীত [illegible] হইত [illegible] শাসন কার্য্য [illegible] নহে। সুতরাং [illegible] স্থির তাহার নির্ণয় ক[illegible] ইংরাজ [illegible] গের প্রধান সভা হইয়া [illegible] হারা এই বৃহৎ [illegible] মীদার ও কৃষক[illegible] মূল অনুসন্ধান [illegible] রাগত সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত [illegible] বোধ করিলেন তাঁহারা [illegible] বন্দোবস্ত ভূসম্পত্তি ও রাজস্ব সকল দেখিয়া [illegible] সিতেছে [illegible] লেন ভারতবর্ষে ঐ রূপ [illegible] চিরন্তন সংস্কারে প্রাদুর্ভাব [illegible] মনে হওয়াও নৈসর্গি[illegible] হউক, তাঁহারা ইতস্ততঃ [illegible] পরিশেষে দেখিলেন মোগ[illegible] রাজস্ব সংগ্রাহকে [illegible] দেশের ভূস্বামীদিগের স্বার্থ [illegible]

...ক্ষেতে ইংল... ভূস্বামিদিগের অনেক ...দৃশ্যও দৃষ্ট হ...ল। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট এক ...এক প্রদেশে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। ...তাঁ...দিগের অধীনে ছিল। ইং-...গুী, ভূস্বামিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের ...ভরেরও অভাব ছিল না, বিশে-...তাঁহারা লোকান্তর গমন করিলে পর ...দিগের পুত্রেরা তাঁহাদিগের উত্তরা-...ধিকারী হইতেন।

এইরূপ ভ্রমপরবশ হইয়া ইংরাজ ...কে...। জমিদারদিগকেই সমুদায় ভূমির প্রকৃত অধিকারী জ্ঞান করিলেন। ...তৎকালে এরূপ বিবেচনা করা হইল ...রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন ...রাজস্ব তাঁহাদিগের প্রাপ্য ...কৃষকেরা তাঁহাদিগের অধীনে ..., কিন্তু তারা তাঁহাদিগের ...অপর, কৃষকগণ যে স্বহস্তে ...ভূমি পরিষ্কার করিয়াছে, ...করিয়া ...ধিক উর্ব্বরা করি...ছ এবং পুত্র পরম্পরা ভোগ ...সতেছে, সেকল কর্ত্তব্য করা ...

অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ...ীয় বর্ত্তমান চিরস্থায়ী বন্দোব... ...ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অবিমৃষ্য... ...পরিচয় প্রদান করিতেছে, তে... ...ই গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্য গুণেরও ...রিচয় হইয়াছে। চিরস্তন ...ভূমিতে তাহার আধিপত্য ...হইয়াছে, ম...লু পর ...আমাদিগে দেশের উন্নতির ...সংর্গ করিতে। তাঁহারা ভাবি... কলিকাতার প্রভৃতি ধনশালী, ...দিগের হস্তগত থাকিলে ...স্বীকার করিয়া ভূমি ...গবর্ণমেণ্ট আরো ...বন্দোবস্তের দ্বারা ...ইংলণ্ডীয় লর্ড করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে আর্লণ্ডস্থ লর্ডদিগের স্থানীয় হইলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

এই বন্দোবস্ত যে কতদূর কলোপধায়ী হইয়াছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ ও তাহার ফলভোগ করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক মিল বলেন, যদি এই বন্দোবস্ত অভিলষিত ফল প্রসব করিত, তাহা হইলে এত দিনে এদেশবাসিরা মোগল সম্রাটদিগের অত্যাচার সকল বিস্মৃত হইতেন সন্দেহ নাই।

আমরা যে প্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহার ফলোপধায়িতা অনেক প্রধান লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তাহা আকাশ কুসুমের ন্যায় কল্পিত পদার্থ নহে। তাহা আমেরিকার ও ইউরোপ খণ্ডের বহুতর প্রদেশে প্রবর্ত্তিত দৃষ্ট হইতেছে। ইংলণ্ডে এই প্রণালী বিরলপ্রচার বটে, কিন্তু উহার যে যে ক্ষুদ্র প্রদেশে ইহা লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, সেই সেই স্থানের কৃষিকার্য্যের উন্নতি দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহার উপযোগিতার বিষয় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার না করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ যে কৃষকদিগের বর্ণনা করিয়াছেন, কম্বরলণ্ড এবং ওয়েষ্টমোরলণ্ড ভিন্ন ইংলণ্ডস্থ অন্য কোন প্রদেশবাসী কৃষকদিগের প্রতি তাহা খাটিতে পারে না। কোন্ ব্যক্তি ঐ দুই প্রদেশের উন্নত বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন? ঐ উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কে না বলিবেন যে কৃষকদিগের ভূস্বামিত্বই উহার মূল।

“সমস্ত ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে সুইজরলণ্ডের ন্যায় প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ভূমি অন্যত্র কুত্রাপি নাই। কিন্তু তথায় কৃষকদিগের ভূস্বামিত্ব থাকাতে উহা অধিকতর উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে। ইঙ্লিস নামে এক ব্যক্তি বলেন, জুরিচের নিকটবর্ত্তি স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করা যায়, তত্রত্য কৃষকদিগের অসামান্য পরিশ্রম দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমি রাত্রি ৪। ৫ টার সময় গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিয়া দেখিয়াছি যে কৃষকেরা আপন আপন ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং অপরাহ্ণে ভ্রমণের পর ৮। টার সময় প্রত্যাগত হইয়া দেখিয়াছি, তাহারা তৃণচ্ছেদ বা জালস্তা বন্ধন করিতেছে, ঐ প্রদেশের কুত্রাপি এমন একটী ক্ষেত্র, উদ্যান বৃক্ষ বা উদ্ভিজ নাই, যাহাতে কৃষি পারিপাট্য ও অসীম পরিশ্রম চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর, পূর্ব্বে ঐ প্রদেশের সমুদায় অংশে যত শস্য উৎপন্ন হইত, কৃষকাধিকার প্রবর্ত্তিত হইলে পর তাহার চতুর্গুণাংশে তদ্ শস্য উৎপন্ন ও তত মেষ গবাদি সম্বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। গোল্ডস্মিথ ঐ প্রদেশের কৃষকদিগের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন

“ যদিও কুটীরে বাস সামান্য আহার
তাহাতেও অসন্তোষ নাহিক তাহার ;
ছোট বড় নাহি দেশে সমান সকলে।
এই হেতু নাহি জানে দ্বেষ কারে বলে।
নাহিক নিকটে তার কর্ষ্য উচ্চতর ;
অপর কুটীরে থাকে হয় অনাদর। ”

ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা নরওয়েতে কৃষকাধিকার প্রথা সর্ব্বাগ্রে প্রবর্ত্তিত হয়। লেঙ বলেন, তথাকার কৃষকেরা যেরূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া যেরূপ পরিশ্রম সহকারে ভূমিতে জলসেচন করে, সেরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি বলেন, ভূসম্পত্তি যদি উত্তম ও স্পৃহণীয় হয়, তাহা হইলে উহার অতি ক্ষুদ্রাংশও উত্তম ও স্পৃহণীয় সন্দেহ নাই, আর যে সমাজে ঐ সম্পত্তি বিস্তৃতরূপে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন দৃষ্ট হয়।

জরমেনির অনেক সংখ্য প্রদেশে কৃষকাধিকার প্রণালী আছে। সেই সকল প্রদেশের মধ্যে প্যালাটিনেট সবিশেষ প্রসি...

শমী। [illegible] হাউইট ইংলণ্ডের অনুমোদিত বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই অনুকূল নয়নে দর্শন করেন না, তিনিও ঐ প্রদেশের কৃষি প্রণালীর প্রশংসা করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি বলেন ঐ প্রদেশের কৃষকেরা অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদিগের ন্যায় ভূসম্পত্তি বিহীন নহে, তাহারা যে ভূমি কর্ষণ করে, তাহা তাহাদিগের সম্পত্তি; এই নিমিত্তই তাহারা সমধিক সৌভাগ্য সম্পন্ন দৃষ্ট হয়।

কৃষকাধিকার প্রণালীর উপযোগিতা বেল্‌জিয়ম প্রদেশে যেরূপ দেখা যায়, এরূপ অন্য প্রদেশে অল্প দৃষ্ট হয়। ইউরোপ খণ্ডের সমুদায় দেশ অপেক্ষা এই দেশের ভূমি অনুর্ব্বর, কিন্তু এ দেশীয় কৃষকগণ উর্ব্বর ভূমি চাহে না। যত কদর্য্য ভূমি হউক না কেন, এক শ্রম সাহায্যে তাহারা তাহাকে শস্যশালিনী করিয়া তুলে। কাল সহকারে তাহাদিগের নিকট ভূমির অপকর্ষ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তত্রত্য কৃষকেরা অতিশয় মিতব্যয়ী, তাহারা ক্রমে ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুযোগ পাইলেই ভূমি ক্রয় করে। ভূমি বিক্রয়ের নাম শুনিবামাত্র তাহারা অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠে। এইরূপে প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ প্রদেশের ভূমির মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ক্রেতারা শতকরা দুই টাকা মাত্র লাভ পায়। ইংলিস সাগরস্থ দ্বীপ সমূহেও ঐরূপ কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ঐ স[illegible]কল দ্বীপ সম্বন্ধে উইলিয়ম থরনটন বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র গারেনসি দ্বীপে যত শস্য বিক্রীত হয়, তত সমুদয় ইংলণ্ডে হয় না। হিল বলেন, যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসিরা যেরূপ সুখী, এরূপ সুখী লোক আমি অন্যত্র প্রায় দেখি নাই। সর জর্জ হেড কহিয়াছেন, পথিকেরা যে দিকে নেত্রপাত করুন, কৃষকদিগের সুখ সচ্ছন্দতা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইবেক।"

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, কৃষকেরা ভূস্বামিত্ব লাভ করিলে কেবল যে ভূমির উর্ব্বরতাগুণ সম্পাদনে যত্নবান হয় এরূপ নহে তাহারা ভূমির স্বামিত্ব লাভে একান্ত ব্যগ্র। আমাদিগের দেশের কৃষকেরা এত যে অলস বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাদিগেরও যে ভূমিতে নিজ স্বত্ব আছে তাহার কর্ষণাদি কার্য্যে ইহাদিগের তাদৃশ আলস্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ভিন্ন, ইহারা ভূমির স্বামিত্ব লাভ বিষয়ে এরূপ ব্যগ্র যে ভূমি ক্রয়ের সুযোগ উপস্থিত হইলে ইহারা আপনাদিগের আবশ্যক নিত্য ব্যয় বন্ধ করিয়াও তাহা ক্রয় করে।" অতএব ইহাদিগের সহিত যে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তাহা একান্ত প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। তাহা করিলে এ দেশের সবিশেষ মঙ্গল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তবে যদি বাঙ্গালা দেশের ন্যায় মধ্যস্থলে জমীদার বলিয়া এক শ্রেণী রাখা হয়, তাহাতে আমাদিগের তাদৃশ আপত্তি নাই। কারণ গবর্ণমেণ্টের নিত্য নূতন কর সংগ্রাহক নিয়োজিত করা অপেক্ষা চিরকালের মত একবিধ কর সংগ্রাহক থাকিলে প্রজার প্রতি তাহাদিগের কথঞ্চিৎ স্নেহ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে।

১৮৬১।৬২ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট।

১৮৬১।৬২ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাঞ্ছানুরূপ না হউক অপেক্ষাকৃত অধিকতর সন্তোষ লাভ করিলাম। প্রতি বৎসর আমাদিগের দেশের বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

১৮৬১।৬২ অব্দে বঙ্গদেশে বিদ্যা শিক্ষার জন্য সমুদায়ে ১১০১৪৬৬ টাকা ব্যয় হয়। বালকদিগের বেতন ও দান প্রভৃতি হইতে লব্ধ ২,২০,৬৮৮ টাকা তাহার অন্তর্নিবেশিত আছে, তাহা বাদ দিলে ৮,৮০,৭৭৪ টাকা মাত্র সাধারণ রাজস্ব হইতে ব্যয় হইয়াছে। [illegible] দিয়ে এই ব্যয়ের তালিকা [illegible]তেছে।

বেতন [illegible]

পুরস্কার প্রভৃতি [illegible]

সংস্কার প্রভৃতি [illegible]

কাগজ প্রভৃতি বাজে ব্যয় [illegible]

আনুকূল্য [illegible]

মোট টাকা [illegible]

পূর্ব্ব বৎসরে ৮২৬টি [illegible] ৫০,৭১৪ জন ছাত্র সংখ্যা ছিল। [illegible] বৎসর ৯৬৫ টি বিদ্যালয় ও ৫৭[illegible] ছাত্র হইয়াছে। ইহার মধ্যে [illegible] দের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের হিসাব নাই। ডিরেক্টর আটকিন্সন ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাঠাইতে ইচ্ছুক নহেন।

সমুদায় বঙ্গদেশে চারি [illegible]কের বসতি, আটকিন্সন সাহে[illegible] ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৪০ লক্ষ শিশু বালক থাকা উচিত। কিন্তু এত [illegible] শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে না। কি, এই শোচনীয় কলদর্শন করা যাই[illegible] কাহার স্কন্ধে এই দোষ নিক্ষিপ্ত [illegible] একজিবারণের উপায় কি? বঙ্গ[illegible] ১৫ কোটি টাকা আদায় হয়, ত[illegible]তে ৮,৮০,৭৭৪ টাকা মাত্র শিক্ষার জন্য দেওয়া হইতেছে। অন্য অ[illegible] জাতিবের নিবন্ধন অনেক ব্যয় বটে কিন্তু সমুদায় ভারতবর্ষ এক হইয়া শিক্ষা কার্য্যে অধিকতর [illegible] জন্য চিৎকার করিতেছেন। এর টাকা সমুদায় ভারতবর্ষের জন্য কিছু উপকার হয়। কিন্তু এক্ষণে [illegible] ২১ লক্ষ মাত্র দেওয়া হইতেছে। য[illegible] প্রতি পল্লীগ্রামে এক এক বিদ্যা[illegible] হইতেছে, যত দিন কৃষক ও মজুর সন্তানেরা বিদ্যা শিক্ষা না করিতে[illegible] দিন দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গল সম্ভা[illegible]

তাঁহাই জন্যই আমরা সর্ব্বদা গবর্ণমে কিন্তু বাহুল্য পরিমাণে সর্ব্বত্র আনুকূল্য এবং বিষয়ে উত্তেজনা করিয়া থাকি। বটে কি তরুণ তরুরাজির ন্যায় সাহায্য নহে বিদ্যালয় ও মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্টে গতিক একটি উচ্চশিখর বিদ্যালয় থাকা তেও আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের বিদ্যা লয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ পরিত্যাগ আজিও উপস্থিত হয় নাই। তাহা যা উপস্থিত হয়, এই আমাদিগের প্রার্থ য়লে কিন্তু বাহুল্য পরিমাণে সাহায্য দান প্রণালী অবলম্বন না করিলে সে অভীষ্ট স ষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

প মধ্যে বারাসত ব্যতিরিক্ত .র গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের উন্ন হইল। সমুদায় বঙ্গদেশের পরগণা ও বারাসতেই অত্যুৎ হয়। এই বিভাগে আনুকূল্য ও ছাত্রের সংখ্যা অধিক, কিন্তু ইবার পর অবধি বারাসতের ঘটিয়াছে। অন্য অন্য জেলারও ংক্রান্ত উন্নতি দৃষ্টি গোচর হইল। এ প্রান্তে বহুসংখ্য বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ইহা আমাদিগের অনল্প আ বিষয় আক্ষেপের বিষয় এই যে উন্নতির শিক্ষার কিছু মাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি কয়েকটি বিদ্যালয় হই

নস্পেক্টরেরা যে যে রিপোর্ট করি, তন্মধ্যে আমরা মার্টিন সাহেবের ই দেখিয়া অধিকতর সন্তোষ লাভ াম। বিদ্যা শিক্ষার যে সমস্ত প্রতি ও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে উপায় আছে, তিনি স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য হইতেছে না। আমরা একদা লিখি য়াছিলাম ডেপুটি ইনস্পেক্টারের সংখ্যা ক মাইয়া দিয়া সেই টাকা দ্বারা শিক্ষাদানের উপায় বৃদ্ধি করিলে অধিক উপকার দর্শে। তিনি তদুত্তরে রিপোর্ট মধ্যে লিখিয়াছেন "পূর্ব্বাঞ্চলে পরিদর্শনের জন্য অধিকতর ডেপুটি ইনস্পেক্টর নিয়োগ আবশ্যক, আমরা যদি স্বচক্ষে উক্ত বিভাগের অবস্থা দর্শন করিতাম, তাহা হইলে ডেপুটি ইন স্পেক্টরের সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব না করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিবারই প্রস্তাব করিতাম।" যে স্থলে ডেপুটি ইনস্পেক্টর সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক, তথায় বৃদ্ধি না করা আমাদিগের অভিমত নহে। আমাদিগের সে বাক্যের দুটী তাৎপর্য্য আছে। এক, ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের অনেকে যথোচিত রূপে কাজ করেন না। দ্বিতীয়, সকল স্থলে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োজিত না থাকাতে তত্ত্বাবধান ক্রিয়া সম্যক ফলো পধায়িনী হইতেছে না। কিন্তু যদি ভাল শিক্ষক ও কার্য্যদক্ষ অনলস ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাখা হয়, তাহা হইলে কি অল্পসংখ্য লোকের তত্ত্বাবধান অধিক পরিমাণে ফলোৎপাদক হয় না? যে শিক্ষকে পদার্থ নাই, কেবল এক তত্ত্বাবধান দ্বারা কি তাহা হইতে অধিকতর ফল লাভ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে যে শিক্ষকে পদার্থ আছে, তাহার সহিত অল্প তত্ত্বাবধান যোগ হইলেই তাহা শুষ্ক শমীবৃক্ষে অণুমাত্র অগ্নি সংযোগের ন্যায় অধিকতর কার্য্যকারী হয়। পরিশেষে আমরা স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি, আমাদিগের বাক্যের স্থূল তাৎপর্য্য এই, অলস ও অপদার্থ ইনস্পেক্টরের সংখ্যা কমাইয়া যদি সেই টাকা কর্ম্মক্ষম ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে ব্যয়িত হয়, সমধিক উপকার দর্শে সন্দেহ নাই। ভাল শিক্ষক রাখিতে হইলে অধিক ব্যয় আবশ্যক হয়। পর্য্যাপ্ত পুরস্কার লাভ না হইলে ভাল লোকে [illegible] প্রবৃত্ত হইবে কেন?

মার্টিন সাহেবের ন্যায় উড্রো সাহেবের রিপোর্টও আমাদিগের [illegible] কর হইয়াছে। আমরা বেহার ও আসামের ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম না। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ দোষ দিতেছি না। তত্রত্য সমাজ আজিও উৎকৃষ্টাবস্থ হয় নাই, তত্রত্য লোকেরা কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সুতরাং তত্রত্য ইনস্পেক্টরদিগের মার্টিন ও উড্রো সাহেবের ন্যায় কৃতকার্য্য হওয়া সহজ নহে।

রিপোর্টের বিষয়ে আমাদিগের [illegible] একটী বক্তব্য আছে, তন্নিমিত্তে [illegible] ীন ব্যক্তি বিশেষ প্রতিষ্ঠিত ও [illegible] শয়দিগের পাঠশালায় সবিশেষ বৃত্তান্ত রিপোর্ট মধ্যে প্রকাশিত হয়। আমরা স্বদেশীয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইতেছেন, তাঁহারাও যেন ডিরেক্টরের নিকটে আপনাদিগের বিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত প্রেরণ করেন এবং ডিরেক্টর ও যত্নবান হইয়া তাহা আনাইয়া লন। ইহা ভারতবর্ষীয় সমাজের মান সক মানচিত্র। ইহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করা অতিশয় আবশ্যক।

বসন্ত সমাগমে কলিকাতার শোভা।

কবিগণ বসন্তকে অতিরমণীয় রূপে বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কবি বর্ণিত বলিয়াই আমরা "রমণীয়" বিশেষণ দ্বারা ইহার গুণ গৌরব বৃদ্ধি করিতেছি না, বাস্তবিক ইহার [illegible]ণীয়তা গুণ আছে। শীত কালে জগৎ শুভ্র নীহার জালে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কতিপয় উদ্ভিদ ভিন্ন তরুলতাদি সমুদায়ই প্রায় শীত প্রভাবে শোভা হীন হয়; জীব জন্তু সকলের স্ফুর্ত্তি থাকে না; গগন মণ্ডল নিয়ত কাল তুষারাবৃত দৃষ্ট হয়; সূর্য্য ও চন্দ্রমা শীতভয়ে ভীত হইয়াই যেন জড় ও মলিন ভাব ধারণ করে। কিন্তু বসন্ত সমাগত হইলে

সম্পাদ হইতে মুক্ত হইয়া ; তরু লতাদি নবোদ্ভব রূপ ; জীব জন্তু সকল উৎসাহ পূর্ণ হইয়া উঠে ; গগনতল নির্মল নক্ষত্রাদি দীপ্তিমান হয়। যে কালে মানবে জগতের এত সৌন্দর্য্য উপস্থিত হয়, তাহাকে কে রমণীয় না বলে ?

এই রমণীয় কালে পল্লীগ্রামের কি মাধুর্য্যই হয়! চতুর্দ্দিকে নবীন পল্লব শ্যামল শোভা নয়ন যুগলের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি উৎপাদন করে ; নানা জাতীয় কুসুমের গন্ধে নাসা বিবর আমোদিত হয় ; কোকিলের কাকলী শব্দে শ্রবণ বিবর যার পর নাই প্রীতিলাভ করে ; সুশীতল দক্ষিণানিল স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয় একান্ত মোহিত হয়। আমরা যখন এই সকল সুখ অনুভব করি, জগদীশ্বরের মহিমা স্বতই আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় দশা উপস্থিত করিয়া দেয়। প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায় ও প্রতি জীবে সেই অদ্বিতীয়ের রচনা কৌশল, তাঁহার করুণা, ও তাঁহার মহিমার পরিচয় পাইয়া চিত্ত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিঃসহ হইয়া পড়ে। তৎকালে আমাদিগের বোধ হইতে থাকে আমরা যেন অন্য এক অদ্ভুত জীবলোকে প্রবিষ্ট হইয়াছি ; আমরা যেন নূতনবিধ জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি ; আমরা যেন আর এক অধিপতির অধিকারে উপ[illegible]।

কিন্তু কলিকাতা এ সময়ে বিপরীত ধারণ করিয়াছে। যখন অন্য বর্ষা ও শরৎকালের ন্যায় সৌধ ও অট্টালিকাদির শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিতবর্ণ প্রায় নয়নগোচর হয় না। দক্ষিণ পবন যত বলবান হইতেছে, ততই প্রশস্ত রাস্তা সকলের ইষ্টকরেণু কুঙ্কুমচূর্ণের ন্যায় উড্ডীয়মান হইয়া নগরকে কেবল এক পাটল বর্ণ করিয়া তুলিতেছে। যিনি একবার এখন লিটোলের একটী রাস্তায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ভ্রমণ করেন, তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া ভার হয়। গ্রাম বালকেরা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিলে ভয়ে বিকল হইয়া জননীর ক্রোড় আশ্রয় করে সন্দেহ নাই। কলিকাতায় বসন্তকালে নয়নযুগলের প্রীতিলাভ ত এইকথা গেল, অন্য অন্য ইন্দ্রিয়েরও তৃপ্তি হয় না এমন নয়, রাস্তায় বাহির হইলে প্রায়ই বীভৎস ও সংক্লিষ্ট মলরাশির দুঃসহ গন্ধ কেবল নাসা বিবর নয় মস্তককেও ঘূর্ণিত করিয়া তুলে। কলিকাতায় কোকিলে অধিকার পায় না, কাক তাহার পদ গ্রহণ করিয়া নিরন্তর সুমধুর স্বরে গান করিয়া শ্রবণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকে! উষ্ণ ও বিশুদ্ধ বায়ু স্পর্শ ও মশাদিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের যেরূপ সুখ উৎপাদন করে ? বসন্তকালে পল্লী গ্রামে গমন করিলে আরাম ও উদ্যানাদি দর্শন করিয়া যেরূপ সেই অদ্বিতীয়ের অলৌকিক মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়, কলিকাতায়ও সেইরূপ রাস্তা ও নর্দ্দমা প্রভৃতি দর্শন করিলে মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের মহিমা অপরিচিত থাকে না। এতদ্ভিন্ন, কমিসনরদিগের মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইবার আরো অনেক অসাধারণ প্রমাণ আছে। এই নগরের ভিতরে এরূপ অনেক স্থান আছে তথায় [illegible] পরিষ্কারকদিগের মাসের মধ্যেও দুই এক বার পদ ধূলি পড়ে না। সেই সেই স্থানের পূতিগন্ধ জঞ্জাল রাশি উন্নত শিরা হইয়া অসাধারণ রূপে কমিসনরদিগের গুণের পরিচয় দিতেছে।

পরিশেষে কমিসনরদিগের আর একটী মাহাত্ম্য বর্ণন না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। একে ত কলিকাতার লোকসংখ্যানুরূপ স্থলে স্বাস্থ্যকর বিশুদ্ধ জল পাওয়া ভার ; যে কয়েকটী দীর্ঘিকা আছে, তাহাও আগত প্রায় দুরন্ত নিদাঘ ক্লেশ স্মরণ করি[illegible] এই বসন্তকালেই [illegible] পূর্ব্বে [illegible] র জল অবস্থান করা [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] তাঁহার [illegible] এখানে একটী যে [illegible] পঙ্ক [illegible] হইয়াছে। [illegible] অনেকে নিমিত্ত এখানে [illegible] তাহা দেখি। কোন [illegible] চক্ষুরিন্দ্রিয় আছে [illegible] কোন [illegible] লোকে সেই পঙ্কিল [illegible] পান করিতেছে, কমিসনরেরা [illegible] নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহারা লোকের কি অবস্থা হইবার সম্ভাবনা আছে ? কমিসনরেরা পঙ্কপানকে স্বাস্থ্যকর বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ? পরে লোকেরা [illegible] ভঙ্গ করিয়া দিবেন বলিয়া কি এখন নিশ্চিন্ত আছেন ? এরূপকারে দিগের জীবন কি তাঁহারা অকিঞ্চন করেন ? যাহাহউক লোকের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত কমিসনরেরা সত্বর কোন উপায় করুন [illegible]।

উপাধি প্রদানার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে

উপাধি প্রদান উপলক্ষে গত বার টাউনহালে একটী সভা হইয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর প্রভৃতি অনেক ইংরাজীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং এদেশীয় প্রভৃতি অনেকে সভাস্থ হইয়াছিলেন। সমাজ গৃহ উত্তম রূপে সুসজ্জিত। উক্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যক্তিরা এক পরিচ্ছদ ধারণ করাতে টাউনহালের অপূর্ব্ব শোভা হয়। বেলা ৪॥ টার সময় বিদ্যালয়ের বাইস্ চান্সেলর (সভাপতি) জনরেবল আরস্কিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন

শিক্ষা করিলে দেশের যে পরিমাণে উন্নতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, সহস্র অপর লোকের শিক্ষায় তাদৃশ ফলোদয় হয় না। যে উপায় অবলম্বন করিলে ইহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান যাইতে পারিবে, তাহাও স্থির করা যাইতেছে না। সে দিবস লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এই কথা বলিলেন শিক্ষিত না হইলে লোকের নিকটে অতিশয় ঘৃণিত হইতে হয়, যেপর্য্যন্ত জমিদারদিগের এরূপ সংস্কার না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত ইঁহারা শিক্ষার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করিবেন না। বাস্তবিকও ইঁহারা যেপর্য্যন্ত শিক্ষা না করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত বিষম ঘৃণার পাত্র রহিবেন সন্দেহ নাই। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যত্বের যে একটি প্রধান অঙ্গ বিদ্যা শিক্ষা, তাহা হইতে যিনি বঞ্চিত রহিলেন তিনি কিপ্রকারে মনুষ্য বলিয়া গৌরব করিতে পারেন? বিদ্বান লোকদিগের তাঁহার সহিত একত্র উপবেশনও ঘৃণার বিষয় সন্দেহ নাই। পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিধারী ছাত্রগণ! সত্য বটে জমিদারদিগের ন্যায় তোমরা ক্ষমতাশালী নহ, কিন্তু তোমাদিগের মন কর্ষিত ও আত্মা উন্নত হইয়াছে, তোমরা ইহার সাহায্য লইয়া সমুদায় কার্য্যে হস্তার্পণ কর। তোমরা কার্য্য করিবার উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমাদিগের দেশে সহস্র সহস্র বিষয়ের অভাব বিরাজ করিতেছে, তোমরা সেই সকল দূর করিবার চেষ্টা দেখ, স্মরণ করিয়া দেখ তোমাদিগের দেশ কেমন অজ্ঞান অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মনে কর কি দুর্জ্জয় দুর্নীতি সকল তোমাদিগের দেশে [illegible] করিতেছে। সেই সকলের মূল উৎপাটন করা তোমাদিগেরই কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা তদনুষ্ঠানে যত্নবান হও। বোধ হয় লার্ড কেনিং মহোদয়ের কথা তোমাদিগের স্মরণ আছে। তিনি বলিয়াছিলেন তোমরা একণে সেইস্থানে অবস্থিত, যে স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার সমধিক সম্ভাবনা! যদি চেষ্টা না কর তাহা হইলে অধঃপতিত হইবে আর যদি চেষ্টা কর, ঊর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইবে। চরিত্র আর একটি বিষয়। যাহাতে তোমাদিগের চরিত্রটি উত্তম হয়, সদা তাদৃশ যত্ন করিবে। সচ্চরিত্রতা অমূল্য ধন। চরিত্র সৎ হইলে সকলের সম্মান ও ভক্তির আস্পদ হওয়া যায়।"

তাঁহার বক্তৃতা এইরূপে সমাপন হইলে সমাজ ভঙ্গ হইল। এই বক্তৃতার বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই, ইহা আপনিই ইহার উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছে। তবে আমাদিগের বক্তব্য এই আরস্কিন সাহেব ইউরোপীয়দিগের সহিত এদেশের লোকের সমকক্ষতালাভ বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন আমরা কোন ক্রমেই তদ্বিষয়ের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না! এদেশীয়েরা যদি ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, সমকক্ষতা লাভে সমর্থ না হইবেন কেন? না হইবার পক্ষে কি বিশুদ্ধ যুক্তি আছে, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পরিশেষে বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশের জমিদারগণ কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া এই বক্তৃতা পাঠ করুন।

ইণ্ডিয়ান মিরর। ২৭৫

ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক সম্পাদকোচিত গাম্ভীর্য্য ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ক্রমশঃ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি দুর্বৃত্ত বালকের ন্যায় কেবল আমাদিগের উপদেশ বাক্য অগ্রাহ্য করিতেছেন না, পরুষ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমাদিগের হিতচেষ্টার পুরস্কারও প্রদান করিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা তাদৃশ দুঃখিত নহি। তিনি যে আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বিপর্য্যয় করিয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছেন, তাহাতেই আমরা আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইতেছি। সম্পাদক ২১ই মার্চের মিররে লিখিয়াছেন, "আমরা তাঁহার [illegible] অনুতাপিত [illegible] [illegible] দেখিয়া [illegible] আমরা আন্তরিক [illegible] প্রকাশে এই [illegible] কতিপয় মাসের [illegible] [illegible] প্রতিবাদ করি[illegible] থাক অতএবই [illegible] [illegible] করিতেছেন, [illegible] আছে। কিন্তু আমরা [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] ভ্রম বুঝিতে পারি যাহাতেই কি বুঝাইতেছে [illegible] [illegible] সহিত বিবাদে [illegible] ভাগী হইয়াছি? [illegible] [illegible] না থাকাতেই ঐ [illegible] তাঁহার অপরাধ, নচেৎ [illegible] যদি তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক আমা[illegible] তাৎপর্য্য বিপর্য্যয় করিয়া [illegible] চর করিয়া থাকেন, তাহা [illegible] [illegible] হইবেন। [illegible] সত্য, তাঁর বোধের [illegible] বিচারে প্রাপ্ত [illegible] কার অনুতাপের [illegible]

১৫ই মার্চের [illegible] [illegible] সংক্ষিপ্ত ও [illegible] নিরর্থক আত্মশ্লাঘাতে [illegible] যথার্থ আমাদিগের [illegible] [illegible] হইত, তাহা [illegible] তীয় অভিধান [illegible] [illegible] প্রতিনিধি [illegible] প্রবৃত্ত হইবার সন্দেহ নাই। [illegible] সে স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের [illegible] হইবার সম্ভাবনা কই? প্রকৃতির যত উদ্ধ[illegible] শক্তি সঞ্চিত ছিল, তিনি [illegible] সে সমুদায় মিরর সম্পাদককে [illegible] নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। [illegible] সম্পাদক নূতন প্রকার অনুষ্ঠান ও [illegible] রসিকতা উদ্ভাবনে সমর্থ হইবেন কেন?

মিরর এক্ষণে ক্রোধে বিতীয় [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার [illegible] দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে দুঃখের ও করুণা জন্মিতেছে। আমরা কি

পুরুষ, হিন্দু ও মুসলমান নানা জাতীয় নানা প্রকার লোকে বাটী পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে দর্শনার্থী কয়েক জন ভদ্র লোকও আসিয়াছিলেন। আমরা সেই সভাদের এক পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, হরিদাস নামে পূর্ব্বোক্ত সেই বালকটী প্রাচীন ইতস্ততঃ বালোচিত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; কয়েক জন বস্তু প্রকৃতি পাণ্ডা ও এক জন উত্তর সাধিকা স্ত্রীলোক জুটিয়াছেন। তাঁহারা ঔষধ উত্তোলন ও রোগিদিগকে বিতরণ করিতেছে দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে (পূর্ব্বে শুন ছিল, বালক স্বয়ং সেই কার্য্য করিয়া থাকে) শুনা গেল এক্ষণে ইহারা বালকের প্রতিনিধি হইয়া ঔষধ দিয়া থাকে, সে নিজে আর দেয় না। যাহা হউক, কাহারও নিকট কিছু না লইয়া সকলকেই ঔষধ দিয়া থাকে,, এই কথা শুনিয়া অবধি আমাদিগের যে একটী সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সম্যক দুরীভূত হইল। দেখিলাম, উক্ত পাণ্ডাগণ, উপস্থিত দৃঢ়বিশ্বাস ও অবিচলিতভক্তি সংযুক্ত নিম্ন শ্রেণীয় লোকো নির্ব্বিশেষ যাত্রীদিগের নিকট হরির লুটের নামে এক একটী পয়সা লইয়া ঔষধ দিতে ছেন। কোন কোন যাত্রী বা হরির লুটের সামগ্রী আপনারাই ক্রয় করিয়া আনিয়া দিতেছে। প্রথম প্রথম দুই এক দিন এই হরির লুটের পয়সা না লওয়াই এরূপ প্রচার ও আশু জনগণের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ হইয়াছে। কি খেদকর বিষয়! আজিও এই বঙ্গ ভূমিকে বীভৎস কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

২। মহাশয়! প্রায় তিন বৎসর কাল এই খাঁটুরা প্রকৃতি গ্রামে যেরূপ ভয়ানক, অচিকিৎসনীয় জ্বর ও প্লীহাদি রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সম্প্রতি বসন্ত ঋতুর সমাগমে বায়ু পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে (সংবাদ ভাল)। এক্ষণে আর বড় নুতন জ্বর হইতেছে না, এই পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন উক্ত রোগের এপ্রদেশটী মুক্ত হইতে পারিবে। অপরন্তু, এই দেশব্যাপী ভয়ানক পীড়াবশতঃ মধ্যে ছাত্র সংখ্যার নিতান্ত অল্পতা হওয়াতে অত্রত্য বিদ্যালয়ের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল (তাহা বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, সোমপ্রকাশে একবার তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছিল) এক্ষণে, তাহার অনেকাংশে অপগম হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন দত্ত প্রভৃতি কয়েক জন বিদ্যানুরাগী সদাশয় দেশহিতৈষী মহাশয়ের প্রযত্নাতিশয়ে বিদ্যালয়ের উন্নতি পথ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে।

৩। [illegible] কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এখানে অত্যন্ত চৌর্য্য ভয় হইয়াছিল, খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর ও গৈপুর প্রভৃতি গ্রামে এক এক [illegible] বাটীতে চুরি হইয়া গিয়াছে [illegible] উপদ্রবে এতদ্দেশীয় সমস্ত লোক কিছু দিন [illegible] শঙ্কিত ও নিদ্রা প্রায় হইয়া [illegible]। কিন্তু গোবরডাঙ্গার কয়েক জন ব্রাহ্মণ নিজ [illegible] কারখানায় চিনি চুরি করিতে গিয়া ধৃত হইয়া ছয় মাসের জন্য কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হওয়াতে তদবধি আর কোন উপদ্রব শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দুঃখের বিষয় এই, উক্ত কারাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল।

খৃঃ ১৮৬৩। [illegible]ই মার্চ্চ
খাঁটুরা

বশম্বদ
শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য

গৃহীত।

হোমিওপ্যাথি—সদৃশ ব্যবস্থা। (১)

সংপ্রতি সদৃশব্যবস্থা নামক এক নূতন প্রকার চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রচলিত ডাক্তারি চিকিৎসার সহিত উহার অনেক প্রভেদ, এমন কি উহার মূল নিয়ম গুলি প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল নিয়ম গুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রচলিত ডাক্তারি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলে সদৃশ ব্যবস্থা অলীক বলিতে হয়, এবং সদৃশ ব্যবস্থা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে প্রচলিত ডাক্তারি চিকিৎসা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। এই দুই প্রণালীর মধ্যে কোন্ প্রণালীটী প্রামাণিক তাহা বিচার করা আমাদের সাধ্য নহে, সুতরাং সদৃশ ব্যবস্থা কি স্বরূপ আমরা কেবল তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্যাক্সনির অন্তর্গত ড্রেসডেন নগরের অনতি দূরে (এলব ও মেইসা নদী যেখানে পরস্পর সঙ্গত হইয়াছে তাহার নিকটে) মেইসেন নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটীতে দুইটী অতি বিখ্যাত বস্তু, বংশের উদ্ভব হয়, একটীর নাম স্লেগেল ও অপরটীর নাম হানিমান। স্লেগেল বংশের নাম সর্ব্বত্র পূজ্য হইয়াছে, এস্থলে হানিমানের কথা লিখিত হইতেছে।

১৭৫৫ খৃঃ অব্দে স্যামুএল খৃষ্টিয়ান ফ্রেডরিক হানিমান মেইসেন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ধনবান লোক ছিলেন না বটে কিন্তু দারিদ্র্যের সহিত তাঁহার তাদৃশ পরিচয়ও ছিল না। ড্রেসডেন নগরের যে প্রসিদ্ধ চীনের বাসন প্রস্তুত হয় তিনি সেই সকল বাসন চিত্রিত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র হইয়া হানিমান কিরূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে সুতরাং তাঁহার বাল্যাবস্থার কথা এস্থলে একবারে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার শিক্ষা ও জীবিকা বিষয়ে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে তিনি ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং [illegible] সাজ, উপাধি লাভ, [illegible] চিকিৎসা করিয়া অবশেষে [illegible] ডাক্তার হইয়া তথায় চিকিৎসা করেন এবং অল্পকাল মধ্যে প্রধান চিকিৎসক হইয়া উঠে[illegible]

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় তত্রত্য সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসক ও প্রশংসিত হইতে লাগিলেন [illegible] স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি [illegible] আরম্ভ করিলেন, ক্রমে [illegible] যুক্তি বহির্ভূত বলিয়া তাঁহার [illegible] অনন্তর হানিমান চিকিৎসা [illegible] করিলেন, সদের অর্থ [illegible] ক্রমে দারিদ্র্য প্রভৃতি [illegible] কষ্ট আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ [illegible]

হানিমানের ১১ টী সন্তান [illegible] ভিন্ন পক্ষে এক অধিক [illegible] নহে। কিরূপে তাহাদের [illegible]

[illegible] প্রেরবাসিনী [illegible] র সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী [illegible] র পীড়ন করা কোনমতেই [illegible] ঐ দ্বিতীয় [illegible] গের উপর [illegible] কখন বিরত ছিলেন না।

পাঠকবর্গ হানিমান [illegible] সকল [illegible] যে অর্থ পাইতেন তাহা [illegible] করিতেন [illegible] বালকের [illegible] আবশ্যক হয় না [illegible] পাঠকবর্গ একবার [illegible] দেখুন। [illegible] সম্পদের [illegible] হইয়াছে, পুরাণ [illegible] চিকিৎসাশাস্ত্র [illegible] বিধান চেষ্টায় প্রবৃত্ত [illegible]

এক দিন ভাবিতে [illegible] মধ্যে এইরূপ চিন্তার উদয় [illegible] শাস্ত্র ত অতি দুর্নির্ণেয় [illegible] অনিশ্চিত; কিন্তু ঈশ্বর কি [illegible] এরূপ [illegible] না করিয়া রাখিবেন? [illegible] আমাদের [illegible] ছেন, তিনি অতি সামান্য প্রতিও অনবহিত নহেন [illegible] রোগ জনিত যন্ত্রণা দেখি[illegible] প্রতি দৃষ্টি করেন নাই? [illegible] আমাদের কষ্ট [illegible] নাই [illegible] রোগপ্রতিবিধানের কোন [illegible] উপায় আছে, [illegible] শাস্ত্র অপেক্ষা অবশ্যই [illegible] উপায় আছে"। এইরূপ তাঁহার মনে হইল যে [illegible] শরীরে ঔষধ সেবন করি[illegible]

[illegible]

(১) সদৃশ, রোগ, সুতরাং হোমিওপেথি শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্যার্থ ধরিলে "সদৃশ রোগ" বুঝায়। যে ঔষধ সেবন করিলে কোন রোগের সদৃশ রোগ উৎপন্ন হয় সেই ঔষধ দ্বারাই উক্ত রোগ বিনাশিত হয়—যে চিকিৎসা শাস্ত্র এইরূপ বিধান করে সেই শাস্ত্রকে আমরা সদৃশ ব্যবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

সোমপ্রকাশ

সবর্ত্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। ?

৫ ভাগ। ২০ সংখ্যা। | সন ১২৬৯। ১৮ ই চৈত্র। ইং ১৮৬৩। ৩০ মার্চ্চ | মাসিক মূল্য ; বার্ষিক অগ্রিম ১০

বিজ্ঞাপন।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী নাটকেমারি ২হম্মতপুর নামে যে পত্তনি তালুক আছে, তাহা দরপত্তনি দেওয়া অথবা বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহার সেই তালুক দরপত্তনি লই বার অথবা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি কলিকাতায় আড়ন ষ্কিনর কোম্পানির নিকটে আবেদন করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন

বিজ্ঞাপন।

রামবাবু, হরু ঠাকুর রাম নৃসিংহ, গোর কবিরাজ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রুষমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের উত্তম উত্তম গানগুলি সংগৃহীত ও একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট ৬৭ নং বাটী।

শ্রীবঙ্কুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং বে

সোমপ্রকাশ!

১৮ই চৈত্র সোমবার।

১৮৬০ অব্দের ৪৫ আইনে (ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধিতে) বহুবিবাহকারির দণ্ডের যে বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে অনেকের ভ্রম জন্মে। সম্প্রতি আমাদিগকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহা হিন্দুদিগের বিষয়ে খাটিবে ইহার উত্তর দানস্থলে আমাদি কব্য এই, বহুবিবাহ নিষেধক বিধির মর্ম্ম এই, যাহাদিগের আচার ব্যবহার ও শাস্ত্রে বহুবিবাহের নিষেধ নাই, তাঁহারা বহুবিবাহ করিয়া দণ্ডভাগী হইবেন না, আর যাহাদিগের শাস্ত্রাদিতে নিষেধ আছে, তাঁহারা করিলেই দণ্ডভাগী হইবেন। হিন্দু জাতির বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, অতএব ইঁহাদিগের নিষেধ সম্ভাবনা কি? উহা যদি দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে আর এদেশীয় সমাজ সংস্কারকদিগকে বহুবিবাহের নিষেধার্থ স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হইত না। অধিক দিন অবধি এবিষয়ের চেষ্টা হইতেছে প্রশ্নকারক স্মরণ করিয়া দেখিবেন, কন্যা বিক্রয় নিষেধক একটী স্বতন্ত্র বিধি বিধান আবশ্যক বলিয়া সোমপ্রকাশে যে একটী প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহাতে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইয়াছিল।

উল্লিখিত দণ্ডবিধিতে যে বহুবিবাহের নিষেধ আছে, তাহা যে সকল জাতির উপরে নহে, তাহার অপর প্রমাণ এই, সম্প্রতি পারসীদিগের যে ব্যবস্থাসংগ্রহ হইতেছে, তাহাতে বহুবিবাহ নিষেধের একটী বিশেষ প্রকরণ করা হইয়াছে। সে এই—"যদি কোন পরসী পুরুষ আপনার স্ত্রীসত্ত্বে ও পারসী স্ত্রীলোক পতিসত্ত্বে বিধি বোধিত পরিত্যাগ পত্র না লইয়া অপর বিবাহ করে, তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির নিরূপিত দণ্ডভাগী হইতে হইবে।" বহুবিবাহ নিষেধক দণ্ডবিধি দ্বারা রণ হইলে এরূপ স্বতন্ত্র বিধি প্রয়োজন কি?

উক্ত প্রশ্নকারকের করা কর্ত্তব্য, যে বিষয় পরম্পরাগত আচারে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে তন্নিবারণার্থ বিশেষ বিধি যে সামান্য বিধি দ্বারা রিবেন, ইহা কোন স্বতন্ত্র প্রয়াস [illegible] হ নাই।

২৮৫ [illegible] রেজিষ্টরি বি

২৫ এ ফেব্রুয়ারির অধিবেশন দিবসে ইলি সন্তাবেজের রেজিষ্টরীর কমিটির রিপোর্ট অর্পণ ৫৭ অব্দে মান্দ্রাজের ফ ফর্ব্বস সাহেব যুক্ত ব্যবস্থিত রেজিষ্টরি সংক্রান্ত লেখা উপস্থিত করিয়াছি ক্ট কাষটি তদ্বিষয়ে রি এখন রেজিষ্টরি সম্বা তাহা ঐচ্ছিক এবং তদ দির সম্যক নিবারণ হই বিশেষে ইহার বৃদ্ধি প্রস্তাবিত আইনের প্রস্তাবিত আই লিখিত হ

এক জন সাধারণ রেজিষ্টর (রে-
জেনরল) হইবেন। স্থানীয় গব-
সকল এই পদে এক জন স্বতন্ত্র
রীক নিযুক্ত করিতে অথবা রেবে
র হস্তে ঐ কার্য্যের ভার প্র-
পারিবেন। প্রত্যেক জেলায়
রেজিষ্টর (ডিষ্ট্রিক্ট রে-
) এবং তাঁহাদিগের অধীনে ছোট
তের জজ বা অন্য কোন কর্ম্মচারী
রেজিষ্টর হইতে পারিবেন। গব-
মে অপর ব্যক্তিদিগকেও
দি করিতে পারিবেন। প্র
য় শেষ এক এক জন রেজিষ্ট
যে ডেপুটি রেজিষ্টরেরা কি
দলিল রেজিষ্টরি করিবে
কোন দলিল রেজিষ্টরি
দিনের মধ্যে তদ্বিষয়ে ডি
রের নিকটে আ
ভিন্ন ভিন্ন তালিকা আ
রেজিষ্টরী স্থানে সংলগ্ন থাকিবে।
রেজিষ্টরি হইবে, কিন্তু
কারণ প্রদর্শিত হয়, রেজিষ্ট
র বাটীতে গিয়া রেজিষ্ট
বিশেষতঃ উইল, দান পত্র
লইবার ক্ষমতা প্রদান
করিবার কালে রেজিষ্টরে
গমন নিতান্ত আবশ্য
ক হইলে তিন মাসের
হইবে। কিন্তু উ
য়ে এ নিয়ম নহে। ১০০
ল্যের অস্থাবর বস্তু বিক
র দলিল রেজিষ্টরি না
য়ানী আদালতে গ্রাহ্য
ও এই প্রকার মূল্যে
খিবার হয় সপ্তাহ পরে
বশ্যক।
ত হইয়াছে, সম্পত্তি
রেজিষ্টরের এলা-
ইলে এক

র নিকটে তাহা রেজিষ্টরি করিলে চলি
বে। কিন্তু এরূপ স্থলে ডেপুটি রেজিষ্টর
দলিলের সকল ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টরের নিক
টে প্রেরণ করিবেন, তিনি উহা নিজ পুস্ত
কে লিখিয়া লইয়া অন্য অন্য ডেপুটি রে
জিষ্টরের (যাঁহাদিগের এলাকায় সম্পত্তি
র অন্য অন্য অংশ আছে, তাহাদিগের)
নিকটে প্রেরণ করিবেন। রেজিষ্টরি করি
বার সময়ে ক্রয় বিক্রয়াধিকারী উভয় ব্য
ক্তিকে উপস্থিত হইতে হইবে। যাঁহারা
প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করিবার ইচ্ছা
করিবেন, তাঁহাদিগকে তাহার যাথার্থ্যের
বিষয় ডেপুটি রেজিষ্টরের স্পষ্ট হৃদয়
ঙ্গম করিয়া দিতে হইবে। গবর্ণমে
ণ্টের কোন দলিল রেজিষ্টরী করিতে হই
লে তৎক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী নিজে অথবা
পত্র দ্বারা আপন সম্মতি জানাইলে রে
জিষ্টরি হইতে পারিবে। যে কোন দলি
ল হউক, রেজিষ্টরকে ভাল রূপে জানি
তে হইবে যে আবেদনকারীরা যথার্থ ক্রয়
বিক্রয়াধিকারী কি না।

দলিলের কোন সাক্ষীকে উপস্থিত ক
রিতে হইলে রেজিষ্টর তাঁহাকে পরয়ণা
দিয়া আনিতে পারিবেন। কেহ মিথ্যা
সাক্ষ্য দিলে দণ্ডবিধির ১৯২ ধারানুসারে
তাঁহাকে ফৌজদারিতে সমর্পণ করা হই
বে। যদি দেওয়ানী আদালতে কোন দ
লিল জাল সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে ঐ আ
দালতকে এ বিষয়ের সংবাদ ডেপুটি রেজি
ষ্টরের নিকটে দিতে হইবে। তিনি নিজ
পুস্তকে ঐ বিষয় লিখিয়া রাখিবেন। ১০০
টাকা পর্য্যন্তের রেজিষ্টারি খতের টাকা
আদায় করিতে হইলে তদ্বিষয়ে নূতন
মোকদ্দমা করিতে হইবে না। দেওয়ানী
আদালতে তাহা অর্পণ করিলে আদালত
তাহা ডিক্রিজারির ন্যায় প্রত্যর্থিকে এক
পরয়ণা দ্বারা অবগত করিয়া জিজ্ঞাসা
করিবেন তিনি খতের অনুসারে কার্য্য ক

রয়েন তিনি ঐ খত লিখিয়া দিয়াছেন,
তাহা হইলে এক কালে তাঁহার সম্পত্তি
বিক্রীত করিয়া অথবা অন্য উপায়ে টাকা
আদায় করা হইবে। যদি প্রত্যর্থী স্থান
ত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টায় থাকেন,
তাহা হইলে অগ্রেই তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক
করা অথবা তাঁহাকে হাজতে দেওয়া
পারিবে। কিন্তু এরূপ স্থলে টাকা পা
হইবার এক বৎসরের মধ্যে নালীশ করা
উচিত। অর্থাৎ যদি ইচ্ছা করেন, তামাদি
কালের মধ্যে নালীশ করিতে পারিবেন,
কিন্তু এক বৎসর অতীত হইলে উল্লিখি
তরূপে মোকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবে
না। উইল ও দত্তক লইবার অনুমতি প
ত্রাদি রেজিষ্টরী হইলে রেজিষ্টরের আ
ফিসে তাহা রাখিতে হইবে। রেজিষ্টর
সেই সকল একপ বাক্স মধ্যে রাখিবেন যে
তাহা অগ্নিতে বিনষ্ট না হয়। উইলকারী
র মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আ
বেদন করিলে তাঁহাকে তাহার এক নকল
দেওয়া হইবে। অন্য অন্য ব্যক্তিও আ
বেদন করিলে ফি দিয়া তাহার নকল ল
ইতে পারিবেন। প্রতি বৎসর কত দলিল
রেজিষ্টরী হইল তাহার এক এক তালিকা
আফিসের প্রকাশ্য স্থানে রাখিতে হইবে।

উপরি উক্ত রেজিষ্টরি সংক্রান্ত আ
ইনের পাণ্ডুলেখাটী অনেক অংশে উৎকৃ
ষ্ট হইয়াছে। উহার আপত্তিযোগ্য অংশ
গুলি সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইলে
উহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনে
ক অংশে জাল নিবারণ সম্ভাবনা আছে।
জজ প্রভৃতির বিস্তরকার্য্য অতএব তাঁহা
দিগের প্রতি রেজিষ্টরীর ভার দিলে কা
র্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। যাঁহারা আ
পাততঃ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিতেছেন,
তাঁহাদিগের হস্তে না দিয়া ঐ কার্য্য স্বত
ন্ত্র কর্ম্ম চারীর হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। যাঁ
হারা দলিল রেজিষ্টরী করিতে
তাঁহারা ব্যক্তি কি না।

তাহার অনুসন্ধান করিয়া রেজিষ্টরের জানা কর্ত্তব্য। যে সে সাক্ষির উপরে নির্ভর করিলে যাথার্থ্য নির্ণয় সম্ভাবিত নয়। যাবৎ সাক্ষিদোষ সংশোধিত না হইতেছে, তাবৎ তত্ত্বনির্ণয়ার্থ দুটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এক, রেজিষ্টর স্বয়ং আবেদনকারির বাসস্থানে গিয়া তত্ত্ব করেন, অথবা গ্রামের পাঁচ জন ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়। রেজিষ্টরির আবেদন হইলে অন্ততঃ দুই সপ্তাহের মিয়াদ দিয়া এক পরয়ানা আবেদনকারিদিগের বাটীতে, আফিসে, ও এক প্রকাশ্য স্থানে এটকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ কালের মধ্যে যদি কেহ কোন আপত্তি না করেন, দলিল রেজিষ্টরী হইবে। কেহ আপত্তি করিলে তদ্বিষয় নিকটস্থ দেওয়ানী আদালতে মীমাংসার্থ প্রেরিত হইবে। এরূপ প্রক্রিয়াতে কিছু বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতের অনিষ্ট নিবারণ হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীলোক আবেদনকারী হইলে তাঁহার মোক্তারকে দায়ী করিয়া উল্লিখিত প্রকারে অনুসন্ধান লইতে হইবে। বিষয় বিশেষে কমিসন নিযুক্ত করা আবশ্যক। আমাদিগের দেশীয় লোকেরা প্রায় মৃত্যু কালেই উইল করিয়া থাকেন। এই সকল উইল লইয়া ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে উইল লিখিত হইবামাত্র তাহা রেজিষ্টরের নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। রেজিষ্টর যদি বিশ্বাসী সাক্ষী পান, তাহা হইলে আপন আফিসে তাহা রেজিষ্টরী করিয়া রাখিবেন। নচেৎ তিনি নিজে গিয়া অথবা বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

রেজিষ্টরী করা গত সপ্তাহের নালীশের বিষয়ে আমাদিগের একটী মহতী আপত্তি আছে। আইনের প্রস্তাবকর্ত্তা বলেন, ডিক্রিজারির ন্যায় উহার কাজ করিলে মকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবার ও কর্ম্মচারিদিগের সময় বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। মকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। সন্দেহ নাই কিন্তু কর্ম্মচারিগণের অবসর সাধারণ হিতের তুল্যমূল্য হইতে পারে না। বিচারপতির পরিশ্রম ও সময় সংক্ষেপ হইবে বলিয়া সাধারণকে ন্যায্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করা বিধেয় হয় না। রেজিষ্টরী কালে যদি অনুসন্ধানকর্ত্তার দোষে রেজিষ্টরী যথার্থ না হয়, তাহা হইলে ডিক্রিজারির ন্যায় রেজিষ্টরী খত প্রভৃতির মকদ্দমা হইলে বহুতর অনর্থ ঘটিবে সন্দেহ নাই। এরূপ না করিয়া এক্ষণকার আইনের অনুসারে উহার রীতিমত সত্বর মকদ্দমা করাই উচিত। পরিশেষে আর একটী কথার উল্লেখ অতিশয় আবশ্যক। স্থাবর বিষয়ের ক্রয় বিক্রয়াদির দলিলের ন্যায় অস্থাবর বিষয়ের খতঃচুক্তির রেজিষ্টরী করাও যে অনৈচ্ছিক করা হইতেছে, ইহা যুক্তি সঙ্গত হইছে না। এরূপ করিলে নিত্য কর্ত্তব্য ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার কার্য্যে মহাবিঘ্ন জন্মিবে সন্দেহ নাই। আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি এ আইন কোন ক্রমেই চলিত হইবে না। অতএব অস্থাবর বিষয়ে রেজিষ্টরী করিবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অপর, রেজিষ্টরী ফি কতি অল্প করা আবশ্যক; অন্যথা লোকে রেজিষ্টরী করিবার বিষয়কে অত্যাচার ও অর্থোপার্জনের একটা উপায় বোধ করিবে।

২৮৭

লড সাহেব ও ভারতবর্ষ।

লড সাহেব "পূর্ব্ব দেশের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" এই নাম দিয়া এক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। পুস্তক খানি পাঠ করিলে তাঁহার লিপি চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তিনি আপনার প্রকৃত অভিপ্রায়কে এরূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ রূপে না জানেন, তাঁহা[illegible] তাঁহার আশয়ের সাধুতা ও উদ[illegible] করিয়া মোহিত হইবেন সন্দেহ [illegible] আপনার অপক্ষপাতিতা তথ প্র[illegible]

এরূপে গ্রন্থের উপক্রম ও [illegible] করিয়াছেন যে তাঁহার পরিচিত [illegible] তদ্দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইবে[illegible] তাঁহার গ্রন্থের আদি অন্ত [illegible] স্থানে পাঠ করিবে, সেইখানেই [illegible] বে. ষ্টেট সেক্রেটারি সর চার্লস উ[illegible] আক্রমণ করা ও স্ত্রীবুদ্ধিকারিদলে[illegible] ভুক্ত করা তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের [illegible] দেশ্য। প্রথমে তিনি ইংলণ্ডী[illegible] গীয় উত্তর জাতিকে মহা আর্য্য [illegible] শাখা ও পৃথিবীর মধ্যে স[illegible] পাইবার যোগ্য বলিয়া বর্ণ[illegible] তৎপরে রাজা দিনকর রাও, মহারাজ ও দেবনারায়ণ সিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার প্রশংসার বিষয় [illegible] হোলডস সভার সাক্ষীভূত [illegible] হরকরা ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার [illegible] এ কথা বলেন না যে ভারত[illegible] কখন উন্নতি হইবে না। বরং [illegible] স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন এ[illegible] শীঘ্র সেই পূর্ব্বতন উন্নত অবস্থা [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই [illegible] বিষয়ের হইবার জন্য তাঁহার মতে [illegible] শান্তির সবিশেষ আবশ্যকতা আছে। [illegible] তিনি দ্বিতীয় [illegible]। শান্তির বিচ্ছেদ হেন যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি রাজগণের লার্ড ডেলহৌসি ভারতবর্ষীয় স্থাপন করাজ্য গ্রহণ করিয়া শান্তির মূল কাটী যে রিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দণ্ড অক্ষের কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা ১৮৫৭র বাঙ্গাই বিদ্রোহ ও নিরপেক্ষ ইংরাজদিগের [illegible] বাহুল্য পরিমাণে সপ্রমাণ করিতেছে[illegible] ছে। যদি কোন দস্যু আপনার [illegible] বাসিগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া [illegible] পরিত্যাগ করিয়া সাধুতা অব[illegible]

...সাই সাহ ব্যক্ত বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। এ প্রদেশের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের অবিচলিত যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা উক্ত বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে। মার্টিন সাহেব অতি অমায়িক, লোকরঞ্জক ও কার্য্যদক্ষ সুতরাং তাঁহার সহকারিরা তাঁহার উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁর মর্য্যাদানুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। মার্টিন সাহেব ও অত্রত্য ব্যক্তিদিগের যত্ন উপরি উক্ত বালিকা বিদ্যালয় গুলি ... জীবিত আছে কিন্তু সংশয় হইতেছে ছোটলাটের ... অস্থির প্রতিজ্ঞতা ... উৎসাহোন্মুখ হৃদয়ে শোক ... বোধ হয় তাহা পারিবে না, কারণ ... দিগের শিক্ষাসংক্রান্ত বিশেষ ... ও মনোযোগ দেখিতে পা... পুর ব্রাহ্মণপাড়ার বিদ্যাল... প্রাতে নির্ব্বাহ হইয়া ... উক্ত সময়ে গিয়া দে... ২১টী বালিকার মধ্যে ২১টী উপস্থিত ... মধ্যে ... বালিকা তাহার ... স্থান উত্তমরূপে পাঠ ... অনেক গুলি প্রশ্নের উত্তর করিল। ... এরূপ শিখিয়াছে যে ... অঙ্কের নিমিত্ত অন্যের ... হইবেক না। ... বালিকা আছে। আমি ... যাই, সে দিন ১৬টী মাত্র ... খানকার বালিকাগুলি স... বন্দোবস্তের দোষে তা... উন্নতি হইতেছে না, বিবাহিতদিগের বিদ্যাশিক্ষা কত দূর হইতেছে, ... জানিতে পারা সহজ নহে ... দ্বারা যে জগতের উপকার সম্ভাবনা ... তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। এ... দিগের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় ... হইলেই ভাল হয়। যে সকল বালক ... অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকে তাহাদিগের রাত্রিতে ... নিবার নিমিত্ত একটী ... (নাইটইস্কুল) আছে, এই বিদ্যালয়ে ... অধ্যয়ন করিয়া ... নরমাল ইস্কুলে অন্যান্য নরমাল ইস্কুল কোন বিষয়ে পরাস্ত করিতে পারে না, প্রত্যুত এখানকার শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। যে ধর্ম্ম নিত্য সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের সংস্কার জন্মিতেছে, যাহার অভাবে এদেশের লোকে এত কষ্ট পাইতেছে, যাহা অবলম্বন করিলে মানবগণ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশীলনার্থে ১২ই ফাল্গুন সোমবার এখানে একটী ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে. এবিষয়ে এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বিশেষ যত্ন আছে। এই জেলায় প্রায় ৬০০০ হাজার লোক লেখাপড়া করিতেছে, মসলমানদিগের অধিকার সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিয়া দেখিলে যেন যুগান্তর হইয়াছে বোধ হয়।

সহরের মধ্যে ৮টী এবং মফস্বলে ৬ টী বিচারাসন আছে। বিচারপতির সংখ্যা ২২ জন, তদ্ভিন্ন সহরে ৩ ও মফস্বলে ১৩ টী থানা আছে তন্মধ্যে ১৮ জন দারগা এবং ২২ জন নায়েব দারগা আছে। আদালত ও পুলিশে যেরূপ বিচার হইয়া থাকে তাহা সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের অগোচর নাই, বিচারপতিদিগের অনেকে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু কতকগুলি স্বার্থপর লোক সেই কর্ত্তব্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক এখানকার সদরআলা ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার বিষয়ে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, এখানকার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১০ই ফাল্গুন ঢাকা প্রকাশ সম্পাদকের ১০০ শত টাকা জরিমানা অদণ্ডাবে ৬ সপ্তাহ কারাবাসের হুকুম হইয়া গিয়াছে: সম্পাদক জজের নিকটে আপীল করিয়াছেন। মাণিক গঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্যামচাঁদ নাথ অন্যায়কারী কিনা তাহা জজ সাহেবের নিকট বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি যথার্থ বিচারে অন্যায়কারী হন তাহা হইলে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে গমন করিবেন, না, সম্পাদককে টাকা গুলি ফিরিয়া দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন? এখানে তিনিটী মুদ্রাযন্ত্র আছে তদ্দ্বারা যে বিশেষ উপকার হইতেছে তাহা বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র।

প্রাপ্ত।

রেলওয়ে ভ্রমণ।

আমি সম্প্রতি পূর্ব্ব দক্ষিণ বাঙ্গালা রেলরোডে আলমডেঙ্গা পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিলাম, আর এক ষ্টেসন আগে গেলেই রেলরোডের বর্ত্তমান পূর্ব্ব উত্তর সীমা কুষ্টে পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত। কলিকাতা পশ্চাৎ করিয়া বেলেঘাটার পোল পার হইলেই ক্রমে পল্লী গ্রামের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের কোলাহল অল্পে অল্পে অপ্রকৃত হইতে থাকে, বাজার ধূলো বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া ও আর আমাদিগকে ধরিতে পারে না এবং বড় বড় ইষ্টকালয় সকলও ক্রমে ক্রমে চক্ষুর বহির্ভূত হয়। কিছু দূর পর্য্যন্ত কলিকাতাস্থ সঙ্গতিপন্নদিগের দুই একখানি বাগান মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া সহরের ভাব স্মরণ করাইয়া দেয়, পরে তাহারাও ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। অনন্তর খেজোবাড়ী, সুপারী ও বাঁশ পুকুর দৃষ্টি পথে পতিত হয়, ... রাস্তা ... করিলেই মাঠের পরিষ্কার বাতাস প্রাপ্ত হইয়া শরীর শীতল হয় ... দেখিয়া চক্ষুর পীড়া দূরীভূত হয় এবং দীনের অন্তর বাসস্থান স্বরূপ এক খানি খড় বড় খড়োঘর ও খাপরার (কাপা) পাতার প্রতিরূপ ইট বেকেনো খোটা ঘর সকল দেখিতে পাইয়া পল্লীগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে স্থানে কোন গ্রামের মধ্য দিয়া বাষ্পীয় রথ গমন করে সে খানে প্রতি ঘর ও প্রতি দ্বার হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক দৃষ্টে অনিমিষ নেত্রে গাড়ির প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখা যায়, তাহারা প্রতি দিন দুবেলা যত বার গাড়ি যায় তত বারই ঐরূপ করিয়া দেখে কিন্তু তথাপি তাহাদিগের আশ ও গাড়ি দেখিতে বিরক্তি জন্মে না, তাহারা যে রোজ রোজ দুবেলা এপ্রকার দেখে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারা যায় না সেই পা

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সম্প্রতি উত্তরপাড়া গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের নিমিত্ত আপনার বৈঠকখানা বাটী দিয়াছেন। এক্ষণে ৫৫টী বালিকা প্রত্যহ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা প্রাতঃকালে ৬টা অবধি ৯টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে। গ্রামের লোকেরা আহ্লাদ পূর্ব্বক নিজ নিজ বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন।

নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা মাসিক কিছু কিছু দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৫ টাকা
বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০ টাকা
বাবু নবীন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ	৫ টাকা

এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে ত্রিশ টাকার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয়েষু।

এই ঢাকা জিলার অন্তঃপাতি বিক্রম পুরের অন্তর্গত রাজনগর (পূর্ব্বে যে স্থানে রাজা রাজবল্লভের বাসস্থান ছিল) যেরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তদ্বর্ণনে প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র বলিলেই আপনার পাঠকগণ বোধ করিতে পারিবেন যে, যত কাল রাজা রাজবল্লভ জীবিত ছিলেন তৎকালে এই রাজনগর ঢাকা জিলার মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! ঘটনার কি আশ্চর্য্য মহিমা! কালক্রমে তাহার এরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে যে এই রাজ নগরের পূর্ব্বকার ইতিবৃত্ত শুনিলে এই রাজ নগরকে আর সেই রাজনগর বলিয়া বোধ হয় না। এখনও এস্থানে অনেক ধনাঢ্য লোক আছেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকলেই বিদ্যারসাস্বাদনে বঞ্চিত। এখানে প্রায় ৩। ৪ সহস্রাধিক লোকের বসতি হইবে, কিন্তু এমন একটী বিদ্যালয় নাই যে তৎসন্তানগণ সুচারুরূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। কিরূপেই বা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে, অত্রত্য ধনি সন্তানগণের বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তাদৃশ উৎসাহ নাই; বরং তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুখের বিষয় কি বলিব অল্পদিন হইল কেবল একটী (নরমেল) বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল সেন মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপন বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। কৃষ্ণ বাবুর অধিক ধন নাই বটে কিন্তু তাঁহার [illegible] বিদ্যায় অনুরাগ আছে। তিনি আর একটী কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; সে কার্য্যটী এই,—[illegible] এই স্থানে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকার সংখ্যা [illegible] কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় উদ্যোগশীল হন, এ গ্রামে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হওয়া কঠিন হয় না।

১৫ফাল্গুন ১২৬৯।

কস্যচিৎ বিক্রমপুর নিবাসিনঃ

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

আমার যে দিনের প্রতিজ্ঞানুসারে এখানকার ছোট আদালতের বিষয় আপনার পাঠকগণকে অবগত করিতে আর বিলম্ব করা বড় ভাল দেখায় না। এখানে ছোট আদালত সংস্থাপিত হওয়াতে প্রধান সদরআমিনী কাছারি উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান সদর আমিনী কাছারির এক জন আমলাকেও আমরা অভিনব আদালতে দেখিতে পাই না। অভিনব আমলা গুলী সকলেই নূতন লোক। ছোট আদালত হওয়াতেই তাঁহারা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। আমলাবর্গ, সকলেই ব্রাহ্মণ কেবল এক জন নন। তিনি আমাদের পুরাতন কেদার বাবু। কেদার বাবু জজ আদালতে ১০০ শত টাকা বেতনে অনুবাদক ছিলেন। এখন ৫০ টাকা বৃদ্ধির সহিত ছোট আদালতে প্রবেশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট আমলাগুলী বেণী বাবুর ভিক্ষাপুত্র, গুরু মহাশয়, গুরুপুত্র, এবং বাটীর স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ। ইহারা বহুদিন বেণী বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পদবৃদ্ধি দেখিয়া গোশব দর্শনে শকুনির ন্যায় নানাস্থান হইতে আসিয়া জুটিয়া পড়িয়াছেন। বেণী বাবুও তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া (ইনি এক জন প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক, ব্রাহ্মণের উপরোধ এড়ান কেমনে পারেন) তাহাদিগকেই নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন ইহারা প্রথম নিযুক্ত হন এবং প্রাচীন আমলারা পদচ্যুত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যান তখন আমরা একটি ভাবি শুভ ঘটনার প্রত্যাশা করিয়া তাহাদের দুঃখে বড় কাতর হই নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম যখন বেণী বাবু দেখিয়া শুনিয়া আমলা নিযুক্ত করিতেছেন, তখন অর্থীপ্রত্যর্থীরা আর বড় উৎকোচ দায়ে বিব্রত হইবে না। কিন্তু আমলা মহাশয়েরা আমাদের সে প্রত্যাশাকে বড় অধিক দিন স্থায়ী হইতে দেন নাই। তাঁহারা প্রাচীনদের অপেক্ষা এককাটি সরস হইয়া উঠিয়াছেন। না হবেন কেন একেত ব্রাহ্মণ জাতি তাহাতে আবার কর্ত্তার অনুগৃহীত। তিনি জানিতে পারিলে ও বড় বিরক্ত হইতে পারিবেন না! হবেন কেন? ব্রাহ্মণ কটাকে ত প্রতিপালন করা চাই। সাতাইশটক বেণী বাবুকে এখন মকুফ কার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যহ অভ্যাগতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই স্থানে আমাদের কেদার বাবুর বিষয় কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া [illegible] আবশ্যক। তিনি এখন বড় [illegible] কিন্তু উৎকোচ [illegible] কার্য্যে [illegible] আদালত এবং [illegible] কেহই তাঁহার প্রতি [illegible] কোচ যোগে [illegible] কবিবার [illegible] হলে কি হয় তাঁহাকে [illegible] আমলা বটে, তাঁহার [illegible] নাই। জজ [illegible] কিছুই করিতে পারিবেন না। [illegible] কের বিষয় কি [illegible] বিশেষ করিয়া [illegible] স্থাব সম্মাগম [illegible] তাঁহাকে [illegible] কগণের নিকট বিস্তৃতরূপে [illegible] দার লেখনীকে এক [illegible] সর বলিয়া দূষিত করা হয়।

বেণী বাবু [illegible] অতিশয় পরিশ্রমী [illegible] প্রায় প্রত্যহ ৯ টা [illegible] ৫ টা [illegible] তিনি বিচার কার্য্য [illegible] তাঁহার বিচারিত মোকদ্দমার [illegible] উকীল মোক্তার ও আসামি [illegible] হইতে দেখি নাই। তিনি [illegible] ১৫০ মোকদ্দমা [illegible] তিনি মিতব্যয়ী এবং [illegible] আমলাদের দোষেই [illegible] কলঙ্কিত [illegible] করিতে এ দোষটি [illegible] দিতে পারে, কেন করেন না।

১৮ মার্চ সন ১৮৬৩।
মেদিনীপুর।

একান্ত [illegible]

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ [illegible]

মহাশয় [illegible]

বি, এ, এম, এ, উপাধিধারী [illegible] গুটী কতক যন্ত্র।

সম্পাদক মহাশয়!—[illegible] ছয় জন বাঙ্গালি ছাত্র [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] অনুভব করিলাম কিন্তু [illegible] সকলেই নিরানন্দের উচ্ছ্বাস [illegible] হা না লিখিয়া [illegible] মহাশয় লিখিয়াছেন [illegible] ও অধ্যয়ন করেন [illegible] ছিলের অধ্যয়ন প্রভৃতি, সে [illegible] চরিতার্থতা হইলেই [illegible] শিক্ষা প্রভৃতিতে [illegible] এ উপাধিধারীরা বিদ্যা [illegible] ক্রিকতর যত্নশীল হইয়া [illegible] র প্রমশীলতা ও বিদ্যানুরাগিতা [illegible] শিক্ষার আদর্শ হইতে পারেন সেই [illegible] মহাশয়! এচেষ্টা করিবার যো কি? [illegible] পুটি মেজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি [illegible] কাল বিলম্ব না করিতে আর [illegible] হউন আর [illegible] এ, হউন না কিন্তা [illegible] স্থূল, ক্ষেত্র [illegible] গম তত্ত্বকাঙ্ক্ষীর [illegible] বাবু বা কেহ [illegible] বাবু যাঁহারা [illegible] [illegible] অবকাশ [illegible]

সোমপ্রকাশ

[illegible]

৫ ভাগ । ২১ সংখ্যা । { সন ১২৬৯ । ২৫এ চৈত্র । ই, ১৮৬৩ । ৬ই এপ্রেল } মাসিক মূল্য ১ টাকা । বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা ।

সোমপ্রকাশ ।

২৫এ চৈত্র সোমবার

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ভবানীপুরের যে সকল দরিদ্র ব্যক্তির গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, হাইকোর্টের জজ বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত উদ্যোগী হইয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা করিয়াছেন । আদালতের [illegible] চাঁদায় টাকা দিয়াছেন । কে কত দিয়াছেন, তাহার ফর্দ আমাদিগের হস্তগত হয় নাই । এই নিমিত্ত আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না । এ দান যে অধিকতর প্রশংসনীয়, তাহা বলা বাহুল্য । শুনা গেল শম্ভুনাথ বাবু ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন । তিনি এই ৫০০ টাকা দিয়া যে যশঃ ও পুণ্য অর্জন করিলেন, কোন গর্ব্বে ৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়াও তাহা পারিতেন না ।

অনরেবল সি, জে আরস্কিন সাহেব বোম্বাইয়ের জজ হওয়াতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতি (বইস চান্সেলরের) পদ শূন্য হয় । সমাচারপত্রসম্পাদকেরা ঐ পদে আপনাদিগের মনোমত লোক নিযোজিত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন । কেহ সর চার্লস ট্রিবিলিয়নকে, কেহ গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিল সভার ব্যবস্থাজ্ঞ সভ্য অনরেবল সমনর মেইন সাহেবকে, কেহ প্রসিদ্ধ ডাক্তর ডফ সাহেবকে ঐ পদে বরণ করিয়াছিলেন । একপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট কৃত নিয়োগ দ্বারা সকল পক্ষের মনোরঞ্জন হওয়া কঠিন । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত করিয়াছেন, বোধ হয়, ২ । ১ জন ব্যতিরেকে সকল পক্ষেরই তাহাতে সন্তোষ জন্মিয়াছে । মেইন সাহেব সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন [illegible] লাম, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতা অংশে [illegible] কেহই ন্যূন নহেন । কিন্তু [illegible] কে আমরা প্রাধান্য প্রদান [illegible] তাহার কারণ এই, সর চার্লস [illegible] য়ন ও ডফ সাহেবের এক একটি [illegible] দোষ আছে । বিশ্ব বিদ্যালয় [illegible] সেই দোষ অনর্থের নিমিত্ত হইতে [illegible] চার্লস ট্রিবিলিয়ন রোমাক্ষর [illegible] তঃ এ দেশের যাবতীয় ভাষাকে [illegible] অক্ষরে মুদ্রিত করিবার প্রথা প্রব[illegible] বার চেষ্টায় আছেন । তাঁহার [illegible] লয় সম্পর্ক হইলে ঐ বিষয়ে [illegible] বিপ্লব উপস্থিত হইয়া উঠিত । [illegible] ব খৃষ্ট ধর্ম্মে মত্তপ্রায় । তাঁহার [illegible] লয় সম্বন্ধ হইলে সমুদায় কার্য্য [illegible] সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নয় । মেইন [illegible] ব তাঁহাদিগের ন্যায় কোন বিষয়ে [illegible] হেন । তিনি অপক্ষপাতচিত্তে [illegible] করিয়া সমুদায় বিষয়ের সুন্দর [illegible] করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই ।

মহম্মদ মসিন ও মাদরসা কালেজ ।

মাদরসা কালেজের অধ্যক্ষ [illegible] সাহেব হুগলীর মহম্মদ মসিন [illegible] উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । তিনি বলেন আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার্থ [illegible] কলিকাতায় এক মাত্র বিদ্যালয় থাকিলেই যথেষ্ট হইবে । মৌলবী আব্দুল [illegible] খাঁ ম[illegible] সমাজের [illegible]

বলেন মহম্মদ মসিন আরবী ভাষার অনুশীলন জন্য নিজ নামে কালেজ স্থাপন করিয়া বিস্তর অর্থ দিয়া যান, এক্ষণে সেই বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলে দাতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে, গবর্ণমেন্ট ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে এ কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। মৌলবী আবদুল লতিফ যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সহজে খণ্ডন করা যায় না বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহা অখণ্ডনীয় বলিয়াও প্রতীয়মান হয়না। মহম্মদ মসিন লোকের উপকারার্থই অর্থ দান করিয়াছেন। এ কার্য্য দ্বারা অধিকতর উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ বিষয়ে সেই অর্থ ব্যয়িত হইলে তাঁহার অপ্রীতির সম্ভাবনা কি? ঐ অর্থ যদি সাধারণের শিক্ষার্থ প্রদত্ত হয়, দেশের অধিকতর উপকার হইবে, তাহা হইলে তাঁহার অর্থকর্ত্তার প্রীতি না জন্মিবে কেন? তবে গবর্ণমেন্ট ঐ টাকা শিক্ষা কার্য্যে না দিয়া [illegible] কার্য্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলে [illegible] লতিফ যে আপত্তি করিতেছেন, তাহা অবশ্যই আদরণীয় হইবে। [illegible] গণনা করিয়া যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা বৈধ হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মতে কেবল মহম্মদ মসিনের কালেজ কেন মাদরসা উঠাইয়া দেওয়াও বিধেয়। ঐ উভয় কালেজ হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের কোন উপকার হয় নাই, হইবেও ঐ একপ সম্ভাবনা নাই। কয় জন সুশিক্ষিত ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া নিজে যশোলাভ ও দেশের উপকার সাধন করিয়াছেন? আরবী ভাষা মুসলমানদিগের কেবল ধর্ম্মার্থ শিক্ষা করা, এই ভাষায় কোরাণ লিখিত আছে বলিয়া তাঁহারা তাহা শিক্ষা করেন। ঐ ভাষা ভারতবর্ষীয় ভাষা নহে। মুসলমানদিগের ভাষা নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে যেমন ভারতবর্ষের যাবতীয় নূতন ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, আরবী হইতে কি সেপ্রকার কোন নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে? উহার দ্বারা কি কোন ভাষার উন্নতি সাধন সম্ভাবনা আছে? ফলতঃ এক্ষণে এ দেশবাসী মুসলমানেরা বাঙ্গালি হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষা শিক্ষা করিলে যদ্রূপ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষায় তাহার [illegible] অংশের একাংশও উপকার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে মাদরসায় প্রতিবৎসর ৩৩,২০০ [illegible] মহম্মদ মসিনে ৬৩,৭১২ টাকা ব্যয় হইতেছে। এই এক লক্ষ টাকা কি অন্য প্রকারে ব্যয় করিলে অধিক উপকার হয় না? ঐ এক লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর সাধারণ শিক্ষাকার্য্যে ব্যয়িত হইলে মহত্তর উপকার দর্শিতে পারে। তবে মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষার্থ কলিঙ্গা স্কুল নামে যে স্কুলটি আছে উল্লিখিত মুসলমান হইতে কিছু অর্থ লইয়া উহাকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলা উচিত। পারসী ও আরবী ভাষা এক কালে উঠিয়া যায় আমাদের একপ অভিপ্রেত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই দুই ভাষার এক এক জন অধ্যাপক হয় তাহা হইলেই চরিতার্থতা হইল। এই দুটি বিদেশীয় ভাষার জন্য এত ব্যয় ও এত আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই।

মেলা।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন, ১৮৬ [illegible] অব্দের জানুয়ারি মাসে আলীপুরে লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের বাটীর সম্মুখে কৃষি জাতাদি দ্রব্য প্রদর্শনার্থ একটী মেলা হইবে। গবর্ণমেন্টের অনুরোধে কৃষিসমাজ এ বিষয়ে সা[illegible] করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা ঐ সভার অন্তর্নিবিষ্ট হইবেন।

এ গ্রোট সাহেব।

ব্রিগেডিয়ার জেনরল সাউয়ার্স, সি বি।

সি, এফ মণ্টেস্যর।

সি পি হবহৌস।

অনরেবল এ. ইডেন।

লেপ্টনণ্ট কর্ণেল এচ, সি, জেম্‌স।

টি আণ্ডার্সন এম, ডি।

জে. বেক উইথ।

ডবলি.উ. ফাওয়ার্থ।

ডগলাস ষ্টুয়ার্ট।

এস, পি. গ্রিফিথ।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

রামগোপাল ঘোষ।

মৌলবী আবদুল লতিফ।

গো, মেষ, মহিষ, পক্ষী, ও অন্য অন্য পোষিত জন্তু, কৃষির যন্ত্র ও অস্ত্র, ও নানা প্রকার কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শিত ও তৎপরে তাহা বিক্রীত হইবে। আমাদিগের দেশের লোকের বিষয় বিশেষে বিলক্ষণ জিগীষা আছে। উহা যদি এ বিষয়ে প্রদর্শিত হয়, এদেশের অনেক বিষয় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। আমাদিগের দেশে কৃষি সাধন সেই মান্ধাতার সময়ের লাঙ্গল রহিয়াছে; সেই অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট বলদ রহিয়াছে! সেই শ্রম কাতর জীর্ণজীবী কৃষক রহিয়াছে। প্রতিযোগিতা হইলে এই সকল বিষয়ে উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের ইচ্ছা এই মফস্বলে দ্রব্য সংগ্রহ ও কৃষি প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন জন্য এক একটি সভা হয়। জমীদারেরা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ কেমন উৎসাহ দেন, এই বারে তাহার পরীক্ষা হইবে।

বীডন সাহেব কণ্ট্রাক্ট বিলের প্রস্তাব করিয়া লোকের যেমন বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন, এই সকল কার্য্য দ্বারা তেমনি [illegible] ভাজন হইয়াছেন। আমাদি[illegible]

গের দেশের জমীদার ও কৃষকেরা যে শিক্ষা কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন আছে। ঐ উভয়ের শিক্ষাই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি লাভের প্রধান উপায়। এতদ্ভিন্ন অনেক বিষয়ে তাঁহার উদ্যোগ ও যত্ন দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ দুই একটী কাজ দেখিয়া প্রথমে তাঁহার প্রতি আমাদিগের যে কিছু অনাস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমে দুর হইতেছে।

নূতন বাঙ্গলা গ্রন্থের উত্থানপতনের অবশ্যকতা।

হুতোমপেঁচা লেখক যথার্থ কথাই কহিয়াছেন "বাঙ্গলা ভাষা বেওয়ারিস যিনি যা মনে করিতেছেন, তিনি তাহাই লিখিতেছেন। দিন দিন কত যে বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কতই যে নূতন নূতন গ্রন্থকার দিন দিন আমাদিগের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই; নূতন গ্রন্থকারদিগের কল্যাণে দিন দিন কত যে বাঙ্গলা মুদ্রা যন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার গণনা নাই। বাঙ্গলা ছাপাখানার প্রায় অবসর দেখিতে পাওয়া যায় না, সকলেই বাঙ্গলা গ্রন্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। আমরা বাঙ্গলা গ্রন্থের দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি দর্শন করিতেছি বটে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতেছে না। প্রত্যুত আমাদিগের দিন দিন এই সংস্কার জন্মিতেছে যে উক্ত লিখিত গ্রন্থরাশি দ্বারা বাঙ্গলাভাষার উপকার না হইয়া বরং অপকার হইতেছে। ঐ সকল গ্রন্থ দ্বারা যে বাঙ্গলা ভাষার সম্পত্তি বৃদ্ধি হইল, আমরা ক্ষণকালও এরূপ বিবেচনা করি না। চিরজীবী হইয়া বাঙ্গলা দেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে, উহার মধ্যে এরূপ গ্রন্থ অতি অল্প আছে। উহা [illegible] পতঙ্গের ন্যায়, [illegible] হইলেই উহা নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিবে। ঐ সকলের অকাল মৃত্যু হইবে বলিয়া আমরা দুঃখিত নহি। আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই, উহা বাঙ্গলা ভাষার অধিকতর অনিষ্ট করিতেছে, আরো করিবে এরূপ সম্ভাবনাও আছে; সেই অনিষ্ট গুলি সামান্য ও উপেক্ষণীয় নহে। উহা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার বিকৃত দশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

অধিকাংশ গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় রচনা বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধ রীতির অনুসারিণী নহে। এ দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে যেমন অনেকে অর্থোপার্জন ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার অগ্রে পুত্রের জন্মদাতা হয়, সেইরূপ অনেকে শব্দ প্রয়োগ শিক্ষা করিবার অগ্রেই গ্রন্থকার হইয়া বসেন। বাঙ্গলা ভাষায় কোন্ স্থানে কর্ত্তৃপদ, কোন্ স্থানে ক্রিয়ার বিশেষণ, কোন স্থানে কেমন শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, গ্রন্থকারদিগের অনেকে তাহা অবগত নহেন। "শবদাহ ও মরাপোড়ান" একার্থ বোধক এই দুটি যুগ্মচারী শব্দ আছে, ইহার যদি ব্যতিক্রম করিয়া যোগ করা যায় যথা —শব পোড়ান অথবা মড়াদাহ, তাহা যেমন কর্ণের ক্লেশকর হয়, সেইরূপ নূতন গ্রন্থকারদিগের অযথাস্থান প্রযুক্ত শব্দ সকলও শ্রবণ যুগলের অতিশয় অসুখকর হইয়া থাকে।

আমরা উপরে যে সকল গ্রন্থের গুণ ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা যদি স্থানে স্থানে আদৃত না হইত, তাহা হইলে আমরা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতাম না। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, উল্লিখিত গ্রন্থের অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবার কারণ এই, গ্রন্থকারেরা অনুবৃত্তি প্রভৃতি নানা প্রকার কৌশলে ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগকে বশীভূত করিয়া সেই সেই গ্রন্থ বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান। অনুবৃত্তির এমনি গুণ, যে উহা নির্গুণ [illegible] গুণবান বলিয়া পরিচিত করিয়া [illegible] রাং তাঁহারা সেই সেই গ্রন্থ [illegible] রত্ন তুল্য বোধ করিয়া তাঁহা[illegible] পন অধীনস্থ বিদ্যালয় সং[illegible] করিয়া দেন। ফলতঃ ইহা [illegible] ভাষার রোগস্বরূপ হইয়াছে. [illegible] কারের উপায় কি? একটী [illegible] সে এই, যাঁহাদিগের উপর [illegible] স্তু প্রধান অধ্যক্ষতা ভার ন্য[illegible] বাঙ্গলা নূতন গ্রন্থের গুণ [illegible] তত্ত্ব যথার্থ এক সভা [illegible] সভ্যেরা পরীক্ষা করিয়া যে [illegible] ষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান করিবেন, সেই [illegible] গ্রন্থ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবে। এ [illegible] হইলে দুটি শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা [illegible] হে। এক, গুণের সমাদর করা ও উৎসাহ দেওয়া হইবে; যাহাদিগের যথার্থ [illegible] আছে, তাঁহারা উহা দ্বারা প্রোৎসাহিত [illegible] গ্রন্থ প্রণয়নে [illegible]। [illegible] যাহাদিগের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা [illegible] ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তৎকার্য্য হইতে বিরত হইবেন। সভার বিষয়ে একটী [illegible] শেষ আছে, যে সে ব্যক্তিকে সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে কার্য্য চলিবে না, [illegible] সকল ব্যক্তির বাঙ্গলার দোষ গুণ বিচার করিবার বাস্তবিক ক্ষমতা আছে [illegible] বাঙ্গলা রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগকেই সভ্যপদে নিয়োজিত করিতে হইবে, অন্যথা [illegible] তর অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।

[illegible] সভা [illegible] নিশাপতি [illegible]।

[illegible] সভা [illegible] দিগের দোষ প্রদর্শন করিয়া যে [illegible] ন করিয়াছেন, আমরা উহার এক খণ্ড [illegible] হইয়াছি। উহা পাঠ করিয়া আমরা [illegible] তোষ লাভ করিলাম। সভার যেমন নাম [illegible]

ন বৃত্তান্ত আমরা পাঠকগণের নয়ন
স্থিত করিয়া দিতেছি। তাঁহারা আ
র উৎকর্ষ পরীক্ষা করুন।
রীক্ষা করিবার পূর্ব্বেই আম
উহার এই একটী উৎকর্ষের
ন করিতেছি যে ইংলিসম্যান
র প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করি

প্রথমে এই বলিয়া আক্ষেপ ক
যে কলিক তায় ৩০ জন ইউরো
১৮ জন মাত্র এদেশীয় অবৈতনিক
ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, অথচ এদেশীয় করদা
র সংখ্যাই অধিক, অতএব সংখ্যা সমান
করিলে জষ্টিস (বিচারপতিদিগের)
গা দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহের যে প্রস্তাব
না হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না।
অপর, জষ্টিস সভা দ্বারা সভাপতি
ও সহকারী সভাপতি নিয়োগের যে প্র
স্তাব করা হইয়াছে, তাহা রহিত করিয়া
গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে নিয়োজিত করেন,
এই রূপ বিধি করাই উচিত। তাহা না
করিলে এই কর্মচারিদিগকে মনোনীত ক
রিবার সময়ে উভয় জাতীয় জষ্টিসদিগের
পরস্পর বিবাদ ও অন্যায় উপায় অবল
ম্বন করিয়া মত গ্রহণ চেষ্টা হওয়া অসম্ভা
বিত নয়। সভা এস্থলে ইংলণ্ডীয় মহা
সভার প্রতিনিধিগণের উৎকোচ দিয়া
সভ্য হইবার চেষ্টার বিষয় ইঙ্গিতে উল্লেখ
করিয়াছেন। সভা আরো বলেন, মিউনি
সিপাল সভাপতির হস্তে পুলিসের ভার
দেওয়া অনুচিত। উভয় কর্ম করিতে গিয়া
তিনি কোন কর্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করি
তে পারিবেন না। আর, সভাপতিকে ২০০০
ও সহকারীকে ১০০০ টাকা বেতন দিলেই
পর্য্যাপ্ত হইবে। ঐ বেতনে এক্ষণে উপ
যুক্ত বিজ্ঞানবিৎ লোক পাওয়া যাইতে
পারে; বিশেষতঃ ২০০০ টাকা এক জেলা
জজের বেতনের সমান।

কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে সভা উল্লে
খ করিয়াছেন, অন্ততঃ আট জন জষ্টিস
উপস্থিত না থাকিলে জষ্টিস সভার
কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে না, এরূপ নিয়
ম করা কর্ত্তব্য। আফিসের সমুদায় কাজে
র ভার সভাপতির হস্তে না দিয়া সহকারী
সভাপতি ও সেক্রেটারির হস্তে দেওয়াই
কর্ত্তব্য। সভাপতি নগরের অবস্থা দর্শন
করিবেন। বাৎসরিক আয় ব্যয়ের উপরে
লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের ক্ষমতা থাকা উচিত
নহে, নগরের যে যে বিভাগের অবস্থা ও
অভাব অনুসারে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা
কর্ত্তব্য। দোকানের করের বিষয়ে তাঁহারা
বলেন, কেবল দরমাত্রের উপরে বাৎসরিক
আট টাকা কর ধার্য্য না করিয়া দ্রব্যের
মূল্য ধরিয়া করিলে ভাল হয়। অর্থাৎ
দুই শত অথবা অধিক টাকার দোকানে
আট টাকা ও তাহার ন্যূনে তিন টাকা
করা কর্ত্তব্য। পাইকেড়, ফড়ে, তরকারী
ওয়ালা প্রভৃতির উপর কর ধার্য্য করা স
ভার নিতান্ত অনভিমত। এবিষয়ে আমরা
যাহা বলিয়াছিলাম, তাঁহারাও সেইরূপ
কহিয়াছেন।

বাটীর কর এক্ষণে বাৎসরিক সম্ভাবিত
ভাড়ার শতকরা সাড়ে সাত টাকা লওয়া
হইয়া থাকে। বিলে দশ টাকা পর্য্য
ন্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সভা।
স্পষ্টাভিধানে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে
ন। গত বৎসর যে কমিসন নিযুক্ত হইয়া
ছিলেন, তাঁহারা যখন শতকরা সাড়ে সাত
টাকা শেষ সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ ক
রিয়াছিলেন, তখন আর বৃদ্ধি করা যুক্তি
সিদ্ধ নহে। বিলের এক স্থলে লিখিত হই
য়াছে বাটীর নিকটে যে পতিত স্থান
থাকিবে তাহার কর দিতে হইবে। এই প
তিত স্থান কাহাকে বলে? যদি অঙ্গন অ
থবা উদ্যান উহার অর্থ হয়, তাহার কর
লওয়া অন্যায়, উহার দ্বারা অধিকারীকে
দুই প্রকারে [illegible] করা হইবে। অপর,
নগরের [illegible]
তবে কি প্রকারে সর্ব্বত্র এক প্রকার ভাড়া ল
ওয়া বিধেয় হইবে? সভা এই নিমিত্ত
প্রস্তাব করিয়াছেন যে অন্যূন দুই জন
জষ্টিস অথবা একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী
স্বচক্ষে সমুদায় দর্শন করিয়া স্থান ভেদে
কর ভেদ করেন। সভা আরো বলেন, ধর্ম্মা
লয়ের ন্যায় হিন্দুদিগের মৃত্যু কালে থাকি
বার ঘর (গঙ্গাদেবীর ঘর) প্রভৃতির কর
ওয়া উচিত না। এস্থলে মুসলমানদিগের
কবর স্থানের ঐ রূপ কর মুক্তি প্রার্থনা
করা সভার উচিত ছিল। মিউনিসিপাল
বিলে শূন্য বাটীর অর্দ্ধেক কর লইবার
প্রস্তাব হইয়াছে, সভা তাহার প্রতিবাদ
করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন তাহা হইলে
ভাড়াটীয়া বাটী করিয়া মূলধন বিনিয়োগে
র ব্যাঘাত জন্মিবে। কোন্ ব্যক্তি অনুপ
স্থিত ভাড়ার লোভে আশু কর দিয়া ক্ষতি
সহ্য করিবেন? পয়ঃপ্রণালীর বিষয়ে সভা
বলেন হিন্দুরা ঐ জল ব্যবহার করিতে পা
রেন না। অতএব তাঁহাদিগের নিকটে
অন্য অন্য শ্রেণীর ন্যায় সমান কর লওয়া
অন্যায়, তাঁহাদিগের নিমিত্ত নূতন পুষ্ক
রিণী প্রভৃতি খনন করা ও পুরাতন পুষ্ক
রিণীর সংস্কার করা উচিত।

ড্রেণের বিষয়ে সভা বলেন যদি এই
নির্ব্বাহিতার কার্য্য করাই প্রোৎকল্প হয়,
তাহা হইলে ঐ টাকা ভারতবর্ষীয় ধনাগার
হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের প্র
ধান রাজধানীর শোভার ও স্বাস্থ্যের জন্য
সাধারণ ধনাগার হইতে দেওয়া অন্যায্য
নহে। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপত্তি
করেন তাহা হইলে কিয়দ্দিবসের জন্য
অর্থাৎ যত দিন ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ না হয়,
তত দিনের জন্য বিশেষ কর লওয়া উচি
ত। এই কর সকল করপ্রদাতার নিকট
হইতে সমান রূপে লওয়া উচিত নহে যে
বিভাগের লোকদিগের অধিক উপকার
হইবে তাঁহারা এই টাকা দিবেন। মিউনি
সিপাল [illegible] যে কর্ম করিতেছেন, তাহা
[illegible]

পরিশোধ করিবার জন্য প্রতি বৎসর দেড় লক্ষ টাকা রাখা উচিত। গঙ্গার রাস্তা মিউনিসিপাল সম্পত্তি করা উচিত, তথায় বাণিজ্যের কর স্বরূপ যে টাকা আদায় হইবে তাহা নগরের শোভার জন্য ব্যয় করা আবশ্যক। সভা খালের মাসুল লইয়াও মিউনিসিপাল করের অন্তর্নিবেশিত করিতে কহিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের খাল খননে যে ব্যয় হইয়াছে, সভা ক্রমশঃ তাহার পরিশোধ করিতে প্রস্তুত আছেন। সভা নগরের লোক সংখ্যা, জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব করিবার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। তবে তাঁহারা বলেন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ করিবার রীতি না থাকাতে সংখ্যা ও বয়স দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে। আর, মৃত্যু সংবাদ আট দিনের মধ্যে না দিয়া ছয় সপ্তাহের মধ্যে দিবার নিয়ম করিলে ভাল হয়, ঐ সময়ের মধ্যে অশৌচান্ত ও শ্রাদ্ধাদির গোল শেষ হইয়া যাইবে। কর দিতে বিলম্ব হইলে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। পাঁচ দিনের ভিতর না দিলে এক টাকা জরিমানা স্থির হইয়াছে। সভা বাঁধা নিয়ম জরিমানা দিবার নিয়ম না করিয়া জষ্টিসদিগের উপর ঐ বিষয়ের বিবেচনার ভার দিলে ভাল হয়। কারণ এরূপ অনেক অনাথ স্ত্রীলোক ও পিতামাতাহীন বালক আছে যে তাহারা আইন জানিতে পারে না, অতএব তাহাদিগের অর্থ দণ্ড বিধেয় নয়। পুরাতন বাটী ভগ্ন করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুই জন জষ্টিসের তাহা দর্শন করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তন্নিবন্ধন অনেক অত্যাচার হয়। পরিশেষে সভা কর কিছু কমাইবার অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি গণনা যাবতীয় কর ধরিয়া করিলে নগরবাসিদিগকে শতকরা প্রায় ৩০ টাকা দিতে হইবে. এতদ্ভিন্ন ইনকম টাক্স আছে।

ভারতবর্ষীয় সভা সকল আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমাদিগের অনুমোদিত, কেবল আমরা কয়েকটী বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। মিউনিসিপাল সম্বন্ধে স্বাধীনতা আবশ্যক কি না? যদি আবশ্যক হয়, সভাপতি নিয়োগের ভার গবর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়া তাহার নিতান্ত বিরোধী সন্দেহ নাই। কোন বিষয়ের স্বত্ত্বভোগ করিতে গেলে যদি প্রথমে কিছু গোলযোগ ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা বলিয়া কি আমরা তাহা ত্যাগ করিব? সকল সময়ে জুরির বিচার ভাল হয় না, তাহা বলিয়া কি এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য? তুষ আছে বলিয়া ধান্য কাহার উপেক্ষণীয় হয়? সভা ব্যয়ের বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়া অপর সীমায় গমন করিয়াছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের কিছু কিছু ক্ষমতা থাকা উচিত, অন্যথা শ্রেণী বিশেষের সুবিধা হেতু পল্লী বিশেষের উন্নতির প্রস্তাবে তাঁহারা যে গোলযোগের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ঘটিয়া উঠিবে।

জলের করের তারতম্য করাও আমাদিগের অভিমত নহে। পয়নালা হইতে তাহাতে সকলেরই উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই। পান ব্যতিরেকে জলের কি অন্য ব্যবহার নাই? তাহাতে রাস্তার কি সুবিধা হইবে না? ইউরোপীয়েরা কি পয়নালার জলই পান করেন? সর্ব্ব সাধারণ রাজস্ব হইতে কলিকাতার উন্নতির নিমিত্ত টাকা দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহারও অনুমোদনকারী নহি। কলিকাতা উপকার ভোগী হইবে, সাধারণে সে টাকা দিবেন কেন? একটি বিষয়ে সভা অতি শিশুবৎ বাক্প্রয়োগ করিয়াছেন। মৃত স্ত্রীলোকদিগের নাম প্রকাশ করিলে ক্ষতি কি? আমরা কি আপন আপন স্ত্রীর নামে সম্পত্তি করি না? স্ত্রীলোকদিগের নামে কি মোকদ্দমা হয় না?

আমরা যথার্থ কহিতেছি যে কাল প্রভৃতি সাধারণ হিতার্থ তাহা করিবার কালে সভা যাহা যাহা লিখিয়াছেন সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ। ইংরাজী সম্পাদকেরা যাহা বলুন [illegible] যদি কলিকাতার যথার্থ উন্নতি করিতে চাহেন, ভারতবর্ষীয় সভার [illegible] গুলি গ্রাহ্য করিবেন।

পোলণ্ডের বিদ্রোহ।

এক জন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন "স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় এক বার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যত বার পরাজয় হউক না কেন, শেষে নিঃসংশয় জয় লাভ হইবে"। এই স্বাধীনতা লাভার্থ যুদ্ধ [illegible] তে আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] রাজ্যে মহান রাষ্ট্র বিপ্লব [illegible] তাঁহারা যে কয়েকটী উৎ[illegible] ভ করিবার চেষ্টা পান, তন্মধ্যে [illegible] জাতির স্বাধীন শাসন প্রণালীর [illegible] থাকিবার প্রস্তাবটী প্রধান। যে যেকোন [illegible] নের নাম কলঙ্কিত করিবার এক [illegible] পাওয়া হইয়াছে, তিনি [illegible] জন প্রধান প্রতিপোষক [illegible] ইংলণ্ড তৎকালে [illegible] মহাবীরের অভ্যুদয়ের [illegible] করেন, সেই ইংলণ্ড এক্ষণে [illegible] রণ স্বাধীনতার প্রধান বন্ধু হইয়াছেন। মেক্সিকো ও ব্রেজিল প্রভৃতি প্রদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করা এবং গ্রীস ও ইটালিকে স্বাধীনতা প্রদান করা ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। অদ্য পোলণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া আমরা এতৎ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমরা পূর্ব্বে এক বার পোলণ্ডের বিদ্রোহের বিষয় লিখিয়াছিলাম। তৎপর উক্ত দেশে কয়েকটী ঘটনা হইয়াছে। রুশিয় গবর্ণমেন্ট [illegible] বলবান যুবকদিগকে বলপূর্ব্বক

যাবতীয় কাজ করিতে হইবে; মানুষের যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিবে, তখনই তাহাকে ভাবিতে হইবে ব্রাহ্ম ধর্ম তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহার আদিষ্ট পথের অণুমাত্র অতিক্রম করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডভাগী হইতে হইবে। এই চিন্তা নিরন্তর মানুষের অন্তরে জাগরূক থাকিবে। ইহাই কি একমাত্র প্রার্থনীয় নয়? জগতের সমুদায় লোকেরই যদি ধর্ম্মে এইরূপ দৃঢ় ভক্তি থাকে, কেহ যদি প্রাণান্তেও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ না করে, পৃথিবী কি স্বর্গতুল্য হয় না?

মিরর সম্পাদকের আর আর কথার উত্তর দানে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। বৃথা তর্ক ও উপহাস রসিকতা প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্ত আমরা এ বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই, কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রান্তি বশতঃ অকিঞ্চিৎকর অনর্থমূল নূতনবিধ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া জগতের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই ভ্রান্তি নিরাকরণই আমাদিগের এই বিচার প্রবৃত্তির কারণ।

যাহা হউক, আমরা ইণ্ডিয়ান মিররের মত পরিবর্ত্ত দেখিয়া যেমন হৃষ্ট হইলাম, তেমনি রাইয়ত ক্রেতের নূতন মতবেশ ধারণ দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এই উত্তর দানেই তাঁহার বাক্যেরও উত্তর দান হইল। তাঁহার সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত আর আমাদিগের স্বতন্ত্র রণধূলি মাখিবার ইচ্ছা নাই। "অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নয়" "অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নয়" "অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নয়" আমরা তিনবার তাঁহাকে শুনাইলাম, তিনি এখন ক্ষান্ত হউন, আমরা মৌনাবলম্বন করিলাম।

উপসংহার স্থলে ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদককে আমাদিগের সবিশেষ অনুরোধ এই, তিনি যেন আর অনুচিত অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত না করেন। ব্রাহ্মদিগের বৃথা অনুষ্ঠানের আমোদে কাল হরণ করিবার সময় নয়, তাঁহাদিগের স্কন্ধে অনেক মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের ভার পতিত হইয়াছে। তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করুন।

——•••——

এতদ্দেশীয়দিগের সবলকায় হইবার উপায়।

আমিষ ভোজন বিরোধিগণ আর দুটী আপত্তি করিয়া থাকেন। প্রথম, মাংসাহারে জিঘাংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়। দ্বিতীয়, উপচিকীর্ষা বৃত্তির ক্ষীণতা হইয়া থাকে। ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, আমরা জগতের প্রায় যাবতীয় লোককে আমিষ ভোজী দেখিতে পাই, কেহ মৎস্য কেহ বা পশু পক্ষ্যাদির মাংস ভোজন করেন, আমিষাশির সহিত নিরামিষাশির সংখ্যা করিলে জগতে নিরামিষাশী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা জগতে উপচিকীর্ষা বৃত্তির হ্রাস ও জিঘাংসা বৃত্তির প্রবলতা দেখিতে পাই না। তবে যে দেশ কাল, পাত্র ভেদে সময়ে সময়ে জিঘাংসা বৃত্তিকে বলবতী দেখা যায়, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। জগতের সমুদায় লোকে আমিষ ভোজন ত্যাগ করিলেও ঐরূপ দেখা যাইত। যখন আমাদিগের ক্রোধাদি আছে, তখন উহার কারণের কি অসঙ্গতি আছে? খাদ্য দ্রব্য যে কারণ নয় এমনও নয়। কোন কোন দ্রব্য আহার করিলে কামোদ্রেক হয়, আর কোন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ক্রোধ বৃদ্ধি হয়। এই নিয়মানুসারে মাংসাহারে উর্জ্জস্বলতা, সাহস উদ্যোগশীলতা ও উগ্রতাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে আর নিরামিষ আহারে, ভীরুতা, ক্লেশসহনে কাতরতা, আলস্য প্রভৃতি প্রবল হয় (১)। বিদ্যানুশীলনাদির ন্যূনাতিরেকে ইহার বহু ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। বিদ্যাচর্চার অল্পতা হেতু ভীরুজাতিদিগের শঠতা প্রতারণাদি অতি নীচ বৃত্তি সকলের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, আর উগ্রস্বভাব জাতিদিগের নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি প্রবল দেখা যায়। বিদ্যার উন্নতি হইলে উভয়েরই ঐ সকল দোষ হ্রাস হইতে থাকে। পরন্তু উগ্রস্বভাব জাতিদিগের ... হৎ গুণ প্রকাশ পায়, ভীরু জাতিদিগের ... প্রকাশ পায় না। ইহা এক প্রকার ... যায় যে উগ্রপ্রকৃতিস্থ জাতিরা বিদ্যার ... যেরূপ ঔদার্য্য, দয়া, বিশ্বস্ততাদি ... উদার গুণে বিভূষিত দৃষ্ট হয়, ভীরুক প্রকৃতিস্থ জাতিরা সেরূপ নয়। (২) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে উদ্ভিদ অপেক্ষা আমিষে অধিকতর উষ্ণ পদার্থ আছে। সভ্যাবস্থায় ... স্বভাব জাতিরা অধিকতর দয়া, ক্ষমা, ... রির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, আর উদ্ভিদ অপেক্ষা মাংসে যখন উষ্ণ কর পদার্থ অধিকতর আছে প্রমাণ হইয়াছে, তখন ভাত ডাল প্রভৃতি খাদ প্রকৃতিস্থ এতদ্দেশবাসির ... পরিমিত আমিষ ভক্ষণ করিলে অধিক ... যে অধিক ইষ্টলাভ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

একণে আমরা ব্যায়ামের আবশ্যকতা প্রদর্শন ও গুণবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। শোণিত ও মাংসপেশী আমাদিগের শারীরিক বলের মুখ্য কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শোণিত ও মাংসপেশীর অবস্থানিবন্ধন আমাদিগের শরীর সবল বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

... ত হইবে এবং মাংসপেশী যেরূপ পুষ্ট হইবে তদনুসারে শারীরিক বল বৃদ্ধি ... এতদ্বিষয়ে সুবিখ্যাত ডাক্তার (৩) ... সাহেব যাহা বলেন তাহার কোন কোন অংশ পাঠকদিগের গোচরার্থ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলেন "সর্ব্বদা মাংসপেশীর সঞ্চালন দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। ... সকল মাংসপেশী দ্বারা নিশ্বাস ...

(১) বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রথম ভাগের ২০১ ও ২০২ র পাত দেখিবেন।

(২) ভীরুক প্রকৃতিস্থ লোকে ... চর উচ্চতর গুণে বিভূষিত হয় না বলিয়া উগ্রস্বভাবাম্বিত ব্যক্তির গুণগ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাহার দোষ কীর্ত্তনে আসক্ত ... তুষ্ট করে।

(৩) তাঁহার বিরচিত ফিজিয়লজি পড়িয়া দেখিবেন ... এবং ... কেমন ... দেখিবেন।

প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, তাহারা যদি কয়েক নিমেষ কাল স্থগিত থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে মৃত্যু উপস্থিত হয়। মাংসপেশীর সহায়তা ব্যতিরেকে মনুষ্যের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও মানসিক উচ্চতর ভাব সকল কার্য্যে কখনই পরিণত হইতে পারে না। সন্তান ও বন্ধু বিয়োগ এবং অন্যান্য ঘোরতর ক্লেশে পতিত হইয়া মনুষ্য মাংসপেশীর বল ব্যতিরেকে স্বীয় অন্তর বেদনা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। মাংসপেশীর সঞ্চালনেই আমরা শারীরিক বল প্রাপ্ত হই। কোন একটী মাংসপেশী পরিমিত রূপে সঞ্চালিত হইলে তাহাতে অধিক পরিমিত রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় সুতরাং তাহার আয়তন ও দৃঢ়তা প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়। পরিশ্রম অভাব নিবন্ধন কেবল মাংসপেশী সঙ্কুচিত প্রাপ্ত হয় এমত নহে, রক্তেরও পরিমাণ হ্রাস হয়। মাংসপেশীর মধ্যে রক্তাধার সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, মাংসপেশীর সঞ্চালনে সেই সকল রক্তাধার হইতে শোণিত নির্গত হইয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় শরীরস্থ নানা স্থানে প্রবাহিত হয়। মাংসপেশী ও রক্ত এই দুই পদার্থের পরস্পর যোগ যেমন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় সেরূপ অন্য কোন বস্তুতে নয়নগোচর হয় না। মাংসপেশী সঞ্চালিত হইলে শরীর মধ্যে রক্তের বেগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। রক্ত প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে যে যে স্থানে [illegible] সঞ্চালিত হয় সেই সকল স্থান পুষ্ট হয়। পরিশ্রম করিলে রক্তের পুষ্টিসাধক অংশের হ্রাস হয়, সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য অধিক পরিমাণে ভোজন করিতে হয়। সেই অতিরিক্ত আহার পরিপাক করিবার জন্য ক্ষুধা ও পাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। নূতন শোণিত এই প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শোধিত হইবে বলিয়া পরিশ্রম কালে আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি হয়। এই রূপে শোণিত শোধিত হইয়া শরীরস্থ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নূতন বল বীর্য্য প্রাপ্ত হয় সুতরাং মনুষ্য অধিকতর পরিশ্রম পূর্ব্বক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। ৫

পদ ব্রজ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা শরীর সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মল্লক্রিয়া দ্বারা মাংসপেশী সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় হয়। শারীর বিধান বিৎ পণ্ডিতেরা সুস্পষ্ট রূপে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিখ্যাত আণ্ড্রু কুম্ব সাহেব বলেন "পরিশ্রম কালে নানা প্রকারে যত শরীর সঞ্চালিত হইবে, তত ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশীর শোণিত বেগ বৃদ্ধি হইবে সমুদায় মাংসপেশী সঞ্চালিত না হইলে বাঞ্ছিত ফললাভের সম্ভাবনা থাকে না। শরীরের যে অঙ্গ পরিশ্রম করিবে কেবল সেই অঙ্গের মাংসপেশী সকল সঞ্চালিত হইবে। কিন্তু শরীরের এক অঙ্গ নিয়ত সঞ্চালিত হইলে সেই অঙ্গের মাংসপেশী শ্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কখন পরিশ্রম, কখন বিশ্রাম এই নিয়মানুসারে মাংসপেশীদিগকে সঞ্চালিত করিলে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। ব্যায়ামের অভ্যাস দ্বারা কুম্ব সাহেবের এই সকল উপদেশ যে রূপ পালন করা হয়, অন্য কোন প্রকার শারীর পরিশ্রম দ্বারা সেরূপ হয় না।" যাহারা কখন কুস্তির আখড়ায় গমন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের মতের পোষকতা করিবেন সন্দেহ নাই। এদেশে যে রীতির অনুসারে (৪) ব্যায়াম করা হয় তাহাতে প্রার্থিত ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প, প্রত্যুত কখন কখন অনিষ্ট হইয়া থাকে। কেবল শীত কালে না করিয়া, প্রতি দিবস প্রত্যূষে—শীত কালে অধিক, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে অল্প—ব্যায়াম করিলে আশানুরূপ ইষ্ট ফললাভ হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে, এদেশের এক ভদ্রলোক বাল্যাবধি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। ১৪ বৎসরের সময় তিনি ব্যায়াম আরম্ভ করিলেন। তিনি যে বৎসর কুস্তির আখড়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার পর বৎসরে তাঁহার শরীর এমনি স্ফীত ও সবল হইয়া উঠিল দেখিয়া একটী বীরের মত বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার অবয়ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সাহস গুণেরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এস্থলে আর একটী উদাহরণ প্রদর্শন আবশ্যক হইল। এক ব্যক্তি বাল্যকাল অবধি ব্যায়াম অভ্যাস করেন। ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রায় বাঙ্গালী মাত্রেরই শরীর লোল হয়। কিন্তু উল্লিখিত ব্যক্তির অশীতি বৎসরেও মাথার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া কেবল শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাকে ৫০ বা ৫৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না!! তিনি সেই পূর্ণ বৃদ্ধাবস্থায়ও অল্প পরিমাণে কুস্তি করিতেন।

পরিশ্রম কালে চিত্তের প্রফুল্লতা ও উৎসাহ থাকা অতিশয় আবশ্যক। আমাদিগের মনের অবস্থার প্রতি পরিশ্রমের ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ বিষয়ে কুম্ব সাহেব যে কথা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "পরিশ্রমের শুভ ফল ভোগের কারণ আমাদিগের মনোমধ্যে নিহিত আছে, তাহার প্রতি হতাদর হইয়া পরিশ্রম করিলে আমাদিগের শরীরকে প্রবঞ্চনা করা হয়। মাংসপেশী সকল মনের অধীন। মনের আজ্ঞা বহন করিবার জন্য তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে।" কুম্ব সাহেব এই মতপোষক একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন "মস্কো রণক্ষেত্রে যখন শত্রু উপস্থিত না থাকিত ফরাশী সেনাগণ নিরুদ্যম ও দুর্ব্বল দৃষ্ট হইত। কিন্তু রুশিয়দিগের জয়ধ্বনি তাহাদিগের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহারা যেন কোথা হইতে নূতন বল প্রাপ্ত হইত। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা যে সমস্ত অস্ত্র বহন করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিত, প্রসন্ন বদনে সেই সেই অস্ত্র শত্রুর প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিত।"

"বয়ঃক্রম, বল, শরীরের অবস্থা এবং পূর্ব্বাভ্যাস, এ সমুদায়ের অনুসারে পরিশ্রম করা উচিত"। এ প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিবার কারণ কুম্ব সাহেব সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "শরীর অনবরত ক্ষয় ও পুষ্ট হইতেছে; যখন কোন অঙ্গ পরিশ্রম

---

৪ বাঙ্গালি দিগের মধ্যে অত্যল্প লোকে ব্যায়ামাভ্যাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা কুস্তি করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কেবল শীত কালে করেন।

৫ নিশ্বাস প্রশ্বাস অঙ্গ চালনাদি দ্বারা শরীর ক্ষয় এবং আহারাদি দ্বারা পুষ্ট হই থাকে।